ড. আহমদ আলী

খালীফাতু রাসূলিল্লাহ
(সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)

আবূ বাকর আছ্‌ছিদ্দীক
(রাদিআল্লাহু 'আনহু)

ড. আহমদ আলী
প্রফেসর
ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়
চট্টগ্রাম

বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার
ঢাকা

প্রকাশক
এ.কে.এম. নাজির আহমদ
পরিচালক
বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার
২৩০ নিউ এলিফ্যান্ট রোড, ঢাকা-১২০৫
ফোন : ৮৬২৭০৮৬, Fax : ০২-৯৬৬০৬৪৭
সেল্‌স এন্ড সার্কুলেশান :
কাঁটাবন মসজিদ ক্যাম্পাস ঢাকা-১০০০
ফোন : ৮৬২৭০৮৭, ০১৭৩২৯৫৩৬৭০
Web : www.bicdhaka.com ই-মেইল : info@bicdhaka.com

ISBN : 978-984-8921-06-7

প্রথম প্রকাশ : যুলহিজ্জা ১৪৩৪
কার্তিক ১৪২০
অকটোবর ২০১৩

প্রচ্ছদ : এম.এ আকাশ

মুদ্রণ :
আল ফালাহ্ প্রিন্টিং প্রেস
মগবাজার, ঢাকা-১২১৭।

বিনিময় : ছয়শত টাকা মাত্র

Abu Bakar As Siddique (Ra.) Written by Dr. Ahmad Ali and published by AKM Nazir Ahmad Director Bangladesh Islamic Centre 230 New Elephant Road Dhaka-1205 Sales and Circulation Katabon Masjid Campus Dhaka-1000 First Edition October 2013 Price Taka 600.00 only.

প্রকাশকের কথা

আবূ বাকর আছ্ছিদ্দীক (রা.) মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহর (ছাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) উম্মাতের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তি। তাঁর আশৈশব পংকিলতামুক্ত জীবন ছিলো ফুলের মতো সুন্দর। মানুষের সাথে তাঁর আন্তরিকতাপূর্ণ আচরণ ছিলো ঈর্ষণীয়। বিবাদবিসম্বাদ মীমাংসা করার ক্ষেত্রে তাঁর বিচক্ষণতা ছিলো অসাধারণ। সত্যনিষ্ঠতা ছিলো তাঁর জীবনের ভূষণ। তাঁর ব্যবসা পরিচালনার যোগ্যতা ও লেনদেনের পরিচ্ছন্নতা ছিলো প্রশংসনীয়। সঠিক সময়ে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার অসাধারণ যোগ্যতা ছিলো তাঁর। আবার, সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে তাঁর বলিষ্ঠতা ও অনড়তা ছিলো বিস্ময়কর। যোদ্ধা হিসেবে তিনি ছিলেন অকুতোভয়। সেনাপতি হিসেবে ছিলেন পারদর্শী। প্রশাসক হিসেবে তিনি ছিলেন সেরা ব্যক্তিদের মধ্যে শামিল। রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্রে তিনি স্থাপন করেছেন অত্যুজ্জ্বল উদাহরণ। তিনি ছিলেন আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নির্দেশ পালনে নিবেদিতপ্রাণ। আল্লাহর রাসূলের পবিত্র মুখে জীবিতাবস্থায় যাঁরা জান্নাতের সুসংবাদ লাভ করেছিলেন তিনি ছিলেন তাঁদের প্রধান।

অধ্যাপক ড. আহমদ আলী অত্যন্ত দক্ষতার সাথে মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহর (ছাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) উম্মাতের সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তিটির জীবনী রচনা করেছেন। সম্মানিত লেখকগবেষক খালীফাতু রাসূলিল্লাহ আবূ বাকর আছ্ছিদ্দীকের (রা.) জীবনের বিভিন্ন দিক বিস্তারিতভাবে লিপিবদ্ধ করেছেন। আমরা গ্রন্থটি পাঠকপাঠিকাদের সামনে তুলে ধরতে পেরে আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করছি। আশা করি গ্রন্থটি বিপুলভাবে সমাদৃত হবে।

আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন আমাদের সহায় হোন!

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله الملك الوهاب، هو أعلم حيث يجعل رسالته ويختار لكل نبي حوارين وأصحاب، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة لا يشوبها شرك ولا ارتياب، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المصطفى، وخليله المجتبى، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه آئمة الهدى، ومصابيح الدجى. أما بعد،

ভূমিকা

আবূ বাকর (রা.) ছিলেন নাবী-রাসূলগণকে বাদ দিলে সমগ্র ইনসানী দুনিয়ার শ্রেষ্ঠতম আদর্শ মানুষ। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর জীবদ্দশায় যেমন তিনি সমগ্র মুসলিম সমাজের নিকট উম্মাতের মধ্যে সর্বোত্তম ব্যক্তিরূপে পরিচিত ছিলেন, তেমনি তাঁর অন্তর্ধানের পরেও গোটা মুসলিম দুনিয়ায় তিনিই ছিলেন অবিসংবাদিত শ্রেষ্ঠতম ব্যক্তি। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, مَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ وَلَا غَرَبَتْ عَلَى أَحَدٍ بَعْدَ النَّبِيِّيْنَ وَالْمُرْسَلِيْنَ أَفْضَلَ مِنْ أَبِي بَكْرٍ- "নাবী-রাসূলগণের পর আবূ বাকর (রা.) অপেক্ষা অন্য কোনো শ্রেষ্ঠতর মানুষের ওপর সূর্য উদিতও হয়নি এবং অস্তও যায়নি।"[১] যে সকল উপাদান মানব চরিত্রকে সুন্দর, উন্নত, মহৎ ও পরিপূর্ণ করে তুলতে পারে, তার সবগুলোই আবূ বাকর (রা.)-এর মধ্যে বিদ্যমান ছিল। জাহিলী যুগেও তিনি পবিত্রতা, সততা, দানশীলতা, দয়া, সরলতা, ন্যায়পরায়ণতা ও আমানাতদারী প্রভৃতি গুণে বিভূষিত ছিলেন। যে সমাজে মদ্যপান, ব্যভিচার ও পাপাচার সর্বগ্রাসী রূপ ধারণ করেছিল, আবূ বাকর (রা.) সে সমাজের একজন প্রভাবশালী লোক হওয়া সত্ত্বেও এর সমস্ত কলুষ ও পঙ্কিলতা থেকে ছিলেন সম্পূর্ণরূপে পবিত্র। বস্তুত এ গুণগুলো তাঁর মধ্যে স্বভাবগতভাবেই বিদ্যমান ছিল। উত্তরকালে কুর'আনের নৈতিক শিক্ষা ও রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর ঘনিষ্ঠ সাহচর্যের ফলে এ গুণগুলো তাঁর চরিত্রে অধিকতর চমকিত হয়ে ওঠে।

---

১. আহমাদ, *ফাদা'য়িলুস সাহাবাহ,* খ.১,পৃ.১৫৩, ১৫৫, ৪২৩ (হা.নং: ১৩৫, ১৩৭, ৬৬২); দায়লামী, *আল-ফিরদাউস,* হা.নং: ৮৪০১; আবূ নু'আয়ম, *ফাদা'য়িলুল খুলাফা'য়ির রাশিদীন,* হা.নং:৯

ভূমিকা

আল্লাহ তা'আলা যুগে যুগে বহু নাবী-রাসূল প্রেরণ করেছেন এবং তাঁদের মাধ্যমে মানব জাতিকে সতর্ক করেছেন। মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-ই হচ্ছেন সর্বশেষ রাসূল। কিভাবে মানুষ তার জীবন গঠন করবে, কিভাবে জীবন সংগ্রামে সে জয়ী হবে- সব কিছুর পরিপূর্ণ আদর্শ দেখিয়ে দিয়ে তিনি অন্তর্হিত হলেন। এর মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা যেন পরিষ্কারভাবে ঘোষণা করে দিলেন, "হে মানুষ, এখানেই নুবুওয়াত ও রিসালাতের যুগ শেষ হলো। এবার তোমরা নিজেদের পায়ে দাঁড়াও।" মানব জাতির শক্তি ও সম্ভাবনার কাছে আল্লাহ তা'আলার এ এক উদাত্ত আহ্বান। নাবী-রাসূলগণের আশ্রয়ে থেকে মানুষ অন্যায় ও অসত্যের ওপর জয় লাভও করতে পারে; কিন্তু তাঁদের অবর্তমানেও তাঁদের শিক্ষার আলোকে মানুষ যে সত্য ও ন্যায়ের অপরূপ মহিমায় উদ্ভাসিত হতে পারে, আল্লাহ তা'আলা যেন এবার মানুষ থেকে এ পরীক্ষা নিতে চান।

আল্লাহ তা'আলার এ আহ্বান ও পরীক্ষায় আবূ বাকর (রা.) সাড়া দিলেন। তাঁকে এক কঠিন ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে হলো। আনন্দের বিষয় হলো, এ ভূমিকায় তিনি সম্মানের সাথে উত্তীর্ণ হয়েছেন। মানবীয় আবেষ্টনীর মধ্যে থেকে তিনি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর বিরাট ব্যক্তিত্বের অতি সার্থকভাবে রূপ দিয়ে গেছেন। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর বিরাট ব্যক্তিত্বের নিকটে দাঁড়িয়ে আছেন বলে স্বভাবতই তিনি কিছুটা ম্লান হয়ে রয়েছেন; কিন্তু বিচ্ছিন্নভাবে বিচার করলে এ কথা সহজেই বোঝা যাবে যে, তাঁর ভূমিকাও কম গৌরবের নয়।

ইসলামের ইতিহাস ও ঐতিহ্যের দিক দিয়েও রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর পরে তিনিই হলেন সর্বপ্রথম উল্লেখযোগ্য ব্যক্তি। তাঁকে ইসলামের দ্বিতীয় প্রতিষ্ঠাতা বলা যায়। বলাই বাহুল্য যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁর তেইশ বছরের সাধনার মাধ্যমে ইসলামের পূর্ণাঙ্গ জীবনাদর্শ স্থাপনের সাথে সাথে আরবের কঠিন জাহিলিয়্যাতের প্রাসাদ চুরমার করে তার ধ্বংসস্তুপের ওপর একটি উজ্জ্বল আদর্শ ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করে গিয়েছিলেন; কিন্তু তাঁর ওফাতের সাথে সাথেই জাহিলিয়্যাতের প্রতিবিপ্লবী শক্তি মাথা তুলে দাঁড়িয়েছিল। ইসলামের শিক্ষা, রীতি-নীতি ও আচার-অনুষ্ঠান- সবকিছুই একরূপ অন্তর্হিত হতে চলছিল। ইসলামকে অস্বীকার করে অনেকেই তাদের পূর্ব ধর্মে ফিরে গিয়েছিল। চারজন ভণ্ড নাবী আবির্ভূত হয়ে সালাত, যাকাত, সাওম ও অন্যান্য অনুশাসন অস্বীকার করেছিল। বহু বেদুঈন গোত্র বিদ্রোহী হয়েছিল। এক কথায় মুষ্টিমেয় কুরাইশ ও আনসার ব্যতীত সমগ্র আরবই ইসলামের গণ্ডীর বাইরে চলে গিয়েছিল। শত্রু-মিত্র সকলেরই এই বিশ্বাস জন্মেছিল যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর জ্বালানো ইসলাম-প্রদীপ আর বেশি দিন টিকে থাকতে পারবে না। এই কঠিন সঙ্কট-মুহূর্তে আবূ বাকর (রা.) খিলাফাতের গুরু

দায়িত্বভার মাথায় তুলে নিয়েছিলেন। অত্যন্ত দৃঢ়তা ও সাহসিকতার সাথে তিনি এ সঙ্কটের এভাবে মুকাবিলা করলেন যে, বিদ্রোহ ও মিথ্যা নুবুওয়াতের দাবি বন্যার স্রোতের মুখে খড়কুটার মতো ভেসে গিয়েছিল। কুফরী ও শিরকের যে কালো মেঘ আরবের আকাশকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছিল, তা এমনভাবে উধাও হয়ে গেল যে, আর কখনো ফিরে আসতে পারেনি। শুধু তা-ই নয়; আরব বিদ্রোহীদের মস্তক চূর্ণ করে তিনি আরব দেশের বাইরেও অভিযান পরিচালনা করেন এবং যেরূপ সাহসিকতার সাথে বাইরের বড় বড় শক্তির যাবতীয় চ্যালেঞ্জ ও হুমকির সমুচিত জবাব দেন, এক কথায় রাষ্ট্রপরিচালনার ইতিহাসে তার দৃষ্টান্ত বিরল বলা চলে। তাঁর খিলাফাত-কালে একদিকে মুসলিম সৈন্যগণ পারস্যের রাজধানী মাদায়িনের সিংহদ্বার পর্যন্ত পৌঁছে গিয়েছিল, অপরদিকে রোম-সাম্রাজ্যের অন্তর্গত শামের যুদ্ধক্ষেত্রগুলোতে বিরাট বিরাট রোমান বাহিনীকে পর্যদুস্ত করে রোম সম্রাটের সিংহাসন কাঁপিয়ে তুলেছিল। এভাবে তাঁর অক্লান্ত চেষ্টা ও বুদ্ধিমত্তার ফলেই অতি দ্রুত আবারো ইসলাম সমহিমায় পুনঃপ্রতিষ্ঠা লাভ করেছিল। তাঁর তিরোধানের পর খালীফা 'উমার (রা.) ইসলামের ভিত্তিভূমিকে আরো সুদৃঢ় ও সুবিস্তৃত করেন। আর এ ভিত্তিভূমির ওপরেই পরবর্তী খালীফাগণ বিশাল ইসলামী সালতানাত গড়ে তুললেন। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর ওফাতের পর আবূ বাকর ও 'উমার (রা.)-এর মতো দু'জন মহান খালীফাকে আমরা যদি লাভ না করতাম, তবে ইসলামের কী দশা হতো, তা সত্যিই ভাববার বিষয়। 'আবদুল্লাহ ইবনু মাস'উদ (রা.) বলেন,

> لَقَدْ قُمْنَا بَعْدَ رَسُوْلِ اللهِ صلى الله عليه وسلم مَقَاماً كِدْنَا نَهْلِكُ فِيهِ لَوْلَا أَنَّ اللهَ مَنَّ عَلَيْنَا بِأَبِي بَكْرٍ رضي الله عنه.
>
> -"রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর ওফাতের পর আমরা এমন এক কঠিন অবস্থায় এসে উপনীত হয়েছিলাম যে, যদি আল্লাহ তা'আলা আবূ বাকর (রা.)-এর মাধ্যমে আমাদের ওপর অনুগ্রহ না করতেন, তা হলে আমরা প্রায় ধ্বংসই হয়ে যেতাম।"[২]

এ কথার প্রতিধ্বনি করেই বিখ্যাত জার্মান ঐতিহাসিক Von kremer আবূ বাকর ও 'উমার (রা.) সম্বন্ধে বলেছেন,

> "Of both (Abu Bakr and Omar) it might be truly said without them Islam would have perished with the Prophet."[৩]

---

২. ইবনুল আছীর, *আল-কামিল ফিত-তারীখ*, খ.১,পৃ.৩৬৫; বালাযুরী, *ফুতূহুল বুলদান*, খ.১,পৃ.১১৩
৩. Von kremer, *Politics in Islam*, P.13

ভূমিকা

আবূ বাকর (রা.) ছিলেন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিরন্তর সহচর ও আত্মনিবেদিত অকৃত্রিম বন্ধু। তাঁর সুখে-দুঃখে, বিপদাপদে, নির্জন ও সমাবেশে তিনিই তাঁর সাথে বেশি থাকতেন। ইসলাম কাবূল করার পর থেকেই রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর ওফাত পর্যন্ত দীর্ঘকাল তিনি তাঁর সাহায্য-সহযোগিতা, ইসলামের প্রচার ও কাফিরদের অত্যাচার-নিষ্পেষণ থেকে মুসলিমদের রক্ষা করার কাজে তাঁর সাথে প্রতিনিয়ত ব্যস্ত-সময় কাটাতেন। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর জন্য তিনি নিজ জীবনেরও সামান্যতম পরোয়া করেননি। কাফিরদের সাথে প্রতিটি প্রত্যক্ষ সংগ্রামে তিনি তাঁর সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে লড়াই করেছেন। এ কারণে তিনি ছিলেন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট সর্বাপেক্ষা প্রিয় ও আস্থাভাজন। মুসলিমদের যাবতীয় ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁর সাথে একান্তে পরামর্শ করে চলতেন। 'উমার (রা.) বলেন,

كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْمُرُ عِنْدَ أَبِي بَكْرٍ اللَّيْلَةَ كَذَلِكَ فِي الْأَمْرِ مِنْ أَمْرِ الْمُسْلِمِينَ وَأَنَا مَعَهُ.

-"রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মুসলিমদের ব্যাপারে রাতের বেলা আবূ বাকর (রা.)-এর সাথে আলাপ করতেন। আমিও তাঁর সাথে থাকতাম।"[৪] বলতে গেলে আবূ বাকর (রা.) ছিলেন রাসূলুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর দক্ষিণ হস্ত স্বরূপ। রাসূলুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর প্রায় সকল কার্যক্রমে তাঁর সক্রিয় ভূমিকা ছিল। একবার রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আবূ বাকর ও 'উমার (রা.) প্রসঙ্গে বললেন, لَا غِنًى بِي عَنْهُمَا وَإِنَّهُمَا مِنَ الدِّيْنِ كَالسَّمْعِ وَالْبَصَرِ. -" এ দু'জন ছাড়া আমার উপায় নেই। অর্থাৎ তাঁদের পরামর্শ ও সহযোগিতা আমার লাগবেই। কেননা এরা দু'জনই হলেন দীনের কান ও চক্ষুস্বরূপ।"[৫] বলাই বাহুল্য, যে কোনো সত্য বা আদর্শ প্রচারের জন্য কয়েকজন একনিষ্ঠ সহচরের প্রয়োজন রয়েছে। এক মতের এক পথের মাত্র দু/চার জন একনিষ্ঠ সাথী পেলেই সত্য জয়যুক্ত হতে পারে। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর চারজন খালীফা এ কথার জ্বলন্ত প্রমাণ। আবূ বাকর, 'উমার, 'উছমান ও 'আলী (রা.)- এ চারজন সাহাবীই রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিত্য-সহচর। তবে এঁদের মধ্যে আবূ বাকর (রা.) ছিলেন সর্বাপেক্ষা বয়োজ্যেষ্ঠ এবং সর্বদিক দিয়ে শ্রেষ্ঠ ও অতুলনীয়। তিনি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর জীবন ও কর্মের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত ছিলেন।

---

৪. আহমাদ, *আল-মুসনাদ*, (মুসনাদু 'উমার রা.), হা.নং:১৭৩; ইবনু খুযায়মাহ, *আস-সাহীহ*, হা.নং:১২৭৭

৫. হাকিম, *আল-মুস্তাদরাক*, (কিতাবু মা'আরিফাতিস সাহাবা), হা.নং:৪৪২২

কাজেই আবূ বাকর (রা.)-এর জীবনী না পড়লে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর জীবনী পাঠ সম্পূর্ণ হয় না। কোনো বস্তুকে সম্পূর্ণরূপে জানতে হলে তার পারিপার্শ্বিকতাও জানতে হয়। সেভাবে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর জীবন ও কর্ম সঠিকভাবে জানতে হলে আবূ বাকর (রা.)-এর জীবন ও কর্মের সাথেও পরিচিত হওয়ার একান্ত প্রয়োজন রয়েছে। ধ্বনির সাথে প্রতিধ্বনি থাকলে যেমন ধ্বনির পূর্ণতা অনুভব করা হয়, আদর্শের সাথে সার্থক অনুকৃতি থাকলে যেমন আদর্শের পূর্ণতাই উপলব্ধি করা যায়, সেই রূপ রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর পার্শ্বে তাঁরই আদর্শে গঠিত আবূ বাকর (রা.)কে দেখলে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর মহিমা ও সৌন্দর্যের কথাই বেশি করে মনে পড়ে। আবূ বাকর (রা.) ছিলেন সত্যিই রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর মূর্তিমান ধ্বনি। আবূ বাকর (রা.) যে বলেছেন, لَسْتُ بِخَلِيفَةِ اللهِ، وَلَكِنِّي خَلِيْفَةُ رَسُولِ اللهِ.-"আমি আল্লাহর খালীফা নই, আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর খালীফা"- এ কথা অতি সত্য।

আল্লাহর সর্বশেষ নাবী যখন অন্তর্হিত হলেন, তখন দিকভ্রান্ত মানবজাতি সর্বান্তকরণে কামনা করছিল এমন একজন বলিষ্ঠ মানুষকে, যে মানবীয় আবেষ্টনীর মধ্যে থেকেই মানুষের আদর্শরূপে পরিগণিত হতে পারে। নিঃসন্দেহে সে আদর্শ মানুষটি হচ্ছেন আবূ বাকর (রা.)। নাবী না হয়েও মানুষ যে কতো পূর্ণ, সুন্দর ও মহৎ হতে পারে আবূ বাকর (রা.) তার এক প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর জীবনের সকল আদর্শ, লক্ষ্য ও ধ্যান-ধারণা তাঁর জীবনে গভীর রেখাপাত করেছিল। তদুপরি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর ওফাতের পর মুসলিম উম্মাহর রক্ষণাবেক্ষণ ও উন্নতি বিধানের যে গুরু দায়িত্বভার আল্লাহ তা'আলা তাঁর ওপর ন্যস্ত করেছিলেন, সে দায়িত্ব তিনি অত্যন্ত সাফল্যের সাথে সুচারুরূপে পালন করে যান। পাশ্চাত্যের অনেক গবেষকও আবূ বাকর (রা.)-এর ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। স্যার উইলিয়াম মুর বলেছেন,

> "রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর আদর্শ থেকে আবূ বাকর (রা.) এক চুল পরিমাণও বিচ্যুত হতেন না। এ নীতির ওপর দাঁড়িয়েই তিনি ধর্মদ্রোহীদেরকে দমন করে ইসলামকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। তাঁর খিলাফাত-কাল দীর্ঘ হয়নি; কিন্তু এ কথা সত্য যে, মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর পরে অন্য কারো নিকট ইসলাম এতো ঋণী নয়।"[৬]

---

৬. গোলাম মোস্তফা, *হযরত আবূ বকর রা.*, পৃ.১৩৪ (উইলিয়াম মুর-এর *The Calliphate*-এর সূত্রে বর্ণিত)

ভূমিকা

বলাই বাহুল্য, যে কোনো জাতির ভবিষ্যত পথ-নির্দেশের জন্য তার অতীতকে গভীর ও তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে পর্যালোচনা করাই সর্বাধিক ফলপ্রসূ ব্যবস্থা। জাতীয় জীবনে যে ত্রুটি-বিচ্যুতি ও দুর্বলতা পরিলক্ষিত হয়, তা থেকে জাতিকে উদ্ধার করার জন্যও তার উজ্জ্বল অতীতকেই লোকদের সামনে তুলে ধরা আবশ্যক। বর্তমান সময়ে বিশ্বের মুসলিম জাতি অধঃপতনের চরম সীমায় উপনীত। এ মুহূর্তে আবূ বাকর (রা.)-এর জীবনাদর্শ নিঃসন্দেহে মুসলিম জাতির জীবন-পথের দিশারী হিসেবে অত্যন্ত চমকপ্রদ ভূমিকা রাখতে পারে।

আবূ বাকর (রা.)-এর খিলাফাত-কাল ছিল প্রায় দু'বছর তিন মাস। এ স্বল্প সময়ের খিলাফাতকে এক শ্রেণীর লোক বিশেষ গুরুত্ব দিতে চায় না; বরং তারা খুলাফা রাশিদূন, এমন কি ইসলামী রাষ্ট্র বলতে দ্বিতীয় খালীফা 'উমার (রা.)-এর খিলাফাতকেই বুঝে থাকে এবং জনসমক্ষে একেই পেশ করে। তারা মনে করে যে, আবূ বাকর (রা.) এ সংকীর্ণ সময়ের মধ্যে খুব বিরাট কোনো বিপ্লবাত্মক কাজ সম্পন্ন করতে পারেননি এবং তাঁর সংক্ষিপ্ত কর্মকাল এরূপ কোনো কাজের জন্য যথেষ্টও নয়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এ কথা মোটেই সত্য নয়। আবূ বাকর (রা.) অতি অল্প সময়ের মধ্যেও যে কাজ করতে সক্ষম হয়েছেন, তা গুণ ও বৈশিষ্ট্যের দিক দিয়ে এতোই অনন্য ও গুরুত্বপূর্ণ যে, দুই শত বছরের কাজের চেয়েও তা অধিক মূল্যবান ও চমকপ্রদ মনে হয়। ইতিহাসে যে ইসলামী রাষ্ট্র-বিপ্লবের সৃষ্টি হয়েছে, তার প্রথম ভিত্তি স্থাপন করেন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)। তাঁর ওফাতের পর আবূ বাকর (রা.) একদিকে অত্যন্ত দৃঢ়তা ও সাহসিকতার সাথে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর শিক্ষা ও আদর্শের পূর্ণ বাস্তবায়ন করেন, অপরদিকে অত্যন্ত বিচক্ষণতার সাথে দ্রুততর সময়ের মধ্যে রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব ও বিদ্রোহের মূলোৎপাটন করে আরবদেরকে একটি ঐক্যবদ্ধ শক্তিশালী জাতিতে পরিণত করেন, অতঃপর এর ওপর ভিত্তি করেই 'উমার (রা.) খিলাফাতের সোনালী সৌধ নির্মাণ করতে সমর্থ হন। কাজেই 'উমার (রা.)-এর স্বর্ণোজ্জ্বল খিলাফাতকে যথাযথভাবে অনুধাবন করতে হলে আবূ বাকর (রা.)-এর খিলাফাতকালও বিস্তারিতরূপে অধ্যয়ন করা একান্তই আবশ্যক।

ঐতিহাসিক ও লেখকগণ আবূ বাকর (রা.)-এর জীবন এবং জীবনের বিভিন্ন দিক ও বিভাগের ওপর ছোট-বড় অসংখ্য গ্রন্থ রচনা করেছেন। বাংলা ভাষায়ও এ যাবত তাঁর বহু জীবনীগ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। তবে তাঁর জীবনের ওপর পূর্ণাঙ্গ গবেষণামূলক ও বিশ্লেষণধর্মী গ্রন্থ তেমনটি নেই বললেই চলে। তা ছাড়া এ সকল গ্রন্থে অনেক জায়গায় এমন বহু হাদীস নকল করা হয়েছে, যা হাদীসবিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণ থেকে মোটেই গ্রহণযোগ্য নয়। আবার কোনো কোনো রিওয়ায়াত সাহাবা কিরামের শান ও মর্যাদারও

পরিপন্থী, আবার কোনোটি অতিরঞ্জিতও। আবার অনেকেই প্রাচীন ঐতিহাসিকদের বিভিন্ন বর্ণনা কোনোরূপ যাচাই-বাছাই করা ছাড়াই তাঁদের গ্রন্থে সন্নিবেশিত করেছেন। এতে পাঠকরা অনেক ক্ষেত্রে[৭] প্রকৃত সত্য জানার চেয়ে বিভ্রান্ত হবার আশংকাই বেশি। তদুপরি কোনো কোনো গ্রন্থ পাশ্চাত্যের মুসলিম বিদ্বেষী ঐতিহাসিকদের লিখিত গ্রন্থাবলির ছায়া অবলম্বনেও রচিত হয়েছে, যেগুলোতে ইসলাম ও মুসলিমদের স্বর্ণোজ্জ্বল ইতিহাসের ওপর কখনো প্রচ্ছন্নভাবে, আবার কখনো জোরালোভাবে কালিমা লেপন করা হয়েছে।

তবে বাংলা ভাষায় আবূ বাকর (রা.)-এর জীবন ও কর্মের ওপর দু/একটি ভালো গ্রন্থ যে নেই, তাও নয়। আমার জানা মতে, এ ক্ষেত্রে প্রখ্যাত উর্দুলেখক ঐতিহাসিক মাওলানা সা'ঈদ আহমদ আকবরাবাদী (রাহ.) প্রণীত 'সিদ্দীকে আকবর রা.' শীর্ষক গ্রন্থটি অনন্য বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। এতে কুর'আন, হাদীস ও বিভিন্ন রিওয়ায়াতের আলোকে আবূ বাকর (রা.)-এর জীবনের বিভিন্ন দিকের ওপর বস্তুনিষ্ঠ পর্যালোচনা করা হয়েছে। মোহাম্মাদ সিরাজুল হক বইটি বাংলায় অনুবাদ করে বাংলা ভাষাভাষী পাঠকদের জন্য বিরাট উপকার করেছেন। আমি আমার এ বইয়ের বহু জায়গায় এ গ্রন্থের সাহায্য নিয়েছি। এ কারণে আমি তাঁর নিকট বিশেষভাবে ঋণী।

আমি এ কথা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি যে, পূর্ববর্তী লেখকগণের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা আমার চেয়ে অনেক বেশি ছিল। এতদসত্ত্বেও আমি মনে করছি যে, আবূ বাকর (রা.)-এর জীবন ও কর্মের ওপর এমন একটি গ্রন্থ রচিত হওয়া প্রয়োজন, যাতে তাঁর সকল বিষয় তথ্যসূত্রসহ বর্ণিত হবে এবং এর পাশাপাশি তাঁর সম্পর্কে যে সকল কথাবার্তা প্রচলিত রয়েছে, সেগুলোর ওপর আলোচনা-পর্যালোচনাও করা হবে। বস্তুত আমি এ উদ্দেশ্যকে সামনে রেখেই এ গ্রন্থটি রচনায় হাত দিয়েছি। আমি চেষ্টা করেছি, এ গ্রন্থে আবূ বাকর (রা.)-এর জীবনের সকল বিষয় তথ্যসূত্রভিত্তিক তুলে ধরতে এবং তাঁর সাথে সম্পর্কিত ঘটনাবলির চুলচেরা বিশ্লেষণ করতে। তা ছাড়া তাঁর ঘটনাবহুল পবিত্র জীবনের বাঁকে বাঁকে আল্লাহর দীনের দা'য়ীদের জন্য রয়েছে শিক্ষা ও উপদেশ লাভের বহু উপকরণ। আমি এগুলোও গ্রন্থের বিভিন্ন জায়গায় সংক্ষেপে তুলে ধরতে চেষ্টা করেছি। এ উদ্দেশ্যগুলো কতটুকু অর্জিত হয়েছে তার বিচারভার শ্রদ্ধেয় পাঠকমহলের ওপর অর্পিত হলো। আমি আশা করি, আমার এ গ্রন্থটিও অন্যান্য গ্রন্থের মতো বিদগ্ধ পাঠক সমাজের নিকট সমাদৃত হবে এবং আল্লাহর দীনের দা'য়ীদের মধ্যে এক নব প্রেরণার সঞ্চার করবে।

---

৭. যেমন- আবূ বাকর এবং 'আলী ও ফাতিমা [রা.]-এর মধ্যকার সম্পর্ক, আবূ বাকর [রা.]-এর নির্বাচন এবং তাঁর হাতে 'আলী [রা.] ও অন্যান্যের বায়'আত গ্রহণ প্রভৃতি।

ভূমিকা

পরিশেষে এ গ্রন্থটির রচনা এবং দ্রুত শেষ করার জন্য বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টারের মুহতারাম পরিচালক এ. কে. এম. নাজির আহমদ আমাকে যে উৎসাহ প্রদান করেছেন, এ জন্য আমি তাঁকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আল্লাহ তা'আলা তাঁকে দু'জাহানে উত্তম বিনিময় দান করুন! আমীন!

আমি আমার জ্ঞানগত সীমাবদ্ধতা ও দুর্বলতার কথা পুরোপুরিই স্বীকার করে নিচ্ছি। তা ছাড়া নানা ব্যস্ততার মধ্যে এ গ্রন্থটির রচনার কাজ আমাকে শেষ করতে হয়েছে। তাই আমার আলোচনার মধ্যে ভুল-ত্রুটি থেকে যেতে পারে। বিজ্ঞ পাঠকবৃন্দের কাছে কোনো ভুল-ত্রুটি ধরা পড়লে তা ধরে দেয়ার জন্য বিনীত অনুরোধ রইলো।

আল্লাহ তা'আলা, আমার এ ক্ষুদ্র প্রয়াসকে কাবূল করুন! এর উসীলায় আমাকে, আমার মাতা-পিতা, পরিবার-পরিজন, দীনের একনিষ্ঠ দা'য়ী এবং এ বই লিখতে ও প্রকাশ করতে যাঁরা আন্তরিকতার সাথে আমাকে সহযোগিতা করেছেন, তাঁদের সকলকে দুনিয়া ও আখিরাতে অসংখ্য কল্যাণ দান করুন! আমীন!!

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ، وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَصَلَّى اللهُ وَسَلَّمَ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ، وَّعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ.

ড. আহমদ আলী
০১.০৫.২০১২

সূচিপত্র

অধ্যায়-১

অধ্যায়-২

সূচিপত্র

অধ্যায়-৪

অধ্যায়-৬

অধ্যায়-৭

অধ্যায়-৮

সূচিপত্র

সূচিপত্র

অধ্যায়- ৯

অধ্যায়-১০

অধ্যায়-১১

সূচিপত্র

সূচিপত্র

অধ্যায়- ১২

অধ্যায়-১

পরিচয় ও ইসলাম-পূর্ব জীবন

নাম ও উপনাম

প্রকৃত নাম 'আবদুল্লাহ।[১] এর অর্থ আল্লাহর বান্দাহ। ইসলাম গ্রহণের পর রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁর এ নাম রাখেন। ইসলাম পূর্ব-যুগে তাঁর নাম ছিল 'আবদুল কা'বা।[২] উপনাম (কুনিয়াত) আবূ বাক্‌র। জাহিলী যুগ থেকেই এ উপনামে তিনি সমধিক পরিচিতি লাভ করেন। তাঁর বহু উপাধি ছিল, যা তাঁর উচ্চ মর্যাদা, সত্যনিষ্ঠতা ও আভিজাত্যের প্রমাণ বহন করে। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো- আল-'আতীক, আছ-ছিদ্দীক, আল-আওয়াহ, আল-আতকা, সাহিবু রাসূলিল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ও খালীফাতু রাসূলিল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)।

আবূ বাকর নামকরণের কারণ

'বাক্‌র' শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ হলো অগ্রবর্তী হওয়া (التقدم)।[৩] বিশিষ্ট মুফাস্‌সির জারুল্লাহ মাহমূদ আয-যামাখ্‌শারী [৪৬৭-৫৩৮ হি.] (রাহ.) বলেন, অনুপম

---

১. ইবনু সীরীন ও 'আবদুর রাহমান ইবনুল কাসিম (রাহ.) প্রমুখ থেকে বর্ণিত, তাঁর নাম হলো 'আতীক। কিন্তু প্রকৃত ব্যাপার হলো, 'আতীক তাঁর নাম নয়; বরং উপাধি। (তাবারী, *তারীখুর রুসুল ওয়াল মুলূক*, খ.২,পৃ.২১৮; সুয়ূতী, *তারীখুল খুলাফা*, খ.পৃ.১১)

২. ইবনুল আছীর, *উসদুল গাবাহ*, খ.২,পৃ.১৩৮; ইবনু 'আবদিল বারর, *আল-ইস্তি'আব*, খ.১,পৃ.২৯৪; ইবনুল মুতাহহির, *আল-বাদ'উ ওয়াত তারীখ*, খ.১,পৃ.২৮৩
বর্ণিত রয়েছে যে, আবূ বাকর (রা.)-এর মাতা ছিলেন মৃতবৎসা। তাই তিনি মানাত করেছিলেন, যদি আমার একটি পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করে জীবিত থাকে, তবে তার নাম রাখবো 'আবদুল কা'বা (অর্থাৎ কা'বার বান্দাহ) এবং তাকে কা'বা ঘরের খিদমাতের জন্য উৎসর্গ করে দেবো। আবূ বাকর (রা.) জন্ম লাভ করার পর তাঁর মাতা তাঁর নাম রাখেন 'আবদুল কা'বা এবং তাঁকে কা'বা শারীফের খিদমাতের কাজে উৎসর্গ করে দিলেন। দীন ইসলাম গ্রহণের পর রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁর এ মুশরিকী নাম পরিবর্তন করে তাঁর নাম রাখলেন 'আবদুল্লাহ। এটিই অধিকাংশ ঐতিহাসিকের অভিমত। (আল-মুহিব্ব আত-তাবারী, *আর-রিয়াদুন নাদিরাতু..*, পৃ.৩১; 'আবদুল হালিম, *সিদ্দীকে আকবর হযরত আবূ বকর (রা.)*, পৃ.৩-৪)
কারো কারো মতে, তাঁর পিতা তাঁর নাম রাখেন 'আবদুল্লাহ। কিন্তু তাঁর মা তাঁকে 'আবদুল কা'বা বলে ডাকতো। আবার কারো কারো মতে, তাঁর পিতামাতাই তাঁর নাম রাখেন 'আবদুল্লাহ। (ইবনুল আছীর, *উসদুল গাবাহ*, খ.২,পৃ.১৩৮) 'আয়িশা (রা.) থেকে এরূপ রিওয়ায়াত বর্ণিত রয়েছে, তিনি বলেন, إن اسمه الذي سماه به أهله لعبد الله-"তাঁর পরিবারই তাঁর নাম রাখেন 'আবদুল্লাহ।" (ইবনু সা'দ, *আত-তাবাকাতুল কুবরা*, খ.৩,পৃ.১৭০; ইবনু হাজার, *আল-ইসাবাহ*, খ.২,পৃ.১৫১; ইবনু 'আব্দিল বারর, *আল-ইস্তি'আব*, খ.১,পৃ.২৯৪; আল-জিয়ানী আল-আন্দালুসী, *আলকাবুস সাহাবাতি ওয়াত তাবি'ঈন..*, পৃ.৯)

৩. বিশিষ্ট ভাষাতত্ত্ববিদ ইবনু জিন্নী (রাহ.) বলেন, أصل « ب ك ر » إِنَّمَا هُوَ التَّقَدُّمُ أَيَّ وَقْتٍ كَانَ مِنْ لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ.-"বাকরের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ হলো রাতে হোক বা দিনে যে কোনো সময় কোনো কাজে অগ্রবর্তী হওয়া।" (ইবনু মানযূর, *লিসানুল 'আরাব*, খ.৪,পৃ.৭৬)

স্বভাব-চরিত্রের অধিকারী এবং যে কোনো মহৎ কাজে অগ্রগামী হবার কারণেই তাঁকে আবূ বাক্‌র বলা হতো। আরবীতে যুবক উট (الفَتِيُّ مِنَ الإِبِلِ)কেও 'বাক্‌র' বলা হয়।[৪] কারো কারো মতে- উটের দেখাশুনা ও সেবা-পরিচর্যার কাজে সুদক্ষ ছিলেন বলে তিনি সর্বসাধারণের নিকট 'আবূ বাক্‌র' নামে খ্যাতি লাভ করেন।[৫]

উপাধিগুলোর কারণ

আল-'আতীক

আবূ বাকর (রা.)-এর একটি উপাধি ছিল আল-'আতীক । 'আতীক শব্দের মূল অর্থ হলো মুক্ত, উৎকৃষ্ট, সুন্দর, প্রাচীন। তাঁকে আল-'আতীক বলার কারণ হলো-

ক. যুবাইর ইবনু বাক্কার (রা.) বলেন, আবূ বাকর (রা.)-এর গোত্রের কেউ কখনো এমন কোনো কাজ করেননি, যা দ্বারা তাঁকে দোষারোপ করা যেতে পারে। এ জন্য তাঁকে 'আতীক বলা হতো।[৬]

খ. মূসা ইবনু তালহা (রাহ.) বলেন, 'আতীক উপাধিটি তাঁর মায়ের দেয়া।[৭] এর কারণ হলো, তাঁর মাতা ছিলেন মৃতবৎসা। তাঁর প্রত্যেকটি সন্তান জন্ম লাভের পর পর মারা যেতো। তাই ছেলে আবূ বাক্‌র জন্মগ্রহণ করার পর তিনি ছেলেকে নিয়ে বাইতুল্লাহ অভিমুখী হয়ে দু'আ করলেন, اَللّٰهُمَّ إِنَّ هٰذَا عَتِيقٌ مِنَ الْمَوْتِ فَهَبْهُ لِيْ. -"হে আল্লাহ, এই ছেলেটি মৃত্যুর কবল থেকে মুক্তিপ্রাপ্ত। তাই আমাকে এ ছেলেটি দান করুন!"[৮] অতএব, তিনি যখন দেখলেন যে, তাঁর ছেলে মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা পেয়ে বড় হতে চলেছেন, তখন তিনি তাঁকে 'আতীক' (মুক্তিপ্রাপ্ত) উপাধি দান করেন।[৯]

গ. আবূ বাকর (রা.)-এর উপাধি 'আতীক সম্বন্ধে তাঁর কন্যা 'আয়িশা (রা.)কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বললেন, এই উপাধিটি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর প্রদত্ত। এক দিন তিনি আমার পিতাকে দেখে বলেছিলেন, أَنْتَ عَتِيقُ اللهِ مِنَ النَّارِ -"তুমি জাহান্নাম থেকে মুক্তিপ্রাপ্ত ব্যক্তি। ঐ সময় থেকে তিনি فَيَوْمَئِذٍ سُمِّيَ عَتِيقًا.

---

৪. ইবনু মানযূর, *লিসানুল 'আরাব*, খ.৪,পৃ.৭৬; ফাইয়ূমী, *আল-মিসবাহুল মুনীর*, খ.১,পৃ.৩৫৬ (মাদ্দাহ- ب ك ر)

৫. ফাইয়ূমী, *আল-মিসবাহুল মুনীর*, খ.১,পৃ.৩৫৬ (মাদ্দাহ- ب ك ر); তানতাভী, *আবূ বাকর আস-সিদ্দীক*, পৃ.৪৬

৬. ইবনুল আছীর, *উসদুল গাবাহ*, খ.২,পৃ.১৩৮; সুয়ূতী, *তারীখুল খুলাফা*, পৃ.১১

৭. ইবনুল জাওযী, *আল-মুনতাযিম*, খ.১,পৃ.৪২৯; আল-মুহিব্ব আত-তাবারী, *আর-রিয়াদুন নাদিরাতু..*, পৃ.৩১
তবে ইবনু ইসহাক (রাহ.) ও অন্যান্য ঐতিহাসিক প্রমুখের মতে, তাঁর পিতাই তাঁর নাম রাখেন আল-'আতীক। 'আয়িশা (রা.) থেকে এ রূপ একটি রিওয়ায়াত বর্ণিত রয়েছে। (আল-মুহিব্ব আত-তাবারী, *আর-রিয়াদুন নাদিরাতু..*, পৃ.৩১)

৮. সুয়ূতী, *তারীখুল খুলাফা*, পৃ.১১; আল-মুহিব্ব আত-তাবারী, *আর-রিয়াদুন নাদিরাতু..*, পৃ.৩১

৯. সুহায়লী, *আর-রাওদুল উনুফ*, খ.১,পৃ.৪২৯

'আতীক নামে অভিহিত হন।"[১০] 'আয়িশা (রা.) থেকে অন্য এক সূত্রে বর্ণিত হয়েছে, এক দিন আবূ বাকর (রা.) রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর খিদমাতে উপস্থিত হলে তিনি উপস্থিত সাহাবা কিরামকে উদ্দেশ্য করে বললেন, مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَّنْظُرَ إِلَى عَتِيْقٍ مِنَ النَّارِ فَلْيَنْظُرْ إِلَى أَبِي بَكْرٍ. -"তোমরা যদি জাহান্নামের আগুন থেকে মুক্ত কোনো জীবিত মানুষকে দেখতে চাও, তবে আবূ বাকরকে দেখো।" তখন থেকেই তিনি 'আতীক উপাধিতে ভূষিত হন।[১১]

ঘ. লাইছ ইবনু সা'দ (রা.) বলেন, আবূ বাকর (রা.)-এর সুন্দর ও লাবণ্যময় চেহারার কারণে তাঁকে 'আতীক বলা হতো।[১২] ইবনু কুতাইবাহ (রাহ.) বলেন, لَقَّبَهُ رَسُوْلُ الله صلى الله عليه وسلم بِذٰلِكَ لِجَمَالِ وَجْهِهِ. -"রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)ই তাঁকে তাঁর চেহারার সৌন্দর্য্যের কারণে এ উপাধিতে ভূষিত করেছিলেন।"[১৩] ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বাল ও ইমাম ইয়াহইয়া ইবনু মা'ঈন (রাহ.) প্রমুখও এ মত পোষণ করেন।[১৪]

ঙ. আবূ নু'আয়ম আল-ফাদল ইবনু দুকায়ন (রাহ.) বলেন, যে কোনো ভালো ও মহৎ কাজে ঐতিহ্যের ধারক হবার কারণেই তাঁকে 'আল-'আতীক' বলা হতো।[১৫]

চ. 'আবদুর রাহমান ইবনুল কাসিম (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আবূ বাকর (রা.)-এর নামই ছিল 'আতীক। তাঁর দু ভাই ছিল। তাঁদের নাম হলো, 'আতীক ও মু'তিক।[১৬] 'আতীক আবূ বাকর (রা.)-এর জন্মের পূর্বে মারা যায়। পরে তার নামে আবূ বাকর (রা.)-এর নাম রাখা হয় 'আতীক।[১৭] এ মতটি বিশুদ্ধ নয়। বস্তুতপক্ষে 'আতীক আবূ বাকর (রা.)-এর নাম নয়; বরং উপাধি।[১৮] তদুপরি আবূ বাকর (রা.)-এর কোনো ভাই ছিল- এ কথা প্রমাণসিদ্ধ নয়। এ মতটি 'আল্লামা তাবারী (রাহ.) যদিও তাঁর তারীখের মধ্যে উল্লেখ করেছেন; তবে তিনি নিজেই এ মত বর্ণনা করার পূর্বে বলেন, أَنَّهُمْ أَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ إِسْمَ أَبِي بَكْرٍ عَبْدُ الله، وَأَنَّهُ إِنَّمَا قِيْلَ لَهُ عَتِيْقٌ عَنْ

---

১০. তিরমিযী, *আস-সুনান,* [কিতাবুল মানাকিব], হা.নং: ৩৬১২; হাকিম, *আল-মুস্তাদরাক,* (কিতাবুত তাফসীর, হা.নং: ৩৫১৬; তাবারী, *তারীখুর রুসুল ওয়াল মুলূক,* খ.২,পৃ.২১৭; ইবনুল জাওযী, *আল-মুনতাযিম,* খ.১,পৃ.৪২৯

১১. হাকিম, *আল-মুস্তাদরাক,* (কিতাবু মা'আরিফাতিস সাহাবাহ), হা.নং:৪৩৭৮; আবূ ইয়া'লা, *আল-মুসনাদ,* হা.নং: ৪৭৭৪; ইবনুল জাওযী, *আল-মুনতাযিম,* খ.১,পৃ.৪২৯

১২. ইবনুল আছীর, *উসদুল গাবাহ,* খ.২,পৃ.১৩৮; ইবনুল জাওযী, *আল-মুনতাযিম,* খ.১,পৃ.৪২৯;

১৩. ইবনুল জাওযী, *আল-মুনতাযিম,* খ.১,পৃ.৪২৯

১৪. সুয়ূতী, *তারীখুল খুলাফা,* পৃ.১১; আল-জিয়ানী আল-আন্দালুসী, *আলকাবুস সাহাবাতি ওয়াত তাবি'ঈন..,* পৃ.৯

১৫. ইবনু হাজার, *আল-ইসাবাহ,* খ.২,পৃ.১৫১; সুয়ূতী, *তারীখুল খুলাফা,* পৃ.১১; আল-মুহিব্ব আত-তাবারী, *আর-রিয়াদুন নাদিরাতু..,* পৃ.৩১

১৬. তাবারী, *তারীখুর রুসুল ওয়াল মুলূক,* খ.২,পৃ.২১৮; সুয়ূতী, *তারীখুল খুলাফা,* পৃ.১১

১৭. ইবনু 'আবদিল বারর, *আল-ইস্তি'আব,* খ.১,পৃ.২৯৪

১৮. সুয়ূতী, *তারীখুল খুলাফা,* পৃ.১১

عَتِيْقٌ-"সর্বসম্মত মতানুযায়ী আবূ বাকর (রা.)-এর নাম হলো 'আবদুল্লাহ। তাঁর (জাহান্নামের আগুন থেকে) মুক্তি লাভের কারণেই তাঁকে 'আতীক বলা হয়।"[১৯]

বস্তুত এ রিওয়ায়াতগুলোর মধ্যে কোনো দ্বন্দ্ব নেই। এ সম্ভাবনা রয়েছে যে, প্রথমে তাঁর পিতামাতার মধ্যে কেউ তাঁকে এ উপাধি দ্বারা ভূষিত করেন। পরে অন্যরাও তাঁর শারীরিক, বংশীয় ও চারিত্রিক বিভিন্ন অসাধারণ গুণ ও বৈশিষ্ট্যের কারণে তাঁকে এ নামে অভিহিত করতে থাকে। এভাবে ক্রমে কুরাইশদের মধ্যে তাঁর এ উপাধি ছড়িয়ে পড়েছিল। পরিশেষে তিনি জাহান্নাম থেকে মুক্তি লাভ করবেন বিধায় রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)ও তাঁর এ উপাধি বহাল রাখেন।[২০]

আছ-ছিদ্দীক

আবূ বাকর (রা.)-এর অপর একটি উপাধি হল 'আছ-ছিদ্দীক'। এ উপাধি দ্বারা তিনি সমধিক পরিচিত। 'আছ-ছিদ্দীক' অর্থ মহাসত্যবাদী, অতিশয় সত্যপরায়ণ। আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) উহুদ পাহাড়ের ওপর আরোহন করেছিলেন। তাঁর সাথে আবূ বাকর, 'উমার ও 'উছমান (রা.) প্রমুখও ছিলেন। এ সময় পাহাড়টি কেঁপে ওঠেছিল। তখন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) পাহাড়কে উদ্দেশ্য করে বললেন, اُثْبُتْ أُحُدُ، فَإِنَّمَا عَلَيْكَ نَبِيٌّ وَصِدِّيقٌ وَشَهِيدَانِ-"উহুদ, স্থির হও! তোমার ওপরে রয়েছে এক জন নাবী, এক জন সিদ্দীক ও দু'জন শাহীদ।"[২১] তাঁকে 'আছ-ছিদ্দীক' বলার আরো কারণ হলো :

ক. ঐতিহাসিক সুদ্দী (রাহ.) ও অন্যান্যের মতে, জাহিলী যুগ থেকেই তিনি তাঁর সততা ও ন্যায়পরায়ণতার কারণে এ নামে পরিচিতি লাভ করেছিলেন।[২২]

খ. কারো কারো মতে, তিনি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)কে সকল কাজে নিঃসঙ্কোচে সর্বাগ্রে সমর্থন করতেন এবং নিজেকে একজন সত্যপরায়ণ হিসেবে সুপ্রতিষ্ঠিত করেন। এ কারণে তাঁকে 'আছ-ছিদ্দীক' উপাধি দ্বারা ভূষিত করা হয়।[২৩]

গ. বিভিন্ন রিওয়ায়াত থেকে জানা যায় যে, এর সঠিক কারণ হলো, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মি'রাজ থেকে ফিরে আসার পর এর বিস্ময়কর কাহিনী বর্ণনা করলে কাফিররা তো একে একেবারে আজগুবি ও অলীক কাহিনী বলে উড়িয়ে দেয়। এমনকি মুসলিমদের মধ্যেও কেউ কেউ সন্দেহের মধ্যে পড়ে যায়। কিন্তু আবূ বাক্‌র

---

১৯. তাবারী, *তারীখুর রুসুল ওয়াল মুলূক*, খ.২,পৃ.২১৭
২০. আল-মুহিব্ব আত-তাবারী, *আর-রিয়াদুন নাদিরাতু..*, পৃ.৩১; হানী, *তারীখুদ দা'ওয়াত..*, পৃ.৩৬
২১. বুখারী, *আস-সাহীহ*, (কিতাবুল মানাকিব) হা.নং:৩৩৯৯
২২. সুয়ূতী, *তারীখুল খুলাফা*, পৃ.১১; 'ইছামী, *সিমতুন নুজূম..*, খ.১,পৃ.৪২০
২৩. সুয়ূতী, *তারীখুল খুলাফা*, পৃ.১১; আল-জিয়ানী আল-আন্দালুসী, *আলকাবুস সাহাবাতি ওয়াত তাবি'ঈন..*, পৃ.৮

(রা.) মি'রাজের ঘটনা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর মুখে শুনা মাত্রই বিনা দ্বিধায় একে সত্য বলে মেনে নিলেন। তখন তাঁর উপাধি হলো 'আছ-ছিদ্দীক'।[২৪] আবূ হুরাইরাহ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মি'রাজের রাতে জিবরীল ('আলাইহিস সালাম)কে বললেন, إِنَّ قَوْمِي لا يُصَدِّقُونِي -"আমার কাওমের লোকেরা তো আমার কথা সত্য বলে বিশ্বাস করবে না।" তিনি উত্তর দিলেন, يُصَدِّقُكَ أَبُو بَكْرٍ، وَهُوَ الصِّدِّيقُ. -"আবূ বাকর আপনার কথা সত্য বলে বিশ্বাস করবেন। কেননা তিনি মহাসত্যপরায়ণ।"[২৫]

ঘ. কারো কারো মতে, আবূ বাকর (রা.)-এর এ উপাধি আল্লাহ তা'আলা প্রদত্ত। হাকীম ইবনু সা'দ থেকে বর্ণিত, 'আলী (রা.) শপথ করে বলেন যে, لَلَّهُ أَنْزَلَ اسْمَ أَبِي بَكْرٍ مِنَ السَّمَاءِ الصِّدِّيقَ. -"আল্লাহ তা'আলাই আকাশ থেকে আবূ বাকর (রা.)-এর নাম 'আছ-ছিদ্দীক' নাযিল করেছেন।"[২৬] অন্য একটি হাদীস রয়েছে, 'আলী (রা.) বলেন, ذَاكَ امْرُؤٌ سَمَّاهُ اللهُ الصِّدِّيقَ عَلَى لِسَانِ جِبْرِيْلَ وَعَلَى لِسَانِ مُحَمَّدٍ. -"ইনি হলেন এমন এক মহান ব্যক্তি, যাঁকে আল্লাহ তা'আলাই জিবরীল ('আলাইহিস সালাম) ও মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর ভাষায় আছ-ছিদ্দীক' নামে অভিহিত করেছেন।"[২৭]

---

২৪. হাকিম, *আল-মুস্তাদরাক*, হা.নং: ৪৩৮১, ৪৪৩২; তাবারানী, *আল-মু'জামুল কাবীর*, হা.নং: ১৫, ২০৪৯৪; বাইহাকী, *দালা'য়িলুন নুবুওয়াত*, হা.নং: ৬৫২

২৫. ইবনু হাম্বাল, *ফাদা'য়িলুস সাহাবাহ*, হা.নং: ১১৬, ৫৪০; তাবারানী, *আল-মু'জামুল কাবীর*, হা.নং: ৯০০

২৬. তাবারানী, *আল-মু'জামুল কাবীর*, হা.নং: ১৪; ইবনু আবী 'আসিম, *আল-আহাদ ওয়াল মাছানী*, হা.নং: ৬; আবূ নু'আয়ম আল-ইস্পাহানী, *মা'আরিফাতুস সাহাবাহ*, হা.নং:৫৯

২৭. আবূ নু'আয়ম আল-ইস্পাহানী, *ফাদা'য়িলুল খুলাফা'য়ির রাশিদীন*, হা.নং:১৮৮; 'ইশারী, *ফাদা'য়িলু আবী বাকর আস-সিদ্দীক* রা., হা.নং: ১০; সুয়ূতী, *তারীখুল খুলাফা*, পৃ.১১
অন্য একটি রিওয়ায়াতে রয়েছে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁর মোহরটি আবূ বাকর (রা.) কে দিয়ে বললেন যে, এতে لا إله إلا الله লিখে এনো। আবূ বাকর (রা.) মোহরটি নিয়ে খোদাইকারীকে দিয়ে বললেন, এতে لا إله إلا الله محمد رسول الله বাক্যগুলো খোদাই করে লিখো। খোদাইকারী তাতে বাক্যগুলো খোদাই করলেন। তারপর আবূ বাকর (রা.) মোহরটি নিয়ে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর খিদমাতে পেশ করলেন। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হাতে নিয়ে দেখতে পেলেন, তাতে লিপিবদ্ধ রয়েছে- لا إله إلا الله محمد رسول الله أبو بكر الصديق রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) জিজ্ঞেস করলেন, يَا أَبَا بَكْرٍ ، مَا هَذِهِ الزَّوَائِدُ ؟ -"আবূ বাকর, কী ব্যাপার! এ অতিরিক্ত অংশগুলো এখানে কেন?" আবূ বাকর (রা.) জবাব দেন, يَا رَسُولَ اللهِ، مَا رَضِيتُ أَنْ أُفَرِّقَ إِسْمَكَ عَنْ إِسمِ اللهِ وَأَمَّا الْبَاقِيْ فَمَا قُلْتُهُ. -"ইয়া রাসূলাল্লাহ, আল্লাহর নাম থেকে আপনার নাম পৃথক করবো- তা আমি মেনে নিতে পারিনি। তবে অবশ্যই অবশিষ্টাংশ আমি লিখতে বলিনি।" এ বলে আবূ বাকর (রা.) সঙ্কোচ বোধ করতে লাগলেন। ইত্যবসরে জিবরীল ('আলাইহিস সালাম) এসে বললেন,

يَا رَسُولَ اللهِ، أَمَّا إِسْمُ أَبِي بَكْرٍ فَكَتَبْتُهُ أَنَا لِأَنَّهُ مَا رَضِيَ أَنْ يُفَرِّقَ إِسْمَكَ عَنْ اسمِ اللهِ، فَمَا رَضِيَ اللهُ أَنْ يُفَرِّقَ إِسْمَهُ عَنْ إِسْمِكَ.

আরবের বিশিষ্ট কবিগণও তাঁর এ নামের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছেন। যেমন বিশিষ্ট সাহাবী কবি আবূ মিহজান আছ-ছাকাফী [মৃ. ৩০হি.] (রা.) বলেন,

وَسُمِّيْتَ صِدِّيْقاً، وَكُلُّ مُهَاجِرٍ ... سِوَاكَ يُسَمَّى بِاسْمِهِ غَيْر مُنْكَرِ

سَبَقْتَ إِلَى الْإِسْلَامِ وَاللهُ شَاهِدٌ ... وَكُنْتَ جَلِيْساً بِالْعَرِيْشِ الْمُشَهَّرِ

-"আপনাকে ছিদ্দীক নামেই অভিহিত করা হয়। অথচ আপনি ছাড়া প্রত্যেক মুহাজিরই তাঁর মূল নামে পরিচিত।

আপনি ইসলাম গ্রহণের ক্ষেত্রে সকলকেই অতিক্রম করে গেছেন। আল্লাহ তা'আলাই এর সাক্ষী। অধিকন্তু আপনিই বাদরের যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সাথে তাঁর তাঁবুতে অবস্থান করেছিলেন।"[২৮]

বিশিষ্ট ফাকীহ তাবি'ঈ ইসহাক ইবনু সুওয়াইদ [মৃ.১৩১হি.] (রাহ.) বলেন,

ولكنّي أحبّ بكلّ قلبي ... وأعلَمُ أنّ ذَاكَ من الصَّوابِ

رسولَ الله والصِّدّيقَ حُبّاً ... به أرجُو غداً حُسْنَ الثوابِ

-"আমি সর্বান্তকরণে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ও ছিদ্দীককে ভালোবাসি। আমি জানি যে, এ ভালোবাসা যথার্থই। তদুপরি আমি এ ভালোবাসার মাধ্যমে আগামীকাল (অর্থাৎ পরকালে) উত্তম বিনিময় কামনা করি।"[২৯]

-"ইয়া রাসূলাল্লাহ, আবূ বাকর আছ-ছিদ্দীক (রা.)-এর নাম আমিই লিখেছি। কেননা তিনি যেহেতু আল্লাহর নাম থেকে আপনার নাম পৃথক করতে পারেননি, তাই আল্লাহ তা'আলাও আপনার নাম থেকে তাঁর নাম পৃথক করতে চাননি।" (রাযী, *মাফাতীহুল গায়ব*, খ.১,পৃ.১০২; নিশাপূরী, *আত-তাফসীর*, খ.১,পৃ.২০)

এ রিওয়ায়াতটি আমি হাদীসের কোনো গ্রন্থেই খুঁজে পাইনি। বিভিন্ন বিশুদ্ধ হাদীস থেকে যতটুকু জানা যায় তা হলো- রাসলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর ব্যবহৃত মোহরটিতে কেবল محمد رسول الله ই তিনটি পৃথক লাইনে অঙ্কিত ছিল। (বুখারী, *আস-সাহীহ*, [কিতাবুল লিবাস], হা.নং:৫৪২৯) হাফিয ইবনু হাজার (রাহ.) বলেন, বাহ্যত বুঝা যায় যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর ব্যবহৃত মোহরটিতে এর অতিরিক্ত কিছু লিপিবদ্ধ ছিল না। যে সকল রিওয়ায়াত থেকে জানা যায় যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর ব্যবহৃত মোহরটিতে محمد رسول الله -এর সাথে لا إله إلا الله কিংবা অন্য কিছু অঙ্কিত ছিল, তা বিশুদ্ধ হাদীসের পরিপন্থী বিরল ও দুর্বল বর্ণনা।" (ইবনু হাজার, *ফাতহুল বারী*, খ.১৬,পৃ.৪৬১; মুবারাকপূরী, *তুহফাতুল আহওয়াযী*, খ.৪,পৃ.৪৪২)

২৮. ইবনু 'আবদুল বারর, *আল-ইস্তি'আব*, খ.১,পৃ.২৯৫; নুওয়ায়রী, *নিহায়াতুল আরাব ফী ফুনূনিল আদাব*, খ.৫,পৃ.১৭৫

২৯. মুবাররাদ, *আল-কামিল*; পৃ.২৩৭; ইবনু 'আব্দ রাব্বিহি, *আল-'ইকদুল ফারীদ*, খ.১,পৃ.২২৩; জাহিয, *আল-বায়ান ওয়াত-তাবয়ীন*, পৃ.৭

Contents

আল-আওয়াহ

আবূ বাকর (রা.) 'আল-আওয়াহ' নামেও পরিচিত ছিলেন। 'আল-আওয়াহ' অর্থ সকাতর প্রার্থনাকারী, আহাজারিকারী ও দয়ালু। কারো কারো মতে- 'আল-আওয়াহ' হলেন এমন ব্যক্তি, যিনি সর্বাবস্থায় আল্লাহ তা'আলার প্রতি মনোনিবিষ্ট থাকেন।[৩০] এ থেকে জানা যায় যে, আবূ বাকর (রা.) ছিলেন একজন অত্যন্ত আল্লাহভীরু এবং তাঁর প্রতি একান্ত অনুরক্ত ও মনোনিবিষ্ট ব্যক্তি। আবূ সারীহাহ (রাহ.) থেকে বর্ণিত। একদিন 'আলী (রা.) মিম্বারে দাঁড়িয়ে বললেন, أَلَا إِنَّ أَبَا بَكْرٍ أَوَّاهٌ مُنِيْبُ الْقَلْبِ.-"আবূ বাকর (রা.) একজন সকাতর প্রার্থনাকারী ও আল্লাহর প্রতি একান্তই মনোনিবিষ্ট ব্যক্তি।"[৩১] ইবরাহীম আন-নাখ'ঈ (রা.) বলেন, كَانَ أَبُو بَكْرٍ يُسَمَّى الأَوَّاهُ لِرَأْفَتِهِ وَرَحْمَتِهِ.- "আবূ বাকর (রা.) ছিলেন অত্যন্ত কোমল, দয়ালু ও সহানুভূতিপ্রবণ। এ কারণে তাঁকে 'আল-আওয়াহ' বলা হতো।"[৩২]

আল-আতকা

'আল-আতকা' শব্দের অর্থ আল্লাহভীরু। আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুর'আনে আবূ বাকর (রা.)কে এ উপাধি দান করেছেন। তিনি বলেন,

﴿ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى وَلَسَوْفَ يَرْضَى ﴾

-"আর তা (জাহান্নাম) থেকে দূরে রাখা হবে আল্লাহভীরু ব্যক্তিকে, যে আত্মশুদ্ধির জন্য তার ধন-সম্পদ দান করে এবং তার ওপর কারো কোনো প্রতিদানযোগ্য অনুগ্রহও নেই। (সে দান করে) কেবল তার মহান রাব্বের সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যে। সে অচিরেই সন্তুষ্ট হবে।"[৩৩]

অধিকাংশ মুফাসসিরের মতে, এ আয়াতগুলো আবূ বাকর (রা.)-এর শানে নাযিল হয়। এখানে 'আল-আতকা' বলে আবূ বাকর (রা.)-কে বুঝানো হয়েছে।[৩৪]

---

৩০. ইবনু সা'দ, *আত-তাবাকাতুল কুবরা,* খ.৩,পৃ.১৭১
৩১. ইবনু আসাকির, *তারীখু দিমাশক,* খ.১২,পৃ.৪৬
৩২. ইবনু সা'দ, *আত-তাবাকাতুল কুবরা,* খ.৩,পৃ.১৭১; ইবনু 'আসাকির, *তারীখু দিমাশক,* খ.৩০,পৃ.৩৮৭; ইবনুল জাওযী, *আল-মুন্তাযিম,* খ.১,পৃ.৪৩৩; সুয়ূতী, *তারীখুল খুলাফা,* পৃ.২৩
৩৩. আল-কুর'আন, ৯২ (সূরা আল-লায়ল) ঃ ১৭-২১
৩৪. তাবারী, *জামি'উল বায়ান..,* খ.২৪,পৃ.৪৭৯; ইবনু কাছীর, *তাফসীরুল কুর'আনিল 'আযীম,* খ.৮,পৃ.৪২২
বলাই বাহুল্য যে, আয়াতগুলো যদিও আবূ বাকর (রা.)-এর শানে নাযিল হয়, তথাপি এর উদ্দেশ্য সুনির্ধারিত নয়। এখানে আবূ বাকর (রা.) ছাড়া এ বৈশিষ্ট্যের অধিকারী অন্যরাও এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত রয়েছেন। তবে এ কথা নির্দ্বিধায় বলা যায় যে, আবূ বাকর (রা.) ছিলেন উম্মাতের মধ্যে সর্বোত্তম

সাহিবু রাসূলিল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)

'সাহিব' শব্দের অর্থ সাথী। আবূ বাকর (রা.) রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর দীর্ঘদিনের অন্তরঙ্গ সাথী ছিলেন। ইসলামের আগেও, পরেও। সর্বাবস্থায় তিনি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সাথে থাকতেন এবং তাঁকে সহযোগিতা করতেন। হিজরাতের সময় তিনিই ছিলেন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর একান্ত সাথী। এ জন্য তাঁকে 'সাহিবু রাসূলিল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)' বলা হয়। আল্লাহ তা'আলাই আবূ বাকর (রা.)কে এ উপাধি দান করেন। হিজরাতের ঘটনা প্রসঙ্গে তিনি বলেন, ﴿... ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ...﴾ -"..সে (মুহাম্মাদ) ছিল দু'জনের একজন, যখন তারা গুহার মধ্যে ছিল। তখন সে নিজের সাথীকে উদ্দেশ্য করে বলল, বিষণ্ন হয়ো না, আল্লাহ আমাদের সাথেই রয়েছেন।.."[৩৫] আয়াতের মধ্যে 'সাহিব' বলে আবূ বাকর (রা.)কে বুঝানো হয়েছে। সাহাবী কবি আবূ মিহজান আছ-ছাকাফী (রা.) বলেন,

وَبِالْغَارِ إِذْ سُمِّيْتَ بِالْغَارِ صَاحِباً ... وَكُنْتَ رَفِيقاً لِلنَّبِيِّ الْمُطَهَّرِ

-"আপনি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর (ছাওর পর্বতের) গুহায় অবস্থান করেছিলেন। এ কারণেই আপনাকে তাঁর 'গুহার সাথী' বলা হয়। বস্তুত আপনিই ছিলেন পবিত্র নাবীর (হিজরাতের সফরের একান্ত) সহচর।"[৩৬]

খালীফাতু রাসূলিল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর ওফাতের পর আবূ বাকর (রা.) যখন মুসলিমগণের আমীর নির্বাচিত হন, তখন তিনি নিজেই তাঁর জন্য এ উপাধি বেছে নেন। ইবনু আবী মুলায়কাহ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, তাঁর হাতে বাই'আত গ্রহণের পর জনৈক ব্যক্তি তাঁকে يَا خَلِيْفَةَ اللهِ -"হে আল্লাহর খালীফা" বলে সম্বোধন করলো। তখন তিনি সাথে সাথে এর বিরোধিতা করে বললেন, لَسْتُ خَلِيْفَةَ اللهِ؛ وَلَكِنِّي خَلِيْفَةُ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَأَنَا رَاضٍ بِذَلِكَ. -"আমি আল্লাহর খালীফা নই; বরং রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর খালীফা। আমি এতটুকুতেই সন্তুষ্ট।"[৩৭]

ব্যক্তি এবং আয়াতগুলোতে বর্ণিত বৈশিষ্ট্যসমূহের অধিকারীগণের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ। তাই উম্মাতের অন্য যে কোনো ব্যক্তির চেয়ে তিনিই হলেন এ উপাধি দ্বারা ভূষিত হবার অধিকতর উপযুক্ত। (ইবনু কাছীর, *তাফসীরুল কুর'আনিল 'আযীম,* খ.৮,পৃ.৪২২)

৩৫. আল-কুর'আন, ৯ (সূরা আত-তাওবাহ) ঃ ৪০

৩৬. ইবনু 'আবদিল বারর, *আল-ইস্তি'আব,* খ.১,পৃ.২৯৫; নুওয়ায়রী, *নিহায়াতুল আরাব ফী ফুনূনিল আদাব,* খ.৫,পৃ.১৭৫

৩৭. ইবনু খালদূন, *আল-মুকাদ্দামাহ,* পৃ.৯৭, তারীখ, খ.১,পৃ.১৯১; ইবনু 'আবদুল বারর, *আল-ইস্তি 'আব,* খ.১,পৃ.২৯৭

ইবনু 'আবদিল বার্‌র (রাহ.) বলেন,

وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ يَقُولُ: أَنَا خَلِيْفَةُ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَكَذٰلِكَ كَانَ يُدْعَى: يَا خَلِيْفَةَ رَسُولِ اللهِ. وَكَانَ عُمَرُ يُدْعَى خَلِيْفَةُ أَبِي بَكْرٍ صَدْراً مِنْ خِلَافَتِهِ حَتّٰى تَسَمَّى بِأَمِيْرِ الْمُؤْمِنِيْنَ.

"আবূ বাকর (রা.) বলতেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর খালীফা। লোকেরাও তাঁকে খালীফাতু রাসূলিল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলে সম্বোধন করতো। আর 'উমার (রা.)কে তাঁর খিলাফাতের শুরু থেকেই খালীফাতু আবি বাকর (রা.) বলে ডাকা হতো। তবে পরে তিনি নিজেকে 'আমীরুল মু'মিনীন' বলে আখ্যায়িত করেন।"[৩৮]

জন্ম

আবূ বাকর (রা.) হস্তি-সনের[৩৯] ঘটনার দু'বৎসর ছয় মাস পর[৪০] মাক্কাতুল মুকাররামার মিনায়[৪১] জন্ম লাভ করেন। আর রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) জন্ম লাভ করেন হস্তি-সনের ঘটনার ৫০ দিন পর।[৪২] এ হিসেবে দেখা যায়, তিনি বয়সে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর চেয়ে প্রায় দু'বছর চার মাসের ছোট ছিলেন।[৪৩] এ হিসেবে হি.পূ. ৫১ / ৫৭৩ খ্রি. হলো তাঁর জন্ম সন।[৪৪]

---

৩৮. ইবনু 'আবদিল বারর, *আল-ইস্তি'আব*, খ.১,পৃ.২৯৭

৩৯. 'হস্তি সন' দ্বারা ইয়ামানের খ্রিস্টান বাদশাহ আবরাহাহ কর্তৃক হাতি দ্বারা কা'বা শারীফ ধ্বংস করার উদ্দেশ্যে পরিচালিত অভিযানের সনকে বুঝানো হয়।

৪০. ইবনু হাজার আল-'আসকালানী, *আল-ইসাবাহ*, খ.২,পৃ.১৫১
কোনো কোনো রিওয়ায়াতে তিন বৎসর (তাবারী, *তারীখুর রুসুল ওয়াল মুলূক*, খ.২,পৃ.২১৬; ইবনুল আছীর, *আল-কামিল ফিত-তারীখ*, খ.১,পৃ.৩৯৫), আবার কোনো রিওয়ায়াতে দু'বৎসর (কয়েক দিন ব্যতীত) চার মাসের কথাও উল্লেখ রয়েছে। (ইবনু 'আসাকির, *তারীখু দিমাশক*, খ.৩০,পৃ.১৯)

৪১. ইবনুল জাওযী, *আল-মুনতাযিম*, খ.১,পৃ.৪২৯

৪২. তবে কোনো কোনো বর্ণনায় হস্তি-বাহিনীর ঘটনার দিনই, আবার কোনো বর্ণনায় ঘটনার একমাস পর, আর কোনো বর্ণনায় চল্লিশ দিন পর, আর কোনো বর্ণনায় পঞ্চান্ন দিন পর রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর জন্মের কথাও উল্লেখ রয়েছে। (ইবনু সাইয়িদিন নাস, *'উয়ূনুল আছার*, খ.১,পৃ.৪০; ইবনু কাছীর, *আস-সীরাতুন নাবাবিয়্যাহ*, খ.১,পৃ.২০৩)
তবে ঐতিহাসিক ইবনু কাছীর (রাহ.) ৫০ দিনের মতটিকেই প্রসিদ্ধতর অভিমত বলে উল্লেখ করেছেন। (ইবনু কাছীর, *আস-সীরাতুন নাবাবিয়্যাহ*, খ.১,পৃ.২০৩) ঐতিহাসিক মাস'উদী ও সুহায়লী (রাহ.) প্রমুখ এ মতকেই বিশুদ্ধ ও অধিকাংশের মত বলে উল্লেখ করেছেন। (আস-সালিহী আশ-শামী, *সুবুলুল হুদা ওয়ার রাশাদ*, খ.১,পৃ.৩৩৬)

৪৩. ইমাম সুয়ূতী (রাহ.) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর জন্মের দু'বছর কয়েক মাস পর আবূ বাকর (রা.) জন্মগ্রহণ করেন। (সুয়ূতী, *তারীখুল খুলাফা*, পৃ.১১) তিনি কয় মাস তা নির্ধারণ করে বলেননি।

আকৃতি-প্রকৃতি

আকৃতি ও গঠনের দিক দিয়ে আবূ বাকর (রা.) ছিলেন অনন্যসাধারণ। দেহের আকার মধ্যম ছিল। খুব দীর্ঘকায়ও ছিলেন না, খুব খর্বকায়ও ছিলেন না। তাঁর বর্ণ ছিল শুভ্র, নাসিকা উন্নত। অবশ্যই তাঁর দেহাবয়ব খুবই ক্ষীণ ও শীর্ণ ছিল। ললাটদেশ প্রশস্ত ও উঁচু ছিল। বাহু দুটি ছিল বলিষ্ঠ পেশী সম্বলিত ও দীর্ঘ। মুখমণ্ডল সদা প্রফুল্ল ও উজ্জ্বল; কিন্তু তাতে গোশত ছিল কম। চক্ষুদ্বয় ঈষৎ কোটরাগত ছিল। মাথার চুল ও দাড়ি শেষের দিকে সাদা হয়ে গিয়েছিল। তখন তিনি তাতে মেহেদী ও কাতামের[৪৫] খিযাব ব্যবহার করতেন। স্বভাব খুবই কোমল ছিল। কিন্তু সমস্ত অবয়বটি খুবই গাম্ভীর্যপূর্ণ ছিল। 'আরবীয় পোশাকে যখন তিনি লোকসমাজে বের হতেন, তখন তাঁর আভিজাত্যপূর্ণ ভঙ্গিমা সহজেই সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করতো।[৪৬]

'আয়িশা (রা.)-এর নিকট আবূ বাকর (রা.)-এর আকৃতি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল। তিনি জবাব দেন,

رَجُلٌ أَبْيَضُ نَحِيفٌ خَفِيفُ الْعَارِضَيْنِ أَجْنَأُ لَا يَسْتَمْسِكُ إِزَارَهُ يَسْتَرْخِي عَنْ حِقْوَيْهِ مَعْرُوقُ الْوَجْهِ غَائِرُ الْعَيْنَيْنِ نَاتِئُ الْجَبْهَةِ عَارِي الْأَشَاجِعِ.

"তিনি ফর্সা ও হালকা-পাতলা ছিলেন। উভয় গণ্ডদেশ শীর্ণ ছিল। কোমর সরু ছিল। ইযার কোমরের ওপর থাকত না। নিচে ঝুলে যেত। মুখমণ্ডলের হাড় দেখা যেত। চক্ষু ছিল কোটরাগত। কপাল উচ্চ ছিল। আঙ্গুলের জোড়াগুলো ছিল গোশতশূন্য।"[৪৭]

তবে ইয়াযীদ ইবনুল আসাম্ম (রা.) থেকে বর্ণিত রিওয়ায়াত থেকে জানা যায় যে, আবূ বাকর (রা.) রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর চেয়ে বয়সে বড় ছিলেন। তিনি বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আবূ বাকর (রা.)-কে জিজ্ঞেস করলেন, أَنَا أَكْبَرُ أَوْ أَنْتَ؟-"আমি বড়, না তুমি?" আবূ বাকর (রা.) জবাব দেন, أَنْتَ أَكْبَرُ مِنِّي، وَأَنَا أَسَنُّ مِنْكَ. - "আপনি আমার চেয়ে (মর্যাদায়) বড়, আর আমি আপনার চেয়ে বয়োজ্যেষ্ঠ।" (আবূ বাকর আশ-শাইবানী, *আল-আহাদ ওয়াল মাছানী*, হা.নং: ৫১) তবে এ হাদীসটি অত্যন্ত গারীব (কেবল একটি সূত্রে বর্ণিত) এবং মুরসাল। তদুপরি তা প্রসিদ্ধ বর্ণনাসমূহের পরিপন্থী। (সুয়ূতী, *তারীখুল খুলাফা,* পৃ.১২; 'আলাউদ্দীন আল-হিন্দী, *কানযুল 'উম্মাল,* হা.নং:৩৫৬৭৪, ৩৫৭০৫)

৪৪. মুহাম্মাদ রিদা, *আবূ বাকর আস-সিদ্দীক রা.,* পৃ.৫

৪৫. কাতাম : এক প্রকার ঘাস, যা চুলে লাগানো হলে তা ছাই রঙের মতো দেখায়।

৪৬. ইবনু সা'দ, *আত-তাবাকাতুল কুবরা,* খ.৩, পৃ.১৮৮; ইবনু 'আবদুল বারর, *আল-ইস্তি'আব,* খ.১,পৃ.২৯৭; ইবনু হাজার, *আল-ইসাবাহ,* খ.২,পৃ.১৫১; সুয়ূতী, *তারীখুল খুলাফা,* পৃ.১২

৪৭. ইবনু সা'দ, *আত-তাবাকাতুল কুবরা,* খ.৩, পৃ.১৮৮; ইবনু 'আবদিল বারর, *আল-ইস্তি'আব,* খ.১,পৃ.২৯৭

Contents

বংশ

আবূ বাকর (রা.) আরবের সুবিখ্যাত কুরাইশ বংশের অন্যতম শাখা তায়িম গোত্রে জন্মগ্রহণ করেন।[৪৮] এই গোত্রটি আরব দেশে একটি অভিজাত গোত্র বলে সুপরিচিত ছিল। তাঁর পিতার নাম ছিল 'উছমান এবং উপনাম ছিল আবূ কুহাফাহ। তাঁর মাতার নাম ছিল সালমা[৪৯]। তিনি স্বামী আবূ কুহাফার চাচাতো বোন ছিলেন।[৫০] তাঁর উপনাম ছিল উম্মুল খায়র। আবূ বাকর (রা.)-এর বংশগত সম্পর্ক পিতা ও মাতা উভয়ের দিক দিয়েই ঊর্ধ্বতন সপ্তম পুরুষ মুররাহ ইবনু কা'বে পৌঁছে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সাথে মিলিত হয়েছে।[৫১] তাঁদের বংশ লতিকা নিম্নরূপ-
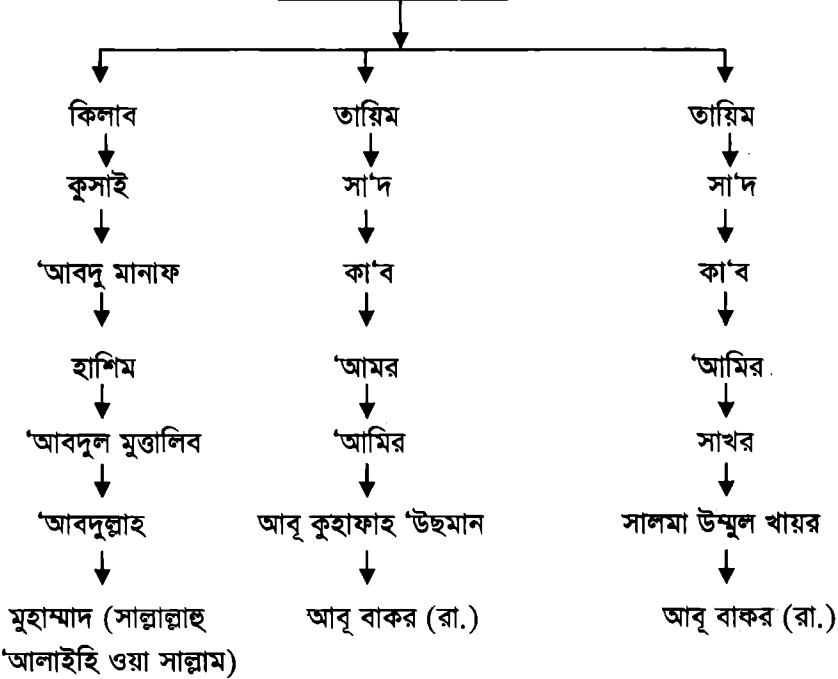
৪৮. তাঁর বংশ লতিকা হলো- 'আবদুল্লাহ ইবন 'উছমান ইবন 'আমির ইবন 'আমর ইবন কা'ব ইবন সা'দ ইবন তাইম ইবন মুররা ইবন কা'ব ইবন লুওয়াই ইবন গালিব ইবন ফিহ্র আল-কুরাশী আত-তায়মী। (ইবনু হাজার, *আল-ইসাবাহ,* খ.২,পৃ.১৫১; ইবনু 'আব্দিল বারর, *আল-ইস্তি'আব,* খ.১,পৃ.২৯৪; ইবনুল আছীর, *উসদুল গাবাহ,* খ.২,পৃ.১৩৮)

৪৯. কারো কারো মতে, তাঁর মায়ের নাম ছিল লায়লা বিনতু সাখর। (ইবনুল আছীর, *উসদুল গাবাহ,* খ.২,পৃ.১৩৮)

৫০. বালাযুরী, *আনসাবুল আশরাফ,* খ.৩,পৃ.৩০৬

৫১. 'ইছামী, *সিমতুন নুজূম..,* খ.১, পৃ.৪১৯

পিতা আবূ কুহাফাহ

আবূ বাকর (রা.)-এর পিতা আবূ কুহাফাহ কুরাইশ বংশের একজন অতিশয় মর্যাদাবান ও প্রভাবশালী ব্যক্তি ছিলেন। তিনি হি.পূ. ৮৩/৫৪২ খ্রিস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন।[৫২] তাঁর মাতার নাম ছিল কায়লাহ বিনতু আযাত।[৫৩] মাক্কার একজন প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী হিসেবে তাঁর সুখ্যাতি ছিল। তা ছাড়া সামাজিক কাজকর্মেও তাঁর অভিমত ও পরামর্শকে সবাই গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করতো। মাক্কা বিজয় পর্যন্ত ইসলামের প্রতি তাঁর মধ্যে কোনো রূপ আগ্রহ দেখা যায়নি। তবে তিনি পুত্রকে কোনো সময়েই দীন ইসলাম থেকে বিরত রাখার জন্য বিন্দুমাত্র চেষ্টা করেননি। তিনি এটাকে তাঁর ছেলের যৌবনের একটি উন্মাদনা বলে ধরে নিয়েছিলেন। 'আবদুল্লাহ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যখন হিজরাতের উদ্দেশ্যে ছাওর গুহায় রওয়ানা হলেন, তখন আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর খবর জানার উদ্দেশ্যে আবূ বাকর (রা.)-এর বাড়িতে যাই। আবূ কুহাফাহ আমাকে দেখে রেগে যান এবং একটি লাঠি হাতে নিয়ে বাইরে আসেন। তিনি আমাকে উদ্দেশ্য করে বললেন, هَذَا مِنَ الصُّبَاةِ الَّذِي أَفْسَدُوا عَلَي ابْنِيْ.-"এও ধর্মত্যাগীদের অন্যতম, যারা আমার ছেলেটাকে নষ্ট করেছে।"[৫৪]

মাক্কা বিজয়ের দিনই তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন।[৫৫] এ দিন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যখন মাসজিদে হারামে অবস্থান করছিলেন, তখন আবূ বাকর তাঁর পিতাকে নিয়ে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর খিদমাতে হাযির হন। ঐ সময় তাঁর মাথার চুল ও দাড়ি ছিল সাদা ছাগামা[৫৬] বৃক্ষের মতো শুচিশুভ্র। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁকে দেখে বললেন, هَلَّا تَرَكْتَ الشَّيْخَ فِي بَيْتِهِ حَتَّى أَكُونَ أَنَا آتِيَهُ فِيهِ ؟ -"ইনি একজন বয়োজ্যেষ্ঠ লোক। তাঁকে তুমি কেন কষ্ট দিলে? আমি নিজেই তো তাঁর নিকট যেতে পারতাম।"[৫৭] আবূ বাকর (রা.) আরয করলেন, يَا رَسُولَ اللهِ هُوَ أَحَقّ أَنْ يَمْشِيَ إِلَيْكَ مِنْ أَنْ تَمْشِيَ إِلَيْهِ أَنْتَ. -"ইয়া রাসূলাল্লাহ,

---

৫২. যিরাকলী, *আল-আ'লাম*, খ.৪,পৃ.২০৭
৫৩. সুহায়লী, *আর-রাওদুল উনুফ*, খ.৪,পৃ.১৫৯; মুস'আব আয-যুবাইরী, *নাসাবু কুরাইশ*, পৃ.৮৯
৫৪. ফাকিহী, *আখবারু মাক্কাহ*, (যিকরু রিবা' বানী তায়ম..), হা.নং:২০৬৯; ইবনু হাজার, *আল-ইসাবাহ*, খ.২,পৃ.২৩৭
৫৫. 'ইছামী, *সিমতুন নুজূম..*, খ.১, পৃ.৪১৯
৫৬. ছাগামা ঃ এক প্রকার উদ্ভিদ, যার ফল ও ফুল দুটোই সাদা হয়ে থাকে।
৫৭. রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর এ কথার মধ্যে বড় জনকে শ্রদ্ধা ও সম্মান করার শিক্ষা ও আদর্শ রয়েছে। তিনি বলেছেন, لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يُوَقِّرْ كَبِيرَنَا وَيَرْحَمْ صَغِيرَنَا.-"সে আমার উম্মাতের অন্তর্ভুক্ত নয়, যে আমাদের বড় জনকে শ্রদ্ধা করে না এবং ছোটকে স্নেহ করে না।" (তিরমিযী, *আস-সুনান*, [কিতাবুল বিররে ওয়াস সিলাতি], হা.নং:১৮৪২,১৮৪৪; আহমাদ, *আল-মুসনাদ*, হা.নং: ৬৬৪৩)

আপনি তাঁর নিকট যাওয়ার চেয়ে তিনিই আপনার খিদমাতে আসবেন, এটিই তো অধিকতর সমীচীন।" রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁকে সামনে বসালেন এবং তাঁর বুকের ওপর হাত বুলিয়ে বললেন, "ইসলাম গ্রহণ করুন!" তৎক্ষণাৎ তিনি কালিমা শাহাদাত উচ্চারণ করে দীন ইসলামে দীক্ষিত হলেন।[৫৮] একমাত্র আবূ বাকর (রা.)-এর পিতা আবূ কুহাফাই এ ফাযীলাত লাভ করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর ঊর্ধ্বতন চার পুরুষকে স্বচক্ষে দেখেছেন এবং ইসলাম গ্রহণ করেছেন। এর সাথে আবূ বাকর (রা.)ও এ ফাযীলাত অর্জন করেন যে, মুহাজিরদের মধ্যে তিনি একমাত্র সৌভাগ্যবান ব্যক্তি, যাঁর পিতামাতা দু'জনই দীন ইসলাম গ্রহণ করেন। ঐতিহাসিক মূসা ইবনু 'উকবাহ (রাহ.) বলেন, "একই বংশ থেকে পর পর চার পুরুষের চার ব্যক্তি যেমন- আবূ কুহাফাহ, আবূ বাকর, 'আবদুর রাহমান ইবনু আবী বাকর ও মুহাম্মাদ আবূ 'আতীক ইবনু 'আবদির রাহমান ইবনি আবী বাকর (রা.) প্রমুখ ইসলাম গ্রহণ করেন এবং রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সুহবাত লাভ করেছিলেন। এ সৌভাগ্য অন্য কোনো বংশ লাভ করতে পেরেছেন বলে আমি জানি না।"[৫৯]

আবূ কুহাফাহ দীর্ঘায়ু লাভ করেছিলেন। তিনি পুত্রের ইসলাম গ্রহণও দেখেছেন, মাক্কা বিজয়ের দৃশ্যও দেখেছেন, একমাত্র পুত্র আবূ বাকর (রা.)কে খালীফার আসনেও দেখেছেন, আবার পুত্রের মৃত্যুও দেখেছেন। কাতাদাহ (রাহ.) বলেন,

> هُوَ أَوَّلُ مَخْضُوبٍ فِي الْإِسْلَامِ، وَهُوَ أَوَّلُ مَنْ وَرِثَ خَلِيْفَةً فِي الْإِسْلَامِ إِلَّا أَنَّهُ رَدَّ نَصِيبَهُ مِنَ الْمِيْرَاثِ.
>
> "ইসলামে তিনিই হলেন সর্বপ্রথম ব্যক্তি, যিনি চুলের মধ্যে খিযাব ব্যবহার করেছিলেন এবং যিনি একজন খালীফার উত্তরাধিকারী হয়েছিলেন। তবে তিনি তাঁর উত্তরাধিকার স্বত্ব ফিরিয়ে দিয়েছিলেন।"[৬০]

তিনি ১৪হি./৬৩৫ খ্রিস্টাব্দে মুহাররাম মাসে ৯৬/৯৭ বৎসর বয়সে 'উমার (রা.)-এর খিলাফাত কালে মৃত্যুবরণ করেন।[৬১] শেষ বয়সে তাঁর দৃষ্টি শক্তি লোপ পেয়েছিল।[৬২]

---

৫৮. ইবনু হিব্বান, *আস-সাহীহ,* [কিতাব : মানাকিবুস সাহাবাহ], হা.নং:৭৩৩১; ইবনু হিশাম, *আস-সীরাতুন নাবাবিয়্যাহ,* খ.২, পৃ.৪০৫; ইবনু হাজার, *আল-ইসাবাহ,* খ.২,পৃ.২৩৭

৫৯. বুখারী, *আত-তারীখুল কাবীর,* খ.১,পৃ.১৩১; ইবনুল আছীর, *উসদুল গাবাহ,* খ.২,পৃ.২০৩; আল-মুহিব্ব আত-তাবারী, *আর-রিয়াদুন নাদিরাতু ফী মানাকিবিল 'আশারাহ,* পৃ.৮৩.

৬০. ইবনুল আছীর, *উসদুল গাবাহ,* খ.২,পৃ.২৪৮

৬১. ইবনু হাজার, *আল-ইসাবাহ,* খ.২,পৃ.২৩৮; ইবনুল আছীর, *উসদুল গাবাহ,* খ.২,পৃ.২৪৮; বালাযুরী, *আনসাবুল আশরাফ,* খ.৩,পৃ.৩২৩

৬২. ইবনুল আছীর, *উসদুল গাবাহ,* খ.২,পৃ.২৪৮; 'ইছামী, *সিমতুন নুজূম..,* খ.১, পৃ.৪১৯

মাতা উম্মুল খায়র সালমা

আবূ বাকর (রা.)-এর আম্মা উম্মুল খায়র (রা.) নিজের নামের দাবি যথার্থরূপে রক্ষা করেছেন। 'উম্মুল খায়র' অর্থ কল্যাণের জননী। তিনি বাস্তবিকপক্ষেই একজন পুণ্যবতী ও নেককার মহিলা ছিলেন।[৬৩] স্বামীর অনেক আগেই, বলতে গেলে ইসলামের একেবারেই প্রাথমিক কালে তিনি ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন।[৬৪] প্রকাশ্যে ইসলাম প্রচারের নির্দেশ তখনও নাযিল হয়নি। সবে মাত্র ৩৯ জন লোক দীন ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। এ সময় রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) দারুল আরকামে[৬৫] অবস্থান করে একান্ত সংগোপনে মানুষদেরকে ইসলামের দা'ওয়াত প্রদান করতেন। তাতে দু/এক জন করে দীন ইসলামে শামিল হতেন। এক দিন সকাল বেলা আবূ বাকর (রা.) দারুল আরকামে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর খিদমাতে উপস্থিত হয়ে আরয করলেন, يَا رَسُوْلَ اللهِ! هَذِهِ أُمِّيْ فَادْعُ لَهَا، وَادْعُهَا إِلَى الْإِسْلَامِ.-"ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমার আম্মা এসেছেন! আপনি তাঁর জন্য দু'আ করুন এবং তাঁকে ইসলামের দা'ওয়াত দিন।" রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁর জন্য দু'আ করলেন এবং তাঁকে ইসলাম গ্রহণের জন্য আহ্বান জানালেন। উম্মুল খায়র (রা.) সাথে সাথেই ইসলাম গ্রহণ করলেন। তিনিও স্বামীর মতো দীর্ঘায়ু লাভ করেছিলেন। ৯০ বৎসর বয়সে স্বামীর মৃত্যুর পূর্বে, কিন্তু পুত্র আবূ বাকর (রা.)-এর মৃত্যুর পর মৃত্যুবরণ করেন।[৬৬]

ভাই-বোন

আবূ বাকর (রা.)-এর কোনো ভাই ছিল বলে জানা যায় না। তাঁর মাত্র দু'জন বোন ছিলেন। এক জনের নাম উম্মু ফারওয়াহ্। অপর জনের নাম কুরাইবাহ্। তাঁরা দু'জনেই ছিলেন তাঁর বৈমাত্রেয় বোন।[৬৭] প্রথমে আবূ উমায়মাহ আল-আযদীর সাথে উম্মু ফারওয়ার বিয়ে হয়। এ ঘরে তাঁর কন্যা 'উমাইমাহ্ জন্ম নেয়। এরপর তাঁর বিয়ে হয় তামীম ইবনু আওস আদ-দারী (রা.)-এর সাথে। তিনি প্রথমে খ্রিস্টান ছিলেন। অতঃপর

---

৬৩. আল-মুহিব্ব আত-তাবারী, *আর-রিয়াদুন নাদিরাতু ফী মানাকিবিল 'আশারাহ,* পৃ.২৯; 'ইছামী, *সিমতুন নুজূম..,* খ.১,পৃ.৪১৯

৬৪. 'ইছামী, *সিমতুন নুজূম..,* খ.১, পৃ.৪১৯

৬৫. দারুল আরকাম : প্রখ্যাত সাহাবী আরকাম ইবনু আবিল আরকাম আল-মাখযূমী (রা.)-এর বাসস্থান। এটি সাফা পাহাড়ের গা ঘেঁষে অবস্থিত ছিল। এ ঘরটি ঐতিহাসিকভাবে দারুল আরকাম নামে খ্যাত। প্রথম ১০জন সাহাবী ইসলাম গ্রহণের পরেই আরকাম (রা.) ইসলাম গ্রহণ করেন। ইসলাম গ্রহণের পর তিনি তাঁর এ ঘরকে ইসলামের কাজের জন্য ওয়াক্ফ করে দেন। প্রকাশ্যে ইসলামের দা'ওয়াতী তৎপরতা শুরুর আগে এ ঘরেই ইসলামের প্রচার ও শিক্ষা বিস্তারের কাজ পরিচালনা করা হতো।

৬৬. ইবনু হাজার, *আল-ইসাবাহ,* খ.৪,পৃ.৮৭; আল-মুহিব্ব আত-তাবারী, *আর-রিয়াদুন নাদিরাতু ফী মানাকিবিল 'আশারাহ,* পৃ.৩০

৬৭. তাঁদের মায়ের নাম ছিল হিন্দ বিনতু নুফায়ল। (ইবনু 'আবদিল বারর, *আল-ইস্তি'আব,* খ.২,পৃ.১৩৩; ইবনুল মুতাহহির, *আল-বাদ'উ ওয়াত তারীখ,* খ.১,পৃ.২৮৩)

৯ম হিজরীতে মাদীনায় এসে ইসলাম গ্রহণ করেন। উম্মু ফারওয়াহ যখন ইসলাম গ্রহণ করেন, তখন স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিবাহ-বিচ্ছেদ ঘটে। এরপর আশ্'আছ ইবনু কায়স আল-কিন্দী (রা.)-এর সাথে তাঁর বিয়ে হয়। এ ঘরে তাঁর তিন ছেলে মুহাম্মাদ, ইসহাক ও ইসমা'ঈল এবং দু কন্যা হাবাবাহ ও কুরাইবাহ জন্ম নেয়।[৬৮] আবূ বাকর (রা.)-এর অপর বোন কুরাইবাহ-এর সাথে কায়স ইবনু সা'দ ইবনি 'উবাদাহ আল-আনসারী (রা.)-এর বিয়ে হয়। কায়স (রা.) একজন মর্যাদাবান ও সাহসী সাহাবী ছিলেন। এ ঘরে তাঁর কোনো সন্তান-সন্ততি ছিল না।[৬৯]

শিশু, বালক ও যুবক আবূ বাকর

আবূ বাকর (রা.) ছিলেন পিতামাতার একমাত্র পুত্র সন্তান। সুতরাং তিনি শৈশবকালে অত্যন্ত আদর-যত্ন ও স্নেহের সাথে একটি অনাবিল হৃদ্যতাপূর্ণ পরিবেশে বড়ই সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য এবং আনন্দের মধ্যে প্রতিপালিত হন।[৭০] গোটা খান্দানের জন্য তিনি মুহাব্বাত ও ভালোবাসার কেন্দ্রস্থল স্বরূপ ছিলেন। আল্লাহ তা'আলা তাঁকে বিবেচনাশীল ও ধীমান স্বভাবের ওপর সৃষ্টি করেছিলেন। অতএব, বয়স বাড়ার সাথে সাথে তাঁর জ্ঞান, বুদ্ধিমত্তা, বিচার-বিবেচনা শক্তি এবং ব্যবসায়িক জ্ঞান বৃদ্ধি পেতে থাকে। শৈশবকালে ও যৌবন কালে তিনি পিতার সকল কাজে সহায়তা করে অতিবাহিত করতেন। শৈশবে কখনো তিনি অন্যান্য বখাটে ছেলেপেলের মতো খেলাধুলায় সময় কাটাননি।

স্ত্রী

আবূ বাকর (রা.)-এর চার জন স্ত্রী ছিলেন। তাঁদের মধ্যে দু'জনের সাথে ইসলামের পূর্বে এবং অপর দু'জনের সাথে ইসলাম গ্রহণের পরে বিয়ে হয়। ইসলামের পূর্বে যাঁদের সাথে তাঁর বিয়ে হয়েছিল তাঁরা হলেন- ১. কুতাইলাহ বিনতু 'আবদিল 'উযযা ও ২. উম্মু রূমান বিনতু 'আমির। ইসলাম গ্রহণের পর যাঁদের সাথে তাঁর বিয়ে হয়েছিল তাঁরা হলেন- ১. আসমা বিনতু 'উমাইস ও ২. হাবীবাহ বিনতু খারিজাহ ইবন যায়িদ (রা.)।[৭১] নিম্নে তাঁদের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি তুলে ধরা হল।

---

৬৮. ইবনু সা'দ, *আত-তাবাকাতুল কুবরা*, খ.৮,পৃ.২৪৯
৬৯. ইবনু হাজার, *আল-ইসাবাহ*, খ.৪,পৃ.৪৮; ইবনু সা'দ, *আত-তাবাকাতুল কুবরা*, খ.৮,পৃ.২৪৯
৭০. হানী, *তারীখুদ দা'ওয়াতি..*, পৃ.৩০
৭১. তাবারী, *তারীখুর রুসুল ওয়াল মুলূক*, খ.২,পৃ.২১৮; ইবনুল আছীর, *আল-কামিল ফিত তারীখ*, খ.১,পৃ.৩৯৬; ইবনুল জাওযী, *আল-মুনতাযিম*, খ.৪৩০
তবে 'আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত একটি রিওয়ায়াত থেকে জানা যায় যে, আবূ বাকর (রা.) বানূ কালব গোত্রের উম্মু বাকর নাম্নী জনৈকা মহিলাকেও বিয়ে করেছিলেন। কিন্তু হিজরাতের সময় তাকে তালাক প্রদান করেন। (বুখারী, *আস-সাহীহ*, [কিতাবুল মানাকিব], হা.নং:৩৬২৮) কিন্তু খুব

১. কুতাইলাহ[৭২] বিনতু 'আবদিল 'উযযা ইবনি আস'আদ

কুতাইলাহর গর্ভে এক পুত্র 'আবদুল্লাহ এবং এক কন্যা আসমা' জন্মগ্রহণ করেন। আবূ বাকর (রা.) তাঁকে ইসলাম-পূর্বকালে তালাক দেন।[৭৩] তাঁর ইসলাম গ্রহণ নিয়ে মতবিরোধ রয়েছে।[৭৪] 'আবদুল্লাহ ইবনু যুবাইর (রা.) বলেন, হুদাইবিয়ার সন্ধির পর এক দিন কুতাইলাহ মাদীনায় তাঁর মেয়ে আসমা'র নিকট কিছু হাদিয়া নিয়ে আসেন। তখন সে মুশরিক ছিল। আসমা' (রা.) তাঁর মায়ের সে হাদিয়া গ্রহণ করতে এবং তাঁকে ঘরে প্রবেশ করতে দিতে অস্বীকৃতি জানিয়েছিলেন এবং এ প্রসঙ্গে জেনে নেবার জন্য 'আয়িশা (রা.)-কে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট পাঠিয়েছিলেন। তখন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, لِتُدْخِلْهَا بَيْتَهَا وَلْتَقْبَلْ هَدِيَّتَهَا. - "তাঁকে ঘরে প্রবেশ করতে দেয়া এবং তাঁর হাদিয়া গ্রহণ করা উচিত।" এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা নাযিল করলেন,

﴿ لَا يَنْهَاكُمُ اللهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴾

> "দীনের ব্যাপারে যারা তোমাদের সাথে লড়াই করেনি এবং তোমাদেরকে দেশ থেকে বিতাড়িত করেনি, তাদের সাথে সদাচরণ ও ইনসাফ করতে আল্লাহ তোমাদেরকে নিষেধ করেননি। নিশ্চয় আল্লাহ ইনসাফকারীদেরকে ভালোবাসেন।" (আল-কুর'আন, ৬০ সূরা আল-মুমতাহিনাহ ঃ ৮)[৭৫]

এ আয়াতের মধ্যে আল্লাহ তা'আলা যে সব কাফির মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেনি এবং তাদেরকে দেশ থেকে বিতাড়িত করতে অংশ গ্রহণ করেনি, তাদের সাথে মানবিক আচরণ ও সুবিচার করতে নির্দেশ দিয়েছেন।

সম্ভব উম্মু বাকর আবূ বাকর (রা.)-এর পৃথক কোনো স্ত্রী নয়; বরং তাঁর স্ত্রী কুতাইলাহর উপনাম ছিল। ইবনুত তীন (রাহ.) এরূপ বলেছেন। (ইবনু হাজার, *ফাতহুল বারী,* খ.৮,পৃ.১১৬)

৭২. কোনো কোনো রিওয়ায়াতে তাঁর নাম 'কায়লাহ' (ইবনুল আছীর, *উসদুল গাবাহ,* খ.৩,পৃ.৩০৯; ইবনু 'আবদিল বারর, *আল-ইস্তি'আব,* খ.২,পৃ.৭৪), আবার কোনো রিওয়ায়াতে 'কাতলাহ' (ইবনু হাজার, *আল-ইসাবাহ,* খ.৩,পৃ.৪৩৪; ইবনু মাকূলা, *আল-ইকমাল,* খ.২,পৃ.৩২; সুহায়লী, *আর-রাওদুল উনুফ,* খ.১,পৃ.৪৩১)ও বর্ণিত হয়েছে।

৭৩. ইবনু সা'দ, *আত-তাবাকাতুল কুবরা,* খ.৩,পৃ.১৬৯ ও খ.৮,পৃ.২৫২

৭৪. কেউ কেউ তাঁকে সাহাবীগণের মধ্যে গণ্য করেছেন। তবে আবূ মূসা (রাহ.) বলেন, কোনো রিওয়ায়াত থেকেই এটা জানা যায় না যে, তিনি ইসলাম গ্রহণ করেছেন। (ইবনু হাজার, *ফাতহুল বারী,* খ.৮,পৃ.১১৬) আমার মনে হয়, যদি তিনি মাক্কা বিজয় পর্যন্ত জীবিত থাকেন, তা হলে সম্ভবত তিনি ইসলাম গ্রহণ করেছেন।

৭৫. আহমাদ, *আল-মুসনাদ,* হা.নং: ১৫৫২৯; ইবনু সা'দ, *আত-তাবাকাতুল কুবরা,* খ.৮,পৃ.২৫২

২. উম্মু রূমান বিনতু 'আমির (রা.)

উম্মু রূমান (রা.)[৭৬] ছিলেন বানূ কিনানাহ ইবনু খুযায়মাহ গোত্রের। তাঁর সাথে প্রথমে আয্‌দ গোত্রের 'আবদুল্লাহ ইবনু হারিছ ইবন সাখবারাহর[৭৭] বিয়ে হয়। এ ঘরে তাঁর এক ছেলে তুফাইল জন্ম লাভ করেন। 'আবদুল্লাহ ইবনু হারিছ জাহিলী যুগে ইয়ামানের সারাত থেকে তাঁর স্ত্রী ও ছেলেকে নিয়ে মাক্কায় চলে আসে এবং এখানে আবূ বাকর (রা.)-এর সাথে মিত্রতার বন্ধন গড়ে তোলে। যখন সে মারা যায়, তখন আবূ বাকর (রা.) উম্মু রূমান (রা.)কে বিয়ে করেন।[৭৮] এ ঘরে আবূ বাকর (রা.)-এর এক ছেলে 'আবদুর রাহমান (রা.) ও এক মেয়ে 'আয়িশা (রা.) জন্মগ্রহণ করেন। উম্মু রূমান (রা.) ইসলামের প্রাথমিক অবস্থায় ঈমান আনেন। হিজরাতের সময় আবূ বাকর (রা.) তাঁকে মাক্কায় ছেড়ে গিয়েছিলেন। পরে 'আবদুল্লাহ ইবনু উরায়কিতকে পাঠিয়ে তাঁকে মাদীনায় নিয়ে যান।[৭৯] তিনি হিজরী ৬ষ্ঠ সনে যুলহাজ্জ মাসে মৃত্যুবরণ করেন।[৮০] উম্মু রূমান (রা.)-এর মর্যাদা এর চেয়ে আর কী হতে পারে যে, তাঁর মৃত্যুর পর রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নিজেই তাঁর কবরে নামেন এবং তাঁর ক্ষমার জন্য দু'আ করে বলেন, اَللّٰهُمَّ لَمْ يَخْفَ عَلَيْكَ مَا لَقِيَتْ اُمُّ رُوْمَانَ فِيْكَ وَفِي رَسُوْلِكَ.-"হে আল্লাহ, আপনার কাছে তো গোপন নয় যে, উম্মু রূমান আপনার জন্য এবং আপনার নাবীর জন্য কী কী যাতনা ভোগ করেছেন।"[৮১] অন্য একটি রিওয়ায়াতে রয়েছে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, مَنْ اَحَبَّ اَنْ يَنْظُرَ إِلَى امْرَأَةٍ مِنَ الْحُورِ الْعِيْنِ فَلْيَنْظُرْ إِلَى أُمِّ رُوْمَانَ.-"কারো কোনো জান্নাতী হুর দেখতে ইচ্ছে করলে সে যেন উম্মু রূমানকে দেখে।"[৮২]

---

৭৬. ইবনু ইসহাক (রাহ.) বলেন, তাঁর নাম ছিল যায়নাব। (ইবনু হাজার, *আল-ইসাবাহ,* খ.৪,পৃ.৮৯)
৭৭. ইবনু হাজার, *আল-ইসাবাহ,* খ.৪,পৃ.৮৯; ইবনু আছীর, *উসদুল গাবাহ,* খ.২,পৃ.৪০; ইবনু 'আবদিল বাররর, *আল-ইস্তি'আব,* খ.২,পৃ.১২৮
তবে ইবনু সা'দ (রাহ.) উম্মু রূমানের প্রথম স্বামীর নাম হারিছ ইবনু সাখবারাহ উল্লেখ করেছেন। (ইবনু সা'দ, *আত-তাবাকাতুল কুবরা,* খ.৮,পৃ.২৭৬)
৭৮. ইবনু হাজার, *আল-ইসাবাহ,* খ.৪,পৃ.৮৯; ইবনু সা'দ, *আত-তাবাকাতুল কুবরা,* খ.৮,পৃ.২৭৬
৭৯. ইবনু আছীর, *উসদুল গাবাহ,* খ.৩,পৃ.৪৩৮; ইবনু 'আবদুল বাররর, *আল-ইস্তি'আব,* খ.২,পৃ.১২৮
৮০. হাকিম, *আল-মুস্তাদরাক,* (কিতাবু মা'আরিফাতিস সাহাবাহ), হা.নং: ৬০৩৪; ইবনু সা'দ, *আত-তাবাকাতুল কুবরা,* খ.৮,পৃ.২৭৬
কেউ কেউ হিজরী চার বা পঞ্চম সন তাঁর মৃত্যুসন বলে উল্লেখ করেছেন। কিন্তু ইবনু হাজার ও ইবনুল আছীর (রাহ.) প্রমুখ বলেন, হিজরী ৬ষ্ঠ সনের রিওয়ায়াতটিই সঠিক। কেননা হাদীসে ইফকের মধ্যে উম্মু রূমানের নাম পাওয়া যায়। এটা অবশ্যই হিজরী ৫ম সনের কিংবা আরো পরের ঘটনা। ইবনুল আছীর (রাহ.) বলেন, ইফকের ঘটনাটি হিজরী ৬ষ্ঠ সনের শা'বান মাসে সংঘটিত হয়। (ইবনু আছীর, *উসদুল গাবাহ,* খ.৩,পৃ.৪৩৮; ইবনু হাজার, *আল-ইসাবাহ,* খ.৪,পৃ.৮৯)
৮১. ইবনু হাজার, *আল-ইসাবাহ,* খ.৪,পৃ.৮৯; ইবনু 'আবদুল বাররর, *আল-ইস্তি'আব,* খ.২,পৃ.১২৮
৮২. হাকিম, *আল-মুস্তাদরাক,* (কিতাবু মা'আরিফাতিস সাহাবাহ), হা.নং: ৬০৩৪; আবূ নু'আয়ম, *মা'আরিফাতুস সাহাবাহ,* হা.নং:৭২৮৫; ইবনু সা'দ, *আত-তাবাকাতুল কুবরা,* খ.৮,পৃ.২৭৭
উল্লেখ্য যে, রিওয়ায়াতটি মুরসাল (অর্থাৎ এ হাদীসের সানাদের মধ্যে রাবী সাহাবীর নাম বাদ পড়েছে)।

৩. আসমা' বিনতু 'উমাইস (রা.)

আসমা' বিনতু 'উমাইস (রা.) ছিলেন খাছ'আম গোত্রের। তিনি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর স্ত্রী মায়মূনাহ (রা.)-এর বৈপিত্রেয় বোন ছিলেন।[৮৩] তিনি ইসলামের একেবারে প্রাথমিক অবস্থায় রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইসলামের প্রাথমিক প্রচারকেন্দ্র দারুল আরকামে প্রবেশ করার আগেই ইসলাম গ্রহণ করেন।[৮৪] জা'ফার ইবনু আবী তালিব (রা.)-এর সাথে তাঁর প্রথম বিয়ে হয়। এ ঘরে তাঁর তিন ছেলে 'আবদুল্লাহ, 'আওন ও মুহাম্মাদ (রা.) জন্ম লাভ করেন। তিনি তাঁর স্বামী জা'ফারের সাথে প্রথমে হাবশায় হিজরাত করেন। পরে হাবশাহ থেকে হিজরাত করে মাদীনায় চলে আসেন। মূ'তার যুদ্ধে স্বামী জা'ফার (রা.)-এর শাহাদাতের পর আবূ বাকর (রা.) তাঁকে বিয়ে করেন। এ ঘরে তাঁর এক ছেলে মুহাম্মাদ (রা.) জন্মগ্রহণ করেন।[৮৫] একবার আসমা' (রা.) রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট অভিযোগ করেন, - يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ رِجَالاً يَفْخَرُونَ عَلَيْنَا، وَيَزْعُمُونَ أَنَّا لَسْنَا مِنَ الْمُهَاجِرِيْنَ الْأَوَّلِيْنَ. "ইয়া রাসূলাল্লাহ! লোকেরা আমাদের নিকট তাঁদের অধিক ফাযীলাতের গর্ব করে। তাঁরা মনে করে যে, আমরা প্রথম পর্যায়ের মুহাজিরগণের অন্তর্ভুক্ত নই।" রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁকে এ বলে সান্ত্বনা দেন, -لِلنَّاسِ هِجْرَةٌ وَّاحِدَةٌ، وَلَكُمْ هِجْرَتَانِ. " লোকেরা তো একবার হিজরাত করেছে। আর তোমাদের তো দু বার হিজরাত করার সৌভাগ্য অর্জিত হয়েছে।"[৮৬] সম্ভবত এ কারণেই আবূ বাকর (রা.) তাঁর ফাযীলাত ও মর্যাদার কথা সর্বদা অকুণ্ঠচিত্তে স্বীকার করতেন। তিনি ওফাতের সময় আসমা' (রা.) কর্তৃক তাঁকে জানাযার গোসল দানের জন্য অসিয়্যাত করে যান।[৮৭] আবূ বাকর (রা.)-এর ওফাতের পর আসমা' (রা.) 'আলী (রা.)-এর সাথে বিয়ে বন্ধনে আবদ্ধ হন। এ ঘরে তাঁর দু ছেলে ইয়াহইয়া ও 'আওন জন্ম লাভ করেন।[৮৮] তিনি 'আলী (রা.)-এর ওফাতের পর সম্ভবত ৪০ হি./ ৬৬১ খ্রিস্টাব্দে মৃত্যুবরণ করেন।

৪. হাবীবাহ বিনতু খারিজাহ (রা.)

হাবীবাহ বিন্‌তু খারিজাহ (রা.) ছিলেন মাদীনার খাযরাজ গোত্রের একজন আনসারী

---

৮৩. ইবনু হাজার, *আল-ইসাবাহ,* খ.৩,পৃ. ৪৩৫; ইবনুল আছীর, *আল-ইস্তি'আব,* খ.২,পৃ.৭৫
৮৪. ইবনু সা'দ, *আত-তাবাকাতুল কুবরা,* খ.৮,পৃ. ২৮০; ইবনু হাজার, *আল-ইসাবাহ,* খ.৩,পৃ. ৪৩৬
৮৫. ইবনু সা'দ, *আত-তাবাকাতুল কুবরা,* খ.৮,পৃ. ২৮০-২; ইবনুল আছীর, *আল-ইস্তি'আব,* খ.২,পৃ.৭৫; ইবনু হাজার, *আল-ইসাবাহ,* খ.৩,পৃ. ৪৩৬
৮৬. ইবনু সা'দ, *আত-তাবাকাতুল কুবরা,* খ.৮,পৃ. ২৮১; ইবনু হাজার, *আল-ইসাবাহ,* খ.৩,পৃ. ৪৩৬
৮৭. ইবনু সা'দ, *আত-তাবাকাতুল কুবরা,* খ.৩,পৃ. ২০৩-৪ ও খ.৮,পৃ.২৮৩-৪; ইবনু হাজার, *আল-ইসাবাহ,* খ.৩,পৃ. ৪৩৬
৮৮. ইবনু সা'দ, *আত-তাবাকাতুল কুবরা,* খ.৮,পৃ.২৮৫; ইবনুল আছীর, *আল-ইস্তি'আব,* খ.২,পৃ.৭৫; ইবনু হাজার, *আল-ইসাবাহ,* খ.৩,পৃ. ৪৩৬; যাহাবী, *সিয়ারু আ'লামিন নুবালা,* খ.২,পৃ.২৭৬; যিরাকলী, *আল-আ'লাম,* খ.১,পৃ.৩০৬

মহিলা। মাদীনায় হিজরাতের পর আবূ বাকর (রা.) খারিজাহ ইবন যায়িদ (রা.)-এর সাথে ভ্রাতৃত্ব বন্ধনে আবদ্ধ হন। হাবীবাহ (রা.) ছিলেন তাঁর মেয়ে। আবূ বাকর (রা.)-এর সাথে তাঁর বিয়ে হয়। বিয়ের পর আবূ বাকর (রা.) তাঁকে নিয়ে 'সুন্হ' নামক স্থানে বাস করতেন। আবূ বাকর (রা.)-এর ওফাতের পর এ ঘরে তাঁর এক কন্যা উম্মু কুলছূম (রা.) জন্মগ্রহণ করেন। আবূ বাকর (রা.)-এর পর খুবাইব ইবনু আসাফ ইবন 'উতবাহ (রা.)-এর সাথে তাঁর বিয়ে হয়।[৮৯]

সন্তান-সন্ততি

চার স্ত্রী থেকে আবূ বাকর (রা.)-এর ছয় জন সন্তান জন্ম লাভ করেন। তিন জন ছেলে ও তিন জন মেয়ে। ছেলেরা হলেন- 'আবদুর রাহমান, 'আবদুল্লাহ ও মুহাম্মাদ (রা.) এবং মেয়েরা হলেন- আসমা', 'আয়িশা ও উম্মু কুলছূম (রা.)।[৯০]

'আবদুর রাহমান (রা.)

'আবদুর রাহমান (রা.) হলেন আবূ বাকর (রা.)-এর বড় পুত্র[৯১] এবং 'আয়িশা (রা.)-এর সহোদর ভাই। তিনি উম্মু রূমান (রা.)-এর গর্ভে জন্ম লাভ করেন। বাদ্‌র ও উহুদ যুদ্ধে তিনি কাফিরদের পক্ষে লড়াই করেন। হুদাইবিয়ার ঘটনার সময় তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন এবং মাদীনায় এসে পিতার সাথে বাস করতে থাকেন। তিনি কুরাইশের শ্রেষ্ঠ বীর ও তীরন্দায ছিলেন। ইসলাম গ্রহণের পর তাঁর এ দক্ষতা দীনের সাহায্যে ব্যবহৃত হয়। হুদাইবিয়ার পর সংঘটিত সকল গাযওয়াতেই তিনি অংশ গ্রহণ করেন এবং বীরত্বের সাথে লড়াই করেন। তিনি হিজরী ৫৩/৫৫ সালে অকস্মাৎ মাক্কাস্থ হাবাশীতে মৃত্যুবরণ করেন এবং তাঁকে মাক্কায় নিয়ে এসে দাফন করা হয়।[৯২]

'আবদুল্লাহ (রা.)

'আবদুল্লাহ (রা.) হলেন কুতাইলাহর গর্ভজাত ও আসমা' (রা.)-এর সহোদর ভাই। তিনি ইসলামের প্রাথমিক কালে ঈমান আনেন। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর হিজরাতের সময় তাঁর বিরাট ভূমিকা ছিল। যখন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু

---

৮৯. ইবনু সা'দ, *আত-তাবাকাতুল কুবরা*, খ.৮,পৃ.৩৬০; ইবনু আবদুল বারর, *আল-ইস্তি'আব*, খ.১,পৃ.১৩১ ও খ.২,পৃ.৮৩; ইবনু হাজার, *আল-ইসাবাহ*, খ.৩,পৃ. ৪৬৩

৯০. আল-মুহিব্ব আত-তাবারী, *আর-রিয়াদুন নাদিরাতু..*,পৃ .১৩০

৯১. সাল্লাবী, *আবূ বাকর আস-সিদ্দীক (রা.)*, পৃ.২১
তবে ঐতিহাসিক আল-মুহিব্ব আত-তাবারী (রাহ.) বলেন, তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র হলেন 'আবদুল্লাহ (রা.)। (আল-মুহিব্ব আত-তাবারী , *আর-রিয়াদুন নাদিরাতু..*, পৃ.১৩০)

৯২. ইবনু আবদিল বারর, *আল-ইস্তি'আব*, খ.১,পৃ.২৪৯; ইবনুল আছীর, *উসদুল গাবাহ*, খ.২,পৃ.২০৩-৪; আল-মুহিব্ব আত-তাবারী, *আর-রিয়াদুন নাদিরাতু..*, পৃ.১৩০

'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আবূ বাকর (রা.)সহ ছাওর পর্বতের গুহায় অবস্থান করছিলেন, তখন তাঁর ওপর এ দায়িত্ব ছিল যে, তিনি সারা দিন কুরাইশদের সংবাদ সংগ্রহ করে বিকালে তা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট পৌঁছে দিয়ে আসতেন। তাঁদের নিরাপদে মাদীনায় পৌঁছার পর তিনি নিজে উম্মু রূমান, 'আয়িশা ও আসমা' (রা.)কে সাথে নিয়ে মাদীনায় হিজরাত করেন। তিনি মাক্কা বিজয়ে এবং হুনাইন ও তা'য়িফের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। তা'য়িফের যুদ্ধে তিনি একটি তীরের আঘাতে মারাত্মকভাবে আহত হন। চিকিৎসার পর কিছুটা সুস্থ হলেও পরে আবার ক্ষতস্থান ফুলে ওঠে এবং তাতেই তিনি হিজরী ১১ সনের শাওয়াল মাসে শাহাদাত বরণ করেন।[৯৩] তাঁর কোনো সন্তান-সন্ততি ছিল না।[৯৪]

মুহাম্মাদ ইবনু আবী বাকর (রা.)

মুহাম্মাদ (রা.) হলেন আবূ বাকর (রা.)-এর ছেলেদের মধ্যে কনিষ্ঠতম। বিদায় হাজ্জের সফরে ২৫শে যুলকা'দাহ যুল-হুলাইফাহ নামক স্থানে আসমা' বিনতু 'উমাইস (রা.)-এর গর্ভে তাঁর জন্ম হয়।[৯৫] আবূ বাকর (রা.)-এর ওফাতের পর তাঁর মা যখন 'আলী (রা.)-এর সাথে বিয়ে বন্ধনে আবদ্ধ হন, তখন এ সম্পর্কের কারণে মুহাম্মাদ (রা.) শৈশবকালে 'আলী (রা.)-এর ঘরে লালিত-পালিত হবার সুযোগ পান। 'আলী (রা.) তাঁকে ৩৭ হিজরীতে মিসরের গভর্ণর নিযুক্ত করে প্রেরণ করেন। যখন তিনি মিসরে পৌঁছেন, তখন আমীর মু'আবিয়া (রা.) 'আম্‌র ইবনুল 'আস (রা.)-এর নেতৃত্বে তাঁর বিরুদ্ধে এক দল সৈন্য প্রেরণ করেন। উভয়ের মধ্যে যুদ্ধ সংঘটিত হয়। মুহাম্মাদ (রা) এ যুদ্ধে পরাজয় বরণ করেন এবং শাহাদাত বরণ করেন।[৯৬]

অনেকেই মনে করেন যে, তিনি 'উছমান (রা.)-এর হত্যাকাণ্ডে সরাসরি জড়িত ছিলেন। আবার অনেকেই এর বিরোধিতা করেছেন। কিনানাহ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, لَمْ يَنَلْ مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ مِنْ دَمِ عُثْمَانَ بِشَيْءٍ.- "মুহাম্মাদ ইবনু আবী বাকর (রা.) 'উছমান (রা.)-এর হত্যার সাথে মোটেই জড়িত ছিলেন না।" প্রকৃত ঘটনা হলো, তিনি হত্যার উদ্দেশ্যে ঘরে প্রবেশ করেছিলেন। এ সময় উছমান (রা.) তাঁকে উদ্দেশ্য করে বললেন, لَوْ رَآكَ أَبُوكَ لَمْ يَرْضَ هَذَا الْمَقَامَ مِنْكَ.- "তোমার পিতা তোমাকে এ অবস্থায় দেখলে কখনো পছন্দ করতেন না।" তখন তিনি সাথে সাথে সেখান থেকে বেরিয়ে যান।[৯৭]

---

৯৩. ইবনুল আছীর, *উসদুল গাবাহ,* খ.২,পৃ.১৩৪
৯৪. আল-মুহিব্ব আত-তাবারী, *আর-রিয়াদুন নাদিরাতু..,* পৃ.১৩০
৯৫. ইবনু সা'দ, *আত-তাবাকাতুল কুবরা,* খ.৮,পৃ.২৮২; যাহাবী, *সিয়ারু আ'লামিন নুবালা,* খ.২,পৃ.২৮৫
৯৬. আল-মুহিব্ব আত-তাবারী, *আর-রিয়াদুন নাদিরাতু..,* পৃ.১৩০
৯৭. ইবনু 'আবদিল বারর, *আল-ইস্তি'আব,* খ.১,পৃ.৪২৫

আসমা' বিনতু আবী বাকর (রা.)

আসমা' (রা.) বোনদের মধ্যে বড় ছিলেন। তাঁর উপাধি ছিল- যাতুন নিতাকাইন। এর অর্থ হল- দু কোমরবন্দ ওয়ালী। এর কারণ হল- হিজরাতের সময় তিনি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ও তাঁর আব্বার জন্য পথে পানাহারের জন্য একটি চামড়ার থলিতে কিছু পানি ও অন্য একটি থলিতে কিছু খাবার প্রস্তুত করেছিলেন। কিন্তু পাত্রগুলো বাঁধার জন্য তিনি কিছু পাচ্ছিলেন না। এ অবস্থায় তিনি নিজের কোমরবন্দ দু'টুকরো করে সেটা দিয়ে খাবার ও পানির পাত্রগুলো বেঁধে দিলেন। এ কারণেই তাঁকে এ উপাধি দেয়া হয়।[৯৮] তিনি নুবুওয়াতের প্রাথমিক অবস্থায় ইসলাম গ্রহণ করেন। ঐতিহাসিক ইবনু ইসহাক (রা.)-এর মতে, ইসলাম গ্রহণকারীদের মধ্যে তিনি ১৮তম ছিলেন।[৯৯] যুবাইর ইবনুল 'আওয়াম (রা.)-এর সাথে তাঁর বিয়ে হয়। মাদীনায় হিজরাতের সময় তিনি গর্ভবতী ছিলেন। পথে কুবা' নামক স্থানে ছেলে 'আবদুল্লাহ ইবনু যুবাইর (রা.) জন্ম লাভ করেন।[১০০] 'আবদুল্লাহ ইবনু যুবাইর (রা.) ছিলেন হিজরাতের পর সর্বপ্রথম ভূমিষ্ঠ মুসলিম সন্তান।[১০১]

তিনি অত্যন্ত ত্যাগী ও কষ্টসহিষ্ণু মহিলা ছিলেন। বিয়ের সময় স্বামীর একটি ঘোড়া ছাড়া তাঁর অন্য কোনো সম্পদ ছিল না। তিনি অতি দুঃখে-কষ্টের মধ্যে ঘরের সকল কাজ নিজ হাতেই আঞ্জাম দিতেন। স্বামীর ঘোড়াও দেখাশোনা করতেন, নিজ হাতে

---

৯৮. বুখারী, *আস-সাহীহ,* (কিতাবুল জিহাদ), হা.নং:২৭৫৭, (কিতাবুল মানাকিব) ৩৬১৬, ৩৬১৭; আহমাদ, *আল-মুসনাদ,* হা.নং: ২৪৪৪৫, ২৫৬৯১

৯৯. ইবনু 'আবদিল বারর, *আল-ইস্তি'আব,* খ.২,পৃ.৭৪; ইবনু হাজার, *আল-ইসাবাহ,* খ.৩,পৃ.৪৩৫

১০০. ইবনু হাজার, *আল-ইসাবাহ,* খ.৩,পৃ.৪৩৫

১০১. ইবনু 'আবদিল বারর, *আল-ইস্তি'আব,* খ.১,পৃ.২৭৪; 'ইসামী, *সিমতুন নুজূম,* খ.২,পৃ.১৩০; সাফাদী, *আল-ওয়াফী,* খ.৪, পৃ.৪৭৩
কোনো কোনো রিওয়ায়াতে দেখা যায় যে, হিজরাতের পর সর্বপ্রথম ভূমিষ্ঠ মুসলিম সন্তান হলেন নু'মান ইবনু বাশীর আল-আনসারী (রা.)। আবুল আসওয়াদ (রাহ.) বলেন, 'আবদুল্লাহ ইবনু যুবাইর জন্মগ্রহণ করেন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর হিজরাতের বিশ মাসের মাথায়, আর নু'মান ইবনু বাশীর (রা.) জন্ম লাভ করেন হিজরাতের চৌদ্দ মাসের মাথায় রাবী'উছ ছানীতে। অতএব নু'মান (রা.)ই হলেন হিজরাতের পর আনসারদের সর্বপ্রথম মুসলিম সন্তান।" আসওয়াদ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একবার 'আবদুল্লাহ ইবনু যুবাইর (রা.)-এর নিকট নু'মান (রা.)-এর কথা আলোচনা করা হয়। তখন তিনি বললেন, هُوَ أَسَنُّ مِنِّي بِسِتَّةِ أَشْهُرٍ- "তিনি আমার চেয়ে ছয় মাসের বড়।" তবে অধিকাংশ ঐতিহাসিকের অভিমত হল- তাঁরা দু'জনেই হিজরাতের চৌদ্দ মাসের মাথায় রাবী'উছ ছানীতে জন্মগ্রহণ করেন। (ইবনু 'আবদিল বারর, *আল-ইস্তি'আব,* খ.১,পৃ.৪৭১-২) অধিকন্তু, এটা নিঃসন্দেহে বলা চলে যে, হিজরাতের পর মাদীনায় 'আবদুল্লাহ ইবনু যুবাইর (রা.)ই হলেন মুহাজিরগণের সর্বপ্রথম সন্তান। (ইবনুল জাযরী, *গায়াতুন নিহায়াহ,* পৃ.১৮৬) আর নু'মান ইবনু বাশীর (রা.) হলেন আনসারগণের মধ্যে সর্বপ্রথম সন্তান। (ইবনু সা'দ, *আত-তাবাকাতুল কুবরা,* খ.৬,পৃ.৫৩)

ঘোড়ার খাদ্য তৈরি করতেন এবং তা মাথায় নিয়ে নয় মাইল পদব্রজে কৃষিক্ষেত্রে গমন করতেন। যখন আবূ বাকর (রা.) এ সংবাদ পান, তখন তাঁকে একটি গোলাম প্রদান করেন।[১০২]

ইরাকের গভর্ণর হাজ্জাজ ইবনু ইউসূফ 'আবদুল্লাহ ইবনু যুবাইর (রা.)কে শাহীদ করে তাঁর লাশ শূলীতে ঝুলিয়ে রেখেছিল। তিন দিন অতিবাহিত হওয়ার পর আসমা' (রা.) এ পথ দিয়ে যাওয়ার সময় পুত্রের লাশ দেখে বলেন, أَمَا آنَ لِهَذَا الرَّاكِبِ أَنْ يَنْزِلَ. -"এখনো কি এ আরোহনকারীর অবতরণের সময় হয়নি।[১০৩] হাজ্জাজ এটা শুনে লাশ নামিয়ে ফেলেন। এর কয়েক দিন পর[১০৪] আসমা' (রা.) হিজরী ৭৩ সালে প্রায় ১০০ বৎসর বয়সে মাক্কায় মৃত্যুবরণ করেন এবং সেখানেই তাঁকে দাফন করা হয়।[১০৫]

উম্মুল মু'মিনীন 'আয়িশা (রা.)

'আয়িশা (রা.) আবূ বাকর (রা.)-এর অত্যন্ত স্নেহভাজন কন্যা এবং রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সবচেয়ে প্রিয় স্ত্রী ছিলেন। উপনাম- উম্মু 'আবদিল্লাহ। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁকে তাঁর ভাগ্নে 'আবদুল্লাহ ইবনু যুবাইর (রা.)-এর নামে এ উপনাম দান করেন।[১০৬] উপাধি- আছ-ছিদ্দীকা। 'আল-হুমাইরা' নামেও তিনি পরিচিত ছিলেন। এর অর্থ আদুরের সুন্দরী। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নুবুওয়াত লাভের চার/পাঁচ বৎসর পরে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। ছয়/সাত বৎসর বয়সে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সাথে তাঁর বিয়ে হয় এবং নয় বৎসর বয়সে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁর সাথে ঘর করেন।[১০৭] তিনি অত্যন্ত জ্ঞান বুদ্ধি ও প্রজ্ঞার অধিকারী ছিলেন। হাদীস, ফিকহ ও ফারা'য়িদ প্রভৃতি বিষয়ে তিনি সমসাময়িক লোকদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ছিলেন। তাঁর বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা হল ২২১০। তন্মধ্যে ইমাম বুখারী ও মুসলিম (রা.) সম্মিলিতভাবে রিওয়ায়াত করেছেন ১৭৪টি। আবার পৃথকভাবে ইমাম বুখারী (রা.) ৫৪টি এবং ইমাম মুসলিম (রা.) ৬৯টি হাদীস রিওয়ায়াত করেছেন।[১০৮] চিকিৎসা ও কাব্যচর্চায়ও তিনি যথেষ্ট পারদর্শী ছিলেন। 'উরওয়াহ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, مَا رَأَيْتُ أَحَداً أَعْلَمَ بِفِقْهٍ وَلَا

---

১০২. বুখারী, *আস-সাহীহ,* (কিতাবুন নিকাহ), হা.নং: ৪৮২৩; মুসলিম, *আস-সাহীহ,* (কিতাবুস সালাম), হা.নং:৪০৫০

১০৩. ইবনু 'আবদিল বারর, *আল-ইস্তি'আব,* খ.১,পৃ.২৭৫; ইবনু হাজার, *আল-ইসাবাহ,* খ.৩,পৃ.৪৩৫; আবূ নু'আয়ম, *হিলয়াতুল আওলিয়া,* খ.১,পৃ.১৭৬

১০৪. কারো মতে- ছেলের শাহাদাতের দশ দিন পর, আর কারো মতে- ২০ দিন পর, আর কারো মতে- বিশোধিক দিনের পর 'আসমা (রা.) মৃত্যুবরণ করেন। (ইবনু 'আবদিল বারর, *আল-ইস্তি'আব,* খ.২,পৃ.৭৪; ইবনু হাজার, *আল-ইসাবাহ,* খ.৩,পৃ.৪৩৫)

১০৫. ইবনু 'আবদিল বারর, *আল-ইস্তি'আব,* খ.২,পৃ.৭৪; ইবনু হাজার, *আল-ইসাবাহ,* খ.৩,পৃ.৪৩৫

১০৬. ইবনু হাজার, *আল-ইসাবাহ,* খ.৪, পৃ.২৭; ইবনু 'আবদিল বারর, *আল-ইস্তি'আব,* খ.২,পৃ.১০৯

১০৭. ইবনু হাজার, *আল-ইসাবাহ,* খ.৪, পৃ.২৭; ইবনু 'আবদিল বারর, *আল-ইস্তি'আব,* খ.২,পৃ.১০৮

১০৮. যাহাবী, *সিয়ারু আ'লামিন নুবালা,* খ.১৩৯

بِطِبٌّ وَلَا بِشِعْرٍ مِنْ عَائِشَةَ.-" ফিক্‌হ, চিকিৎসা ও কবিতা প্রভৃতি বিষয়ে আমি 'আয়িশা (রা.)-এর চেয়ে কোনো অধিক জ্ঞানী ব্যক্তিকে দেখিনি।"[১০৯] তিনি সে যুগের একজন শ্রেষ্ঠ বাগ্মীও ছিলেন। যখন বক্তৃতা প্রদান করতেন, তখন শ্রোতাদের ওপর যাদুর মতো তার প্রভাব পড়তো। তিনি ৫৭ / ৫৮ হিজরীর ১৭ রামাদান মঙ্গলবার মৃত্যুবরণ করেন। জান্নাতুল বাকী'তে তাঁকে দাফন করা হয়।[১১০] তাঁর কোনো সন্তান-সন্ততি ছিল না।

উম্মু কুলছূম বিনতু আবী বাকর (রা.)

উম্মু কুলছূম (রা.) হলেন বোনদের মধ্যে সর্বকনিষ্ঠা। তিনি আবূ বাকর (রা.)-এর মৃত্যুর পর হাবীবাহ বিনতু খারিজাহ (রা.)-এর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন।[১১১] আবূ বাকর (রা.) মৃত্যুর সময় 'আয়িশা (রা.)কে তাঁর এ মেয়ে সম্পর্কে অসিয়্যাত করে যান। তিনি বলেন, إِنَّمَا هُمَا أَخَوَاكَ وَأُخْتَاكَ -"এরা তোমার দু ভাই ও দু'বোন।" 'আয়িশা (রা.) বললেন, إِنَّمَا هِيَ أَسْمَاءُ فَمَنْ الْأُخْرَى؟-"এই তো আসমা'। আমি তাঁকে জানি। অন্যজন কে?" আবূ বাকর (রা.) বললেন, ذُوْ بَطْنِ بِنْتِ خَارِجَةَ فَإِنِّيْ أَظُنُّهَا جَارِيَةً. -"বিনতু খারিজাহর গর্ভস্থিত সন্তান। আমার মনে হচ্ছে, সে মেয়েই হবে।"[১১২] আবূ বাকর (রা.)-এর সন্তানদের মধ্যে একমাত্র তিনিই তাবি'ঈ ছিলেন। তালহা ইবনু 'উবাইদুল্লাহ (রা.)-এর সাথে তাঁর বিয়ে হয়। এ ঘরে তাঁর দু'ছেলে যাকারিয়া ও ইউসূফ এবং এক মেয়ে 'আয়িশা জন্ম লাভ করেন। তালহা (রা.) উষ্ট্রযুদ্ধে নিহত হন। এরপর তিনি 'আবদুর রাহমান ইবনু 'আবদিল্লাহ আল-মাখযূমী (রা.)কে বিয়ে করেন। এ ঘরে দু'ছেলে ইবরাহীম আল-আহওয়াল ও মূসা এবং দু'মেয়ে উম্মু হুমাইদ ও উম্মু 'উছমান জন্ম লাভ করেন।[১১৩]

ব্যবসা

আবূ বাকর (রা.) অতি অল্প বয়সেই ব্যবসা-বাণিজ্যের দিকে মনোযোগ দেন। তিনি কাপড়ের ব্যবসা করতেন এবং একজন সৎ ব্যবসায়ী হিসেবে সকলের নিকট খ্যাতি লাভ করেছিলেন।[১১৪] তাঁর ব্যবসার মূলধন ছিল চল্লিশ হাজার দিরহাম।[১১৫] ইসলাম

---

১০৯. ইবনু হাজার, *আল-ইসাবাহ,* খ.৪, পৃ.২৭; ইবনু 'আবদিল বারর, *আল-ইস্তি'আব,* খ.২,পৃ.১০৯
১১০. ইবনু হাজার, *আল-ইসাবাহ,* খ.৪, পৃ.২৮; ইবনু 'আবদিল বারর, *আল-ইস্তি'আব,* খ.২,পৃ.১০৯
১১১. ইবনু হাজার, *আল-ইসাবাহ,* খ.৪,পৃ.১২০
১১২. সাফাদী, *আল-ওয়াফী,* খ.৪,পৃ.৮৬; নাবাবী, *তাহযীবুল আসমা..,* খ.৩,পৃ.১৯৫, ২৬৬
১১৩. ইবনু সা'দ, *আত-তাবাকাতুল কুবরা,* খ.৮,পৃ.৪৬২
১১৪. ইবনু হাজার, *আল-ইসাবাহ,* খ.২,পৃ.১৫২
১১৫. 'আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, فَخَرْتُ بِمَالِ أَبِي فِي الْجَاهِلِيَّةِ، وَكَانَ قَدْرَ أَلْفِ أَلْفِ أُوقِيَّةٍ.-"আমি জাহিলী যুগে আমার পিতার ধন-সম্পদ দ্বারা গর্ব করি। তখন তাঁর সম্পদের পরিমাণ ছিল দশ লক্ষ উকিয়াহ (চল্লিশ মিলিয়ন দিরহাম)।" (বুখারী, *আল-আহাদীছুল মারফূ'আতু মিনাত তারীখিল কাবীর,* হা.নং:১৯১; নাসা'ঈ, *আস-সুনানুল কুবরা,* হা.নং: ৯১৩৯; ইবনু আবী 'আসিম, *আল-আহাদ ওয়াল মাছানী,* হা.নং: ২৬৯১; তাবারানী, *আল-মু'জামুল কাবীর,* হা.নং:১৮৭৯৪) হাফিয যাহাবী (রাহ.) বলেন, এ রিওয়ায়াতের মধ্যে কিছুটা অতিরঞ্জন রয়েছে। এ রিওয়ায়াতের

গ্রহণের পর তিনি এ সম্পদ উদারচিত্তে আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় করেন। হিজরাতের সময় তাঁর নিকট পাঁচ হাজার দিরহাম অবশিষ্ট ছিল।[১১৬] শাম[১১৭] ও ইয়ামান প্রভৃতি দেশসমূহ পর্যন্ত তাঁর ব্যবসার বিস্তৃতি ছিল। এ উপলক্ষে তিনি একাধিকবার শাম ও ইয়ামান সফর করেন। আঠারো বৎসর বয়সে প্রথম বারের মতো তিনি ব্যবসার উদ্দেশ্যে শাম সফর করেন।[১১৮]

স্বভাব-চরিত্র

আবূ বাকর (রা.) ছিলেন পবিত্র ও নিষ্কলুষ চরিত্রের অধিকারী। জীবনের শুরু থেকেই তাঁর চরিত্রে নানা গুণ ও মহত্ত্বের আভাস লক্ষিত হয়েছিল। মাক্কার কুরাইশ সমাজের সর্বত্র উচ্ছৃঙ্খলতা ও চরিত্রহীনতার যে স্রোত বইতেছিল, তা আবূ বাকর (রা.)কে কোনো দিনই স্পর্শ করতে পারেনি। ইমাম সুয়ূতী (রাহ.) বলেন, كَانَ أَبُو بَكْرٍ أَعَفَّ النَّاسِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ. -"জাহিলী যুগে আবূ বাকর (রা.) পবিত্রতম ব্যক্তি ছিলেন।"[১১৯] জাহিলী যুগের পাপ-পঙ্কিল সমাজে অবস্থান করেও তিনি বাল্যকাল থেকেই যাবতীয় অসৎকর্ম, পাপাচার ও অমানবিক কার্যক্রমকে ঘৃণা করতেন। তাঁর অন্তরে আল্লাহর ভয় ও সৎকাজের প্রেরণা সর্বদা বিরাজমান ছিল। নিলর্জ্জতা, অশ্লীলতা ও মদ্যপান প্রভৃতি নিকৃষ্টতম কার্যসমূহকে তিনি বাল্যকাল থেকেই এতোই ঘৃণা করতেন যে, কেউ তাঁকে এ সব কাজের দিকে আহ্বান করলে তিনি পরিষ্কার জবাব দিতেন যে, এ সমস্ত কাজকে আমি নিজের মান-সম্ভ্রম বিনাশকারী বলে মনে করি। কাজেই এ সব অপকর্মে আমি অংশ গ্রহণ করবো বলে কেউ কখনো আশা পোষণ করো না। বর্ণিত রয়েছে যে, একবার

মধ্যে 'আলফ' (হাজার) একটি বৃদ্ধি হয়ে গেছে। কেননা এ পরিমাণ সম্পদ রাজা-বাদশাহ ছাড়া কারো পক্ষে সঞ্চয় করা অসম্ভব। হয়তো তাঁর সম্পদের পরিমাণ ছিল এক হাজার উকিয়াহ (চল্লিশ হাজার দিরহাম)। আর এ পরিমাণ সম্পদ একজন ব্যবসায়ীর গর্ব করার জন্য যথেষ্ট বলা চলে। (যাহাবী, *সিয়ারু আ'লামিন নুবালা*, খ.১,পৃ.১২৭ ও খ.২,পৃ.১৮৬)

১১৬. ইবনু হাজার, *আল-ইসাবাহ*, খ.২,পৃ.১৫২
হাফিয যাহাবী (রাহ.) ছয় হাজার দিরহাম উল্লেখ করেছেন। (যাহাবী, *সিয়ারু আ'লামিন নুবালা*, খ.১,পৃ.১২৭) আবার কেউ কেউ পাঁচ কিংবা ছয় হাজার সন্দেহের সাথে উল্লেখ করেছেন। (ইবনু সাইয়িদিন নাস, *'উয়ূনুল আছার*, খ.১,পৃ.২৪৬)

১১৭. সাধারণত অনারব লেখকগণ 'শাম'-এর অর্থ লিখেছেন 'সিরিয়া'। এটি সর্বার্থে সঠিক নয়। ইসলাম-পূর্ব ও পরবর্তীকালে 'শাম' দ্বারা বর্তমান সিরিয়া, জর্দান, লেবানন ও ফিলিস্তিন প্রভৃতি রাজ্যকে বুঝানো হতো। ড. কিলা'জী বলেন, প্রাচীন কালে শাম পাঁচটি রাজ্যে বিভক্ত ছিল। এগুলো হলো- ফিলিস্তিন, জর্দান, কিন্নাসরীন, দিমাশ্ক ও হিম্স। আবার প্রত্যেক রাজ্যের অধীনে কয়েকটি বড় বড় শহর ও এলাকা ছিল। (কিলা'জী, *মু'জামুল লুগাতিল ফুকাহা'*, খ.১,পৃ.২০২) পরবর্তীকালে অবশ্যই এ বিস্তীর্ণ অঞ্চল একসাথে 'বৃহত্তর সিরিয়া' নামেও পরিচিতি লাভ করে। (*আল-মা'আলিমুল জুগরাফিয়্যাতুল ওয়ারিদাতু ফিস সীরাতিন নাবাবিয়্যাহ*, পৃ.১১৭)

১১৮. ইবনু হাজার, *আল-ইসাবাহ*, খ.১, পৃ.১১৮; ইবনুল আছীর, *উসদুল গাবাহ*, খ.১,পৃ.১০৪; আস-সালিহী আশ-শামী, *সুবুলুল হুদা ওয়ার রাশাদ*, খ.১,পৃ.১৪৪

১১৯. সুয়ূতী, *তারীখুল খুলাফা*, পৃ.১২

সাহাবীগণের এক সমাবেশে তাঁকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল যে, আপনি কী জাহিলী যুগে মদ পান করেছিলেন? তিনি জবাব দেন, أَعُوْذُ بِاللهِ -"আল্লাহর পানাহ চাই।" পুনরায় তাঁকে জিজ্ঞেস করা হলো, কেন? তিনি বললেন, كُنْتُ أَصُونُ عِرْضِي وَاحْفَظُ مُرُوءَتِي فَإِنَّ مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ كَانَ مُضَيِّعاً فِي عِرْضِهِ وَمُرُوءَتِهِ. -"আমি আমার মান-সম্ভ্রম ও ব্যক্তিত্ব রক্ষা করে চলতাম। বস্তুত যে মদ পান করে, সে তার মান-সম্ভ্রম ও ব্যক্তিত্ব নষ্ট করে ফেলে।" এ খবর রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট পৌঁছে এবং তিনি মন্তব্য করেন, صَدَقَ أَبُو بَكْرٍ، صَدَقَ أَبُو بَكْرٍ -"আবূ বাকর সত্যই বলেছেন, আবূ বাকর সত্যই বলেছেন।"[১২০] 'আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, حَرَّمَ أَبُو بَكْرٍ الْخَمْرَ عَلَى نَفْسِهِ؛ فَلَمْ يَشْرَبْهَا فِي جَاهِلِيَّةٍ وَلَا إِسْلَامٍ. -"আবূ বাকর (রা.) নিজের ওপর মদ হারাম করে নিয়েছিলেন। তিনি ইসলাম গ্রহণের পরে, এমনকি জাহিলী যুগেও মদ পান করেননি।"[১২১]

সততা, আমানাতদারী, সদাচার, আতিথেয়তা এবং দুস্থ ও বিপন্নের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন প্রভৃতি ছিল তাঁর সহজাত বৈশিষ্ট্য। তাঁর আতিথ্যের পরিমাপ এ থেকে করা যায় যে, তিনি মাক্কা নগরীতে একটি পান্থশালা নির্মাণ করেছিলেন। এখানে পথিক ও মুসাফিরদের থাকার ও খাওয়ার সুবন্দোবস্ত ছিল। তিনি কারো থেকে এর কোনো রূপ বিনিময় গ্রহণ করতেন না।[১২২] তাঁর স্বভাবের মধ্যে সহানুভূতির ছাপ এতো অধিক ছিল যে, তিনি কেবল বন্ধু-বান্ধবগণকেই নয়; বরং শত্রুদের দুঃখ-বেদনায় সাহায্য করতেও দ্বিধাবোধ করতেন না। এ সব দিক থেকে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর স্বভাব-চরিত্রের সাথে তাঁর স্বভাব-চরিত্রের অনেকাংশে মিল দেখা যায়। তাঁর স্বভাব-চরিত্র সম্পর্কে ইবনুদ দাগিনাহ (রা.) বলেন,

> إِنَّكَ لَتَصِلُ الرَّحِمَ وَتَصْدُقُ الْحَدِيثَ وَتَكْسِبُ الْمَعْدُومَ وَتَحْمِلُ الْكَلَّ وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ وَتَقْرِى الضَّيْفَ.
>
> "আপনি আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করেন, সত্য কথা বলেন, নিঃস্বদের উপার্জনের ব্যবস্থা করে দেন, অপরের বোঝা নিজের কাঁধে তুলে নেন, বিপদাপদে লোকদের সহায়তা করেন এবং অতিথিদের আদর-আপ্যায়ন করেন।"[১২৩]

---

১২০. আবূ নু'আয়ম, *মা'আরিফাতুস সাহাবাহ,* হা.নং:১০৩; সুয়ূতী, *তারীখুল খুলাফা,* পৃ.১২
১২১. আবূ নু'আয়ম, *হিলয়াতুল আউলিয়া,* খ.৩,পৃ.২২৫; ইবনু 'আসাকির, *তারীখু দিমাশক,* খ.৩০,পৃ.৩৩৪
১২২. 'আলী আল-হালাবী, *আস-সীরাতুল হালাবিয়্যাহ,* খ.১,পৃ.৪২২
১২৩. ইবনু ইসহাক, *আস-সীরাতুন নাবাবিয়্যাহ,* পৃ.৮৪; ইবনু কাছীর, *আল-বিদায়াতু ওয়ান নিহায়াতু,* খ.৩,পৃ.১১৭; ইবনু হিশাম, *আস-সীরাতুন নাবাবিয়্যাহ,* খ.১,পৃ.৩৭৩; সুয়ূতী, *তারীখুল খুলাফা,* পৃ.১২

এখানে ইবনুদ দাগিনাহ (রাহ.) তাঁর স্বভাব-চরিত্র সম্পর্কে যে কথাগুলো বলেছেন, তা অবিকল সে কথারই প্রতিধ্বনি, যা খাদীজাতুল কুবরা (রা.) ওহী নাযিলের প্রথম অবস্থা প্রসঙ্গে স্বয়ং রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সম্পর্কে বর্ণনা করেছিলেন।[১২৪]

তিনি আজন্ম সত্যপরায়ণ ও সত্যানুসন্ধানী ছিলেন। এ কারণেই তিনি মহাসত্যের প্রতীক রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)কে বাল্যকাল থেকেই ভালোবাসতেন।

তিনি কখনো কবিতা বলেননি। না জাহিলী যুগে, না ইসলাম গ্রহণের পর।[১২৫] মূর্তিপূজার ক্রোড়ে লালিত পালিত হয়ে যৌবনে পদার্পণ করেছিলেন বটে, কিন্তু কদাচ তিনি মূর্তি পূজা করেননি। মূর্তিপূজাকে তিনি অন্তরের সাথে ঘৃণা করতেন।[১২৬] এক দিন তিনি সাহাবা কিরামের এক সমাবেশে বলেন, مَا سَجَدْتُ لِصَنَمٍ قَطُّ. -" আমি কখনো কোনো মূর্তির সামনে মাথানত করিনি।"[১২৭] বর্ণিত রয়েছে যে, একবার তাঁর পিতা আবূ কুহাফাহ কা'বা শারীফের উদ্দেশ্যে যাচ্ছিলেন। পথিমধ্যে ছেলেকে পেয়ে তাঁকে সাথে নিয়ে যান। তখন তাঁর হাতে একটি পাথর ছিল। আবূ কুহাফাহ (রা.) জিজ্ঞেস করলেন, তোমার হাতে এটা কী? তিনি সবিনয়ে জবাব দিলেন, পাথর। পিতা বললেন, এটি ফেলে দাও। তখন আবূ বাকর (রা.) জিজ্ঞেস করলেন, কা'বা শারীফে পাথর নিয়ে যেতে কি কোনো বাধা আছে? পিতা বললেন, হ্যাঁ। আবূ বাকর (রা.) বললেন, তা হলে সেখানে যে পাথরের প্রতিমা রয়েছে? আবূ কুহাফাহ এ জবাব শুনে লা-জবাব হয়ে গেলেন এবং বললেন, আচ্ছা, তুমি তা পকেটের মধ্যে রেখে দাও। আবূ কুহাফাহ কা'বা শারীফে পৌঁছে প্রতিমাগুলোর সামনে দাঁড়ালেন এবং ছেলেকে উদ্দেশ্য করে বললেন, এগুলো আমাদের মহান খোদা। আবূ বাকর (রা.) বিস্ময়াভিভূত হয়ে প্রতিমাগুলোর দিকে তাকালেন এবং পিতাকে উদ্দেশ্য করে বললেন, খোদা! খোদা কী এমনই হয়ে থাকে! আমি তো এগুলোকে মানতে পারি

---

১২৪. দেখুন, বুখারী, *আস-সাহীহ,* হা.নং:৩, ৪৫৭২, ৬৪৬৭

১২৫. কোনো কোনো রিওয়ায়াতে দেখা যায় যে, তিনি কিছু কবিতা আবৃত্তি করেছেন। কিন্তু 'আয়িশা ও 'আবদুল্লাহ ইবনু যুবাইর (রা.) প্রমুখ খুবই দৃঢ়তার সাথে বলেছেন যে, তিনি কখনোই কবিতা বলেননি। ('ইবনু হাজার, *আল-ইসাবাহ,* খ.৩, পৃ.২৯৩; ইবনু 'আসাকির, *তারীখু দিমাশক,* খ.৩০,পৃ.৩৩৪)

১২৬. 'আলী আল-হালাবী, *আস-সীরাতুল হালাবিয়্যাহ,* খ.১, পৃ.৪৩৫

১২৭. সাল্লাবী, *আবূ বাকর আস-সিদ্দীক (রা.),* পৃ.২৬
জাহিলী যুগে যাঁরা মূর্তিপূজাকে ঘৃণা করতেন- এরূপ কয়েকজনের নামের একটি তালিকা ইবনুল জাওযী (রাহ.) তৈরি করেছেন। তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন- আবূ বাকর আছ-ছিদ্দীক, যায়িদ ইবনু 'আমর ইবনি নুফাইল, ওয়ারাকাহ ইবনু নাওফাল, 'উবাইদুল্লাহ ইবনু জাহ্শ, 'উছমান ইবনুল হুয়ায়রিছ, রুবাব ইবনুল বারা', উমাইয়্যাহ ইবনু আবিস সাল্ত, আস'আদ ইবনু কুরায়ব আল-হিময়ারী, কুস ইবনু সা'য়িদাহ আল-ইয়াদী ও আবূ কায়স ইবনু সিরমাহ প্রমুখ। (ইবনুল জাওযী, *তালকীহ..,* পৃ.৩৩৩)

না। এরপর তিনি একটি মূর্তির সামনে গিয়ে বললেন, আমি ক্ষুধার্ত। আমার খাবারের ব্যবস্থা কর। কিন্তু মূর্তিটি তাঁর আহ্বানে কোনো রূপ সাড়া দিল না। এরপর তিনি আবার বললেন, আমি বিবস্ত্র। আমার পরিধানের কাপড়ের ব্যবস্থা কর। কিন্তু মূর্তিটি তাঁর আহ্বানে কোনো রূপ সাড়া দিল না। এরপর তিনি পকেট থেকে পাথরটি বের করে প্রতিমাটির মাথা উদ্দেশ্য করে ছুঁড়ে মারলেন। এতে তা ভেঙ্গে গেল এবং তিনি দ্রুত সরে গেলেন।[১২৮]

হিলফুল ফুদূল

আরবদেশে 'ফিজারের যুদ্ধ' নামে বেশ কয়েকটি যুদ্ধ সংঘটিত হয়। সর্বশেষ যুদ্ধের সময় রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর বয়স ছিল পনের (মতান্তরে বিশ) বৎসর। এ যুদ্ধ থেকে ফেরার পর কুরাইশের কয়েকটি গোত্র একত্রিত হয়ে পরামর্শ করে যে, ভবিষ্যতে এ যুদ্ধ বন্ধ করে দেয়া উচিত। তা না হলে আরবরা ক্রমে ধ্বংস হয়ে যাবে। এতদুদ্দেশ্যে তারা মিলে 'হিলফুল ফুদূল' নামে একটি ভ্রাতৃসংঘ প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ গ্রহণ করে। এ সংঘের সদস্যরা সকলেই এ মর্মে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হন, "আমরা সর্বদা যালিমদেরকে প্রতিরোধ করবো এবং মাযলূমদেরকে সাহায্য করবো।" রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বয়সে কম হওয়া সত্ত্বেও এ সংঘের একজন প্রভাবশালী সদস্য ছিলেন। তাঁর সাথে আবূ বাকর (রা.)ও এ সংঘের মধ্যে শামিল ছিলেন। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) রিসালাতের মর্যাদায় ভূষিত হওয়ার পরও এ সংঘের কার্যক্রমের প্রশংসা করতেন এবং বলতেন, وَلَو أُدْعَى بِهِ فِي الإِسْلَامِ لأَجَبْتُ.-"ইসলামের যুগেও যদি আমাকে এ অঙ্গীকার পালনের জন্য ডাকা হতো, তবে আমি অবশ্যই সে ডাকে সাড়া দিতাম।"[১২৯]

সামাজিক মর্যাদা

আবূ বাকর (রা.) যৌবনে পদার্পণ করতেই তাঁর অসাধারণ জ্ঞান-গরিমা, বুদ্ধিমত্তা, সততা ও যোগ্যতার গুণে সমগ্র মাক্কাবাসীদের ওপর প্রভাব বিস্তার করেন। দেশের জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে প্রতিটি মানুষ তাঁকে ভক্তি ও সম্মানের সাথে দেখতো। ব্যবসায় বিচক্ষণতা, সততা ও বিশ্বস্ততা তাঁকে এতোই জনপ্রিয় করে তুলেছিল যে, পিতা আবূ কুহাফার যশ ও খ্যাতি তাঁর যশ ও খ্যাতির সামনে ম্লান হয়ে পড়েছিল। ঘরে ঘরে

---

১২৮. মাহমূদ আল-মিসরী, *আসহাবুর রাসূল*, খ.১,পৃ.৫৮
১২৯. বাইহাকী, *আস-সুনানুল কুবরা*, হা.নং: ১৩৪৬১; ইবনু হিশাম, *আস-সীরাতুন নাবাবিয়্যাহ*, খ.১,পৃ.১৩৩; ইবনু কাছীর, *আস-সীরাতুন নাবাবিয়্যাহ*, খ.১,পৃ. ২৫৫-৯

আবূ বাকরের ব্যবসা-বাণিজ্যের, আচার-ব্যবহারের এবং স্বভাব-চরিত্রের কথা চর্চা হতে লাগল। যদিও কুরাইশ বংশে এমন আরো বহু ব্যবসায়ী এবং ধনবান লোক ছিলেন, যাদের যশ ও খ্যাতি বহু দূর-দূরান্ত পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়েছিল; কিন্তু আবূ বাকর (রা.) অল্প দিনের মধ্যেই এমন প্রভাব বিস্তার করেছিলেন যে, কুরাইশ বংশের সম্মানিত ও নেতৃস্থানীয় লোকেরাও তাঁকে সম্মান ও শ্রদ্ধার দৃষ্টিতে দেখতে লাগলেন। সমাজের প্রত্যেকটি গুরুত্বপূর্ণ কাজে তাঁর অংশগ্রহণ করা একান্ত জরুরী বলে বিবেচিত হতে লাগল। তাঁর অভিমত ও পরামর্শকে সমাজের লোকেরা নির্ভুল ও নিখাদ বলে স্বীকার করে নিত। এমনকি এ সমস্ত কারণে খুন, যখম, মারামারি ও বিবাদ-বিসম্বাদ মীমাংসায়, কিসাস, দিয়াত (রক্তপণ) ও জরিমানার ব্যাপারে তাঁর সিদ্ধান্ত ও ফায়সালাকে চূড়ান্ত ও যথার্থ বলে মেনে নিত। অন্য কারো মীমাংসা তারা মানতে চাইতো না। এ সমস্ত খুনের বিনিময় ও জরিমানার টাকা তাঁর নিকট এনে জমা দিত। তিনি তা ন্যায্য প্রাপকদের মধ্যে সুষ্ঠুরূপে বিতরণ করতেন।[১৩০] লোকেরা নিজেদের জটিল জটিল সমস্যায় তাঁর পরামর্শ ও রায়কে চূড়ান্ত বলে গ্রহণ করতো। নিজেদের যাবতীয় আমানাতের মাল তাঁর নিকট গচ্ছিত রাখতো।[১৩১]

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সাথে অন্তরঙ্গ বন্ধুত্ব

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)কে আল্লাহ তা'আলা এক মহৎ

---

১৩০. জাহিলী যুগে কুরাইশ গোত্রে সামগ্রিক মর্যাদা ও নেতৃত্ব দশটি পরিবারের দশজন ব্যক্তির মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। তাঁরা হলেন- ১. বানূ হাশিমের 'আব্বাস ইবনু 'আবদিল মুত্তালিব। তাঁর দায়িত্বে ছিল সিকায়াহ (অর্থাৎ হাজীদেরকে পানি পান করানো) ও আল-'ইমাদাহ (অর্থাৎ মাসজিদে হারামের পবিত্রতা রক্ষা)। ২. বানূ উমাইয়্যাহর আবূ সুফ্ইয়ান ইবনু হারব। যুদ্ধের সময় কুরাইশরা তাঁর হাতে ঝাণ্ডা তুলে দিত। ৩. বানূ নাওফালের হারিছ ইবনু 'আমির। তাঁর দায়িত্বে ছিল রিফাদাহ অর্থাৎ নিঃসম্বল হাজী ও পথহারা পথিকদের খাদ্যের সংস্থান করা ও আর্থিক সহযোগিতা করা। ৪. বানূ 'আবদিদ্দারের 'উছমান ইবনু তালহা। তাঁর দায়িত্বে ছিল কা'বা ঘরের চাবি সংরক্ষণ ও পাহারাদারী। ৫. বানূ আসাদ গোত্রের ইয়াযীদ ইবনু রাবী'আহ। তাঁর দায়িত্বে ছিল পরামর্শ দান। সমাজের যে কোনো সামষ্টিক বিষয়ে তাঁর মতামত গ্রহণ করেই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হতো। ৬. বানূ তায়িম গোত্রের আবূ বাকর আছ-ছিদ্দীক। তাঁর দায়িত্বে ছিল রক্তপণ ও ক্ষতিপূরণের ফায়সালা দান। তিনি যা মেনে নিতেন, গোটা কুরাইশ বংশ তা-ই মেনে নিত। কেউ যদি অন্য কিছু মেনে নিত, তবে কেউ তা সমর্থন করতো না। ৭. বানূ মাখযূম গোত্রের খালিদ ইবনুল ওয়ালীদ। তাঁর দায়িত্বে ছিল যুদ্ধের তাঁবু স্থাপন ও নেতৃত্ব দান। ৮. বানূ 'আদী গোত্রের 'উমার ইবনুল খাত্তাব। তাঁর দায়িত্বে ছিল সিফারাহ অর্থাৎ যুদ্ধের সময় কুরাইশ ও অন্য গোত্রের মধ্যে দৌত্যকার্য আঞ্জাম দেয়া। ৯. বানূ জুমাহ গোত্রের সাফওয়ান ইবনু উমাইয়্যাহ। তাঁর দায়িত্বে ছিল গোত্রের ভাগ্য নির্ধারণের জন্য তীর নিক্ষেপ করা। ১০. বানূ সাহাম গোত্রের হারিছ ইবনু কায়স। তাঁর দায়িত্বে ছিল প্রতিমার নৈবেদ্য সংরক্ষণ। (ইবনুল জাওযী, *আল-মুনতাযিম,* খ.১,পৃ.১৯৬; রাফীকুল 'আযম, *আশহারু মাশাহীরিল ইসলাম..,* খ.১,পৃ.১০)

১৩১. ইবনুল আছীর, *উসদুল গাবাহ,* খ.২,পৃ.১৩৮

উদ্দেশ্যে নিষ্পাপ ও নিষ্কলঙ্ক সহজাত স্বভাব দিয়েই সৃষ্টি করেছেন। তাঁর প্রকৃতি ও স্বভাব সর্বদা একজন নিষ্কলঙ্ক চরিত্রবান লোকের সন্ধান করছিল। অবশ্যই বাল্যকাল থেকেই পূত-পবিত্র চরিত্রের অধিকারী হিসেবে আবূ বাকর (রা.)-এর প্রতি তাঁর দৃষ্টি পড়েছিল এবং বন্ধুত্ব স্থাপনের জন্য তিনি আবূ বাকর (রা.)কে পূর্ব থেকেই মনোনীত করে রেখেছিলেন। হাশিমী বংশীয় নওজওয়ান ছাড়া রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর অন্য কোনো খাস বন্ধু ও বিশেষ অন্তরঙ্গ সহচর থাকলে একমাত্র আবূ বাকর (রা.)ই ছিলেন।

বয়স, পেশা, স্বভাব-চরিত্র এবং আরবদের ঘৃণ্য চাল-চলন ও রীতিনীতির প্রতি বীতশ্রদ্ধা, অন্যায়ের প্রতি ঘৃণা প্রভৃতি গুণে উভয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য এবং মিল ছিল বলেই অল্প সময়ের মধ্যেই তাঁরা পরস্পর অন্তরঙ্গ বন্ধু হতে পেরেছিলেন। তাঁদের এই বন্ধুত্ব এতোই প্রগাঢ় ছিল যে, ব্যবসায় সংক্রান্ত ব্যাপারে এবং বর্হির্দেশে যাতায়াতেও আবূ বাকর (রা.) রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সাথে থাকতেন।[১৩২] বাড়িতে থাকা কালে দু'জনে প্রায়ই একে অপরের ঘরে যাতায়াত করতেন।

একবার রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) চাচা আবূ তালিবের সাথে ব্যবসা উপলক্ষে শাম দেশে যাত্রা করলেন। আবূ বাকর (রা.) রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর প্রতি মুহাব্বাতবশত তাঁর খিদমাতের জন্য বিলাল (রা.)কে তাঁর সাথে দিয়েছিলেন।[১৩৩] এ সফরেই বুহাইরাহ নামক খ্রিস্টান পাদ্রীর সাথে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সাক্ষাৎ হয়। এ পাদ্রী ছিলেন একজন দরবেশ। তিনি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর মধ্যে কতিপয় লক্ষণ দেখে তাঁর চাচা আবূ তালিবকে বললেন, এ ছেলেটি আখিরী যামানার নাবী হবেন। এ কথা ইয়াহুদীরা টের পেলে তাঁকে প্রাণে বধ করে ফেলতে পারে। তাই অতি সত্বর তাঁকে নিয়ে দেশে ফিরে যান। আবূ তালিব বিলাল (রা.)কে সাথে দিয়ে তাঁকে দেশে পাঠিয়ে দেন।[১৩৪]

---

১৩২. ইবনুল আছীর, *উসদুল গাবাহ,* খ.১,পৃ.১০৪

১৩৩. তিরমিযী, *আস-সুনান,* (কিতাবুল মানাকিব), হা.নং:৩৫৫৩; হাকিম, *আল-মুস্তাদরাক,* (কিতাবুত তাওয়ারীখ), হা.নং: ৪১৯৫ তবে এ রিওয়ায়তটি গারীব ও মুরসাল। (ইবনু কাছীর, *আস-সীরাতুন নাবাবিয়্যাহ,* খ.১,পৃ.২৪৮)

১৩৪. কোনো কোনো ঐতিহাসিক এ ঘটনায় বিলাল (রা.)কে সাথে দেওয়ার কথা অস্বীকার করেছেন। কেননা তাঁদের মতে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তখন অল্পবয়স্ক ছিলেন। এ সময় তাঁর বয়স ছিল ৯ কিংবা ১২। আর আবূ বাকর (রা.) তখনও ১০ বছরে পদার্পণ করেননি। তদুপরি আবূ বাকর (রা.) বিলাল (রা.)কে ক্রয় করেছিলেন ইসলাম গ্রহণের পরে। সুতরাং এ সময় বিলাল (রা.)-এর সাথে আবূ বাকর (রা.)-এর কোনো সম্পর্কই ছিল না। (ইবনু সাইয়িদিন নাস, *উয়ূনুল আছার,* খ.১,পৃ.৬৪; ইবনু কাছীর, *আস-সীরাতুন নাবাবিয়্যাহ,* খ.১,পৃ.২৪৮; আস-সালিহী আশ-শামী, *সুবুলুল হুদা ওয়ার রাশাদ,* খ.২,পৃ.১৪৪) ইবনু হাজার (রাহ.) বলেন, এ অংশটি এ হাদীসে অন্য হাদীস থেকে অনুপ্রবেশ করে থাকতে পারে। (ইবনু হাজার, *আল-ইসাবাহ,* খ.১,পৃ.১১৮) এ প্রসঙ্গে শাহ ওয়ালী উল্লাহ (রাহ.) বলেন, "এ কথা সত্য যে, বিলাল (রা.) তখন

মোট কথা, নুবুওয়াত প্রাপ্তির পূর্ব থেকেই রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সাথে আবূ বাকর (রা.)-এর বন্ধুত্ব ও সহযোগিতার সম্পর্ক বিদ্যমান ছিল- তা বহু ঘটনার দ্বারাই প্রমাণিত হয়। খাদীজাহ (রা.)-এর সাথে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর শুভ বিবাহ আবূ বাকর (রা.)-এর প্রচেষ্টায়ই হয়েছিল। এ বিয়ের পর রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁকে নিয়ে যে মহল্লায় বসবাস করতেন, সে একই মহল্লার একজন বাসিন্দা ছিলেন আবূ বাকর (রা.)। এভাবে একই মহল্লায় একত্রে বসবাসের সুযোগেও তাঁদের মধ্যে বন্ধুত্বের বন্ধন ক্রমে প্রগাঢ় থেকে প্রগাঢ়তর হয়ে ওঠে।

বাল্যকাল থেকেই তাঁরা একে অপরকে মাক্কা নগরীর মধ্যে সর্বাপেক্ষা অধিক চরিত্রবান, অধিক সত্যবাদী এবং অধিক সম্ভ্রান্ত লোক বলে জানতেন। এ কারণেই বাল্যকাল থেকেই তাঁদের মধ্যে স্বাভাবিকভাবেই গভীর হৃদ্যতা গড়ে ওঠেছিল। নিজের ঘরে ভালো কোনো নাস্তা বা খাবার প্রস্তুত হলে তা আবূ বাকর (রা.) স্বয়ং রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর ঘরে নিয়ে আসতেন। অধিকাংশ সময় তিনি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)–এর নাস্তার জন্য যাইতুন তেলে ভাজা রুটি নিয়ে আসতেন। এটি মাক্কা শারীফে একটি উপাদেয় এবং পুষ্টিকর খাদ্য বলে বিবেচিত হতো। একবার রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যখন তাঁর চাচা আবূ তালিবের সাথে শাম দেশে যাচ্ছিলেন, তখন আবূ বাকর (রা.) এ জাতীয় বহু নাস্তা তৈরি করে তাঁর সাথে দিয়েছিলেন।[১৩৫]

আবূ বাকর (রা.)-এর প্রতিবেশী বানূ খালফের গোলাম ছিলেন। বানূ খালফের সাথে ব্যবসায় সম্পর্কে এবং প্রতিবেশী হিসেবে আবূ বাকর (রা.)-এর খুবই সদ্ভাব ছিল। অতএব, তাঁদের নিকট থেকে ধার নিয়ে বিলাল (রা.)কে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সাথে প্রেরণ করা অসম্ভব নয়। এটা যখন সম্ভব, তবে এ ঘটনায় বিলাল (রা.)-এর অন্তর্ভুক্তি সম্বন্ধে সন্দেহ করার কী কারণ থাকতে পারে? (ওয়ালী উল্লাহ, *ইযালাতুল খাফা*, পৃ...) ইবনু দাহয়াইয়া (রাহ.) বলেন, খুব সম্ভব, আবূ বাকর (রা.) তাঁকে পারিশ্রমিকের বিনিময়ে ধার নিয়েছিলেন। অথবা উমাইয়্যাহ ইবনু খালফ তাঁকে প্রেরণ করেছিল। (আস-সালিহী আশ-শামী, *সুবুলুল হুদা ওয়ার রাশাদ*, খ.২, পৃ.১৪৪)

১৩৫. আবদুল হালীম, *সিদ্দীকে আকবর হযরত আবূ বাকর (রা.)*, পৃ.৭

অধ্যায়-২

আবূ বাকর (রা.)-এর ইসলাম গ্রহণ ও ইসলাম-পরবর্তী মাক্কী জীবন

ইসলাম গ্রহণ

আবূ বাকর আছ্-ছিদ্দীক (রা.) রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নুবুওয়াত প্রাপ্তির একেবারে প্রাথমিক কালেই তাঁর প্রতি ঈমান আনেন। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যাকে ইসলামের দা'ওয়াত জানিয়েছেন সে-ই প্রথমে কিছু না কিছু দ্বিধা-সংকোচ প্রকাশ করেছে; কিন্তু আবূ বাকর (রা.) ইসলামের দাওয়াত শুনা মাত্রই বিনা দ্বিধায় সংকোচহীন চিত্তে তৎক্ষণাৎ ইসলাম গ্রহণ করেন। এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন,

مَا دَعَوْتُ أحداً إِلَى الْإِسْلَامِ إِلَّا كَانَتْ لَهُ عَنْهُ كَبْوَةٌ وَتَرَدُّدٌ وَنَظَرٌ إِلَّا أَبَا بَكْرٍ،
مَا عَتَمَ حِيْنَ ذَكَرْتُهُ لَهُ، وَمَا تَرَدَّدَ فِيْهِ.

"আমি যাকেই ইসলামের দা'ওয়াত জানিয়েছি, সে-ই শুরুতে কিছু না কিছু সংশয় ও দ্বিধা প্রকাশ করেছে এবং চিন্তা-ভাবনা করেছে, কিন্তু আবূ বাকর (রা.)কে আমি ইসলামের দা'ওয়াত দেয়া মাত্রই সে আমাকে সত্য বলে বিশ্বাস করে নিয়েছে এবং কোনো রূপ সংশয় প্রকাশ করেনি।"[১]

কোনো কোনো সাহাবী (রা.) তো এরূপ মন্তব্যও করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নুবুওয়াত লাভের পূর্বেই আবূ বাকর (রা.) তাঁর ওপর ঈমান আনেন। অর্থাৎ তিনি যে নাবী হবেন এ কথা আবূ বাকর (রা.) আগে থেকেই জানতেন।[২] এ থেকে বুঝা যায় যে, আবূ বাকর (রা.) রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-

---

১. ইবনু ইসহাক, *আস-সীরাতুন নাবাবিয়্যাহ,* পৃ.৪৪; বাইহাকী, *দালা'য়িলুন নুবুওয়াত,* হা.নং: ৪৬৯; ইবনুল আছীর, *উসদুল গাবাহ,* খ.২,পৃ.১৩৮

২. 'আলী আল-হালাবী, *আস-সীরাতুল হালাবিয়্যাহ,* খ.১,পৃ.৪৪৩

এর নুবুওয়াত লাভের বহু পূর্ব থেকেই এমন বহু লক্ষণ ও নিদর্শন দেখতে পেয়েছিলেন, যাতে এ কথার প্রতি তাঁর পূর্ণ বিশ্বাস জন্মেছিল যে, অচিরেই আল্লাহ তা'আলা মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)কে বান্দাহদের হিদায়াতের জন্য নাবীরূপে মনোনীত করবেন। এ জন্য যখনই রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আবূ বাকর (রা.)কে ইসলামের দাওয়াত জানালেন, তখন কোনো ধরনের চিন্তা-ফিক্র ছাড়াই তৎক্ষণাৎ তাঁর সে দা'ওয়াত গ্রহণ করে নেন।[৩] ঐতিহাসিকগণ আবূ বাকর (রা.)-এর এরূপ বহু ঘটনা বর্ণনা করেছেন। যেমন-

১. 'আবদুল্লাহ ইবনুল 'আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবূ বাকর (রা.) আঠারো বৎসর বয়সে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সাথে ব্যবসার উদ্দেশ্যে শামে যাচ্ছিলেন।[৪] তখন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর বয়স ছিল বিশ। তাঁরা দু'জনই পথিমধ্যে একটি মনযিলে অবতরণ করলেন। সেখানে একটি কুল বৃক্ষ ছিল। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তার ছায়ায় বসে বিশ্রাম নিচ্ছিলেন। এ সময় আবূ বাকর (রা.) বুহায়রাহ নামের এক দরবেশের কাছে গিয়ে একটি বিষয় জানতে চাইলেন। তখন দরবেশ বললো, مَنِ الرَّجُلُ الَّذِي فِي ظِلِّ السِّدْرَةِ؟-"কুলবৃক্ষের ছায়ায় বিশ্রামরত লোকটি কে?" আবূ বাকর (রা.) জবাব দিলেন, উনি হলেন মুহাম্মাদ ইবনু 'আবদিল্লাহ ইবনি 'আবদিল মুত্তালিব। দরবেশ লোকটি বললো, هَذَا وَاللهِ نَبِيٌّ، مَا اسْتَظَلَّ تَحْتَهَا بَعْدَ عِيْسَى بْنُ مَرْيَمَ إِلَّا مُحَمَّد.- "আল্লাহর কাসাম, ইনি তো আল্লাহর একজন নাবী। 'ঈসা ('আলাইহিস সালাম)-এর পরে মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ব্যতীত অন্য কেউ এ বৃক্ষের ছায়ায় বিশ্রাম গ্রহণ করবে না।" এ ঘটনাটি আবূ বাকর (রা.)-এর অন্তরে মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর প্রতি তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস ও প্রত্যয় জন্ম দিয়েছিল। এ কারণে যখনই রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নুবুওয়াতের দাবী করলেন, তখন আবূ বাকর (রা.) সাথে সাথে তাঁর কথায় বিশ্বাস স্থাপন করেন।[৫]

---

৩. বাইহাকী, *দালা'য়িলুন নুবুওয়াত,* হা.নং: ৪৬৯

৪. এ রিওয়ায়াতটি বিশুদ্ধ নয়। এ হাদীসের রাবীদের মধ্যে 'আবদুল গানী ইবনু সা'ঈদ আছ-ছাকাফী হলেন একজন অতি দুর্বল ও প্রত্যাখ্যাত রাবী (ইবনু হাজার, *আল-ইসাবাহ,* খ.১,পৃ.১১৮) এবং অপর রাবী মূসা ইবনু 'আবদির রাহমান আস-সান'আনী হলেন একজন মিথ্যুক। ('আলাউদ্দীন, *কানুযুল 'উম্মাল,* হা.নং: ৩৬৬৫০) যদি একে বিশুদ্ধ হিসেবে ধরে নেয়া হয়, তা হলে সম্ভাবনা রয়েছে যে, এটি আবূ তালিবের সাথে শামের সফরের পরে সংঘটিত অপর একটি ঘটনা। (ইবনু হাজার, *আল-ইসাবাহ,* খ.১,পৃ.১১৮)

৫. আবূ নু'আইম, *মা'আরিফাতুস সাহাবাহ,* হা.নং: ১২০২; ইবনু হাজার, *আল-ইসাবাহ,*

২. 'ঈসা ইবনু ইয়াযীদ ইবনু দাব (রাহ.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একবার আবূ বাকর (রা.) কা'বা ঘরের আঙ্গিনায় বসা ছিলেন। এমন সময় বিখ্যাত কবি উমাইয়াহ ইবনু আবিস সাল্‌ত তাঁর নিকট এসে বলতে লাগলেন, হে সত্যানুসন্ধিৎসু, কেমন আছেন? আবূ বাকর (রা.) জবাব দিলেন, ভালো। উমাইয়্যাহ আবার জিজ্ঞেস করলেন, আপনি কি কোনো কল্যাণ লাভ করেছেন? আবূ বাকর (রা.) বললেন, না। তখন উমাইয়্যাহ গেয়ে ওঠলেন,

كُلُّ دِينٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عِنْدَ اللهِ .... إِلَّا دِيْنَ الْحَنِيْفَةِ بُورُ

-"আল হানীফ ধর্মমত ছাড়া কিয়ামাতের দিন আল্লাহর নিকট প্রত্যেক ধর্মই নিষ্ফল অসার প্রমাণিত হবে।"

তারপর জিজ্ঞেস করলেন,

أَمَا إِنَّ هَذَا النَّبِيَّ الَّذِي يُنْتَظَرُ مِنَّا أَوْ مِنْكُمْ، أَوْ مِنْ أَهْلِ فِلَسْطِيْنَ.

-"শেষ যুগে যে নাবীর আগমনের প্রতীক্ষা করা হচ্ছে, তিনি কী আমাদের (তা'য়িফবাসীদের) মধ্যে হবেন, না আপনাদের মাক্কাবাসীদের মধ্য থেকে হবেন, না ফিলিস্তিনবাসীদের মধ্য থেকে হবেন? আবূ বাকর (রা.) উত্তর দিলেন, وَلَمْ أَكُنْ سَمِعْتُ قَبْلَ ذَلِكَ بِنَبِيٍّ يُنْتَظَرُ أَوْ يُبْعَثُ.-"ইতঃপূর্বে আমি এমন কোনো নাবীর কথা শুনিনি যে, যার আগমনের প্রতীক্ষা করা হচ্ছে অথবা যাকে প্রেরণ করা হবে।" এ উত্তর শুনে উমাইয়াহ তো নীরব হয়ে গেল; কিন্তু আবূ বাকর (রা.)-এর মনে আগ্রহ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে লাগল। তিনি হারাম শারীফ থেকে সোজাসুজি ওয়ারাকাহ ইবনু নাওফালের নিকট গিয়ে পৌঁছলেন। ওয়ারাকাহ মাক্কা শহরের আসমানী কিতাবের শ্রেষ্ঠতম 'আলিম এবং নির্জনে অবস্থানকারী দরবেশ ছিলেন। আবূ বাকর (রা.) উমাইয়াহ ইবনু আবিস সালতের কথাগুলো ওয়ারাকাহর নিকট বর্ণনা করলেন এবং বললেন, আপনি আমাকে বলে দিন, যে নাবীর আগমনের প্রতীক্ষা করা হচ্ছে, তিনি কোথায় আবির্ভূত হবেন? ওয়ারাকাহ উত্তর দিলেন,

يَا ابْنَ أَخِي، إِنَّا أَهْلُ الْكِتَابِ وَالْعُلُومِ إِلَّا أَنَّ هَذَا النَّبِيَّ الَّذِي يُنْتَظَرُ مِنْ أَوْسَطِ الْعَرَبِ نَسَباً، وَلِي عِلْمٌ بِالنَّسَبِ، وَقَوْمُكَ أَوْسَطُ الْعَرَبِ نَسَباً.

খ.১,পৃ.১১৮; ইবনুল আছীর, *উসদুল গাবাহ*, খ.১,পৃ.১০৪

-"ভ্রাতুষ্পুত্র, আমরা আসমানী কিতাব ও বিভিন্ন বিষয়ের জ্ঞান রাখি। এ বিষয়টি সম্বন্ধে গভীরভাবে চিন্তা করে আমি যে সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি তা এই যে, তিনি আরবের কেন্দ্রস্থানীয় কোনো এক গোত্রে জন্মগ্রহণ করবেন। আমার জ্ঞান ও হিসাব অনুযায়ী আরবের কেন্দ্রস্থানীয় গোত্র হলো তোমাদের গোত্র (কুরাইশ বংশ)।"

ওয়ারাকাহর গবেষণামূলক বিবরণ শোনার পর থেকে আবূ বাকর (রা.) মনে প্রাণে নিজেদের কাওমের মধ্যে ভাবী নাবীর আবির্ভাবের প্রতীক্ষা করতে লাগলেন।[৬]

৩. কা'ব (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আবূ বাকর আছ-ছিদ্দীক (রা.)-এর ইসলাম গ্রহণ প্রায় আসমানী নির্দেশনায় সুসম্পন্ন হয়। ঘটনার বিবরণ এই যে, তিনি ব্যবসার উদ্দেশ্যে শামে অবস্থানের সময় একটি স্বপ্ন দেখতে পান।[৭] অতঃপর তিনি বুহায়রাহ পাদ্রীর নিকট উক্ত স্বপ্নের বৃত্তান্ত খুলে বললেন। তিনি আবূ বাকর (রা.)কে তাঁর নাম-ঠিকানা ও পেশা সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করেন। আবূ বাকর (রা.) তাঁর প্রশ্নগুলোর উত্তর দিলেন। তারপর তিনি বললেন,

صَدَقَ اللهُ رُؤْيَاكَ، سَيُبْعَثُ نَبِيٌّ مِنْ قَوْمِكَ تَكُونُ وَزِيرَهُ فِي حَيَاتِهِ، وَخَلِيفَتَهُ بَعْدَ مَوْتِهِ.

-"আল্লাহ তা'আলা তোমার স্বপ্ন সত্যে পরিণত করুক! অচিরেই তোমার কাওম থেকে একজনকে নাবী করে পাঠানো হবে। তুমি তাঁর জীবদ্দশায় তাঁর সহযোগী হবে এবং তাঁর মৃত্যুর পরে তুমি তাঁর স্থলাভিষিক্ত খালীফা হবে।"

আবূ বাকর (রা.) রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর আর্বিভাব পর্যন্ত এই তা'বীর গোপন করে রাখলেন। অবশেষে যখন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু

---

৬. ইবনুল আছীর, *উসদুল গাবাহ*, খ.২,পৃ.১৩৯; ইবনু 'আসাকির, *তারীখু দামিশক*, খ.৩০,পৃ.৩৪-৫; সুয়ূতী, *তারীখুল খুলাফা*, পৃ.১৩
উল্লেখ্য যে, এ হাদীসের সানাদ 'মুনকাতি" (অর্থাৎ সানাদের ধারাবাহিকতা বিচ্ছিন্ন)। ('আলাউদ্দীন, *কানযুল 'উম্মাল*, হা.নং: ৩৫৩৫৭)

৭. কোনো কোনো রিওয়ায়াতে স্বপ্নটির বিবরণ এভাবে এসেছে- একবার তিনি স্বপ্নে দেখতে পান যে, একটি চাঁদ মাক্কায় নেমে এসেছে, যার আলো মাক্কার প্রতিটি জায়গায় ছড়িয়ে পড়েছে এবং ঘরে ঘরে প্রবেশ করেছে। অতঃপর সে বিক্ষিপ্ত আলোকরশ্মি একত্রিত হয়ে তাঁর ক্রোড়ে এসে পতিত হয়েছে। (সুহায়লী, *আর-রাওদুল উনুফ*, খ.১,পৃ.৪৩১)

'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আগমন করলেন, তখন তিনি তাঁর নিকট গিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)! আপনার দাবীর সপক্ষে প্রমাণ কী? রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, الرُّؤْيَا الَّتِيْ رَأَيْتَ بِالشَّامِ. -"আমার নুবুওয়াতের প্রমাণ তোমার সে স্বপ্ন, যা তুমি শামে দেখেছিলে।" এ কথা শুনে আবূ বাকর (রা.) রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)কে জড়িয়ে ধরলেন এবং তাঁর কপালে চুমো দিলেন। তারপর ঘোষণা দিলেন, أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَأَشْهَدُ أَنَّكَ رَسُوْلُ اللّٰهِ. -"আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ্ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই। আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আপনি আল্লাহর রাসূল।"[৮]

৪. 'আবদুল্লাহ ইবনু মাস'উদ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একবার আবূ বাকর (রা.) ইসলাম-পূর্ব যুগে ব্যবসার উদ্দেশ্যে ইয়ামানের উদ্দেশ্যে বের হন। পথিমধ্যে তিনি আয্দ গোত্রের জনৈক বিশিষ্ট 'আলিমের ঘরে গিয়ে ওঠেন। তিনি তাঁকে তাঁর নাম-পরিচয় ও ঠিকানা জিজ্ঞেস করলেন। আবূ বাকর (রা.) তাঁর সব ক'টি প্রশ্নের উত্তর দিলেন। তারপর তিনি বললেন, আমি আমার জ্ঞান-গবেষণায় দেখতে পাচ্ছি যে, হারামের মধ্যে একজন নাবী আবির্ভূত হবেন। একজন যুবক ও একজন প্রৌঢ় ব্যক্তি তাঁকে সহযোগিতা করবেন। যুবকটি অত্যন্ত সাহসী হবেন। তিনি কঠিন বিপদাপদে তাঁকে রক্ষার জন্য ঝাঁপিয়ে পড়বেন। আর প্রৌঢ় ব্যক্তিটি সুন্দর ও হালকা-পাতলা হবেন। তাঁর উদরে একটি তিল এবং ডান উরুর ওপর একটি দাগ থাকবে। তোমার মাঝে আমি এ বৈশিষ্ট্যগুলোর পুরোটাই দেখতে পাচ্ছি। তবে যা গোপনীয় তা ছাড়া। তুমি আমাকে তোমার গোপন বৈশিষ্ট্যগুলো দেখাতে পারো! এরপর আবূ বাকর (রা.) তাঁর উদর থেকে কাপড় সরালেন। 'আলিম ব্যক্তিটি আবূ বাকর (রা.)-এর নাভির ওপর একটি তিল দেখতে পেলেন। এরপর তিনি বললেন, أَنْتَ هُوَ وَرَبِّ الْكَعْبَةِ -"কা'বার রাব্বের শপথ! তুমিই সে প্রৌঢ় ব্যক্তি।" ... এরপর আবূ বাকর (রা.) ইয়ামানে তাঁর ব্যবসায়িক কর্মকাণ্ড সেরে বিদায় নেয়ার জন্য আবার উক্ত 'আলিমের নিকট আসেন। 'আলিম ব্যক্তিটি শেষ নাবীর শানে তাঁর রচিত একটি কবিতা আবূ বাকর (রা.)কে পড়ে শোনান এবং এটি মুখস্থ করে রাখার অনুরোধ করেন।[৯]

---

৮. ইবনু 'আসাকির, *তারীখু দিমাশক*, খ.৩০,পৃ.২৯-৩০; আল-মুহিব্বু আত-তাবারী, *আর-রিয়াদুন নাদিরাতু..*, পৃ.৩৪; আস-সালিহী আশ-শামী, *সুবুলুল হুদা ওয়ার রাশাদ*, খ.১,পৃ.১২৪

৯. এ কবিতাটি ইবনু 'আসাকির (রাহ.) *তারীখু দিমাশকের* মধ্যে উল্লেখ করেছেন। এর প্রথম চরণ হলো-

এরপর তিনি মাক্কায় ফিরে আসলেন। ইত্যবসরে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর আবির্ভাব ঘটে। আবূ বাকর (রা.)-এর ফিরে আসার খবর পেয়ে 'উকবাহ, শাইবাহ, রাবী'আহ, আবূ জাহ্ল ও আবুল বুখতারী প্রমুখ কুরাইশ নেতৃবৃন্দ তাঁর সাথে দেখা করতে যায়। তিনি তাদেরকে জিজ্ঞেস করেন, هَلْ نَابَتْكُمْ نَائِبَةٌ، أَوْ ظَهَرَ فِيْكُمْ أَمْرٌ؟ -"তোমাদের নতুন কোনো বিপদ কিংবা কোনো বিষয় ঘটছে কি?" তাঁরা উত্তর দেয়,

يَا أَبَا بَكْرٍ، أَعْظَمُ الْخَطْبِ: يَتِيْمُ أَبِي طَالِبٍ يَزْعُمُ أَنَّهُ نَبِيٌّ، وَلَوْلَا أَنْتَ مَا انْتَظَرْنَا بِهِ، فَإِذَا قَدْ جِئْتَ فَأَنْتَ الْغَايَةُ وَالْكِفَايَةُ.

-"আবূ বাকর, হ্যাঁ, একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা আছে। আর তা হলো আবূ তালিবের ইয়াতীম বাচ্চা নুবুওয়াতের দাবী করছে। তুমি না থাকলে তো, আমরা সিদ্ধান্ত নিতাম, আমরা অপেক্ষা করতাম না। এখন তুমি যেহেতু চলে এসেছো, অতএব তুমিই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত দেবে।"

এ কথা শুনে তাঁর অন্তর দুলে ওঠলো। তিনি তৎক্ষণাৎ সকলের নিকট থেকে বিদায় নিয়ে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সাথে সাক্ষাত করতে চললেন। কুরাইশ নেতৃবৃন্দ ভাবলো, এবার মুহাম্মাদের কিছু চৈতন্য হবে। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর খিদমাতে হাযির হয়ে আবূ বাকর (রা.) জিজ্ঞেস করলেন, وَتَرَكْتَ دِيْنَ آبَائِكَ وَأَجْدَادِكَ؟ -"আপনি পূর্বপুরুষদের ধর্ম ত্যাগ করেছেন?" রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) জবাব দিলেন, يَا أَبَا بَكْرٍ، إِنِّي رَسُوْلُ اللهِ إِلَيْكَ وَإِلَى النَّاسِ كُلِّهِمْ، فَآمِنْ بِاللهِ. -"আবূ বাকর! আমি তোমার এবং সকল মানুষের প্রতি প্রেরিত আল্লাহ্র রাসূল। সুতরাং তুমি ঈমান আনো।" আবূ বাকর (রা.) জিজ্ঞেস করলেন, مَا دَلِيْلُكَ عَلَى ذَلِكَ؟ -"আপনার কথার সপক্ষে কোনো প্রমাণ আছে কি?" রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, الشَّيْخُ الَّذِي لَقِيْتَ بِالْيَمَنِ. -"আমার নুবুওয়াতের প্রমাণ তোমার সে শায়খ, যার সাথে তোমার ইয়ামানে সাক্ষাত হয়েছিল।" আবূ বাকর (রা.) বললেন, وَكَمْ مِنْ شَيْخٍ لَقِيْتُ بِالْيَمَنِ؟ -"ইয়ামানে তো আমার অনেক শায়খের সাথেই সাক্ষাত হয়েছে!"

أَلَمْ تَرَ أَنِّي قَدْ وَهَنَتْ مَعَاشِرِيْ ... وَنَفْسِي وَقَدْ أَصْبَحْتُ فِي الْحَيِّ وَاهِنَاً

-"তুমি কী দেখছো না যে, আমার পরিবার-পরিজন দুর্বল হয়ে পড়েছে। এমন কি আমি নিজেও গোত্রের একজন দুর্বল ব্যক্তি। (দেখুন, ইবনু 'আসাকির, *তারীখু দিমাশক*, খ.৩০,পৃ.৩৩)

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, الشَّيْخُ الَّذِي أَفَادَكَ الْأَبْيَاتَ. -"সেই শায়খের কথাই বলছি, যিনি তোমাকে কবিতা শুনিয়েছিলেন।" আবূ বাকর (রা.) বললেন, وَمَنْ خَبَّرَكَ بِهَذَا، يَا حَبِيْبِي؟-"বন্ধু! কে আপনাকে এ সংবাদ দিলেন?" রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, সে সম্মানিত ফেরেশতা, যিনি আমার পূর্বেও নাবীগণের নিকট আসতেন।" মহাসত্যের জ্যোতিঃস্পর্শে আবূ বাকর (রা.)-এর অন্তর দ্রবীভূত হলো। তিনি বললেন, হাত প্রসারিত করুন, আমি ঘোষণা দিচ্ছি, أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَأَشْهَدُ أَنَّكَ رَسُولُ اللهِ. -"আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আপনি আল্লাহর রাসূল।" এরপর তিনি কুরাইশদের নিকট ফিরে আসলেন। আবূ বাকর (রা.)কে তারা ফিরে আসতে দেখে উল্লসিত হয়ে ওঠলো। ভাবলো, মুহাম্মাদকে খানিকটা শিক্ষা দিয়েই আবূ বাকর (রা.) ফিরে আসছেন। কিন্তু আবূ বাকর (রা.) এসেই দৃপ্তকণ্ঠে ঘোষণা করলেন, "আমি আর এখন তোমাদের দলে নেই। আমি মুসলিম।" এ কথা শুনে কুরাইশরা আবূ বাকর (রা.)-এর ওপর মহাক্রুদ্ধ হয়ে ওঠলো; কিন্তু আপাতত কিছুই বললো না।[১০]

৫. একবার কিছু লোক আবূ বাকর (রা.)কে বললো, আপনি আপনার নিজের সম্পর্কে আমাদেরকে কিছু বলুন! আপনি ইসলাম গ্রহণের পূর্বে কখনো কি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নুবুওয়াতের কোনো নিদর্শন দেখতে পেয়েছিলেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ। জাহিলী যুগে এক দিন আমি একটি গাছের নিচে বসা ছিলাম। হঠাৎ গাছের একটি ডাল ঝুঁকে গিয়ে আমার মাথার সাথে এসে লাগলো। এ ঘটনা দেখে আমি মনে মনে বললাম, ব্যাপার কী? তৎক্ষণাৎ ঐ গাছ থেকে এ মর্মে একটি আওয়ায শুনতে পেলাম যে, "অমুক সময়ে আল্লাহ তা'আলার একজন নাবী আবির্ভূত হবেন। এ সুযোগে তোমার সর্বাধিক সৌভাগ্য লাভ করা উচিত।" আমি বললাম, একটু স্পষ্ট করে বল, এই নাবীর নাম কি? গাছটি বললো, "মুহাম্মাদ ইবনু 'আবদিল্লাহ ইবনি 'আবদিল মুত্তালিব।" আবূ বাকর (রা.) বললেন, "তিনি তো আমার সাথী ও অন্তরঙ্গ বন্ধু।" এরপর গাছটি আমার সাথে এ মর্মে ওয়াদা করলো যে, এ নাবীর আগমন সম্পর্কে সে আমাকে অবহিত করবে। অতঃপর যখন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু

---

১০. ইবনুল আছীর, *উসদুল গাবাহ,* খ.২,পৃ.১৩৯-১৪০; ইবনু 'আসাকির, *তারীখু দামিশক,* খ.৩০,পৃ.৩১-৩

'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নুবুওয়াত পেলেন, তখন আমি গাছ থেকে এ মর্মে একটি আওয়ায শুনতে পেলাম,

جِدَّ وَشَمِّرْ يَا ابْنَ أَبِي قُحَافَةَ، فَقَدْ جَاءَ الْوَحْيُ، لَا يَسْبِقُكَ إِلَى الْإِسْلَامِ أَحَدٌ.

-"আবূ কুহাফার পুত্র, ওহী এসে গেছে। এখন চেষ্টা কর, প্রস্তুত হও, যাতে কোনো ব্যক্তি তোমার আগে ইসলাম গ্রহণের সৌভাগ্য অর্জন করতে না পারে।"

আবূ বাকর (রা.) বলেন, আমি সকালে ওঠেই রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর দরবারে পৌঁছলাম। তিনি আমাকে দেখেই বললেন, "আবূ বাকর! আমি তোমাকে আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের দিকে দা'ওয়াত জানাচ্ছি।" তখন আমি তৎক্ষণাৎ ঘোষণা করলাম- أَشْهَدُ أَنَّكَ رَسُولُ اللهِ بَعَثَكَ بِالْحَقِّ سِرَاجًا مُنِيرًا. -"আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আপনি নিঃসন্দেহে আল্লাহর রাসূল। তিনি আপনাকে সত্যসহকারে আলোর দিশারী প্রদীপরূপে প্রেরণ করেছেন।"[১১]

আবূ বাকর (রা.) নিজেও একজন অত্যন্ত জ্ঞানী, বুদ্ধিমান ও বংশ-বিদ্যায় পারদর্শী লোক ছিলেন। বিভিন্ন ঘটনা ও স্বপ্নগুলোর তা'বীর শুনে এবং রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর পবিত্র জীবন যাপনের প্রতি লক্ষ্য করে প্রায়ই তাঁর এ ধারণা হতো যে, আমার বন্ধু মুহাম্মাদ ইবনু 'আবদিল্লাহ-এর মধ্যে ঐ সব গুণ ও বৈশিষ্ট্য রয়েছে, যা ভবিষ্যত নাবীর মধ্যে থাকা উচিত। আবূ বাকর (রা.) অধিকাংশ সময় রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর দেদীপ্যমান চেহারার প্রতি গভীরভাবে তাকাতেন এবং মনে মনে তাঁর দেখা লক্ষণাদি ও চিহ্নসমূহের প্রতি নিজের বিশ্বাস দৃঢ় করে নিতেন। এ কারণেই রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যখনই তাঁর নিকট নিজের নুবুওয়াতের কথা পেশ করলেন, তখন তিনি কোনো রূপ দ্বিধা ও সংকোচ ছাড়াই ঈমান আনেন। কোনো প্রশ্নও করলেন না, নুবুওয়াতের কোনো বিস্তারিত ব্যাখ্যাও জিজ্ঞেস করলেন না।

সর্বপ্রথম ইসলাম গ্রহণকারী মুসলিম কে?

এতে কারো দ্বিমত নেই, আবূ বাকর (রা.) রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নুবুওয়াত লাভের একেবারে প্রাথমিক কালেই ইসলাম গ্রহণ করেন। তবে সর্বপ্রথম কে ইসলাম গ্রহণ করেন তা নিয়ে বিশিষ্ট 'আলিমগণের মধ্যে মতবিরোধ

---

১১. ইবনু 'আসাকির, *তারীখু দামিশক,* খ.৩০,পৃ.৩০

রয়েছে।[১২] এ সম্পর্কে বিভিন্ন রিওয়ায়াতের মধ্যে চার জনের নাম দেখা যায়। তাঁরা হলেন-

১. আবূ বাকর আছ-ছিদ্দীক (রা.)

ইবরাহীম আন-নাখ'ঈ (রা.) বলেন, সর্বপ্রথম ইসলাম গ্রহণ করেন আবূ বাকর (রা.)।[১৩] ইবনু 'আব্বাস, হাস্সান ইবনু ছাবিত ও আসমা' বিনতু আবী বাকর (রা.) প্রমুখ সাহাবী থেকে এরূপ রিওয়ায়াত বর্ণিত রয়েছে। শা'বী (রাহ.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার 'আবদুল্লাহ ইবনুল 'আব্বাস (রা.)কে সর্বপ্রথম ইসলাম গ্রহণকারী সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হয়। তখন তিনি হাসসান (রা.)-এর নিম্নের কবিতাটি পড়ে শোনালেন-

إِذَا تَذَكَّرْتَ شَجْواً مِنْ أخِي ثِقَةٍ ..فَاذْكُرْ أخَاكَ أبَا بَكْرٍ بِمَا فَعَلا

خَيْرُ الْبَرِيَّةِ أتْقَاهَا وَأعْدَلُهَا ... بَعْدَ النَّبِيِّ وَأوْفَاهَا بِمَا حَمَلا

وَالثَّانِي التَّالِي الْمَحْمُودُ مَشْهَدُهُ ... وَأوَّلُ النَّاسِ مِمَّنْ صَدَّقَ الرُّسُلَا

-"যখন তুমি আমার বিশ্বস্তজনের কোনো দুঃখের স্মৃতিচারণ করতে চাও, তা হলে তোমার ভাই আবূ বাকর (রা.)-এর কার্যকলাপের কথা স্মরণ কর।

তিনি হলেন নাবীর পরে সৃষ্টির সেরা উত্তম ব্যক্তি, আল্লাহভীরু, ন্যায়-নিষ্ঠ ও কর্তব্যপরায়ণ।

তিনি হলেন নাবীর পরে দ্বিতীয় প্রশংসিত জন। তিনিই সর্বপ্রথম রাসূলকে সত্য বলে মেনে নিয়েছিলেন।".....[১৪]

আবূ নাদরাহ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার আবূ বাকর (রা.) 'আলী (রা.)কে উদ্দেশ্য করে বললেন, .أنَا أسْلَمْتُ قَبْلَكَ -"আমি তোমার পূর্বে ইসলাম গ্রহণ করেছি।" 'আলী (রা.) তাঁর এ কথা অস্বীকার করেননি।[১৫] আবূ সা'ঈদ (রা.) থেকে

---

১২. তিরমিযী, *আস-সুনান*, (কিতাবুল মানাকিব), হা.নং:৩৬৬৭

১৩. ইয়া'কূব আল-মাজিশূন, মুহাম্মাদ ইবনুল মুনকাদির, রাবী'আ ইবনু 'আবদির রাহমান, সালিহ ইবনু কায়সান, সা'দ ইবনু ইব্রাহীম ও 'উছমান ইবনু মুহাম্মাদ আল-আখনাস (রা.) প্রমুখ তাবি'ঈও এ মত পোষণ করেন। (ইবনুল জাওযী, *সিফাতুস সাফওয়াতি*, খ.১,পৃ.৪০)

১৪. হাসসান ইবনু ছাবিত, *দিওয়ান*, খ.১,পৃ.১৭; ইবনু 'আবদিল বারর, *আল-ইস্তি'আব*, খ.১,পৃ.২৯৪-৫; ইবনুল জাওযী, *সিফাতুস সাফওয়াতি*, খ.১,পৃ.৪০

১৫. ইবনু 'আবদিল বারর, *আল-ইস্তি'আব*, খ.১,পৃ.২৯৫; আল-মুহিব্ব আত-তাবারী, *আর-রিয়াদুন নাদিরাতু..*, পৃ.৩৬

বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার আবূ বাকর (রা.) বললেন, أَلَسْتُ أَوَّلُ مَنْ أَسْلَمَ؟ -"আমি কী সর্বপ্রথম ইসলাম গ্রহণকারী নই?"[১৬]

২. 'আলী ইবনু আবী তালিব (রা.)

সাহাবীগণের মধ্যে সালমান, আবূ যার্র, মিকদাদ, খাব্বাব, জাবির, আবূ সা'ঈদ আল-খুদরী ও যায়িদ ইবনুল আরকাম (রা.) প্রমুখ থেকে এরূপ মত বর্ণিত রয়েছে। ইবনু শিহাব, 'আবদুল্লাহ ইবনু মুহাম্মাদ, মুহাম্মাদ ইবনু কা'ব ও কাতাদাহ (রা.) প্রমুখ তাবি'ঈ এ মত গ্রহণ করেন।[১৭] ঐতিহাসিক ইবনু ইসহাক (রা.) বলেন, পুরুষগণের মধ্যে সর্বপ্রথম ইসলাম গ্রহণ করেন 'আলী (রা.), তখন তাঁর বয়স ছিল দশ। তারপর যায়িদ ইবনু হারিছাহ (রা.), অতঃপর আবূ বাকর (রা.)।[১৮] কিন্তু অন্যান্য ঐতিহাসিক বলেন, পুরুষগণের মধ্যে সর্বপ্রথম ইসলাম গ্রহণ করেন আবূ বাকর (রা.)। আর যখন 'আলী (রা.) ইসলাম গ্রহণ করেন, তখন তাঁর বয়স ছিল আট বৎসর।[১৯] আর মহিলাদের মধ্যে সর্বপ্রথম ইসলাম গ্রহণ করেন খাদীজাহ (রা.)

৩. খাদীজাতুল কুবরা (রা.)

ঐতিহাসিকগণ প্রায় সকলেই এ বিষয়ে একমত যে, সাধারণভাবে সর্বপ্রথম ইসলাম গ্রহণ করেন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর স্ত্রী খাদীজাহ বিনতু খুয়াইলিদ (রা.)।[২০]

অন্য একটি রিওয়ায়াতে রয়েছে, 'আলী (রা.) নিজেই বলেছেন যে, أَوَّلُ مَنْ أَسْلَمَ مِنَ الرِّجَالِ أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ. -"পুরুষগণের মধ্যে আবূ বাকর (রা.)ই সর্বপ্রথম ইসলাম গ্রহণ করেন। (ইবনু কাছীর, *আল-বিদায়াতু ওয়ান নিহায়াতু*, খ.৩, পৃ.৩৭)

১৬. ইবনু কাছীর, *আল-বিদায়াতু ওয়ান নিহায়াতু*, খ.৩, পৃ.৩৭; আল-মুহিব্ব আত-তাবারী, *আর-রিয়াদুন নাদিরাতু..*, পৃ.৩৬

১৭. আল-মুহিব্ব আত-তাবারী, *আর-রিয়াদুন নাদিরাতু..*, পৃ.৩৭

১৮. ইবনু ইসহাক, *আস-সীরাতুন নাবাবিয়্যাহ*, পৃ.৪৫

১৯. আল-মুহিব্ব আত-তাবারী, *আর-রিয়াদুন নাদিরাতু..*, পৃ.৩৭
কেউ কেউ সাত বৎসরও বলেছেন। (কুরতুবী, *আল-জামি' লি-আহকামিল কুর'আন*, খ.৮, পৃ.২৩৭)

২০. ইবনু ইসহাক, *আস-সীরাতুন নাবাবিয়্যাহ*, পৃ.৪৫; আল-মুহিব্ব আত-তাবারী, *আর-রিয়াদুন নাদিরাতু..*, পৃ.৩৭

৪. যায়িদ ইবনু হারিছাহ (রা.)

ইমাম যুহরী (রাহ.) বলেন, সর্বপ্রথম ইসলাম গ্রহণ করেন যায়িদ ইবনু হারিছাহ (রা.)।[২১] তবে ইতঃপূর্বে বর্ণিত ইবনু ইসহাক (রা.)-এর রিওয়ায়াত থেকে জানা যায় যে, 'আলী (রা.)-এর পর পুরুষদের মধ্যে দ্বিতীয় ব্যক্তি হিসেবে যায়িদ ইবনু হারিছাহ (রা.) ইসলাম গ্রহণ করেন।[২২]

বিশিষ্ট 'আলিমগণ উপর্যুক্ত মতপার্থক্যের মধ্যে এভাবে সমন্বয় সাধন করেছেন যে, মহিলাদের মধ্যে খাদীজাহ (রা.)[২৩], পরিণত বয়স্ক স্বাধীন পুরুষদের মধ্যে সর্বপ্রথম আবূ বাকর (রা.), বালকদের মধ্যে 'আলী (রা.) এবং গোলামদের মধ্যে যায়িদ ইবনু হারিছাহ (রা.) সর্বপ্রথম ইসলাম গ্রহণ করেন।[২৪] সাধারণভাবে এ কথা অনুমান করা যায় যে, খাদীজাহ (রা.)ই সর্বপ্রথম রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর ওপর ঈমান আনেন, অতঃপর 'আলী (রা.), এরপর যায়িদ ইবনু হারিছাহ, অতঃপর আবূ বাকর (রা.) ঈমান আনেন। কেননা প্রথম তিনজনই ছিলেন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর ঘরের লোক। সুতরাং সাধারণ জ্ঞানের কথা হলো, খাদীজাহ (রা.) রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর জীবন সঙ্গিনী ছিলেন এবং নুবুওয়াতের পনেরো বৎসর পূর্ব থেকে তাঁর সাহচর্য লাভ করে আসছিলেন। 'আলী (রা.) রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর চাচাতো ভাই ছিলেন এবং বাল্যকাল থেকেই তাঁর স্নেহক্রোড়ে প্রতিপালিত হয়ে আসছিলেন। যায়িদ ইবনু হারিছাহ (রা.) ছিলেন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সকল সময়ের সঙ্গী ও আজ্ঞাবহ গোলাম। আর আবূ বাকর (রা.) ছিলেন তাঁর বহুদিনের পুরাতন ও অন্তরঙ্গ বন্ধু। অতএব তাঁদের ইসলাম গ্রহণের পালা এভাবে সম্পন্ন হবার সমূহ সম্ভাবনা রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নুবুওয়াতের কথা প্রকাশ করতেই সর্বপ্রথম খাদীজাহ (রা.) তাঁর ওপর ঈমান আনেন, অতঃপর ঘরের দুজন লোক তাঁর অনুসরণ করে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর প্রতি বিশ্বাস পোষণ করেন। এরপর ঘরের বাইরের অন্যান্য

---

২১. ইবনুল জাওযী, *সিফাতুস সাফওয়াতি*, খ.১,পৃ.৬৬

২২. ইবনু ইসহাক, *আস-সীরাতুন নাবাবিয়্যাহ*, পৃ.৪৫; ইবনু হিশাম, *আস-সীরাতুন নাবাবিয়্যাহ*, খ.১,পৃ.২৪৭

২৩. কারো কারো মতে, নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকলের মধ্যে খাদীজাহ (রা.)ই সর্বপ্রথম ইসলাম গ্রহণ করেন। (ইবনু কাছীর, *আল-বিদায়াতু ওয়ান নিহায়াতু*, খ.৩,পৃ.৩৬)

২৪. ইবনু কাছীর, *আল-বিদয়াতু ওয়ান নিহায়াতু*, খ.৩,পৃ.৩৬; আল-মুহিব্ব আত-তাবারী, *আর-রিয়াদুন নাদিরাতু..*, পৃ.৩৭
ইমাম আবূ হানীফাহ (রাহ.) থেকেও এরূপ বক্তব্য বর্ণিত রয়েছে। (ইবনু কাছীর, *আল-বিদায়াতু ওয়ান নিহায়াতু*, খ.৩,পৃ.৩৯)

লোকের মধ্যে আবূ বাকর (রা.)ই সর্বপ্রথম ইসলাম গ্রহণের সৌভাগ্য লাভ করেন।[২৫] হাফিয আয্‌যাহাবী (রাহ.) বলেন, আবূ বাকর (রা.) চতুর্থ কিংবা পঞ্চম ব্যক্তি রূপে ইসলাম গ্রহণ করেন। ইমাম আল-হাসান ইবনু যায়িদ (রাহ.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, أَنَّ عَلِيًّا أَوَّلُ ذَكَرٍ أَسْلَمَ، ثُمَّ أَسْلَمَ زَيْدٌ، ثُمَّ جَعْفَرٌ.-"পুরুষদের মধ্যে 'আলী (রা.)ই সর্বপ্রথম ইসলাম গ্রহণ করেন। তারপর যায়িদ, অতঃপর জা'ফার (রা.) [২৬] ইসলাম গ্রহণ করেন।"[২৭] 'আম্মার ইবনু ইয়াসির (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَا مَعَهُ إِلَّا خَمْسَةُ أَعْبُدٍ وَامْرَأَتَانِ وَأَبُو بَكْرٍ.-"আমি যখন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সাথে সাক্ষাৎ করি, তখন তাঁর সাথে কেবল ৫ জন গোলাম[২৮], ২ জন মহিলা[২৯] ও আবূ বাকর (রা.)কে দেখতে পেয়েছি।"[৩০] তবে এক্ষেত্রে একটি আপত্তি হলো- সা'দ ইবনু আবী ওয়াক্কাস (রা.) নিজের সম্পর্কে দাবী করেন যে, مَا أَسْلَمَ أَحَدٌ إِلَّا فِي الْيَوْمِ الَّذِي أَسْلَمْتُ فِيهِ، وَلَقَدْ مَكَثْتُ سَبْعَةَ أَيَّامٍ وَإِنِّي لَثُلُثُ الْإِسْلَامِ.-"যে দিন আমি ইসলাম গ্রহণ করি, সে দিন অন্য কেউ ইসলাম গ্রহণ করেননি। আমি সাত দিন এমনভাবে ছিলাম যে, আমি ছিলাম তিনজন মুসলিমের একজন।"[৩১]

এ রিওয়ায়াতের ওপর ভিত্তি করে কেউ কেউ এ আপত্তি করতে পারে যে, সা'দ ইবনু আবী ওয়াক্কাস (রা.) আবূ বাকর (রা.)-এর পূর্বেই ইসলাম গ্রহণ করেন। হাদীসের বিশিষ্ট ভাষ্যকার হাফিয ইবনু হাজার (রাহ.) এ আপত্তির বিভিন্ন জবাব দিয়েছেন। তিনি বলেন, খুব সম্ভব সা'দ (রা.) তাঁর ধারণা অনুযায়ীই কথাটি বলেছিলেন। কেননা ইসলামের প্রাথমিক কালে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর প্রচারকার্য চলতো অতি সংগোপনে এবং নবদীক্ষিত মুসলিমগণ নিজেদের ইসলাম গ্রহণ জনসমক্ষে

---

২৫. 'আবদুল হাক্ক, *মাদারিজুন নুবুওয়াত,* খ.,পৃ..

২৬. আমার মনে হয়, জা'ফার (রা.)কে সর্বপ্রথম ইসলাম গ্রহণকারীদের তালিকায় গণ্য করা সঠিক হয়নি। নির্ভরযোগ্য ঐতিহাসিকগণের মধ্যে কেউ তাঁকে সর্বপ্রথম ইসলাম গ্রহণকারীদের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করেননি। ইবনু ইসহাক (রাহ.) বলেন, তিনি পঁয়ত্রিশ জন ব্যক্তির পর, আবার কারো মতে একত্রিশ জন ব্যক্তির পর ইসলাম গ্রহণ করেন। (ইবনু হাজার, *আল-ইসাবাহ,* খ.১,পৃ.১৬০)

২৭. যাহাবী, *সিয়ারু আ'লামিন নুবালা,* খ.১,পৃ.২১৬

২৮. তাঁরা হলেন- বিলাল, যায়িদ ইবনু হারিছাহ, 'আমির ইবনু ফুহাইরাহ, আবূ ফুকাইহাহ ও পঞ্চম ব্যক্তি হলেন ইয়াসির কিংবা শুকরান অথবা 'আম্মার (রা.)। (ইবনু হাজার, *ফাতহুল বারী,* খ.১০,পৃ.৪৫৮)

২৯. তাঁরা হলেন- খাদীজাহ (রা.) ও সুমাইয়্যাহ কিংবা উম্মু আয়মান (রা.)। কেউ কেউ দ্বিতীয় মহিলা হিসেবে 'আব্বাস (রা.)-এর স্ত্রী উম্মুল ফাদ্ল (রা.)-এর নামও উল্লেখ করেছেন। (ইবনু হাজার, *ফাতহুল বারী,* খ.১০, পৃ.৪৫৮)

৩০. বুখারী, *আস-সাহীহ,* (কিতাবুল মানাকিব), হা.নং:৩৫৬৮

৩১. বুখারী, *আস-সাহীহ,* (কিতাবুল মানাকিব), হা.নং:৩৪৪৮

প্রকাশ করতেন না। এ সম্ভাবনাও রয়েছে যে, অপর দু'জন দ্বারা তিনি খাদীজাহ ও আবূ বাকর (রা.)কে বুঝিয়েছেন। অথবা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ও আবূ বাকর (রা.)কে বুঝিয়েছেন। তবে খাদীজাহ (রা.) ঐ সময় নিঃসন্দেহে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। সা'দ (রা.) হয়তো তাঁর কথার মধ্যে কেবল পুরুষদেরই বুঝিয়েছেন। অথবা তাঁর কথার কারণ এটাও হতে পারে, যে দিন সকালে আবূ বাকর (রা.) ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন, সে দিন বিকালেই সা'দ (রা.) ইসলাম গ্রহণ করেন। কিন্তু সা'দ (রা.) আবূ বাকর (রা.)-এর ইসলাম গ্রহণের খবর জানতেন না।[৩২]

উল্লেখ্য, হয়ত সা'দ (রা.) বা অন্য কেউ আবু বাক্‌র (রা.)-এর ওপর অগ্রগামীও হতে পারেন।[৩৩] তবে আবূ বাকর (রা.) যেহেতু কুরাইশের অতীব প্রিয় একজন শ্রেষ্ঠ জ্ঞানী, অভিজাত ও প্রভাবশালী ব্যক্তি ছিলেন, তাই রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) অন্য যে কারো ইসলামের গ্রহণের চেয়ে তাঁর ইসলাম গ্রহণের কারণে বেশি খুশি হন। 'আয়িশা (রা.) বলেন, مَا بَيْنَ الْأَخْشَبَيْنِ أَحَدٌ أَكْثَرَ سُرُوْرًا مِنْهُ بِإِسْلَامِ أَبِيْ بَكْرٍ. - "জাবালে আবী কুবাইস ও জাবালে আহমারের মধ্যবর্তী অর্থাৎ মাক্কার যে কারো চাইতে আবূ বাকর (রা.)-এর ইসলাম গ্রহণের ফলে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) অধিক খুশি হন।"[৩৪] তাঁর উচ্চ মর্যাদা ও ফাযীলাতের জন্য এটা কম গুরুত্বপূর্ণ নয় যে, স্বয়ং রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁর ইসলাম গ্রহণ সম্পর্কে স্বাচ্ছন্দ্যে মন্তব্য করেছেন। আবুদ দারদা' (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) খবর পান যে, আবূ বাকর ও 'উমার (রা.)-এর মধ্যে কোনো বিষয়ে মতানৈক্য সৃষ্টি হয়েছে এবং এতে আবূ বাকর (রা.) দুঃখ পেয়েছেন। তখন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) রাগতস্বরে বললেন,

إِنَّ اللهَ بَعَثَنِي إِلَيْكُمْ، فَقُلْتُمْ كَذَبْتَ، وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: صَدَقَ، وَوَاسَانِي بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ، فَهَلْ أَنْتُمْ تَارِكُوا لِي صَاحِبِي؟

---

৩২. ইবনু হাজার, *ফাতহুল বারী*, খ.১১,পৃ.২৬

৩৩. ইবনু 'আবদিল বার্‌র (রাহ.) বলেন, كَانَ سَابِعَ سَبْعَةٍ فِي الْإِسْلَامِ أَسْلَمَ بَعْدَ سِتَّةٍ. - "তিনি ছয় জনের পর সপ্তম ব্যক্তি রূপে ইসলামে দীক্ষিত হন।" (ইবনু 'আব্দিল বারর, *আল-ইস্তি 'আব*, খ.১,পৃ.১৮২) কোনো কোনো রিওয়ায়াতে রয়েছে যে, সা'দ ইবনু আবী ওয়াক্কাস (রা.) আবূ বাকর (রা.)-এর অনুপ্রেরণায় ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন।

৩৪. ইবনু কাছীর, *আল-বিদায়াতু ওয়ান নিহায়াতু*, খ.৩,পৃ.৪০; ইবনু 'আসাকির, *তারীখু দিমাশক*, খ.৩০,পৃ.৪৬

-"আল্লাহ তা'আলা যখন আমাকে তোমাদের নিকট প্রেরণ করেন, তখন তোমরা আমাকে অবিশ্বাস করেছিলে; কিন্তু আবূ বাকর (রা.)ই আমাকে পরিপূর্ণ বিশ্বাস করেছিলেন এবং নিজের জীবন ও ধন-সম্পদ দ্বারা আমার চিন্তা ও দুঃখ লাঘবের চেষ্টা করেছিলেন। এরপরও কি তোমরা আমার সাথীর খাতির করবে না? অর্থাৎ তাঁকে কষ্ট দেয়া থেকে বিরত থাকবে না?"

রাবী বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এ বাক্যটি দু'বার উচ্চারণ করেছিলেন।[৩৫]

সর্বপ্রথম ইসলাম কে গ্রহণ করেন তা নিয়ে যদিও 'আলিমগণের মতবিরোধ রয়েছে; কিন্তু এ বিষয়ে সকলেই একমত যে, আবূ বাকর (রা.)ই সর্বাগ্রে নিজের ইসলাম গ্রহণের কথা প্রকাশ করেছিলেন। মুহাম্মাদ ইবনু কা'ব আল-কুরাযী (রা.) বলেন, وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيْقُ أَوَّلَ مَنْ أَظْهَرَ الْإِسْلَامَ. -"আবূ বাকর (রা.)ই সর্বপ্রথম নিজের ইসলাম গ্রহণের কথা প্রকাশ করেন।"[৩৬] হয়তো 'আলী (রা.) আবূ বাকর (রা.)-এর আগেই ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন; কিন্তু তিনি প্রথম প্রথম তাঁর পিতা আবূ তালিবের ভয়ে নিজের ইসলাম গ্রহণের কথা গোপন করে রাখেন।[৩৭] শাহ্ ওয়ালী উল্লাহ (রাহ.) বলেন, সর্বপ্রথম ইসলাম গ্রহণ ও প্রকাশকরণ আবূ বাকর (রা.)-এর শ্রেষ্ঠ ফাযীলাতের মধ্যে এ কারণে গণ্য হয় যে, আবূ বাকর (রা.) শুধু নিজে ইসলাম কাবূল করে ক্ষান্ত হননি; বরং সাথে সাথে নিজের ইসলাম গ্রহণের কথা সমাজে প্রকাশ করে অন্যান্য লোককেও ইসলাম গ্রহণের প্রতি উৎসাহ প্রদান করতে আরম্ভ করেছিলেন। হাসান (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার পিতা 'আলী (রা.) বলতেন, চারটি বিষয়ে আবূ বাকর (রা.) আমার চেয়ে অগ্রগামী রয়েছেন। ১. আমি তাঁর পূর্বে ইসলাম গ্রহণ করে থাকলেও আমার পূর্বে তিনি ইসলাম গ্রহণের কথা সমাজে প্রকাশ করেছেন। ২. তিনি আমার পূর্বে হিজরাত করার সৌভাগ্য লাভ করেছেন। ৩. হিজরাতের সময় তিনি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নির্জন ও বিপদসঙ্কুল গুহার একমাত্র সাথী ছিলেন। ৪. তিনি ইসলাম গ্রহণের পর প্রকাশ্যস্থানে নির্ভীকভাবে নামায পড়েছিলেন।[৩৮]

---

৩৫. বুখারী, আস-সাহীহ, (কিতাবুল মানাকিব), হা.নং:৩৩৮৮

৩৬. বাইহাকী, *দালা'য়িলুন নুবুওয়াত*, হা.নং: ৪৬৭; ইবনু কাছীর, *আল-বিদয়াতু ওয়ান নিহায়াতু*, খ.৩,পৃ.৩৬; যাহাবী, *তারীখুল ইসলাম*, খ.১,পৃ.৩১, ৪৮৩)

৩৭. ইবনু 'আসাকির, *তারীখু দিমাশক*, খ.৪২,পৃ.৪৪; যাহাবী, *তারীখুল ইসলাম*, খ.১,পৃ.৩১, ৪৮৩; আল-মুহিব্ব আত-তাবারী, *আর-রিয়াদুন নাদিরাতু..*, পৃ.৩৮

৩৮. ইবনু 'আসাকির, *তারীখু দিমাশক*, খ.৩০,পৃ.২৯১; আল-মুহিব্ব আত-তাবারী, *আর-রিয়াদুন নাদিরাতু..*, পৃ.৩৭

Contents

ইসলামের দা'ওয়াত

আবূ বাকর (রা.) পৌত্তলিকগণ কর্তৃক পরিবেষ্টিত থেকে ইসলাম গ্রহণের কথা ঘোষণা করে দেয়ার পরিণাম যে কতো ভয়াবহ এবং বিপদসঙ্কুল তা তিনি ক্ষণিকের জন্যও চিন্তা করেননি। তিনি মাক্কার খ্যাতনামা ব্যবসায়ী হিসেবে পরিচিত ছিলেন। ব্যবসায়ীরা সাধারণত জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে সকলের সাথে সদাচার ও সৎ সম্পর্ক বজায় না রাখলে তাদের ব্যবসায় ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার আশঙ্কা থাকে। কাজেই তারা জনসাধারণের মতের বিরুদ্ধে কোনো কিছু করতে সাহস পায় না। সুতরাং ঈমান আনয়নের পর নিজের ব্যবসার খাতিরে নিরব থাকাই তাঁর জন্য বাঞ্ছনীয় ছিল। আর এ জন্য রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)ও তাঁকে কিছু বলতেন না; বরং তাঁর ইসলাম গ্রহণকেই যথেষ্ট মনে করে সন্তুষ্ট থাকতেন। কিন্তু দীনে হাক্কের বিস্তার এবং তার উন্নতি সাধন নিজের একান্ত দীনী কর্তব্য মনে করে তিনি ব্যবসার ক্ষতি এবং কাফিরদের অত্যাচার প্রভৃতির অসুবিধার প্রতি বিন্দুমাত্র ভ্রূক্ষেপ করলেন না; বরং জান ও মালের মায়া পরিত্যাগ করে আল্লাহ ও রাসূলের সন্তুষ্টি লাভ করার জন্য ইসলামের প্রচার ও বিস্তার সাধনে আত্মনিয়োগ করলেন। আবূ বাকর (রা.) ছিলেন গোত্রের সকলের নিকট একজন অতি প্রিয় লোক। তারা তাঁকে খুব বুদ্ধিমান ও জ্ঞানী বলে জানতো। তাঁর ঈমান আনয়নের ফলে সমগ্র মাক্কা শহরে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নুবুওয়াতের চর্চা হতে লাগলো এবং তাঁর ঈমান আনয়ন ও ইসলাম গ্রহণ সর্বত্র আলোচনার বিষয় হয়ে দাঁড়ালো। মাক্কাবাসীরা এমন অঘটন ঘটবে বলে কখনো ধারণা করেনি। অতএব, যখনই আবূ বাকর (রা.) তাঁর ইসলাম গ্রহণের কথা ঘোষণা করলেন, তখন চতুর্দিক থেকে তাঁর বন্ধুবান্ধবরা তাঁর নিকট আসতে লাগলো। এ সুযোগে তিনি প্রথমে তাঁর একান্ত বিশ্বস্ত বন্ধু-বান্ধবদেরকে ইসলাম গ্রহণে উদ্বুদ্ধ ও আকৃষ্ট করতে লাগলেন।[৩৯] পূর্বপুরুষের অনুসৃত রীতি এবং অন্তরের দীর্ঘদিনের জমাট বিশ্বাস থেকে ফিরিয়ে মানুষকে ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট করা মোটেই সহজ কাজ ছিল না। কিন্তু আবূ বাক্র (রা.) এমন নিরব ও কার্যকর তাবলীগ ধারাবাহিকভাবে শুরু করে দিলেন যে, তাঁর কয়েকজন অন্তরঙ্গ বন্ধু, যাঁরা মাক্কা শহরে খুবই সম্মানিত ও প্রভাবশালী ছিলেন, তাঁরা আবূ বাক্র (রা.)-এর নিরব দা'ওয়াতে এমনভাবে প্রভাবিত হয়ে পড়লেন যে, ইসলামের এ মহা নি'মাত পেয়ে কিছুতেই একে অবজ্ঞা করতে পারলেন না।

সর্বপ্রথম তিনি নিজের একান্ত বন্ধু 'উছমান ইবনু 'আফ্ফান (রা.)-এর সাথে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নুবুওয়াত প্রসঙ্গে অনেকক্ষণ আলাপ-

৩৯. ইবনু ইসহাক, *আস-সীরাতুন নাবাবিয়্যাহ,* পৃ.৪৫; ইবনু হিশাম, *আস-সীরাতুন নাবাবিয়্যাহ,* খ.১,পৃ.২৪৯-২৫০

আলোচনা করলেন। আবূ বাকর (রা.)-এর কথায় তিনি এতোই প্রভাবিত হয়ে পড়লেন যে, তৎক্ষণাৎ রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট উপস্থিত হয়ে ইসলাম গ্রহণ করেন। 'উছমান (রা.)-এর ইসলাম গ্রহণে আবূ বাকর (রা.) অতিশয় আনন্দিত হলেন। এর কারণ হলো, তিনি শুধু তাঁর সমসাময়িক বিত্তবান ব্যবসায়ীই ছিলেন না; বরং তাঁর একান্ত অন্তরঙ্গ ও বিশ্বস্ত বন্ধুও ছিলেন। 'উছমান (রা.) যদিও মূর্তিপূজার ক্রোড়েই প্রতিপালিত হয়েছিলেন; কিন্তু আবূ বাকর (রা.)-এর মতোই তাঁর অন্তর এবং স্বভাবেও সত্যকে কাবূল করার অদম্য স্পৃহা বিদ্যমান ছিল। যা হোক, 'উছমান (রা.)-এর ইসলাম গ্রহণ করার ফলে আবূ বাকর (রা.) নিজের মধ্যে অতিমাত্রায় সাহস ও শক্তি অনুভব করতে লাগলেন। এরপরে তিনি তাঁর অন্যান্য বন্ধু-বান্ধবের প্রতি মনোনিবেশ করলেন। যুবাইর ইবনুল 'আওয়ামের (রা.) নিকট গিয়ে তাঁকে ইসলামের দা'ওয়াত জানালেন। সা'দ ইবনু আবী ওয়াক্কাস (রা.)-এর সাথে সাক্ষাত করে তাঁকেও ইসলাম গ্রহণের আমন্ত্রণ জানালেন। অতঃপর 'আবদুর রাহমান ইবনু 'আওফ (রা.)-এর নিকট গিয়ে তাঁকেও ইসলাম গ্রহণের জন্য উৎসাহ প্রদান করলেন। এ সকল মহান ব্যক্তি আবূ বাকর (রা.)-এর অকৃত্রিম পরামর্শ ও উপদেশ শুনে এতোই মোহিত হয়ে পড়লেন যে, তৎক্ষণাৎ তাঁরা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর দরবারে গিয়ে ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে আশ্রয় গ্রহণ করলেন। মাক্কা শহরে এঁরা ইসলামের প্রাথমিক অবস্থার এমন মুসলিম ছিলেন, যাঁরা প্রত্যেকেই নিজ নিজ গোত্রের মধ্যে সর্বদিক দিয়ে অসাধারণ প্রভাব ও প্রতিপত্তিশালী লোক ছিলেন। ইসলাম গ্রহণের পর এঁদের অকপট বিশ্বাস ও ঈমানের দৃঢ়তা এ থেকেই অনুমান করা যেতে পারে যে, মাদীনায় হিজরাত করে যাওয়ার পর যে দশজন মুসলিমকে জান্নাতী হবার সুসংবাদ প্রদান করা হয়েছিল, এ চারজন মহাপুরুষও তাঁদের অন্তর্ভুক্ত।

অতঃপর আবূ বাকর (রা.)-এর দা'ওয়াতী কর্মকাণ্ডে এ চারজন মহাপুরুষও শারীক হলেন। তাঁদের প্রচেষ্টায় নুবুওয়াতের প্রাথমিক অবস্থায় যাঁরা ইসলাম গ্রহণ করলেন, তাঁদের মধ্যে আবূ 'উবাইদা ইবনুল জাররাহ, তালহা ইবনু 'উবাইদুল্লাহ, আবূ সালামাহ ইবনু 'আবদিল আসাদ, আরকাম ইবনু আবিল আরকাম, 'উছমান ইবনু মায'উন ও তাঁর ভাই কুদামাহ ইবনু মায'উন ও 'আবদুল্লাহ ইবনু মায'উন (রা.) প্রমুখের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। দা'ওয়াতের এ গোপন প্রচেষ্টা চলতেই রইলো এবং উপরিউক্ত মহাপুরুষগণ নিরবচ্ছিন্নভাবে মুসলিমদের সংখ্যা বাড়াবার চেষ্টা করতে থাকলেন। ফলে

'উবাইদাহ ইবনুল হারিছ, সা'ঈদ ইবনু যায়িদ ও তাঁর স্ত্রী ফাতিমা বিনতুল খাত্তাব, খাব্বাব ইবনুল আরাত, 'আবদুল্লাহ ইবনু মাস'উদ, 'উমাইর ইবনু আবী ওয়াক্কাস (রা.) প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ ইসলাম গ্রহণ করলেন।[৪০]

আবূ বাকর (রা.) শুরু থেকেই নিজের পরিবারের লোকজনকে ইসলাম গ্রহণে উদ্বুদ্ধ ও আকৃষ্ট করার কাজেও মনোনিবেশ করেছিলেন। তাঁর একান্ত প্রচেষ্টায় তাঁর স্ত্রী উম্মু রূমান, খাদিম 'আমির ইবনু ফুহাইরাহ, ছেলে 'আবদুল্লাহ এবং মেয়ে আসমা' ও 'আয়িশা (রা.) ইসলাম গ্রহণ করেন।[৪১]

'ইবাদাত ও কুর'আন চর্চার সর্বপ্রথম কেন্দ্র

আবূ বাকর (রা.) ইসলাম গ্রহণ করার সাথে সাথে 'ইবাদাত ও কুর'আন তিলাওয়াতের প্রতি অত্যধিক মনোনিবিষ্ট হয়ে পড়েছিলেন। এ উদ্দেশ্যে প্রথমে তিনি নিজের ঘরের মধ্যে একটি স্থান নির্দিষ্ট করে নিয়েছিলেন, পরে ঘরের আঙ্গিনায় একটি মাসজিদ তৈরি করেছিলেন। সেখানে তিনি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর শিক্ষা অনুযায়ী 'ইবাদাত ও কুর'আন তিলাওয়াত করতেন, নামায পড়তেন। কুর'আন শারীফের যে সকল সূরা ও আয়াত তখন পর্যন্ত নাযিল হয়েছিল, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর পবিত্র মুখ থেকে শুনেই তা তিনি মুখস্থ করে ফেলেছিলেন। প্রত্যেক দিন সে নির্দিষ্ট স্থানে বসে ঐ সূরা ও আয়াতগুলো উচ্চস্বরে তিলাওয়াত করতেন। তিনি ছিলেন খুবই কোমল হৃদয়ের ব্যক্তি। তিলাওয়াতের সময় তাঁর চোখ দু'টি থেকে অশ্রুর ধারা প্রবাহিত হতো। একদিকে আল্লাহ তা'আলার বাণী এবং সেই সাথে আবূ বাকর (রা.)-এর আবেগঘন আকর্ষণীয় ও সুমিষ্ট সুর কুরাইশ মহিলা ও যুবকদেরকে আকৃষ্ট করতে থাকে। তাদের অনেকেই তাঁর এ হৃদয়গ্রাহী তিলাওয়াত শুনবার জন্য তাঁর দ্বারে সমবেত হতো।[৪২] ইসলামের প্রাথমিক প্রচার কেন্দ্র 'দারুল আরকাম' প্রতিষ্ঠিত হবার পূর্বপর্যন্ত আবূ বাকর (রা.)-এর এ মাসজিদেই তাঁর 'ইবাদাত ও তিলাওয়াত কার্যক্রম চলতে থাকে।

---

৪০. ইবনু হিশাম, *আস-সীরাতুন নাবাবিয়্যাহ,* খ.১,পৃ.২৫০-২; সুহায়লী, *আর-রাওদুল উনুফ,* খ.১,পৃ.৪৩১-৩৩; আবদুল হালিম, *সিদ্দীকে আকবর আবূ বকর (রা.),* পৃ.১৬-১৭

৪১. সাল্লাবী, *সীরাতু আবী বাকর আস-সিদ্দীক,* পৃ.৩৩

৪২. বুখারী, *আস-সাহীহ,* (কিতাবুল হিওয়ালাত), হা.নং:২১৩৪, (কিতাবুল মানাকিব), হা.নং: ৩৬১৬

প্রকাশ্যে নুবুওয়াতের তৎপরতা শুরুর উদ্যোগ এবং আবূ বাকর (রা.)-এর ওপর নির্যাতন

আবূ বাকর (রা.) ছিলেন মাক্কার অত্যন্ত প্রভাবশালী একজন বিত্তবান লোক। বলতে গেলে মাক্কার সকল লোকই তাঁকে তাঁর অসাধারণ জ্ঞান-গরিমা, বদান্যতা ও সততার জন্য ভালোবাসতো। প্রথম দিকে মাত্র কয়েকজন গোলাম, বালক ও মহিলার ইসলাম গ্রহণ শত্রুদের মাথা ব্যথার কারণ ছিল না; কিন্তু যে মাত্র আবূ বাকর (রা.)-এর মতো প্রভাবশালী ও সম্মানিত ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণ করলেন এবং এর প্রচারকার্যে আত্মনিয়োগ করলেন, তখন শত্রুরা তাঁর ওপর ক্রোধে ফেটে পড়ল। একপর্যায়ে তারা তাঁকে নিষ্ঠুরভাবে মারধরও করেছে।

'আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইসলামের প্রাথমিক অবস্থায় মাক্কায় রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর অনুসারীদের সংখ্যা যখন আটত্রিশে গিয়ে পৌঁছলো, তখন আবূ বাকর (রা.) রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)কে তাঁর নুবুওয়াত লাভের কথা প্রকাশ্যে ঘোষণা করার আগ্রহ ব্যক্ত করেন। কিন্তু রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, يَا أَبَا بَكْرٍ، إِنَّا قَلِيْلٌ.-"আবূ বাকর! আমরা এখনো সংখ্যায় অল্প।" এবারও রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁকে নিরস্ত করলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সম্মত হয়ে গেলেন। এ উদ্দেশ্যে সকল মুসলিম মাসজিদে হারামে এসে জমায়েত হলেন। এ সময় আবূ বাকর (রা.) আরয করলেন, কুরাইশদের ক্রোধ ও একগুঁয়েমি এখন এমন চরমে পৌঁছেছে যে, আপনার মুখে তাওহীদের বাণী শুনা মাত্রই তারা আপনার ওপর লাফিয়ে পড়বে এবং আপনাকে হত্যা করার চেষ্টা করবে। আপনি আমাকে আদেশ করুন, আমি আপনার কথাগুলো ঘোষণা করে দিই। অবশেষে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর অনুমতি পেয়ে আবূ বাকর (রা.) খুতবা দেয়ার উদ্দেশ্যে দাঁড়ালেন এবং রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সেখানে উপবিষ্ট ছিলেন। 'আয়িশা (রা.) বলেন, فَكَانَ أَوَّلَ خَطِيْبٍ دَعَا إِلَى اللهِ وَإِلَى رَسُوْلِهِ صلى الله عليه وسلم. -"আবূ বাকর (রা.)ই ছিলেন ইসলামের প্রথম খাতীব। আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের দিকে আহ্বান জানিয়ে তিনিই সর্বপ্রথম খুতবা প্রদান করেন।" ইতোমধ্যে মুশরিকদের নিকট এ সংবাদ পৌঁছে গিয়েছিল। তারা উত্তেজিত হয়ে মাসজিদে এসে মুসলিমদেরকে নির্মমভাবে মারধর করতে লাগল। আবূ বাকর (রা.)কে পদদলিত করল। উতবা ইবনু রাবী'আহ একজন যালিম ও দুষ্ট প্রকৃতির লোক ছিল। সে আবূ বাকর (রা.)-এর দিকে এগিয়ে আসল এবং চপ্পল দিয়ে তাঁর চেহারায় আঘাত করতে লাগল এবং তাঁর পেটের ওপর ওঠে নাচতে লাগল। তাঁকে সে এতো নিষ্ঠুরভাবে মারধর করল যে, তাঁর নাক চেপ্টা হয়ে চেহারার সাথে মিশে গেল। আবূ বাকর (রা.)-এর নিজ

গোত্র বানু তায়িম যখন এ খবর পেল, তখন দৌড়ে মাসজিদে এল এবং মুশরিকদেরকে সেখান থেকে তাড়িয়ে দিয়ে আবূ বাকর (রা.)কে সাথে নিয়ে তাঁর ঘরের দিকে গেল। এ সময় আবূ বাকর (রা.)-এর মৃত্যু সম্পর্কে ঐ সমস্ত লোক প্রায় নিশ্চিত হয়ে গিয়েছিল। আবূ বাকর (রা.) বেহুঁশ অবস্থায় ছিলেন। তাঁরা ফিরে মাসজিদে হারামে গেল এবং বললো, যদি আবূ বাকর (রা.) মারা যায়, তা হলে আমরা 'উতবাকে অবশ্যই হত্যা করবো। অতঃপর তারা আবার আবূ বাকর (রা.)-এর ঘরে আসলো। ইতোমধ্যে আবূ বাকর (রা.) হুঁশ ফিরে এলে বানূ তায়িমের লোকজন এবং তাঁর পিতা আবূ কুহাফাহ (রা.) তাঁর সাথে কথা বলার চেষ্টা করলেন। তখন তিনি প্রথম যে কথা বললেন, তা হলো, مَا فَعَلَ رَسُوْلُ الله صلى الله عليه وسلم ؟ -"রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর অবস্থা কী?" এটা শুনে বানু তায়িমের লোকেরা ক্রোধান্বিত হয়ে তাঁকে তিরস্কার করে চলে গেল এবং তাঁর মাকে তাঁর দেখাশোনা করতে বললো। এরপর আবূ বাকর (রা.) নিজের আম্মাকেও একান্তে একই প্রশ্ন করলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কেমন আছেন? কিন্তু তিনি এ সম্পর্কে কিছুই জানতেন না। ইত্যবসরে 'উমার (রা.)-এর বোন উম্মু জামীল (রা.) সেখানে এসে পৌঁছলেন এবং তাঁর নিকট থেকে আবূ বাকর (রা.) অবগত হলেন যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সুস্থ ও নিরাপদে আছেন এবং আরকাম (রা.)-এর ঘরে অবস্থান করছেন, তখন তিনি শান্ত হলেন; কিন্তু তিনি সাথে সাথে এ কথাও বললেন, فَإِنَّ لِلّهِ عَلَيَّ أَنْ لَا أَذُوْقَ طَعَامًا، وَلَا أَشْرَبَ شَرَابًا، أَوْ آتِيَ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم. -"আল্লাহর শপথ, যতক্ষণ পর্যন্ত আমি নিজে গিয়ে স্বচক্ষে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)কে না দেখবো, ততক্ষণ পর্যন্ত কোনো পানাহার করবো না।" তাই আবূ বাকর (রা.) উম্মু জামীল ও নিজের মাতার সহযোগিতায় তাঁদের ওপর ভর করে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর দরবারে উপস্থিত হন। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) দেখেই এগিয়ে এসে তাঁকে চুমো খেলেন। মুসলিমরাও সমবেদনা জানানোর জন্য তাঁর দিকে এগিয়ে এলেন। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁর অবস্থা দেখে অত্যন্ত দুঃখিত হলেন। এ সময় আবূ বাকর (রা.) বললেন,

يَا رَسُولَ اللهِ، لَيْسَ بِي بَأْسٌ إِلَّا مَا نَالَ الْفَاسِقُ مِنْ وَجْهِي، وَهَذِهِ أُمِّي بَرَّةٌ بِوَلِدِهَا، وَأَنْتَ مُبَارَكٌ فَادْعُهَا إِلَى اللهِ، وَادْعُ اللهَ لَهَا، عَسَى اللهُ أَنْ يَسْتَنْقِذَهَا بِكَ مِنَ النَّارِ.

-"ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার কোনো অসুবিধা হয়নি। দুরাচারী ব্যক্তিটি আমার চেহারায় যা আঘাত করেছে তা ছাড়া। ইনি হলেন আমার স্নেহপরায়ণা মা। আপনি একজন বারকাতময় সত্তা। আপনি তাঁকে আল্লাহর দিকে দা'ওয়াত দিন এবং তাঁর জন্য দু'আ করুন! আশা করা যায় যে, আল্লাহ তা'আলা তাঁকে আপনার মাধ্যমে জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা করবেন।"

এরপর রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁর জন্য দু'আ করলেন এবং তাঁকে আল্লাহর দিকে আহ্বান জানালেন। ঐ দিনেই তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন। এরপর আবূ বাকর (রা.) একমাস দারুল আরকামে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সাথে অবস্থান করলেন। আবূ বাকর (রা.) প্রহৃত হবার দিন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর চাচা হামযাহ (রা.) ইসলাম গ্রহণ করেন।[৪৩]

উপর্যুক্ত ঘটনা থেকে আবূ বাকর (রা.)-এর দৃঢ় ঈমান, অপরিমিত সাহস ও রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর প্রতি অগাধ ভালোবাসার প্রমাণ পাওয়া যায়। কাফিরদের চরম নির্যাতনের মধ্যেও তিনি দৃঢ় কণ্ঠে পুনঃ পুনঃ ঈমানের ঘোষণা দিতে থাকেন। মাথায় গুরুতর আঘাত পেয়ে চৈতন্য হারালেন; কিন্তু যখনই চৈতন্য ফিরে এলো, তখন তাঁর মুখে সর্বপ্রথম এ প্রশ্ন ধ্বনিত হলো, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কোথায়? তিনি কেমন আছেন? কী অদ্ভুত ভালোবাসা! যখন তিনি জানলেন যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) দারুল আরকামে রয়েছেন, তখন তিনি আর স্থির থাকতে পারলেন না। তৎক্ষণাৎ মাকে সাথে নিয়ে সেখানে উপস্থিত হলেন এবং রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সুস্থ অবস্থা দেখে আশ্বস্ত হলেন।

এখানে একটি চমকপ্রদ বিষয় হলো, সত্যের প্রতি অবমাননা লক্ষ্য করে উম্মুল খায়র (রা.)-এর কোমল নারীপ্রাণ আর স্থির থাকতে পারলো না। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট তিনি তৎক্ষণাৎ বাই'আত গ্রহণ করে মুসলিম হয়ে গেলেন। এ নতুন মত ও পথ গ্রহণ করবার সময় তিনি স্বামীর সম্মতি নেবার কোনো প্রয়োজন অনুভব করলেন না। সত্যের আহ্বান শুনেই তাঁর অন্তর সাড়া দেয়। এখানেই আমরা মাতা ও পুত্র দু'জনের চিত্র একসাথে দেখবার সুযোগ পাচ্ছি। মহীয়সী জননীদের গর্ভেই মহৎ সন্তানের জন্ম হয়- এ প্রবাদ আবূ বাকর (রা.)-এর মাতাকে দেখে আরো সত্য প্রমাণিত হলো। যেমন জননী, তেমনি সন্তান! কোনো আশা নেই, সামনে বন্ধুর পথ, পদে পদে বিপদ! তবু তা জেনে-শুনেই এ পথে পা বাড়ালেন। নিঃসন্দেহে উম্মুল খায়র

---

৪৩. ইবনু কাছীর, *আস-সীরাতুন নাবাবিয়্যাহ,* খ.১,পৃ.৪৩৯-৪৪১, *আল-বিদায়াতু ওয়ান নিহায়াতু,* খ.৩,পৃ.৪০; ইবনু 'আসাকির, *তারীখু দিমাশক,* খ.৩০,পৃ.৪৬-৫৩; আস-সালিহী আশ-শামী, *সুবুলল হুদা ওয়ার রাশাদ,* খ.২,পৃ.৩১৯-৩২০

(রা.) ছিলেন ইসলামের প্রাথমিক যুগের সত্য-সন্ধানীদের অন্যতম। উম্মুল মু'মিনীন খাদীজাহ (রা.)-এর পর তাঁর ইসলাম গ্রহণ যথেষ্ট গুরুত্বের দাবি রাখে।

মাক্কায় রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর একান্ত সাথী

আবূ বাকর (রা.) ছিলেন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর একান্ত সাথী। ইসলাম গ্রহণের পর থেকে আবূ বাকর (রা.) রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিত্য সহচররূপে জীবন অতিবাহিত করতেন। তাঁরা দুজনে মাক্কায় অবস্থান কালে প্রায় এক সাথে থাকতেন। অনুমতি ছাড়া তিনি কখনো রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সঙ্গ ত্যাগ করেননি। বলতে গেলে ইসলামের প্রাথমিক অবস্থায় মাক্কায় তাঁদের দুজনের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় ইসলাম বিস্তার লাভ করে। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এরও অভ্যাস ছিল, প্রত্যেক দিন সকাল বা বিকালে অন্তত একবার তিনি আবূ বাকর (রা.)-এর ঘরে তাশরীফ আনতেন এবং তাঁর সাথে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে পরামর্শ করতেন। 'আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, لَقَلَّ يَوْمٌ كَانَ يَأْتِي عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا يَأْتِي فِيهِ بَيْتَ أَبِي بَكْرٍ أَحَدَ طَرَفَيْ النَّهَارِ. -"এমন দিন কমই গেছে, যে দিন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) দিনের দুভাগের কোনো একভাগে আবূ বাকর (রা.)-এর ঘরে আসেননি।"[৪৪]

বলাই বাহুল্য যে, অনেক মহাপুরুষেরই অনেক অন্তরঙ্গ শিষ্যের গুরুভক্তি ও ধর্মানুরাগের কাহিনী ইতিহাসে লিপিবদ্ধ রয়েছে; কিন্তু আল্লাহ ও রাসূলের প্রতি আবূ বাকর (রা.)-এর ভক্তি, শ্রদ্ধা ও অনুরাগের তুলনা মেলা ভার। ইসলাম গ্রহণের সাথে সাথে আবূ বাকর (রা.) ছায়ার মতো সর্বত্র রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর অনুগমন করেছেন। সুখে-দুঃখে, আপদে-বিপদে পরম বন্ধুরূপে তিনি সর্বদা তাঁর পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন।

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর জন্য আত্মত্যাগ

আবূ বাকর (রা.) ইসলামের জন্য অনেক দুঃখ-কষ্ট ভোগ করেছেন এবং অসীম ধৈর্য ধারণ করেছেন। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ও তাঁর সাহাবীগণের ওপর তখন এতো নির্মম নির্যাতন চালানো হতো, যা চিন্তা করলে গা শিউরে ওঠে। এ কঠিন অবস্থায়ও আবূ বাকর (রা.) নিজের জন্য কখনো ভাবতেন না। তিনি ভাবতেন, যেন

---

৪৪. বুখারী, *আস-সাহীহ,* (কিতাবুল বুয়ূ'), হা.নং: ১৯৯৪

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর কোনো ধরনের কষ্ট না হয়। কুরাইশরা কয়েকবারই রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)কে কষ্ট ও যন্ত্রণা দেয়ার প্রয়াস চালিয়েছে। প্রত্যেকবারেই আবূ বাকর (রা.) নিজের জীবনের মায়া ত্যাগ করে কুরাইশদের সামনে দাঁড়িয়েছেন। কখনো তিনি নিজেই তাদের অত্যাচার-নির্যাতন সহ্য করে, আবার কখনো নানা প্রকার উপদেশ দ্বারা তাদেরকে নিবৃত্ত করে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)কে রক্ষা করেছেন। উপরিউক্ত ঘটনা থেকে জানা যায় যে, তিনি নিজে কাফিরদের অত্যাচার ও নির্যাতন মাথা পেতে নিয়ে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)কে শত্রুদের হাত থেকে রক্ষা করেছেন। এ ধরনের আরো বহু ঘটনার কথা উল্লেখ করা যায়। যেমন -

'উরওয়াহ ইবনুয্ যুবাইর (রা.) বলেন, একদিন আমি 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আমর (রা.)কে জিজ্ঞেস করলাম, মুশরিকরা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সাথে কী ধরনের কঠোর আচরণ করেছে? তিনি জবাব দিলেন, একদিন আমি দেখলাম, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কা'বা শারীফে নামায পড়ছিলেন। এমন সময় 'উকবা ইবনু আবী মু'আইত সেখানে এসে নিজের চাদর দিয়ে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর গলা এমনভাবে পেঁচিয়ে ধরল যে, তাঁর শ্বাস রুদ্ধ হওয়ার উপক্রম হলো। তৎক্ষণাৎ আবূ বাকর (রা.) সেখানে গিয়ে 'উকবাকে কাঁধে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিলেন এবং বললেন,

أَتَقْتُلُونَ رَجُلًا أَنْ يَقُولَ رَبِّيَ اللهُ، وَقَدْ جَاءَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ مِنْ رَبِّكُمْ.

-"তোমরা কি একজন ব্যক্তিকে শুধু এ কারণেই হত্যা করতে চাও যে, তিনি বলেন, আমার রাব্ব হলেন আল্লাহ। অথচ তিনি তোমাদের কাছে তোমাদের রাব্বের নিকট থেকে সুস্পষ্ট প্রমাণ নিয়ে এসেছেন।"[৪৫]

আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত রয়েছে। তিনি বলেন, একদিন মাক্কার মুশরিকরা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)কে এমন নির্মমভাবে মারধর করলো যে, তিনি অজ্ঞান হয়ে পড়লেন। এ সময় আবূ বাকর (রা.) দ্রুত সেখানে পৌঁছলেন এবং মুশরিকদের উদ্দেশ্য করে বললেন, وَيْلَكُمْ ، أَتَقْتُلُونَ رَجُلًا أَنْ يَقُولَ رَبِّيَ اللّٰهُ ؟-"ওরে হতভাগার দল! তোমরা কি একজন ব্যক্তিকে শুধু এ কারণেই হত্যা করতে চাও যে, তিনি বলেন, আমার রাব্ব হলেন আল্লাহ।" লোকেরা পেছনে ফিরে বললো, ইনি কে? তাদের

---

৪৫. বুখারী, *আস-সাহীহ,* (কিতাবুল মানাকিব), হা.নং:৩৪০২, ৩৫৬৭, (কিতাবুত তাফসীর), হা.নং: ৪৪৪১

মধ্য থেকে একজন জবাব দিল, هَذَا ابْنُ أَبِي قُحَافَةَ الْمَجْنُونُ. - "ইনি হলেন আবূ কুহাফার পাগল ছেলে।"[৪৬]

মুহাম্মাদ ইবনু 'আকীল (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন 'আলী (রা.) খুতবা দিতে গিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, يَا أَيُّهَا النَّاسُ، مَنْ أَشْجَعُ النَّاسِ؟-"হে লোকেরা, শ্রেষ্ঠ সাহসী ব্যক্তি কে?" লোকেরা বললো, "আমীরুল মু'মিনীন! আপনি।" তিনি বললেন,

> أَمَا إِنِّي مَا بَارَزَنِي أَحَدٌ إِلَّا انْتَصَفْتُ مِنْهُ، وَلَكِنْ هُوَ أَبُو بَكْرٍ، إِنَّا جَعَلْنَا لِرَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَرِيْشًا فَقُلْنَا: مَنْ يَكُونُ مَعْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم لِئَلَّا يَهْوِيَ إِلَيْهِ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ؟ فَوَ اللهِ، مَا دَنَا مِنَّا أَحَدٌ إِلَّا أَبُو بَكْرٍ شَاهِرًا بِالسَّيْفِ عَلَى رَأْسِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، لَا يَهْوِيْ إِلَيْهِ أَحَدٌ إِلَّا أَهْوَى إِلَيْهِ. فَهَذَا أَشْجَعُ النَّاسِ.
>
> -"না! আমি তো কেবল সম্মুখ যুদ্ধেই বীরত্ব প্রদর্শন করেছি। শ্রেষ্ঠ সাহসী হলেন আবূ বাকর (রা.)। আমরা (বাদ্‌র যুদ্ধে) রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর জন্য একটি তাঁবু তৈরি করেছিলাম। আমরা জিজ্ঞেস করেছিলাম, এই তাঁবুতে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সাথে কে অবস্থান করবেন? কে তাঁকে পাহারা দেবেন? যাতে করে কোন মুশরিক তাঁর কাছে ঘেঁষতে না পারে। আল্লাহর কাসাম! সে দিন আবূ বাকর (রা.) ছাড়া কেউ এগিয়ে আসেননি। তিনি হাতে নাঙা তরবারি নিয়ে এমনভাবে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর খিদমাতে উপস্থিত থাকেন যে, কোনো শত্রু তাঁর দিকে আসতেই তিনি তাঁকে সাথে সাথে আক্রমণ করতেন। ইনিই হলেন শ্রেষ্ঠতম সাহসী ব্যক্তি।"

'আলী (রা.) বলেন, এমনিভাবে একদিন আমি দেখি যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)কে কুরাইশরা বেষ্টন করে আছে। কেউ তাঁকে ধরে টানছে, আর কেউ ধাক্কা দিচ্ছে। সকলেই এক বাক্যে বলছে, أَنْتَ جَعَلْتَ الْآلِهَةَ إِلَهًا وَاحِدًا؟ -"তুমি কি সে ব্যক্তি, যে সব ইলাহকে মিলিয়ে এক করে দিয়েছো?" 'আলী (রা.) বলেন, এ দৃশ্য এতোই ভয়ানক ছিল যে, আমাদের মধ্যে কেউ রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর কাছে যাওয়ার সাহস করেন নি। ঠিক তখনি আবূ বাকর (রা.) সামনে এগিয়ে গেলেন।

---

৪৬. হাকিম, *আল-মুস্তাদরাক*, (কিতাবু মা'আরিফাতিস সাহাবা), হা.নং:৪৩৯৮; আবূ ই'য়ালা, *আল-মুসনাদ*, হা.নং:৩৫৯২

তিনি কুরাইশদের কাউকে মার দিয়ে, আবার কাউকে ধাক্কা দিয়ে পেছনে হটিয়ে দিলেন এবং বললেন, وَيْلَكُمْ، أَتَقْتُلُوْنَ رَجُلًا أَنْ يَقُولَ رَبِّيَ اللهُ ؟ -"ওরে হতভাগার দল! তোমরা কি একজন ব্যক্তিকে শুধু এ কারণে হত্যা করতে চাও যে, তিনি বলেন, আমার রাব্ব হলেন আল্লাহ।" বর্ণনাকারী বলেন, এতটুকু বলেই 'আলী (রা.) নিজের চাদর তুলে নিলেন এবং কাঁদতে লাগলেন। এতে তাঁর দাড়ি অশ্রুতে ভিজে গেল। অতঃপর তিনি লোকদের জিজ্ঞেস করলেন, أَنْشُدُكُمْ بِاللهِ أَمُؤْمِنُ آلِ فِرْعَوْنَ خَيْرٌ أَمْ أَبُو بَكْرٍ. -"আমি তোমাদের আল্লাহর দোহাই দিয়ে জিজ্ঞেস করছি, ফির'আউন-পরিবারের মু'মিন ব্যক্তিটি উত্তম ছিল, না-কি আবূ বাকর (রা.)?" এ কথা শুনে লোকজন চুপ করে থাকলেন এবং কাঁদতে লাগলেন। এরপর 'আলী (রা.) বললেন,

أَلَا تُجِيْبُوْنِي! فَوَاللهِ لَسَاعَةٌ مِنْ أَبِي بَكْرٍ خَيْرٌ مِنْ مِلْءِ الْأَرْضِ مِنْ مُؤْمِنِ آلِ فِرْعَوْنِ، ذَاكَ رَجُلٌ كَتَمَ إِيْمَانَهُ، وَهَذَا رَجُلٌ أَعْلَنَ إِيْمَانَهُ .

-"তোমরা কি আমার কথার জবাব দেবে না? আল্লাহর শপথ! আবূ বাকর (রা.)-এর একটি মুহূর্তও ফির'আউন-পরিবারের মু'মিন ব্যক্তিটির সকল মুহূর্তের চেয়েও উত্তম। কেননা তিনি তো তাঁর ঈমানকে গোপন করে রেখেছিলেন। আর ইনি তাঁর ঈমানের প্রকাশ্য ঘোষণা দিয়েছেন।"[৪৭]

এই হলো সত্য-মিথ্যা এবং কুফর ও ঈমানের চিরন্তন দ্বন্দ্বের উজ্জ্বলতম উদাহরণ। আবূ বাকর (রা.) আল্লাহর পথে যে কষ্ট ও নির্যাতন সহ্য করেছেন তাতে তাঁর বিরল ব্যক্তিত্ব, বীরত্ব ও সাহসিকতার প্রমাণ মেলে। এ কারণে ঘটনার কয়েক দশক পরে যখন 'আলী (রা.) খালীফা হলেন, তখনও তিনি আবূ বাকর (রা.)-এর সে বীরত্ব ও সাহসিকতার কথা ভুলে যেতে পারেননি। তাঁর এ ঘটনায় তিনি এতো অভিভূত হয়ে পড়েছিলেন যে, তিনি নিজেও কাঁদলেন, অপরকেও কাঁদালেন।

আসমা' বিনতু আবী বাকর (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন কুরাইশের কাফিররা হারাম শারীফে জমায়েত হয়ে সলা-পরামর্শ করছিল। এমন সময় একজন বলে ওঠল, তোমরা কি শুনতে পেয়েছো যে, মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমাদের দেব-দেবী সম্বন্ধে অপমানজনক নিন্দাবাদ করছে? তোমরা দুর্বল বলেই তার পক্ষে এটা সম্ভব হচ্ছে। সে তোমাদের দুর্বলতার সুযোগ গ্রহণ করে আমাদের দেব-দেবী ও ধর্ম সম্বন্ধে যা ইচ্ছা তা-ই প্রচার করে বেড়াচ্ছে। আর তোমরা তা নিরবে সহ্য করে যাচ্ছো। তাদের আলোচনা চলছিল, এমন সময় হঠাৎ রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি

---

৪৭. বাযযার, *আল-মুসনাদ*, হা.নং:৬৮৯; ইবনু কাছীর, *আস-সীরাতুন নাবাবিয়্যাহ*, খ.২,পৃ.৪১১

ওয়া সাল্লাম) সে পথ দিয়ে কোথাও যাচ্ছিলেন। তাঁকে দেখা মাত্রই পাপিষ্ঠরা সমস্বরে বলে ওঠল, "ওহে মুহাম্মাদ, তুমি নাকি আমাদের ধর্ম ও দেব-দেবীর নিন্দাবাদ প্রচার করে বেড়াচ্ছো?" রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বিন্দুমাত্র ভীত না হয়ে বললেন, আমি যা বলছি সত্যই বলছি। এ কথা শুনামাত্রই তাদের মধ্য থেকে একজন দৌড়ে এসে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর গলা থেকে চাদর ছিনিয়ে নিল এবং তা দ্বারা তাঁর গলা পেঁচিয়ে সজোরে কষতে লাগল। এতে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর গলায় ফাঁস লেগে তাঁর শ্বাস রুদ্ধ হওয়ার উপক্রম হয়। এ সময় জনৈক ব্যক্তি এসে আবূ বাকর (রা.)কে সংবাদ দিল, আপনার সাথীকে রক্ষা করুন! এ খবব পেয়ে আবূ বাকর (রা.) ঊর্ধশ্বাসে দৌড়িয়ে সেখানে এসে পৌঁছলেন এবং তাঁকে মুশরিকদের নির্যাতনের হাত থেকে ছাড়িয়ে নিয়ে বললেন,

{ أَتَقْتُلُونَ رَجُلًا أَنْ يَقُولَ رَبِّيَ اللهُ، وَقَدْ جَاءَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ مِنْ رَبِّكُمْ }

> -"তোমরা কি একজন ব্যক্তিকে শুধু এ কারণেই হত্যা করতে চাও যে, তিনি বলেন, আমার রাব্ব হলেন আল্লাহ। অথচ তিনি তোমারদের কাছে তোমাদের রাব্বের নিকট থেকে সুস্পষ্ট প্রমাণ নিয়ে এসেছেন।"

এতে মুশরিকরা উত্তেজিত হয়ে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)কে ছেড়ে দিয়ে সকলে আবূ বাকর (রা.)-এর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল এবং ইচ্ছেমতো নির্যাতন করল। আবূ বাকর (রা.) সেখান থেকে যখন ঘরে ফিরে আসলেন, তখন তাঁর অবস্থা এরূপ ছিল যে, তাঁর মাথার চুলগুলো আর মাথায় লাগানো ছিল না। মাথার যেখানেই হাত দিতেন সেখানেই চুলগুলো আলগা পেতেন। এ খসা চুলগুলো মাথা থেকে তিনি ফেলতে থাকেন, আর এর সাথে তিনি পড়তে থাকেন- تَبَارَكْتَ وَتَعَالَيْتَ، يَاذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. -"হে মর্যাদা ও সম্মানের অধিকারী, আপনার পবিত্র সত্তা কতোই না মুবারাকপূর্ণ ও সুমহান![৪৮]

এভাবে আবূ বাকর (রা.) কয়েকবারই নিজে কাফিরদের অত্যাচার ও নির্যাতন মাথা পেতে নিয়ে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)কে শত্রুদের হাত থেকে থেকে রক্ষা করেন। বস্তুত তিনিই রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর পরে সর্বপ্রথম আল্লাহর পথে নির্যাতন ভোগ করেছেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)কে কাফিরদের অত্যাচার ও নির্যাতন থেকে রক্ষা করেছেন এবং আল্লাহর পথে লোকদের আহ্বান জানিয়েছেন।[৪৯] তিনি ছিলেন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া

---

৪৮. আবূ নু'আইম, *হিলয়াতুল আওলিয়া*, খ.১,পৃ.১৬; ইবনু 'আবদিল বারর, *আল-ইস্তি'আব*, খ.১,পৃ.২৯৬; ইবনুল জাওযী, *আল-মুনতাযিম*, খ.১,পৃ.৪৩০; আল-মুহিব্ব আত-তাবারী, *আর-রিয়াদুন নাদিরাতু..*, পৃ.৩৯

৪৯. মুহাম্মাদ 'আবদুর রাহমান কাসিম, *আবূ বাকর আস-সিদ্দীক*, পৃ.২৯, ৩০, ৩২

সাল্লাম)-এর ডানহাত স্বরূপ। তিনি নিজেকে সর্বদাই সর্বান্তকরণে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সাহচর্যে নিয়োজিত রাখতেন।

দরিদ্র ও ক্রীতদাসদের ওপর কুরাইশের নির্যাতন এবং আবূ বাকর (রা.)-এর সহমর্মিতা

ইসলামের প্রাথমিক অবস্থায় ইসলাম গ্রহণকারীদের মধ্যে যদিও কয়েকজন প্রতাপশালী ধনবান লোক ছিলেন; কিন্তু তাঁদের অধিকাংশই ছিলেন গরীব, মিসকীন ও ক্রীতদাস। বলতে গেলে এ গরীব ও অসহায় গোলামরাই অসীম ধৈর্য ও সাহসিকতার সাথে মাক্কার ভূমিতে ইসলামের ভিত্তি সুদৃঢ় করে তুলেছিলেন। এ কারণেই এ সকল নিঃসহায় গরীব ও ক্রীতদাস যালিম কাফিরদের নির্মম নির্যাতন ও উৎপীড়নের শিকার হন। আবূ বাকর (রা.) একদিকে কুরাইশের বিখ্যাত ব্যক্তিদের কয়েকজনকে ইসলামের দিকে টেনে নিয়ে আসেন এবং অপরদিকে সত্য দীন গ্রহণ করার কারণে যে সব দরিদ্র ও অসহায় গোলাম কুরাইশের যুলম-নির্যাতনের শিকারে পরিণত হয়েছিল তাঁদেরকে ক্রয় করে অত্যাচারী ও নিষ্ঠুর মুনিবদের হাত থেকে রক্ষা করতেন এবং আল্লাহর ওয়াস্তে তাঁদের আযাদ করে দিতেন। ফলে তাঁরা তাঁদের অত্যাচারী মুনিবদের নিপীড়ন থেকে রক্ষা পেয়ে ইসলামের আশ্রয়ে চলে আসেন। একদিন তাঁর পিতা আবূ কুহাফাহ (রা.) জিজ্ঞেস করেন,

يَا بُنَيَّ، إنِّي أَرَاكَ تُعْتِقُ رِقَابًا ضِعَافًا، فَلَوْ أَنَّكَ إِذْ فَعَلْتَ مَا فَعَلْتَ أَعْتَقْتَ رِجَالًا جَلَدًا يَمْنَعُونَكَ ، وَيَقُومُونَ دُونَكَ .

-"প্রিয় বৎস, তোমাকে দেখতে পাচ্ছি, তুমি দুর্বল গোলামদেরকে খরিদ করে আযাদ করে দিচ্ছো। যদি তুমি একান্তই গোলাম আযাদ করতে চাও, তবে তো শক্তিশালী গোলামদের আযাদ করতে পারো, যারা তোমাকে রক্ষা করতে পারবে, এবং তোমার পাশে দাঁড়াতে পারবে।"

আবূ বাকর (রা.) জবাব দিলেন, يَا أَبَتِ، إِنِّي إِنَّمَا أُرِيدُ مَا أُرِيدُ. "আব্বাজান, আমি একটি মহৎ উদ্দেশ্যে (অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি লাভের জন্য) এদেরকে আযাদ করছি।"[৫০]

ইতঃপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, ইসলাম গ্রহণ করার সময় আবূ বাকর (রা.)-এর নিকট চল্লিশ হাজার দিরহাম মজুদ ছিল। মুসলিম হবার পরও তিনি যথারীতি পূর্ববৎ ব্যবসা-বাণিজ্য চালিয়ে যেতেন। অবশ্যই ইসলামের সেবায় আত্মনিয়োগ করার ফলে

৫০. হাকিম, *আল-মুস্তাদরাক*, (কিতাবুত তাফসীর), হা.নং:৩৯০৩; তাবারী, *জামি'উল বায়ান..*, খ.২৪,পৃ.৪৭১; ইবনু কাছীর, *তাফসীরুল কুর'আনিল 'আযীম*, খ.৮,পৃ.৪২০

ব্যবসায়ের কাজে অধিক মনোনিবেশ করতে পারতেন না। কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলা তাঁকে তাঁর ব্যবসায় অসাধারণ লাভ দান করেন। তাঁর লাভের পরিমাণ পূর্বের চেয়ে কোনো অংশেই হ্রাস পায়নি। তিনি ইসলাম গ্রহণ করার পর তাঁর সকল অর্থ-সম্পদ গরীব ও অসহায় গোলামদের জন্য অকাতরে বিলিয়ে দেন। পূর্ব সঞ্চিত চল্লিশ হাজার দিরহাম এবং পরবর্তী কালের প্রচুর লাভের সমুদয় অর্থ-সম্পদ গরীব মুসলিমদের কল্যাণে ব্যয় করে যখন তিনি মাদীনায় হিজরাত করেন, তখন তাঁর নিকট মাত্র পাঁচ হাজার দিরহাম অবশিষ্ট ছিল।[৫১]

আবূ বাকর (রা.)-এর আযাদকৃত গোলাম

আবূ বাকর (রা.) যেসব গোলামকে খরিদ করে মুক্ত করে দিয়েছিলেন, তাঁদের সংখ্যা ছিল সাত। 'উরওয়া (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, أَعْتَقَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ سَبْعَةً مِمَّنْ كَانَ يُعَذَّبُ فِي اللَّهِ. -"আল্লাহর পথে নির্যাতিত হতো এরূপ সাত জন দাস-দাসীকে আবূ বাকর (রা.) নিজের অর্থ দ্বারা মুক্ত করেন।"[৫২] কিন্তু প্রকৃত সংখ্যা এর চেয়ে কয়েকজন বেশি হতে পারে। নিম্নে তাঁদের সংক্ষিপ্ত পরিচয় তুলে ধরা হলো-

১. বিলাল ইবনু রাবাহ আল-হাবশী (রা.)

বিলাল (রা.) মাক্কার জনৈক পাপিষ্ঠ কাফির উমাইয়াহ ইবনু খালাফের ক্রীতদাস ছিলেন। তিনি একজন অতি পবিত্র মনের সাচ্চা ও ঈমানের কঠিন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ অকুতোভয় ঈমানদার ছিলেন। মাক্কায় প্রথম পর্যায়ে যারা নিজেদের ইসলাম গ্রহণের কথা প্রকাশ করেছিলেন, তিনি ছিলেন তাঁদের একজন।[৫৩] যখন বিলাল (রা.)-এর ইসলাম গ্রহণের কথা তাঁর মুনিব জানতে পারল, তখন থেকে সে তাঁর ওপর অকথ্য ও অবর্ণনীয় নির্যাতন আরম্ভ করে দিল। সে তাঁকে দ্বিপ্রহরের প্রখর রৌদ্রতাপে উত্তপ্ত মরু বালুকার

---

৫১. ইবনু হাজার, *আল-ইসাবাহ,* খ.২,পৃ.১৫২

৫২. হাকীম, *আল-মুস্তাদরাক,* (কিতাবু মা'আরিফাতিস সাহাবাহ), হা.নং:৫২৪২; তাবারানী, *আল-মু'জামুল কাবীর,* হা. নং: ১০০১; ইবনু আবী শায়বাহ, *আল-মুছান্নাফ,* (বাব ঃ মা যুকিরা ফী আবী বাকর আস-সিদ্দীক রা.) খ.৭,পৃ.৪৭৩

৫৩. মুজাহিদ (রাহ.) বলেন, মাক্কায় প্রথম পর্যায়ে যাঁরা নিজেদের ইসলাম গ্রহণের কথা প্রকাশ করেছিলেন তাঁদের সংখ্যা ছিল সাত। তাঁরা হলেন- রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম), আবূ বাকর, বিলাল, খাব্বাব [কেউ কেউ খাব্বাব (রা.)-এর পরিবর্তে মিকদাদ (রা.)-এর কথা উল্লেখ করেছেন], ছুহাইব, 'আম্মার ও সুমাইয়্যাহ (রা.) প্রমূখ। (হাকীম, *আল-মুস্ত াদরাক,* [কিতাবু মা'আরিফাতিস সাহাবাহ], হা.নং:৫৪৯৯; ইবনু আবী শায়বাহ, *আল-মুছান্নাফ,* [বাব ঃ ফী বিলাল (রা.) ওয়া ফাদলিহী], খ.৭,পৃ.৫৩৭; আবূ নু'আয়ম, *মা'আরিফাতুস সাহাবাহ,* হা.নং: ১০৫৬, ২১২৪, ৪৬৪৮)

ওপর শায়িত করে পিঠের ওপর ভারী পাথরখণ্ড চাপিয়ে দিত, যাতে তিনি নড়াচড়া করতে না পারেন। লোহার শলাকা আগুনে গরম করে তা দ্বারা শরীরের জায়গায় জায়গায় দাগ দিত। এরপর সে বলত, ইসলাম ছেড়ে দাও। নয়তো তোমাকে এভাবে হাঁপাতে হাঁপাতে মৃত্যুবরণ করতে হবে। তখন তাওহীদের পাগল বিলাল (রা.) শুধু 'আহাদ' 'আহাদ' (অর্থাৎ আল্লাহ এক, আল্লাহ এক) উচ্চারণ করতেন। তারপর ঐ নরাধম তাঁর গলায় একটি রশি বেঁধে দুষ্ট ছোকড়াদের হাতে তাঁকে ছেড়ে দিত। তারা তাঁকে মাক্কার কঙ্করময় অলি-গলিতে টেনে হেঁচড়ে নিয়ে যেত। এ সব মর্মান্তিক দৃশ্য দেখে সে খুব আনন্দ পেত এবং অট্টহাসি করত।

একদিন আবূ বাকর (রা.) উমাইয়ার ঘরের পাশ দিয়ে কোথাও যাচ্ছিলেন। ঠিক সে সময়ে বিলাল (রা.)-এর ওপর উমাইয়ার নিষ্ঠুর নির্যাতন চলছিল। তিনি এ হৃদয়বিদারক দৃশ্য দেখে মনোবেদনায় অস্থির হয়ে পড়েন। উমাইয়াহকে উপদেশ দিলেন, বুঝাতে চেষ্টা করলেন। কিন্তু সে উল্টো আবূ বাকর (রা.)কে দায়ী করে বলল, أَنْتَ أَفْسَدْتَهُ! فَأَنْقِذْهُ مِمَّا تَرَى. -"তুমিই তো তাঁকে নষ্ট করে দিয়েছো! যদি তোমার দরদ থাকে, তবে তাকে ক্রয় করে আযাদ করে দাও।" সাথে সাথে আবূ বাকর (রা.) বললেন, আচ্ছা, আমার কাছে বিলালের চেয়ে অধিক শক্তিশালী ও সাহসী এবং তোমারই ধর্মের অনুসারী একজন কৃষ্ণাঙ্গ গোলাম রয়েছে, আমি তাকে বিলালের বিনিময়ে তোমাকে দিতে চাই![৫৪] উমাইয়াহ এ কথার ওপর সম্মত হলে আবূ বাকর (রা.) বাড়িতে গিয়ে তাঁর ঐ গোলাম নিয়ে আসেন এবং তাকে বিলালের বিনিময়ে দান করে বিলালকে গ্রহণ করেন এবং আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য তাঁকে আযাদ করে দেন।[৫৫] এরপর আবূ বাকর (রা.) বিলাল (রা.)কে নিয়ে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর খিদমাতে উপস্থিত হলেন এবং তাঁকে সমুদয় ঘটনা খুলে বললেন। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, !الشَّرِكَةَ، يَا أَبَا بَكْرٍ-"আবূ বাকর, আমাকেও শারীক কর।" আবূ বাকর

---

৫৪. কোনো কোনো রিওয়ায়াতে রয়েছে, আবূ বাকর (রা.) বিলাল (রা.)কে ৭ উকিয়া, মতান্তরে ৫ কিংবা ৪০ উকিয়া স্বর্ণের বিনিময়ে খরিদ করেছিলেন। (ইবনু সা'দ, *আত-তাবাকাতুল কুবরা*, খ.৩,পৃ.২৩২; ইবনুল জাওযী, *আল-মুন্তাযিম*, খ.২,পৃ.৩৫; যাহাবী, *সিয়ারু আ'লামিন নুবালা*, খ.১,পৃ.৩৫৩)

ইবনু 'আসাকির (রা.) বলেন, এ বেচাকেনার পর কাফিররা মন্তব্য করে যে, আমরা এক উকিয়া কম হলেও তাকে বিক্রি করে দিতাম। অপরদিকে আবূ বাকর (রা.) মন্তব্য করেন- لَوْ أَبَوْا إِلَّا مِائَةَ أُوقِيَّةٍ لَاشْتَرَيْتُهُ بِهَا. -" তারা একশত উকিয়ার কম তাঁকে বিক্রি করতে সম্মত না হলে আমি তাদের দাবির সর্বসাকুল্য পরিশোধ করেই তাঁকে অবশ্যই খরিদ করতাম।" (ইবনু 'আসাকির, *তারীখু দিমাশক*, খ.১০,পৃ.৪৪২)

৫৫. ইবনু হিশাম, *আস-সীরাতুন নাবাবিয়্যাহ*, খ.১,পৃ.৩১৭; আবূ নু'আয়ম, *হিলয়াতুল আউলিয়া*, খ.১,পৃ.৭৬; আল-মুহিব্ব আত-তাবারী, *আর-রিয়াদুন নাদিরাতু..*, পৃ.৬১

(রা.) আরয করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ,. قَدْ أَعْتَقْتُهُ، يَا رَسُولَ اللهِ -"আমি বিলালকে আযাদ করে দিয়েছি।"[৫৬] এ কথা শুনে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) খুবই খুশি হন এবং আবূ বাকর (রা.)-এর কল্যাণের জন্য দু'আ করেন।[৫৭] 'উমার (রা.) বলতেন, أَبُو بَكْرٍ سَيِّدُنَا، وَأَعْتَقَ سَيِّدَنَا يَعْنِي بِلَالاً. -"আবূ বাকর (রা.) আমাদের সর্দার। উপরন্তু তিনি আমাদের সর্দার (অর্থাৎ বিলাল)কে আযাদ করেছেন।"[৫৮]

২. 'আমির ইবনু ফুহাইরাহ (রা.)

'আমির ইবনু ফুহাইরাহ (রা.) 'আয়িশা (রা.)-এর বৈপিত্রিক ভাই আয্দ গোত্রের তুফাইল ইবনু 'আবদিল্লাহ ইবনি সাখবারাহ (রা.)-এর ক্রীতদাস ছিলেন। নুবুওয়াতের প্রাথমিক অবস্থায় রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) দারুল আরকামে প্রবেশ করার আগেই তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন। তাঁকেও ইসলাম গ্রহণের কারণে নির্মম অত্যাচার ও নির্যাতনের শিকার হতে হয়েছিল। এতদসত্ত্বেও তিনি ধৈর্য ও সহনশীলতার সাথে ইসলামের ওপর অবিচল থাকেন। আবূ বাকর (রা.) যখন তাঁর অবস্থা সম্পর্কে জানতে পারলেন, তখন তাঁকেও ক্রয় করে আযাদ করে দেন। তিনি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ও আবূ বাকর (রা.)-এর সাথে মাদীনায় হিজরাত করেছিলেন। তিনি বাদর ও উহুদ যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেছিলেন এবং হিজরী ৪র্থ সনে ৪০ বৎসর বয়সে বি'রে মা'উনার ঘটনায় শাহাদাত বরণ করেন।[৫৯]

৩. আবূ ফুকাইহাহ আল-জাহমী (রা.)

নাম ইয়াসার।[৬০] তিনি সাফওয়ান ইবনু উমাইয়ার ক্রীতদাস ছিলেন।[৬১] তিনিও নুবুওয়াতের প্রাথমিক অবস্থায় ইসলাম গ্রহণ করেন। ইসলাম ত্যাগ করার জন্য তাঁর ওপর

---

৫৬. ইবনু সা'দ, *আত-তাবাকাতুল কুবরা,* খ.৩,পৃ.২৩২; ইবনুল জাওযী, *আল-মুন্তাযিম,* খ.২,পৃ.৩৫; যাহাবী, *সিয়ারু আ'লামিন নুবালা,* খ.১,পৃ.৩৫৩

৫৭. ইবনু 'আসাকির, *তারীখু দিমাশক,* খ.১০,পৃ.৪৪৪

৫৮. ইবনু সা'দ, *আত-তাবাকাতুল কুবরা,* খ.৩,পৃ.২৩৩; আবূ নু'আয়ম, *হিলয়াতুল আউলিয়া,* খ.১,পৃ.৭৬; ইবনুল জাওযী, *আল-মুন্তাযিম,* খ.২,পৃ.৩৫; সাফাদী, *আল-ওয়াফী বিল-ওয়াফায়াত,* খ.২,পৃ.৪২১

৫৯. ইবনু সা'দ, *আত-তাবাকাতুল কুবরা,* খ.৩,পৃ.২৩০-১; ইবনুল আছীর, *উসদুল গাবাহ,* খ.২,পৃ.৬৩; ইবনু হাজার, *আল-ইসাবাহ,* খ.২, পৃ.৮৭, ১৪১; সাফাদী, *আল-ওয়াফী..,* খ.৫,পৃ.৩২১

৬০. কারো কারো মতে- তাঁর নাম ছিল আফলাহ ইবনু ইয়াসার। (ইবনুল আছীর, *উসদুল গাবাহ,* খ.১,পৃ.৬৭; ইবনু হাজার, *আল-ইসাবাহ,* খ.৩,পৃ.৩৮৪)

৬১. কারো কারো মতে, তিনি বানূ 'আবদিদ্দারের ক্রীতদাস ছিলেন। (ইবনু সা'দ, *আত-তাবাকাতুল কুবরা,* খ.৪,পৃ.১২৩; ইবনু হাজার, *আল-ইসাবাহ,* খ.৩,পৃ.৩৮৪)

কঠোর নির্যাতন চালানো হতো। কিন্তু তিনি অসীম ধৈর্য ও সাহসিকতার সাথে ইসলামের ওপর সুদৃঢ় থাকেন। দুপুর বেলা প্রখর রৌদ্রের সময় পায়ে লোহার শিকল পরিয়ে তাঁকে মরুপথ দিয়ে টেনে হেঁচড়ে উত্তপ্ত বালুকারাশির ওপর শোয়ানো হতো, অতঃপর পিঠের ওপর ভারি পাথর রেখে দেয়া হতো, যাতে তিনি নড়াচড়া করতে না পারেন। এ অবস্থায় তিনি নির্যাতন সহ্য করতে না পেরে প্রায় অজ্ঞান হয়ে পড়তেন।[৬২] একদিন নরাধম উমাইয়াহ ইবনু খালাফ তাঁকে পায়ে রশি বেঁধে টেনে হেঁচড়ে উত্তপ্ত বালুকারাশিতে নিয়ে আসে। এরপর সে গলায় রশি বেঁধে তাঁকে এমনভাবে ফাঁস দিতে লাগে যে, তাঁর প্রাণ বের হবার উপক্রম হয়। ঘটনাক্রমে এমন সময় আবূ বাকর (রা.) সে পথ দিয়ে যাচ্ছিলেন। আবূ ফুকাইহাহ (রা.)-এর এ অবস্থা দেখে তিনি অস্থির হয়ে পড়েন। অতঃপর তিনি তাঁকে খরিদ করে আযাদ করে দেন।[৬৩] আবূ ফুকাইহাহ (রা.) দ্বিতীয় দফায় হাবশায় হিজরাতকারীদের সাথে হিজরাত করেন।[৬৪]

৪. যিন্নীরাহ (রা.)

যিন্নীরাহ (রা.) বানু 'আবদিদ্দারের ক্রীতদাসী ছিলেন। তিনিও নুবুওয়াতের প্রাথমিক অবস্থায় ইসলাম গ্রহণ করেন। ইসলাম ত্যাগ করার জন্য তাঁর ওপরও কঠোর নির্যাতন চালানো হতো। কিন্তু তিনি অসীম ধৈর্য ও সাহসিকতার সাথে ইসলামের ওপর সুদৃঢ় থাকেন। আবূ জাহ্ল তাঁকে নির্মমভাবে নির্যাতন করত।[৬৫] আবূ বাকর (রা.) তাঁর এ নির্যাতনের কথা জানতে পেরে তাঁকে খরিদ করে আযাদ করে দেন।[৬৬] আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত। উম্মু হানী বিনতু আবী তালিব (রা.) বলেন, আবূ বাকর (রা.) যখন যিন্নীরাহ (রা.) কে আযাদ করেন, তখন তাঁর চোখ অন্ধ হয়ে গিয়েছিল। এ সময় মুশরিকরা বলল, مَا أَذْهَبَ بَصَرَهَا إِلَّا اللَّاتُ وَالْعُزَّى.- "লাত ও 'উযযাই তাঁর দৃষ্টি শক্তি নিয়ে গেছে।" তখন তিনি বললেন, كَذَبُوا، وَبَيْتِ اللهِ! مَا تَضُرُّ اللَّاتُ وَالْعُزَّى، وَمَا تَنْفَعَانِ. -"তারা মিথ্যা বলছে। আল্লাহর ঘরের শপথ! লাত ও 'উযযা না কারো ক্ষতি করতে পারে, না কারো উপকার করতে পারে!" এরপর আল্লাহ তা'আলা তাঁর দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে দেন। এটা দেখে মুশরিকরা বলল, এ তো মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর একটি যাদু।[৬৭]

---

৬২. ইবনু সা'দ, *আত-তাবাকাতুল কুবরা*, খ.৪,পৃ.১২৩
৬৩. ইবনু হাজার, *আল-ইসাবাহ*, খ.৩,পৃ.৩৮৪
৬৪. ইবনু সা'দ, *আত-তাবাকাতুল কুবরা*, খ.৪,পৃ.১২৩
৬৫. ইবনু হাজার, *আল-ইসাবাহ*, খ.৩,পৃ.৪৯৩
৬৬. ইবনু 'আবদিল বারর, *আল-ইস্তি'আব*, খ.২,পৃ.৯৭; ইবনু হাজার, *আল-ইসাবাহ*, খ.৩,পৃ.৪৯৩
৬৭. ইবনু হিশাম, *আস-সীরাতুন নাবাবিয়্যাহ*, খ.১,পৃ.৩১৮; ইবনু সা'দ, *আত-তাবাকাতুল কুবরা*, খ.৮,পৃ.২৫৬; ইবনু 'আবদিল বারর, *আল-ইস্তি'আব*, খ.২,পৃ.৯৭; ইবনু হাজার, *আল-ইসাবাহ*,

৫. জারিয়াতু বানী 'আমর ইবনি মু'আম্মাল

তিনি বানূ মু'আম্মালের[৬৮] একজন ক্রীতদাসী ছিলেন।[৬৯] তাঁর ও মুনিবের নাম জানা যায় না।[৭০] তিনিও নুবুওয়াতের প্রাথমিক অবস্থায় ইসলাম গ্রহণ করেন। 'উমার (রা.) ইসলাম গ্রহণের পূর্বে তাঁকে এমন নির্দয়ভাবে নির্যাতন করতেন যে, প্রহার করতে করতে তিনি নিজেই ক্লান্ত হয়ে পড়তেন। তখন বলতেন, إِنِّي أَعْتَذِرُ إِلَيْكِ، إِنِّي لَمْ أَتْرُكْكِ إِلَّا مَلَالَةً.-"আমি একটু বিশ্রাম নিই, তারপর আবার তোমাকে ধরবো।" কিন্তু তিনি অসীম ধৈর্য ও সাহসিকতার সাথে জবাব দিতেন, كَذَلِكَ يَفْعَلُ بِكَ رَبُّكَ.-"আল্লাহ তা'আলাও তোমার সাথে এরূপ আচরণ করবেন।"[৭১]

৬. নাহ্দিয়্যাহ (রা.)

৭. বিনতুন নাহ্দিয়্যাহ (রা.) [৭২]

নাহ্দিয়্যাহ (রা.) ও তাঁর মেয়ে উভয়েই বানূ 'আবদুদ্দারের জনৈকা মহিলার ক্রীতদাসী ছিলেন। নুবুওয়াতের প্রাথমিক অবস্থায় তাঁরাও ইসলাম গ্রহণ করেন। ইসলাম ত্যাগ করার জন্য তাঁদের ওপরও কঠোর নির্যাতন চালানো হতো। কিন্তু তাঁরা অসীম ধৈর্য ও সাহসিকতার সাথে ইসলামের ওপর সুদৃঢ় থাকেন। একদিন আবূ বাকর (রা.) তাঁদের

খ.৩,পৃ.৪৯৩

৬৮. বানূ মু'আম্মাল ঃ বানূ 'আদী ইবনু কা'বের একটি শাখা।

৬৯. কেউ কেউ তাঁকে 'আম্র ইবনু মু'আম্মালের কন্যা বলেছেন। (ইবনু সা'দ, *আত-তাবাকাতুল কুবরা,* খ.৮,পৃ.২৫৬)
ইবনু আবী শাইবাহ (রা.) তাঁর মুছান্নাফে আবূ বাকর (রা.)-এর আযাদকৃত দাস-দাসীর মধ্যে জারিয়াতু বানী 'আম্র ইবনি মু'আম্মালের জায়গায় হারিছাহ ইবনু 'আম্র ইবনি মু'আম্মালের নাম উল্লেখ করেছেন। (ইবনু আবী শায়বাহ, *আল-মুছান্নাফ,* [বাব ঃ মা যুকিরা ফী আবী বাকর (রা.)] খ.৭,পৃ.৪৭৩) কিন্তু অন্য কোনো গ্রন্থে তাঁর এ কথার সমর্থন পাওয়া যায় না। সম্ভবত কোনো রাবী অসর্তকতাবশত 'জারিয়াহ'-এর পরিবর্তে 'হারিছাহ' শব্দটি লিপিবদ্ধ করেছেন।)

৭০. মাওলানা সা'ঈদ আহমাদ আকবরাবাদী (রা.) তাঁর নাম লুবাইনাহ ও তাঁর মুনিবের নাম 'উমার (রা.) উল্লেখ করেছেন। (আকবরাবাদী, *ছিদ্দিকে আকবর (রা.),* পৃ. ১৪) তবে আমি তারীখের নির্ভরযোগ্য কোনো প্রাচীন গ্রন্থে তাঁর ও তাঁর মুনিবের নাম সুস্পষ্টভাবে খুঁজে পাইনি।

৭১. ইবনু সা'দ, *আত-তাবাকাতুল কুবরা,* খ.৮,পৃ.২৫৬; ইবনু হিশাম, *আস-সীরাতুন নাবাবিয়্যাহ,* খ.১,পৃ.৩১৯

৭২. ইবনু আবী শায়বাহ (রা.) তাঁর *মুছান্নাফে* আবূ বাকর (রা.)-এর আযাদকৃত দাস-দাসীর মধ্যে নাহ্দিয়্যাহ (রা.)-এর কন্যার পরিবর্তে বোনের কথা উল্লেখ করেছেন (ইবনু আবী শায়বাহ, *আল-মুছান্নাফ,* [বাব ঃ মা যুকিরা ফী আবী বাকর (রা.)] খ.৭,পৃ.৪৭৩) কিন্তু অন্য কোনো গ্রন্থে তাঁর এ কথার সমর্থন পাওয়া যায় না। সম্ভবত কোনো রাবী অসর্তকতাবশত 'বিনত'-এর পরিবর্তে 'উখ্ত' শব্দটি লিপিবদ্ধ করেছেন।)

পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় দেখলেন যে, তাঁরা মুনিবের আটা পিষছে। এ সময় তাঁদের মুনিব শপথ করে বলল যে, "আমি কখনো তোমাদের আযাদ করে দেবো না।" এ কথা শুনে আবূ বাকর (রা.) বললেন, حِلّ، يَا أُمَّ فُلَانٍ. -"অমুকের মা, তোমার শপথ ভেঙ্গে ফেলো। তখন মহিলাটি বলল, حِلّ أَنْتَ، أَفْسَدْتَهُمَا فَأَعْتِقْهُمَا. -"তুমি ভাঙ্গাও। তুমিই তাদের নষ্ট করেছো। অতএব, (যদি পারো) তুমি তাদের আযাদ করে দাও।" এরপর আবূ বাকর (রা.) যথাযথ মূল্যের বিনিময়ে তাঁদের খরিদ করে আযাদ করে দেন এবং হাতের আটা তাঁদের মুনিবকে ফিরিয়ে দিতে বলেন। এ সময় তাঁরা বললো, "হাতের কাজ অপূর্ণ ছেড়ে চলে যাওয়া ভালো লাগে না।" আবূ বাকর (রা.) বললেন, وَذَلِكَ إِنْ شِئْتُمَا. -"আচ্ছা, তবে পূর্ণ করে নাও।"[৭৩] তাঁদের মুনিব তাঁদের এ আচরণের অত্যন্ত প্রশংসা করলেন।

এখানে লক্ষণীয় ব্যাপার হলো, আবূ বাকর (রা.) ও তাঁর নব ক্রীত দু দাসীর মধ্যে যে সংক্ষিপ্ত আলাপ হলো, তাতে ইসলামের শিক্ষার অপূর্ব মহিমা ফুটে ওঠেছে। এটা মুনিবের সাথে গোলামের আলাপ তো নয়ই; বরং তা যেন দু'জন সমমর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তির আলাপ। তা ছাড়া ক্রীতদাসীদের চরিত্র দেখুন, যে মুনিব দীর্ঘ দিন ধরে তাদেরকে নির্দয়ভাবে নির্যাতন করত, তাঁরা মুক্তি পেয়ে তার সাথে কী আচরণ করলেন! তাঁরা ইচ্ছে করলে আটা পেষণের কাজ বাকী রেখেই তৎক্ষণাৎ চলে আসতে পারতেন। না, তাঁরা তা করেননি; বরং আটা পেষণের কাজ সম্পূর্ণ শেষ করেই তা মুনিবের হাতে অর্পণ করলেন, তারপর তার নিকট থেকে চলে আসলেন। কী অপূর্ব আচরণ! ইসলামই মানুষকে এ অনুপম চরিত্রের শিক্ষা দান করে।

৮. উম্মু 'উবাইস (রা.)[৭৪]

উম্মু উবাইস (রা.) বানূ যুহরাহ গোত্রের একজন ক্রীতদাসী ছিলেন।[৭৫] নুবুওয়াতের প্রাথমিক অবস্থায় তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন। ইসলাম গ্রহণের কারণে তাঁর ওপরও কঠোর নির্যাতন চালানো হতো। ঐতিহাসিক বালাযুরী (রাহ.) বলেন, আসওয়াদ

---

৭৩. ইবনু হিশাম, *আস-সীরাতুন নাবাবিয়্যাহ,* খ.১,পৃ.৩১৯; ইবনু কাছীর, *আস-সীরাতুন নাবাবিয়্যাহ,* খ.১,পৃ.৪৯৩; সুহায়লী, *আর-রাওদুল উনুফ,* খ.২,পৃ.৮৩

৭৪. কেউ কেউ তাঁর নাম উম্মু 'উনাইসও বলেছেন। তবে অনেকের মতে, তাঁর ছেলে 'উবাইস ইবনু কুরাইয ইবনি রাবী'আহ (রা.)-এর দিকে সম্বন্ধ করে তাঁকে উম্মু 'উবাইস (রা.) বলা হতো। (বালাযুরী, *আনসাবুল আশরাফ,* খ.১,পৃ.৮৪; ইবনু হাজার, *আল-ইসাবাহ,* খ.৪,পৃ.১০৭)

৭৫. বালাযুরী, *আনসাবুল আশরাফ,* খ.১,পৃ.৮৪
তবে যুবাইর ইবনু বাক্কার (রা.) বলেন, তিনি বানূ তায়িম গোত্রের জনৈকা অসহায় মহিলা ছিলেন। (ইবনু হাজার, *আল-ইসাবাহ,* খ.৪,পৃ.১০৭)

ইবনু 'আব্দ ইয়াগুছ নামক জনৈক পাপিষ্ঠ তাঁকে নির্যাতন করত। আবূ বাকর (রা.) তাঁর দুঃখ-কষ্টের কথা জানার পর তাঁকে খরিদ করে আযাদ করে দেন।[৭৬]

উপর্যুক্ত দাস-দাসীগণ সর্বপ্রথম ইসলামের পতাকাবাহী ও জীবন উৎসর্গকারী সাহাবীগণের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ছিলেন, যাঁদেরকে আবূ বাকর (রা.) নিজের অর্থ-সম্পদ ব্যয় করে গোলামীর জিঞ্জির থেকে মুক্ত করেছিলেন। এঁদের সন্তুষ্টির প্রতি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নিজেও খুব বেশি খেয়াল রাখতেন। এমনকি যদি আবূ বাকর (রা.)-এর থেকেও তাঁদের সম্পর্কে এ ধরনের কোনো কথা বের হতো, যা তাঁদের মর্মবেদনার সামান্য কারণ হয়ে দাঁড়াতো, তা হলে সাথে সাথে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁকেও সতর্ক করে দিতেন। 'আয়িয ইবনু 'আমির (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবূ সুফ্ইয়ান ইসলাম গ্রহণের পূর্বে একবার সালমান আল ফারসী, বিলাল আল-হাবশী ও সুহাইব আর-রূমী (রা.) প্রমুখের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। এমন সময় ঐ তিনজন তাঁকে দেখে বললেন, وَاللهِ، مَا أَخَذَتْ سُيُوفُ اللهِ مِنْ عُنُقِ عَدُوِّ اللهِ مَأْخَذَهَا. -"আল্লাহর কাসাম, আল্লাহর তরবারিগুলো তাঁর শত্রুর গর্দান স্পর্শ করেনি।" অর্থাৎ আজো তাকে ধ্বংস করেনি। ঘটনাক্রমে ঐ সময় আবূ বাকর (রা.) ঐ পথ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তিনি তাঁদের ঐ মন্তব্য শুনে বললেন, أَتَقُولُونَ هَذَا لِشَيْخِ قُرَيْشٍ وَسَيِّدِهِمْ! -"তোমরা কি কুরাইশের একজন সম্মানিত ব্যক্তি ও নেতা সম্পর্কে এরূপ মন্তব্য করছো?" এরপর আবূ বাকর (রা.) যখন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট উপস্থিত হয়ে উক্ত ঘটনা বর্ণনা করেন, তখন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলে ওঠেন, يَا أَبَا بَكْرٍ، لَعَلَّكَ أَغْضَبْتَهُمْ! لَئِنْ كُنْتَ أَغْضَبْتَهُمْ لَقَدْ أَغْضَبْتَ رَبَّكَ. -"আবূ বাকর, সম্ভবত তুমি ওদের (গোলাম) কে অসন্তুষ্ট করেছো! যদি ঘটনা তা-ই হয়ে থাকে, তা হলে তুমি আল্লাহকেও অসন্তুষ্ট করেছো।" আবূ বাকর (রা.) এ কথা শুনার সাথে সাথে ঐ তিন ব্যক্তির নিকট এসে বললেন, يَا إِخْوَتَاهُ، أَغْضَبْتُكُمْ ؟ - "আমার প্রিয় ভাইয়েরা, আমি কি তোমাদেরকে অসন্তুষ্ট করেছি?" তাঁরা বললেন, لَا، يَغْفِرُ اللهُ لَكَ، يَا أَخِي. -"না! আমরা অসন্তুষ্ট হইনি। হে ভাই, আল্লাহ আপনাকে ক্ষমা করুন!"[৭৭]

হাবশায় হিজরাতের উদ্দেশ্যে যাত্রা ও ইবনুদ দাগিনার নিরাপত্তা দান

আবূ বাকর (রা.) মাক্কা নগরীর একজন অসাধারণ প্রভাব-প্রতিপত্তিশালী, প্রচুর বিত্ত-বৈভবের অধিকারী ও সর্বজন সমাদৃত সমাজপতি ছিলেন। ইসলাম গ্রহণের কারণে

৭৬. ইবনু মাকূলা, *আল-ইকমাল*, খ.১,পৃ.৪৩৭; ইবনু হাজার, *আল-ইসাবাহ*, খ.৪, পৃ.১০৭

৭৭. মুসলিম, *আস-সাহীহ*, (কিতাবু ফাদা'য়িলিস সাহাবাহ), হা.নং: ৪৫৫৯; আহমাদ, *আল-মুসনাদ*, হা.নং:১৯৭২২; যাহাবী, *সিয়ারু আ'লামিন নুবালা*, খ.১,পৃ.৫৪০

প্রত্যেক কাফির ব্যক্তি তাঁর ওপর ভীষণ চটা ছিল। সুযোগ পেলেই তাঁকেও উৎপীড়ন ও নির্যাতনের শিকারে পরিণত করবে- এ ইচ্ছা সকলের অন্তরেই বিদ্যমান ছিল। ইসলাম গ্রহণের অজুহাতে বহু মুসলিম কাফিরদের দ্বারা নানাভাবে নির্যাতিত ও লাঞ্ছিত হচ্ছিল এবং এ নির্যাতন দিন দিন বেড়েই যাচ্ছিল। ইতোমধ্যে আবূ বাকর (রা.)-এর একান্ত প্রেরণায় তালহা ইবনু 'উবাইদুল্লাহ (রা.) ইসলাম গ্রহণ করলেন। তালহা (রা.)-এর চাচা নাওফাল ইবনু খুওয়ালিদ ইবনিল 'আদাওয়াইয়াহ[৭৮] তালহা (রা.)-এর ইসলাম গ্রহণ করার কারণে ভীষণ ক্রোধান্বিত হয়ে তালহা এবং আবূ বাকর (রা.) দুজনকেই এক রশি দ্বারা বেঁধে রেখেছিল। এ কারণে তাঁদের দুজনকে القرينين। (জোড়া সাথী) বলা হতো। তাঁরা উভয়ে অত্যন্ত ধৈর্যের সাথে এ নির্যাতন সহ্য করলেন। আবূ বাকর (রা.)-এর বংশ বানু তায়িমের লোকেরাও এর কোনো কৈফিয়ত তলব করলো না।[৭৯] বস্তুত তারাও নিরব ভাষায় এ কথা প্রকাশ করলো যে, আবূ বাকর (রা.)-এর ইসলাম গ্রহণে তারা সন্তুষ্ট নয়। আবূ বাকর (রা.)ও তাঁর বংশের লোকদের নিকট কোনো সাহায্য চাইলেন না। সমস্ত বিপদ ও নির্যাতন নিরবে সহ্য করতে লাগলেন।

কাফিরদের অত্যাচার ও নির্যাতন ক্রমে এতোই বৃদ্ধি পেতে থাকে যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) খুবই বিচলিত হয়ে পড়েন। কিভাবে এ নিরীহ ও নির্যাতিত মুসলিমদেরকে এ হিংস্র কাফিরদের নির্যাতনের হাত থেকে রক্ষা করা যায়- তা তিনি ভাবতে লাগলেন। সাথে সাথে এও তিনি দেখতে পেলেন, জীবন উৎসর্গকারী মুসলিমদের পক্ষে মাক্কা ভূখণ্ডে প্রকাশ্যে আল্লাহর 'ইবাদাত করা একেবারে অসম্ভব হয়ে

---

৭৮. নাওফাল ইবনু খুওয়ালিদ ঃ সে কুরাইশের অন্যতম শক্তিশালী লোক ছিল। তাকে أَسَدُ قُرَيْش (কুরাইশের সিংহ) বলা হতো। (বাইহাকী, *দালা'য়িলুন নুবুওয়াত*, হা.নং:৪৭২; ইবনু কাছীর, *আস-সীরাতুন নাবাবিয়্যাহ*, খ.১,পৃ.৪৩৮)
নাওফাল মুসলিমদেরকে নির্মমভাবে কষ্ট দিতো। এ কারণে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আল্লাহ তা'আলার নিকট তার অনিষ্ট থেকে বাঁচার জন্য এ বলে দু'আ করতেন, اَللّٰهُمَّ اكْفِنَا شَرَّ ابْنِ الْعَدَوِيَّةِ. -"হে আল্লাহ, আমাদেরকে ইবনুল 'আদাওয়াইয়াহর অনিষ্ট থেকে রক্ষা করুন! (বাইহাকী, *দালা'য়িলুন নুবুওয়াত*, হা.নং:৪৭২) এ নরাধম বাদরের যুদ্ধে 'আলী (রা.)-এর হাতে নিহত হয়। এ সংবাদ জানার পর রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) প্রথমে 'আল্লাহু আকবার' বলে আল্লাহ তা'আলার শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনা করেন, অতঃপর এ বলে আল্লাহর শোকর আদায় করেন- اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِي أَجَابَ دَعْوَتِي فِيهِ. -"সকল প্রশংসা সেই আল্লাহর জন্য, যিনি নাওফালের ব্যাপারে আমার দু'আ কাবুল করেছেন।" (ওয়াকিদী, *আল-মাগাযী*, পৃ.৯২)

৭৯. বাইহাকী, *দালা'য়িলুন নুবুওয়াত*, হা.নং:৪৭২; ইবনু কাছীর, *আস-সীরাতুন নাবাবিয়্যাহ*, খ.১,পৃ.৪৩৮; ইবনু সা'দ, *আত-তাবাকাতুল কুবরা*, খ.৩,পৃ.২১৫; মিয্যী, *তাহযীবুল কামাল*, খ.১৩,পৃ.৪১৪

দাঁড়িয়েছে। অবশেষে তিনি নির্যাতিত মুসলিমদেরকে হাবশায় হিজরাত করে চলে যাওয়ার জন্য অনুমতি প্রদান করেন।[৮০] আবূ বাকর (রা.)ও কাফিরদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর খিদমাতে আরয করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমাকেও অন্যান্য মুহাজিরের সাথে হাবশায় হিজরাত করে চলে যাওয়ার অনুমতি প্রদান করুন। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁকেও অনুমতি প্রদান করলেন।

নির্যাতিত মুসলিমদের এ কাফিলা আবূ বাকর (রা.)সহ জন্মভূমি মাক্কা ত্যাগ করে হাবশার উদ্দেশ্যে রওয়ানা করল।[৮১] কিন্তু বারকুল গিমাদ[৮২] পৌঁছলে কারাহ[৮৩] গোত্রের নেতা ইবনুদ দাগিনাহর[৮৪] সাথে তাঁর সাক্ষাৎ হয়। ইবনুদ দাগিনাহ জানতে চাইলেন, أَيْنَ تُرِيدُ، يَا أَبَا بَكْرٍ. -"আবূ বাকর, আপনি কোথায় যাওয়ার উদ্দেশ্যে বের হয়েছেন?" আবূ বাকর (রা.) বললেন, أَخْرَجَنِي قَوْمِي؛ فَأُرِيدُ أَنْ أَسِيحَ فِي الْأَرْضِ، وَأَعْبُدَ

---

৮০. ইবনু সা'দ, *আত-তাবাকাতুল কুবরা,* খ.১,পৃ.২০৪

৮১. আবূ বাকর (রা.)-এর হিজরাতের এ ঘটনা হাবশায় দ্বিতীয় হিজরাতের সাথে সংশ্লিষ্ট। এর পূর্বে নুবুওয়াতের ৫ম বৎসরে রাজাব মাসে এগারো বা বারোজন পুরুষ ও চারজন মহিলা হাবশায় হিজরাত করে গিয়েছিলেন। কিন্তু দু মাস পর তাঁরা একটি ভুয়া সংবাদ পেলেন যে, কুরাইশের লোকেরা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর বিরোধিতা ছেড়ে দিয়েছে। এ খবর শুনে তাঁরা মাক্কায় ফিরে আসলেন। কিন্তু এখানে এসে দেখতে পেলেন যে, মুসলিমদের প্রতি তাদের যুলম-নির্যাতন আগের মতোই জারি রয়েছে; বরং তা দিনে দিনে বেড়েই চলছে। সুতরাং তারা পুনরায় হাবশায় হিজরাত করে গেলেন। এ দ্বিতীয় হিজরাতে ৮৩ জন পুরুষ ও ১৮ বা ১৯ জন মহিলা অংশ গ্রহণ করেন। (ইবনু সা'দ, *আত-তাবাকাতুল কুবরা,* খ.১,পৃ.২০৪-২০৮; তাবারী, *তারীখুল উমাম ওয়াল মুলূক,* খ.২,পৃ.৬৯-৭০; মুহাম্মাদ ইবনু 'আবদিল ওয়াহহাব, *মুখতাছারু সীরাতির রাসূল (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম),* পৃ.১১৮-১২০)

৮২. বারকুল বা বিরকুল গিমাদ ঃ মাক্কা থেকে দক্ষিণ দিকে প্রায় ৬০০ কি.মি. দূরত্বে লোহিত সাগরের তীরবর্তী একটি জনপদ। বর্তমানে এখানে একটি সমুদ্র বন্দর রয়েছে। (..., *আল-মা'আলিমুল জুগরাফিয়াতু..,* পৃ.৫২))

৮৩. আল-কারাহ : বানুল হাওন ইবনি খুযাইমাহ ইবনি মুদরিকাহর অন্তর্গত একটি প্রসিদ্ধ গোত্র। এরা প্রাক-ইসলামী যুগে আরবের মধ্যে তীরন্দাজির জন্য খ্যাতি লাভ করেছিল। বলা হয় যে, قَدْ أَنْصَفَ الْقَارَةَ مَنْ رَامَاهَا. -"যে ব্যক্তি কারা গোত্রের সাথে তীরন্দাজি করল, সে-ই তাদের প্রতি সুবিচার করেছে।" (মায়দানী, *মাজমা'উল আমছাল,* পৃ.২৪০)

৮৪. দাগিনাহ: ভাষাতত্ত্ববিদরা الدَّغِنَة শব্দটিকে দুগুন্নাহ বা দুগিন্নাহ পড়ে থাকেন। তবে মুহাদ্দিসগণ সাধারণত একে 'দাগিনাহ' উচ্চারণ করেন। 'দাগিনাহ' ইবনুদ দাগিনার মায়ের নাম। তাঁর নাম ছিল আল-হারিছ ইবনু ইয়াযীদ। তবে কেউ কেউ তাঁর নাম মালিক, আবার কেউ রাবী'আহ ইবনু রুফাই'ও বলেছেন। তবে তিনি 'ইবনুদ দাগিনাহ' নামেই সমধিক খ্যাতি লাভ করেন। (ইবনু হাজার, *ফাতহুল বারী,* খ.১১,পৃ.২৩৬)

رَبِّي.-"আমার গোত্র আমাকে বের করে দিয়েছে। তাই আমি যমীনে মুক্তভাবে ঘুরে বেড়াবো এবং আমার রাব্বের (নির্বিঘ্নে) 'ইবাদাত করবো।" এ কথা শুনে ইবনুদ দাগিনাহ আশ্চর্যান্বিত হয়ে বললেন,

> فَإِنَّ مِثْلَكَ -يَا أَبَا بَكْرٍ- لَا يَخْرُجُ، وَلَا يُخْرَجُ؛ إِنَّكَ تَكْسِبُ الْمَعْدُومَ، وَتَصِلُ الرَّحِمَ، وَتَحْمِلُ الْكَلَّ، وَتَقْرِي الضَّيْفَ، وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ، فَأَنَا لَكَ جَارٌ، ارْجِعْ وَاعْبُدْ رَبَّكَ بِبَلَدِكَ.
>
> -"আপনার মতো লোক না দেশ ত্যাগ করে চলে যেতে পারে, না বিতাড়িত হতে পারে! আপনি তো নিঃস্বের উপার্জনের ব্যবস্থা করেন, আত্মীয়ের সাথে সদ্ব্যবহার করেন, দুর্বলের বোঝা বহন করেন, অতিথির আদর-আপ্যায়ন করেন এবং সত্যপথের বিপদে সহযোগিতা করেন। আমি আপনার নিরাপত্তার দায়িত্ব নিলাম। আপনি ফিরে চলুন এবং নিজের দেশেই আপনার রাব্বের 'ইবাদাত করুন।"

এরপর ইবনুদ দাগিনাহ আবূ বাকর (রা.)কে সাথে নিয়ে মাক্কায় আসলেন এবং কুরাইশের বিশিষ্ট জনদের নিকট গিয়ে তাঁর বৈশিষ্ট্যগুলো উল্লেখ করে বললেন, এটা খুবই পরিতাপের বিষয় যে, তোমরা এরূপ একজন ব্যক্তিকে শহরে অবস্থান করতে দিচ্ছো না। কুরাইশ ইবনুদ দাগিনাহর বিরোধিতা করলো না। তারা বললো, আমরা তাঁকে মাক্কায় থাকতে দিতে পারি। আপনি তাঁকে বলুন,

> فَلْيَعْبُدْ رَبَّهُ فِي دَارِهِ، فَلْيُصَلِّ فِيهَا وَلْيَقْرَأْ مَا شَاءَ، وَلَا يُؤْذِينَا بِذَلِكَ، وَلَا يَسْتَعْلِنْ بِهِ؛ فَإِنَّا نَخْشَى أَنْ يَفْتِنَ نِسَاءَنَا وَأَبْنَاءَنَا.
>
> -"সে তার ঘরে নির্জনে তার রাব্বের 'ইবাদাত করবে। সেখানে নামায আদায় করবে, যা ইচ্ছা পড়বে; কিন্তু আমাদের কষ্ট দেবে না এবং প্রকাশ্যে এ সব কিছু করবে না। কেননা আমাদের ভয় হয় যে, সে আমাদের স্ত্রী-পরিজনকে বিভ্রান্ত করে ফেলবে।"

কুরাইশের এ সব কথা ইবনুদ দাগিনাহ আবূ বাকর (রা.)কে বললেন। আবূ বাকর (রা.)ও প্রথম প্রথম তাদের কথা মতো গোপনে নিজের ঘরের মধ্যে 'ইবাদাত ও তিলাওয়াত করতেন। এভাবে কিছু দিন অতিক্রান্ত হবার পর তিনি নিজের ঘরের আঙ্গিনায় একটি মাসজিদ তৈরি করে সেখানে নামায আদায় করতেন, তিলাওয়াত করতেন এবং আল্লাহর দরবারে কান্নাকাটি করতেন। কিন্তু আল্লাহ তা'আলার বাণী এবং সেই সাথে আবূ বাকর (রা.)-এর আবেগপূর্ণ ও আকর্ষণীয় সুমিষ্ট স্বর কুরাইশ মহিলা ও যুবকদের আকৃষ্ট করতে

থাকে। এতে কুরাইশ নেতৃবর্গ আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে ইবনুদ দাগিনাহর নিকট অভিযোগ করে যে, আবূ বাকর (রা.) তাঁর কথা রাখছেন না। আপনি তাঁকে বলুন, যদি তিনি আপনার আশ্রয়ে থাকতে চান, তা হলে যেন কথা মতো গোপনভাবে 'ইবাদাত ও কুর'আন তিলাওয়াত করেন। যদি তিনি এতে সম্মত না হন, তা হলে যেন আপনার আশ্রয় থেকে বের হয়ে যান। ইবনুদ দাগিনাহ যখন আবূ বাকর (রা.)-এর নিকট এ কথা বললেন, তখন তিনি জবাব দেন, فَإِنِّي أَرُدُّ إِلَيْكَ جِوَارَكَ، وَأَرْضَى بِجِوَارِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ. -"আমি আপনার যিম্মায় থাকতে চাচ্ছি না। আল্লাহর আশ্রয়ের ওপরই আমি সন্তুষ্ট আছি।"[৮৫] এরপর ইবনুদ দাগিনাহ কুরাইশের উদ্দেশ্যে বললেন, إِنَّ ابْنَ أَبِي قُحَافَةَ قَدْ رَدَّ عَلَيَّ جِوَارِي؛ فَشَأْنُكُمْ بِصَاحِبِكُمْ. -"আমার আশ্রিত ব্যক্তি ইবনু আবী কুহাফাহ আমার আশ্রয় ত্যাগ করেছে। এখন তাকে তোমাদের হাতে ছেড়ে দিলাম।" ঐতিহাসিক ইবনু ইসহাক (রাহ.) বলেন, আবূ বাকর (রা.) ইবনুদ দাগিনাহর আশ্রয় ছেড়ে বের হয়ে কা'বা ঘরের দিকে যাচ্ছিলেন। পথে কুরাইশের জনৈক নরাধমের সাথে তাঁর সাক্ষাত হয়। সে তাঁর মাথার ওপর কিছু মাটি ছড়িয়ে দেয়। এ সময় আবূ বাকর (রা.)-এর পাশ দিয়ে ওয়ালীদ ইবনুল মুগীরাহ অথবা 'আস ইবনু ওয়া'য়িল গমন করছিল। আবূ বাকর (রা.) তাকে উদ্দেশ্য করে বললেন, أَلَا تَرَى إِلَى مَا يَصْنَعُ هَذَا السَّفِيهُ ؟ -"তুমি কি দেখছো না! এ মূর্খ ব্যক্তিটি কি করছে!" সে বললো, أَنْتَ فَعَلْتَ ذَلِكَ بِنَفْسِكَ . -"তুমি তো নিজেই এরূপ আচরণ করেছো।" এরপর আবূ বাকর (রা.) বললেন, أَيْ رَبِّ، مَا أَحْلَمَكَ! أَيْ رَبِّ، مَا أَحْلَمَكَ! أَيْ رَبِّ، مَا أَحْلَمَكَ! -"আমার রাব্ব, তুমি কতই না ধৈর্যশীল! হে আমার রাব্ব, তুমি কতই না ধৈর্যশীল! হে আমার রাব্ব, তুমি কতই না ধৈর্যশীল!"[৮৬] এভাবে আবূ বাকর (রা.) মাক্কায় আরো কিছু দিন কাফিরদের অত্যাচার-নির্যাতন সহ্য করে রয়ে গেলেন। অবশেষে একদিন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর খিদমাতে গিয়ে আরয করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমাকে হিজরাতের অনুমতি দান করুন। এ সময় রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আবূ বাকর (রা.)কে উদ্দেশ্য করে বললেন, عَلَى رِسْلِكَ؛ فَإِنِّي أَرْجُو أَنْ يُؤْذَنَ لِي. -"একটু ধৈর্য ধর। আমি আশা করছি যে, অচিরেই আমাকেও হিজরাতের অনুমতি দেয়া হচ্ছে।" এরপর আবূ বাকর (রা.) রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সাথে হিজরাত করার উদ্দেশ্যে মাক্কায় অবস্থান করতে থাকেন।[৮৭]

---

৮৫. বুখারী, *আস-সাহীহ,* (কিতাবুল মানাকিব), হা.নং:৩৬১৬

৮৬. ইবনু হিশাম, *আস-সীরাতুন নাবাবিয়্যাহ,* খ.১,পৃ.৩৭৩; ইবনু কাছীর, *আল-বিদায়াতু ওয়ান নিহায়াতু,* খ.৩,পৃ.১১৯

৮৭. বুখারী, *আস-সাহীহ,* (কিতাবুল মানাকিব), হা.নং:৩৬১৬

এখানে লক্ষ্য করার ব্যাপার হলো, আবূ বাকর (রা.) সম্পর্কে ইবনুদ দাগিনাহর মন্তব্য فَإِنَّ مِثْلَكَ لَا يَخْرُجُ، وَلَا يُخْرَجُ. থেকে এ কথা প্রতীয়মান হয় যে, ইসলাম-পূর্ব কালে আবূ বাকর (রা.) ছিলেন আরবের একজন অতি সম্মানিত ও প্রভাবশালী ব্যক্তি। এ সময় তাঁর অর্থ-সম্পদ ও মান-মর্যাদার কোনোই কমতি ছিল না। তাই তিনি নতুন করে কোনো পার্থিব সম্মান কিংবা স্বার্থ লাভ করার জন্য ইসলাম গ্রহণ করেছেন- তা কল্পনাতীত ব্যাপার। বরং সত্যের প্রতি একান্ত অনুরাগ এবং আল্লাহ ও রাসূলের প্রতি প্রগাঢ় ভালোবাসাই ছিল তাঁর ইসলাম গ্রহণের একমাত্র কারণ। এ উদ্দেশ্যে তিনি স্ত্রী-পরিজন, আত্মীয়স্বজন ও দেশের মায়া ত্যাগ করতেও এতটুকু কুণ্ঠিত হননি।

এ ঘটনা থেকে এ কথাও প্রমাণিত হয় যে, আবূ বাকর (রা.) ছিলেন একজন নম্র হৃদয়ের অতি অনুভূতিপ্রবণ ব্যক্তি। তিনি যখনই কুর'আন তিলাওয়াত করতেন, তখন তাঁর অন্তরাত্মা কেঁপে ওঠতো এবং দু চোখ বেয়ে অশ্রু গড়িয়ে পড়তো। এ সময় যারাই তাঁর পাশ দিয়ে গমন করতো, তারাই তাঁর সুললিত কণ্ঠে আবেগঘন কুর'আনের তিলাওয়াত শুনে তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়তো। এ থেকে জানা যায় যে, ইসলামী দা'ওয়াতের একটি কার্যকর মাধ্যম হলো অন্তরের আবেগমাখা সুন্দর কণ্ঠের তিলাওয়াত।

শি'আবে আবী তালিবে স্বেচ্ছায় অন্তরীণ বরণ

নুবুওয়াতের সপ্তম সালে কুরাইশের কাফিররা সর্বসম্মতিক্রমে এ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করল যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)কে এবং তাঁর সাথে গোটা বানু হাশিম ও বানু মুত্তালিব গোত্রের সমস্ত লোককে অবরুদ্ধ করে তাদের পানাহারের ও যোগাযোগের সকল পথ বন্ধ করে দিতে হবে, যাতে তারা অনাহারে মৃত্যুবরণ করে। এ মর্মে তাদের মধ্যে একটি চুক্তিপত্রও সম্পাদিত হয় এবং এটি কা'বা ঘরের অভ্যন্তরে ঝুলিয়ে রাখা হয়। এর ফলে আবূ লাহাব ছাড়া বানু হাশিম ও বানু মুত্তালিবের মুসলিম-অমুসলিম নারী-পুরুষ ও শিশু নির্বিশেষে সবাই শি'আবে আবী তালিবে অবরুদ্ধ হয়ে পড়ে। এখানে তাঁরা খাদ্য ও পানীয় বস্তুর অভাবে ভীষণ দুঃখ-কষ্টের মধ্যে তিন বৎসর অতিবাহিত করেন। আবূ বাক্র আছ-ছিদ্দীক (রা.) বানু হাশিম কিংবা বানু মুত্তালিব বংশের লোক ছিলেন না বলে এই চুক্তিপত্রের আওতায় পড়েন না। তথাপি তিনি স্বেচ্ছায় হাশিমীদের সাথে গিয়ে অন্তরীণ বরণ করলেন এবং তাঁদের সাথে দুঃখ-কষ্টে শারীক হলেন।[৮৮]

৮৮. ইবনু হিশাম, *আস-সীরাতুন নাবাবিয়্যাহ*, খ.১,পৃ.৩৫০-১

তিন বৎসরের নানাবিধ অবর্ণনীয় দুঃখ-কষ্ট ভোগ করার পর আল্লাহর কুদরাতে কা'বা ঘরে লটকানো চুক্তিপত্রটি উইপোকা খেয়ে ছারখার করে ফেলে। তবে যেখানে যেখানে আল্লাহর নাম ছিল, তা-ই অবশিষ্ট থাকে। এতে অনেক লোকেই বিস্ময়াভিভূত হয়ে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর প্রতি অত্যাচার করতে অসম্মতি প্রকাশ করলে তাদের মধ্যে ভাঙ্গন দেখা দেয়। ফলে কাফিররা অবরোধ পরিত্যাগ করতে বাধ্য হয়। এতে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নিজের গোত্রের লোকজনসহ মুক্তি পেলেন। সেই সাথে আবূ বাকর (রা.)ও মুক্তি পেলেন। আবূ তালিব এ ঘটনার বর্ণনা দিয়ে একটি কবিতা রচনা করেন। এর একটি চরণ হলো নিম্নরূপ-

هُمْ رَجَعُوا سَهْلَ بْنَ بَيْضَاءَ رَاضِيًا ... وَسُرَّ أَبُو بَكْرٍ بِهَا وَمُحَمَّدُ

-"মাক্কাবাসীরা সাহল ইবনু বাইদা'[৮৯]কে সন্তুষ্টচিত্তে ফিরিয়ে দিল। ফলে আবূ বাকর ও মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আনন্দিত হন।"[৯০]

বিভিন্ন মেলায় আরব গোত্রসমূহের মধ্যে ইসলাম প্রচার

আরব জাতির ইতিহাস ও তাদের বংশপরিক্রমা সম্পর্কে 'আবূ বাকর (রা.) প্রভূত জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন। তদুপরি তিনি ছিলেন একজন সুবক্তা। তিনি যে কোনো বিষয়ে পূর্ব প্রস্তুতি ছাড়াই এতো সুন্দর ও মর্মস্পর্শী ভাষায় জ্ঞানগর্ভ বক্তব্য রাখতে পারদর্শী ছিলেন যে, তাঁর যে কোনো বক্তৃতা শ্রোতাদের অন্তরে সহজেই রেখাপাত করতো। কোন্ পরিবেশে এবং কাদের কাছে কী কথা বলতে হবে- তা ভালো করেই তাঁর রপ্ত ছিল। এ সম্পর্কে আমরা পরে বিস্তারিত আলোচনা করবো, ইনশা' আল্লাহ। আবূ বাকর (রা.) তাঁর এ জ্ঞান ও বাগ্মিতা ইসলাম প্রচার ও প্রসারের কাজে নিয়োগ করেন। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যখন বিভিন্ন গোত্রের নিকট ইসলাম প্রচারের আদেশপ্রাপ্ত হন এবং এ উদ্দেশ্যে আরবের বিভিন্ন গোত্রের মধ্যে তাশরীফ নিতেন, তখন আবূ বাকর (রা.) প্রায়ই তাঁর সাথে থাকতেন এবং তাঁকে গোত্রগুলোর বংশপরিচয় ও ইতিহাস বলে দিতেন। তিনি কখনো রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর উপস্থিতিতে, আবার কখনো তাঁর অনুপস্থিতিতে লোকদের ইসলামের দা'ওয়াত জানিয়ে বক্তব্য রাখতেন। বিশেষ করে যখন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বিভিন্ন

---

৮৯. সাহল ইবনু বাইদা (রা.) : বয়কট-অঙ্গীকারের দলীল বাতিল করার ক্ষেত্রে যে সকল লোক উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন, তাঁদের মধ্যে তিনি ছিলেন অন্যতম। (ইবনু হাজার, *আল-ইসাবাহ,* খ.৩,পৃ.১৯৪)

৯০. ইবনু হিশাম, *আস-সীরাতুন নাবাবিয়্যাহ,* খ.১,পৃ.৩৭৭; ইবনু কাছীর, *আস-সীরাতুন নাবাবিয়্যাহ,* খ.২,পৃ.৭১

মেলায়[৯১] ও হাজ্জের সময় আগত লোকদের দা'ওয়াত দিতে বের হতেন, তখন আবূ বাকর (রা.) প্রায়ই প্রারম্ভিক বক্তব্য প্রদান করতেন।[৯২] এ সময় আরব জাতির ইতিহাস ও বংশ সংক্রান্ত জ্ঞান তাঁর বড়ই কাজে এসেছিল। তা ছাড়া রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকটও আবূ বাকর (রা.)-এর বংশজ্ঞানের বিশেষ গুরুত্ব ছিল। এ ব্যাপারে 'আলী (রা.) তাঁর দেখা একটি অপূর্ব ঘটনা বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, যখন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বিভিন্ন গোত্রের নিকট ইসলাম প্রচারের জন্য আদিষ্ট হন, তখন একবার রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম), আবূ বাকর ও আমি- এই তিনজন আরবদের একটি সমাবেশে যাই। আবূ বাকর (রা.) অগ্রসর হয়ে তাদের সালাম করলেন, তারপর জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা কোন্ গোত্রের লোক? তাঁরা বললো, শাইবান ইবনু ছা'লাবাহ গোত্রের। আবূ বাকর (রা.) রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর দিকে তাকিয়ে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ, এঁরা অত্যন্ত সম্মানিত ও অভিজাত শ্রেণীর লোক। তাঁদের মধ্যে মাফরূক ইবনু 'আম্‌র, হানী ইবনু কাবীসাহ, মুছান্না ইবনু হারিছাহ ও নু'মান ইবনু শারীক প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তি রয়েছেন। মাফরূক অত্যন্ত সুন্দর ও বাকপটু লোক ছিল। সে আবূ বাকর (রা.)-এর পাশেই বসা ছিল। আবূ বাকর (রা.) তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমাদের সংখ্যা কত? সে জবাব দিল, আমরা এক হাজারের চেয়ে বেশি। কিন্তু এ একহাজার সংখ্যায় অল্প হওয়া সত্ত্বেও আমাদের কেউ পরাস্ত করতে পারে না। আবূ বাকর (রা.) আবার জিজ্ঞেস করলেন, তোমাদের যোদ্ধারা কেমন? সে জবাব দিল, আমাদের মধ্যে চরম প্রচেষ্টা থাকে। আবূ বাকর (রা.) বললেন, তোমাদের মধ্যকার যুদ্ধের কী অবস্থা? তখন সে বলল, আমরা যখন শত্রুদের সাথে মিলিত হই, তখন আমরা প্রচণ্ড রাগান্বিত হই। আর যখন রাগান্বিত হই, তখন আমরা তুমুল লড়াইয়ে অবতরণ করি। আমরা সন্তান-সন্ততির চেয়ে ঘোড়াগুলোকে, দুগ্ধবতী উষ্ট্রীর চেয়ে সমরাস্ত্রকেই প্রাধান্য দিয়ে থাকি। আর বিজয়, সেটা তো আল্লাহর পক্ষ থেকেই আসে। কখনো তিনি আমাদেরকে, আবার কখনো শত্রুপক্ষকে বিজয় দান করেন। সম্ভবত তুমি কুরাইশের ভাই।" আবূ বাকর (রা.) বললেন, তোমাদের নিকট অবশ্যই এ সংবাদ পৌঁছেছে যে, ইনি হলেন আল্লাহর রাসূল। মাফরূক বলল, হ্যাঁ, তাঁর

---

৯১. যেমন 'উকায, মাজান্নাহ ও যুল-মাজায প্রভৃতি মেলা

৯২. মুহাম্মাদ 'আবদুর রাহমান কাসিম, *আবূ বাকর আস-সিদ্দীক রা.*, পৃ.৯২
রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বিভিন্ন মেলায় ও হাজ্জের মৌসুমে যে সকল গোত্রের নিকট গিয়ে ইসলামের দা'ওয়াত জানান তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো- বানূ 'আমির ইবনু সা'সা'আহ, মুহারিব ইবনু হাছফাহ, ফাযারাহ, গাসসান, মুররাহ, হানীফাহ, সুলাইম, 'আব্‌স, বানুন নাদ্‌র, বানুল বাক্কা', কিন্দাহ, কাল্‌ব, হারিছ ইবনু কা'ব, 'উযরাহ ও হাদারিমাহ প্রভৃতি। তবে তাদের কোনো ব্যক্তিই তাঁর দা'ওয়াতে সাড়া দেয়নি। (ইবনুল কাইয়িম, *যাদুল মা'আদ*, খ.৩,পৃ.৩৮)

কথা আলোচনা হয়েছে। তিনি কোন্ বিষয়ের দা'ওয়াত দেন? এ সময় রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সামনে গিয়ে বসলেন এবং বললেন,

أَدْعُوكُمْ إِلَى شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ، وَأَنِّي رَسُولُ اللهِ، وَإِلَى أَنْ تُؤْوُونِي وَتَنْصُرُونِي، فَإِنَّ قُرَيْشاً قَدْ تَظَاهَرَتْ عَلَى أَمْرِ اللهِ وَكَذَّبَتْ رَسُولَهُ، وَاسْتَغْنَتْ بِالْبَاطِلِ عَنِ الْحَقِّ، وَاللهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيْدُ.

-"আমি তোমাদেরকে আহ্বান জানাচ্ছি যে, তোমরা এ মর্মে সাক্ষ্য পেশ করবে যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই। তিনি একজনই এবং তাঁর কোনো শারীক নেই। আমি আল্লাহর রাসূল। তোমরা আমাকে আশ্রয় দেবে এবং সহযোগিতা করবে। কেননা কুরাইশ আল্লাহর সাথে বিদ্রোহ করছে, তাঁর রাসূলকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করছে এবং হাক্কের পরিবর্তে বাতিলের ওপর সন্তুষ্ট থাকছে। আর আল্লাহ তা'আলাই হলেন সকল প্রাচুর্যের অধিকারী ও সর্বময় প্রশংসিত সত্তা।"

এরপর মাফরূক আবার বললো, "আল্লাহর কাসাম, এর চেয়ে সুন্দর কোনো কথা আমি শুনিনি। আর কোন্ বিষয়ের প্রতি আপনি আমাদেরকে দাওয়াত দিতে চান?" তখন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আল্লাহ তা'আলার এ বাণী তাদের তিলাওয়াত করে শুনালেন,

﴿قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ﴾

-"(হে রাসূল,) বল, এসো আমি তোমাদেরকে ঐ সব বিষয় পাঠ করে শুনাই, যেগুলো তোমাদের রাব্ব তোমাদের জন্য নিষিদ্ধ করেছেন। সেগুলো হলো- তোমরা আল্লাহর সাথে অন্য কিছুকে শারীক করবে না, পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার করবে, নিজের সন্তান-সন্ততিদেরকে অভাবের কারণে হত্যা করবে না। আমি তোমাদেরকে এবং তাদেরকেও রিযক দেই। তোমরা প্রকাশ্য কিংবা অপ্রকাশ্য কোনো প্রকারের অশ্লীল কাজের ধারেও যাবে না এবং আল্লাহ যাকে হত্যা করা হারাম করেছে এরূপ কাউকে হত্যা করবে না; কিন্তু ন্যায়ভাবে। তিনি তোমাদেরকে এ সব বিষয়ে নির্দেশ দিয়েছেন, যাতে তোমরা বিবেক দিয়ে চিন্তা করতে পারো।" (আল-কুর'আন, ৬ সূরা আল-আন'আম : ১৫১)

এ কথা শুনে মাফরূক বললো, আল্লাহর কাসাম! এর চেয়ে সুন্দর কথা তো আমি শুনিনি। এ যদি কোনো দুনিয়াবাসীর কথা হতো, তবে তা আমরা অবশ্যই বুঝতে পারতাম। আপনি আর কোন বিষয়ের প্রতি আমাদেরকে দা'ওয়াত দিতে চান? তখন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তিলাওয়াত করলেন,

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ..﴾

-"আল্লাহ তা'আলা ন্যায়পরায়ণতা, সদাচরণ এবং আত্মীয়-স্বজনকে দান করার নির্দেশ দেন। উপরন্তু তিনি অশ্লীলতা, অবাঞ্ছিত কাজ ও সীমালঙ্ঘন করতে বারণ করেন। তিনি তোমাদেরকে উপদেশ দেন, যাতে তোমরা স্মরণ রাখতে পার।" (আল-কুর'আন, ১৬ সূরা আন-নাহল : ৯০ - ...)

এ কথা শুনে মাফরূক বললো, "আল্লাহর কাসাম, আপনি তো আমাদেরকে উত্তম চরিত্র ও সুন্দর কার্যকলাপের দিকে দা'ওয়াত দিচ্ছেন। আপনার কাওম তো দেখি বিপথগামী হয়ে গেছে। তারা আপনাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করছে এবং আপনার বিরুদ্ধে ওঠে লেগেছে। ইনি হলেন হানী ইবনু কাবীসাহ। আমাদের শায়খ ও ধর্মীয় গুরু।" এরপর ইবনু কাবীসাহ বললেন, "হে কুরাইশী ভাই, আমি আপনার কথা শুনেছি। আমার তো মনেই হচ্ছে যে, আমরা আমাদের দীন ছেড়ে দিয়ে আপনার দীনের অনুসরণ করছি। তবে আমাদেরকে ফিরে গিয়ে চিন্তা-ভাবনা করার একটু সুযোগ দান করুন, আর আপনারাও ফিরে গিয়ে চিন্তা-ভাবনা করে দেখুন। আর ইনি হলেন মুছান্না ইবনু হারিছাহ, আমাদের শায়খ ও সমরবিদ।" মুছান্না বললেন, কুরাইশী ভাই, আমি আপনার কথা শুনেছি। জবাব তো হানী ইবনু কাবীসাই দিয়ে দিয়েছেন। অধিকন্তু আমরা এখন বাইরে দুটি দেশের সীমান্তে অবস্থান করছি। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) জিজ্ঞেস করলেন, দেশ দুটি কী? সে বললো, একটি হলো- আরব ভূখণ্ড। অপরটি হলো-পারস্য ভূখণ্ড ও কিসরার নাহরসমূহ। পারস্য সম্রাট কিসরা এখানে অবতরণের ক্ষেত্রে আমাদের থেকে এ প্রতিশ্রুতি নিয়েছে যে, আমরা এখানে না নতুন কিছু উদ্ভাবন করবো, না নতুন কিছু উদ্ভাবনকারীকে আশ্রয় দেবো। সম্ভবত, আপনি যে সব বিষয়ের দিকে আমাদেরকে দা'ওয়াত দিচ্ছেন, রাজা-বাদশাহগণ তা অপছন্দ করবেন। আপনি যদি চান, তা হলে আমরা আরবসীমান্তে প্রবেশ করলে আপনাকে আশ্রয় দিতে পারি এবং আপনাকে সাহায্যও করতে পারি।" এ কথা শুনে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন,

مَا أَسَأْتُمْ فِي الرَّدِّ إِذْ أَفْصَحْتُمْ بِالصِّدْقِ، وَإِنَّ دِينَ اللهِ لَنْ يَنْصُرَهُ إِلَّا مَنْ حَاطَهُ مِنْ جَمِيعِ جَوَانِبِهِ، أَرَأَيْتُمْ إِنْ لَمْ تَلْبَثُوا إِلَّا قَلِيلًا حَتَّى يُورِثَكُمُ اللهُ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ وَيُفْرِشَكُمْ نِسَاءَهُمْ أَتُسَبِّحُونَ اللهَ وَتُقَدِّسُونَهُ؟

-"তোমরা খারাপ কিছু জবাব দাওনি। তোমরা সত্য কথাটাই অকপটে উল্লেখ করেছো। তবে আল্লাহর দীনের সাহায্য কেবল তারাই করতে পারে, যারা তাকে সকল দিক থেকে জড়িয়ে ধরবে। তোমাদের কী অভিমত, সামান্য কিছু কাল পরে আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকেই তাদের দেশ, ঘর-বাড়ি ও ধন-সম্পদের মালিক বানিয়ে দেবেন এবং তাদের নারীদের তোমাদের শয্যাশায়ী করে দেবেন, তবেই তোমরা আল্লাহর পবিত্রতা ও স্তুতি বর্ণনা করবে?"

এ কথা শুনে নু'মান ইবনু শারীক বললো, اللَّهُمَّ فَلَكَ ذَلِكَ. -"হে আল্লাহ, এটা আপনার ইখতিয়ার।"[৯৩]

আবূ বাকর (রা.)-এর মেয়ের সাথে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর বিয়ে

যতদিন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর স্ত্রী খাদীজাহ (রা.) ও তাঁর চাচা আবূ তালিব জীবিত ছিলেন, ততদিন তিনি যথেষ্ট প্রভাব-প্রতিপত্তির অধিকারী ছিলেন, যদিও কুরাইশরা তাঁকে নানাভাবে কষ্ট দিত। কিন্তু নুবুওয়াতের দশম সালে কয়েকদিনের ব্যবধানে যখন উভয়ে মৃত্যুবরণ করলেন, তখন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) অত্যন্ত মর্মাহত হয়ে পড়েন। এ কারণে তিনি ঐ সালকে عام الحزن(বিষাদের বৎসর) বলে অভিহিত করেন। এরপর অধিকাংশ সময় তাঁকে উদাস ও চিন্তিত দেখা যেত। এ সময় খাওলাহ বিনতু হাকীম (রা.) 'আয়িশা (রা.)-এর সাথে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর বিয়ের ব্যাপারে আলোচনা শুরু করেন। অবশ্য এ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)কে দু'বার (মতান্তরে তিনবার) স্বপ্নে অবহিত করা হয়েছিল।[৯৪] তাই এতে তিনি সম্মতি প্রকাশ করেন। খাওলাহ (রা.) 'আয়িশা (রা.)-এর মাতা উম্মু রুমান (রা.)-এর সাথে এ ব্যাপারে আলোচনা

---

৯৩. ইবনুল জাওযী, *আল-মুন্তাযিম,* খ.১,পৃ.২৬৯; ইবনু 'আসাকির, *তারীখু দিমাশক,* খ.১৭, পৃ. ২৯৪-৫

৯৪. বুখারী, *আস-সাহীহ,* ৩৬০৬, ৪৬৮৮, ৬৪৯৪; হাকীম, *আল-মুস্তাদরাক,* (কিতাবু মা'আরিফাতিস সাহাবাহ), হা.নং: ৬৭৮৯

করেন। তিনি আবূ বাকর (রা.)-এর নিকট বিষয়টি উত্থাপন করেন। আবূ বাকর (রা.) বলেন, আমি যুবাইর ইবনু মুত'ইম (রা.)-এর সাথে কথা দিয়ে ফেলেছি। কিন্তু যখন যুবাইর ইবনু মুত'ইম (রা.)-এর সাথে পুনরায় এ ব্যাপারে আলোচনা হলো, তখন তিনি এ ব্যাপারে অসম্মতি প্রকাশ করেন। এবার আবূ বাকর (রা.) সুযোগ পেয়ে যান। তিনি পাঁচশত দিরহাম মাহরের বিনিময়ে 'আয়িশা (রা.)-এর সাথে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর বিয়ের 'আকদ সুসম্পন্ন করেন। সময়টি ছিল নুবুওয়াতের একাদশ বর্ষের শাওয়াল মাস। তখন 'আয়িশা (রা.)-এর বয়স ছিল মাত্র ছয় বছর। হিজরাতের ১ম বছর শাওয়াল মাসে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁকে ঘরে তুলে আনেন। তখন তাঁর বয়স ছিল মাত্র নয় বছর।[৯৫] 'আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, হিজরাতের পর আমার পিতা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)কে জিজ্ঞেস করলেন, يَا رَسُولَ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم، مَا يَمْنَعُكَ اَنْ تَبْنِي بِأَهْلِكَ؟ -"ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি আপনার পরিবারকে ঘরে তুলছেন না কেন?" রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) জবাব দিলেন, الصداق-"মাহর" অর্থাৎ মাহর আদায়ের অক্ষমতার কারণে। এরপর আবূ বাকর (রা.) নিজেই সাড়ে বার উকিয়া (অর্থাৎ ৫০০ দিরহাম) রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর হাতে দিলেন। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তৎক্ষণাৎ তা আমার নিকট পাঠিয়ে দেন এবং আমাকে তাঁর ঘরে তুলে নেন।[৯৬]

বস্তুত এ নতুন আত্মীয়তার মাধ্যমে সম্মান ও মর্যাদার দিক দিয়ে আবূ বাকর (রা.)-এর স্থান আরো বৃদ্ধি পেল।

মি'রাজের ঘটনাকে বিনা দ্বিধায় সত্য বলে বিশ্বাস করা

হিজরাতের এক বৎসর পূর্বে নুবুওয়াতের ত্রয়োদশ বছরে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর মি'রাজের ঘটনা সংঘটিত হয়। ভোরে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁর কাওমের লোকদেরকে রাতে দেখা বড়ো বড়ো নিদর্শনের খবর দেন। কাফিররা তো একে একেবারে আজগুবি ও অলীক কাহিনী বলে উড়িয়ে দেয়। মুসলিমদের মধ্যেও কেউ কেউ সন্দেহের মধ্যে পড়ে যায়। এমনকি কয়েকজন দুর্বল

---

৯৫. আহমাদ, *আল-মুসনাদ*, হা.নং:২৪৫৮৭; ইবনু কাছীর, *আস-সীরাতুন নাবাবিয়্যাহ*, খ.২,পৃ.১৪২-১৪৩

৯৬. হাকিম, *আল-মুস্তাদরাক*, (কিতাবু মা'আরিফাতিস সাহাবাহ), হা.নং:৬৭৯১

মুসলিম মুরতাদ্দও হয়ে গিয়েছিল।[৯৭] এ সময় আবূ বাকর (রা.) মি'রাজের ঘটনা শুনেই কোনো রূপ দ্বিধা-সংকোচ ছাড়াই তা সত্য বলে বিশ্বাস করে নেন এবং তিনি দৃঢ়কণ্ঠে বলেন,

إِنِّي لَأُصَدِّقُهُ فِي خَبَرِ السَّمَاءِ بُكْرَةً وَعَشِيَّةً، أَفَلَا أُصَدِّقُهُ فِي بَيْتِ الْمَقْدِسِ!

-"তিনি আমাদেরকে আকাশের যে বাণী শুনান, তা আমরা সকাল-বিকাল সত্য বলে বিশ্বাস করছি। তা হলে কেনই বা আমরা তাঁকে বাইতুল মাকদিসের ব্যাপারে সত্য বলে জানবো না!"

এ দিন থেকে তিনি 'আছ্ছিদ্দীক' নামে খ্যাতি লাভ করেন।[৯৮]

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর ওপর আবূ বাকর (রা.)-এর যে কী গভীর বিশ্বাস ছিল, তা এই একটি ঘটনা থেকেই উজ্জ্বল হয়ে ফুটে ওঠেছে। আবূ বাকর (রা.) এ ঘটনা বিনা দ্বিধায় বিশ্বাস করার কারণে সে দিন অনেক মুসলিমই নিজেদের মনের সন্দেহ দূরীভূত করতে সমর্থ হন। আবূ বাকর (রা.)-এর ঈমানের দৃঢ়তা শুধু যে তৎকালীন মুসলিমদেরকে ধর্মভ্রষ্টতা থেকেই রক্ষা করেছিল, তা নয়; বরং ভবিষ্যতের জন্যও রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর প্রতি যে কোনো ধরনের সন্দেহ পোষণ করার পথ চিরদিনের জন্য রুদ্ধ করে দিয়েছে।

মাদীনায় হিজরাত

হিজরাত নাবী-রাসূল ও ওলী-আল্লাহগণের সুন্নাত

এটা একটি চিরন্তন সত্য যে, নাবী-রাসূলগণ, অনুরূপভাবে ওলী-আল্লাহগণও কখনোই তাঁদের জন্মভূমিতে থেকে নির্বিঘ্নে তাঁদের দা'ওয়াতের দায়িত্ব পালন করতে পারেননি। তাঁরা জন্মভূমি ত্যাগ করে কোনো দূরবর্তী দেশে আশ্রয় গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছিলেন।[৯৯] যেমন ইবরাহীম ('আলাইহিস সালাম) ব্যাবিলন ত্যাগ করে কান'আনে

---

৯৭. হাকিম, *আল-মুস্তাদরাক*, হা.নং:৪৩৮১, ৪৪৩২; বাইহাকী, *দালা'য়িলুন নুবুওয়াত*, হা.নং:৬৫২; ইবনু কাছীর, *আস-সীরাতুন নাবাবিয়্যাহ*, খ.২,পৃ,৯৬

৯৮. ইবনু কাছীর, *আস-সীরাতুন নাবাবিয়্যাহ*, খ.২,পৃ,৯৬; আস-সালিহী, *সুবুলুল হুদা ওয়ার রাশাদ*, খ.৩,পৃ.৯৪

৯৯. বিশিষ্ট মুফাসসির ইবনু 'উজায়বাহ (রাহ.) বলেন,

চলে যেতে বাধ্য হয়েছিলেন। ইউসূফ ('আলাইহিস সালাম) কান'আন ত্যাগ করে মিসরে চলে গিয়েছিলেন। মূসা ('আলাইহিস সালাম) মিসর ত্যাগ করে মাদ্ইয়ানে চলে গিয়েছিলেন। 'ঈসা ('আলাইহিস সালাম) দেশবাসী কর্তৃক এমন কঠোর বিরোধিতার সম্মুখীন হয়েছিলেন যে, শত্রুরা তাদের ধারণা অনুযায়ী তাঁকে ফাঁসিকাষ্ঠে ঝুলিয়ে দিয়েছিল। অবশ্যই এটা নিছক তাদের ধারণা ছিল। বস্তুত তারা তাঁকে ফাঁসিকাষ্ঠে ঝুলাতে পারেনি; আল্লাহ তা'আলা তাঁকে তাঁর জন্মভূমির অধিবাসীদের অত্যাচার থেকে রক্ষা করার জন্য আসমানে ওঠিয়ে নেন।

সুদীর্ঘ তেরটি বৎসর কাফিররা মাক্কায় রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এবং মুসলিমদের প্রতি কোনো প্রকার অত্যাচার বাকী রাখেনি। মুসলিমদের প্রতি কাফিরদের অত্যাচার ও উৎপীড়ন দিন দিন নতুন রূপ ও তীব্রতর আকার ধারণ করতে লাগল। অনন্যোপায় হয়ে একদল মুসলিম হাবশায় হিজরাত করে যেতে বাধ্য হন। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ও আবূ বাকর (রা.) ভাবছিলেন, মুসলিমদেরকে স্থায়ীভাবে কোথায় নিয়ে শান্তিতে ও নিরাপদে রাখা যায় এবং কোথায় নির্বিঘ্নে দীনের কার্যক্রম চালিয়ে নেয়া যায়। এ উদ্দেশ্যে তাঁরা উভয়ে চিন্তা করে স্থির করলেন যে, হাজ্জের মাওসূমে বিভিন্ন দেশ থেকে আগত যাত্রীদের সাথে যোগাযোগ করে তাদেরকে ইসলামের দা'ওয়াত দেয়া হবে। তাঁরা আশা করলেন, হয়তো এভাবে কোনো কাওম সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিতে পারে।

মাদীনায় ইসলামের জনপ্রিয়তা

প্রতি বছর মাদীনার যে সব লোক হাজ্জের মাওসূমে মাক্কায় আসতেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) গোপনে রাত্রে তাঁদের সাথে দেখা করতেন, তাঁদের কুর'আন মাজীদের আয়াতসমূহ শুনাতেন এবং ইসলাম গ্রহণের জন্য দা'ওয়াত দিতেন। অধিকাংশ সময় তাঁর সাথে আবূ বাকর (রা.)ও থাকতেন। মাদীনায় ইয়াহূদীদের সাথে এ সব লোকের সংশ্রব ও সম্পর্ক থাকার কারণে দীনে হাক্কের ব্যাপারে তাঁরা কিছুটা ধারণা রাখতেন। তাওরাতের ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী শিগগিরই একজন নাবীর আর্বিভাব ঘটবে বলে তারা অবহিত হয়েছিলেন। এ সব প্রেক্ষিত থেকে তাঁরা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি

لَا يَنْتَصِرُ نَبِيٌّ، وَلَا وَلِيٌّ إِلَّا بَعْدَ أَنْ يُهَاجِرَ مِنْ وَطَنِهِ، سُنَّةَ اللهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْل.

-"যে কোনো নাবী বা অলী নিজের মাতৃভূমি ত্যাগ করার পরেই বিজয়ী হয়েছেন। এটি আল্লাহ তা'আলার অলজ্ঘনীয় সুন্নাত, যা অতীতে অনুসৃত হয়েছে। (ইবনু 'উজায়বাহ, *আল-বাহরুল মাদীদ* [তাফসীরু ইবনি 'উজায়বাহ], খ.৪, পৃ.৩৩০)

ওয়া সাল্লাম)কে পর্যবেক্ষণ করতে লাগলেন এবং তাঁর পবিত্র মুখ নিঃসৃত কুর'আন মাজীদও শুনতে লাগলেন। আল্লাহ তা'আলার অনুগ্রহে সর্বপ্রথম নুবুওয়াতের একাদশ বছরে মাদীনার খাযরাজ গোত্রের ছয় জন ব্যক্তি[১০০] তাঁর দাওয়াতে সাড়া দেন এবং তাঁরা সকলেই ইসলাম গ্রহণ করেন। উপরন্তু তাঁরা মাদীনায় ফিরে যাওয়ার সময় নিজেদের সাথে ইসলামের পয়গাম বহন করে নিয়ে যান। তাঁদের দা'ওয়াতী তৎপরতার ফলে মাদীনার অলিগলি ইসলামের আলোচনায় মুখর হয়ে ওঠে। পরবর্তী বছর হাজ্জের মাওসূমে মাদীনার আওস ও খাযরাজের গোত্রের ১২ জন লোক রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সাথে সাক্ষাত করে তাঁর হাতে বাই'আত গ্রহণ করেন। এ বাই'আত 'আকাবাহ'[১০১] নামক স্থানে অনুষ্ঠিত হয়েছিল বলে একে 'বাই'আতে 'আকাবাহ' নামে অভিহিত করা হয়ে থাকে। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁদের ইচ্ছানুযায়ী দীনে হাক্কের প্রচার ও শিক্ষা দানের উদ্দেশ্যে মুস'আব ইবনু 'উমাইর (রা.)কে তাঁদের সাথে মাদীনায় প্রেরণ করেন। তিনি এবং মাদীনার নবদীক্ষিত মুসলিমগণ অতীব উৎসাহ-উদ্দীপনার সাথে মাদীনাবাসীদের মধ্যে দীনে হাক্কের প্রচার শুরু করেন। ফলে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর জন্মভূমিতে যে ইসলাম দুর্বল ও অসহায় ছিল, তা ক্রমে মাদীনার ভূমিতে সজীব ও শক্তিশালী হয়ে ওঠতে লাগল এবং অতি অল্প সময়ের মধ্যে আওস ও খাযরাজ গোত্রের লোকেরা প্রায় সকলেই ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়ে। তাঁদের একটি বিরাট দল নুবুওয়াতের ত্রয়োদশ সালে হাজ্জের মাওসূমে মাক্কায় এসে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সাথে উক্ত 'আকাবাহ নামক স্থানে মিলিত হন এবং ইসলাম গ্রহণপূর্বক রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ও মুসলিমদেরকে সাহায্য করার জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হন।

আল্লাহ তা'আলার নির্দেশের অপেক্ষা ও আবূ বাকর (রা.)-এর প্রস্তুতি

'আকাবার সর্বশেষ বাই'আতের পর মাক্কার মুসলিমদের ওপর কুরাইশের অত্যাচারের মাত্রা এতোই বৃদ্ধি পেল যে, মাক্কায় অবস্থান করা তাঁদের পক্ষে অসম্ভব হয়ে

১০০. তাঁরা হলেন- আবূ উমামাহ আস'আদ ইবনু যুরারাহ, 'আওফ ইবনুল হারিছ, রাফি' ইবনু মালিক, কুতবাহ ইবনু 'আমির ইবনি হাদীদাহ, 'উকবাহ ইবনু 'আমির ইবনি নাবী, জাবির ইবনু 'আবদিল্লাহ ইবনি রি'য়াব (রা.) প্রমুখ। (ইবনু কাছীর, *আস-সীরাতুন নাবাবিয়্যাহ,* খ.২,পৃ.১৭৭)

১০১. 'আকাবাহ অর্থ সংকীর্ণ গিরিপথ। মাক্কা থেকে মিনায় যাওয়ার পথে মিনার পশ্চিম পাশে একটি সংকীর্ণ পাহাড়ী পথ অতিক্রম করতে হয়, এ পথ 'আকাবাহ নামে পরিচিত। বর্তমানে এখানে পাহাড় কেটে প্রশস্ত রাস্তা তৈরি করা হয়েছে।

ওঠলো। এভাবে একদিকে মাক্কাবাসীদের সীমাহীন অত্যাচার-উৎপীড়ন, অপরদিকে মাদীনায় ইসলামের প্রতি লোকদেরকে সহানুভূতিশীল হতে দেখে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁর প্রায় সকল সাহাবীকেই হিজরাত করে মাদীনায় চলে যাওয়ার নির্দেশ দেন। বৃদ্ধ, দুর্বল ও নিরুপায় মুসলিমগণ ছাড়া অধিকাংশ সাহাবীই তাঁর নির্দেশ মতো নিজেদের বাড়িঘর পেছনে ফেলে সেখানে গিয়ে পৌঁছেন। এমন কি যে সমস্ত মুসলিম হাবশায় হিজরাত করেছিলেন, তাঁদের অনেকেই সেখান থেকে মাদীনায় চলে আসেন। মাক্কায় রয়ে গিয়েছিলেন কেবল আবূ বাকর ও 'আলী (রা.) এবং তাঁদের পরিবার-পরিজন। আবূ বাকর (রা.)ও মাদীনায় হিজরাত করার জন্য প্রস্তুতি নিয়েছিলেন। তিনি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট হিজরাতের অনুমতি কামনা করেছিলেন। কিন্তু রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁকে হিজরাত থেকে নিবৃত্ত করলেন এবং তাঁকে বললেন, . لَا تَعْجَلْ، لَعَلَّ اللهَ يَجْعَلُ لَكَ صَاحِبًا - "তাড়াহুড়া কর না। হয়তো আল্লাহ তা'আলা তোমার একজন সাথীর ব্যবস্থা করে দেবেন।"[১০২] আবূ বাকর (রা.) আরয করলেন, .يَا رَسُولَ اللهِ، أَتَطْمَعُ أَنْ يُؤْذَنَ لَكَ - "ইয়া রাসূলাল্লাহ, আপনি কি এ এই আশা করেন যে, আল্লাহ তা'আলা আপনাকে হিজরাতের অনুমতি দান করবেন?" রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, .إِنِّي لَأَرْجُو ذَلِكَ - "হ্যাঁ, অবশ্যই।" এটা শুনে আবূ বাকর (রা.) সিদ্ধান্ত নিলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সাথেই হিজরাত করবেন এবং এ জন্য তিনি অপেক্ষা করতে লাগলেন। তাঁর নিকট দুটি উষ্ট্রী ছিল। চার মাস পূর্ব থেকেই তিনি সেগুলোকে বাবলা গাছের পাতা খাওয়াচ্ছিলেন, যাতে সেগুলো হিজরাতের সফরে সুষ্ঠুভাবে কাজে লাগে।[১০৩] এভাবে আবূ

---

১০২. তাবারী, *তারীখুর রুসুল ওয়াল মুলূক,* খ.১,পৃ.৪১৯; ইবনু কাছীর, *আল-বিদায়াতু ওয়ান নিহায়াতু,* খ.৩,পৃ.২১৪, ২১৮; ইবনুল আছীর, *উসদুল গাবাহ,* খ.২,পৃ.১৪০; ইবনু হিশাম, *আস-সীরাতুন নাবাবিয়্যাহ,* খ.১,পৃ.৪৮০; ইবনুল জাওযী, *আল-মুন্তাযিম,* খ.১,পৃ.২৭৫

সামান্য শব্দগত পরিবর্তনসহ *সাহীহুল বুখারী*তেও এ বিষয়ে কয়েকটি রিওয়ায়াত রয়েছে। এক রিওয়ায়তে أَقِمْ শব্দটি এসেছে। এর অর্থ হলো, অবস্থান করুন। অর্থাৎ একটু অপেক্ষা করুন! (বুখারী, *আস-সাহীহ,* [কিতাবুল মাগাযী], হা.নং:৩৭৮৪) অন্য রিওয়ায়াতে রয়েছে- عَلَى رِسْلِكَ؛ فَإِنِّي أَرْجُو أَنْ يُؤْذَنَ لِي. অর্থাৎ "একটু অপেক্ষা করুন! আমার একান্ত আশা যে, আমাকেও হিজরাতের অনুমতি দান করা হবে।" (বুখারী, *আস-সাহীহ,* [কিতাবুল হাওয়ালাত], হা.নং:২১৩৪)

১০৩. বুখারী, *আস-সাহীহ,* (কিতাবুল হাওয়ালাত), হা.নং:২১৩৪; (কিতাবুল মাগাযী), হা.নং:৩৭৮৪; বাইহাকী, *দালা'য়িলুন নুবুওয়াত,* হা.নং:১২৪৫

কোনো কোনো রিওয়ায়াতে দেখা যায় যে, এ দুটি উষ্ট্রী আবূ বাকর (রা.) হিজরাতের জন্যই ক্রয় করেছিলেন এবং ঘরে রেখে খানা-দানা দিয়ে সফরের জন্য ভালোভাবে প্রস্তুত করে

বাকর, 'আলী (রা.) ও রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কাফিরদের অবর্ণনীয় উৎপীড়ন ও নির্যাতনের মধ্যেও আল্লাহ তা'আলার তরফ থেকে হিজরাতের নির্দেশ আসার প্রতীক্ষা করতে থাকেন।

কুরাইশের চক্রান্ত

কুরাইশের লোকেরা যখন প্রত্যক্ষ করলো যে, এ পর্যন্ত তাঁরা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ও তাঁর সাহাবীদের যত নির্যাতন ও ভীতি প্রদর্শনই করেছে, তা কোনো কাজেই আসেনি; বরং এর বিরূপ প্রতিক্রিয়া হয়েছে যে, মুসলিমগণ ক্রমে মাদীনা ও হাবশাকে নিজেদের আশ্রয়স্থল বানিয়ে নিচ্ছে। উপরন্তু মাদীনাকে কেন্দ্র করে দিন দিন ইসলাম প্রচার ও প্রসার লাভ করছে এবং সুদৃঢ় ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত হতে চলেছে। তারা হাবশায় লোক পাঠিয়ে নাজ্জাসীকে অনুরোধ জানালো, যাতে তিনি মুসলিমদেরকে হাবশা থেকে বহিস্কৃত করে তাদের হাতে সোপর্দ করেন। অনুরূপভাবে মাদীনার মুশরিক, ইয়াহুদী ও খ্রিস্টানদেরকে মুহাজির মুসলিমদের বিরুদ্ধে উসকানী দিতে লাগল। কিন্তু তাদের এ অপচেষ্টা কোথাও ফলপ্রসূ হলো না। ফলে তারা সেই চেষ্টা ত্যাগ করে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর প্রাণনাশের ষড়যন্ত্রে মনোযোগ দিল। তারা ভাবতে লাগল, যেভাবেই হোক রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)কে প্রাণে বিনাশ করে ফেলতে হবে। তবেই মুসলিমদের মেরুদণ্ড ভেঙ্গে পড়বে এবং মুসলিমদের কোনো কেন্দ্রিয় ক্ষমতা অবশিষ্ট থাকবে না। অবশেষে এ উদ্দেশ্যে নুবুওয়াতের ত্রয়োদশ বছরের ২৬শে সফর (১২ সেপ্টেম্বর ৬২২ খ্রি.) কুরাইশের নেতৃস্থানীয় লোকেরা তাদের পরামর্শস্থল 'দারুন নাদওয়াহ'য় মিলিত হয় এবং তাদের এ সর্বনাশা পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করার জন্য মতামত নিতে থাকে। আবূ সুফইয়ান, 'উতবাহ. শাইবাহ, উমাইয়াহ, নাদ্‌র, হারিছ ও যাম'আহ প্রমুখ বড় বড় নেতা সকলেই বিভিন্ন প্রস্তাব পেশ করে। অবশেষে আবূ জাহ্‌ল বললো, "প্রত্যেক গোত্র থেকে একজন করে যুবক বাছাই করা হোক এবং তাদের সকলকে অস্ত্র সরবরাহ করা হোক। মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যখন রাতে নিজের ঘরে নিশ্চিন্ত মনে শায়িত থাকবেন, তখন এ সকল সশস্ত্র যুবক এক সাথে সবাই মিলে অকস্মাৎ আক্রমণ করে তাঁকে হত্যা করবে। এভাবে তাঁকে হত্যা করার ব্যাপারে যেহেতু সব গোত্রের লোকেরা শারীক থাকবে, সেহেতু বানু হাশিমের একার পক্ষে এর প্রতিশোধ গ্রহণ করা সম্ভব হবে না। তদুপরি তাদের কেউ

রেখেছিলেন। (ইবনু হিশাম, *আস-সীরাতুন নাবাবিয়্যাহ,* খ.১,পৃ.৪৮৪; ইবনু কাছীর, *আস-সীরাতুন নাবাবিয়্যাহ,* খ.২,পৃ.২৩৩)

তাঁর রক্তপণ দাবী করলে তা পরিশোধ করাও সহজ হবে।" আবূ জাহ্লের এ প্রস্তাব সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

হিজরাতের নির্দেশ

মাক্কার কাফিররা তাদের সিদ্ধান্ত মতে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর ঘর ঘেরাও করে আক্রমণের জন্য প্রস্তুত হতে লাগল। এ সময় 'আবদুল মুত্তালিবের ভাতিজী রুকাইকাহ বিনতু সায়ফী (রা.) এ গোপন ষড়যন্ত্রের সব কিছুই জানতে পেরে তৎক্ষণাৎ রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর খিদমাতে হাযির হলেন এবং এ সমস্ত ভয়ানক ষড়যন্ত্র সম্বন্ধে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)কে অবহিত করলেন।[১০৪] কিন্তু রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর খিদমাতে তাঁর উপস্থিত হওয়ার আগেই জিবরীল ('আলাইহিস সালাম) এসে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)কে সবকিছু অবহিত করে তাঁকে আল্লাহ তা'আলার এ নির্দেশ জানিয়ে দিয়ে গিয়েছিলেন যে, لَا تَبِتْ هَذِهِ اللَّيْلَةَ عَلَى فِرَاشِكَ الَّذِي كُنْتَ تَبِيتُ عَلَيْهِ -"আজকের রাতে আপনার বিছানায় শোবেন না।" অর্থাৎ আজকের রাত্রেই আপনি মাক্কা ত্যাগ করে মাদীনার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হন।"[১০৫]

হিজরাত

আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে হিজরাতের নির্দেশ পাওয়া মাত্রই রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ভরা-দুপুরে রৌদ্রের উত্তাপ থেকে বাঁচার উদ্দেশ্যে একটি চাদর মাথায় দিয়ে ঘর থেকে বের হলেন এবং সোজাসুজি আবূ বাকর (রা.)-এর ঘরে গিয়ে পৌঁছলেন। তাঁকে নিয়ে হিজরাতের সার্বিক কর্মপরিকল্পনা তৈরি করাই ছিল তাঁর সেখানে গমনের উদ্দেশ্য। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)কে এ অসময়ে[১০৬] আসতে দেখেই আবূ বাকর (রা.)-এর বুঝতে বাকী রইলো না যে, হিজরাতের নির্দেশ চলে এসেছে। তাই তিনি বলে ওঠলেন, مَا جَاءَنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي

---

১০৪. ইবনু সা'দ, *আত-তাবাকাতুল কুবরা,* খ.৮,পৃ.৫২

১০৫. ইবনু কাছীর, *আস-সীরাতুন নাবাবিয়্যাহ,* খ.২,পৃ.২২৯; ইবনু হিশাম, *আস-সীরাতুন নাবাবিয়্যাহ,* খ.১,পৃ.৪৮২; ইবনু সাইয়্যিদিন নাস, *'উয়ূনুল আছার,* খ.১,পৃ.২৩৫; সুহায়লী, *আর-রাওদুল উনুফ,* খ.২,পৃ.৩০৮

১০৬. রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সাধারণ অভ্যাস ছিল, তিনি প্রতি দিনই আবূ বাকর (রা.)-এর ঘরে আসতেন। তবে তা ছিল সকালে কিংবা বিকালে। (বুখারী, *আস-সাহীহ,* (কিতাবুল বুয়ূ') হা.নং: ১৯৯৪)

هَذِهِ السَّاعَةِ إِلَّا لِأَمْرٍ حَدَثَ.-"এ মুহূর্তে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর আগমনের পেছনে অবশ্যই কোনো না কোনো গুরুতর প্রেক্ষাপট রয়েছে।" আবূ বাকর (রা.) খাট থেকে নিচে নেমে গিয়ে তাঁকে অভ্যর্থনা জানালেন। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, أَخْرِجْ مَنْ عِنْدَكَ.-"ঘরের লোকদের সরিয়ে দাও। কিছু প্রয়োজনীয় আলাপ রয়েছে।" আবূ বাকর (রা.) বললেন, إِنَّمَا هُمَا ابْنَتَايَ يَعْنِي عَائِشَةَ وَأَسْمَاءَ.-"ইয়া রাসূলাল্লাহ! এখানে আমার দু মেয়ে আসমা' ও 'আয়িশা (রা.) ছাড়া অপর কেউ নেই। আপনি কোনো প্রকার সংকোচ ছাড়াই যা ইচ্ছা বলতে পারেন।" রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, قَدْ أُذِنَ لِي فِي الْخُرُوجِ وَالْهِجْرَةِ.-"আমি বেরিয়ে যাওয়ার এবং হিজরাত করার অনুমতি পেয়ে গেছি।" আবূ বাকর (রা.) বললেন, يَا رَسُولَ اللَّهِ، الصُّحْبَةَ.-"ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমিও আপনার সাথে যাবো।" রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, الصُّحْبَةَ- "তুমি তো আমার সাথে থাকবেই।"[১০৭] এ সংবাদ শুনে তিনি এতো বেশি আনন্দিত হলেন যে, খুশিতে তাঁর চোখ থেকে আনন্দাশ্রু ঝরতে লাগলো। 'আয়িশা (রা.) বলেন,

> فَوَاللَّهِ مَا شَعَرْتُ قَطُّ قَبْلَ ذَلِكَ الْيَوْمِ أَنَّ أَحَدًا يَبْكِي مِنَ الْفَرَحِ حَتَّى رَأَيْتُ أَبَا بَكْرٍ يَبْكِي يَوْمَئِذٍ.
>
> -"আল্লাহর কাসাম, আমি এর আগে কোনো দিন কাউকে খুশিতে কাঁদতে দেখিনি। আমি আমার আব্বাকেই সর্বপ্রথম সে দিন খুশিতে কাঁদতে দেখেছি।"[১০৮]

আবূ বাকর (রা.) বললেন, إِنَّ عِنْدِي نَاقَتَيْنِ أَعْدَدْتُهُمَا لِلْخُرُوجِ فَخُذْ إِحْدَاهُمَا.- "আমি পূর্ব থেকেই দুটি উষ্ট্রী খুব ভালো করে খানা-দানা দিয়ে মোটা-তাজা করে রেখেছি। তার একটি আমি আপনার হাতে তুলে দিচ্ছি।" রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, قَدْ أَخَذْتُهَا بِالثَّمَنِ.- "তা-ই হবে। তবে আমি এর মূল্য[১০৯] প্রদান করেই নেবো।"[১১০] অগত্যা আবূ বাকর (রা.) মূল্য নিতে বাধ্য হলেন।[১১১]

---

১০৭. বুখারী, *আস-সাহীহ,* (কিতাবুল মাগাযী) হা.নং: ৩৭৮৪; ইবনু হিশাম, *আস-সীরাতুন নাবাবিয়্যাহ,* খ.১,পৃ.৪৮৪

১০৮. ইবনু হিশাম, *আস-সীরাতুন নাবাবিয়্যাহ,* খ.১,পৃ.৪৮৪; ইবনু কাছীর, *আস-সীরাতুন নাবাবিয়্যাহ,* খ.২,পৃ.২৩৩; সুহায়লী, *আর-রাওদুল উনুফ,* খ.২,পৃ.৩১৪

১০৯. এ উষ্ট্রীটির নাম ছিল জাদ'আ'। ঐতিহাসিক ওয়াকিদীর বর্ণনা অনুযায়ী উষ্ট্রীটির মূল্য ছিল আটশত দিরহাম। (আস-সালিহী, *সুবুলুল হুদা ওয়ার রাশাদ,* খ.৩,পৃ.২৩৯)

১১০. বুখারী, *আস-সাহীহ,* (কিতাবুল বুয়ূ') হা.নং: ১৯৯৪

১১১. লক্ষণীয় ব্যাপার হলো, আবূ বাকর (রা.)-এর সাথে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর গভীরতম সম্পর্ক থাকা সত্ত্বেও এ সংকট-মুহূর্তে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি

খুব দ্রুততার সাথে সফরের প্রস্তুতি নেয়া হলো। আবূ বাকর (রা.)কে এ সংবাদ প্রদান করে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) দ্রুত নিজের ঘরে ফিরে আসলেন। আর আবূ বাকর (রা.)-এর নির্দেশে তাঁর বড় মেয়ে আসমা' (রা.) তাঁদের দীর্ঘ সফরের জন্য খাবার ও পানীয় যোগাড় করতে লেগে গেলেন। 'আয়িশা (রা.)-এর বয়স তখন খুবই কম ছিল। আসমা' (রা.) একটি চামড়ার তৈরি মশকে পানি ও একটি থলিতে কিছু খাবার দিলেন। কিন্তু পাত্রগুলো বাঁধার জন্য তিনি কিছু পাচ্ছিলেন না। এ অবস্থায় তিনি নিজের কোমরবন্দ দু টুকরো করে সেটা দিয়ে খাবার ও পানির পাত্রগুলো বেঁধে দিলেন। এ কারণেই তাঁকে 'যাতুন নিতাকাইন' উপাধি দেয়া হয়।[১১২] আবূ বাকর (রা.) নিজে হিজরাতের সফরের জন্য প্রস্তুতকৃত উষ্ট্রীগুলোকে দেখে আসলেন এবং নিজের পুত্র 'আবদুল্লাহ (রা.)কে ডেকে বললেন, আমরা ছাওর পর্বতের[১১৩] গুহায় গিয়ে অবস্থান করবো, শহরের অবস্থা সম্পর্কে আমাদেরকে নিয়মিত সংবাদ সরবরাহ করবে। 'আমির ইবনু ফুহাইরাহ (রা.)কে আদেশ দিলেন, বকরীগুলোকে যথারীতি মাঠে চরাতে নেবে এবং সন্ধ্যার সময় ওদের দুধ দোহন করে ছাওর পর্বতের গুহায় আমাদের নিকট পৌঁছাবে। 'আবদুল্লাহ ইবনু উরাইকাত নামে জনৈক অমুসলিম ব্যক্তি আবূ বাকর (রা.)-এর খুবই বিশ্বস্ত ছিল। মরুভূমির পথ সম্পর্কে সে বেশ অভিজ্ঞতা রাখতো। তার সাথে আবূ বাকর (রা.) আগেই চুক্তি করে রেখেছিলেন যে, সে পারিশ্রমিকের বিনিময়ে এ দু'জনকেই মাদীনায় পৌঁছে দেবে। আবূ বাকর (রা.) তাকে ডেকে বললেন, উষ্ট্রীগুলোকে তোমার তত্ত্বাবধানে রাখ এবং নির্দিষ্ট সময় ছাওর পর্বতের গুহায় আমাদের নিকট গিয়ে উপস্থিত হবে।

হিজরাতের উদ্দেশ্যে রওয়ানা

সামনের রাতটিই[১১৪] ছিল কাফিরদের আগের রাতের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের জন্য নির্ধারিত রাত। আজই তারা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)কে হত্যা করবে। সন্ধ্যার পরপরই কুরাইশের মনোনীত ১১জন দুর্বৃত্ত[১১৫] রাসূলুল্লাহ

ওয়া সাল্লাম) আবূ বাকর (রা.)-এর উষ্ট্রীটি বিনা মূল্যে গ্রহণ করেননি। অপরদিকে চমৎকার আদাব ও আনুগত্যের নমুনা এই যে, আবূ বাকর (রা.) মূল্য গ্রহণে অস্বীকৃতি জানাননি।

১১২. বুখারী, *আস-সাহীহ,* (কিতাবুল জিহাদ), হা.নং:২৭৫৭, (কিতাবুল মানাকিব) ৩৬১৬, ৩৬১৭; আহমাদ, *আল-মুসনাদ,* হা.নং: ২৪৪৪৫, ২৫৬৯১

১১৩. ছাওর : এটি মাক্কা থেকে তিন মাইল দূরত্বে অবস্থিত।

১১৪. এ রাতটি ছিল ২৭শে সফর, নুবুওয়াতের ত্রয়োদশ বর্ষ / ১২ বা ১৩ সেপ্টেম্বর ৬২২ খ্রি.

১১৫. এরা হলো- ১. আবূ জাহল, ২. হাকাম ইবনুল 'আস, ৩. 'উকবাহ ইবনু আবী মু'আইত, ৪. নাদর ইবনু হারিছ, ৫. উমাইয়্যাহ ইবনু খালাফ, ৬. যাম'আহ ইবনু আসাদ, ৭. তু'আয়মাহ

(সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর ঘর অবরোধ করে ফেললো। প্রচলিত প্রথা অনুযায়ী কুরাইশরা মহিলাদের ঘরে প্রবেশ করাকে অন্যায় জানতো। এ কারণে তারা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর বাইরে আগমনের প্রতীক্ষায় ছিল। এ দিকে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট অনেক লোকের আমানাত ছিল এবং সেগুলো মালিকদের কাছে ফেরত দানের ব্যবস্থা করার প্রয়োজন ছিল। অগত্যা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) 'আলী (রা.)কে তাঁর আমানাতের সকল সম্পদ সমর্পণ করে বললেন, আমি চলে যাওয়ার পর এ সব সম্পদ তাদের প্রকৃত মালিকদের বুঝিয়ে দিও। তারপর তুমিও মাদীনায় চলে এসো। 'ইশার পর জিবরীল ('আলাইহিস সালাম) রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর খিদমাতে এসে বললেন, "ইয়া রাসূলাল্লাহ, আপনি 'আলী (রা.)কে আপনার বিছানার ওপর শুয়ে দিন।" নির্দেশ মতো 'আলী (রা.) রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর বিছানায় তাঁর সবুজ হাদরামী চাদর মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়লেন।[১১৬] অর্ধরাত্রির পর- যখন অবরোধকারীদের চোখের পলক তন্দ্রায় আচ্ছন্ন হয়ে এলো তখন- রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সূরা ইয়াসীনের প্রথমদিকের এ আয়াতগুলো-

﴿ يس (١) وَالْقُرْآنِ الْحَكِيمِ (٢) إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ (٣) عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ (٤) تَنْزِيلَ الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ (٥) لِتُنْذِرَ قَوْمًا مَا أُنْذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ (٦) لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَى أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ (٧) إِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ أَغْلَالًا فَهِيَ إِلَى الْأَذْقَانِ فَهُمْ مُقْمَحُونَ (٨) وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ (٩)﴾

তিলাওয়াত করে এক মুষ্টি মাটিতে ফুঁক দিয়ে কাফিরদের মাথার দিকে ছুঁড়ে মারলেন। এতে আল্লাহ তা'আলা তাদের দৃষ্টি কেড়ে নেন। তারপর রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাদের সারি ভেদ করে তাদের সামনে দিয়েই ঘর থেকে বের হয়ে গেলেন, কাফিরদের কেউ তাঁকে দেখতে পেলো না। এরপর তিনি নির্বিঘ্নে আবূ বাকর (রা.)-এর

ইবনু 'আদী, ৮. আবূ লাহব, ৯. উবাই ইবনু খালাফ, ১০. নুবাইহ ইবনুল হাজ্জাজ ও ১১. মুনাব্বাহ ইবনুল হাজ্জাজ। (ইবনুল কাইয়িম, *যাদুল মা'আদ*, খ.৩,পৃ.৪৫)

১১৬. ইবনু কাছীর, *আস-সীরাতুন নাবাবিয়্যাহ*, খ.২,পৃ.২২৯; ইবনু হিশাম, *আস-সীরাতুন নাবাবিয়্যাহ*, খ.১,পৃ.৪৮২; ইবনু সাইয়িদিন নাস, *'উয়ূনুল আছার*, খ.১,পৃ.২৩৫; সুহায়লী, *আর-রাওদুল উনুফ*, খ.২,পৃ.৩০৮

ঘরে গিয়ে পৌঁছলেন।[১১৭] এ দিকে আবূ বাকর (রা.)ও রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর আগমনের প্রতীক্ষায় প্রহর গুণছিলেন। কাল-বিলম্ব না করে তাঁরা উভয়ে তক্ষনি সেখান থেকে মাদীনার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হন। এ দিকে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ভোরে নামাযের জন্য ঘর থেকে বের হওয়া মাত্রই তাঁকে খতম করে দেবে- এ আশায় অবরোধকারীরা তাঁর ঘর চতুর্দিক থেকে ঘিরে আছে। ইত্যবসরে অপরিচিত এক লোক এসে বললো, "মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তো তোমাদের চোখে ধুলি নিক্ষেপ করে চলেই গেছেন। আর তোমরা তাঁর জন্য এখনও অপেক্ষা করে আছো?" তৎক্ষণাৎ তারা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ঘরের দরজার ফাঁক দিয়ে ভেতরে উঁকি মেরে দেখতে পায় যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর বিছানায় তাঁর চাদর গায়ে দিয়ে 'আলী (রা.) শুয়ে রয়েছেন। কিন্তু তারা তাঁকে দেখে বলতে লাগল, এ যে মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) শুয়ে আছেন। গায়ে তাঁর ব্যবহারের চাদরও রয়েছে। বিছানায় রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) শুয়ে আছেন ভেবে তারা ভোর পর্যন্ত সেখানে অপেক্ষা করে। ওই দিকে ভোরে 'আলী (রা.)কে শয্যা ছেড়ে উঠতে দেখে বুঝলো, তাদের হাতের ময়না উড়ে গেছে। এতে কুরাইশ দুর্বৃত্তরা খুবই ক্ষিপ্ত হয়ে 'আলী (রা.)-এর ওপর অত্যাচার করতে আরম্ভ করলো এবং তাঁকে টেনে-হেঁচড়ে কা'বা ঘরের নিকটে নিয়ে ঘন্টা খানিক আটকে রাখলো। তারা মনে করেছিলো, হয়তো তাঁর কাছ থেকে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ও আবূ বাকর (রা)-এর সন্ধান পেয়ে যাবে। 'আলী (রা.)-এর কাছ থেকে তারা কোনো তথ্যই লাভ করতে পারেনি। অবশেষে তারা তাঁকে ছেড়ে দেয়।[১১৮]

---

১১৭. ইবনু হিশাম, *আস-সীরাতুন নাবাবিয়্যাহ,* খ.১,পৃ.৪৮২; ইবনু সাইয়্যিদিন নাস, *'উয়ূনুল আছার,* খ.১,পৃ.২৩৫; সুহায়লী, *আর-রাওদুল উনুফ,* খ.২,পৃ.৩০৮
ওয়াকিদী ও আবূ নু'আইম (রাহ.) প্রমুখ ঐতিহাসিকগণ লিখেছেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বের হয়ে প্রথমে সোজা আবূ বাকর (রা.)-এর ঘরে গিয়ে পৌঁছলেন। তারপর তিনি আবূ বাকর (রা.)কে নিয়ে ঘর থেকে বের হয়ে কিছু দূর পথ গেলেন, এমন সময় আবূ জাহ্‌ল তাদের সামনে পড়ে যায়। আল্লাহর অসীম রাহমাত! তিনি আবূ জাহলের দৃষ্টি শক্তি কেড়ে নেন। সে না আবূ বাকর (রা.)কে দেখতে পেল, না রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)কে দেখতে পেল। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, فَكَانَ أَوَّلَ مَنْ لَقِيَنِيْ أَبُو جَهْلٍ، فَعَمَى اللهُ بَصَرَهُ عَنِّي وَعَنْ أَبِي بَكْرٍ حَتَّى مَضَيْنَا- "পথে সর্বপ্রথম আবূ জাহলের সাথে আমার সাক্ষাত হয়। তবে আল্লাহ তা'আলা তার দৃষ্টিকে এমনভাবে সঙ্কোচিত করে দেন যে, সে আমাকে ও আবূ বাকর (রা.)কে দেখতে পেল না। এভাবে আমরা নিরাপদে পথ চলতে লাগলাম।" (সুয়ূতী, *আল-খাসা'য়িসুল কুবরা,* খ.১,পৃ. ৩১৬; 'আলী আল-হালাবী, *আস-সীরাতুল হালাবিয়্যাহ,* খ.২,পৃ.২০৩)

১১৮. ইবনু হিশাম, *আস-সীরাতুন নাবাবিয়্যাহ,* খ.১,পৃ.৪৮৩;সুহায়লী, *আর-রাওদুল উনুফ,*

ছাওর গুহায় আত্মগোপন

কুরাইশরা অভিযান ব্যর্থ হয়েছে দেখে লজ্জায় ও ক্রোধে অস্থির হয়ে এদিক সেদিক ছুটাছুটি করতে লাগল। তারা মাক্কার শহরের প্রতিটি জায়গায় তাঁকে খুঁজতে শুরু করলো। এ দিকে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ভাবলেন, কুরাইশ দুর্বৃত্তরা তাঁকে খুঁজে বের করতে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালাবে এবং স্বাভাবিকভাবে তাদের দৃষ্টি মাদীনা অভিমুখী পথের দিকেই যাবে, যা মাক্কা থেকে উত্তর দিকে চলে গেছে। তাই রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আবূ বাকর (রা.)কে নিয়ে ঠিক উল্টো দিকে দক্ষিণ ইয়ামানের পথে অগ্রসর হন। তিনি এ পথে দ্রুত পায়ে হেঁটে পাঁচ/ছয় মাইল দূরত্বে অবস্থিত ছাওর[১১৯] পর্বতের পাদদেশে সূর্যোদয়ের আগে আগেই পৌঁছে যান। এটি সুউচ্চ, অত্যন্ত পেঁচালো এবং ওপরে ওঠাও খুবই কষ্টকর। এখানে বহু পাথর রয়েছে, যেগুলোর ওপর দিয়ে চলতে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর চরণযুগল রক্তাক্ত হয়ে গিয়েছিল। বলা হয়ে থাকে যে, পায়ের ছাপ গোপন রাখার উদ্দেশ্যে তিনি পায়ের আঙ্গুলের ওপর ভর দিয়ে হাঁটছিলেন। এ কারণে তাঁর পা জখম হয়ে গিয়েছিল। 'আবূ বাকর (রা.) যখন দেখলেন যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর পা মুবারাক অত্যন্ত বিক্ষত হয়ে পড়েছে, তখন আবূ বাকর (রা.) তাঁকে নিজের কাঁধে তুলে নিলেন এবং এ অবস্থায় দ্রুতপদে চলে গুহার মুখে পৌঁছেই তাঁকে কাঁধ থেকে নামালেন।[১২০] অতঃপর তিনি আরয করলেন, আপনি একটু অপেক্ষা করুন! আমি আগে গুহার ভেতরের অংশ পরিষ্কার করে নিই। এই বলে আবূ বাকর (রা.) আগে গুহার ভেতরে প্রবেশ করে তা পরিষ্কার করে ফেললেন। একদিকে কয়েকটি গর্ত ছিল, আবূ বাকর (রা.) নিজের পরনের ইযার ছিঁড়ে এগুলো বন্ধ করে দিলেন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)কে ভেতরে ডেকে আনলেন। দুটি গর্ত বাকী ছিল।

খ.২,পৃ.৩০৮; মানছূরপূরী, *রাহমাতুল লিল 'আলামীন,* খ.১,পৃ.৯৬

১১৯. ছাওর : মাসজিদে হারাম থেকে প্রায় ছয় মাইল দক্ষিণে অবস্থিত একটি বড় পাহাড়। ছাওর ইবনু মানাতের নামানুসারে এর নামকরণ করা হয়েছে। এ পাহাড়টিতে ওঠতে প্রায় দেড় ঘন্টা সময় লাগে। তিনটি সংযুক্ত পাহাড়ের সমষ্টি হলো এ পাহাড়। দুটি পাহাড় অতিক্রম করার পর তৃতীয় পাহাড়ের চূড়ায় একটি গুহা অবস্থিত, যাকে ছাওর গুহা বলা হয়। পাহাড়ের মাঝামাঝি পর্যন্ত ৫৪টি উঁচু-নিচু মোড় আছে। ঐ সকল মোড় দিয়ে একবার ওপরে, আবার নিচে নেমে চূড়ায় অবস্থিত গুহাটিতে পৌছতে হয়। গুহাটি মাটি থেকে ৫০০ মিটার ওপরে। গুহাটির দৈর্ঘ্য ১৮ বিঘত এবং এর সংকীর্ণ মুখের দৈর্ঘ্য পাঁচ বিঘত। (সিরাজুল ইসলাম, *মক্কা শরীফের ইতিকথা,* পৃ.৩০৮-৯)

১২০. বাইহাকী, *দালা'য়িলুন নুবুওয়াত,* হা.নং: ৭৩১; যাহাবী, *তারীখুল ইসলাম,* খ.১,পৃ.৩২১; 'আবদুল্লাহ আন-নাজদী, *মুখতাছারু সীরাতি রাসূলিল্লাহ* (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম), পৃ.১৬৭; মানছূরপূরী, *রাহমাতুল লিল-'আলামীন,* খ.১, পৃ.৯৫

কাপড়ের অভাবে বন্ধ করা যায়নি। আবূ বাকর (রা.) এগুলোর ওপর পা চাপা দিয়ে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)কে নিজের উরুর ওপর শুয়ে দিলেন। এ দিকে গর্তের ভেতর থেকে একটি বিষধর সাপ বের হয়ে আবূ বাকর (রা.)-এর উরুতে দংশন করল। সাপের বিষে অস্থির হওয়া সত্ত্বেও তিনি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর ক্লান্ত দেহের ঘুম ভেঙ্গে যেতে পারে- এ আশঙ্কায় কোনোরূপ নড়াচড়া করলেন না। সাপের বিষে কাতর হয়ে নিরবে অশ্রু বিসর্জন করতে লাগলেন। এক ফোঁটা তপ্ত অশ্রু রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর চেহারা মুবারাকের ওপর পতিত হওয়া মাত্রই তাঁর ঘুম ছুটে গেল। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আবূ বাকর (রা.)কে কাঁদতে দেখে কারণ জিজ্ঞেস করলেন। তিনি বললেন, "আমার পিতামাতা আপনার জন্য কুরবান হোন! এ গুহা থেকে একটি সাপ আমাকে দংশন করেছে।" রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর প্রতি কতো অসীম ভালোবাসা ও আন্তরিক ভক্তিশ্রদ্ধা থাকার কারণে আবূ বাকর (রা.) এরূপ করতে পেরেছিলেন, তা ধারণা করাও আমাদের পক্ষে কঠিন ব্যাপার! রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আবূ বাকর (রা.)-এর কথা শুনেই নিজের একটুখানি পবিত্র লালা সর্পদংশিত স্থানে মেখে দিলেন। সাথে সাথে বিষের যাতনা দূর হয়ে গেল।[১২১]

এ দিকে আবূ জাহ্ল কয়েক জনকে সাথে নিয়ে সোজা আবূ বাকর (রা.)-এর ঘরে গিয়ে উপস্থিত হলো। দরজায় কষাঘাত করতেই আসমা' (রা.) বেরিয়ে আসলেন। নরাধম আবূ জাহ্ল জিজ্ঞেস করলো, "তোমার আব্বা কোথায়?" তিনি জবাব দিলেন, "ঘরে নেই। কোনো দিকে গিয়েছেন।" এ কথা বলতেই আবূ জাহ্ল ক্রোধে অস্থির হয়ে আসমা' (রা.)কে এমন জোরে এক চপেটাঘাত করলো যে, তাঁর কান ফুল নিচে পড়ে গেল।[১২২]

ইসলামের জঘন্যতম শত্রুর দল কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে মাক্কার চারদিকে তন্নতন্ন করে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)কে তালাশ করে ফিরতে লাগল; কিন্তু কোথাও তাঁর খোঁজ পেলো না। অবশেষে তারা ঘোষণা করলো, যে কেউ মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)কে জীবিত বা মৃত অবস্থায় ধরে দেবে, তাকে একশ'

---

১২১. তাবরিযী, *মিশকাতুল মাসাবীহ,* (কিতাবুল মানাকিব), হা.নং: ৬০২৫ (রাযীনের সূত্রে বর্ণিত); আল-মুহিব্ব আত-তাবারী, *আর-রিয়াদুন নাদিরাতু..,* পৃ.৪৫
এ বর্ণনায় এ কথাও রয়েছে, পরবর্তী কালে এ বিষের প্রতিক্রিয়া দেখা দেয় এবং তাতেই আবূ বাকর (রা.) মৃত্যুবরণ করেন। বিশিষ্ট হাদীস বিশারদ আলবানী (রা.) এ হাদীস সম্পর্কে কোনো মন্তব্য করেননি।

১২২. ইবনু হিশাম, *আস-সীরাতুন নাবাবিয়্যাহ,* খ.১,পৃ.৪৮৭)

উট পুরস্কার স্বরূপ প্রদান করা হবে।[১২৩] এ পুরস্কারের ঘোষণা শুনে সাথে সাথে কতিপয় পুরস্কার লোভী ব্যক্তি সওয়ার হয়ে মাক্কার চতুর্দিকে দূর-দূরান্ত পর্যন্ত তাঁর খোঁজে বেরিয়ে পড়ে। আর পদচিহ্ন বিশারদরা পায়ে হেঁটে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর পায়ের চিহ্ন খুঁজে বেড়াতে লাগল। অবশেষে তাঁর পায়ের চিহ্ন পাওয়া যায় এবং কয়েকজন শত্রু তা অনুসরণ করে এগুতে এগুতে ছাওর গুহার মুখ পর্যন্ত গিয়ে উপস্থিত হয়। তারা সেখানে দাঁড়িয়ে বলতে লাগল, এ জায়গা পর্যন্ত তাঁর পায়ের চিহ্ন দেখা যাচ্ছে। সামনে কোনো আর চিহ্ন দেখা যাচ্ছে না। আবূ বাকর (রা.) ভেতর থেকে আগন্তুকদের পদধ্বনি শুনতে পেয়ে (মতান্তরে কয়েকটি পা দেখতে পেয়ে) অত্যন্ত বিচলিত হয়ে বলতে লাগলেন, يَا رَسُولَ اللهِ، لَوْ أَنَّ أَحَدَهُمْ نَظَرَ تَحْتَ قَدَمَيْهِ لَأَبْصَرَنَا. - "ইয়া রাসূলাল্লাহ! শত্রুর দল গুহার মুখে দাঁড়ানো। তাদের একজনও যদি তার পায়ের তলদেশের দিকে তাকায়, তা হলে সে আমাদেরকে দেখে ফেলবে।" রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে বললেন, مَا ظَنُّكَ يَا أَبَا بَكْرٍ بِاثْنَيْنِ، اللهُ ثَالِثُهُمَا؟ -"হে আবূ বাকর, ঐ দু'জন সম্পর্কে তোমরা ধারণা কী, যাদের তৃতীয় জন হলেন আল্লাহ তা'আলা?"[১২৪] অর্থাৎ ভীত ও অস্থির হওয়ার কোনোই প্রয়োজন নেই। আমরা শুধু দু'জন নই; আল্লাহও আমাদের সাথে রয়েছেন। এ সান্ত্বনা বাণী শুনেই আবূ বাকর (রা.) অন্তর থেকে ভয়-ভীতি দূর করে ফেললেন এবং নিজেদেরকে সম্পূর্ণরূপে নির্ভয় ও নিরাপদ মনে করতে লাগলেন।[১২৫] আবূ বাকর (রা.) জীবনের যে মুহূর্তগুলো ছাওর গুহায়

---

১২৩. ইবনু কাছীর, *আস-সীরাতুন নাবাবিয়্যাহ,* খ.২,পৃ.১৫৪; ইবনু হাযম, *জাওয়ামি'উ সীরাত,* পৃ.৯১; সালিহী, *সুবুলুল হুদা ওয়ার রাশাদ,* খ.৩,পৃ. ২৪৮)

১২৪. বুখারী, *আস-সাহীহ,* (কিতাবুল মানাকিব), হা.নং:৩৩৮০, ৩৬২৯, (কিতাবুত তাফসীর), হা.নং: ৪২৯৫; মুসলিম, *আস-সাহীহ,* (কিতাবু ফাদা'য়িলিস সাহাবাহ), হা.নং: ৪৩৮৯
এক রিওয়ায়াতে রয়েছে, যখন আবূ বাকর (রা.) বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এক জন শত্রু আমাদের দিকে খুব তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকাচ্ছে। তখন তিনি বললেন, সে কখনো আমাদেরকে দেখতে পাবে না। কেননা আল্লাহ তা'আলার ফেরেশতারা আমাদেরকে তাঁদের ডানার ভেতরে লুকিয়ে রেখেছেন।"

১২৫. বলাই বাহুল্য যে, আবূ বাকর (রা.) এ অস্থিরতা নিজের জীবন রক্ষার জন্য ছিল না; বরং এ অস্থিরতার একমাত্র কারণ ছিল রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর জীবন নিয়ে তাঁর শঙ্কা। বর্ণিত রয়েছে, যখন আবূ বাকর (রা.) কুরাইশের পদচিহ্ন দেখতে পেলেন, তখন তিনি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)কে নিয়ে অত্যন্ত চিন্তিত হয়ে বললেন, إِنْ قُتِلْتُ فَإِنَّمَا أَنَا رَجُلٌ وَاحِدٌ، وَإِنْ قُتِلْتَ أَنْتَ هَلَكَتْ الْأُمَّةُ. -"যদি আমি মারা যাই, তবে একজন আবূ বাকর (রা.)ই মারা যাবে। কিন্তু আপনি মারা গেলে সমগ্র উম্মাত ধ্বংস হয়ে যাবে।" এ সময় রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছিলেন, لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللهَ مَعَنَا. -"ভয় পেয়ো না, আল্লাহ আমাদের সাথে রয়েছেন!" (সুহায়লী, *আর-রাওদুল উনুফ,* খ.২,পৃ.৩১৭;

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সাথে অতিবাহিত করেছিলেন, সে মুহূর্তগুলো আল্লাহ তা'আলার নিকট এতোই পছন্দনীয় হলো যে, তিনি সে সম্পর্কে তাঁর পবিত্র কালামে এভাবে বিবরণ দিচ্ছেন-

﴿...ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللهَ مَعَنَا فَأَنْزَلَ اللهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا﴾

-" ...তিনি ছিলেন দুজনের একজন, যখন তাঁরা উভয়ে গুহার ভেতরে ছিলো। সে তার সাথীকে বললো, চিন্তা কর না! আল্লাহ আমাদের সাথেই রয়েছেন। এরপর আল্লাহ তার অন্তরে তাঁর পক্ষ থেকে সান্ত্বনা নাযিল করলেন এবং তার সাহায্যে এমন বাহিনী পাঠালেন, যা তোমরা দেখতে পাওনি।"[১২৬]

'উমার (রা.) আক্ষেপ করে বলেন,

وَدِدْتُ أَنَّ عَمَلِيْ كُلَّهُ مِثْلَ عَمَلِهِ يَوْمًا وَاحِدًا مِنْ أَيَّامِهِ وَلَيْلَةً وَاحِدَةً مِنْ لَيَالِيْهِ، أَمَّا لَيْلَتَهُ فَلَيْلَةٌ سَارَ مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِلَى الْغَارِ.

-"আহা, কতো না ভালো হতো! যদি আমার সারা জীবনের সমস্ত নেকী আবূ বাকর (রা.)-এর সেই একদিন বা একরাতির সমান হতো, যা তিনি ছাওর গুহায় রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সাথে অতিবাহিত করেছেন।"[১২৭]

হাবীব ইবনু আবী হাবীব (রা.) থেকে বর্ণিত, একদিন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কবি হাসসানকে বললেন, هَلْ قُلْتَ فِي أَبِي بَكْرٍ شَيْئًا؟ -"তুমি আমার গুহার সাথী আবূ বাকর (রা.) সম্পর্কে কিছু লিখেছো কি?" তিনি জবাব দিলেন, হ্যাঁ। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, قُلْ وَأَنَا أَسْمَعُ -"বল, আমি শুনি।" হাসসান (রা.) একটি কবিতা আবৃত্তি করলেন। এর কয়েকটি চরণ হলো-

والثّانِي اثنَينِ في الغارِ المُنيفِ، وقَدْ ... طافَ العدوُّ به إِذْ صَعَّدَ الجَبَلا

وكانَ حِبَّ رَسولِ اللهِ، قد عَلِموا، ... مِنَ البَرِيَّةِ، لم يَعْدِلْ به رَجُلا

خَيرُ البَرِيَّةِ أتقاها وَأَرْأَفُها، ... بَعْدَ النَّبِيِّ، وأوْفاها بما حَمَلا

ইসামী, *সিমতুন নুজূম..*, খ.১,পৃ.১৪৭, ১৪৯)

১২৬. আল-কুর'আন, ৯ (সূরা আত-তাওবাহ) ৪৪০

১২৭. তাবরিযী, *মিশকাতুল মাসাবীহ*, (কিতাবুল মানাকিব), হা.নং: ৬০২৫ (রাযীনের সূত্রে বর্ণিত); আল-মুহিব্ব আত-তাবারী, *আর-রিয়াদুন নাদিরাতু..*, পৃ.৪৫

> -"সুমহান গুহার সহচর, যিনি দুজনের মধ্যে দ্বিতীয় জন ছিলেন, যখন শত্রুর দল পাহাড়ে আরোহন করে তাঁদেরকে তালাশ করছিল। সকলেই জানে যে, তিনি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর পরম বন্ধু এবং আল্লাহর বান্দাগণের মধ্যে তাঁর সমকক্ষ দ্বিতীয় কেউ নেই। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর পরে তিনিই হলেন সবচেয়ে আল্লাহভীরু, সহানুভূতিশীল ও কর্তব্যপরায়ণ।"

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কবিতাটি শুনে হাসলেন, তারপর বললেন, صَدَقْتَ يَا حَسَّانُ -"হাসসান, তুমি ঠিকই বলেছো!"[১২৮]

বিভিন্ন রিওয়ায়াতে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আবূ বাকর (রা.)সহ গুহার ভেতরে প্রবেশ করা মাত্র আল্লাহ্ তা'আলার কুদরাতে মাকড়সা এসে গুহার মুখে জাল বুনে দিল এবং এক জোড়া কবুতর এসে জালের বাইরে গুহার ঠিক প্রবেশ পথের ওপর খড়-কুটা দ্বারা বাসা বুনল এবং মাদী কবুতরটি বসে ডিমে তা দিতে আরম্ভ করল। শত্রুর দল এ সমস্ত লক্ষণ দেখে অনুমান করলো, এখানে কোনো লোকই প্রবেশ করেনি। তাই তারা অন্য দিকে চলে গেল।[১২৯]

এ দিকে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ও তাঁর সাথী আবূ বাকর (রা.) ছাওর গুহায় ২৭, ২৮ ও ২৯ শে সফর জুমু'আবার, শনিবার ও রোববার তিন দিন আত্মগোপন করে থাকেন।[১৩০] এ সময় আবূ বাকর (রা.)-এর ছেলে 'আবদুল্লাহ (রা.)ও গুহায় রাত যাপন করতেন। 'আবদুল্লাহ (রা.) এ তিনদিন দিনের বেলা কুরাইশের সাথে মিশে থাকতেন। কুরাইশরা যে সকল পরামর্শ করতো বা সিদ্ধান্ত নিতো, তা তিনি ঘুরে ঘুরে সংগ্রহ করতেন। রাতের বেলা ছাওর পর্বতের গুহায় পৌঁছে তাঁদের উভয়কে সে সম্পর্কে অবহিত করতেন। আবার ভোরের অন্ধকারে মাক্কায় এসে কাফিরদের সাথে মিশে থাকতেন।[১৩১] আবূ বাকর (রা.)-এর আযাদকৃত গোলাম 'আমির ইবনু ফুহাইরাহ (রা.)

---

১২৮. হাকিম, *আল-মুস্তাদরাক,* (কিতাবু মা'আরিফাতিস সাহাবাহ), হা.নং: ৪৩৮৭, ৪৪৩৫; ইবনু সা'দ, *আত-তাবাকাতুল কুবরা,* খ.৩,পৃ. ১৭৪; আবূ যায়িদ আল-কুরাশী, *জামহারাতু আশ'আরিল 'আরাব,* পৃ.৮; নুওয়াইরী, *নিহায়াতুল আরাব ফী ফুনূনিল আদাব,* খ.৫,পৃ.১৭৬

১২৯. তাবারানী, *আল-মু'জামুল কাবীর,* হা.নং:১৭৪৫৫; বাইহাকী, *দালা'য়িলুন নুবুওয়াত,* হা.নং: ৭৩৫; ফাকিহী, *আখবারু মাক্কাহ,* হা.নং:২৩৫০; 'ইসামী, *সিমতুন নুজূম..,* খ.১,পৃ.১৪৮

১৩০. ইবনু হাজার, *ফাতহুল বারী,* খ.১১,পৃ.২৩৬

১৩১. ঐতিহাসিক ইবনু সা'দ (রাহ.) লিখেছেন, তিনি ঘর থেকে খাবার নিয়ে যেতেন। তবে অধিকাংশ রিওয়ায়াতে দেখা যায় যে, আসমা' (রা.) নিজেই আহার্য দ্রব্যাদি সযত্নে প্রস্তুত করে রাতের বেলা গুহাবাসীদের নিকট পৌঁছে দিতেন, আর 'আবদুল্লাহ পৌঁছাতেন শুধু সারা দিনের কাফিরদের কর্মতৎপরতার খবর। (ইবনু হিশাম, *আস-সীরাতুন নাবাবিয়্যাহ,* খ.১,পৃ.৪৮৫-৬)

সারাদিন এদিক সেদিক ছাগলপাল চরিয়ে রাতের আঁধার গভীর হলে ঐগুলোকে ছাওর গুহার কাছে নিয়ে যেতেন, তারপর দুধ দোহন করে গুহাবাসী দু বন্ধুকে দুধ পান করাতেন। তারপর তিনি ছাগলপাল নিয়ে অধিক রাতে মাক্কায় প্রবেশ করতেন।[১৩২] তিনি যাবার পথে 'আবদুল্লাহ ইবনু আবী বাকর (রা.)-এর পায়ের চিহ্নের ওপর ছাগলপাল চালিয়ে তা মুছে দিতেন।[১৩৩]

মাদীনার পথে

কাফিররা একে একে তিন দিন তাঁকে খুঁজতে খুঁজতে ক্লান্ত-শ্রান্ত হয়ে পড়ে। ব্যর্থ মনোরথ হয়ে তাদের উৎসাহ-উদ্দীপনাও স্তিমিত হয়ে পড়ে। এ সংবাদ পাওয়ার পর 'আবদুল্লাহ ইবনু 'উরাইকাতের কাছে খবর পাঠানো হলো, সে যেন প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী উষ্ট্রী দুটি নিয়ে ছাওর পাহাড়ের পাদদেশে এসে উপস্থিত হয়। সে কথামতো উক্ত উষ্ট্রী দুটি এবং তার নিজের একটি উট নিয়ে ছাওর পর্বতের গুহার নিকট রাতের বেলা এসে উপনীত হলো। রাতটি ছিল রাবি'উল আউয়ালের চাঁদের প্রথম রাত (১৬ই সেপ্টেম্বর ৬২২ খ্রি.) সোমবার।[১৩৪] রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ও আবূ বাকর (রা.) গুহা থেকে বেরিয়ে পড়লেন। একটি উষ্ট্রীতে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সওয়ার হলেন। অপর উষ্ট্রীতে আবূ বাকর (রা.) ও তাঁর গোলাম 'আমির ইবনু ফুহাইরাহ (রা.) আরোহন করেন। পথপ্রদর্শক 'আবদুল্লাহ ইবনু উরাইকাত তার নিজস্ব উটে আরোহন করলো। চার ব্যক্তির এ ছোট্ট কাফেলাটি সাধারণ পথ এড়িয়ে সমুদ্র তীরবর্তী পথ বেয়ে মাদীনার পথে এগিয়ে চললো। আসুন, এবারে চলার পথের কয়েকটি ঘটনা উল্লেখ করি।

ক. আবূ বাকর (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ছাওর পর্বতের গুহা থেকে বের হয়ে আমরা সারা রাত এবং পরদিন দুপুর পর্যন্ত অনবরত চলতে থাকি। ঠিক দুপুরের সময় রাস্তা একেবারে ফাঁকা হয়ে পড়ে। এ সময় একটা লম্বা চাতাল দেখতে পাই, যার ছায়ায় তখনো রোদ প্রবেশ করেনি। আমরা সেখানে অবতরণ করি। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর শোয়ার জন্য আমি নিজ হাতে একটি জায়গা সমান করে নিই, এরপর সেখানে একখানা চাদর বিছিয়ে দেই। তারপর তাঁকে বলি, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আপনি শুয়ে পড়ুন। আমি চতুর্দিকে নজর রাখছি। হঠাৎ দেখি এক রাখাল কিছু বকরী নিয়ে এ দিকেই এগিয়ে আসছে। যে জন্য আমরা এ চাতালে অবতরণ করেছি, রাখালও

---

১৩২. বুখারী, *আস-সাহীহ,* (কিতাবুল মানাকিব), হা.নং: ৩৬১৬, (কিতাবুল লিবাস), হা.নং: ৫৩৬০

১৩৩. ইবনু হিশাম, *আস-সীরাতুন নাবাবিয়্যাহ,* খ.১,পৃ.৪৮৬

১৩৪. মুবারাকপূরী, *আর-রাহীকুল মাখতূম,* পৃ.১৬৬

সে উদ্দেশ্যে এ দিকে আসছে। আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম, "তুমি কার গোলাম?" সে মাক্কা বা মাদীনার একজনের নাম বললো। আমি তাকে বললাম, "তোমার বকরীর কি কিছু দুধ হবে?" সে বললো, "হ্যাঁ।" আমি বললাম, "তুমি কি আমাদের জন্য দুধ দোহন করে দেবে?" সে বললো, "হ্যাঁ।" এ কথা বলে সে একটি বকরী ধরে আনল। আমি বললাম, "ধুলোবালি ও লোম থেকে স্তনটি একটু পরিষ্কার করে নাও।" পরিষ্কার করার পর সে একটি পেয়ালায় কিছু দুধ দোহন করে। আমার নিকট একটি চামড়ার পাত্র ছিল। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর অযু এবং পানি পান করার জন্য আমি সেটি সাথে রেখেছিলাম। তাতে আমি দুধগুলো ভর্তি করে নিই। এরপর আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট এসে দেখি যে, তিনি ঘুমিয়ে পড়েছেন। তাঁকে জাগানো সমীচীন মনে করিনি। অবশেষে তিনি জাগ্রত হবার পর আমি তাঁর খিদমাতে উপস্থিত হই এবং দুধের সাথে কিছু পানি মিশিয়ে দেই। এতে দুধের নিচের অংশ ঠাণ্ডা হয়ে যায়। এবার বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ, এ দুধটুকু পান করুন! রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তা সাদরে গ্রহণ করলেন। এতে আমি অত্যন্ত খুশি হই। এরপর রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, "এখনো কি যাত্রার সময় হয়নি?" আমি বললাম, "হ্যাঁ, যাত্রার সময় হয়েছে। এরপর আমরা আবার রওয়ানা হই।[১৩৫]

খ. এ সফরে আবূ বাকর (রা.) রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর পেছনে পেছনে চলতেন। যেহেতু আবূ বাকর (রা.)-এর চেহারায় বার্ধক্যের নিদর্শন প্রকাশ পেয়েছিল, তাই মানুষের মনোযোগ তাঁর দিকেই আকৃষ্ট হতো। পক্ষান্তরে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর চেহারায় তখনো যৌবনের ছাপ প্রবল ছিল। এ কারণে লোকদের মনোযোগ তাঁর দিকে কমই আকৃষ্ট হতো। ফলে তারা কারো সামনে পড়লে সে আবূ বাকর (রা.)কে জিজ্ঞেস করতো, আপনার সামনে ইনি কে? আবূ বাকর (রা.) কৌশলে উত্তর দিতেন, هَذَا الرَّجُلُ يَهْدِينِي السَّبِيلَ. -"ইনি আমাকে পথ দেখান।" এতে প্রশ্নকারী বুঝতো, তিনি জনচলাচলের রাস্তার কথা বুঝাচ্ছেন। অথচ আবূ বাকর (রা.) এ রাস্তা বলে নেকী ও কল্যাণের পথের কথা বুঝাতেন।[১৩৬]

গ. কুরাইশরা যখন এদিক ওদিক খোঁজাখুঁজির পর রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ও আবূ বাকর (রা.)-এর কোনো সন্ধান পেলো না, তখন তারা চতুর্দিকে দূত প্রেরণ করে ঘোষণা করে দিল, যে ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি

---

১৩৫. বুখারী, *আস-সাহীহ,* (কিতাবুল মানাকিব), হা.নং: ৩৩৪৬; মুসলিম, *আস-সাহীহ,* (কিতাবুয যুহদ ওয়ার রাকা'য়িক), হা.নং: ৫৩২৯

১৩৬. বুখারী, *আস-সাহীহ,* (কিতাবুল মানাকিব), হা.নং: ৩৬২১

ওয়া সাল্লাম) অথবা আবূ বাকর (রা.)কে হত্যা করতে পারবে কিংবা জীবিত গ্রেফতার করে নিয়ে আসতে পারবে, তাকে একশত উট পুরস্কার স্বরূপ দেয়া হবে। বানূ মুদলিজ নামক গোত্রের সুরাকাহ ইবনু মালিক ইবন জু'শুম এ ঘোষণা শুনে ঘোড়ায় চড়ে বসলো এবং বর্শা হাতে ঐ দুজনের খোঁজে বের হয়ে পড়লো। তাঁর ঘটনাটি তিনি নিজের ভাষায় এভাবে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, একদিন আমি আমার কাওমের সাথে এক আসরে বসা ছিলাম। এমন সময় এক ব্যক্তি এসে বললো, সুরাকাহ! একটু আগে আমি উপকূলের কাছে কয়েকজন লোককে দেখতে পেয়েছি। আমার ধারণা, তাঁরা মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ও তাঁর সাথীই হবেন। সুরাকাহ বলেন, লোকটির কথায় আমি বুঝে ফেলি, এ সব লোক তাঁরাই হবেন; কিন্তু যে লোকটি সংবাদ দিয়েছিল, তাকে বললাম, না না, ওরা তারা নয়; বরং তুমি অমুক অমুককে দেখেছো। তুমি যাদের দেখেছো, তাদের তো আমরাও দেখেছি। তারা আমাদের সামনে দিয়েই গেছে। এরপর আমি কিছুক্ষণ আসরে বসে কাটালাম। তারপর ওঠে ভেতরে গিয়ে আমার দাসীকে ঘোড়া বের করতে বললাম। ঘোড়া বের করার পর তাকে বললাম, টিলার পেছনে নিয়ে যাও এবং সেখানে অপেক্ষা কর, আমি আসছি। এরপর আমি বর্শা নিয়ে ঘরের পেছন দিয়ে বের হই। তখন আমার বর্শার ধারালো অংশ মাটির সাথে হেঁচড়াচ্ছিল এবং ওপরের অংশ নিচু হয়ে পড়েছিল। এভাবে আমি ঘোড়ার কাছে পৌঁছে সেটিতে আরোহন করি। ঘোড়াটি যথারীতি আমাকে নিয়ে ছুটে চলছে। একসময় আমি তাঁদের খুব কাছে পৌঁছে যাই। এমন সময় হঠাৎ ঘোড়াটি হোঁচট খায় এবং এর ফলে আমি ঘোড়ার পিঠ থেকে পড়ে যাই। এরপর আমি (প্রচলিত কুসংস্কার অনুযায়ী ভবিষ্যত অবস্থা জানার উদ্দেশ্যে) তূনীর থেকে তীর বের করে দেখলাম, এ অবস্থায় পশ্চাদ্ধাবণ করা আমার জন্য ঠিক হবে কি-না। কিন্তু যে তীর বের হয় তা আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধেই গেল। কিন্তু আমি তীরের ইঙ্গিত অমান্য করে আবার ঘোড়ায় চড়ে বসি। সেটি আমাকে নিয়ে দৌড়াতে দৌড়াতে একেবারেই তাঁদের কাছেই চলে গেল। আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর কিরা'আত শুনতে পাচ্ছিলাম; কিন্তু তিনি কোনো দিকে তাকাচ্ছেন না। তবে আবূ বাকর (রা.) বারংবার পেছনে ফিরে দেখছিলেন। এ সময় হঠাৎ আমার ঘোড়ার সামনের পা দুটি আজানু মাটিতে দেবে গেলো এবং আমি ঘোড়া থেকে মাটিতে পড়ে যাই। আমি তাকে চলতে উদ্যত করলে সেটি ওঠতে চাইলো; কিন্তু মাটির ভেতর থেকে পা দুটি বের করতে পারলো না। এরপর ঘোড়াটি সোজা হয়ে দাঁড়ালে তার পা দুটির নিশানা থেকে আসমানের দিকে ধোঁয়ার মতো ধুলো উড়ছিল। পুনরায় আমি পাশার তীর দ্বারা ভাগ্য পরীক্ষা করলাম। এবারও সে তীরই বের হয়, যা আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে গেল। এরপর নিরাপত্তার আশ্বাস দিয়ে তাঁদের ডাক দিলাম। তাঁরা থামলেন এবং আমি ঘোড়ার পিঠে চড়ে তাঁদের কাছে পৌঁছলাম। ইতোমধ্যে পথে পথে বাধাপ্রাপ্ত হওয়া থেকে এ কথা আমার

বুঝে নিতে কোনো অসুবিধা হয়নি যে, অচিরেই রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বিজয় লাভ করবেন। আমি তখন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)কে বললাম, আপনার কাওম আপনার জীবনের বিনিময়ে পুরস্কার ঘোষণা করেছে। সাথে সাথে লোকদের সংকল্প সম্পর্কেও আমি তাঁদেরকে অবহিত করলাম এবং তাঁদেরকে পথের জন্য কিছু খাবার সামগ্রীও দিতে চাইলাম; কিন্তু তাঁরা আমার কোনো সামগ্রীই গ্রহণ করলেন না এবং আমাকে কোনো কথাও জিজ্ঞেস করেননি। শুধু বললেন, আমাদের ব্যাপারে গোপনীয়তা রক্ষা কর। তাঁকে বললাম, আপনি আমাকে নিরাপত্তা পত্র লিখে দিন। তিনি 'আমির ইবনু ফুহাইরাহ (রা.)কে আদেশ দিলে তিনি এক টুকরো চামড়ায় আমাকে নিরাপত্তা পরোয়ানা লিখে দেন। এরপর রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সামনে অগ্রসর হন।[১৩৭]

এ ঘটনা সম্পর্কে আবূ বাকর (রা.)-এর একটি রিওয়ায়াত রয়েছে। তিনি বলেন, আমরা রাওয়ানা হওয়ার পর কাওমের লোকেরা আমাদের তালাশ করছিল; কিন্তু ঘোড়ায় সওয়ার হয়ে আসা সুরাকাহ ইবনু মালিক ইবনি জু'শুম ছাড়া ছাড়া কেউ আমাদের নাগাল পায়নি। আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ, এক লোক আমাদের পিছু লেগেছে। সে আমাদের ধরে ফেলতে চাচ্ছে। তিনি বললেন, ﴿لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللّٰهَ مَعَنَا﴾ -"ভয় পেয়ো না, আল্লাহ তা'আলা আমাদের সাথেই রয়েছেন।"[১৩৮]

সুরাকাহ ফিরে এসে দেখতে পেলো, লোকেরা তখনো খোঁজাখুঁজিতে লিপ্ত রয়েছে। সুরাকাহ তাদের বললেন, আমি ওদিকের খোঁজ-খবর নিয়ে এসেছি। সেদিকে খোঁজাখুঁজির কাজ হয়ে গেছে। এভাবে দিনের শুরুতে যে ব্যক্তি ছিল আক্রমণকারীদের একজন, দিনের শেষে সে-ই হয়ে গেল পাহারাদার।[১৩৯]

ঘ. হিশাম ইবনু হুবাইশ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এ সফরে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) খুযা'আহ গোত্রের উম্মু মা'বাদ নাম্নী জনৈকা মহিলার তাঁবুর পাশ দিয়ে পথ অতিক্রম করেন। এ মহিলা খুবই বুদ্ধিমতী ও সাহসিনী ছিলেন। তিনি হাঁটুতে হাত রেখে নিজের তাঁবুর আঙ্গিনায় বসে থাকতেন এবং এ পথে যাতায়াতকারীদের পানাহার করাতেন। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, "তোমার কাছে কি কিছু আছে?" উম্মু মা'বাদ বললেন, "যদি কিছু থাকতো, তবে আপনাদের মেহমানদারিতে ত্রুটি হতো না। বকরীগুলোও দূরে চারণভূমিতে রয়েছে। এটা ছিল দুর্ভিক্ষের সময়।"

---

১৩৭. বুখারী, *আস-সাহীহ,* (কিতাবুল মানাকিব), হা.নং: ৩৬১৬
১৩৮. বুখারী, *আস-সাহীহ,* (কিতাবুল মানাকিব), হা.নং: ৩৩৭৯
১৩৯. ইবনুল কাইয়িম, *যাদুল মা'আদ,* খ.৩,পৃ.৪৫

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) লক্ষ্য করলেন, তাঁবুর এক কোণায় একটি বকরী পড়ে আছে। তিনি বললেন, "উম্মু মা'বাদ! এ বকরীটির এরূপ অবস্থা কেন?" উম্মু মা'বাদ বললেন, "এ বকরীটি দুর্বল, হাঁটতে পারে না। তাই পাল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে রয়ে গেছে।" রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) জিজ্ঞেস করলেন, "এতে কি কিছু দুধ আছে?" উম্মু মা'বাদ বললেন, "এটি তো দুধ দেয়ায় আরো বেশি দুর্বল।" রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, "অনুমতি হলে বকরীটির দুধ দোহন করতে পারি!" উম্মু মা'বাদ বললেন, "হ্যাঁ, আমার মা-বাবা আপনার ওপর কুরবান হোন! যদি দুধ দেখতে পান, তবে দোহন করতে পারেন।" এ কথার পর রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বকরীর ওলানে হাত বুলান এবং আল্লাহর নাম নিয়ে দু'আ করেন। বকরীটি সাথে সাথে পা প্রসারিত করে দেয়। সেটির স্তন ভরে দুধ নেমে আসে। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) একটি বড় পাত্র নিয়ে আসতে বলেন, যাতে একদল লোক তৃপ্তির সাথে পান করতে পারে। তিনি পাত্রে এতো দুধ দোহন করেন, যাতে পাত্রের উপরিভাগে ফেনা চলে আসে। অতঃপর তিনি উম্মু মা'বাদকে ডাকেন। উম্মু মা'বাদ পরিতৃপ্ত হয়ে পান করেন। এরপর নিজের সঙ্গীদের পান করান। তারাও পরিতৃপ্ত হয়ে পান করেন। সবার শেষে নিজে পান করেন। এরপর সে পাত্রে পুনরায় এতো দুধ দোহন করেন, যাতে পাত্র ভর্তি হয়ে যায়। এ দুধ উম্মু মা'বাদের কাছে রেখে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) গন্তব্য পথে রওয়ানা হন।[১৪০]

ঙ. পথে বানু সাহম গোত্রের বুরাইদাহ ইবনুল হুসায়ব (রা.) রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর মুখোমুখি হয়। তিনি ছিলেন তাঁর কাওমের সর্দার। কুরাইশের ঘোষিত বিরাট পুরস্কারের লোভে এ লোকও তাঁর গোত্রের ৭০ জন উষ্ট্রারোহী নিয়ে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ও আবূ বাকর (রা.)-এর সন্ধানে বের হয়েছিলেন; কিন্তু রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সামনাসামনি কথাবার্তা হতেই তাঁর ভাবান্তর ঘটে। তিনি নিজে এবং সাথে তাঁর গোত্রের ৭০ জন লোক ইসলাম গ্রহণ করেন। এরপর বুরাইদাহ (রা.) রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর খিদমাতে আরয করেন, মাদীনায় আপনাকে প্রবেশ করতে হলে আপনার একটি ঝাণ্ডার প্রয়োজন হবে। এতদুদ্দেশ্যে তিনি নিজের পাগড়ী খুলে একটি বর্শার সাথে বেঁধে নেন, তারপর একে সামনে বেঁধে ধরেন। এরপর তিনি আরয করেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আপনি আমার কাছেই অবতরণ করুন। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু

---

১৪০. হাকিম, *আল-মুস্তাদরাক,* (কিতাবুল হিজরাত), হা.নং:৪২৪৩; তাবারানী, *আল-মু'জামুল কাবীর,* হা.নং: ৩৫২৪; ইবনু কাছীর, *আস-সীরাতুন নাবাবিয়্যাহ,* খ.২৬০-১; ইবনুল কাইয়ূম, *যাদুল মা'আদ,* খ.৩,পৃ.৫০-১

'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, إِنَّ نَاقَتِي هَذِهِ مَأْمُورَةٌ -"আমার এ উষ্ট্রী আল্লাহর পক্ষ থেকে আদিষ্ট।"[১৪১]

চ. ঘটনাক্রমে এ সময় যুবাইর ইবনুল 'আওয়াম (রা.) মুসলিম ব্যবসায়ীদের একটি দলের সাথে শাম থেকে প্রত্যাবর্তন করছিলেন। পথিমধ্যে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সাথে তাঁদের সাক্ষাত হয়। যুবাইর (রা.) কয়েকটি মূল্যবান সাদা কাপড় রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এবং আবূ বাকর (রা.)কে প্রদান করলেন, আসবাবপত্রহীন অবস্থায় এ দান তাঁদের জন্য অতি উপকারী প্রমাণিত হলো।[১৪২] ইবনু সা'দ (রাহ.) বলেন, তাঁরা দু'জনেই এ দুটি সাদা কাপড় পরেই মাদীনায় প্রবেশ করেছিলেন।[১৪৩]

কুবায় অবস্থান

মাদীনার মুসলিমগণ ইতোমধ্যে জেনে গিয়েছিলেন যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মাক্কা ছেড়ে মাদীনার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়েছেন। তাই তাঁরা তাঁকে অভ্যর্থনা জানানোর জন্য প্রতিদিন ভোরে হাররার[১৪৪] দিকে বের হয়ে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর পথ পানে চেয়ে থাকতেন আর দুপুরের কড়া রোদে ফিরে আসতেন। একদিন এমনি করে দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর সবাই নিজ নিজ ঘরে ফিরে গেছেন। এমন সময় এক ইয়াহুদী কোনো এক কাজে নিজের বালাখানার ওপর ওঠতেই সাদা বস্ত্র পরিহিত রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ও তাঁর সাথীদের ওপর তার দৃষ্টি পড়ে। সে তখন আনন্দের আতিশয্যে চিৎকার করে বলে ওঠলো, يَا مَعَاشِرَ الْعَرَبِ، هَذَا جَدُّكُمْ الَّذِي تَنْتَظِرُونَ. -"শুন, হে আরব সম্প্রদায়, তোমাদের সৌভাগ্য রবি আসছেন, তোমরা যাঁর প্রতীক্ষায় ছিলে।" এ কথা শুনামাত্রই

---

১৪১. আবুশ শায়খ আল-ইস্‌বাহানী, *আখলাকুন নাবী,* হা.নং: ৭৩৮; ইবনুল আছীর, *উসদুল গাবাহ,* খ.১,পৃ.১১০; ইবনুল জাওযী, *আল-মুন্তাযিম,* খ.১,পৃ.২৮০

১৪২. বুখারী, *আস-সাহীহ,* (কিতাবুল মানাকিব), হা.নং: ৩৬১৬
ঐতিহাসিক ইবনু সা'দ (রাহ.) যুবাইর (রা.)-এর স্থলে তালহা ইবনু 'উবাইদুল্লাহ (রা.)-এর নাম উল্লেখ করেছেন। (ইবনু সা'দ, *আত-তাবাকাতুল কুবরা,* খ.৩, পৃ.১৭৩) সম্ভবত এ উভয় ঘটনা পৃথক পৃথকভাবে ঘটেছে। অথবা তালহা (রা.) স্বয়ং যুবাইর (রা.)-এর সাথে ব্যবসার সফরসঙ্গী ছিলেন।

১৪৩. ইবনু সা'দ, *আত-তাবাকাতুল কুবরা,* খ.৩,পৃ.১৭৩

১৪৪. হাররাহ : মাদীনা থেকে তিন মাইল দূরে কুবার নিকটে একটি পাথুরে ভূখণ্ড।

আনসাররা অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে তাঁদের প্রাণপ্রিয় রাসূল (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)কে অভ্যর্থনা জানাতে বেরিয়ে পড়েন। হাররায় রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সাথে তাঁদের সাক্ষাত হয়। এ দিনটি ছিল সোমবার, রাবী'উল আওয়াল।[১৪৫] লোকদের সাথে মিলিত হবার পর রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাদের সাথে ডান দিকে মোড় নিয়ে বানু 'আমর ইবনু 'আওফের মহল্লায় শুভাগমন করেন। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বাহন থেকে অবতরণ করে নিশ্চুপ বসেছিলেন এবং আবূ বাকর (রা.) লোকদের সাথে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কথা বলছিলেন। যে সব আনসার আগে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)কে দেখেননি, তাঁরা আবূ বাকর (রা.)কেই তাঁদের প্রাণপ্রিয় রাসূল মনে করে সালাম করছিলেন। ইতোমধ্যে রোদের প্রখরতা বৃদ্ধি পেল। তখন আবূ বাকর (রা.) নিজের চাদর দ্বারা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর ওপর ছায়া দিয়ে দাঁড়ালেন। তখনই সমস্ত লোক রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)কে চিনতে পারলো।[১৪৬]

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কুবায় মোট চৌদ্দ দিন অবস্থান করেন।[১৪৭] এ সময় রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কুলছূম ইবনুল হিদামের[১৪৮] ঘরে এবং আবূ বাকর (রা.) খুবাইব ইবনু ইছাফের[১৪৯] ঘরে অবস্থান করেন।[১৫০] মাজলিস হতো সা'দ ইবনু খাইছামাহ (রা.)-এর ঘরে। সেখানে লোকজন এসে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সাথে সাক্ষাত করতেন এবং

---

১৪৫. সুলাইমান সালমান মানছূরপূরী (রা.)-এর গবেষণা অনুযায়ী এ দিনটি ছিল ৮ই রাবী'উল আউয়াল, মোতাবিক ২৩ শে সেপ্টেম্বর ৬২২ খ্রিস্টাব্দ। (মানছূরপূরী, *রাহমাতুল লিল-'আলামীন,* খ.১, পৃ. ১০২) যাঁরা মনে করেন যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নুবুওয়াতের সূচনা 'আমুল ফীল (হস্তির বছর)-এর ৯ই রাবী'উল আউয়াল, তাঁদের মতে এ দিনে তাঁর নুবুওয়াতের ১৩ বছর পূর্ণ হয়েছিল।

১৪৬. বুখারী, *আস-সাহীহ,* (কিতাবুল মানাকিব), হা.নং: ৩৬১৬

১৪৭. বুখারী, *আস-সাহীহ,* (কিতাবুল মানাকিব), হা.নং: ৩৬৩৯
তবে ইবনু ইসহাক (রাহ.)-এর বর্ণনা মতে, তিনি কুবায় চারদিন - সোম, মঙ্গল, বুধ ও বৃহস্পতিবার অবস্থান করেন। (ইবনু হিশাম, *আস-সীরাতুন নাবাবিয়্যাহ,* খ.১,পৃ. ৪৯৪)

১৪৮. কারো কারো মতে, কুবায় রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সা'দ ইবনু খাইছামাহ (রা.)-এর ঘরে অবস্থান করেন।

১৪৯. কারো কারো মতে, কুবায় আবূ বাকর (রা.) খারিজাহ ইবনু যায়িদ (রা.)-এর ঘরে অবস্থান করেন।

১৫০. ইবনু কাছীর, *আস-সীরাতুন নাবাবিয়্যাহ,* খ.২,পৃ.২৭০; ইবনু হাযম, *জাওমি'উস সীরাত,* পৃ.৯৩; ইবনু হিশাম, *আস-সীরাতুন নাবাবিয়্যাহ,* খ.১,পৃ.৪৯৩

সেখানেই তাঁরা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর চতুষ্পার্শ্বে ভিড় জমিয়ে থাকতেন।[১৫১] এ কয়দিনের মধ্যেই তিনি কুবায় একটি মাসজিদের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেন এবং সেখানে তিনি নামায পড়তেন। নুবুওয়াতের পর এটিই প্রথম মাসজিদ, কুর'আনের ভাষায় তাকওয়ার ওপর যার ভিত্তি স্থাপন করা হয়েছিল। পনেরতম দিন (মতান্তরে পঞ্চম দিন) জুমু'আবার তিনি আল্লাহর নির্দেশে সওয়ারীতে আরোহন করেন। আবূ বাকর (রা.) তাঁর পেছনে ছিলেন। কুবা' থেকে রওয়ানা হওয়ার আগে তিনি তাঁর মাতুল গোত্র বানু নাজ্জারকে সংবাদ পাঠান। তারা তরবারি বহন করে উপস্থিত হয়। তাদের সাথে নিয়ে তিনি মাদীনা অভিমুখে রওয়ানা হন। বানূ সালিম ইবনু 'আওফের মহল্লায় পৌঁছার পর জুমু'আর নামাযের সময় হয়। সেখানে তিনি জুমু'আর নামায আদায় করেন। বর্তমানে এখানে একটি মাসজিদ রয়েছে। এ জুমু'আর জামা'আতে একশ জন মুসাল্লী ছিলেন।[১৫২]

মাদীনায় প্রবেশ

বানু সালিম ইবনু 'আওফের মহল্লায় জুমু'আর নামায আদায় করার পর রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মাদীনায় গমন করেন। এ দিনটি ছিল অত্যন্ত সমুজ্জ্বল ঐতিহাসিক দিন। এ দিন মাদীনার অলিগলিতে আল্লাহর পবিত্রতা ও প্রশংসা ধ্বনি গুঞ্জরিত হচ্ছিল। আনসারগণ প্রত্যেকেই সর্বান্তকরণে কামনা করতো, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁর বাড়িতে ওঠবেন। কিন্তু আবূ আইয়ূব আল-আনসারী (রা.)ই এ সৌভাগ্য অর্জন করেন। তিনি ছিলেন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর মাতুল বংশের লোক। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁর আতিথ্য গ্রহণ করেন এবং তাঁর বাড়িতেই অবস্থান গ্রহণ করেন। অপর দিকে আবূ বাকর (রা.) মাদীনার পার্শ্ববর্তী সুন্‌হ নামক স্থানে খারিজাহ ইবনু যায়িদ (রা.)-এর ঘরে অবস্থান করেন।

কয়েকদিন পর আবূ বাকর (রা.)-এর পুত্র 'আবদুল্লাহ (রা.) তাঁর মা উম্মু রূমান এবং দু বোন আসমা ও 'আয়িশা (রা.)কে নিয়ে মাদীনায় পৌঁছেন। তাঁদের সাথে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর স্ত্রী সাওদা (রা.), দু'কন্যা ফাতিমা ও উম্মু কুলছূম (রা.) এবং উসামাহ ইবনু যায়িদ ও উম্মু আইমান (রা.)ও মাদীনায় আসেন।

---

১৫১. ইবনু হাজার, *ফাতহুল বারী,* খ.১১,পৃ.২৫১

১৫২. বুখারী, *আস-সাহীহ,* (কিতাবুল মানাকিব), হা.নং: ৩৬৩৯; ইবনু হিশাম, *আস-সীরাতুন নাবাবিয়্যাহ,* খ.১,পৃ. ৪৯৪; ইবনুল কাইয়িম, *যাদুল মা'আদ,* খ.১,পৃ.৯৯, খ.৩,পৃ.৫০

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মাদীনায় পৌঁছার পর আবূ বাকর এবং বিলাল (রা.) ভীষণ জ্বরে আক্রান্ত হন। এ অবস্থায় 'আয়িশা (রা.) তাঁদের কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করেন, আব্বা, কেমন আছেন? বিলাল, আপনি কেমন আছেন? আবূ বাকর (রা.) বললেন,

كُلُّ امْرِئٍ مُصَبَّحٌ فِي أَهْلِهِ   وَالْمَوْتُ أَدْنَى مِنْ شِرَاكِ نَعْلِهِ

-" প্রত্যেকেই নিজের পরিবারের সাথে সুখ-আনন্দে বিভোর। অথচ মৃত্যু তাদের জুতার ফিতার চেয়েও অধিক নিকটে।"

বিলাল (রা.) কিছুটা সুস্থ হবার পর আবৃত্তি করলেন,

أَلَا لَيْتَ شِعْرِي هَلْ أَبِيتَنَّ لَيْلَةً   بِوَادٍ وَحَوْلِي إِذْخِرٌ وَجَلِيلُ

وَهَلْ أَرِدَنْ يَوْمًا مِيَاهَ مَجَنَّةٍ   وَهَلْ يَبْدُوَنْ لِي شَامَةٌ وَطَفِيلُ

-"যদি আমি জানতাম যে, আমি কি মাক্কার প্রান্তরে রাত যাপন করবো এবং আমার চারপাশে থাকবে ইযখির ও জালীল ঘাস! আমি কি জানি যে, মাজান্নার ঝর্ণার ধারে যেতে পারবো এবং শামা ও তাফীল পাহাড় দেখতে পাবো?"

অতঃপর 'আয়িশা (রা.) রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর খিদমাতে উপস্থিত হয়ে তাঁদের শারীরিক অবস্থা বর্ণনা করলেন। তখন তিনি আল্লাহ তা'আলার দরবারে দু'আ করলেন,

اللَّهُمَّ حَبِّبْ إِلَيْنَا الْمَدِينَةَ كَحُبِّنَا مَكَّةَ أَوْ أَشَدَّ وَصَحِّحْهَا، وَبَارِكْ لَنَا فِي صَاعِهَا وَمُدِّهَا، وَانْقُلْ حُمَّاهَا فَاجْعَلْهَا بِالْجُحْفَةِ.

-"হে আল্লাহ, মাক্কা যেমন আমাদের নিকট প্রিয় ছিল, মাদীনাকেও তেমনি অথবা তার চেয়েও বেশি প্রিয় করে দিন। এখানকার পরিবেশ ও আবহাওয়া স্বাস্থ্যকর করে দিন। এখানকার সা' ও মুদ্দে (খাদ্য শস্যের পরিমাপক) বারকাত দিন এবং এ এলাকার জ্বর-ব্যাধিকে সরিয়ে জুহ্ফায় নিয়ে যান।"[১৫৩]

'আয়িশা (রা.)ও একদিন জ্বরে আক্রান্ত হয়ে পড়েন। আবূ বাকর (রা.) ও অন্যান্য মুহাজিরের জন্যও মাদীনার আবহাওয়া অনুকূল হয়নি। কিন্তু রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর দু'আর ফল হলো এই যে, তখন থেকে মাদীনা আবহাওয়ার

---

১৫৩. বুখারী, *আস-সাহীহ,* হা.নং: ১৭৫৬, ৩৬৩৩, ৫২২২, ৫২৪৫

দিক থেকে সমগ্র হিজাযের মধ্যে উৎকৃষ্ট স্থানে পরিণত হয়। এ পর্যন্ত আবূ বাকর (রা.)-এর জীবনের এক অংশ ও মাক্কী যুগ পূর্ণ হয়।

হিজরাতের এ ঘটনায় একটু চিন্তা করলেই বুঝা যাবে যে, সত্যের জন্য আবূ বাকর (রা.) কি গভীর আত্মত্যাগ ও বলিষ্ঠ মনোবলই না প্রদর্শন করেছেন! হিজরাতের এ সফর ছিল অত্যন্ত বিপদসঙ্কুল এবং যে কোনো মুহূর্তে তাঁর জীবন বিপন্ন হতে পারে- আবূ বাকর (রা.) এটা ভালো করেই জানতেন। তিনি এও জানতেন যে, এ সফরে যতখানি বিপদ রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর ওপর আসার আশঙ্কা ছিল, তাঁর সহযাত্রীর ওপর তা অপেক্ষা কম বিপদ আপতিত হওয়ার সম্ভাবনা ছিল না। কিন্তু এ সব কিছু সুস্পষ্টরূপে জানার পরেও তিনি হিজরাতে কেবল রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সাথীই হলেন না; বরং এ সাথী হতে পারাকে নিজের জন্য বিরাট সৌভাগ্য বলে মনে করলেন। বৃদ্ধ মাতাপিতা, স্ত্রী-পুত্র, বিষয়-সম্পদ, বাড়ি-ঘর কিছুর চিন্তাই তিনি করলেন না। সকল কিছু শত্রুমুখে ছেড়ে এসে তিনি চললেন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)কে রক্ষা করতে। সন্তান-সন্ততি ও সকল অর্থসম্পদকেও এ পথে নিয়োজিত করলেন। নিজের জীবন বিপন্ন, পরিবারের জীবন বিপন্ন; কিন্তু সে কথা তো গৌণ। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)কে তাঁর রক্ষা করতেই হবে- এটিই ছিল তাঁর একমাত্র ধ্যান, একমাত্র লক্ষ্য। তাঁর এ সত্যনিষ্ঠা ও অত্যুজ্জ্বল রাসূল-প্রীতির জন্য আল্লাহ তা'আলা তাঁকে অক্ষয় পুরস্কার দান করেছেন। আল্লাহ তা'আলা সে দিনকার গুহার প্রতি ইঙ্গিত করেই বলেছেন,

(...فَقَدْ نَصَرَهُ اللهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللهَ مَعَنَا فَأَنْزَلَ اللهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا ...)

-"...আল্লাহ তাকে সাহায্য করেছিলেন, যখন তাকে কাফিররা বের করে দিয়েছিল। সে ছিলো দুজনের একজন, যখন তারা গুহার মধ্যে ছিলো। তখন সে নিজের সাথীকে উদ্দেশ্য করে বললো, চিন্তাক্লিষ্ট হয়ো না! আল্লাহ আমাদের সাথেই রয়েছেন। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা তার প্রতি স্বীয় সান্ত্বনা নাযিল করলেন এবং তার সাহায্যে এমন বাহিনী পাঠালেন, যা তোমরা দেখতে পাওনি। ..."[১৫৪]

---

১৫৪. আল-কুর'আন, ৯ (সূরা আত-তাওবাহ) : ৪০

এ আয়াতের মধ্যে আবূ বাকর (রা.)-এর বহু বিশিষ্ট মর্যাদার কথা ফুটে ওঠেছে। মাক্কাবাসী কাফিররা যাঁদেরকে দেশ থেকে বিতাড়িত করেছিল, তাঁদের মধ্যে আবূ বাকর (রা.)ই হলেন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর পর দ্বিতীয় ব্যক্তি। (বিভিন্ন প্রয়োজনে দু'এক জন ছাড়া) সকলেই রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)কে ছেড়ে আগেই চলে গিয়েছিলেন। কিন্তু আবূ বাকর (রা.) কেবল রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর জন্যই থেকে যান। তিনি ছিলেন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সাহিব অর্থাৎ নিত্য সহচর। সুখে-দুঃখে, আপদে-বিপদে পরম বন্ধুরূপে তিনিই সর্বদা তাঁর পাশে থাকতেন। উপরন্তু তিনি ছিলেন তাঁর গুহার একান্ত সাথী এবং আল্লাহর গায়িবী সাহায্যপ্রাপ্ত মহা সৌভাগ্যবান ব্যক্তি। তাঁর জন্য এর চেয়ে বড় মর্যাদার বিষয় আর কী হতে পারে যে, স্বয়ং আল্লাহ তা'আলাই তাঁকে 'দুজনের একজন' বলে উল্লেখ করেছেন, সর্বদা যাঁদের একান্ত পাশে থাকেন আল্লাহ।

অধ্যায়-৩

খিলাফাত-পূর্ব মাদানী জীবন

মাসজিদে নাবাবীর জায়গার মূল্য পরিশোধ ও নির্মাণকাজে সহযোগিতা

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মাদীনায় পৌঁছে সর্বপ্রথম একটি মাসজিদ তৈরির পদক্ষেপ গ্রহণ করেন, যাতে সকল মুসলিম একত্রিত হয়ে আল্লাহর 'ইবাদাত করতে পারেন এবং অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ কর্মকাণ্ড পরিচালনা করা যায়। মাসজিদ নির্মাণের জন্য তিনি সেই জায়গাটি নির্ধারণ করেন, যেখানে তাঁর উটটি বসে গিয়েছিল। অনুসন্ধান করে জানা যায় যে, জায়গাটির মালিক হলেন সাহ্ল ও সুহাইল নামের দু'জন ইয়াতীম বালক, যাঁরা আস'আদ ইবনু যুরারাহ (রা.)-এর তত্ত্বাবধানে ছিলেন। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) জমির ঐ অংশের ব্যাপারে তাঁদের সাথে আলাপ করেন। তাঁরা দু'জনই বললেন, لَا، بَلْ نَهَبُهُ لَكَ، يَا رَسُولَ اللهِ. -"ইয়া রাসূলাল্লাহ, না, আমরা এ জমিটুকু আপনাকে দান করলাম।" কিন্তু দূরদর্শী রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সে দান গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জানালেন। অবশেষে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) উচিত মূল্য দিয়েই তা ক্রয় করলেন।[১] কোনো কোনো রিওয়ায়াত থেকে জানা যায় যে, এ জমির মূল্য ছিল দশ দীনার। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নির্দেশে আবূ বাকর (রা.) জমির ঐ মূল্য পরিশোধ করেন।[২] বিস্ময়ের বিষয়, ইসলামের এ ঐতিহাসিক মাসজিদের ভিত্তিমূলেও রয়ে গেল আবূ বাকর (রা.)-এর দান। তিনি যে শুধু মূল্য পরিশোধ করেছিলেন তা নয়; বরং রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে নির্মাণ কাজে অংশগ্রহণ করেন এবং ইট বহন করেন।

খারিজাহ (রা.)-এর সাথে ভ্রাতৃত্ব বন্ধন ও আবূ বাকর (রা.)-এর জীবনযাপন

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মাদীনায় মাসজিদে নাবাবী নির্মাণের মাধ্যমে যেমন পারস্পরিক সম্মিলন ও মিল-মহব্বতের একটি কেন্দ্র স্থাপন

---

১. বুখারী, *আস-সাহীহ,* (কিতাবুল মানাকিব), হা.নং: ৩৬১৬
বিনামূল্যে জমিটি নিতে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সম্মত না হবার পেছনে কারণ এ-ই হতে পারে যে, তিনি আশঙ্কা করেছিলেন, পরবর্তীকালে এ নযীর দেখিয়ে তাঁর অনুসারীরা মাসজিদ নির্মাণ বা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে অপরের জমি বিনামূল্যে অধিকার করে নেবে।

২. ইবনু সা'দ, *আত-তাবাকাতুল কুবরা,* খ.১,পৃ.২৩৯; ইবনু হাজার, *ফাতহুল বারী,* খ.১১,পৃ.২৩৬

করেছিলেন, তেমনি তিনি মানব ইতিহাসের এক সমুজ্জ্বল কর্ম সম্পন্ন করেন, যাকে মুহাজির ও আনসারদের ভ্রাতৃত্বের বন্ধন নাম দেয়া হয়। যে সকল মুহাজির আল্লাহর রাস্তায় নিজেদের ঘরবাড়ি ছেড়ে মাদীনায় এসেছিলেন, তাঁরা একেবারে নিঃস্ব ও কপর্দকহীন হয়ে পড়েন। তাঁদের না ছিল থাকার মতো কোনো ঘরবাড়ি। না ছিল জীবন যাপনের জন্য কোনো অর্থ-সম্পদ। মাদীনাবাসী আনসারগণ এ সকল মুহাজিরকে অত্যন্ত উৎসাহের সাথে বরণ করে নেন। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মাদীনায় পৌঁছেই মুহাজির ও আনসার উভয়ের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করে দিলেন। তিনি এক জনকে অন্য জনের ভাই বানিয়ে দিলেন। এ ভ্রাতৃত্ব বন্ধন শুধু অন্তঃসারশূন্য শব্দের আবরণে আচ্ছাদিত ছিল না; বরং তা এমন এক অঙ্গীকার ছিল, যা আত্মা ও সম্পদের সাথে জড়িত ছিল। এ ভ্রাতৃত্ব বন্ধনের সাথে আত্মত্যাগ, পরদুঃখকাতরতা ও সৌহার্দ-সম্প্রীতির প্রেরণাও সংমিশ্রিত ছিল।

ভ্রাতৃত্ব বন্ধন প্রতিষ্ঠার সময় রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) দু'জনের সামাজিক মর্যাদার প্রতি খেয়াল রাখতেন। তিনি 'উমার (রা.)কে বানু সালিম -এর সর্দার 'ইতবান ইবনু মালিক (রা.)-এর ভাই বানিয়ে দিলেন। আর আবূ বাকর (রা.)কে মাদীনার খাযরাজ গোত্রের একটি শাখা-গোত্রের খ্যাতনামা সর্দার খারিজাহ ইবনু যায়িদ (রা.)-এর ভাই বানিয়ে দিলেন।[৩] মাদীনায় সুন্হ নামক মহল্লায় ছিল তাঁর বাড়ি। আবূ বাকর (রা.)-এর স্ত্রী-পরিজন মাদীনায় এসে পৌঁছলে তিনি সংসার যাত্রা নির্বাহের জন্য উপার্জনের চেষ্টায় লেগে যান। তাঁর মাদানী ভাই খারিজাহ (রা.)ও তাঁর সাথে কাজে অংশগ্রহণ করতে লাগলেন। খারিজাহ (রা.)-এর সাথে তাঁর হৃদ্যতা এতো গভীর হয়ে ওঠেছিল যে, খারিজাহ (রা.) তাঁর প্রিয়তমা কন্যা হাবীবাহ (রা.)কে আবূ বাকর (রা.)-এর সাথে পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ করে দিলেন। এ হাবীবাহ (রা.)-এর গর্ভেই আবূ বাকর (রা.)-এর কন্যা উম্মু কুলছূম (রা.) জন্মগ্রহণ করেন।

আবূ বাকর (রা.)-এর স্ত্রী উম্মু রূমান, কন্যা 'আয়িশা (রা.) এবং অন্যান্য সন্তান আবূ আইয়ূব আল-আনসারী (রা.)-এর বাড়ির নিকটবর্তী অন্য একটি ঘরে অবস্থান করতেন। তিনি নিজে সুন্হ মহল্লায় বাস করতেন এবং প্রতিদিন সে বাড়িতে যাতায়াত করে পরিবারবর্গের খোঁজখবর নিতেন।

'আয়িশা (রা.)-এর রুখসাতি ও তাঁর মাহর আদায়

ইতঃপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে, পবিত্র মাক্কায় রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সাথে 'আয়িশা (রা.) পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হন। বিস্ময়ের বিষয়,

---

৩. ইবনু হাযম, *জাওয়ামি'উস সীরাত*, পৃ.৯৬

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর প্রিয়তমা স্ত্রী 'আয়িশা (রা.)-এর মাহর আদায়েও ছিল আবূ বাকর (রা.)-এর দান। মাদীনায় পৌঁছার পর আবূ বাকর (রা.) রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট 'আয়িশা (রা.)-এর রুখসাতির ব্যাপারে অনুমতি প্রার্থনা করেন। তখন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, "মাহর আদায় করার মতো অর্থ আমার নিকট নেই।" আবূ বাকর (রা.) তখন মাহরের সমুদয় অর্থ- সাড়ে বারো উকিয়া (অর্থাৎ পাঁচশত দিরহাম) রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর খিদমাতে পেশ করেন। তিনি এ অর্থ 'আয়িশা (রা.)-এর নিকট পাঠিয়ে দেন।[৪] এ দিকে উম্মু রূমান (রা.) তাঁর প্রিয়তমা কন্যা 'আয়িশা (রা.)কে গোসল করিয়ে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করে অত্যন্ত অনাড়ম্বরভাবে দুলহিন সাজিয়ে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর পবিত্র গৃহে প্রেরণ করেন। 'আয়িশা (রা.)-এর বর্ণনা অনুযায়ী তখন তাঁর বয়স ছিল নয় বছর।[৫]

বিভিন্ন যুদ্ধে অংশগ্রহণ

মুসলিমদের মাক্কার জীবন ছিল অবর্ণনীয় বিপদাপদ ও দুঃখ-কষ্টে ভরপুর। ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে আশ্রয়গ্রহণকারী মুসলিমদের প্রকাশ্যে আল্লাহর 'ইবাদাত করা দূরের কথা, প্রাণ নিয়ে বেঁচে থাকাই ছিল তখন কষ্টকর। তাঁদেরকে বিভিন্নভাবে নির্যাতন করা হতো। ঐ সমস্ত দুঃখ-কষ্টের মধ্যে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মুসলিমদেরকে খাঁটি সোনায় পরিণত করতে চেয়েছিলেন, তাঁদেরকে ঈমানের দৃঢ়তায় ও কাজেকর্মে পরিপক্ক বানাতে চেয়েছিলেন। ঐ সময়ে পরিপূর্ণ আনুগত্য, ধৈর্য, সংযম ও আত্মবিসর্জনের মতো গুণাবলির প্রয়োজন ছিল বেশি। এ কারণেই পবিত্র কুর'আনে মাক্কায় অবতীর্ণ যতগুলো সূরা রয়েছে সেগুলোর মধ্যে ধৈর্য ও সালাতের সাথে আল্লাহর সাহায্য কামনা ও বিপদাপদের সময় আল্লাহর সাহায্য প্রার্থনা ও তাঁর দিকে প্রত্যাবর্তনের ওপর বিশেষ জোর দেয়া হয়েছে।

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মাদীনায় পৌঁছার পর সেখানে প্রথম ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়। এবার মুসলিমদেরকে ইসলামের শত্রুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিচালনা করতে হবে, নিজেদের বিক্ষিপ্ত শক্তিগুলোকে সুসংগঠিত করতে হবে, প্রয়োজনবোধে অমুসলিমদের সাথে চুক্তি করতে হবে, জাতীয় নিয়ম-শৃঙ্খলার একটি পদ্ধতি প্রস্তুত করতে হবে। যেহেতু আবূ বাকর (রা.) সকল ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সাথী ছিলেন, তাই এ ক্ষেত্রে তাঁর বিভিন্ন গুণ ও যোগ্যতা

---

৪. হাকিম, *আল-মুস্তাদরাক,* (কিতাবু মা'আরিফাতিস সাহাবাহ), হা.নং: ৬৭৯১; ইবনু সা'দ, *আত-তাবাকাতুল কুবরা,* খ.৮,পৃ.৬৩; তাবারী, *আল-মুন্তাখাব মিন যায়লিল মুযাইয়াল,* পৃ.৯৪

৫. বুখারী, *আস-সাহীহ,* (কিতাবুল মানাকিব), হা.নং: ৩৬০৫, ৩৬০৭

যেমন- সঠিক মতামত, উত্তম ও ফলপ্রসূ কৌশল, দূরদর্শিতা ও জ্ঞানের পরিপক্কতা প্রভৃতি অত্যন্ত কার্যকর ভূমিকা পালন করে।

মাদীনায় হিজরাতের পর থেকে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর ওফাতের পূর্বপর্যন্ত যতগুলো যুদ্ধ সংঘটিত হয়, তার সবগুলোতেই আবূ বাকর (রা.) রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সাথী ছিলেন। ঐতিহাসিকগণ সকলেই একমত যে, বাদ্‌রসহ সকল যুদ্ধেই আবূ বাকর (রা.) রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সাথে উপস্থিত ছিলেন। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) উপস্থিত ছিলেন; কিন্তু তিনি উপস্থিত ছিলেন না- এরূপ কোনো যুদ্ধই সংঘটিত হয়নি। এমন কি উহুদের যুদ্ধে যখন লোকেরা পিছু হঠছিলো, তখনও তিনি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সাথে দৃঢ়পদে অবিচল ছিলেন।[৬] তা ছাড়া রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর মাদানী জীবনে যতগুলো গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়, তার সবগুলোতে আবূ বাকর (রা.) সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেছিলেন। বস্তুত তিনি যুদ্ধের মাঠে একজন বীর সেনানী, সিদ্ধান্ত গ্রহণে একজন উঁচু স্তরের পরামর্শদাতা, প্রতিকূল অবস্থায় ছিলেন পাহাড়ের মতো সুদৃঢ় এবং অনুকূল পরিবেশে অত্যন্ত নম্র। বিশিষ্ট তাবি'ঈ সা'ঈদ ইবনুল মুসাইয়াব (রা.) বলেন,

> كَانَ أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ رضي الله عنه مِنَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مَكَانَ الْوَزِيرِ، فَكَانَ يُشَاوِرُهُ فِي جَمِيعِ أُمُورِهِ، وَكَانَ ثَانِيَةً فِي الْإِسْلَامِ ، ... وَلَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُقَدِّمُ عَلَيْهِ أَحَدًا.
>
> -" রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট আবূ বাকর (রা.) ছিলেন একজন মন্ত্রীর মর্যাদায়। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সর্ববিষয়ে তাঁর সাথে পরামর্শ করতেন। অধিকন্তু তিনিই ছিলেন ইসলামের দ্বিতীয় ব্যক্তি।... রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁর ওপর অন্য কাউকে প্রাধান্য দিতেন না।"[৭]

উল্লেখ্য যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর আমলে যে সকল সামরিক অভিযান পরিচালিত হয়েছিল সেগুলোকে দু'ভাগে ভাগ করা হয়। এক. গাযওয়া ও দুই. সারিয়্যাহ। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যে অভিযানে স্বয়ং অংশ গ্রহণ করেছেন, তাকে 'গাযওয়া' বলা হয়। আর যে অভিযানে তিনি স্বয়ং অংশ গ্রহণ করেননি বরং তাঁর কোনো সাহাবীর নেতৃত্বে পরিচালিত হয়েছে, তাকে 'সারিয়্যাহ' বলা

---

৬. ইবনু সা'দ, *আত-তাবাকাতুল কুবরা*, খ.৩,পৃ.১৭৫; ইবনুল আছীর, *উসদুল গাবাহ*, খ.২,পৃ.১৪৩; ইবনুল জাওযী, *সিফাতুস সাফওয়াত*, খ.১,পৃ.৬৮

৭. হাকিম, *আল-মুস্তাদরাক*, (কিতাবু মা'আরিফাতিস সাহাবাহ), হা.নং: ৪৩৮২

হয়। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর জীবনে বহু সাহাবীর নেতৃত্বে ছোট-বড় মিলে এ ধরনের প্রায় ৭০টি সারিয়্যাহ সংঘটিত হয়।[৮] আবূ বাকর (রা.) যেহেতু রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর অকৃত্রিম সাথী ও বিশেষ পরামর্শদাতা ছিলেন, তাই সাধারণত তাঁকে সারিয়্যায় প্রেরণ করা হতো না।[৯] তিনি একান্ত পরামর্শদাতা ও ব্যবস্থাপক হিসেবে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সাথে অবস্থান করতেন। হুযাইফাহ ইবনুল ইয়ামান (রা.) থেকে বর্ণিত রয়েছে, একবার রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন,

لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَبْعَثَ إِلَى الْآفَاقِ رِجَالًا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السُّنَنَ وَالْفَرَائِضَ ، كَمَا بَعَثَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ الْحَوَارِيِّيْنَ.

-"আমার ইচ্ছা হয় বিভিন্ন দিক ও বিভিন্ন অঞ্চলে ফারয ও সুন্নাতের তা'লীম ও শিক্ষা দেয়ার জন্য তোমাদের মধ্য থেকে কিছু লোক প্রেরণ করি। যেমন 'ঈসা ('আ.) তাঁর সহচরদেরকে প্রেরণ করতেন।"

তখন একজন আরয করলেন, আপনি আবূ বাকর ও 'উমার (রা.)কে কেন প্রেরণ করেন না? রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, إِنَّهُ لَا غِنَى بِي عَنْهُمَا ، إِنَّهُمَا مِنَ الدِّيْنِ كَالسَّمْعِ وَالْبَصَرِ. -"এ দু'জন ছাড়া আমার উপায় নেই। অর্থাৎ তাঁদের সহযোগিতা সর্বক্ষণ আমার প্রয়োজন হয়। কেননা এরা দু'জন হলেন দীনের কান ও চক্ষুস্বরূপ।"[১০]

বিভিন্ন যুদ্ধ ও অভিযানে আবূ বাকর (রা.) তাঁর জান-মাল, পরামর্শ ও বুদ্ধিমত্তা দিয়ে কিভাবে আল্লাহর দীনের বিজয়ের জন্য রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সাথে সংগ্রামে ভূমিকা রেখেছিলেন নিম্নে আমরা তার একটি বিশদ বিবরণ পেশ করতে প্রয়াস পাবো, ইনশা' আল্লাহ।

১. বাদরের যুদ্ধ

বাদরের যুদ্ধ মাক্কার কাফিরদের বিরুদ্ধে মুসলিমদের প্রথম যুদ্ধ। এটি হিজরী দ্বিতীয় সনের ১৭ রামাদান তারিখে সংঘটিত হয়। এ যুদ্ধে মাত্র তিনশত তের জন মুসলিম সহস্রাধিক কাফিরের বিরুদ্ধে বিরাট জয় ও সাফল্য লাভ করেন। ইসলামের প্রথম অবস্থা

---

৮. ইবনু হাজার, *ফাতহুল বারী,* খ.১১,পৃ.২৮৪, খ.১২,পৃ.২৮১

৯. তবে বিভিন্ন রিওয়ায়াত থেকে জানা যায় যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁর নেতৃত্বে দুটি সারিয়্যাহ প্রেরণ করেছিলেন। একটি হল- নাজদের বানু কিলাবকে দমন করার উদ্দেশ্যে, অপরটি হল বানু ফাযারার দিকে। এ সম্পর্কে আমরা পরে আলোচনা করবো, ইনশা' আল্লাহ।

১০. হাকিম, *আল-মুস্তাদরাক,* (কিতাবু মা'আরিফাতিস সাহাবাহ), হা.নং:৪৪২২

থেকেই মুসলিমগণ মাক্কার মুশরিকদের পক্ষ থেকে যে সকল উৎপীড়ন ও নির্যাতন ভোগ করে আসছিলেন, এ যুদ্ধের ফলে তার অবসান ঘটেছিল। মাদীনার জীবনে একমাত্র কাফিরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য অস্ত্র-শস্ত্র ও সাজ-সরঞ্জামাদি সংগ্রহ করার মতো ব্যস্ততা ছাড়া তাঁদের মনে আর কোনো ধরনের অস্থিরতা এবং পেরেশানি ছিল না। এ যুদ্ধে আবূ বাকর (রা.) বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। তাঁর এ ভূমিকাগুলোর মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হলো-

ক. যুদ্ধের পরামর্শ দান

বাদর যুদ্ধে মুসলিমদের মাদীনা থেকে বের হবার সময় মাক্কার কাফিরদের সাথে যুদ্ধ করার কোনো উদ্দেশ্য ছিল না; তাঁদের একান্ত উদ্দেশ্য ছিল আবূ সুফইয়ানের নেতৃত্বে শাম থেকে প্রত্যাবর্তনরত চল্লিশ (মতান্তরে ষাট) জন লোকের সমন্বয়ে গঠিত বণিক দলের পথরোধ করে তাদের অস্ত্রশস্ত্র হস্তগত করা। কা'ব ইবনু মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, إِنَّمَا خَرَجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُرِيدُ عِيرَ قُرَيْشٍ. - "রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কেবল কুরাইশের বণিক কাফিলার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হন।"[১১] উল্লেখ্য যে, আবূ সুফইয়ান মাক্কা থেকে পঞ্চাশ হাজার দীনার সংগ্রহ করে যুদ্ধাস্ত্র ক্রয় করার জন্য প্রকাণ্ড এক উটের কাফিলা নিয়ে শামে যাত্রা করেছিলেন। সে অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে আবূ সুফইয়ান মাক্কায় ফিরে গেলেই কুরাইশরা মাদীনা আক্রমণ করতে আসবে এটাই ছিল তাদের পরিকল্পনা। তখনকার সময় মাক্কা থেকে শামে যেতে হলে বাদর হয়ে যেতে হতো। আর বাদর ছিল মাদীনার অন্তর্ভুক্ত। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যখন এ সংবাদ পেলেন, তখন নিশ্চেষ্ট বসে থাকা তিনি মোটেই যুক্তিযুক্ত মনে করলেন না। কুরাইশরা মাদীনার মধ্য দিয়ে শামে যুদ্ধাস্ত্র কিনতে যাবে এবং বিনা বাধায় নিরাপদে দেশে ফিরে গিয়ে ঐ অস্ত্রশস্ত্র দিয়েই মাদীনার মুসলিমগণকে আক্রমণ করতে আসবে আর তখন মুসলিমগণ তাদেরকে বাধা দিতে বের হবে, তা কী কোনো যুক্তিসঙ্গত কথা? যুদ্ধনীতির দিক দিয়ে এটি আদৌ সমর্থনযোগ্য নয়। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাই স্থির করলেন যে, যখন আবূ সুফইয়ান অস্ত্রশস্ত্রসহ মাক্কার দিকে অগ্রসর হবেন, তখন বাদরে তিনি তাঁকে বাধা দেবেন এবং অস্ত্রশস্ত্র কেড়ে নেবেন।

আবূ সুফ্ইয়ান যখন জানতে পারলো যে, মুসলিমগণ কুরাইশের বণিক দলের ওপর আক্রমণের উদ্দেশ্যে বের হয়েছে, তখন তিনি এক দিকে মাক্কায় তাদের হিফাযাতের জন্য দ্রুত সাহায্য চেয়ে লোক পাঠান, অপর দিকে তিনি নিজেও ভিন্ন পথে অত্যন্ত সতর্কতার সাথে অগ্রসর হন। এভাবে তারা নিরাপদে মাক্কায় পৌঁছে যায়। কিন্তু তাদের সাহায্যে বের হওয়া সশস্ত্র কাফিররা মাক্কায় ফিরে যাওয়ার পরিবর্তে আবূ জাহ্লের

---

১১. বুখারী, *আস-সাহীহ,* (কিতাবুল মাগাযী), হা.নং: ৩৬৫৭

Contents

নেতৃত্বে বাদর প্রান্তরের দিকে রওয়ানা হয়। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কুরাইশের বণিক কাফিলা ও সমরবাহিনী উভয় সম্পর্কে প্রয়োজনীয় তথ্যাদি লাভ করে নিশ্চিত হন যে, কুরাইশদের সাথে একটি রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ অনিবার্য। কেননা একদিকে কুরাইশ বাহিনীকে যদি বিনা চ্যালেঞ্জে ছেড়ে দেয়া হয়, তবে পরিণামে তাদের সামরিক দাপট বেড়ে যাবে এবং তাদের রাজনৈতিক সাফল্য ও প্রভাববলয় বহুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত হবে। পক্ষান্তরে মুসলিমদের আওয়ায দুর্বল হয়ে পড়বে এবং ইসলামের শত্রুরা দুস্কৃতিতে মেতে ওঠবে। তদুপরি কুরাইশ বাহিনী যে মাদীনা অভিমুখে অগ্রসর হবে না এবং মুসলিমদের ঘরে প্রবেশ করে তাদের ধ্বংস করার সাহস করবে না, তারও কোনো নিশ্চয়তা ছিল না। হঠাৎ করে পরিস্থিতির এমন ভয়ানক পরিবর্তনে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) উচ্চ পর্যায়ের এক সামরিক পরামর্শ পরিষদের বৈঠক আহ্বান করে উদ্ভূত পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা করেন। সেনা অধিনায়ক ও সাধারণ সৈন্যদের মতামত নেয়া হয়। এ সময় কিছু সংখ্যক মুসলিম রক্তাক্ত সংঘর্ষের কথা শুনে কেঁপে ওঠেন এবং তাঁদের মন ধুক ধুক করতে শুরু করে। তাঁদের সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

﴿كَمَا أَخْرَجَكَ رَبُّكَ مِنْ بَيْتِكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّ فَرِيقًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ . يُجَادِلُونَكَ فِي الْحَقِّ بَعْدَمَا تَبَيَّنَ كَأَنَّمَا يُسَاقُونَ إِلَى الْمَوْتِ وَهُمْ يَنْظُرُونَ﴾

-"যেমন তোমার রাব্ব তোমাকে যথার্থরূপে তোমার গৃহ থেকে বের করেছিলেন, অথচ ঈমানদারদের একটি দল তা পছন্দ করেনি। সত্য সুস্পষ্টভাবে প্রকাশিত হওয়ার পরও তারা তোমার সাথে বিতর্ক করতে থাকে। যেন তাদেরকে মৃত্যুর দিকেই ঠেলে দেওয়া হচ্ছে আর তারা তা প্রত্যক্ষ করছে।"[১২]

সেনা অধিনায়কদের মতামত চাওয়া হলে সর্বপ্রথম আবূ বাকর (রা.) ওঠে যুদ্ধের পক্ষে চমৎকার মনোভাব প্রকাশ করেন। এরপর 'উমার (রা.)ও যুদ্ধের পক্ষে বলিষ্ঠ যুক্তি দিয়ে কথা বলেন। তাঁদের কথায় রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর প্রতি তাঁদের নিবেদিত চিত্ততার পরিচয় ফুটে ওঠে। এরপর মিকদাদ ইবনু 'আম্র (রা.) ওঠে নিবেদন করলেন,

يَا رَسُولَ اللهِ، امْضِ لِمَا أَرَاكَ اللهُ فَنَحْنُ مَعَكَ ، وَاللهِ لَا نَقُولُ لَكَ كَمَا قَالَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ لِمُوسَى : " اذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا ، إِنَّا هَهُنَا قَاعِدُونَ "، وَلَكِنْ اذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا مَعَكُمَا مُقَاتِلُونَ، فَوَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لَوْ سِرْتَ بِنَا إِلَى بِرْكِ الْغِمَادِ لَجَالَدْنَا مَعَكَ مِنْ دُونِهِ حَتَّى تَبْلُغَهُ.

১২. আল-কুর'আন, সূরা আল-আনফাল : ৫-৬

-"ইয়া রাসূলাল্লাহ, আল্লাহ তা'আলা আপনাকে যে পথ দেখিয়েছেন, আপনি সে অনুযায়ীই সামনে অগ্রসর হোন। আমরা আপনার সাথেই আছি। আল্লাহর কাসাম, বানু ইসরা'ঈল মূসা ('আ.)কে যা বলেছিল, আমরা আপনাকে তা বলবো না। [উল্লেখ্য যে, বানু ইসরা'ঈল মূসা ('আ.)কে বলেছিল, "হে মূসা, তারা ('আমালিকা গোত্র) যতদিন সেখানে থাকবে, ততদিন আমরা সেখানে প্রবেশই করবো না। সুতরাং] তুমি এবং তোমার প্রতিপালক যাও এবং যুদ্ধ কর, আমরা এখানেই বসে থাকবো।" আর আমরা বলবো, "আপনি এবং আপনার প্রতিপালক যান এবং লড়াই করুন, আমরাও আপনাদের সাথে থেকে লড়বোই। সে মহান সত্তার শপথ! যিনি আপনাকে সত্যসহকারে প্রেরণ করেছেন, আপনি যদি আমাদের বারকুল গিমাদ পর্যন্তও নিয়ে যান, তবুও আমরা সারা পথ লড়াই করতে করতে আপনার সাথে সেখানে পৌঁছবো।"

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মিকদাদ (রা.)-এর এ কথা শুনে তাঁর প্রশংসা করেন এবং তাঁর জন্য দু'আ করেন।[১৩]

উপর্যুক্ত বর্ণনা থেকে জানা যায় যে, আবূ বাকর (রা.)ই সর্বপ্রথম রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর মনোভাব বুঝতে পেরে যুদ্ধের পক্ষে চমৎকার মত প্রকাশ করেন। এরপর অন্যরা যুদ্ধের পক্ষে নিজেদের দৃঢ় অবস্থানের কথা জানান।

খ. রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সাথে গোপন সংবাদ সংগ্রহ

বাদরে পৌঁছেই আবূ বাকর (রা.) ছায়ার মতো রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সাথে সাথেই থাকলেন। একবার রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আবূ বাকর (রা.)কে সাথে নিয়ে মাক্কার সৈন্যদের অবস্থান জানার জন্য বের হলেন। ঘুরতে ঘুরতে এক সময় তাঁরা আরবের এক বৃদ্ধের দেখা পান।[১৪] রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বৃদ্ধটিকে কুরাইশ এবং রাসূলুল্লাহ ও তাঁর সাহাবীদের সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন। উভয় বাহিনী সম্পর্কে জিজ্ঞেস করার কারণ ছিল, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নিজের পরিচয় প্রকাশ করতে চাচ্ছিলেন না; কিন্তু বুড়ো বেঁকে বসেন। সে বললো, আপনারা নিজেদের পরিচয় না দেয়া পর্যন্ত আমি কিছুই বলবো না। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, আমরা আপনার নিকট যা জানতে চেয়েছি, তা বলুন। এরপর আমরা আপনাকে নিজেদের পরিচয় দেবো। বৃদ্ধ বললো, আমি জেনেছি, মুহাম্মাদ ও তাঁর সাথীরা অমুক দিন বেরিয়েছে। সংবাদদাতা যদি

---

১৩. বাইহাকী, *দালা'য়িলুন নুবুওয়াত*, হা.নং: ৮৭৪; ইবনু হিশাম, *আস-সীরাতুন নাবাবিয়্যাহ*, খ.১,পৃ.৬১৪; ইবনু কাছীর, *আস-সীরাতুন নাবাবিয়্যাহ*, খ.২,পৃ.৩৯১-২; ইবনু সাইয়্যিদিন নাস, *'উয়ূনুল আছার*, খ.১, পৃ.৩২৭; সুহায়লী, *আর-রাওদুল উনুফ*, খ.৩,পৃ.৫৭

১৪. ঐতিহাসিক ইবনু হিশাম (রাহ.)-এর বর্ণনা অনুযায়ী ঐ বৃদ্ধের নাম হল- সুফইয়ান আদ-দামরী। (ইবনু হিশাম, *আস-সীরাতুন নাবাবিয়্যাহ*, খ.১,পৃ.৬১৬)

আমাকে সত্য কথা জানিয়ে থাকে, তবে আজ তাদের অমুক জায়গায় থাকার কথা। এ কথা বলে বৃদ্ধ ঠিক সে জায়গার কথাই বললেন, যেখানে সে সময় মাদীনার বাহিনী অবস্থান করছিল। বৃদ্ধ আরো বললো, কুরাইশ অমুক দিন বেরিয়েছে। সংবাদবাহক যদি আমাকে সত্য কথা জানিয়ে থাকে, তবে কুরাইশদের আজ অমুক জায়গায় থাকার কথা। এ কথা বলে বৃদ্ধ ঠিক সে জায়গার কথাই বললেন, যেখানে মাক্কার বাহিনী অবস্থান করছিল। বৃদ্ধ কথা শেষ করে বললো, এবার আপনাদের পরিচয় দিন। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, .نَحْنُ مِنْ مَاءٍ -"আমরা একই পানি থেকে উদ্ভূত।" এ কথা বলে তাঁরা চলে এলেন। বৃদ্ধ বিড়বিড় করতে লাগলো, مَا مِنْ مَاءٍ؟ أَمِنْ مَاءِ الْعِرَاقِ؟-"কোন পানি থেকে? ইরাকের পানি থেকে?"[১৫]

এ ঘটনা থেকে বুঝা যায় যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সাথে আবূ বাকর (রা.)-এর কী পরিমাণ ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল এবং তিনি কী রূপ তাঁর আস্থাভাজন ছিলেন! রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁকে চরম বিপদের সময় একান্তে সাথে নিয়ে শত্রুদের অবস্থান জানার জন্য বের হলেন।

গ. তাঁবুতে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর প্রহরায় নিযুক্ত থাকা

যুদ্ধের শুরুতে সাহাবা কিরাম পরিস্থিতি বিবেচনা করে যুদ্ধক্ষেত্রের উত্তর-পূর্ব দিকে একটি উঁচু টিলার ওপর রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর জন্য একটি তাঁবু তৈরি করে দেন।[১৬] তিনি সেখানে অবস্থান করেন এবং সেখান থেকেই মুসলিম সেনাবাহিনী পরিচালনা করতে থাকেন। ঐ তাঁবুতে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সাথে অবস্থানের ও তাঁর নিরাপত্তার দায়িত্ব পালনের সৌভাগ্য আবূ বাকর (রা.)-এর ভাগ্যে জুটেছিল। বিশিষ্ট তাবি'ঈ সা'ঈদ ইবনুল মুসাইয়াব (রা.) বলেন, ...وَكَانَ ثَانِيَةً فِي الْعَرِيْشِ يَوْمَ بَدْرٍ، ...-"...আবূ বাকর (রা.) ছিলেন বাদর যুদ্ধের দিন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সাথে তাঁবুতে অবস্থানকারী দ্বিতীয় ব্যক্তি।... "[১৭] তিনি সে দিন একখানা নাঙ্গা তরবারি হাতে নিয়ে অত্যন্ত সাহসিকতার সাথে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)কে পাহারা দেন।[১৮]

---

১৫. বাইহাকী, *দালা'য়িলুন নুবুওয়াত*, হা.নং: ৮৭৪; ইবনু হিশাম, *আস-সীরাতুন নাবাবিয়্যাহ*, খ.১,পৃ.৬১৬; ইবনু কাছীর, *আস-সীরাতুন নাবাবিয়্যাহ*, খ.২,পৃ.৩৯৬; ইবনু সাইয়িদিন নাস, *'উয়ূনুল আছার*, খ.১,পৃ.৩২৯; সুহায়লী, *আর-রাওদুল উনুফ*, খ.৩, পৃ.৫৮

১৬. ইবনু হিশাম, *আস-সীরাতুন নাবাবিয়্যাহ*, খ.১,পৃ.৬২০

১৭. হাকিম, *আল-মুস্তাদরাক*, (কিতাবু মা'আরিফাতিস সাহাবাহ), হা.নং: ৪৩৮২
কোনো কোনো রিওয়ায়াত থেকে জানা যায় যে, সা'দ ইবনু মু'আয (রা.)-এর নেতৃত্বে একদল আনসার যুবকও এ তাঁবুর প্রহরায় নিয়োজিত ছিল। (ইবনু হিশাম, *আস-সীরাতুন নাবাবিয়্যাহ*, খ.১,পৃ.৬২৮; ইবনু কাছীর, *আস-সীরাতুন নাবাবিয়্যাহ*, খ.২,পৃ.৪১০; ইবনু সাইয়িদিন নাস, *'উয়ূনুল আছার*, খ.১,পৃ.৩৩৯)

১৮. বাযযার, *আল-মুসনাদ*, হা.নং: ৬৮৯; ইবনু কাছীর, *আল-বিদায়াতু ওয়ান নিহায়াতু*, খ.৩,পৃ.৩৩১

ঘ. আল্লাহর সাহায্যের সুসংবাদ লাভ

মুজাহিদদেরকে যুদ্ধের জন্য পূর্ণ প্রস্তুত ও যুদ্ধের কাতারে দাঁড় করার পর রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নিজের জন্য তৈরিকৃত তাঁবুতে প্রবেশ করলেন। ঐ সময় তাঁবুতে তাঁর সাথে আবূ বাকর (রা.) ছাড়া আর কেউ ছিলেন না। অতঃপর তিনি কা'বা শারীফের দিকে মুখ করে দু হাত প্রসারিত করে সর্বশক্তিমান আল্লাহ তা'আলার দরবারে তাঁর সাহায্যের ওয়াদা পূরণের জন্য প্রার্থনা করেন,

اللّٰهُمَّ أَنْجِزْ لِي مَا وَعَدْتَنِي، اللّٰهُمَّ آتِ مَا وَعَدْتَنِي، اللّٰهُمَّ إِنْ تُهْلِكْ هَذِهِ الْعِصَابَةَ مِنْ أَهْلِ الْإِسْلَامِ لَا تُعْبَدْ فِي الْأَرْضِ.

-"হে আল্লাহ, আপনি আমার সাথে যে ওয়াদা করেছেন, তা পূরণ করুন। হে আল্লাহ, আপনি আমার সাথে যে অঙ্গীকার করেছেন, তা বাস্তবায়ন করুন। হে আল্লাহ, যদি মুসলিমদের এ দলটি ধ্বংস হয়ে যায়, তা হলে এ (পৃথিবীতে) আপনার 'ইবাদাত করার মতো কেউ থাকবে না।"

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) অতিশয় কাতরকণ্ঠে এ প্রার্থনা করছিলেন। এমতাবস্থায় তাঁর পবিত্র কাঁধ থেকে চাদর খসে পড়ছিল। আবূ বাকর (রা.) রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর চাদর ঠিক করে দিলেন এবং তাঁর পিঠের ওপর হাত রেখে সান্ত্বনার সুরে বললেন, يَا نَبِيَّ اللهِ، كَفَاكَ مُنَاشَدَتُكَ رَبَّكَ؛ فَإِنَّهُ سَيُنْجِزُ لَكَ مَا وَعَدَكَ. -"ইয়া রাসূলাল্লাহ, এবার থামুন! আপনি তো আপনার রাব্বের নিকট অতিশয় কাতরতার সাথে প্রার্থনা করেছেন। নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা অচিরেই তাঁর ওয়াদা পূরণ করবেন।" ঠিক তখনি ওহি নাযিল হলো এবং আল্লাহর পক্ষ থেকে সুসংবাদ প্রদান করা হলো-

﴿ إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُمْ بِأَلْفٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِينَ﴾

-"স্মরণ কর, যখন তোমরা তোমাদের রাব্বের নিকট সকাতর প্রার্থনা করেছিলে, তিনি তা কাবুল করেছিলেন এবং বলেছিলেন, আমি তোমাদেরকে সাহায্য করবো এক হাজার ফেরেশতা দ্বারা, যারা একের পর এক আসবে।" (আল-কুর'আন, ৮ সূরা আল-আনফালঃ ৯)[১৯]

'আবদুল্লাহ ইবনুল 'আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। বাদরের যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ

১৯. মুসলিম, *আস-সাহীহ,* (কিতাবুল জিহাদ), হা.নং: ৩৩০৯; ইবনু হিশাম, *আস-সীরাতুন নাবাবিয়্যাহ,* খ.১,পৃ.৬২৬

(সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) দু‘আ করলেন, اللّٰهُمَّ إِنِّي أَنْشُدُكَ عَهْدَكَ وَوَعْدَكَ، اللّٰهُمَّ إِنْ شِئْتَ لَمْ تُعْبَدْ -“হে আল্লাহ! আমি আপনার ওয়াদা ও অঙ্গীকার পূরণের জন্য প্রার্থনা করছি। হে আল্লাহ! যদি আপনি চান যে, (এ দুনিয়ায় আজকের পরে) আপনার ‘ইবাদাত করা না হোক,....।” এতটুকু বলতেই আবূ বাকর (রা.) রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর হাত ধরে ফেললেন এবং বললেন, حَسْبُكَ -“থামুন! যথেষ্ট হয়েছে।” এ কথা বলার পরপরই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম ﴿سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ﴾ (অর্থাৎ কাফিরদের দল অচিরেই পরাজিত হবে এবং পেছনে ফিরে পলায়ন করবে।) পড়তে পড়তে তাঁবু থেকে বের হয়ে আসলেন।[২০] ঐতিহাসিক ইবনু ইসহাক (রাহ.)-এর বর্ণনায় রয়েছে, আবূ বাকর (রা.) ঐ কথা বলার পর রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সম্বিত ফিরে পেলেন এবং আবূ বাকর (রা.)কে উদ্দেশ্য করে বললেন,

> أَبْشِرْ يَا أَبَا بَكْرٍ أَتَاكَ نَصْرُ اللهِ . هَذَا جِبْرِيلُ آخِذٌ بِعَنَانِ فَرَسٍ يَقُودُهُ عَلَى ثَنَايَاهُ النَّقْعُ.
>
> -“আবূ বাকর, খুশি হও! তোমার কাছে আল্লাহর সাহায্য এসে পৌঁছেছে। এই যে জিবরীল ঘোড়ার লাগাম ধরে ঘোড়ার আগে আগে আসছেন এবং ধুলোবালি ওড়ছে।”[২১]

এ রিওয়ায়াতগুলো থেকে জানা যায় যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর দু‘আর ফলে আবূ বাকর (রা.)-এর অন্তরে আল্লাহ তা‘আলার পক্ষ থেকে প্রশান্তি ও অপরিমেয় দৃঢ়তা সঞ্চারিত হয়। তাঁর এ দৃঢ়তা দেখে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নিশ্চিত হয়েছিলেন যে, তাঁর দু‘আ কাবুল হয়েছে এবং আল্লাহর সাহায্য অত্যাসন্ন। এ কারণে আবূ বাকর (রা.) যখন حَسْبُكَ বলে তাঁকে দু‘আ থামাতে বললেন, তখনি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) দু‘আ বন্ধ করে তাঁবু ছেড়ে বাইরে চলে আসলেন এবং দ্বিধাহীন কণ্ঠে বলে ওঠেন, ﴿سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ﴾[২২] অথবা এও হতে পারে যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর দু‘আর সময় আবূ বাকর (রা.)-এর অন্তরে আল্লাহর পক্ষ থেকে ইলহাম হয়েছিল যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর দু‘আ কাবুল হয়েছে। আল্লাহর সাহায্য অত্যাসন্ন।[২৩] অথবা এও হতে পারে যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম)

---

২০. বুখারী, *আস-সাহীহ,* (কিতাবুল মাগাযী), হা.নং: ৩৬৫৯
২১. ইবনু হিশাম, *আস-সীরাতুন নাবাবিয়্যাহ,* খ.১,পৃ.৬২৬
২২. ইবনু হাজার, *ফাতহুল বারী,* খ.১১,পৃ.২৯১
২৩. শাহ ওয়ালী উল্লাহ, *ইযালাতুল খাফা,* ...

দু'আ করে চলছেন। আর এদিকে আল্লাহর সাহায্যের বিভিন্ন নিদর্শন একের পর এক প্রকাশ পেতে শুরু করেছে। আবূ বাকর (রা.) তা দেখতে পেয়েই বললেন, حَسْبُكَ - "এবার থামুন! আল্লাহ তা'আলা আপনার দু'আ কাবুল করেছেন।"

উল্লেখ্য যে, এরূপ যে কোনো কঠিন পরিস্থিতিতে মুসলিম সেনাপতি ও দায়িত্বশীল ব্যক্তিদের রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর এ অনুপম সুন্নাত অনুসরণ করা উচিত। মুসলিম বাহিনী যখনই শত্রুদের সামনে দাঁড়াবে, তখন প্রধান ব্যক্তি সর্বশক্তিমান আল্লাহর দরবারে পূর্ণ বিনয়ের সাথে সাজদাবনত হবেন এবং অতিশয় কাতরতার সাথে সাহায্যের জন্য প্রার্থনা করবেন। আশা করা যায় যে, আল্লাহ তা'আলা তাঁর প্রার্থনা কাবুল করবেন।

ঙ. রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর পাশে থেকে বীর-বিক্রমে লড়াই করা

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁবু থেকে বের হবার পর দেখলেন যে, দু'পক্ষের মধ্যে তুমুল যুদ্ধ শুরু হয়ে গেছে। এ সময় তিনি নিজেও সরাসরি যুদ্ধে অবতরণ করলেন এবং তাঁর পাশে থেকে আবূ বাকর (রা.) এমন দৃঢ়তার সাথে নিজের কর্তব্য পালন করছিলেন যে, তিনি নিজে বীরত্বের সাথে লড়াইও করছিলেন এবং সাথে সাথে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর প্রহরার কাজেও কোনো প্রকার ত্রুটি করেননি।[২৪] যুদ্ধ করতে করতে একবার তিনি হঠাৎ দেখতে পেলেন যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর চাদর মুবারাক তাঁর কাঁধ থেকে ঝুলে পড়ে জমিনের সাথে লুটে যাচ্ছে। তৎক্ষণাৎ তিনি ক্ষিপ্রগতিতে সেখানে গিয়ে চাদরখানি তাঁর কাঁধে ওঠিয়ে দিয়ে মুহূর্তের মধ্যে পুনরায় শত্রুদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েন।[২৫]

তাঁর জ্যেষ্ঠপুত্র আবদুর রাহমান তখনও ইসলাম গ্রহণ করেননি, তাই তিনি মাক্কায় থেকে গিয়েছিলেন। তিনি একজন অত্যন্ত সাহসী ও সুদক্ষ তীরন্দাজ ছিলেন। বাদর যুদ্ধে তিনিও কুরাইশ বাহিনীর সাথে লড়াইয়ে অংশগ্রহণ করেছিলেন। যুদ্ধের মাঠে অবতরণ করে তিনি আস্ফালন করে বলতে লাগলেন, এমন কে আছে, যে আমার সাথে যুদ্ধ করবে? আবূ বাকর (রা.) ছেলের এ হুংকার শুনে তৎক্ষণাৎ তরবারি নিয়ে পুত্রের মুকাবিলা করার জন্য দৌড়ে যেতে উদ্যত হন। কিন্তু রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) পিতা-পুত্রের যুদ্ধের দৃশ্য দেখতে পছন্দ করলেন না। তাই তিনি আবূ বাকর (রা.)কে থামিয়ে দিয়ে বললেন, مَتِّعْنِي بِنَفْسِكَ.-"তুমি নিজে আমার কাজে নিয়োজিত

২৪. ইবনু কাছীর, *আল-বিদায়াতু ওয়ান নিহায়াতু*, খ.৩,পৃ.৩৪০
২৫. আবদুল হালিম, *সিদ্দীকে আকবর আবু বকর (রা.)*, পৃ.৪৩

থাকো।"[২৬] অন্য একটি রিওয়ায়াতে রয়েছে, আবদুর রাহমান (রা.) মুসলিম হবার পর একদিন তাঁর পিতা আবূ বাকর (রা.)কে উদ্দেশ্য করে বললেন, لَقَدْ أَهْدَفْتَ لِيْ يَوْمَ بَدْرٍ، فَصَرَفْتُ عَنْكَ، وَلَمْ أَقْتُلْكَ.-"বাদর যুদ্ধের দিন একবার আপনি আমার তরবারির আওতায় চলে এসেছিলেন; কিন্তু আমি তরবারি সংবরণপূর্বক অন্য দিকে চলে গিয়েছিলাম। আপনাকে হত্যা করিনি।" এ কথা শুনে আবূ বাকর (রা.) বললেন, لَكِنَّكَ لَوْ أَهْدَفْتَ لِي لَمْ انْصَرِفْ عَنْكَ. -"আমি তোমাকে দেখতে পাইনি; দেখতে পেলে আমি অন্য দিকে ফিরে যেতাম না অর্থাৎ তোমাকে জীবিত ফিরে যেতে দিতাম না।"[২৭]

চ. আবূ বাকর (রা.)-এর পরামর্শের ভিত্তিতে যুদ্ধবন্দীদের মুক্তিদান

অবশেষে মুসলিমগণ বিজয় লাভ করলেন। প্রচুর গানীমাতের সম্পদ তাঁদের হস্তগত হল। তা ছাড়া সত্তর জন কাফিরও তাঁদের হাতে বন্দী হল, যাদের মধ্যে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর চাচা 'আব্বাস এবং তাঁর জামাতা (যায়নাব [রা.]-এর স্বামী) আবুল 'আসও ছিলেন। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বন্দীদেরকে নিয়ে মাদীনায় প্রবেশ করলেন। অতঃপর তিনি তাদের ব্যাপারে সাহাবা কিরামের সাথে পরামর্শ করতে বসলেন।

দীর্ঘ তের বৎসর ধরে এ কাফিররা নির্বিচারে ও নির্মমভাবে মুসলিমদের ওপরে অত্যাচার-উৎপীড়ন চালিয়ে আসছিল। এদের অত্যাচারে মুসলিমদের জীবন দুর্বিষহ হয়ে পড়লে তাঁরা জন্মভূমির মায়া ত্যাগ করে মাদীনায় হিজরাত করতে বাধ্য হয়েছিলেন। আজ বন্দী কাফিররা দিব্যি দেখতে পাচ্ছে, তাদের কৃত সে তেরো বৎসরের অত্যাচার ও উৎপীড়নের প্রতিফল তাদেরকে অবশ্যই ভোগ করতে হবে। অতএব, তারা আবূ বাকর (রা.)কে সম্বোধন করে বললো, আবূ বাকর! আমরা তোমাকে বাল্যকাল থেকে একজন সুবিবেচক ও শান্তিপ্রিয় লোক বলে জানি। তুমি অবশ্যই জানো যে, আমরা আজ ঘটনাক্রমে তোমাদের হাতে বন্দী হয়ে পড়েছি। সকলেই তোমাদের আত্মীয়-স্বজন ও

---

২৬. ইবনুল আছীর, *উসদুল গাবাহ,* খ.২,পৃ.২০৩; সাফাদী, *আল-ওয়াফী বিল-ওয়াফায়াত,* খ.৬,পৃ.৭৩
উল্লেখ্য যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর এ কথার পেছনে তাঁর প্রকৃত উদ্দেশ্য ছিল আবূ বাকর (রা.)কে সুকৌশলে তাঁর পুত্রের সাথে মুকাবিলা করা থেকে ফিরিয়ে রাখা। আবূ বাকর (রা.) তখন আবেগপ্রবণ হয়ে ওঠেছিলেন। তাই এ সম্ভাবনা ছিল যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যদি তাকে সরলভাবে বাধা প্রদান করতেন এবং বলতেন, তুমি এখানেই থাকো, তা হলে হয়তো তাঁর ওপর এতো প্রতিক্রিয়া হতো না অথবা হলেও তিনি মনে ব্যথা পেতেন। তাই রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এমনভাবে কথা বললেন, যা আবূ বাকর (রা.)-এর নিকট অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ছিল। অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট অবস্থান করে তাঁর নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা।

২৭. ইবনু 'আসাকির, *তারীখু দিমাশক,* খ.৩০,পৃ.১২৭; সুয়ূতী, *তারীখুল খুলাফা,* পৃ.১৪; সুহায়লী, *আর-রাওদুল উনুফ,* খ.৩,পৃ.৮৪

বন্ধু-বান্ধব। আমাদেরকে হত্যা করলে বা কোনো প্রকার কষ্ট প্রদান করলে তোমাদের আত্মীয়-স্বজনকেই কষ্ট প্রদান করা হবে। আমরা আজ তোমাকে আত্মীয়তা ও বন্ধুত্বের দোহাই দিয়ে অনুরোধ করছি যে, তুমি মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট সুপারিশ করে আমাদের জীবন রক্ষার ব্যবস্থা করে দাও অথবা আমাদের নিকট থেকে মুক্তিপণ গ্রহণ করে আমাদেরকে মুক্ত করে দাও। আবূ বাকর (রা.) তাদের কাকুতি-মিনতি দেখে বললেন, আচ্ছা, দেখা যাক, কতটুকু কী করা যায়।

কাফিররা 'উমার (রা.)-এর নিকটও অনুরূপভাবে কাতর প্রার্থনা জানালো; কিন্তু 'উমার (রা.) তাদের আবেদন শুনে শুধু এক দৃষ্টিতে তাদের প্রতি তাকিয়ে রইলেন। কোনো কথাই বললেন না।

'আবদুল্লাহ ইবনু মাস'উদ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, বাদরের যুদ্ধের বন্দীদের মাদীনায় নিয়ে আসার পর রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সাহাবা কিরামকে ডেকে বললেন, مَا تَقُولُونَ فِي هَؤُلَاءِ الْأَسْرَى؟-"তোমরা এ বন্দীদের ব্যাপারে কি ব্যবস্থা করতে বল?" আবূ বাকর (রা.) জানতেন, প্রতিহিংসার দ্বারা হৃদয় জয় করা যায় না; প্রেম দিয়েই তা সম্ভব। তাই তিনি বললেন,

يَا رَسُولَ اللهِ، قَوْمُكَ وَأَهْلُكَ، اسْتَبْقِهِمْ وَاسْتَأْنِ بِهِمْ؛ لَعَلَّ اللهَ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ.

-"ইয়া রাসূলাল্লাহ, এরা আপনার কাওম ও আপনার আত্মীয়-স্বজন। এদেরকে জীবনে বাঁচিয়ে রাখুন এবং সুযোগ দান করুন। বিচিত্র নয় যে, এরা অদূর ভবিষ্যতে ইসলাম গ্রহণ করবে এবং আল্লাহ তা'আলা তাদের তাওবা কাবুল করবেন।"[২৮]

'উমার (রা.) বলেন, يَا رَسُولَ اللهِ، أَخْرَجُوكَ وَكَذَّبُوكَ، قَرِّبْهُمْ فَاضْرِبْ أَعْنَاقَهُمْ.-"ইয়া রাসূলাল্লাহ, (এরা আপনার শত্রু), তারা আপনাকে বের করে দিয়েছে এবং আপনাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে। অতএব এদের সকলের গর্দান উড়িয়ে দিন।" 'আবদুল্লাহ ইবনু রাওয়াহা (রা.) বললেন, يَا رَسُولَ اللهِ، انْظُرْ وَادِيًا كَثِيرَ الْحَطَبِ، فَأَدْخِلْهُمْ فِيهِ ثُمَّ أَضْرِمْ عَلَيْهِمْ نَارًا.-"ইয়া রাসূলাল্লাহ, এদের জন্য বিস্তর কাঠওয়ালা একটি উপত্যকা দেখুন,

---

২৮. কোনো কোনো রিওয়ায়াতে আবূ বাকর (রা.)-এর অভিমত এভাবে বর্ণিত হয়েছে-

يَا رَسُولَ اللهِ عِتْرَتُكَ وَأَصْلُكَ وَقَوْمُكَ تَجَاوَزْ عَنْهُمْ يَسْتَنْقِذْهُمُ اللهُ بِكَ مِنَ النَّارِ.

-"ইয়া রাসূলাল্লাহ, এরা তো আপনার সন্তান-সন্ততি, বাপ-দাদা ও গোত্রস্বজন। আপনি এদেরকে ক্ষমা করে দিন। আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে আপনার মাধ্যমে জাহান্নাম থেকে রক্ষা করবেন।" (তাবারানী, *আল-মু'জামুল কাবীর,* হা.নং: ১০১০৯)

তারপর তাদেরকে সেখানে প্রবেশ করিয়ে আগুন জ্বালিয়ে দিন।" এ কথা শুনে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর চাচা 'আব্বাস (রা.) বলে ওঠলেন, قَطَعْتَ رَحِمَكَ-"তুমি তো আত্মীয়তার কোনো বালাই রাখলে না!" রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এ সব পরামর্শ শুনে প্রথমে কোনো জবাব দিলেন না। লোকদের মধ্যে কেউ কেউ বলে ওঠলো, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আবূ বাকর (রা.)-এর পরামর্শ গ্রহণ করবেন। আর কেউ বললো, না, তিনি 'উমার (রা.)-এর পরামর্শ গ্রহণ করবেন। আবার আর কেউ বললো, না, তিনি 'আবদুল্লাহ ইবনু রাওয়াহা (রা.)-এর পরামর্শ গ্রহণ করবেন। অবশেষে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন,

إِنَّ اللهَ لَيُلِينُ قُلُوبَ رِجَالٍ فِيهِ حَتَّى تَكُونَ أَلْيَنَ مِنَ اللَّبَنِ، وَإِنَّ اللهَ لَيَشُدُّ قُلُوبَ رِجَالٍ فِيهِ حَتَّى تَكُونَ أَشَدَّ مِنَ الْحِجَارَةِ.

-"আল্লাহ তা'আলা কিছু কিছু অন্তর এতো নম্র করে দেন যে, তা দুধের চেয়েও অধিক তরল হয়ে থাকে। আবার আর কিছু লোকের অন্তর এতো কঠোর করেন যে, তা পাথরের চেয়েও অধিক কঠোর হয়ে থাকে।"

এরপর তিনি আবূ বাকর (রা.)কে উদ্দেশ্য করে বললেন,

وَإِنَّ مَثَلَكَ يَا أَبَا بَكْرٍ كَمَثَلِ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَام، قَالَ { مَنْ تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ }، وَمَثَلَكَ يَا أَبَا بَكْرٍ كَمَثَلِ عِيسَى قَالَ{ إِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ }

-"আবূ বাকর, তোমার উদাহরণ ইবরাহীম ('আ.)-এর মতোই। তিনি বলেছিলেন, 'যারা আমার অনুসরণ করেছে, তারা আমারই দলভুক্ত। আর যারা আমার অবাধ্যতা করেছে, নিশ্চয় আপনি অতি ক্ষমাশীল ও দয়ালু।' আবূ বাকর, তোমার মধ্যে 'ঈসা (আ.)-এরও দৃষ্টান্ত খুঁজে পাওয়া যায়। তিনি বলেছিলেন, 'আপনি যদি এদেরকে যথাযোগ্য শাস্তি প্রদান করেন, তবে এরা তো আপনারই বান্দাহ। আর যদি আপনি তাদেরকে ক্ষমা করে দেন, তবে নিশ্চয় আপনি মহাপরাক্রমশালী ও মহাজ্ঞানী।"

এরপর তিনি উমার (রা.)কে উদ্দেশ্য করে বললেন,

وَإِنَّ مَثَلَكَ يَا عُمَرُ كَمَثَلِ نُوحٍ قَالَ{ رَبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا } وَإِنَّ مِثْلَكَ يَا عُمَرُ كَمَثَلِ مُوسَى قَالَ{ رَبَّنَا اطْمِسْ عَلَى أَمْوَالِهِمْ وَ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُوا حَتَّى يَرَوْا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ }

-"উমার, তোমার উদাহরণ নূহ ('আলাইহিস সালাম)-এর মতোই। তিনি বলেছিলেন, 'ইয়া রাব্ব, আপনি এ কাফিরদের মধ্য থেকে একজন লোককেও যমিনের ওপর বসবাসকারীরূপে জীবিত ছাড়বেন না।' অধিকন্তু, তোমার মধ্যে মূসা ('আ.)-এর দৃষ্টান্তও খুঁজে পাওয়া যায়। তিনি বলেছিলেন, 'হে আমাদের রাব্ব, তাদের ধন-সম্পদ নিশ্চিহ্ন করে দিন এবং তাদের অন্তকরণ কঠিন করে দিন, যাতে করে তারা ততক্ষণ পর্যন্ত ঈমান না আনে, যতক্ষণ না বেদনাদায়ক আযাব প্রত্যক্ষ করে নেয়।"

এরপর রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, أَنْتُمْ عَالَةٌ؛ فَلَا يَنْفَلِتَنَّ مِنْهُمْ أَحَدٌ إِلَّا بِفِدَاءٍ أَوْ ضَرْبَةِ عُنُقٍ. -"তোমরা নিঃস্ব সম্প্রদায়। অতএব, হয়তো তোমরা এঁদেরকে মুক্তিপণ গ্রহণ করে ছেড়ে দাও, নতুবা এদেরকে হত্যা করে ফেলো।"[২৯] অবশেষে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আবূ বাকর (রা.)-এর পরামর্শ মতো মুক্তিপণ গ্রহণ করে সকল বন্দীকে ছেড়ে দেন।

এ প্রসঙ্গে 'আবদুল্লাহ ইবনুল 'আব্বাস (রা.) বলেন, বাদরের কয়েদীদের ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আবূ বাকর ও 'উমার (রা.)কে ডেকে বললেন, مَا تَرَوْنَ فِي هَؤُلَاءِ الْأُسَارَى؟ -"তোমরা এ সকল যুদ্ধবন্দীর ব্যাপারে কী ব্যবস্থা গ্রহণ করতে বল?" আবূ বাকর (রা.) বললেন,

يَا نَبِيَّ اللهِ، هُمْ بَنُو الْعَمِّ وَالْعَشِيرَةِ، أَرَى أَنْ تَأْخُذَ مِنْهُمْ فِدْيَةً، فَتَكُونُ لَنَا قُوَّةً عَلَى الْكُفَّارِ ،فَعَسَى اللهُ أَنْ يَهْدِيَهُمْ لِلْإِسْلَامِ.

-"হে আল্লাহর নাবী, এরা তো আপনার চাচাতো ভাই ও আত্মীয়। আমার অভিমত হলো- আপনি তাদের থেকে মুক্তিপণ গ্রহণ করবেন। আর এ মুক্তিপণ কাফিরদের বিরুদ্ধে আমাদের শক্তি সঞ্চয় করতে কাজে আসবে। বিচিত্র নয় যে, অদূর ভবিষ্যতে আল্লাহ তা'আলা তাদেরকেও ইসলামে দীক্ষিত হবার তাওফীক দান করবেন।"

এরপর 'উমার (রা.) বললেন,

لَا، وَاللهِ يَا رَسُولَ اللهِ، مَا أَرَى الَّذِي رَأَى أَبُو بَكْرٍ؛ وَلَكِنِّي أَرَى أَنْ تُمَكِّنَّا فَنَضْرِبَ أَعْنَاقَهُمْ؛ فَتُمَكِّنَ عَلِيًّا مِنْ عَقِيلٍ فَيَضْرِبَ عُنُقَهُ؛ وَتُمَكِّنِّي مِنْ فُلَانٍ نَسِيبًا لِعُمَرَ فَأَضْرِبَ عُنُقَهُ؛ فَإِنَّ هَؤُلَاءِ أَئِمَّةُ الْكُفْرِ وَصَنَادِيدُهَا.

---

২৯. তিরমিযী, *আস-সুনান,* (কিতাবুত তাফসীর) হা.নং: ৩০০৯; আহমাদ, *আল-মুসনাদ,* হা.নং:৩৪৫২; হাকিম, *আল-মুস্তাদরাক,* (কিতাবুল মাগাযী), হা.নং:৪২৭১; তাবারানী, *আল-মু'জামুল কাবীর,* হা.নং: ১০১০৯

-"ইয়া রাসূলাল্লাহ, না, এরূপ করা সমীচীন হবে না। আল্লাহর কাসাম, আমি আবূ বাকর (রা.)-এর উপর্যুক্ত অভিমত পোষণ করি না। আমার অভিমত হলো, বন্দীদের মধ্যে যার যে নিকটাত্মীয় রয়েছে, সে তাকে নিজ হাতে হত্যা করবে। 'আলী (রা.) 'আকীলকে হত্যা করবে এবং আমি আমার অমুক আত্মীয়কে হত্যা করবো। কেননা এরাই হলো নেতৃস্থানীয় কাফির ও সর্দার।"

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট 'উমার (রা.)-এর রায়ের পরিবর্তে আবূ বাকর (রা.)-এর রায় মনঃপুত হলো। তিনি মুক্তিপণ গ্রহণ করে বন্দীদের ছেড়ে দেন। 'উমার (রা.) বলেন, পরদিন আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট এসে দেখতে পেলাম, তিনি ও আবূ বাকর (রা.) বসে বসে কাঁদছেন। আমি জিজ্ঞেস করলাম,

يَا رَسُولَ اللهِ، أَخْبِرْنِي مِنْ أَيِّ شَيْءٍ تَبْكِي أَنْتَ وَصَاحِبُكَ؛ فَإِنْ وَجَدْتُ بُكَاءً بَكَيْتُ، وَإِنْ لَمْ أَجِدْ بُكَاءً تَبَاكَيْتُ لِبُكَائِكُمَا.

-"ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমাকে বলুন, আপনি এবং আপনার সাথীর কাঁদাকাটির কারণ কী? যদি কান্নার কোনো উপলক্ষ থাকে, তা হলে তো আমিও কাঁদবো। আর এ অবস্থায় যদি আমার কান্না নাও আসে, তা হলে আপনাদের ক্রন্দনের জন্য অন্তত কান্নার ভান করে চলবো।"

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন,

أَبْكِي لِلَّذِي عَرَضَ عَلَيَّ أَصْحَابُكَ مِنْ أَخْذِهِمُ الْفِدَاءَ، لَقَدْ عُرِضَ عَلَيَّ عَذَابُهُمْ أَدْنَى مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ شَجَرَةٍ قَرِيبَةٍ مِنْ نَبِيِّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَنْزَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ ﴿ مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَى حَتَّى يُثْخِنَ فِي الْأَرْضِ إِلَى قَوْلِهِ فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا.... ﴾

"তোমার সাথীরা মুক্তিপণ নিয়ে বন্দীদের ছেড়ে দেবার ব্যাপারে যে পরামর্শ দিয়েছিল তজ্জন্য আমি কাঁদছি। নবী কারীম (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)- নিকটবর্তী একটি বৃক্ষের দিকে ইংগিত করে বললেন, এ সিদ্ধান্তের কারণে আমি দেখতে পেয়েছি যে, শাস্তি এ বৃক্ষের চাইতেও তাদের অতি নিকটে চলে এসেছিল এবং আল্লাহ তা'আলা নাযিল করলেন,

﴿ مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَى حَتَّى يُثْخِنَ فِي الْأَرْضِ إِلَى قَوْلِهِ فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا.... ﴾

"কোনো নাবীর জন্য সমীচীন নয় যে, বন্দীরা তাঁর কাছে অবস্থান করবে, যে যাবত না তিনি পৃথিবী থেকে শত্রুদের শক্তি ও দম্ভকে ধুলিস্মাৎ করে দেবেন।..."[৩০]

এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, উপর্যুক্ত আয়াতটি নিন্দার প্রমাণ বহন করে। তবে নিন্দার প্রধান কারণ বন্দীদের হত্যা না করা এবং মুক্তিপণ নিয়ে তাদের ছেড়ে দেয়া নয়; বরং এর প্রধান কারণ ছিল গানীমাতের অর্থ-সম্পদ সম্পর্কে কোনো বিধান নাযিল হওয়ার পূর্বেই গানীমাতের মাল হস্তগত করার প্রতি আকৃষ্ট হওয়া। এ কারণে ইমাম মুসলিম (রাহ.) এ ঘটনা সম্পর্কে 'উমার (রা.)-এর যে বক্তব্য নকল করেছেন, তাতে সর্বশেষে এ কথা সুস্পষ্টভাবে বর্ণিত রয়েছে- فَأَحَلَّ اللهُ الْغَنِيمَةَ لَهُمْ -"এরপর আল্লাহ তা'আলা গানীমাতের অর্থ-সম্পদ ভক্ষণ তাঁদের জন্য হালাল করে দেন।"[৩১]

২. উহুদের যুদ্ধ ও হামরা'উল আসাদ অভিযান

উহুদ যুদ্ধ মাক্কার কাফিরদের সাথে মুসলিমদের দ্বিতীয় বড় যুদ্ধ। বাদর যুদ্ধে পরাজিত হয়ে মুসলিমদের শক্তি-সামর্থ্য সম্পর্কে মাক্কাবাসীরা স্পষ্ট ধারণা লাভ করেছিল; কিন্তু তাদের অন্তরে প্রতিশোধের বহ্নি জ্বলতে থাকে। তারা বাদর থেকে ফিরে পূর্ণ একটি বৎসর ধরে আর একটি যুদ্ধের জন্য নানাবিধ প্রস্তুতি গ্রহণ করতে থাকে। তা ছাড়া তাদের কবিরা অনলবর্ষী কবিতা দ্বারা মাক্কার আশেপাশের সমস্ত গোত্রের মধ্যে ক্রোধের অগ্নি প্রজ্জলিত করে। অবশেষে বাদরের যুদ্ধের পূর্ণ এক বৎসর পরে হিজরী তৃতীয় সালের শাওয়াল মাসের প্রথম দিকে আবূ সুফইয়ানের নেতৃত্বে তাদের তিন সহস্রাধিক দুর্ধর্ষ যোদ্ধা বিপুল অস্ত্রশস্ত্রসহ মাদীনা আক্রমণের জন্য রওয়ানা হয়। বাদর যুদ্ধে নিহত সর্দারদের জায়া-কন্যারাও তাদের সাথে গমন করে। এ মুশরিক বাহিনী মাদীনার অদূরে উহুদ পাহাড়ের প্রান্তে এসে শিবির স্থাপন করল। এ সংবাদ জানতে পেরে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মাত্র সাতশ জীবন উৎসর্গকারী সাহাবীকে সাথে নিয়ে উহুদের দিকে রওয়ানা হন এবং উহুদ পাহাড়ের পেছনের দিকে শত্রুবাহিনীকে মুকাবিলার জন্য মুসলিম সৈন্যদের ব্যূহ রচনা করেন। বলাই বাহুল্য যে, কাফিররা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর পর আবূ বাকর (রা.)কেই ইসলামের দ্বিতীয় ব্যক্তি হিসেবে জানতো। এ কারণে যুদ্ধক্ষেত্রে আবূ বাকর (রা.) ছিলেন তাদের দ্বিতীয় প্রধান টার্গেট। বারা' ইবনু 'আযিব (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মুসলিম বাহিনী যখন পালাতে শুরু করলো, তখন আবূ সুফইয়ান আমাদের দিকে অগ্রসর হয়ে তিন তিনবার

---

৩০. মুসলিম, *আস-সাহীহ,* (কিতাবুল জিহাদ..), হা.নং:৩৩০৯
৩১. মুসলিম, *আস-সাহীহ,* (কিতাবুল জিহাদ..), হা.নং: ৩৩০৯

জিজ্ঞেস করলো, أَفِي الْقَوْمِ مُحَمَّدٌ؟ -"তোমাদের মধ্যে মুহাম্মাদ আছেন কি?" রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, এর জবাব দিও না। সে পুনরায় তিন তিনবার জিজ্ঞেস করলো, أَفِي الْقَوْمِ ابْنُ أَبِي قُحَافَةَ؟ –"তোমাদের মধ্যে আবূ কুহাফার পুত্র আবূ বাকর আছেন কি?" এবারও আমরা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নির্দেশে নিরব রইলাম। সে আবার তিন তিনবার জিজ্ঞেস করলো, أَفِي الْقَوْمِ ابْنُ الْخَطَّابِ؟ -"তোমাদের মধ্যে খাত্তাবের পুত্র 'উমার আছে কি?" এবারও আমরা নিরব রইলাম। অবশেষে সে বললো, إِنَّ هَؤُلَاء قُتِلُوا، فَلَوْ كَانُوا أَحْيَاءً لَأَجَابُوا. -"এরা সকলেই নিহত হয়েছে। অন্যথায় অবশ্যই উত্তর পাওয়া যেত।" এ কথা শুনে 'উমার (রা.) আর নীরব থাকতে পারলেন না। তিনি চিৎকার করে বলে ওঠলেন,

كَذَبْتَ، وَاللهِ يَا عَدُوَّ اللهِ، إِنَّ الَّذِينَ عَدَدْتَ لَأَحْيَاءٌ كُلُّهُمْ، وَقَدْ بَقِيَ لَكَ مَا يَسُوءُكَ.

-"ওরে আল্লাহর দুশমন, তুই মিথ্যুক। তোকে অপমানিত করার জন্য আল্লাহ তা'আলা এদের সকলকেই জীবিত রেখেছেন।..."[৩২]

এ হাদীস থেকে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, মাক্কাবাসী কাফিররা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর পর আবূ বাকর (রা.)কেই দ্বিতীয় প্রধান টার্গেটে পরিণত করেছিল।

উহুদ যুদ্ধেও আবূ বাকর (রা.) বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিলেন, যা ইতিহাসের পাতায় স্বর্ণাক্ষরে সমুজ্জ্বল হয়ে থাকবে। তাঁর এ ভূমিকাগুলোর মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হলো-

ক. রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)কে রক্ষার জন্য সর্বপ্রথম ছুটে আসেন আবূ বাকর (রা.)

যুদ্ধের শুরুতে মুসলিম বাহিনী এমন বীরত্ব ও নৈপুণ্যের সাথে যুদ্ধে অবতরণ করল যে, প্রথম আক্রমণেই শত্রুবাহিনীর সাহস উবে গেল এবং তারা পালাতে লাগল। দুর্ভাগ্য যে, মুসলিমরা তখন কাফিরদেরকে সম্পূর্ণরূপে পরাজিত মনে করে গানীমাতের মাল সংগ্রহে ব্যস্ত হয়ে পড়েন। এমন কি যাঁরা গিরিপথ পাহারা দিচ্ছিলেন, তাঁরাও রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর আদেশ ভুলে গানীমাত সংগ্রহে লিপ্ত হয়ে পড়েন। সুচতুর খালিদ মুসলিমদের এ মারাত্মক ভুল লক্ষ্য করে সে তার অশ্বারোহী সেনাদলকে ঘুরিয়ে এনে পেছনের দিক থেকে মুসলিমদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং বৃষ্টির মতো তীর বর্ষণ করতে শুরু করে। ফলে যুদ্ধের মোড় ঘুরে যায়। মুসলিমরা চতুর্দিক

---

৩২. বুখারী, *আস-সাহীহ,* (কিতাবুল জিহাদ), হা.নং: ২৮১২, (কিতাবুল মাগাযী), হা.নং: ৩৭৩৭

থেকে কাফির বাহিনীর দ্বারা অবরুদ্ধ হয়ে পড়ে। এ সময় মুসলিমদের একটি দল কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পালাতে শুরুতে করে। এ সুযোগে কাফিরদের একটি দল রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)কে ঘেরাও করে ফেলে। ঠিক এ সময় তাঁর সাথে ছিলেন মাত্র নয় জন সাহাবী। তাঁরা অত্যন্ত বীরত্বের সাথে প্রতিরোধ গড়ে তোলেন। তাঁদের মধ্যে সাতজনই প্রাণপণ যুদ্ধ করতে করতে শাহাদাত বরণ করেন। বাকী দু'জনও ক্ষত-বিক্ষত হয়ে পড়েন। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নিজেও আহত হন। তাঁর রুবা'ঈ দাঁত ভেঙ্গে গিয়েছিল, নিচের ঠোঁট কেটে গিয়েছিল এবং মাথায় ভীষণ আঘাত লেগেছিল।

এ ঘেরাওয়ের খবর পাওয়ার সাথে সাথে নিবেদিতপ্রাণ সাহাবা কিরামের একটি দল রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট দ্রুত এসে পৌঁছেন। তাঁরা এসেই নিজেদের শরীর ও অস্ত্র দিয়ে নিরাপত্তা বলয় গড়ে তোলেন এবং শত্রুর হামলা প্রতিরোধে অসীম সাহসিকতা ও বীরত্বের পরিচয় দেন। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট সর্বপ্রথম ছুটে আসেন তাঁর গুহার সাথী আবূ বাকর আছ-ছিদ্দীক (রা.)।

'আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত। আবূ বাকর (রা.) বলেন, উহুদের দিন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর দেহরক্ষীরা ছাড়া অন্য সকলেই তাঁকে অবস্থানস্থলে রেখে যুদ্ধ করতে সামনের কাতারে চলে গিয়েছিলেন। ঘেরাওয়ের দুর্ঘটনার পর সর্বপ্রথম আমিই রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর কাছে ছুটে গিয়েছিলাম। সেখানে গিয়ে দেখি একজন লোক তাঁকে রক্ষার জন্য লড়াই করছেন। আমি মনে মনে বললাম, 'আপনার নাম তো তালহা। আপনার ওপর আমার মা-বাবা কুরবান হোন। এ সময় আবূ 'উবাইদাহ ইবনুল জাররাহ (রা.) পাখির ওড়ার মতো অত্যন্ত দ্রুত বেগে আমার কাছে আসেন। আমরা উভয়ে দৌড়ে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর পাশে গেলাম। সেখানে দেখলাম, তালহা (রা.) রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সামনে আড়াল হয়ে পড়ে আছেন। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, তোমাদের ভাইকে তোল। সে নিজের জন্য জান্নাত অবধারিত করে নিয়েছে। আবূ বাকর (রা.) বলেন, আমরা পৌঁছে দেখলাম, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর চেহারা মুবারাক যখম হয়ে গেছে। শিরস্ত্রানের দুটি কড়া চোখের নিচে চেহারায় গেঁথে গেছে। আমি সেগুলো বের করতে চাইলে আবূ 'উবাইদা (রা.) বললেন, আল্লাহর ওয়াস্তে এগুলো আমাকে বের করতে দিন। এরপর তিনি দাঁত দিয়ে একটি কড়া কামড়ে ধীরে ধীরে বের করতে লাগলেন, যাতে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ব্যথা কম পান। শেষ পর্যন্ত তিনি একটি কড়া বের করেন। এতে আবূ 'উবাইদাহ (রা.)-এর নিচের মাড়ির একটি দাঁত পড়ে যায়। দ্বিতীয়

কড়াটি আমি বের করতে চাইলাম; কিন্তু আবূ 'উবাইদাহ (রা.) বললেন, আবূ বাকর, আল্লাহর ওয়াস্তে আমাকে বের করতে দিন। এরপর দ্বিতীয় কড়াটিও ধীরে ধীরে টেনে বের করেন। এতে তাঁর নিচের মাড়ির আরেকটি দাঁত ভেঙ্গে যায়। এরপর রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, তোমাদের ভাই তালহাকে সামলাও। সে নিজের জন্য জান্নাত অবধারিত করে নিয়েছে। আবূ বাকর (রা.) বলেন, এরপর আমরা তালহার প্রতি মনোনিবেশ করি। তাঁর দেহে (প্রায়) সত্তরটিরও অধিক আঘাত লেগেছিল।"[৩৩]

খ. যুদ্ধে শেষে কাফিরদের পশ্চাদ্ধাবনের আহ্বানে সর্বপ্রথম সাড়া

যুদ্ধ শেষ করে কাফিররা মাক্কার দিকে যেতে থাকে। মুসলিমগণ মাদীনায় পৌঁছার পর দিনই রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সাহাবা কিরামকে সম্বোধন করে বললেন, কাফির বাহিনী পুনরায় আমাদেরকে আক্রমণ করতে পারে। তোমাদের মধ্যে কে কে এ অভিযানে যোগ দিতে চাও। সর্বপ্রথম অগ্রসর হয়ে আসলেন আবূ বাকর (রা.)। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) উহুদ যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সত্তর জন সাহাবীকে সাথে নিয়ে কাফিরদের পশ্চাদ্ধাবনে রওয়ানা হন এবং মাদীনা থেকে আট মাইল দূরে 'হামরাউল আসাদ' নামক স্থানে শিবির স্থাপন করেন। কাফিররা মুসলিমদের এ আগমনের খবর পেয়ে দ্রুত মাক্কার দিকে অগ্রসর হয়। এ সকল নিবেদিতপ্রাণ লোকদের প্রসঙ্গে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন,

﴿ الَّذِيْنَ اسْتَجَابُوا لِلّٰهِ وَالرَّسُوْلِ مِنْ بَعْدِ مَا أَصَابَهُمُ الْقَرْحُ لِلَّذِيْنَ أَحْسَنُوا مِنْهُمْ وَاتَّقَوْا أَجْرٌ عَظِيْمٌ ﴾

-"যারা আহত হয়ে পড়ার পরেও আল্লাহ ও রাসূলের আহ্বানে সাড়া দিয়েছে, এ সকল সত্যনিষ্ঠ নিবেদিতপ্রাণ লোকদের জন্য রয়েছে বিশাল পুরস্কার।"[৩৪]

এ আয়াত প্রসঙ্গে উম্মুল মু'মিনীন 'আয়িশা (রা.) 'উরওয়াহ (রা.)কে সম্বোধন করে বলেন,

يَا ابْنَ أُخْتِي، كَانَ أَبَوَاكَ مِنْهُمْ الزُّبَيْرُ وَأَبُو بَكْرٍ، لَمَّا أَصَابَ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا أَصَابَ يَوْمَ أُحُدٍ وَانْصَرَفَ عَنْهُ الْمُشْرِكُونَ خَافَ أَنْ

---

৩৩. ইবনু হিব্বান, *আস-সাহীহ,* (কিতাব : মানাকিবুস সাহাবাহ), হা.নং: ৭১০৬; হাকিম, *আল-মুস্তাদরাক,* (কিতাবুল মাগাযী), হা.নং: ৪২৮৩, (কিতাবু মা'আরিফাতিস সাহাবাহ) ৫১৫৭; বাইহাকী, *দালা'য়িলুন নুবুওয়াত,* হা.নং: ১১২৯

৩৪. আল-কুর'আন, (সূরা আলে 'ইমরান): ১৭২

يَرْجِعُوا، قَالَ :مَنْ يَذْهَبُ فِي إِثْرِهِمْ؟ فَانْتَدَبَ مِنْهُمْ سَبْعُونَ رَجُلًا. قَالَ : كَانَ فِيهِمْ أَبُو بَكْرٍ وَالزُّبَيْرُ.

-"ভাগিনা, তোমার পিতা যুবাইর (রা.) ও নানা আবূ বাকর (রা.)ও তাঁদের মধ্যে ছিলেন। উহুদ যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ভীষণভাবে আক্রান্ত হবার পর মুশরিকরা যখন তাঁকে ছেড়ে চলে গিয়েছিল, তখন তিনি আশঙ্কা করেছিলেন যে, মুশরিকরা ফিরে আসতে পারে। এ কারণে তিনি সাহাবা কিরাম (রা.)কে উদ্দেশ্য করে বলেন, তোমাদের মধ্যে কে কে তাদের পশ্চাদ্ধাবনে যেতে চাও। তখন তাঁদের মধ্যে সত্তর জন লোক তাঁর আহ্বানে সাড়া দেন। তাঁদের মধ্যে আবূ বাকর ও যুবাইর (রা.)ও ছিলেন।"[৩৫]

৩. বানুন নাদীরের যুদ্ধ

হিজরী ৪র্থ সাল, রাবী'উল আউয়াল মাস, একদিন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আবূ বাকর, 'উমার ও 'আলী (রা.)সহ কয়েকজন সাহাবীকে নিয়ে ইয়াহুদী গোত্র বানুন নাদীরের কাছে গমন করেন। উদ্দেশ্য ছিল- 'আমর ইবনু উমাইয়াহ আদ-দামরী (রা.)-এর হাতে ভুলক্রমে নিহত বানু কিলাবের দু ব্যক্তির রক্তপণ আদায়ে সহায়তার ব্যাপারে তাদের সাথে আলোচনা করা। ইয়াহুদীদের সাথে সম্পাদিত চুক্তি অনুযায়ী উল্লিখিত হত্যার রক্তপণ আদায়ে মুসলিমদের সহায়তা করতে তারা বাধ্য ছিল। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাদের এ কথা বলার পর তারা বললো, "আবুল কাসিম! আমরা তাই করবো। আপনি সাথীদের নিয়ে এখানে অবস্থান করুন, আমরা ব্যবস্থা করছি।" এ কথা বলার পর রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইয়াহুদীদের এক ঘরের দেয়ালের সাথে হেলান দিয়ে বসে অপেক্ষা করছিলেন। ওই দিকে ইয়াহুদীরা নিজেরা একত্রিত হবার পর তাদের কাঁধে শয়তান সওয়ার হয়। তারা নিজেদের মধ্যে কুপরামর্শ করলো, এই তো সুবর্ণ সুযোগ! চল, আমরা মুহাম্মাদকে প্রাণে মেরে ফেলি। তারা নিজেদের মধ্যে বলাবলি করলো, দেয়ালের ওপর থেকে একটি ভারী চাক্কি ফেলে মুহাম্মাদকে হত্যা করতে কে প্রস্তুত আছে? 'আমর ইবনু জাহ্হাশ নামে এক দুর্বৃত্ত ইয়াহুদী এ কাজের জন্য সম্মত হয়। সে নিজের অসৎ উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য দেয়ালের ওপর ওঠলো। এদিকে আল্লাহ তা'আলা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর কাছে জিবরীল (আ.)কে প্রেরণ করে তাদের দুরভিসন্ধি সম্পর্কে অভিহিত করেন। তিনি কাউকে কিছু না বলেই দ্রুত সে জায়গা থেকে ওঠে মাদীনার পথে রওয়ানা হন। পরে তাঁর ফিরতে দেরি হচ্ছে দেখে তাঁর সাহাবীরাও তাঁর সন্ধানে বের হয়ে পড়েন।

---

৩৫. বুখারী, *আস-সাহীহ,* (কিতাবুল মাগাযী), হা.নং: ৩৭৬৯

মাদীনায় দেখা হবার পর সাহাবীগণ তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আপনি এতো দ্রুত চলে এলেন, অথচ আমরা কিছুই বুঝতে পারিনি। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কুচক্রী ইয়াহূদীদের ষড়যন্ত্র সম্পর্কে তাঁদের অবহিত করেন।

মাদীনায় ফিরে আসার পর রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তৎক্ষণাৎ মুহাম্মাদ ইবনু মাসলামাহ (রা.)কে বানুন নাদীর এর কাছে প্রেরণ করেন এবং তাদের নোটিশ দেন, তোমরা অবিলম্বে মাদীনা থেকে বেরিয়ে যাও। এরপর যাদের পাওয়া যাবে তাদের শিরশ্ছেদ করা হবে। এ নোটিশ পাওয়ার পর বানুন নাদীর মাদীনা ছেড়ে চলে যাওয়ার জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করতে থাকে। কিন্তু ইতোমধ্যে মুনাফিকরা তাদেরকে খবর পাঠালো, তারা যেন মাদীনা ছেড়ে চলে না যায়। তারা প্রয়োজনে তাদেরকে সাহায্য করবে। মুনাফিকদের প্রেরিত এ খবরে ইয়াহূদীরা চাঙ্গা হয়ে ওঠে। তাদের আত্মবিশ্বাস ফিরে আসে। তাদের নেতা হুয়াই ইবনু আখতাব আশা করেছিল, মুনাফিকরা তাদের এ কথা রাখবে। তাই সে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর কাছে খবর পাঠালো, আমরা নিজেদের বাড়িঘর ছেড়ে যাবো না, আপনারা যা করার করুন। এ খবর পাওয়ার পরপরই রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সাহাবা কিরামকে নিয়ে বানুন নাদীরের বসতি এলাকা অভিমুখে রওয়ানা হন। বানুন নাদীর এলাকায় পৌঁছে তাদের অবরোধ করা হয়। ওই দিকে বানুন নাদীর তাদের দুর্গের ভেতরে আশ্রয় নেয় এবং দুর্গদ্বার বন্ধ করে দিয়ে পাঁচিলের ওপার থেকে তীর ও পাথর নিক্ষেপ করতে শুরু করে। ঘন খেজুরের বাগানগুলো তাদের ঢাল হিসেবে কাজ দিচ্ছিল। তাই রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) গাছগুলো কেটে ও পুড়ে ফেলার নির্দেশ দেন। মুসলিমগণ সেখানে পৌঁছে তাঁদের অবরোধ করে ফেলেন। এ অবরোধ ছয়/সাত, মতান্তরে পনেরো রাত ধরে চলে। মুনাফিক কিংবা অন্য কোনো ইয়াহূদী গোত্র তাদের সাহায্যের জন্য ধারে কাছেও আসেনি। এ সময়ের মধ্যে তাদের মনোবল দুর্বল হয়ে যায়। অবশেষে তারা মাদীনা ছেড়ে চলে যেতে সম্মত হয়। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাদের সে প্রস্তাব এ শর্তে গ্রহণ করেন যে, তারা জিনিসপত্র যতটা সাথে নিয়ে যেতে চায়, নিয়ে যেতে পারবে; তবে কোনো রূপ অস্ত্র সাথে নিয়ে যেতে পারবে না। আল্লাহ তা'আলা এ ঘটনার বর্ণনায় সুরা আল-হাশর নাযিল করেন।[৩৬]

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বানুন নাদীর-এর ইয়াহূদীদের দেশান্তর করার ব্যাপারে আবূ বাকর (রা.) থেকে পরামর্শ গ্রহণ করেন। তাঁর এ সব পরামর্শ রাজনৈতিক ক্ষেত্রে খুব হিতকর প্রমাণিত হয়েছিল।

---

৩৬. বাইহাকী, *দালা'য়িলুন নুবুওয়াত,* হা.নং: ১২৪৮, ১২৪৯; ইবনু কাছীর, *আস-সীরাতুন নাবাবিয়্যাহ,* খ.৩,পৃ.১৪৫-৬; ইবনু হিশাম, *আস-সীরাতুন নাবাবিয়্যাহ,* খ.৩,পৃ.১৮৯-৯১; ইবনু সাইয়িদিন নাস, *'উয়ূনুল আছার,* খ.২,পৃ.২৩-২৪

৪. বানুল মুস্তালিকের যুদ্ধ

হিজরী ৫ম/৬ষ্ঠ সালে বানুল মুস্তালিকের যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এটি 'গাযওয়াতুল মুরাইসী''[৩৭] নামেও পরিচিত। বানুল মুস্তালিকের সর্দার হারিস ইবনু আবী দিরার নিজ গোত্র ও অন্যান্য আরব গোত্রের লোকদের সাথে নিয়ে মুসলিমদের সাথে যুদ্ধ করার জন্য মাদীনা অভিমুখে রওয়ানা হয়। এ সংবাদ জানার পর রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) শা'বানের দুই তারিখ মাদীনা থেকে রওয়ানা হন। আবূ বাকর (রা.) এই যুদ্ধেও রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সাথী ছিলেন। মুহাজিরদের পতাকা তাঁর হাতে দেয়া হয়।[৩৮] আর আনসারদের পতাকা দেয়া হয় সা'দ ইবনু 'উবাদাহ (রা.)-এর হাতে। মুরাইসী' নামক জায়গায় যুদ্ধ শুরু হয়। কিছুক্ষণ পর্যন্ত উভয় পক্ষে তীর বিনিময় হয়। অবশেষে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নির্দেশে সমস্ত শক্তি সংগঠিত করে মুসলিমগণ একযোগে বীরবিক্রমে শত্রুদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েন। ফলে তারা হতোদ্যম হয়ে যুদ্ধক্ষেত্র ত্যাগ করতে বাধ্য হয়। এ যুদ্ধে তাদের কিছু লোক নিহত হয়। তাদের মহিলা ও শিশুদের বন্দী করা হয়। মুসলিমদের মধ্যে মাত্র একজন নিহত হন।[৩৯]

৫. খন্দকের যুদ্ধ

খন্দকের যুদ্ধ হিজরী ৫ম সালের শাওয়াল মাসে সংঘটিত হয়েছিল।[৪০] ইয়াহুদী গোত্র বানুন নাদীর তাদের দুস্কৃতির কারণে মাদীনা থেকে বহিস্কৃত হবার পর থেকেই আরবের বিভিন্ন গোত্রের লোকদেরকে মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে নামার প্ররোচনা দিতে থাকে। অবশেষে কুরাইশ, বানু গাতফান, বানু সুলাইম ও বানু আসাদ প্রভৃতি গোত্রের দশ হাজার দুর্ধর্ষ যোদ্ধার একটি সম্মিলিত বাহিনী মাদীনা আক্রমণের জন্য রওয়ানা হয়। এ সংবাদ পেয়ে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তিন হাজার সাহাবীকে সাথে নিয়ে শহর থেকে বের হন এবং যুদ্ধের জন্য এক নতুন রীতি অবলম্বন করেন। মাদীনা একদিকে পাহাড় দ্বারা বেষ্টিত ছিল। অপর তিনদিক বেষ্টন করে তিনি মুসলিমদেরকে পরিখা খনন করতে নির্দেশ দেন। আবূ বাকর (রা.)ও সকলের মতো দিবারাত পরিশ্রম করে মাটি কাটতে লাগলেন। অতি অল্প দিনের মধ্যে পরিখা খনন কাজ শেষ হয়ে গেল। তখন মুসলিমগণ পরিখাবেষ্টিত নগরীতে অবস্থান করে পরিখা পাহারা দিতে লাগলেন।

---

৩৭. মুরাইসী': কাদীদ এলাকার সমুদ্র উপকূলে বানুল মুস্তালিক গোত্রের একটি জলাশয়ের নাম।

৩৮. কোনো কোনো বর্ণনায় মুহাজিরদের পতাকাবাহী হিসেবে 'আম্মার ইবনু ইয়াসির (রা.)-এর নাম এসেছে।

৩৯. ইবনুল কাইয়্যিম, *যাদুল মা'আদ*, খ.৩,পৃ.২৩০-১; ইবনু হিশাম, *আস-সীরাতুন নাবাবিয়্যাহ*, খ.২,পৃ.২৮৯; ইবনু কাছীর, *আস-সীরাতুন নাবাবিয়্যাহ*, খ.৩,পৃ.২৯৭

৪০. ইবনু কাছীর, *আস-সীরাতুন নাবাবিয়্যাহ*, খ.৩,পৃ.১৮০

কুরাইশ সৈন্যরা মাদীনার উপকণ্ঠে এসে এ নতুন পরিস্থিতি দেখে হতবুদ্ধি হয়ে পড়লো। মাসাধিক কাল তারা মাদীনা অবরোধ করে রাখলো এবং নানাস্থানে আক্রমণ করে পরিখা অতিক্রম করতে চেষ্টা করলো। কিন্তু ভেতর থেকে প্রতিবারই মুসলিমগণ সেই চেষ্টা ব্যর্থ করে দিলেন। এ কাজে আবূ বাকর (রা.)-এর কৃতিত্ব ছিল অসাধারণ। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁকে একটি নির্দিষ্ট দিকের হিফাযাতের দায়িত্বে নিয়োজিত করেছিলেন। তিনি মুসলিমদের একটি ক্ষুদ্র দল নিয়ে অতি নিপুণতা ও যোগ্যতার সাথে ঐ অংশের রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব পালন করেছিলেন। তাঁর সে দিক দিয়ে কোনো শত্রুসৈন্যই পরিখা পার হওয়ার সাহস করেনি।

উল্লেখ্য যে, আবূ বাকর (রা.) যে স্থানে তাঁর বাহিনী নিয়ে তাঁবু স্থাপন করেছিলেন, সেখানে 'মাসজিদে আবী বাকর আছ-ছিদ্দীক (রা.)' নামে একটি মাসজিদ রয়েছে। বস্তুত ইসলামের জয়ের ইতিহাসে আবূ বাকর (রা.)-এর নাম সর্ব অবস্থায় ভাস্বর হয়ে আছে।[৪১]

৬. হুদাইবিয়ার সন্ধি

ইসলামের ইতিহাসে 'হুদাইবিয়ার সন্ধি' একটি অতীব গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। পবিত্র কুর'আনে একে 'ফাতহুন মুবীন' (সুস্পষ্ট বিজয়) বলা হয়েছে। হিজরী ষষ্ঠ সালের যুলকা'দাহ মাসে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নিজের একটি স্বপ্নের ভিত্তিতে বাইতুল্লাহর যিয়ারাত ও 'উমরাহ করার উদ্দেশ্যে চৌদ্দশত, মতান্তরে পনের শত সাহাবী সাথে নিয়ে মাক্কা অভিমুখে রওয়ানা হন। কুরবানীর জন্তুও সাথে নেন। মাদীনাবাসীদের মীকাত 'যুলহুলায়ফা'য় পৌঁছে কুরবানীর পশুগুলোকে কিলাদাহ পরান, উটের চুট চিরে চিহ্ন দেন এবং 'উমরাহর জন্য ইহরাম বাঁধেন। তিনি এ সব এ কারণেই করেন, যাতে সকলে নিশ্চিন্ত হতে পারে যে, তিনি কেবল 'উমরাহ পালনের জন্য যাচ্ছেন, যুদ্ধের কোনো ইচ্ছা তাঁর নেই। এ ঐতিহাসিক যাত্রার সময় আবূ বাকর (রা.) বিভিন্নভাবে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)কে সহযোগিতা ও সমর্থন করেন। তদুপরি আবূ বাকর (রা.) যে কতো স্থিরবুদ্ধি ও দূরদর্শী ছিলেন, হুদাইবিয়ার সময় তার সুস্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। নিম্নে এ যাত্রায় তাঁর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকাসমূহ আলোচনা করা হলো।

ক. যিয়ারাতের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হবার পরামর্শ দান

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মাক্কার উদ্দেশ্যে যাত্রার আগে খুযা'আহ গোত্রের জনৈক ব্যক্তিকে কুরাইশদের মনোভাব জানতে ও গোপন তথ্য সংগ্রহ করতে প্রেরণ করেছিলেন। হুদাইবিয়ার আগে গাদীরুল আশতাতে পৌঁছতেই গুপ্তচরের

---

৪১. সামহূদী, *খুলাসাতুল ওয়াফা*, পৃ.২৪৪; সাখাবী, *আত-তুহফাতুল লাতীফা..*, খ.১, পৃ.২২

সাথে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সাক্ষাত হয়। তিনি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম)কে জানালেন, কুরাইশরা আপনাকে বাইতুল্লাহর যিয়ারাত করতে বাধা দেবে। তারা আপনার সাথে যুদ্ধ করবার জন্য বিরাট সৈন্য সমাবেশ করেছে। এমতাবস্থায় কী করা যায় রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সে ব্যাপারে সাহাবা কিরামের নিকট পরামর্শ চাইলেন। আবূ বাকর (রা.) আরয করলেন,

يَا رَسُولَ اللهِ، خَرَجْتَ عَامِدًا لِهَذَا الْبَيْتِ، لَا تُرِيدُ قَتْلَ أَحَدٍ وَلَا حَرْبَ أَحَدٍ ؛ فَتَوَجَّهْ لَهُ، فَمَنْ صَدَّنَا عَنْهُ قَاتَلْنَاهُ.

-“ইয়া রাসূলাল্লাহ, আপনি তো বাইতুল্লাহর যিয়ারাতের উদ্দেশ্যে বের হয়েছেন। যুদ্ধ-বিগ্রহ কিংবা খুন-খারাবী আপনার উদ্দেশ্য নয়। অতএব, আপনি বাইতুল্লাহর দিকে চলুন! যদি কেউ আমাদের পথ রোধ করে, তবেই আমরা তার সাথে লড়বো।”

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আবূ বাকর (রা.)-এর এ পরামর্শ শুনে বললেন, امْضُوا عَلَى اسْمِ اللهِ. -“তা হলে আল্লাহর নামে এগিয়ে চলো।”[৪২]

খ. আবূ বাকর (রা.)-এর জোরালো প্রতিবাদ

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সামনের দিকে অগ্রসর হয়ে হুদাইবিয়া নামক স্থানে পৌঁছে তাঁবু ফেললেন। তিনি চেয়েছিলেন যে, মাক্কাবাসীদের সাথে কোনো রূপ আলাপ-আলোচনা করে বিনা যুদ্ধে বাইতুল্লাহর যিয়ারাত করে ফিরে যেতে। এ উদ্দেশ্যে তিনি খুযা‘আহ গোত্রের বুদাইল ইবনু ওয়ারাকাহর মাধ্যমে কুরাইশদের বলে পাঠালেন যে,

إِنَّا لَمْ نَجِئْ لِقِتَالِ أَحَدٍ، وَلَكِنَّا جِئْنَا مُعْتَمِرِينَ، وَإِنَّ قُرَيْشًا قَدْ نَهِكَتْهُمُ الْحَرْبُ وَأَضَرَّتْ بِهِمْ، فَإِنْ شَاءُوا مَادَدْتُهُمْ مُدَّةً، وَيُخَلُّوا بَيْنِي وَبَيْنَ النَّاسِ، ... وَإِنْ هُمْ أَبَوْا فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَأُقَاتِلَنَّهُمْ عَلَى أَمْرِي هَذَا حَتَّى تَنْفَرِدَ سَالِفَتِي وَلَيُنْفِذَنَّ اللهُ أَمْرَهُ.

-“আমরা কারো সাথে যুদ্ধ করার জন্য আসিনি; কেবল ‘উমরাহ করার উদ্দেশ্যে এসেছি। লড়াই কুরাইশদের দুর্বল করে দিয়েছে এবং তাদের মারাত্মক ক্ষতি করেছে। কাজেই তারা যদি চায়, তবে আমি তাদের সাথে একটি সময় নির্ধারণ

---

৪২. বুখারী, *আস-সাহীহ,* (কিতাবুল মাগাযী), হা.নং: ৩৮৬০; ইবনু কাছীর, *আস-সীরাতুন নাবাবিয়্যাহ,* খ.৩,পৃ.৩২৯

করে নেবো এবং তারা আমার ও অন্য লোকদের মাঝখান থেকে সরে যাবে। ...যদি তারা লড়াই ছাড়া অন্য কোনো ব্যবস্থায় সম্মত না হয়, তবে সে সত্তার শপথ যার হাতে আমার প্রাণ! আমি ততক্ষণ পর্যন্ত লড়াই করে যাবো, যে যাবত না আমার গর্দান দেহ থেকে পৃথক হয়ে যায় এবং আল্লাহর ইচ্ছার বাস্তবায়ন না ঘটে।"

ক্রমাগত যুদ্ধ-বিগ্রহ ও একের পর এক পরাজয়ের কারণে কুরাইশদের শক্তি খর্ব হয়ে পড়েছিল। কিছুটা চিন্তা-ভাবনা করার পর তারা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর প্রস্তাব গ্রহণ করলো এবং সন্ধি সম্পর্কে আলোচনা করার জন্য তাদের পক্ষ থেকে ছাকীফ গোত্রের সর্দার অভিজ্ঞ ও অত্যন্ত চতুর 'উরওয়াহ ইবনু মাস'উদকে প্রতিনিধি হিসেবে প্রেরণ করলো। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) 'উরওয়াহকে তা-ই বললেন, যা তিনি ইতঃপূর্বে বুদাইলকে বলেছিলেন। 'উরওয়াহ বললেন,

أَيْ مُحَمَّدُ، أَرَأَيْتَ إِنْ اسْتَأْصَلْتَ أَمْرَ قَوْمِكَ هَلْ سَمِعْتَ بِأَحَدٍ مِنْ الْعَرَبِ اجْتَاحَ أَهْلَهُ قَبْلَكَ، وَإِنْ تَكُنِ الْأُخْرَى فَإِنِّي وَاللهِ لَأَرَى وُجُوهًا، وَإِنِّي لَأَرَى أَوْشَابًا مِنْ النَّاسِ خَلِيقًا أَنْ يَفِرُّوا وَيَدَعُوكَ.

-"হে মুহাম্মাদ, আপনি যদি যুদ্ধ করে আপনার গোত্রের লোকদেরকে নির্মূল করে ফেলতে চান, তবে আরবের প্রাচীন যুগের ইতিহাসের প্রতি লক্ষ্য করে দেখুন তো, কোনো কালে আরবের কেউ তার নিজের গোত্রকে নির্মূল করেছে কি না? আমি আল্লাহর শপথ করে বলছি যে, যদি ভিন্ন রকম পরিস্থিতির উদ্ভব হয় (অর্থাৎ আপনি যদি পরাজিত হন), তবে আমি আপনার সাথে এমন সব লোককে দেখতে পাচ্ছি, যারা আপনাকে একা ছেড়ে পালিয়ে যাবে।"

আবূ বাকর (রা.) অত্যন্ত ধৈর্য ও সহনশীল ছিলেন; কিন্তু 'উরওয়াহর মুখে এ কথা শুনে তিনি অত্যন্ত ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন এবং বলেন, امْصُصْ بِبَظْرِ اللَّاتِ أَنَحْنُ نَفِرُّ عَنْهُ وَنَدَعُهُ. -"কাপুরুষ! তুই কি এ চিন্তা করছিস যে, আমরা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)কে যুদ্ধক্ষেত্রে রেখে পালিয়ে যাবো?" 'উরওয়াহ তাঁর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি লক্ষ্য করে জিজ্ঞেস করলো, "ইনি কে?" লোকজন বললো, "ইনি আবূ বাকর।" তখন 'উরওয়াহ আবূ বাকর (রা.)কে উদ্দেশ্য করে বললো,

أَمَا وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْلَا يَدٌ كَانَتْ لَكَ عِنْدِي لَمْ أَجْزِكَ بِهَا لَأَجَبْتُكَ.

-"ঐ পবিত্র সত্তার শপথ যাঁর নিয়ন্ত্রণে আমার জীবন! যদি আমার প্রতি তোমার

সহানুভূতি ও করুণা না থাকতো, যার প্রতিদান আমি এখনো পরিশোধ করতে পারিনি, তা হলে আমি এর সমুচিত জবাব দিতাম।"[৪৩]

উল্লেখ্য যে, 'উরওয়াহ তার চাতুর্যপূর্ণ কথার মাধ্যমে মুসলিমদেরকে মানসিকভাবে দুর্বল করতে চেয়েছিল। কিন্তু আবূ বাকর (রা.)-এর দৃঢ়তা ও ঈমানী শক্তির কাছে তার সে বাক-চতুরতা কোনো কাজে তো আসেইনি; উল্টো মুসলিমদের হৃদয়ে আরো সাহস সঞ্চার করেছে।

গ. সন্ধির পক্ষে সুদৃঢ় অবস্থান

অবশেষে কুরাইশ সন্ধি করতে রাযী হলো। সন্ধির শর্তাবলি নির্ধারণ করার জন্য সুহাইল ইবনু 'আমরকে তারা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট পাঠালো। দীর্ঘ আলোপ-আলোচনা শেষে দু'পক্ষের মধ্যে সন্ধির শর্তাবলি স্থির হলো এবং যথারীতি লিপিবদ্ধ করা হলো। এ সন্ধির কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ শর্ত হলো-

১. মুসলিমগণ এ বছর মাক্কায় প্রবেশ না করেই ফিরে যাবেন।

২. আগামী বছর মুসলিমগণ মাক্কায় আসতে পারবেন বটে; কিন্তু কোনো অস্ত্রশস্ত্র সাথে আনতে পারবেন না। শুধু আত্মরক্ষার জন্য তরবারি সাথে রাখতে পারবেন; তবে তাও খাপে পুরে রাখতে হবে। তিন দিন পর মুসলিমগণকে ফিরে চলে যেতে হবে।

৩. কুরাইশের কোনো লোক অভিভাবকের অনুমতি ছাড়া মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট চলে গেলে তিনি তাকে ফিরিয়ে দেবেন। কিন্তু মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সাথীদের মধ্যে কেউ যদি আশ্রয় লাভের জন্য কুরাইশের কাছে চলে আসে, তবে কুরাইশরা তাকে ফেরত দেবে না।

উল্লেখ্য, সন্ধির এ শর্তগুলো আপাত দৃষ্টিতে মুসলিমদের জন্য খুবই অপমানকর, যদিও পরবর্তীতে উদ্ভূত পরিস্থিতির আলোকে তা ইসলাম ও মুসলিমদের জন্য খুবই কল্যাণকর বলে সাব্যস্ত হয়। আবূ বাকর (রা.) ছিলেন সাহাবা কিরামের মধ্যে সবার চেয়ে সঠিক চিন্তা ও পূর্ণ বুদ্ধিমত্তার অধিকারী।[৪৪] তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে, এ সন্ধির মধ্যে মুসলিমদের জন্য বহু কল্যাণ ও সাফল্য রয়েছে। তদুপরি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যা কিছু করেন তা আল্লাহর নির্দেশেই করেন। তিনি তাঁর কোনো রূপ অকল্যাণ হতে দেবেন না। কিন্তু অধিকাংশ মুসলিম প্রথম দিকে তা বুঝতেই পারেননি। তাঁরা মানসিকভাবে ভেংগে পড়েন। এমনকি 'উমার (রা.)-এর মতো বিজ্ঞ ব্যক্তিও প্রথমে

---

৪৩. বুখারী, *আস-সাহীহ,* (কিতাবশ শুরূত), হা.নং: ২৫২৯

৪৪. সুয়ূতী, *তারীখুল খুলাফা,* পৃ.১৭

সন্ধির শর্তগুলোকে মুসলিমদের স্বার্থের জন্য অত্যন্ত অপমানকর মনে করেছিলেন এবং এ কারণে তিনি এগুলো কোনোক্রমেই মেনে নিতে পারছিলেন না। একপর্যায়ে তিনি এতোই আবেগ তাড়িত হন যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট এগুলোর যৌক্তিকতা সম্বন্ধে প্রশ্ন তোলেন। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁকে এর উত্তর দিয়েছিলেন। কিন্তু তিনি এতে তৃপ্ত হতে না পেরে আবূ বাকর (রা.)-এর নিকট গিয়ে ঠিক সেই প্রশ্নগুলোই করলেন, যা তিনি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)কে করেছিলেন। আবূ বাকর (রা.)ও তাঁকে ঠিক সেই উত্তরই দিয়েছিলেন, যা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) দিয়েছিলেন। এ ঘটনা প্রসঙ্গে স্বয়ং 'উমার (রা.) বর্ণনা করেন,

সন্ধিপত্র স্বাক্ষরিত হওয়ার পর আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর দরবারে গিয়ে আরয করলাম, يَا رَسُولَ اللهِ، أَلَسْتَ بِرَسُولِ اللهِ ؟-"ইয়া রাসূলাল্লাহ, আপনি কি আল্লাহর রাসূল নন?" রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) জবাব দিলেন, "কেন নই?" আমি আবার আরয করলাম, أَوَ لَسْنَا بِالْمُسْلِمِينَ ؟ - "আমরা কি মুসলিম নই?" রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) জবাব দিলেন, "কেন নও?" আমি আবার আরয করলাম, أَوَ لَيْسُوا بِالْمُشْرِكِينَ ؟ -"তারা কি মুশরিক নয়?" রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, "কেন নয়?"[৪৫] আমি আবার আরয করলাম, قَالَ فَعَلَامَ نُعْطِى الدَّنِيَّةَ فِي دِينِنَا ؟ -"তা হলে আমরা আমাদের দীনের ব্যাপারে কেন এতো নতি স্বীকার করবো?" রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) জবাব দিলেন, أَنَا عَبْدُ اللهِ وَرَسُولُهُ، لَنْ أُخَالِفَ أَمْرَهُ ، وَلَنْ يُضَيِّعَنِي. -"আমি আল্লাহর বান্দা ও তাঁর রাসূল। আমি তাঁর নির্দেশ লঙ্ঘন করতে পারি না। তিনি কখনোই আমাকে ধ্বংস করবেন না।"[৪৬] আমি আবার আরয করলাম, أَوَلَسْتَ كُنْتَ تُحَدِّثُنَا أَنَّا سَنَأْتِي الْبَيْتَ وَنَطُوفُ بِهِ ؟ -"আপনি কি আমাদের বলেননি যে, আপনি শিগগির বাইতুল্লাহ শারীফে যাবেন এবং তাওয়াফ করবেন?" তিনি বললেন, بَلَى، أَفَأَخْبَرْتُكَ أَنَّكَ تَأْتِيهِ الْعَامَ ؟ - "অবশ্যই বলেছি। কিন্তু আমি কি এও বলেছিলাম যে, এ বৎসরই তা হবে?" আমি বললাম, "না, তা অবশ্যই বলেননি।" তিনি আবার বললেন, فَإِنَّكَ آتِيهِ، وَمُطَوِّفٌ بِهِ. -

৪৫. অন্য রিওয়ায়াতে রয়েছে, আমি আরয করলাম, أَلَسْنَا عَلَى الْحَقِّ ؟ -" আমরা কী সত্যের ওপর নই?" রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, "কেন নই?" এরপর আমি আবার আরয করলাম, أَلَيْسَ عَدُوُّنَا عَلَى الْبَاطِلِ ؟ -"আমাদের শত্রুরা কী মিথ্যার ওপর নয়?" তিনি জবাব দিলেন, "কেন নয়?" (বুখারী, *আস-সাহীহ,* (কিতাবুশ শুরূত), হা.নং: ২৫২৯; ওয়াকিদী, *আল-মাগাযী,* পৃ.৬০৮)

৪৬. ইবনু হিশাম, *আস-সীরাতুন নাবাবিয়্যাহ,* খ.২,পৃ.৩১৬

"তোমরা অচিরেই বাইতুল্লাহয় যাবে এবং তাওয়াফ করবে।" রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর এ জবাবে তিনি তৃপ্ত হতে পারলেন না। তিনি বলেন, অতঃপর আমি আবূ বাকর (রা.) নিকট গিয়ে আরয করলাম, يَا ابا بكر : اليس هذا نبي الله حقا ؟-" আবূ বাকর, ইনি কি আল্লাহর সত্য নবী নন?" আবূ বাকর (রা.) জবাব দিলেন, "কেন নন?" আমি আবার আরয করলাম, أَوَ لَسْنَا بِالْمُسْلِمِينَ ؟ -"আমরা কি মুসলিম নই?" আবূ বাকর (রা.) জবাব দিলেন, "কেন নয়?" আমি আবার আরয করলাম, أَوَ لَيْسُوا بِالْمُشْرِكِينَ ؟ -"তারা কি মুশরিক নয়?" আবূ বাকর (রা.) বললেন, "কেন নও?"[৪৭] আমি আবার আরয করলাম,؟ فَعَلَامَ نُعْطَى الدَّنِيَّةَ فِي دِينِنَا -"তা হলে আমরা আমাদের দীনের ব্যাপারে কেন এতো নতি স্বীকার করবো?" আবূ বাকর (রা.) জবাব দিলেন, إِنَّهُ رَسُولُ اللهِ، وَلَيْسَ يَعْصِي رَبَّهُ، وَهُوَ نَاصِرُهُ. فَاسْتَمْسِكْ بِغَرْزِهِ حَتَّى تَمُوتَ، فَوَاللهِ إِنَّهُ لَعَلَى الْحَقِّ. -"তিনি আল্লাহর রাসূল, তাঁর নির্দেশ তিনি লঙ্ঘন করতে পারেন না। তিনি তাঁকে সাহায্য করবেনই। যাও, আমৃত্যু তুমি তাঁর চাদর ধরে থেকো। আল্লাহর কাসাম, তিনি অবশ্যই সত্যের ওপর রয়েছেন।" আমি আবার আরয করলাম, أَوَ لَيْسَ كَانَ يُحَدِّثُنَا أَنَّهُ سَنَأْتِي الْبَيْتَ، وَنَطُوفُ بِهِ ؟ -" তিনি কি আমাদের বলেননি যে, আমরা শিগগিরই বাইতুল্লাহ যাবো এবং তাওয়াফ করবো?" তিনি বললেন, بَلَى، أَفَأَخْبَرَكَ أَنَّكَ تَأْتِيهِ الْعَامَ ؟ -"অবশ্যই বলেছেন। কিন্তু তিনি কি এও বলেছিলেন যে, এ বৎসরই যাবে?" আমি বললাম, "না, তা অবশ্যই বলেননি।" তিনি আবার বললেন, فَإِنَّكَ آتِيهِ، وَمُطَّوِّفٌ بِهِ .-"তোমরা অচিরেই বাইতুল্লাহয় যাবে এবং তাওয়াফ করবে।"[৪৮] পরবর্তী জীবনে 'উমার (রা.) নিজের এ ভুল বুঝতে পেরে খুবই লজ্জিত হন এবং এর কাফফারাস্বরূপ বহু নেক আমল করেছেন, নিয়মিত দান-সাদাকাহ করতেন, রোযা রাখতেন, নামায পড়তেন এবং বহু ক্রীতদাস মুক্ত করেছেন।"[৪৯]

এ রিওয়ায়াত থেকে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া

---

৪৭. অন্য রিওয়ায়াতে রয়েছে, আমি আরয করলাম, أَلَسْنَا عَلَى الْحَقِّ ؟ -" আমরা কি সত্যের ওপর নই?" আবূ বাকর (রা.) বললেন, "কেন নই?" এরপর আমি আবার আরয করলাম, أَلَيْسَ عَدُوَّنَا عَلَى الْبَاطِلِ ؟ -"আমাদের শত্রুরা কি মিথ্যার ওপর নয়?" তিনি জবাব দিলেন, "কেন নয়?" (বুখারী, *আস-সাহীহ,* (কিতাবুশ শুরূত), হা.নং: ২৫২৯; সালিহী, *সুবুলল হাদয়ী ওয়ার রাশাদ,* খ.৫,পৃ.৫৩)

৪৮. ইবনু কাছীর, *আস-সীরাতুন নাবাবিয়্যাহ,* খ.৩,পৃ.৩৩৪; সালিহী, *সুবুলল হাদয়ী ওয়ার রাশাদ,* খ.৫,পৃ.৫৩; ইবনুল কাইয়্যিম, *যাদুল মা'আদ,* খ.৩,পৃ.২৫৭

৪৯. বুখারী, *আস-সাহীহ,* (কিতাবুশ শুরূত), হা.নং: ২৫২৯; ইবনু কাছীর, *আস-সীরাতুন নাবাবিয়্যাহ,* খ.৩,পৃ.৩৩৪; সালিহী, *সুবুলল হাদয়ী ওয়ার রাশাদ,* খ.৫,পৃ.৫৩; ইবনুল কাইয়্যিম, *যাদুল মা'আদ,* খ.৩,পৃ.২৫৭

Contents

সাল্লাম)-এর সাথে আবূ বাকর (রা.)-এর কিরূপ সম্পর্ক ছিল! এ কথাও বুঝা যায় যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর জ্ঞান ও প্রজ্ঞা আবূ বাকর (রা.)-এর অন্তরে কিরূপ প্রতিফলিত হয়েছিল।[৫০] আবূ বাকর (রা.) জানতেন না যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) 'উমার (রা.)-এর প্রশ্নগুলোর কি উত্তর দিয়েছিলেন! অথচ তিনি তাঁর প্রশ্নগুলোর সে একই উত্তর দিলেন, যা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) দিয়েছিলেন। তাঁদের চিন্তা ও কথার অপূর্ব মিল!

পরবর্তীকালে আবূ বাকর (রা.) এ মহাবিজয় সম্পর্কে এভাবে মন্তব্য করেন,

مَا كَانَ فَتْحٌ فِي الْإِسْلَامِ أَعْظَمَ مِنْ فَتْحِ الْحُدَيْبِيَةِ، وَلَكِنَّ النَّاسَ يَوْمَئِذٍ قَصَرَ رَأْيُهُمْ عَمَّا كَانَ بَيْنَ مُحَمَّدٍ وَرَبِّهِ؛ وَالْعِبَادُ يَعْجَلُونَ، وَاللّٰهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى لَا يَعْجَلُ كَعَجَلَةِ الْعِبَادِ حَتَّى تَبْلُغَ الْأُمُورُ مَا أَرَادَ اللّٰهُ . لَقَدْ نَظَرْتُ إِلَى سُهَيْلِ بْنِ عَمْرٍو فِي حَجَّةٍ قَائِمًا عِنْدَ الْمَنْحَرِ يُقَرِّبُ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بُدْنَهُ، وَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْحَرُهَا بِيَدِهِ، وَدَعَا الْحَلَّاقَ فَحَلَقَ رَأْسَهُ وَأَنْظُرُ إِلَى سُهَيْلٍ يَلْقُطُ مِنْ شَعَرِهِ، وَأَرَاهُ يَضَعُهُ عَلَى عَيْنَيْهِ، وَأَذْكُرُ إِبَاءَهُ أَنْ يُقِرَّ يَوْمَ الْحُدَيْبِيَةِ بِأَنْ يَكْتُبَ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، وَيَأْبَى أَنْ يَكْتُبَ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، فَحَمِدْتُ اللّٰهَ الَّذِي هَدَاهُ لِلْإِسْلَامِ.

-"ইসলামে হুদাইবিয়ার বিজয়ের চেয়ে বড় কোনো বিজয় নেই; কিন্তু সর্বসাধারণ সেদিন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ও তাঁর রাব্বের মধ্যকার রহস্য বুঝতে অপারগ হয়ে গিয়েছিল। বান্দারা তাড়াহুড়া করে থাকে; কিন্তু আল্লাহ তা'আলা বান্দাদের মতো তাড়াহুড়া করেন না। তিনি তাঁর ইচ্ছানুযায়ী প্রতিটি বিষয়কে চূড়ান্ত পরিণতিতে পৌঁছে দেন। আমি সুহাইল ইবনু 'আমরকে হাজ্জের সময় কুরবানীর জায়গায় দেখেছি যে, তিনি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)কে তাঁর কুরবানীর উট এগিয়ে দিচ্ছেন, আর রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নিজ হাতে তা যাব্হ করছেন। তিনি নাপিত ডেকে এনেছেন। সে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর মাথা মুবারাক মুণ্ডিয়ে চলছে, এমতাবস্থায় আমি সুহাইলের দিকে তাকিয়ে আছি, তিনি রাসূলুল্লাহ

---

৫০. এ মর্মে একটি রিওয়ায়াতও পাওয়া যায়। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, مَا صَبَّ اللّٰهُ فِي صَدْرِيْ شَيْئًا إِلَّا صَبَبْتُهُ فِي صَدْرِ أَبِي بَكْرٍ.-"আল্লাহ তা'আলা যে সকল বিষয় আমার অন্তরে সঞ্চার করেন, আমি তা আবূ বাকর (রা.)-এর অন্তরে সঞ্চার করে থাকি।" তবে হাদীসবিশেষজ্ঞগণের মতে, এটি একটি জাল রিওয়ায়াত। (ইবনুল কাইয়িম, *আল-মানারুল মুনীফ*, পৃ.১১৫; মুল্লা কারী, *আল-মাওদূ'আতুল কুবরা*, পৃ.৪৭৬)

(সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর চুলগুলো কুড়িয়ে নিয়ে তাঁর দু'চোখে রাখছেন। আর আমি স্মরণ করছি, এ সুহাইলই হুদাইবিয়ার দিন 'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম' এবং 'মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ' লিখতে অস্বীকৃতি জানিয়েছিলেন। এরপর আমি সে আল্লাহর প্রশংসা করলাম, যিনি তাঁকে ইসলাম গ্রহণের তাওফীক দান করেছেন।"[৫১]

এখানে উল্লেখ্য যে, যে সন্ধি বাহ্যিক দৃষ্টিতে মুসলিমদের মর্যাদার পক্ষে হানিকর ছিল এবং যে কারণে তখন মুসলিমদের মধ্যে এক ব্যক্তিও এর সমর্থক ছিল না, সে সময় আবূ বাকর (রা.)ই ছিলেন একমাত্র ব্যক্তি, যিনি এ চুক্তির সুফল প্রকাশিত হওয়ার কয়েক বৎসর পূর্বেই আপন জ্ঞানচক্ষু দ্বারা এর সুদূরপ্রসারী কল্যাণকারিতা প্রত্যক্ষ করেছিলেন। স্বয়ং রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তো ওহীর মাধ্যমে হুদাইবিয়ার অন্তর্নিহিত কল্যাণকারিতা ও বিরাট সুফল সম্পর্কে পূর্ণ অবহিত ছিলেন এবং এ জন্য তিনি ছিল দৃঢ়প্রত্যয়ী ও অটল। কিন্তু আবূ বাকর (রা.) ঐরূপ সাহায্য ছাড়াই এ সম্পর্কে যে সমর্থন ও দৃঢ়তা প্রদর্শন করেছিলেন, তা বাস্তবিকই বিস্ময়কর। এটা যদি ঈমানের স্বতঃস্ফূর্ত সুফল হয়ে থাকে, তবে বলতেই হবে যে, এরূপ ঈমান- ঈমানের এ সুউচ্চ মান একমাত্র আবূ বাকর (রা.)-এরই অর্জিত হয়েছিল। আর রাজনৈতিক অন্তর্দৃষ্টি ও বিচক্ষণতার দৌলতে সন্ধির অন্তর্নিহিত সাফল্য তিনি উপলব্ধি করে থাকলে রাজনৈতিক অন্তর্দৃষ্টি ও বিচক্ষণতার ইতিহাসে এর বাস্তবিকই কোনো তুলনা পাওয়া যাবে না।

৭. খাইবারের যুদ্ধ

হিজরী সপ্তম সনের মুহার্‌রাম মাসে খাইবারের যুদ্ধ সংঘটিত হয়। খাইবার ছিল ছোট-বড় বহু দুর্গ দ্বারা পরিবেষ্টিত আরব-ইয়াহুদীদের সর্ববৃহৎ কেন্দ্র। তন্মধ্যে আটটি বড় দুর্গ ছিল। সবচেয়ে বড় দুর্গের নাম হল কামূস (القموص)। এটি ছিল বানুন নাদীর এর সর্দার আবুল হুকাইকের দুর্গ। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বিভিন্ন দুর্গ জয় করার জন্য ভিন্ন ভিন্ন সেনাদল প্রেরণ করেছিলেন। প্রত্যেক দলের জন্য এক একজন করে নেতা নির্ধারণ করা হয়। কামূস দুর্গ জয় করার জন্য প্রথমে দায়িত্ব দেয়া হয় আবূ বাকর (রা.)কে। তিনি এমন বীরবিক্রমে যুদ্ধ করেছিলেন যে, সেদিন তাঁর হাতে দুর্গটি বিজিত না হলেও ইয়াহুদীদের প্রতিরোধে ফাটল ধরেছিল। এরপর 'উমার (রা.)কে পাঠানো হয়। তিনিও এটি জয় করার জন্য প্রাণান্তকর প্রচেষ্টা চালান। অবশেষে 'আলী (রা.)কে পাঠানো হয়। তাঁর হাতে এর পতন হয়।[৫২]

---

৫১. ওয়াকিদী, *আল-মাগাযী*, পৃ.২৪৫; ইবনু 'আসাকির, *মুখতাসারু তারীখি দিমাশক*, খ.৩,পৃ.৪২৭
৫২. বাইহাকী, *দালা'য়িলুন নুবুওয়াত*, হা.নং: ১৫৫১; ইবনু হিশাম, *আস-সীরাতুন নাবাবিয়্যাহ,*

এ যুদ্ধে বিশিষ্ট সাহাবী হুবাব ইবনুল মুনযির (রা.)-এর পরামর্শে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইয়াহুদীদের মনোবল ভেঙ্গে দেয়ার উদ্দেশ্যে তাদের প্রিয়তম সম্পদ খেজুর বৃক্ষগুলো কেটে ফেলার নির্দেশ দিয়েছিলেন। এর পরপরই মুসলিমগণ দ্রুত খেজুর বৃক্ষাদি কর্তনে লেগে যান। ইত্যবসরে আবূ বাকর (রা.) তা জানতে পেরে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট এসে গাছ না কাটতে পরামর্শ দেন। তিনি বলেন,

يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ وَعَدَكُمْ خَيْبَرَ ، وَهُوَ مُنْجِزٌ مَا وَعَدَكَ ، فَلَا تَقْطَعِ النَّخْلَ .

"ইয়া রাসূলাল্লাহ, (খাইবার তো বিজয় হবেই। চাই যুদ্ধের মাধ্যমে বিজিত হোক কিংবা সন্ধির মাধ্যমে। কেননা) আল্লাহ তা'আলা তো আপনার সাথে খাইবার বিজয়ের অঙ্গীকার করেছেন। আর আল্লাহ তো তাঁর অঙ্গীকার অবশ্যই পূরণ করবেন। (সুতরাং বৃক্ষাদি কর্তনের মধ্যে মুসলিমদের জন্য কোনো কল্যাণ নিহিত নেই বরং ক্ষতিই রয়েছে।) কাজেই আপনি খেজুর বৃক্ষ কেটে ফেলবেন না।"

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁর পরামর্শ গ্রহণ করলেন এবং তৎক্ষণাৎ মুসলিমদের ডেকে গাছ কর্তন থেকে বিরত থাকার নির্দেশ দিলেন।[৫৩]

৮. বানু ফাযারার অভিযান

বানু ফাযারাহ অত্যন্ত দুরাচারী ও বিদ্রোহী গোত্র ছিল। তারা হিজরী ৬ষ্ঠ সনে এক অভিযানে যায়িদ ইবনু হারিছাহ (রা.) ও তাঁর সাথীদের সাথে অত্যন্ত দুর্ব্যবহার করেছিল। মূলত তাদের দমন করার উদ্দেশ্যে এ অভিযান প্রেরণ করা হয়। সাধারণভাবে ধারণা করা হয় যে, এ অভিযান যায়িদ ইবনু হারিছাহ (রা.)-এর নেতৃত্বে প্রেরণ করা হয়েছিল।[৫৪] কিন্তু সালামাহ ইবনু আকওয়া' (রা.)-এর রিওয়ায়াত থেকে জানা যায় যে, আবূ বাকর (রা.)ই ছিলেন এ অভিযানের নেতা এবং তিনি বিজয়ী বেশেই মাদীনায় ফিরে এসেছিলেন। সালামাহ ইবনু আকওয়া' (রা.) বলেন, "আমরা আবূ বাকর (রা.)-এর

খ.২,পৃ.৩৩৪; ইবনু কাছীর, *আল-বিদায়াতু ওয়ান নিহায়াতু,* খ.৪,পৃ.২১২; ইবনু 'আবদিল বারর, *আদ-দুরার..*, পৃ.৬০

৫৩. ওয়াকিদী, *আল-মাগাযী,* খ.১, পৃ. ২৫৯

৫৪. ইবনু কাছীর, *আস-সীরাতুন নাবাবিয়্যাহ,* খ.৪,পৃ.৪৩৪; ইবনু হিশাম, *আস-সীরাতুন নাবাবিয়্যাহ,* খ.২,পৃ.৬১৭; ইবনু সাইয়্যিদিন নাস, *উয়ূনুল আছার,* খ.২,পৃ.১০৩; সুহায়লী, *আর-রাওদুল উনুফ,* খ.৪,পৃ.৪০০

নেতৃত্বে বানু ফাযারাহর সাথে যুদ্ধ করেছি। সন্ধ্যায় আমরা তাদের এলাকায় গিয়ে একটি জলাশয়ের নিকট পৌঁছি। এ সময় আবূ বাকর (রা.) সেখানে আমাদেরকে রাতযাপনের নির্দেশ দিলেন। ফাজরের নামাযের পর তিনি আমাদেরকে চতুর্দিক থেকে তাদের ওপর আক্রমণ করতে নির্দেশ দিলেন। আমরা তাঁর নির্দেশ মতো ভোরবেলা থেকেই যুদ্ধ শুরু করে দিলাম। এ যুদ্ধে শত্রুপক্ষের বহু লোক নিহত হল। তাদের নেতৃস্থানীয় লোকেরা পরিবার-পরিজন সাথে নিয়ে পালাতে লাগল। কেউ কেউ পাহাড়ে আরোহন করতে লাগল। আমি পশ্চাত দিক থেকে তীর ছুড়তে লাগলাম। তীর দেখে তারা দাঁড়িয়ে গেল। আমি তাদেরকে ঘেরাও করে আবূ বাকর (রা.)-এর নিকট নিয়ে আসলাম। তাদের মধ্যে জনৈকা স্ত্রীলোকের সাথে তার একটি অতি সুন্দরী কন্যাও ছিল। আবূ বাকর (রা.) গানীমাতের মালের প্রাপ্য অংশের অতিরিক্ত হিসেবে ঐ মেয়েটি আমাকে প্রদান করলেন। কিন্তু আমি তাকে পথে স্পর্শ করিনি। ইত্যবসরে আমি মাদীনায় পৌঁছলাম। বাজারের মধ্যে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সাথে আমার সাক্ষাত হলো। তিনি আমাকে বললেন, يَا سَلَمَةُ، هَبْ لِي الْمَرْأَةَ.- "সালামাহ, মেয়েটি আমাকে দিয়ে দাও।" আমি বললাম, يَا رَسُولَ اللهِ، وَاللهِ لَقَدْ أَعْجَبَتْنِي، وَمَا كَشَفْتُ لَهَا ثَوْبًا.- "ইয়া রাসূলাল্লাহ, আল্লাহর কাসাম, মেয়েটি আমার মনঃপূত হয়েছে। কিন্তু আমি তাকে স্পর্শও করিনি।" রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কোনো জবাব না দিয়ে চলে গেলেন। পরদিন আবারো বাজারে তাঁর সাথে আমার সাক্ষাত হলো। তিনি আমাকে বললেন, يَا سَلَمَةُ، هَبْ لِي الْمَرْأَةَ.- "সালামাহ, মেয়েটি আমাকে দিয়ে দাও।" আমি বললাম, هِيَ لَكَ، يَا رَسُولَ اللهِ، فَوَاللهِ مَا كَشَفْتُ لَهَا ثَوْبًا.- "ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমি মেয়েটিকে হাদিয়াস্বরূপ আপনাকে দিয়ে দিলাম। আল্লাহর কাসাম, আমি তাকে স্পর্শও করিনি।" এরপর রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মেয়েটিকে মাক্কা শরীফের ঐ সকল মুসলিমের মুক্তিপণস্বরূপ প্রেরণ করলেন, যাঁরা সেখানে কাফিরদের হাতে বন্দী ছিলেন।[৫৫]

৯. নাজদের অভিযান

হিজরী ৭ম সনের শা'বান মাসে নাজদের দারিয়ায় বানু কিলাবকে দমনের উদ্দেশ্যে আবূ বাকর (রা.)-এর নেতৃত্বে একটি বাহিনী প্রেরণ করা হয়েছিল। সালামাহ ইবনু আকওয়া' (রা.) বলেন, "এ যুদ্ধে আমরা আবূ বাকর (রা.)-এর সাথে থেকে যুদ্ধ

---

৫৫. মুসলিম, *আস-সাহীহ,* (কিতাবুল জিহাদ), হা.নং:৩২৯৯; আবূ দাউদ, *আস-সুনান,* (কিতাবুল জিহাদ), হা.নং: ২৩২২

করেছি। তিনি কয়েকজন মুশরিককে বন্দী করেছিলেন। আমরা তাদেরকে হত্যা করেছি। এ অভিযানে আমাদের পরস্পর পরিচয়ের লাভের নির্দশন ছিল أَمِتْ أَمِتْ (অর্থাৎ মারো! মারো!)।" তিনি আরো বলেন, "আমি নিজ হাতে সাতজন মুশরিককে হত্যা করেছি।"[৫৬]

১০. মূতার যুদ্ধ

'মূতা' জর্দানের বালকা' এলাকার নিকটবর্তী একটি জনপদ। এখানেই হিজরী ৮ম সনের জুমাদাল উলা মাসে এ যুদ্ধ সংঘটিত হয়।[৫৭] এ যুদ্ধের কারণ ছিল, রোমান সম্রাট হিরাক্লিয়াসের গভর্নর শুরাহবীল ইবনু 'আম্‌র আল-গাসসানী সে সময় বালকা' এলাকায় নিযুক্ত ছিল। এ দুর্বৃত্ত রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর পত্রবাহক হারিছ ইবনু 'উমাইর আল-আযদী (রা.)কে গ্রেফতার এবং শক্তভাবে বেঁধে হত্যা করেছিল।[৫৮] রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এ উদ্ধত শাসককে শায়েস্তা করার জন্য তিন হাজার সৈন্যের একটি বাহিনী প্রেরণ করেন। তাতে বহু নেতৃস্থানীয় আনসার ও মুহাজিরও অংশ গ্রহণ করেন। কিন্তু রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁর আযাদকৃত গোলাম যায়িদ ইবনু হারিছাহ (রা.)কেই এ বাহিনীর নেতৃত্ব দান করেন। কেউ কেউ এর সমালোচনা করেন। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এটা শুনে অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হন। আবূ বাকর (রা.) ছিলেন নেতৃস্থানীয় মুহাজিরগণের অন্যতম। তিনি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর উপর্যুক্ত সিদ্ধান্তের প্রতি শুধু যে সম্মতি প্রকাশ করেছিলেন, তা নয়; এ সিদ্ধান্ত ভবিষ্যত জীবনে তাঁর আচরণের ওপরও বিরাট প্রভাব বিস্তার করেছিল। তিনি খালীফা নির্বাচিত হওয়ার পর প্রথম কাজ হিসেবে যায়িদ (রা.)-এর পুত্র 'উসামাহ (রা.)কে, যিনি অল্প বয়স্ক ও দাসপুত্র ছিলেন- সেনাপতি হিসেবে শামের গুরুত্বপূর্ণ যুদ্ধে প্রেরণ করেছিলেন।[৫৯]

ইসলামী সাম্যের এটিই একটি আশ্চর্য নিদর্শন যে, সালামাহ ইবনু আকওয়া' (রা.) একদিন বলেছিলেন,

---

৫৬. আবূ দাউদ, *আস-সুনান,* (কিতাবুল জিহাদ), হা.নং: ২২২৯; ইবনু সা'দ, *আত-তাবাকাতুল কুবরা,* খ.২,পৃ.১১৭-৮; ইবনু সাইয়িদিন নাস, *'উয়ূনুল আছার,* খ.২,পৃ.১৫৪
কোনো কোনো রিওয়ায়াতে রয়েছে, এ অভিযানে আমরা রাতের বেলা হাওয়াযিন গোত্রের ওপর অতর্কিত হামলা চালাই। এ সময় আমি নিজ হাতে সাত জন ব্যক্তিকে হত্যা করি। (আহমাদ, *আল-মুসনাদ,* হা.নং: ১৫৯০১)

৫৭. ইবনু হিশাম, *আস-সীরাতুন নাবাবিয়্যাহ,* খ.২,পৃ.৩৭৩

৫৮. ওয়াকিদী, *আল-মাগাযী,* পৃ.৭৫৬-৭

৫৯. আকবরাবাদী, *প্রাগুক্ত,* পৃ.৫১

غَزَوْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَبْعَ غَزَوَاتٍ، وَخَرَجْتُ فِيمَا يَبْعَثُ مِنْ الْبُعُوثِ تِسْعَ غَزَوَاتٍ، مَرَّةً عَلَيْنَا أَبُو بَكْرٍ، وَمَرَّةً عَلَيْنَا أُسَامَةُ.

-"আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সাথে সাতটি যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছি। এছাড়াও আরো নয়টি যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছি। এ যুদ্ধগুলোতে কখনো আমাদের বাহিনীর সেনাপতি হতেন আবূ বাকর (রা.), আবার কখনো উসামাহ ইবনু যায়িদ (রা.)।"[৬০]

'আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

مَا بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَيْدَ بْنَ حَارِثَةَ فِي جَيْشٍ قَطُّ إِلَّا أَمَّرَهُ عَلَيْهِمْ، وَلَوْ بَقِيَ بَعْدَهُ اسْتَخْلَفَهُ.

-"রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যতবারই যায়িদ ইবনু হারিছাহ (রা.)কে কোনো অভিযানে প্রেরণ করেছেন, প্রত্যেকবারেই তাকে সেনাপতি নিযুক্ত করেছেন। তিনি যদি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর পর জীবিত থাকতেন, তা হলে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁকেই তাঁর খালীফা করে যেতেন।"[৬১]

১১. যাতুস সালাসিল অভিযান

'যাতুস সালাসিল' ওয়াদিউল কুরার নিকটবর্তী একটি জনপদ।[৬২] হিজরী ৮ম সনের জুমাদাছ ছানিয়্যাহ মাসে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট খবর পৌঁছে যে, শামের কুদা'আহ ও বালী গোত্রের একটি দল মাদীনায় মুসলিমদের ওপর হামলা চালাবার উদ্দেশ্যে সমবেত হয়েছে। এ খবর পাওয়ার পর তাদেরকে দমন করার উদ্দেশ্যে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) 'আম্র ইবনুল আস (রা.)-এর নেতৃত্বে তিনশত সাহাবীর একটি বাহিনী প্রেরণ করেন। কিন্তু যখন জানা গেল যে, শত্রুরা দলে ভারী, তাদের বিরুদ্ধে তিনশত যোদ্ধা প্রয়োজনের তুলনায় অত্যন্ত অল্প, তখন দু শত

৬০. বুখারী, *আস-সাহীহ,* (কিতাবুল মাগাযী), হা.নং: ৩৯৩৬; মুসলিম, *আস-সাহীহ,* (কিতাবুল জিহাদ), হা.নং: ৩৩৮৬

৬১. আহমাদ, *আল-মুসনাদ,* হা. নং: ২৪৭১১; হাকিম, *আল-মুস্তাদরাক,* (কিতাবু মা'আরিফাতিস সাহাবাহ), হা.নং:৪৯৪১

৬২. ঐতিহাসিক ইবনু ইসহাক (রাহ.) বলেন, এ যুদ্ধে মুসলিম বাহিনী জুযাম গোত্রের আবাসভূমিতে 'সালসাল' নামের এক কূপের পাশে অবতরণ করেছিলেন। তাই এ অভিযানের নাম হয় 'যাতুস সালাসিল।' (ইবনু হিশাম, *আস-সীরাতুন নাবাবিয়্যাহ,* খ.২,পৃ.৬২৩; ইবনু সাইয়িদুন নাস, *'উয়ূনুল আছার,* খ.২,পৃ.১৭১; সুহায়লী, *আর-রাওদুল উনুফ,* খ.৪,পৃ.৪০৫)

মুহাজির ও আনসারের আরো একটি দল আবূ 'উবাইদাহ ইবনুল জাররাহ (রা.)-এর নেতৃত্বে প্রেরণ করেন। এ দলে আবূ বাকর (রা.) ও 'উমার (রা.) অন্তর্ভুক্ত ছিলেন।[৬৩]

রাফি' ইবনু 'আমর (রা.)-এর প্রতি আবূ বাকর (রা.)-এর অসিয়্যাত

রাফি' ইবনু 'আমর (রা.) ছিলেন এ যুদ্ধের পথপ্রদর্শক। তিনি জাহিলী যুগে একজন দস্যু ছিলেন। ইসলাম গ্রহণ করার পর তিনি এ যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেন। তিনি বলেন, যুদ্ধ শেষ করে ফেরার পথে আমি আবূ বাকর (রা.)-এর কাছে গিয়ে আরয করলাম, فَانْتِنِي بِشَيْءٍ إِذَا حَفِظْتُهُ كُنْتُ مِثْلَكُمْ، ولا تطوّل عليّ فأنسَى -"আমাকে এমন কিছু উপদেশ দান করুন, যা সংরক্ষণ করলে আমিও আপনাদের মতো হতে পারবো। তবে দীর্ঘ উপদেশ দেবেন না, যা আমি ভুলে যাবো। আবূ বাকর (রা.) বললেন, أَتَحْفَظُ أَصَابِعَكَ الْخَمْسَ؟ -"তুমি কি তোমার পাঁচটি আঙ্গুল সংরক্ষণ করে রাখতে পারো? রাফি' (রা.) বললেন, অবশ্যই। আবূ বাকর (রা.) বললেন,

تَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إلا اللهُ ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ، وَتُقِيمُ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسَ ، وَتُؤْتِي الزَّكَاةَ إِنْ كَانَ لَكَ مال، وَتَحُجُّ الْبَيْتَ ، وَتَصُومُ رَمَضَانَ.

-"তুমি সাক্ষ্য দেবে যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই এবং মুহাম্মাদ আল্লাহর বান্দাহ ও রাসূল, পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়বে, যাকাত আদায় করবে যদি তোমার সম্পদ থাকে, বাইতুল্লাহর হাজ্জ করবে এবং রামাদান মাসে রোযা রাখবে।"

তারপর তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি এগুলো সংরক্ষণ করতে পেরেছো? আমি বললাম, হ্যাঁ। আবার তিনি বললেন, وَأُخْرَى لا تَأَمَّرَنَّ عَلَى اثْنَيْنِ -"অপর একটি বিষয় রয়েছে, তা হলো- তুমি দু'জনের উপরও নেতৃত্ব করতে চাইবে না।" আমি বললাম, هَلْ تَكُونُ الإِمْرَةُ إلا فِيكُمْ أَهْلَ بَدْرٍ ؟ -"তা হলে কি নেতৃত্ব কেবল বাদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারীদের মধ্যেই সীমিত থাকবে? তিনি বললেন,

يُوشِكَ أَنْ تَفْشُوَ حَتَّى تَبْلُغَكَ وَمَنْ هُوَ دُونَكَ ، إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ لَمَّا بَعَثَ نَبِيَّهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ النَّاسُ فِي الإِسْلامِ ، فَمِنْهُمْ مَنْ دَخَلَ فَهَدَاهُ اللهُ ، وَمِنْهُمْ مَنْ أَكْرَهَهُ السَّيْفُ ، فَهُوَ عَوَّادُ اللهِ وَجِيرَانُ اللهِ فِي خِفَارَةِ اللهِ ، إِنَّ

---

৬৩. ইবনু হিশাম, *আস-সীরাতুন নাবাবিয়্যাহ*, খ.২,পৃ.৬২৩; ইবনু সাইয়্যিদুন নাস, *'উয়ূনুল আছার*, খ.২,পৃ.১৭১; ইবনুল কাইয়্যিম, *যাদুল মা'আদ*, খ.৩,পৃ.৩৪০

الرَّجُلَ إِذَا كَانَ أَمِيرًا ، فَتَظَالَمَ النَّاسُ بَيْنَهُمْ ، فَلَمْ يَأْخُذْ لِبَعْضِهِمْ مِنْ بَعْضٍ ، انْتَقَمَ اللهُ مِنْهُ ، إِنَّ الرَّجُلَ لَتُؤْخَذُ شَاةُ جَارِهِ فَيَظَلُّ نَاتِئَ عَضَلَتِهِ غَضَبًا لِجَارِهِ ، وَاللهُ مِنْ وَرَاءِ جَارِهِ.

-"অচিরেই এ নেতৃত্ব এভাবে প্রসার লাভ করবে, যা তোমার কাছে এবং তোমার চেয়ে নিম্নস্তরের লোকদের কাছেও পৌঁছে যাবে। আল্লাহ তা'আলা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)কে নাবী করে পাঠানোর পর অনেকেই ইসলাম গ্রহণ করেছে। তবে তাদের মধ্যে কিছু লোক তো এমন রয়েছে, যাদেরকে আল্লাহ তা'আলা হিদায়াত দান করেছেন, আর কিছু লোক তরবারির ভয়ে বাধ্য হয়েই ইসলাম গ্রহণ করেছে। তবে তাদের প্রত্যেকেই আল্লাহ তা'আলার হিফাযাত, যিম্মা ও দায়িত্বে রয়েছে। কোনো ব্যক্তি আমীর হবার পর লোকদের যুলমের বিচার না করলে আল্লাহ তা'আলা তার কাছ থেকেই এর প্রতিশোধ গ্রহণ করবেন। কোনো ব্যক্তি জোর করে তার প্রতিবেশীর ছাগল ছিনিয়ে নেয়। তার মনে রাখা উচিত, আল্লাহ তা'আলা তার প্রতিবেশীকে সাহায্য করবেন।"[৬৪]

এ উপদেশের মধ্যে উম্মাতের সন্তানদের জন্য শিক্ষা লাভের বহু উপকরণ রয়েছে। যেমন-
ক. নামায, যাকাত, রোযা ও হাজ্জ প্রভৃতি 'ইবাদাতের অপরিসীম গুরুত্ব।
খ. কোনো ধরনের নেতৃত্ব কামনা না করা।

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)ও আবূ যার্ আল-গিফারী (রা.)কে এ মর্মে অসিয়্যাত করেছিলেন। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, لَا تَأَمَّرَنَّ عَلَى اثْنَيْنِ وَلَا تَوَلَّيَنَّ مَالَ يَتِيمٍ-"তুমি দু'জনের ওপরও আমীর হতে চেয়ো না এবং কোনো ইয়াতীমের সম্পদের অভিভাবক হয়ো না।"[৬৫] আশ্চর্যের বিষয় হলো, আবূ বাকর (রা.) রাফি'কে নেতৃত্ব সম্পর্কে ঠিক সে কথা-ই বললেন, যা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আবূ যার্ (রা.)কে বলেছিলেন। তাঁদের উভয়ের কথা ও ভাবনার মধ্যে কী আশ্চর্য মিল! যেন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর জ্ঞান ও প্রজ্ঞা আবূ বাকর (রা.)-এর অন্তরে সহজাত হয়ে প্রতিফলিত হয়েছিল। অন্য একটি রিওয়ায়াতে আবূ যার্ (রা.)-এর প্রতি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর উপদেশের বিবরণ এভাবে এসেছে-

---

৬৪. তাবারানী, *আল-মু'জামুল কাবীর,* হা.নং: ৪৩৪০; ইবনু হিশাম, *আস-সীরাতুন নাবাবিয়্যাহ,* খ.২,পৃ.৬২৪-৫

৬৫. মুসলিম, *আস-সাহীহ,* (কিতাবুল ইমারাত), হা.নং: ৩৪০৫

يَا أَبَا ذَرٍّ، إِنَّكَ ضَعِيفٌ، وَإِنَّهَا أَمَانَةٌ، وَإِنَّهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ خِزْيٌ وَنَدَامَةٌ إِلَّا مَنْ أَخَذَهَا بِحَقِّهَا، وَأَدَّى الَّذِي عَلَيْهِ فِيهَ.

-"আবূ যার্, তুমি দুর্বল মানুষ। নেতৃত্ব হলো আমানাতস্বরূপ। এটি কিয়ামাতের দিন অপমান ও অনুশোচনার কারণ হতে পারে। তবে যদি কেউ ন্যায়ানুগভাবে তা গ্রহণ করে এবং তার দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করে, তা হলে ভিন্ন কথা।"[৬৬]

অনুরূপভাবে কোনো কোনো রিওয়ায়াতে নেতৃত্ব সম্পর্কে রাফি'র প্রতি আবূ বাকর (রা.)-এর অসিয়্যাতের যে বিবরণ এসেছে, তা যেন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর উপরিউক্ত কথারই ব্যাখ্যা। আবূ বাকর (রা.) রাফি'কে উদ্দেশ্য করে বলেন,

إِنَّ هَذِهِ الْإِمَارَةَ الْيَوْمَ يَسِيْرَةٌ، وَقَدْ أَوْشَكَتْ أَنْ تَفْشُوَ وَتَكْثُرَ حَتَّى يَنَالَهَا مَنْ لَيْسَ بِأَهْلٍ، وَأَنَّهُ مَنْ يَكُنْ أَمِيْراً فَإِنَّهُ مِنْ أَطْوَلِ النَّاسِ حِسَاباً وَأَغْلَظِهِمْ عَذَاباً، وَمَنْ لَا يَكُنْ أَمِيراً فَإِنَّهُ مِنْ أَيْسَرِ النَّاسِ حِسَاباً وَأَهْوَنِهِمْ عَذَاباً؛ لِأَنَّ الْأُمَرَاءَ أَقْرَبُ مِنْ ظُلْمِ الْمُؤْمِنِيْنَ، وَمَنْ يَظْلِمِ الْمُؤْمِنِينَ فَإِنَّهُ يُخْفِرُ اللهَ؛ هُمْ جِيْرَانُ اللهِ، وَهُمْ عُوَاذُ اللَّهِ.

-"আজকাল নেতৃত্ব তো অল্পই। কিন্তু অচিরেই তা ব্যাপকহারে বেড়ে যাবে। তখন অযোগ্য লোকেরাই এ নেতৃত্ব লাভ করবে। আর যে কেউ নেতা হবে, তার হিসাব হবে সকলের চেয়ে লম্বা সময় ধরে এবং তার আযাবও হবে কঠিন। অপরদিকে যে আমীর হবে না, তার হিসাবও হবে অল্পসময় এবং তার আযাবও সহজ। কেননা মু'মিনদের প্রতি অন্যায়-অবিচার করা নেতাদের জন্য অধিকতর সহজ। আর যারা মু'মিনদের প্রতি অন্যায়-অবিচার করবে, বস্তুত তারা আল্লাহ্ তা'আলার অঙ্গীকারকেই লঙ্ঘন করবে। কেননা মু'মিনগণ হলেন আল্লাহর শরণাগত ও আশ্রিত ব্যক্তিবর্গ।"[৬৭]

গ. আল্লাহ্ তা'আলা অন্যায়-অবিচারকে নিজের ওপর হারাম করে নিয়েছেন এবং তাঁর বান্দাদেরকেও পরস্পর একে অন্যের ওপর অন্যায়-অবিচার করতে নিষেধ করেছেন, যেমন মু'মিনদের প্রতি অন্যায়-অবিচার করতে নিষেধ করেছেন। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, مَنْ عَادَى لِي وَلِيًّا فَقَدْ آذَنْتُهُ

৬৬. মুসলিম, *আস-সাহীহ,* (কিতাবুল ইমারাত), হা.নং: ৩৪০৪
৬৭. আল-মুহিব্ব তাবারী, *আর-রিয়াদুন নাদিরাতু..*, পৃ.১২৩

بِالْحَرْبِ -" যে ব্যক্তি আমার কোনো প্রিয়জনের সাথে শত্রুতা[৬৮] করবে, আমি তার সাথে যুদ্ধ ঘোষণা করবো।"[৬৯] বস্তুতপক্ষে মু'মিনগণ হলেন আল্লাহ তা'আলার শরণাগত ও আশ্রিত ব্যক্তিবর্গ। এদেরকে কোনো রূপ কষ্ট দেয়া সমীচীন নয়। এদেরকে কষ্ট দেয়া হলে স্বয়ং আল্লাহ তা'আলাই রাগান্বিত হন।

ঘ. ইসলামের প্রথম যুগের আমীরগণ ছিলেন উম্মাতের শ্রেষ্ঠজন ও সত্যপরায়ণ। কিন্তু পরবর্তীকালে যখন নেতৃত্ব ব্যাপক রূপ লাভ করলো, তখন থেকে অসৎ ও অযোগ্য লোকেরাই নেতৃত্ব দখল করে চলেছে।

ঙ. কিভাবে নেতৃত্বের আনুগত্য করতে হয় এবং নেতৃত্বের প্রতি কিরূপ সম্মান প্রদর্শন করতে হয়, তা এ যুদ্ধে আবূ বাকর (রা.)-এর অবস্থান থেকে সুন্দরভাবে ফুটে ওঠেছে। তিনি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর অতি কাছের এবং ইসলামের দ্বিতীয় প্রধান ব্যক্তি হওয়া সত্ত্বেও এ যুদ্ধে সানন্দে 'আমর ইবনুল 'আস (রা.)-এর আনুগত্য করেছেন এবং তাঁকে যথাযথ মূল্যায়ন করেছেন। 'আবদুল্লাহ ইবনু বুরাইদা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) 'আমর ইবনুল 'আস (রা.)কে 'যাতুস সালাসিল' যুদ্ধে সেনাপতি করে পাঠান। অথচ এ যুদ্ধে তাঁর সাথে আবূ বাকর ও 'উমার (রা.) ছিলেন। তাঁরা যখন যুদ্ধক্ষেত্রে পৌঁছলেন, তখন 'আমর (রা.) নির্দেশ দিলেন, কেউ যেন কোনো আগুন না জ্বালায়। এতে 'উমার (রা.) রাগান্বিত হলেন এবং তিনি আগুন জ্বালাতে উদ্যত হলেন। আবূ বাকর (রা.) তাঁকে এরূপ করতে বারণ করলেন এবং তাঁকে এ কথাও স্মরণ করিয়ে দিলেন যে, أَنَّهُ لَمْ يَسْتَعْمِلْهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَلَيْكَ إِلَّا لِعِلْمِهِ بِالْحَرْبِ. -"তাঁর যুদ্ধসংক্রান্ত জ্ঞান আছে বলেই রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁকে সেনাপতি করেছেন।" এ কথা বলার পর 'উমার (রা.) শান্ত হয়ে গেলেন।[৭০]

১২. মাক্কা বিজয়

মাক্কা বিজয় ইসলামের ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। এটি হিজরী ৮ম সনের রামাদান মাসে সংঘটিত হয়। এ বিজয়ের পর এক নতুন যুগের সূচনা হয়, সমগ্র আরব উপদ্বীপের রাজনৈতিক ও ধর্মীয় আকাশের দিগন্তবলয়ে মুসলিমদের সূর্য চমকাতে থাকে। দীনী কর্তৃত্ব ও দুনিয়াবী আধিপত্য দুটিই পুরোপুরি মুসলিমদের হাতে চলে আসে।

---

৬৮. কোনো কোনো রিওয়ায়াতে عَادَى -এর পরিবর্তে آذَى শব্দ এসেছে। এমতাবস্থায় অর্থ দাঁড়াবে- যে ব্যক্তি আমার কোনো প্রিয়জনকে কষ্ট দিল। (আবূ ই'য়ালা, *আল-মুসনাদ*, হা.নং: ৬৯৩০

৬৯. বুখারী, *আস-সাহীহ*, (কিতাবুর রিকাক), হা.নং: ৬০২১

৭০. হাকিম, *আল-মুস্তাদরাক*, (কিতাবুল মাগাযী), হা.নং: ৪৩২৮; বাইহাকী, *আস-সুনানুল কুবরা*, খ.৯,পৃ.৪১ হাকিম (রাহ.) বলেন, এটি একটি বিশুদ্ধ সানাদের হাদীস।

হুদাইবিয়ার সন্ধির একটি ধারা এরূপ ছিল, কোন গোত্র ইচ্ছা করলে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) অথবা কুরাইশদের সাথে মিত্রতায় আবদ্ধ হতে পারবে। যে গোত্র যে পক্ষে শামিল হবে, সে গোত্র উক্ত পক্ষের অংশ বলে বিবেচিত হবে। সুতরাং কোনো পক্ষে শামিল কোনো গোত্রের ওপর হামলা বা অন্য কোনো প্রকার বাড়াবাড়ি করা হলে তা সে পক্ষের ওপর হামলা বা বাড়াবাড়ি বলে গণ্য হবে।

এ ধারা অনুযায়ী খুযা'আহ গোত্র রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সাথে, আর বানু বাকর কুরাইশদের সাথে মিত্রতার বন্ধনে আবদ্ধ হয়। জাহিলী যুগ থেকেই উভয় গোত্রের মধ্যে বিবাদ-বিসম্বাদ চলে আসছিল। বানু বাকর সন্ধিচুক্তিকে মহাসুযোগ মনে করে হিজরী ৮ম সালে শা'বান মাসে মাক্কার নিকটবর্তী ওয়াতীর (الْوَتِيرُ) কূপের পাশে খুযা'আহ গোত্রের ওপর হামলা চালায়। কুরাইশরা এ হামলায় বানু বাকরকে অস্ত্রশস্ত্র দিয়ে সাহায্য করে। কুরাইশের কিছুলোকও রাতের অন্ধকারের সুযোগ নিয়ে বানু বাকর এর সাথে মিশে গিয়ে প্রতিপক্ষের ওপর হামলা করে। এমতাবস্থায় খুযা'আহ গোত্রের 'আমর ইবনু সালিম দ্রুত মাদীনায় এসে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সাহায্য কামনা করেন। তিনি বলেন,

يَا رَبِّ إِنِّي نَاشِدٌ مُحَمَّدًا ... حِلْفَ أَبِينَا وَأَبِيهِ الْأَتْلَدَا

فَانْصُرْ هَدَاكَ اللّٰهُ نَصْرًا أَعْتَدَا ... وَادْعُ عِبَادَ اللّٰهِ يَأْتُوا مَدَدَا

-"হে রাব্ব, আমি মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট আমাদের পিতার চুক্তি এবং তাঁর পিতার পুরাতন অঙ্গীকারের দোহাই দিচ্ছি। আল্লাহ আপনাকে সঠিক পথ প্রদর্শন করুন! আপনি আমাদের সর্বাত্মক সাহায্য করুন! আল্লাহর বান্দাদের আহ্বান করুন, যাতে তারা সাহায্যের জন্য এগিয়ে আসে।"

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এ অভিযোগ শুনার পর বললেন, نُصِرْتَ يَا عَمْرَو بْنَ سَالِمٍ. -"'আমর ইবনু সালিম! তোমাকে সাহায্য করা হবে।"[৭১]

এর পরপরই রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মাক্কা অভিযানের প্রস্তুতি শুরু করে দেন। তবে বিষয়টি গোপন রাখেন এবং আল্লাহ তা'আলার কাছে দু'আ করেন, যাতে এ অভিযানের খবর মাক্কাবাসীদের কাছে পৌঁছার আগে তারা তা না পেয়ে যায়।[৭২] এ দিকে কুরাইশরা তাদের চুক্তি লঙ্ঘনের পরিণাম কী যে ভয়াবহ হতে পারে তা

---

৭১. বাইহাকী, *দালা'য়িলুন নুবুওয়াত,* হা.নং:১৭৫৭, ১৭৬১; ইবন হিশাম, *আস-সীরাতুন নাবাবিয়্যাহ,* খ.২,পৃ.৩৯৩

৭২. ইবন হিশাম, *আস-সীরাতুন নাবাবিয়্যাহ,* খ.২,পৃ.৩৯৭; ইবনু কাছীর, *আস-সীরাতুন নাবাবিয়্যাহ,* খ.৩,পৃ.৫৩৫

ভেবে আবূ সুফইয়ানকে চুক্তির বিষয়ে আলোচনার জন্য মাদীনায় পাঠায়। তিনি মাদীনায় এসে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট চুক্তি দৃঢ়করণ ও মেয়াদ বাড়ানোর আবেদন জানান। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁর কথার উত্তরে শুধু এতটুকুই বললেন, وَلِذَلِكَ قَدِمْتَ ؟ هَلْ كَانَ مِنْ حَدَثٍ قِبَلَكُمْ ؟ -"তুমি কি এ জন্যই এসেছো? তোমাদের আসার আগে নতুন কোনো ঘটনা ঘটেছে কি?" এরপর আবূ সুফইয়ান বললো, مَعَاذَ اللهِ ! نَحْنُ عَلَى عَهْدِنَا وَصُلْحِنَا يَومَ الْحُدَيْبِيَةِ لَا نُغَيِّرُ وَلَا نُبَدِّلُ. - "আল্লাহর পানাহ্! আমরা তো হুদাইবিয়ার চুক্তির ওপর অটল রয়েছি! কোনো রূপ পরিবর্তন করিনি।"[৭৩] রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট আশানুরূপ সাড়া না পেয়ে অবশেষে তিনি সাহাবা কিরামের সাথে আলাপ করার উদ্দেশ্যে বের হন।

ক. আবূ বাকর (রা.) ও আবূ সুফইয়ান

আবূ সুফইয়ান রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট থেকে বের হয়ে সর্বপ্রথম আবূ বাকর (রা.)-এর কাছে যান এবং তাঁকে চুক্তি নবায়ন করার ও মেয়াদ বেড়ানোর অনুরোধ জানান। এ সময় আবূ বাকর (রা.) বলেন,

جِوَارِي فِي جِوَارِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَاللَّهِ لَوْ وَجَدْتُ الذَّرَّ تُقَاتِلُكُمْ لَأَعَنْتُهَا عَلَيْكُمْ.

-"আমার চুক্তি তো রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর চুক্তির মধ্যে নিহিত। অর্থাৎ চুক্তির ব্যাপার তাঁর কথার বাইরে আমি কোনো কথাই বলতে পারবো না। আল্লাহর কাসাম! আমি যদি তোমাদের সাথে লড়াই করার জন্য পিপীলিকাও পাই; তবে তার থেকেও আমি তোমাদের বিরুদ্ধে সাহায্য নেবো।"[৭৪]

আবূ বাকর (রা.)-এর এ কথার মধ্যে তাঁর সুতীক্ষ্ণ বুদ্ধিমত্তা, রাজনৈতিক প্রজ্ঞা ও সুদৃঢ় ঈমানের পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি কোনো রূপ ভয়ভীতি ছাড়াই আবূ সুফইয়ানকে সামনাসামনি সরাসরি জানিয়ে দিলেন যে, তিনি সম্ভাব্য সকল উপকরণ ব্যবহার করেই তাদের সাথে লড়াই করবেন। এমনকি তাদের সাথে লড়াই করার জন্য যদি একটি পিপীলিকাও পান, তবে তার সাহায্য নিতেও কসুর করবেন না।

খ. 'আয়িশা ও আবূ বাকর (রা.)-এর মধ্যে আলাপ

কুরাইশদের বিশ্বাসঘাতকতার খবর পাওয়ার সাথে সাথেই রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) 'আয়িশা (রা.)কে তাঁর সাজ-সরঞ্জাম প্রস্তুত করতে নির্দেশ

---

৭৩. ইবনু কাছীর, *আস-সীরাতুন নাবাবিয়্যাহ,* খ.৩,পৃ.৫৩২

৭৪. বাইহাকী, *দালা'য়িলুন নুবুওয়াত,* হা.নং: ১৭৫৮; ইবনু কাছীর, *আস-সীরাতুন নাবাবিয়্যাহ,* খ.৩,পৃ.৫৩৩; সালিহী, *সুবুলুল হাদয়ি ওয়ার রাশাদ,* খ.৫,পৃ.২০৬

দিয়েছিলেন। তবে বিষয়টা গোপন রাখার পরামর্শ দেন। এরূপ অবস্থায় একদিন আবূ বাকর (রা.) 'আয়িশা (রা.)-এর কাছে আসেন। তিনি বললেন, আদুরে মেয়ে, এ খাবার কেন প্রস্তুত করছো? 'আয়িশা (রা.) কোনো জবাব দিলেন না। আবূ বাকর (রা.) বললেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কি যুদ্ধ করার মনস্থ করেছেন? এবারও 'আয়িশা কোনো জবাব দিলেন না। আবূ বাকর (রা.) বললেন, সম্ভবত তিনি বানুল আসফার অর্থাৎ রোমানদের সাথে যুদ্ধ করার মনস্থ করেছেন। তবে এটা তো তাদের সাথে যুদ্ধ করার উপযুক্ত সময় নয়। 'আয়িশা (রা,) কোনোই উত্তর দিলেন না। আবূ বাকর (রা.) বললেন, হয়তো তিনি নাজ্‌দবাসীদের সাথে যুদ্ধ করার মনস্থ করেছেন। তবে এটাও তো তাদের সাথে যুদ্ধ করার উপযুক্ত সময় নয়। 'আয়িশা (রা.) কোনোই উত্তর দিলেন না। আবূ বাকর (রা.) বললেন, হয়তো তিনি কুরাইশদের সাথে যুদ্ধ করার মনস্থ করেছেন। তবে তাদের সাথে তো চুক্তিই রয়েছে। 'আয়িশা (রা.) নিরব রইলেন। ইত্যবসরে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) 'আয়িশা (রা.)-এর ঘরে প্রবেশ করলেন। আবূ বাকর (রা.) তাঁর নিকট জানতে চাইলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আপনি কি কোনো অভিযানে বের হতে ইচ্ছে করেছেন? রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, হ্যাঁ। আবূ বাকর (রা.) বলেন, হয়তো আপনি রোমানদের দিকে বের হবার ইচ্ছে করেছেন। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, না। আবূ বাকর (রা.) বললেন, তা হলে কী আপনি নাজ্‌দবাসীদের দিকে বের হবার ইচ্ছে করেছেন? রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, না। আবূ বাকর (রা.) বলেন, তা হলে কি আপনি কুরাইশদের সাথে যুদ্ধ করার মনস্থ করেছেন? রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, হ্যাঁ। আবূ বাকর (রা.) বললেন, يَا رَسُولَ اللهِ، أَلَيْسَ بَيْنَكَ وَبَيْنَهُمْ مُدَّةٌ؟ -"ইয়া রাসূলাল্লাহ, আপনার ও তাদের মধ্যে কি চুক্তি বলবৎ নেই?" রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, أَلَمْ يَبْلُغْكَ مَا صَنَعُوا بِبَنِي كَعْبٍ ؟ -"তোমার কাছে কি খবর পৌঁছেনি, তারা বানু কা'বের (অর্থাৎ বানু খুযা'আহ) সাথে কিরূপ জঘন্য আচরণ করেছে?"[৭৫]

আবূ বাকর (রা.) রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর এ সিদ্ধান্ত বিনা বাক্যে মেনে নেন এবং এ গুরুত্বপূর্ণ যুদ্ধে তাঁর সাথে রওয়ানা হবার জন্য প্রস্তুতি শুরু করে দেন। এ যুদ্ধে প্রায় সকল মুহাজির ও আনসার রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সাথে গমন করেন।

---

৭৫. বাইহাকী, *দালা'য়িলুন নুবুওয়াত,* হা.নং: ১৭৫৮; ইবনু কাছীর, *আস-সীরাতুন নাবাবিয়্যাহ,* খ.৩,পৃ.৫৩৫
তাবারানী (রাহ.) সামান্য পরিবর্তনসহ এ রিওয়ায়াতটি বর্ণনা করেছেন। (তাবারানী, আল-*মু'জামুল কাবীর,* হা.নং: ১৯৪৮২)

গ. মাক্কা প্রবেশ কালে আবূ বাকর আছ্ ছিদ্দীক (রা.)

এ যুদ্ধে মাক্কায় প্রবেশের দিন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর একান্ত পাশে ছিলেন তাঁর গুহার সাথী আবূ বাকর (রা.)। দু'জন পাশাপাশি উটে চড়ে মাক্কায় প্রবেশ করেন। হিজরাতের দিন যেমন দু'জন পাশাপাশি উটে চড়ে মাক্কা থেকে মাদীনায় প্রস্থান করেছিলেন, আট বৎসর পরে আজ তেমনি করে দু'জন পাশাপাশি বসে প্রকাশ্যে দিবালোকে আবার মাক্কায় ফিরে আসলেন। কিন্তু সে দিন আর এ দিন কতো প্রভেদ!

মাক্কায় প্রবেশের সময় রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) দেখতে পেলেন, মাক্কার মহিলারা তাদের ওড়না দিয়ে মুসলিম সৈন্যদের ঘোড়াগুলোর মুখে চাপড় মারছে। এ দৃশ্য দেখে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আবূ বাকর (রা.)-এর দিকে তাকিয়ে মৃদু হেসে বললেন, يَا أَبَا بَكْرٍ، كَيْفَ قَالَ حَسَّانُ بْنُ ثَابِتٍ ؟ -"আবূ বাকর, এ দৃশ্য সম্পর্কে হাস্সান কী বলেছেন (তোমার কী স্মরণ আছে) ?" সাথে সাথে আবূ বাকর (রা.) হাসসানের ঐ কবিতা আবৃত্তি করে শুনালেন-

عَدِمْنَا خَيْلَنَا إِنْ لَمْ تَرَوْهَا ... تُثِيرُ النَّقْعَ مَوْعِدُهَا كَدَاءُ

يُنَازِعْنَ الْأَعِنَّةَ مُصْغِيَاتٍ ... عَلَى أَكْتَافِهَا الْأَسَلُ الظِّمَاءُ

تَظَلُّ جِيَادُنَا مُتَمَطِّرَاتٍ ... يُلَطِّمُهُنَّ بِالْخُمُرِ النِّسَاءُ

-"আমাদের অশ্বগুলো- যারা কাদা' নামক জায়গায় ধুলি উড়িয়ে অগ্রসর হচ্ছে- বিলীন হোক, যদি তারা (কুরাইশরা) ঐগুলো দেখতে না পায়।

অশ্বগুলো অত্যন্ত মনোযোগ দিয়ে লাগামের সাথে লড়াই করে চলেছে। আর তাদের কাঁধের ওপর শোভা পাচ্ছে তৃষ্ণার্ত তীর।

আমাদের অশ্বগুলো পরস্পর প্রতিযোগিতা দিয়ে অতি ক্ষিপ্রতার সাথে ছুটে চলছে। আর মহিলারা ওড়না দিয়ে তাদের চাপড় মারছে।"

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, ادْخُلُوا مِنْ حَيْثُ قَالَ حَسَّانُ. -"হাসসান যে দিকের কথা বলেছেন তোমরা সে দিক দিয়েই অর্থাৎ কাদা'র দিক দিয়ে মাক্কায় প্রবেশ কর।"[৭৬]

মাক্কা বিজয়ের দিনই আবূ বাকর (রা.)-এর বৃদ্ধ পিতা আবূ কুহাফাহ ইসলাম গ্রহণ করেন। এ সম্পর্কে আমরা প্রথম অধ্যায়ে সবিস্তারে আলোচনা করেছি।

---

৭৬. হাকিম, *আল-মুস্তাদরাক,* (কিতাবু মা'আরিফাতিস সাহাবাহ), হা.নং: ৪৪১৬; বাইহাকী, *দালা'য়িলুন নুবুওয়াত,* হা.নং: ১৭৮৩,১৭৯৮; ইবনু কাছীর, *আস-সীরাতুন নাবাবিয়্যাহ,* খ.৩,পৃ.৫৫৭

১৩. হুনাইনের যুদ্ধ

'হুনাইন' আরবের প্রসিদ্ধ মেলা 'যুল মাজাযের' পাশে অবস্থিত একটি প্রসিদ্ধ উপত্যকা। এখান থেকে আরাফাত হয়ে মাক্কার দূরত্ব ১০ মাইলের কিছু বেশি। এ যুদ্ধ হিজরী ৮ম সনের শাওয়াল মাসে সংঘটিত হয়। এ যুদ্ধের কারণ ছিল, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর মাক্কা বিজয়ের কারণে প্রতিবেশী গোত্রসমূহ মুসলিমদের সাথে মুকাবিলা করার সাহস হারিয়ে ফেলে। তাদের অধিকাংশই আত্মসমর্পণ করতে শুরু করে। কিন্তু হাওয়াযিন ও ছাকীফ- এ দুটি গোত্র ছিল আরব গোত্রসমূহের মধ্যে অহংকারী ও উচ্ছৃংখল। তারা সমরবিদ্যা ও অস্ত্রচালনায় ছিল পারদর্শী। তাই তারা ইসলামের শত্রুতায় আরো কঠোর হয়ে ওঠলো এবং মুসলিমদের ওপর আক্রমণের প্রস্তুতি গ্রহণ করতে লাগলো। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এ খবর জানতে পেরে মাক্কা বিজয়ের পরপর ৬ই শাওয়াল ১২ হাজার সৈন্যের বিশাল বাহিনী নিয়ে মাক্কা থেকেই হুনাইনের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হন। মুসলিম সৈন্যগণ সংখ্যাধিক্যের দম্ভে অসতর্ক অবস্থায় হুনাইনের পার্বত্য পথ ধরে অগ্রসর হচ্ছিলেন। হঠাৎ শত্রুবাহিনী গোপন ঘাঁটি থেকে বের হয়ে তীব্র আক্রমণ আরম্ভ করে। এ অতর্কিত আক্রমণের কারণে মুসলিমরা ভ্যাবাচেকা খেয়ে ছত্রভঙ্গ হয়ে যায়। এ কঠিন সংকটাবস্থায় রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সবাইকে ডেকে বললেন, أَيْنَ أَيُّهَا النَّاسُ ؟ هَلُمّوا إِلَيَّ أَنَا رَسُولُ اللهِ أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّهِ . -"হে লোকসকল, তোমরা কোথায়? তোমরা আমার দিকে এসো! আমি আল্লাহর রাসূল। আমি 'আবদুল্লাহর পুত্র মুহাম্মাদ। ... يَا مَعْشَرَ الْأَنْصَارِ، أَنَا عَبْدُ اللهِ وَرَسُولُهُ. -"হে আনসারগণ, আমি আল্লাহর বান্দাহ ও তাঁর রাসূল।"[৭৭] 'আব্বাস (রা.) ছিলেন উচ্চ কণ্ঠস্বরের অধিকারী। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁকে ডেকে বললেন, أَيْ عَبَّاسُ، نَادِ أَصْحَابَ السَّمُرَةِ، .. يَا مَعْشَرَ الْأَنْصَارِ -'আব্বাস, বাই'য়াতে রিদওয়ানে অংশগ্রহণকারী সাহাবীগণকে ডাকো। ... ডাকো, হে আনসারের দল!"[৭৮] এ ছিল যুদ্ধের প্রথম দিকের কঠিন অবস্থা! এ সময় রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সাথে মাত্র কয়েকজন জীবন উৎসর্গকারী সাহাবী দৃঢ়ভাবে অবস্থান করেছিলেন। তাঁদের মধ্যে আবূ বাকর (রা.) ছিলেন অন্যতম। এ সঙ্কট মুহূর্তে তিনি মনোবল হারাননি। ইসলামের জয়পতাকা তুলে ধরে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সাথে তিনিও বজ্রগম্ভীর কণ্ঠে মুসলিম সৈন্যদেরকে পতাকা তলে ফিরে আসতে আহ্বান জানান। সত্যের সে জ্বলন্ত আহ্বান বৃথা যায়নি। সাহাবীগণ যেভাবে

---

৭৭. ইবনু হিশাম, *আস-সীরাতুন নাবাবিয়্যাহ,* খ.২,পৃ.৪৪২; ইবনু কাছীর, *আস-সীরাতুন নাবাবিয়্যাহ,* খ.৩,পৃ.৬১৮; সুহায়লী, *আর-রাওদুল উনুফ,* খ.৪,পৃ.২১২; ইবনু কাছীর, *আল-বিদায়াতু ওয়ান নিহায়াতু,* খ.৪,পৃ.৩৭৪

৭৮. মুসলিম, *আস-সাহীহ,* (কিতাবুল জিহাদ), হা.নং: ৩৩২৪; তাবারী, *তারীখুর রুসুল ওয়াল মুলূক,* খ.২,পৃ.৬১

রণাঙ্গন থেকে দ্রুত চলে গিয়েছিলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ও তাঁর ডাকে তেমনি দ্রুত দ্বিগুণ উৎসাহে ফিরে আসতে লাগলেন। দেখতে দেখতে উভয় পক্ষে প্রচণ্ড যুদ্ধ শুরু হয় এবং মুসলিমগণ সম্মিলিতভাবে শত্রুদের ওপর এমনভাবে ঝাঁপিয়ে পড়লেন যে, শত্রুরা বিক্ষিপ্ত হয়ে যুদ্ধক্ষেত্র ত্যাগ করতে বাধ্য হয়। ফলে বহু সংখ্যক উট, ভেড়া ও প্রচুর স্বর্ণ-রৌপ্য মুসলিমদের হস্তগত হয় এবং কয়েক হাজার সৈন্য ও নরনারীও বন্দী হয়। বলা বাহুল্য, সে দিন এ কৃতিত্বের বিরাট অংশীদার ছিলেন আবূ বাকর (রা.)। এ ছাড়া এ যুদ্ধে আবূ বাকর (রা.)-এর আরো কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ অবদান। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো-

ক. গানীমাতের ব্যাপারে আবূ বাকর (রা.)-এর সিদ্ধান্ত

এ যুদ্ধে গানীমাতের সম্পদের ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আবূ বাকর (রা.)-এর রায়কে প্রাধান্য দান করেছিলেন। রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এ যুদ্ধে ঘোষণা করেছিলেন, مَنْ أَقَامَ بَيِّنَةً عَلَى قَتِيلٍ قَتَلَهُ فَلَهُ سَلَبُهُ.-"যে ব্যক্তি যুদ্ধে কাউকে হত্যা করবে এবং এ মর্মে যদি সে প্রমাণ পেশ করতে পারে, তবে সে-ই নিহত ব্যক্তি থেকে লব্ধ যাবতীয় আসবাবপত্র পাবে।" আবূ কাতাদাহ (রা.) একজন শক্তিশালী মুশরিককে হত্যা করেছিলেন। কিন্তু তিনি এ ব্যাপারে কোনো সাক্ষী পেলেন না। অবশেষে তিনি ব্যাপারটি রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট খুলে বললেন। ইত্যবসরে রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট উপবিষ্ট লোকদের মধ্য থেকে একজন ওঠে বললো, আবূ কাতাদাহ (রা.)-এর হত্যাকৃত ব্যক্তির আসবাবপত্র আমার হাতে রয়েছে। আপনি ঐ সকল সম্পদ আমাকেই দিয়ে দিন। এ কথা শুনেই আবূ বাকর (রা.) বললেন,

كَلَّا، لَا يُعْطِهِ أُصَيْبِغَ مِنْ قُرَيْشٍ، وَيَدَعُ أَسَدًا مِنْ أُسْدِ اللهِ يُقَاتِلُ عَنِ اللهِ وَرَسُولِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

-"না, আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কখনোই এটা করতে পারেন না। অর্থাৎ তিনি কুরাইশের একজন কাপুরুষকে নিহত ব্যক্তির আসবাবপত্র দান করবেন, আর এমন একজন শেরে খোদাকে বঞ্চিত করবেন, যিনি আল্লাহ্ ও রাসূলের পক্ষে বীরবিক্রমে যুদ্ধ করেছেন!"

আবূ কাতাদাহ (রা.) বলেন,

فَقَامَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَدَّاهُ إِلَيَّ فَاشْتَرَيْتُ مِنْهُ خِرَافًا، فَكَانَ أَوَّلَ مَالٍ تَأَثَّلْتُهُ فِي الْإِسْلَامِ.

-"এরপর রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) দাঁড়িয়ে নিহত ব্যক্তির

যাবতীয় আসবাবপত্র আমাকেই দান করলেন। আমি তা দিয়ে একটি বাগান খরিদ করলাম। এটি ছিল আমার প্রথম সম্পদ, যা আমি ইসলাম গ্রহণ করার পর সঞ্চয় করেছি।"[৭৯]

অন্য একটি রিওয়ায়াতে রয়েছে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, صَدَقَ-"তিনি (আবূ বাকর [রা.]) সঠিক কথাই বলেছেন।"[৮০]

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর উপস্থিতিতে আবূ বাকর (রা.) যেভাবে তৎক্ষণাৎ লোকটিকে ধমক দিলেন, শাসন করলেন, তাঁর দৃঢ় মনোভাব ব্যক্ত করলেন এবং পরক্ষণে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁর বক্তব্যকে সমর্থন জানালেন তাতে বুঝা যায় যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট আবূ বাকর (রা.) এমন এক বিশিষ্ট অবস্থান তৈরি করে নিতে সমর্থ হয়েছিলেন, যা উম্মাতের আর কারো পক্ষে সম্ভব হয়নি।[৮১] তদুপরি তাঁর এ ভূমিকার মধ্যে তাঁর সুদৃঢ় ঈমান এবং সত্য প্রতিষ্ঠা ও দীনের ভ্রাতৃত্ব বন্ধন রক্ষার জন্য তাঁর অদম্য আগ্রহের পরিচয় পাওয়া যায়।[৮২]

খ. আবূ বাকর (রা.) ও 'আব্বাস ইবনু মিরদাসের কবিতা

হুনাইনের যুদ্ধে কবি 'আব্বাস ইবনু মিরদাস আস-সুলামী গানীমাতের সম্পদ থেকে আশানুরূপ ভাগ না পেয়ে মনঃক্ষুণ্ন হন। এ কারণে তিনি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)কে তিরস্কার করে রচনা করেন-

.....

وَإِيقَاظِي الْقَوْمَ أَنْ يَرْقُدُوا ... إِذَا هَجَعَ النَّاسُ لَمْ أَهْجَعْ

فَأَصْبَحَ نَهْبِي وَنَهْبُ الْعَبِيدِ ... بَيْنَ عُيَيْنَةَ وَالْأَقْرَعِ

وَقَدْ كُنْتُ فِي الْحَرْبِ ذَا تُدْرَإٍ ... فَلَمْ أُعْطَ شَيْئًا وَلَمْ أُمْنَعْ

إِلَّا أَفَائِلَ أُعْطِيتُهَا ... عَدِيدَ قَوَائِمِهَا الْأَرْبَعِ

وَمَا كَانَ حِصْنٌ وَلَا حَابِسٌ ... يَفُوقَانِ شَيْخِي فِي الْمَجْمَعِ

وَمَا كُنْتُ دُونَ امْرِئٍ مِنْهُمَا ... وَمَنْ تَضَعْ الْيَوْمَ لَا يُرْفَعْ

---

৭৯. বুখারী, *আস-সাহীহ*, (কিতাবুল মাগাযী), হা.নং:৩৯৭৮

৮০. বুখারী, *আস-সাহীহ*, (কিতাবু ফারদিল খুমুস), হা.নং: ২৯০৯

৮১. আল-মুহিব্বু আত-তাবারী, *আর-রিয়াদুন নাদিরাতু*, পৃ.৭৪

৮২. হুমাইদী, *আত-তারীখুল ইসলামী*, খ.৮,পৃ.২৬

"....

যখন লোকেরা ঘুমিয়ে গিয়েছিল, তখন আমি কাওমকে জাগিয়ে রেখেছি আর আমি নিজেও ঘুমাইনি।

অথচ আমার ও আমার অশ্ব 'আবীদের লব্ধ সম্পদ 'উয়াইনাহ ও আকরা'র মধ্যেই বন্টন করে দেয়া হয়েছে।

অধিকন্তু আমি বীরবিক্রমে লড়াই করেছি। অথচ কয়েকটি ছোট ছোট উট ছাড়া আমাকে কিছুই দেয়া হলো না।

হিসন ও হাবিস উভয় কোনো সমাবেশেই আমার ওপর শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করতে পারেনি। আমি কোনোক্রমেই তাদের চেয়ে কম মর্যাদাসম্পন্ন নই।

যাদেরকে আজ আপনি হেয় করছেন, তাদেরকে সমুন্নত করার মতো কেউ নেই।"

এটা শুনে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, اذْهَبُوا بِهِ، فَاقْطَعُوا عَنِّي لِسَانَهُ. -"তোমরা তাঁকে নিয়ে যাও এবং তাঁর জিহ্বা কেটে দাও অর্থাৎ তার কথা বন্ধ করার ব্যবস্থা কর।" এরপর সাহাবা কিরাম তাঁকে গানীমত থেকে এতো বেশি পরিমাণ দান করলেন যে, তিনি সন্তুষ্ট হয়ে গেলেন। তবে তাঁর ঐ কবিতাটি ততক্ষণে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট পৌঁছে যায়।[৮৩] এরপর যখন 'আব্বাস রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট আসলেন, তখন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, أَنْتَ الْقَائِلُ " فَأَصْبَحَ نَهْبِي وَنَهْبُ الْعَبِيدِ بَيْنَ الْأَقْرَعِ وَعُيَيْنَةَ " ؟ -"তুমি কি এ কথা বলেছো যে, আমার ও আমার ঘোড়া 'আবীদের যুদ্ধলব্ধ সম্পদ আকরা' ও 'উয়ায়নার মধ্যে বন্টিত হয়ে গেছে?" এ কথা শুনে আবূ বাকর (রা.) বললেন, " ইয়া রাসূলুল্লাহ, কবিতার চরণটি এ রূপ নয়; বরং সঠিক হল- بَيْنَ عُيَيْنَةَ وَالْأَقْرَعِ । রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, هُمَا وَاحِدٌ -"দুটিই এক কথা।" এরপর আবূ বাকর (রা.) বললেন, أَشْهَدُ أَنَّكَ كَمَا قَالَ اللهُ ﴿ وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ ﴾ -"আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আপনি তো আল্লাহ তা'আলার কথা মতো কবিতার লোক নন। আল্লাহ তা'আলা বলেন, "আমি তাঁকে কবিতা শিক্ষা দিইনি। অধিকন্তু, কবিতা তাঁর জন্য শোভাও পায় না।"[৮৪]

---

৮৩. কোনো কোনো বর্ণনা মতে, আবূ বাকর (রা.)ই এ কবিতাটি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট পৌঁছে দেন। (ওয়াকিদী, *আল-মাগাযী*, পৃ.৯৪৬)

৮৪. ইবনু হিশাম, *আস-সীরাতুন নাবাবিয়্যাহ*, খ.২,পৃ.৪৯৩-৪; ইবনু কাছীর, *আস-সীরাতুন নাবাবিয়্যাহ*, খ.৩,পৃ.৬৮০-১; ওয়াকিদী, *আল-মাগাযী*, পৃ.৯৪৬
ইমাম মুসলিম (রাহ.) এ হাদীসটি সামান্য শাব্দিক পরিবর্তনসহ তাঁর *সাহীহের* (কিতাবুয যাকাত , হা.নং:১৭৫৭) মধ্যে উল্লেখ করেছেন।

১৪. তা'য়িফের যুদ্ধ

তা'য়িফ যুদ্ধ বস্তুতপক্ষে হুনাইন যুদ্ধেরই সম্প্রসারিত অংশ। হুনাইন যুদ্ধে পরাজিত ছাকীফ ও হাওয়াযিন গোত্রের লোকেরা তা'য়িফে পৌছে একটি সুদৃঢ় দুর্গের মধ্যে আশ্রয় নেয়। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হুনাইনের গানীমাতের সম্পদ জি'রানাহ নামক স্থানে রেখে তা'য়িফের দিকে রওয়ানা হলেন এবং তাদের দুর্গ অবরোধ করলেন। আর এ অবরোধ ২০ দিন, মতান্তরে ১৫, ১৭, ১৮, ৪০ দিন পর্যন্ত অব্যাহত ছিল।[৮৫] কিন্তু দুর্গবাসীরা প্রচুর অস্ত্রে সজ্জিত ছিল। তারা দুর্গের ভেতর থেকে এতো প্রচণ্ডভাবে তীর নিক্ষেপ করতে শুরু করে যে, মুসলিম বাহিনী পিছু হটতে বাধ্য হয়। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)ও তখনি তা'য়িফ বিজয়কে আবশ্যক মনে করলেন না। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আবূ বাকর (রা.)কে বললেন, আমি স্বপ্নে দেখেছি যে, কোনো এক ব্যক্তি আমাকে এক পেয়ালা মাখন উপঢৌকনস্বরূপ প্রদান করলেন; কিন্তু একটি মোরগ এতে ঠোকর মারলো। ফলে পেয়ালার মধ্যে যা কিছু ছিল সবই পড়ে গেল। আবূ বাকর (রা.) আরয করলেন, مَا أَظُنُّ أَنْ تُدْرِكَ مِنْهُمْ يَا رَسُولَ اللهِ يَوْمَكَ هَذَا مَا تُرِيدُ .-"ইয়া রাসূলাল্লাহ, এই স্বপ্ন থেকে এটাই প্রতীয়মান হয় যে, এ যুদ্ধে আপনি কাঙ্খিত বিজয় লাভ করতে পারবেন না।" রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, . وَأَنَا لَا أَرَى ذَلِكَ-"আমি তো এরূপ মনে করি না।[৮৬] অবশেষে এ অবরোধ তুলে নেয়া হলো।

এ অবরোধকালে বারো জন মুসলিম শাহাদাত বরণ করেন এবং কয়েকজন গুরুতর আহত হন।[৮৭] আহতদের মধ্যে আবূ বাকর (রা.)-এর পুত্র 'আবদুল্লাহ (রা.)ও ছিলেন। তিনি একটি তীরের আঘাতে এতো মারাত্মকভাবে আহত হন যে, আবূ বাকর (রা.)-এর খিলাফাত কালের প্রথম দিকে তিনি এর প্রতিক্রিয়ায় শাহাদত বরণ করেন।[৮৮]

পরবর্তীকালে যখন আবূ বাকর (রা.) তাঁর ছেলের হত্যাকারী সম্পর্কে জানতে পারলেন, তখন তিনি যে মন্তব্য করেন, তাতে তাঁর সুদৃঢ় ঈমানের পরিচয় পাওয়া যায়।

---

৮৫. ইবনু সাইয়িদিন নাস, *উয়ূনুল আছার,* খ.২,পৃ.২৩১

৮৬. বাইহাকী, *দালা'য়িলুন নুবুওয়াত,* হা.নং: ১৯২৯; ইবনু হিশাম, *আস-সীরাতুন নাবাবিয়্যাহ,* খ.২,পৃ.৪৮৪; ইবনু কাছীর, *আস-সীরাতুন নাবাবিয়্যাহ,* খ.৩,পৃ.৬৬২; ওয়াকিদী, *আল-মাগাযী,* পৃ.৯৩৬
কেউ কেউ বলতে চান যে, রিওয়ায়াতের মধ্যে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর কথা ভুলবশত لَا أَرَى ছাপা হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে তাঁর কথা لَا أَرَى নয়; বরং لَأَرَى হবে অর্থাৎ আমিও তো এরূপ মনে করি। কিন্তু আমি হাদীস কিংবা সীরাতের প্রাচীন কোনো কিতাবেই তাঁদের এ কথার সমর্থন খুঁজে পাইনি।

৮৭. ইবনু সাইয়িদিন নাস, *উয়ূনুল আছার,* খ.২,পৃ.২৩১

৮৮. ইবনুল আছীর, *উসদুল গাবাহ,* খ.২,পৃ.১৩৪

কাসিম ইবনু মুহাম্মাদ (রাহ.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, তা'য়িফের যুদ্ধে 'আবদুল্লাহ ইবনু আবী বাকর (রা.) একটি তীরের আঘাতে আহত হন। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর ওফাতের ৪০ দিন পর তাঁর ক্ষত স্থানটি ভীষণভাবে ফুলে ওঠে এবং এ কারণে তিনি মারা যান। আবূ বাকর (রা.)-এর খিলাফাত কালে ছাকীফ গোত্রের একটি প্রতিনিধি দল তাঁর নিকট আগমন করে। ঐ সময় পর্যন্ত তাঁর ছেলে 'আবদুল্লাহ (রা.) যে তীরের আঘাতে মারা যান, তা তাঁর কাছে সংরক্ষিত ছিল। তিনি সেটি বের করে তাদের জিজ্ঞেস করলেন, هَلْ فِيكُمْ مَنْ يَعْرِفُ هَذَا السَّهْمَ. -"তোমাদের মধ্যে এ তীর চিনতে পেরেছো- এমন কেউ কি রয়েছো? সা'ঈদ ইবনু 'উবাইদ আছ-ছাকাফী বললেন, هَذَا سَهْمِيْ، أَنَا بَرَيْتُهُ ، وَأَنَا رَمَيْتُ بِهِ. -"এ তীরটি আমার। আমি এটি প্রস্তুত করেছিলাম এবং আমিই এটি 'আবদুল্লাহ (রা.)-এর দিকে ছুঁড়ে মেরেছিলাম।" এ কথা শুনে আবূ বাকর (রা.) বললেন, فَالْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِى أَكْرَمَهُ بِيَدِكَ، وَلَمْ يُهِنْكَ بِيَدِهِ. - "সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য, যিনি তাঁকে তোমার হাত দ্বারা সম্মানিত করেছেন এবং তাঁর হাত দ্বারা তোমাকে অপমানিত হতে দেননি।"[৮৯]

হিজরী ৯ম সনের রামাদান মাসে ছাকীফ গোত্রের একটি প্রতিনিধি দল রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর হাতে ইসলাম ও বাই'আত গ্রহণের নিমিত্ত মাদীনায় আসে। মাদীনার কাছে এদের পৌছতে দেখেই আবূ বাকর ও মুগীরাহ ইবনু শু'বা (রা.)-এর মধ্যে প্রতিযোগিতা শুরু হয়ে যায়, কে কার আগে এ সুসংবাদ রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর কাছে দ্রুত পৌছে দেবে। আবূ বাকর (রা.) মুগীরাহ (রা.)কে উদ্দেশ্য করে বলেন,

> أَقْسَمْتُ عَلَيْكَ بِاللّٰهِ، لَا تَسْبِقُنِي إِلَى رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى أَكُونَ أَنَا أُحَدِّثُهُ.
>
> -"আল্লাহর কসম, তুমি আমার আগে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর কাছে পৌছতে পারবে না। আমিই গিয়ে তাঁকে এ সংবাদ জানাবো।"

অবশেষে এ প্রতিযোগিতায় আবূ বাকর (রা.)ই সফল হন। তিনি মুগীরাহ (রা.)-এর আগে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)কে এ সুসংবাদ পৌছে দেন।[৯০] ছাকীফ গোত্রের এ প্রতিনিধি দল ইসলাম গ্রহণের পর রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া

---

৮৯. ইবনু হাজার, *আল-ইসাবাহ,* খ.১,পৃ.৪৪৪, খ.২,পৃ.১০৭

৯০. ইবনু হিশাম, *আস-সীরাতুন নাবাবিয়্যাহ,* খ.২,পৃ.৫৩৯-৪০; ইবনু কাছীর, *আস-সীরাতুন নাবাবিয়্যাহ,* খ.৪,পৃ.৫৫; ওয়াকিদী, *আল-মাগাযী,* পৃ.৯৬৩; ইবনু সাইয়িদিন নাস, *'উয়ূনুল আছার,* খ.২,পৃ.২৭২; ইবনুল কাইয়িম, *যাদুল মা'আদ,* খ.৩,পৃ.৪৩৬

সাল্লাম) তাঁদের জন্য একটি চুক্তিপত্র লিখে দেন এবং তাদের ওপর একজন নেতা নির্ধারণ করে দিতে চাইলেন। এ সময় আবূ বাকর (রা.) 'উছমান ইবনু আবিল 'আস (রা.)কে তাঁদের নেতা বানিয়ে দেয়ার পরামর্শ দিলেন। 'উছমান (রা.) ছিলেন তাঁদের মধ্যে সবচেয়ে বয়োকনিষ্ঠ। আবূ বাকর (রা.) বললেন,

يَا رَسُولَ اللهِ، إنّي قَدْ رَأَيْت هَذَا الْغُلَامَ مِنْهُمْ مِنْ أَحْرَصِهِمْ عَلَى التَّفَقُّهِ فِي الْإِسْلَامِ وَتَعَلُّمِ الْقُرْآنِ.

-"ইয়া রাসূলাল্লাহ, ইসলাম সম্পর্কে জানা ও কুর'আনের শিক্ষা অর্জনের ক্ষেত্রে আমি এ ছেলেটির মধ্যে তাদের সবার চেয়ে বেশি আগ্রহ লক্ষ্য করেছি।"[৯১]

ঐতিহাসিক মূসা ইবনু 'উকবাহ (রাহ.) বলেন, প্রতিনিধি দলের সদস্যরা যখন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর কাছে যেতেন, তখন তারা 'উছমান ইবন আবিল 'আস (রা.)কে তাদের মালপত্রের কাছে রেখে যেতেন। যখন দুপুরে তারা বিশ্রাম নিতেন, সে সময় 'উছমান (রা.) রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর দরবারে যেতেন এবং তাঁকে দীন সম্পর্কে জিজ্ঞেস করতেন এবং কুর'আন সম্পর্কে জানতে চাইতেন। যদি দেখতেন যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ঘুমিয়ে আছেন, তখন তিনি আবূ বাকর (রা.)-এর নিকট যেতেন এবং তাঁকে দীন সম্পর্কে জিজ্ঞেস করতেন। এভাবে তিনি দীনের বিভিন্ন বিষয়ে প্রভূত জ্ঞান লাভ করেন। তাঁর এ আচরণ রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট খুবই মনঃপূত হয়েছিল। অবশেষে আবূ বাকর (রা.)-এর পরামর্শে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁকে ছাকীফ গোত্রের নেতা নির্ধারণ করে দেন।[৯২] পরবর্তীকালে নেতা হিসেবে তাঁর দায়িত্বপালন খুবই বারকাতপূর্ণ প্রমাণিত হয়। আবূ বাকর (রা.)-এর খিলাফাতের সময় কিছু লোক ধর্মান্তরিত হয়ে যায়। সে সময় ছাকীফ গোত্রের অনেক লোকও ধর্মান্তরিত হবার পরিকল্পনা গ্রহণ করেছিল। 'উছমান ইবনু আবিল 'আস (রা.) সে নাজুক সময়ে তাদের সম্বোধন করে বললেন,

يَا مَعْشَرَ ثَقِيفٍ، كُنْتُمْ آخِرَ النَّاسِ إِسْلَاماً فَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ النَّاسِ رِدَّةً.

-"হে ছাকীফ গোত্রের লোকেরা, শুন! তোমরা সকলের শেষে ইসলাম গ্রহণ করেছো, কাজেই সবার আগে মুরতাদ্দ হয়ো না।"

এ কথা শুনে তারা মুরতাদ্দ না হয়ে ইসলামের ওপর অবিচল থাকে।[৯৩]

---

৯১. ইবনু হিশাম, *আস-সীরাতুন নাবাবিয়্যাহ,* খ.২,পৃ.৫৩৮; ইবনু কাছীর, *আস-সীরাতুন নাবাবিয়্যাহ,* খ.৪,পৃ.৫৭

৯২. ইবনু কাছীর, *আস-সীরাতুন নাবাবিয়্যাহ,* খ.৪,পৃ.৫৭; ওয়াকিদী, *আল-মাগাযী,* পৃ.৯৬৬, ৯৬৮

৯৩. ইবনু 'আবদুল বারর, *আল-ইস্তি'আব,* খ.১,পৃ.৩১৮; ইবনু হাজার, *আল-ইসাবাহ,* খ.২,পৃ.২৩৭

১৫. তাবুকের যুদ্ধ

সেই সময় গোটা পৃথিবীতে রোমকরা ছিল সর্ববৃহৎ ও শ্রেষ্ঠ সামরিক শক্তি। তারা দেখতে পেলো, মুসলিমরা ক্রমশ তাদের দিকে এগোচ্ছে। তাদের ভূমিতেই হিজরী ৮ম সনে মূতার যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এ যুদ্ধে যদিও মুসলিমগণ আশানুরূপ সাফল্য লাভ করতে পারেননি; তথাপি এ অভিযান কাছের ও দূরের রাজা-বাদশাহদের মনে সুদূরপ্রসারী প্রভাব বিস্তার করেছিল। রোম সম্রাট ভাবলেন, মুসলিমগণ যে কোনো মুহূর্তে তাদের জন্য চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়াতে পারে। তাই বৃহৎ অপরাজেয় শক্তির রূপ ধারণের আগেই তাদের নির্মূল করা জরুরী। এ উদ্দেশ্যে তিনি রোমের অধিবাসী এবং রোমের অধীনস্থ আরব গোত্রসমূহ থেকে সৈন্য সংগ্রহ শুরু করেন। এভাবে তিনি মুসলিমদের সাথে ভয়াবহ রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষের প্রস্তুতি গ্রহণে লেগে যান। এ দিকে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট খবর পৌছে, রোমকরা মুসলিমদের বিরুদ্ধে একটি সিদ্ধান্তকর যুদ্ধ পরিচালনার উদ্দেশ্যে ৪০ হাজার দুর্ধর্ষ সৈন্যের একটি বাহিনী তৈরি করেছে এবং তাদের অগ্রবর্তী দল বালকা' নামক জায়গায় পৌছে গেছে। এ খবর পাওয়ার পরপরই রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) দ্রুত প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি গ্রহণ করে হিজরী ৯ম সনের রাজাব মাসে ত্রিশ হাজার সৈন্যের একটি বাহিনী নিয়ে মাদীনা থেকে চৌদ্দ মনযিল দূরে মাদীনা ও দিমাশকের মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত প্রসিদ্ধ স্থান তাবূকে গিয়ে শিবির স্থাপন করেন। এ যুদ্ধে আবূ বাকর (রা.)-এর গুরুত্বপূর্ণ অবদানগুলো হলো-

ক. মহত্তম দান

তাবূক যুদ্ধের প্রস্তুতির জন্য রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সাহাবা কিরাম (রা.)কে দান করার উদাত্ত আহ্বান জানান। এ আহ্বানে তাঁদের প্রত্যেকেই সাধ্য মতো সাড়া দেন। তবে এ ক্ষেত্রে 'উছমান (রা.) সকলের চেয়ে অগ্রগামী ছিলেন।[৯৪] কিন্তু এতদসত্ত্বেও আবূ বাকর (রা.) দানের ক্ষেত্রে যে মর্যাদা অর্জন করেন, তা অন্য কারো ভাগ্যে জুটেনি।

'উমার (রা.) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যখন আমাদের অর্থদানের আহ্বান জানালেন, তখন আমার নিকট প্রচুর অর্থ-সম্পদ ছিল। আমি মনে মনে ভাবতে থাকি, যদি আমি কোনো দিন আবূ বাকর (রা.)কে প্রতিযোগিতায় হারাতে পারি, তবে আজই পারবো। আমি আমার সম্পদের অর্ধেক নিয়ে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর খিদমাতে উপস্থিত হই। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু

---

৯৪. এ যুদ্ধে সব মিলে 'উছমান (রা.)-এর দানের পরিমাণ ছিল- নয়শ সুসজ্জিত উট এবং একশ সুসজ্জিত ঘোড়া, দুশ উকিয়া (প্রায় সাড়ে উনত্রিশ কিলো রৌপ্য) ও এক হাজার দীনার (প্রায় সাড়ে পাঁচ কিলো স্বর্ণ)। (সালিহী, *সুবুলল হাদয়ি ওয়ার রাশাদ*, খ.৫,পৃ.৪৩৫)

'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, مَا أَبْقَيْتَ لِأَهْلِكَ؟ -তোমার পরিবারের জন্য ঘরে কী পরিমাণ সম্পদ রেখে এসেছো?" আমি বললাম, مِثْلَهُ -"এর সমপরিমাণ সম্পদ পরিবারের লোকদের জন্য রেখে এসেছি।" কিন্তু আবূ বাকর (রা.) ঐ দিন তাঁর ঘরে যা কিছু ছিল তা সবই নিয়ে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) দরবারে হাযির হন। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, مَا أَبْقَيْتَ لِأَهْلِكَ؟ -"তোমার পরিবারের জন্য ঘরে কী পরিমাণ সম্পদ রেখে এসেছো?" আবূ বাকর (রা.) আরয করলেন, أَبْقَيْتُ لَهُمُ اللهَ وَرَسُولَهُ. -"আমি তাদের জন্য আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে রেখে এসেছি।" 'উমার (রা.) বলেন, لَا أُسَابِقُكَ إِلَى شَيْءٍ أَبَدًا. -"সে দিন থেকে আমার বিশ্বাস জন্মালো যে, আমি কখনোই আবূ বাকর (রা.) থেকে অগ্রগামী হতে পারবো না।"[৯৫]

আবূ বাকর (রা.)-এর দানের পরিমাণ ছিল চার হাজার দিরহাম। তিনিই সর্বপ্রথম দান নিয়ে উপস্থিত হয়েছিলেন।[৯৬]

বলাই বাহুল্য যে, সে দিন 'উমার (রা.) যা করেছেন, তাতে তাঁর মধ্যে প্রতিযোগিতার মনোভাব কাজ করেছিল। অবশ্যই এ প্রতিযোগিতা ভালো কাজে প্রশংসনীয়। তবে আবূ বাকর (রা.)-এর দান তাঁর চেয়ে অনেক মহৎ ছিল। তিনি সে দিন যা করেছেন, তাতে কারো সাথে প্রতিযোগিতার কোনো মনোবৃত্তি তাঁর ছিল না; তিনি কারো প্রতি না তাকিয়েই এ দান করেছিলেন, যা সত্যিই মহত্তম।[৯৭]

খ. মুসলিম বাহিনীর অধিনায়ক

এ যুদ্ধে মুসলিম বাহিনী রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নেতৃত্বে মাদীনা থেকে বের হয়ে ছানিয়্যাতুল বিদা'তে গিয়ে মিলিত হয়। এখানে পৌঁছে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বিভিন্ন ইউনিটের জন্য নেতা ও সেনাঅধিনায়ক নির্বাচন করেন এবং প্রত্যেকটি ইউনিটের জন্য আলাদা আলাদা ঝাণ্ডা তৈরি করেন। আবূ বাকর (রা.)কে দেয়া হয় সর্ববৃহৎ ইউনিটের পরিচালনা ও অধিনায়কত্বের দায়িত্ব। সবচেয়ে বড় ঝাণ্ডাটিও তাঁর হাতে তুলে দেয়া হয়।[৯৮]

---

৯৫. আবূ দাউদ, *আস-সুনান*, (কিতাবুয যাকাত), হা.নং: ১৪২৯; তিরমিযী, *আস-সুনান*, (কিতাবুল মানাকিব), হা.নং: ৩৬০৮

৯৬. ওয়াকিদী, *আল-মাগাযী*, পৃ.৯৯০; ইবনু 'আসাকির, *তারীখু দিমাশক*, খ.২,পৃ.৩৪; সালিহী, *সুবুলল হাদয়ি ওয়ার রাশাদ*, খ.৫,পৃ.৪৩৫

৯৭. ইবনু তাইমিয়্যাহ, *মাজমূ'উল ফাতাওয়া*, খ.২,পৃ.৩৫৭

৯৮. ওয়াকিদী, *আল-মাগাযী*, খ.১, পৃ.৪০০; ইবনু 'আসাকির, *তারীখু দিমাশক*, খ.২,পৃ.৩৬; সালিহী, *সুবুলুল হাদয়ি ওয়ার রাশাদ*, খ.৫,পৃ.৪৪৩

এ সফরের মধ্যে এক রাত রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কয়েক জন সাহাবীসহ একস্থানে অবস্থান করেন এবং মুসলিম বাহিনী আবূ বাকর ও ‘উমার (রা.)-এর নেতৃত্বে সামনে অগ্রসর হতে থাকেন। এ অবস্থায় কথা প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, فَإِنْ يُطِيعُوا أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ يَرْشُدُوا. -"মুসলিম বাহিনী যদি আবূ বাকর ও ‘উমার (রা.)-এর আনুগত্য করে, তা হলে সঠিক পথের সন্ধান পাবে।"[৯৯]

গ. আবূ বাকর (রা.)-এর কথায় পানির জন্য রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর দু‘আ

তাবূক যুদ্ধের বিশাল বাহিনীর জন্য সকল সাজ-সরঞ্জাম সর্বাত্মক চেষ্টা সত্ত্বেও সংগ্রহ করা সম্ভব হয়নি। বাহন এবং পাথেয় ছিল অপ্রতুল। খাদ্যসামগ্রীর অপ্রতুলতার কারণে অনেক সময় তাঁদের গাছের পাতা খেতে হয়েছিল। তা ছাড়া তীব্র গরমের মধ্যে পানির অভাবে তাঁদের গলা ফেটে যাবার উপক্রম হয়েছিল। ‘উমার (রা.) বলেন, আমরা প্রচণ্ড গরমের মধ্যে তাবুকের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হই। পথিমধ্যে আমাদের এমন ভীষণ পিপাসা অনুভূত হয় যে, আমাদের মনে হচ্ছিল যে, আমাদের গলা ফেটে যাবে। এ কারণে কেউ কেউ উপায়ান্তর না দেখে তার উটই জবাই করে ফেলেছে। তারপর তার পেট থেকে পানির থলে বের করে নিয়ে কিছু পান করেছে আর অবশিষ্ট পানি বুকের মধ্যে ঢেলেছে। এ সংকটময় মুহূর্তে আবূ বাকর (রা.) রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম)কে বললেন,

يَا رَسُولَ اللهِ، إنَّ اللهَ عز وجل قَدْ عَوَّدَكَ فِي الدُّعَاءِ خَيْرًا، فَادْعُ اللهَ لَنَا.

-"ইয়া রাসূলাল্লাহ, আল্লাহ তা‘আলা তো আপনাকে ভালো দু‘আ করতে অভ্যস্ত করেছেন। তাই আপনি আমাদের জন্য আল্লাহর নিকট দু‘আ করুন।"

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, أَتُحِبُّ ذَلِكَ؟ -"তুমি কি চাও যে আমি দু‘আ করি?" আবূ বাকর (রা.) বললেন, হ্যাঁ। এরপর রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) দু'হাত তুললেন। দু‘আ তাঁকে শেষ করতে হয়নি, ইত্যবসরে আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হয়ে অন্ধকারে ছেয়ে যায়, অতঃপর প্রচুর বৃষ্টিপাত হয়। সাহাবা কিরাম (রা.) তৃপ্তির সাথে পানি পান করে প্রয়োজনীয় পানি নিয়ে নেন।[১০০]

---

৯৯. মুসলিম, *আস-সাহীহ,* (কিতাবুল মাসাজিদ), হা.নং: ১০৯৯; ওয়াকিদী, *আল-মাগাযী,* পৃ.১০৪০

১০০. হাকিম, *আল-মুস্তাদরাক,* (কিতাবত তাহারাত), হা.নং: ৫২৩; ইবনু হিব্বান, *আস-সাহীহ,* (কিতাবত তাহারাত) হা.নং: ১৪০৪; ইবনু খুযাইমাহ, *আস-সাহীহ,* (কিতাবুল অদু), হা.নং:১০১
হাকিম (রাহ.) বলেন, এটি ইমাম বুখারী ও মুসলিম (রাহ.) প্রমুখের শর্তে উত্তীর্ণ একটি সাহীহ হাদীস।

ঘ. যুল বিজাদাইন (রা.)-এর দাফন

'আবদুল্লাহ ইবনু মাস'উদ (রা.) বলেন, তাবূক যুদ্ধের সফরে এক গভীর রাতে আমরা আমাদের অবস্থানস্থল থেকে দূরে এক প্রান্তে আগুনের শিখা দেখতে পেলাম। আমি সুরতহাল জানার জন্য সেদিকে চললাম। পৌঁছে দেখলাম যে, 'আবদুল্লাহ যুল বিজাদাইন (রা.) মারা গেছেন। তাঁর পাশেই রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম), আবূ বাকর ও 'উমার (রা.) অবস্থান করছেন। আবূ বাকর ও 'উমার (রা.) তাঁর কাব্‌র খনন করছেন, আর রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁর পাশে উপস্থিত রয়েছেন। একপর্যায়ে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আবূ বাকর ও 'উমার (রা.)কে উদ্দেশ্য করে বললেন, أَدْنِيَا إِلَيَّ أَخَاكُمَا. -"তোমরা তোমাদের ভাইকে আমার কাছে নিয়ে এসো!" তাঁরা তাঁকে রাসূলুল্লাহ (সা,)-এর কাছে নিয়ে আসলেন। এরপর যখন তাঁরা তাঁকে কবরে রাখতে প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন, তখন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, اَللّٰهُمَّ إِنِّي أَمْسَيْتُ رَاضِيًا عَنْهُ فَارْضَ عَنْهُ. -"হে আল্লাহ, আমি তো তাঁর ওপর সন্তুষ্ট হয়েছি। আপনিও তাঁর ওপর সন্তুষ্ট হোন!" এটা শুনে বর্ণনাকারী 'আবদুল্লাহ ইবনু মাস'উদ (রা.) বলে ওঠেন, يَا لَيْتَنِي! كُنْتُ صَاحِبَ الْحُفْرَةِ. -"হায়! আমি যদি এ কবরের অধিবাসী হতাম!"[১০১]

এরপর যুল বিজাদাইন (রা.)কে যখন কাবরে রাখা হলো, তখন আবূ বাকর (রা.) বললেন,

بِسْمِ اللهِ ، وَعَلَى مِلَّةِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَبِالْيَقِينِ بِالْبَعْثِ بَعْدَ الْمَوْتِ.

> -"আল্লাহর নামে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর দীন এবং মৃত্যুর পর পুনরুত্থানের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস নিয়েই রাখছি।"[১০২]

১৬. আমীরুল হাজ্জরূপে আবূ বাকর (রা.)

হিজরী ৮ম সনে মাক্কাতুল মুকাররামা বিজিত হয়। এ বছর মাক্কার আমীর 'আত্তাব ইবনু আসীদ (রা.)-এর নেতৃত্বে মুসলিমগণ হাজ্জ আদায় করেন। তবে এ বছর

---

১০১. ইবনু হিশাম, *আস-সীরাতুন নাবাবিয়্যাহ,* খ.২,পৃ.৫২৭; ইবনু কাছীর, *আস-সীরাতুন নাবাবিয়্যাহ,* খ.৪,পৃ.৩৩; ওয়াকিদী, *আল-মাগাযী,* পৃ.১০১২; সুহায়লী, *আর-রাওদুল উনুফ,* খ.৪,পৃ.৩০৩; ইবনুল কাইয়িম, *যাদুল মা'আদ,* খ.৩,পৃ.৪৭১

১০২. 'আবদুর রাযযাক, *আল-মুছান্নাফ,* হা.নং: ৬৪৬৪

মুশরিকরাও তাদের নিয়মে হাজ্জ আদায় করে। মুশরিকরাও মুসলিমদের বিরুদ্ধে কোনো আপত্তি তোলেনি, মুসলিমগণও মুশরিকদের বিরুদ্ধে কিছু বলেননি। পরবর্তী বৎসর হাজ্জের মওসুম আসলে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হাজ্জ করতে ইচ্ছে করেছিলেন; তবে প্রথমত, তিনি ভাবলেন, পবিত্র বাইতুল্লাহকে আজো সম্পূর্ণরূপে পবিত্র করা সম্ভব হয়নি; মুশরিকরা এখনও উলঙ্গ অবস্থায় বাইতুল্লাহর তাওয়াফ করে। তাই এমতাবস্থায় তাঁর হাজ্জে গমন করা সমীচীন হবে না। দ্বিতীয়ত, তাবূক থেকে প্রত্যাগমন করার পর আরবের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে প্রতিনিধি দল অনবরত এভাবে আসছিল যে, মাদীনা থেকে বাইরে যাওয়া তাঁর পক্ষে সম্ভব ছিল না। তাঁদেরকে দীনে ইসলামে দীক্ষিত করা এবং প্রয়োজনীয় শিক্ষা দেয়া অতীব জরুরী হয়ে পড়েছিল। তাই তিনি এ বৎসর (অর্থাৎ হিজরী ৯ম সনে) যুলকা'দাহ মাসের শেষ দিকে অথবা যুলহাজ্জ মাসের প্রথম দিকে[১০৩] তাঁর স্থলে আবূ বাকর (রা.) কে হাজ্জের আমীর বানিয়ে তিন শত সাহাবীর একটি দলকে হাজ্জের উদ্দেশ্য রওয়ানা করে দেন। দলের সাথে কুরবানীর জন্য বিশটি উট ছিল। আবূ বাকর (রা.) নিজেও কুরবানীর জন্য পাঁচটি উট নিয়েছিলেন।[১০৪] এভাবে আবূ বাকর (রা.) প্রথম 'আমীরুল হাজ্জ' উপাধি পাবার সৌভাগ্য লাভ করলেন।

আবূ বাকর (রা.) রওয়ানা হওয়ার পর সূরা বারা'আতের প্রথম দিকের কয়েকটি আয়াত নাযিল হয়। এগুলোতে বলা হয় যে, এ বছরের পর মুশরিকরা মাসজিদে হারামের নিকট যেতে পারবে না এবং উলঙ্গ হয়ে বাইতুল্লাহ তাওয়াফ করতে পারবে না। আর মুশরিকদের সাথে কৃত অঙ্গীকারগুলো নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত পূর্ণ করা হবে। হাজ্জের সময় এ কথাগুলো ঘোষণা করা জরুরী ছিল। তাই রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) 'আলী (রা.)কে এ আয়াতগুলো দিয়ে তাঁর উষ্ট্রী 'আদবা'র ওপর সওয়ার করিয়ে রওয়ানা করে দিলেন এবং বলে দিলেন যে, হাজ্জের পর কুরবানীর দিন সবাইকে এ আয়াতগুলো শুনিয়ে দেবে। 'আলী রওয়ানা হলেন। আবূ বাকর (রা.) মাত্র 'আরজ, মতান্তরে দাজনান[১০৫] বা যুলহুলাইফা নামক স্থানে পৌঁছেছেন, এমনি সময় পেছন থেকে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর উষ্ট্রী 'আদবা'র আওয়ায শুনতে পেলেন। এ আওয়াযের সাথে আবূ বাকর (রা.) পূর্ব থেকেই পরিচিত ছিলেন। তাই সাথে সাথে পেছনের দিকে ফিরে তাকালেন। দেখতে পেলেন, 'আলী (রা.) উষ্ট্রীর ওপর চড়ে আসছেন। তখন আবূ বাকর (রা.) ভাবলেন, সম্ভবত মাদীনা থেকে তাঁর রওয়ানা হওয়ার পর কোনো ওহী নাযিল হয়েছে। ফলে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হাজ্জের নেতৃত্ব সম্পর্কে তাঁর মত পরিবর্তন করেছেন। তিনি 'আলী (রা.)কে জিজ্ঞেস

---

১০৩. বাইহাকী, *আস-সুনানুল কুবরা*, খ.৫,পৃ.১৬৬
১০৪. ইবনুল কাইয়িম, *যাদুল মা'আদ*, খ.৩,পৃ.৫১৮
১০৫. ইবনুল কাইয়িম, *যাদুল মা'আদ*, খ.১,পৃ.১২২; সালিহী, *সুবুলল হাদয়ি ওয়ার রাশাদ*, খ.১২,পৃ.৭৪

করলেন, أَمِيرٌ أَوْ مَأْمُورٌ ؟ -"আপনি আমীর হিসাবে, না মা'মূর (আমীরের অধীন) হয়ে আগমন করেছেন।" 'আলী (রা.) জবাব দিলেন, بَلْ مَأْمُورٌ -"না, আমি অধীন হয়েই এসেছি।"[১০৬] অন্য রিওয়ায়াতে এসেছে, لَا، وَلَكِنْ بَعَثَنِي أَقْرَأُ بَرَاءَةً عَلَى النَّاسِ، وَأَنْبِذُ إِلَى كُلِّ ذِي عَهْدٍ عَهْدَهُ. -"না, সূরা বারা'আত লোকদের পড়ে শুনিয়ে দিতে এবং চুক্তিবদ্ধদেরকে চুক্তি রহিতকরণের বিষয় জানানোর জন্য রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমাকে প্রেরণ করেছেন।"[১০৭] এরপর তাঁরা উভয়ে রওয়ানা হলেন। হাজ্জের সময় আবূ বাকর (রা.) তারবিয়াহ, 'আরাফাহ ও কুরবানীর দিন হাজ্জের আমীর হিসাবে খুতবা প্রদান করেন। আর 'আলী (রা.) প্রত্যেকটি স্থানে তাঁর সাথেই ছিলেন এবং তিনি সূরা বারা'আতের উপর্যুক্ত আয়াতসমূহ লোকদের পাঠ করে শুনাতেন। ১০ই যুলহাজ্জ কুরবানীর দিন 'আলী (রা.) জামরার পাশে দাঁড়িয়ে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নির্দেশ অনুযায়ী সকল প্রকার চুক্তি সমাপ্তির কথা ঘোষণা করেন। মুশরিকদের চার মাসের সময় দেয়া হয়। যাদের সাথে কোনো চুক্তি ছিল না, তাদেরকেও চার মাসের সময় দেয়া হয়। তবে মুসলিমদের সাথে যেসব মুশরিক চুক্তি পালনে কোনো রূপ ত্রুটি করেনি এবং মুসলিমদের বিরুদ্ধে অন্যদের সাহায্য করেনি, তাদের চুক্তিপত্র নির্দিষ্ট মেয়াদ পর্যন্ত বলবৎ রাখা হয়।[১০৮]

আবূ বাকর (রা.) একদল সাহাবীকে পাঠিয়ে এ সাধারণ ঘোষণা প্রচার করেন যে, ভবিষ্যতে কোনো মুশরিক হাজ্জ করতে পারবে না এবং কেউ নগ্ন অবস্থায় বাইতুল্লাহ তাওয়াফ করতে পারবে না। এ ঘোষণাকারীদের মধ্যে আবূ হুরাইরা (রা.)ও ছিলেন। তিনি এতো উচ্চস্বরে ঘোষণা করতেন যে, তাঁর গলার স্বর বসে যেত।[১০৯]

এ ঘোষণা ছিল, প্রকৃত পক্ষে জাযীরাতুল আরব থেকে পৌত্তলিকতা অবসানের চূড়ান্ত পদক্ষেপ। এ ঘোষণা শুনে মাক্কার যেসব লোক তখনো শিরকের ওপর দৃঢ় ছিল, তারাও ইসলামে প্রবেশ করলো এবং সর্বদিক থেকে বিভিন্ন গোত্র দলে দলে এসে মুসলিম হতে লাগলো।[১১০]

উল্লেখ্য, রক্ত এবং ধন-সম্পদ সম্পর্কিত অঙ্গীকারের ক্ষেত্রে এটাই আরবদের রীতি ছিল, চুক্তির কোনো পক্ষ তা রহিত করতে চাইলে, তা সে নিজে এ রহিত করার

---

১০৬. ইবনুল কাইয়িম, *যাদুল মা'আদ*, খ.৩,পৃ.৫১৮

১০৭. ইবনু সা'দ, *আত-তাবাকাতুল কুবরা*, খ.২,পৃ.১৬৮

১০৮. ইবনু কাছীর, *আস-সীরাতুন নাবাবিয়্যাহ*, খ.৪.পৃ.৬৯; ইবনুল কাইয়িম, *যাদুল মা'আদ*, খ.৩,পৃ.৫১৮

১০৯. বুখারী, *আস-সাহীহ*, হা.নং: ৩৫৬, ১৫১৭, ২৯৪১, ৪০১৫; মুসলিম, *আস-সাহীহ*, হা.নং: ২৪০১; ইবনু সা'দ, *আত-তাবাকাতুল কুবরা*, খ.২,পৃ.১৬৯; আবূ শাহবাহ, *আস-সীরাতুন নাবাবিয়্যাহ*, খ.২,পৃ.৫৩৭

১১০. কিলা'জী, *কিরা'আতুন সিয়াসিয়্যাতুন লিস- সীরাতিন নাবাবিয়্যাহ*, পৃ.২৮৩

ঘোষণা দেবে অথবা নিজের গোত্রের কাউকে দিয়ে ঘোষণা করাবে। বংশের বাইরের কোনো লোককে দিয়ে ঘোষণা করানো হলে তা মানা হতো না। সম্ভবত এ কারণেই উপর্যুক্ত ঘোষণা দেয়ার জন্য রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) 'আলী (রা.)কেই বেছে নিয়েছিলেন।[১১১] রাফিদীরা মনে করে যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আবূ বাকর (রা.)কে আমীরে হাজ্জ করে পাঠানোর পর 'আলী (রা.)কে প্রেরণ করে মূলত আবূ বাকর (রা.)কে পদচ্যুত করেছিলেন। তাই এ ঘটনা থেকে বুঝা যায় যে, 'আলী (রা.) আবূ বাকর (রা.)-এর চেয়ে খিলাফাতের অধিকার হকদার ছিলেন। তাদের এ দাবীর মধ্যে সত্যের লেশও নেই বলা চলে।[১১২] তারা এতোই পক্ষপাতদুষ্ট যে, আবূ বাকর (রা.)-এর এ কথার প্রতি সামান্যতমও নজর দেয়ার প্রয়োজনীয়তা তারা উপলব্ধি করেনি, আবূ বাকর (রা.) 'আলী (রা.)কে জিজ্ঞেস করেছিলেন যে, আপনি কি আমীর হিসাবে, না মা'মূর (অধীন) হয়ে আগমন করেছেন? তিনি জবাব দিয়েছিলেন, মা'মুর হিসেবেই আগমন করেছি। তা হলে মা'মূর (অধীন) কিভাবে আমীরের চেয়ে খিলাফাতের অধিক হকদার হয়ে থাকে।[১১৩]

১৭. বিদায় হাজ্জ

হিজরী ১০ম সনে যুলকা'দাহ মাসে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হাজ্জের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হন। এটাকেই 'বিদায় হাজ্জ' বলা হয়। আবূ বাকর (রা.)ও এই সফরে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সাথে ছিলেন। এ সফরের একটি বৈশিষ্ট্য ছিল এই যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ও আবূ বাকর (রা.)-এর যাবতীয় মালপত্র আবূ বাকর (রা.)-এর উটের ওপর বোঝাই হয়েছিল। এ সফর প্রসঙ্গে আসমা' বিনতু আবী বাকর (রা.) বলেন, আমরা সকলে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সাথে হাজ্জের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়েছিলাম। একটি উটের ওপর রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এবং আবূ বাকর (রা.)-এর মালপত্র বোঝাই করা হয়েছিল। 'আরজ নামক স্থানে পৌঁছে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বাহন থেকে নেমে বসলেন। 'আয়িশা (রা.) তাঁর পাশে বসেছিলেন এবং আমি আমার পিতার পাশে বসেছিলাম। যে উটের ওপর মালপত্র বোঝাই করা হয়েছিল, আবূ বাকর (রা.)-এর একজন গোলামের ওপর তার রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব ছিল। আবূ বাকর (রা.) বেশ কিছুক্ষণ ধরে তার আগমনের জন্য অপেক্ষা করছিলেন। যখন সে আসলো, সে একাই ছিল, তার সাথে কোনো উট ছিল না।

---

১১১. ইবনু কাছীর, *আস-সীরাতুন নাবাবিয়্যাহ,* খ.৪.পৃ.৬৯; সালিহী, *সুবুলল হাদয়ি ওয়ার রাশাদ,* খ.১২,পৃ.৭৫; ইবনুল কাইয়িম, *যাদুল মা'আদ,* খ.১,পৃ.১২২

১১২. ইবনুল কাইয়িম, *যাদুল মা'আদ,* খ.১,পৃ.১২৩

১১৩. আবূ শাহবাহ, *আস-সীরাতুন নাবাবিয়্যাহ,* খ.২,পৃ.৫৪০

আবূ বাকর (রা.) তাকে জিজ্ঞেস করলেন, উট কোথায়? সে উত্তর দিল, أَضْلَلْتُهُ الْبَارِحَةَ - "গতকালই উটটি হারিয়ে ফেলেছি।" আবূ বাকর (রা.) বললেন, بَعِيرٌ وَاحِدٌ تُضِلُّهُ - "একটি মাত্র উট ছিল, তাও তুমি হারিয়ে ফেললে?" এই বলে তিনি গোলামটিকে প্রহার করতে শুরু করলেন। আর রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তা দেখে মৃদু হেসে বললেন, انْظُرُوا إِلَى هَذَا الْمُحْرِمِ مَا يَصْنَعُ -" দেখো, এ মুহরিম কী করছে!"[১১৪]

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মৃদু হেসে শুধু এতোটুকুই বললেন; কিন্তু আবূ বাকর (রা.)কে প্রহার থেকে বারণ করলেন না। এতে প্রতীয়মান হয় যে, আবূ বাকর (রা.) গোলামটিকে কঠোরভাবে প্রহার করেননি; বরং এমনিতে দু'চারটি চড় লাগিয়েছিলেন মাত্র।

এ হাজ্জে 'আরাফাতের ময়দানে লক্ষাধিক লোকের সামনে যখন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) খুতবা দিচ্ছিলেন, সে এক অপূর্ব দৃশ্য! সাফল্যের মহিমায় রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর মুখমণ্ডল সেদিন এক অপূর্ব জ্যোতিতে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠলো। গভীর ভাবাবেগে তিনি বলে ওঠলেন, اللَّهُمَّ هَلْ بَلَّغْتُ، اللَّهُمَّ هَلْ بَلَّغْتُ -"হে আল্লাহ, আমি কি আপনার বাণী সকলকে পৌঁছে দিতে পেরেছি? হে আল্লাহ, আমি কী আপনার বাণী সকলকে পৌঁছে দিতে পেরেছি?" লক্ষ কণ্ঠে ধ্বনিত হলো, نَعَمْ -"নিশ্চয়, নিশ্চয়।" রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আবার ওপরের দিকে মুখ তুলে বলতে লাগলেন, اللَّهُمَّ اشْهَدْ-"হে আল্লাহ, আপনি সাক্ষী থাকুন! এরা বলছে, আমি আপনার বাণী পৌঁছে দিয়েছি।"[১১৫] আবূ বাকর (রা.)-এর অন্তরে তখন যে কী ভাবের উদয় হয়েছিল, তা শুধু অনুভব করবারই বিষয়। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর এ কৃতকার্যতায় তাঁরও মনে কী এ জিজ্ঞাসা জাগ্রত হচ্ছিল যে, "হে আল্লাহ, আপনার রাসূলের প্রতি আমি কি আমার কর্তব্য ও দায়িত্ব পরিপূর্ণরূপে পালন করতে পেরেছি?" এ প্রশ্নের উত্তর চাইবার সাহস হয়তো তাঁর ছিল না; কিন্তু সবার আড়ালে তাঁর জীবনব্যাপী ত্যাগ ও সেবা নীরবে মুখ লুকিয়ে রইলো।

খিলাফাতপূর্ব মাদানী জীবনের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা

আবূ বাকর (রা.) তাঁর মাদানী জীবনেও ব্যক্তিগত পর্যায়ে এবং রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইসলাম ও মুসলিমদের কল্যাণে যে সব কর্মকাণ্ড করেছেন, তা সবই চিরকাল উজ্জ্বল আদর্শ হয়ে থাকবে এবং যুগ যুগ ধরে উম্মাতের লোকদেরকে সত্য ও ন্যায় প্রতিষ্ঠার কাজে অনুপ্রেরণা যোগাবে। এ ধরনের কয়েকটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা নিম্নে বিবৃত হলো-

---

১১৪. আবূ দাউদ, *আস-সুনান,* (কিতাবুল মানাসিক), হা.নং: ১৫৫২; ইবনু মাজাহ, *আস-সুনান,* (কিতাবুল মানাসিক), হা.নং: ২৯২৪; আহমাদ, *আল-মুসনাদ,* হা.নং: ২৫৬৭৯

১১৫. বুখারী, *আস-সাহীহ,* (কিতাবুল হাজ্জ), হা.নং: ১৬২৩, ১৬২৫

ক. ইয়াহুদী 'আলিম ফিনহাসের বিদ্রূপ ও আবূ বাকর (রা.)-এর প্রতিবিধান

আবূ বাকর (রা.) ছিলেন স্বভাবত খুবই শান্ত প্রকৃতির মানুষ। নিজে কখনো কারো ধর্মের প্রতি বিদ্রূপ বা নিন্দা করে বিবাদ সৃষ্টি করা পছন্দ করতেন না; কিন্তু কোনো ইয়াহুদী বা মুনাফিক কখনো ইসলামের প্রতি কটাক্ষ বা ঠাট্টা-বিদ্রূপ করলে তাও তিনি বরদাশত করতে পারতেন না।

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মাদীনায় হিজরাত করে আসার পর ইয়াহুদীদের সাথে একটি সমঝোতা চুক্তি সম্পাদন করেন। এর শর্তগুলোর মধ্যে একটি শর্ত এও ছিল যে, উভয় সম্প্রদায়ের লোকেরা নিজ নিজ ধর্মকর্মগুলো স্বাধীনভাবে পালন করতে পারবে। প্রথমে ইয়াহুদীদের এ ধারণা ছিল যে, মুসলিমদেরকে কৌশলে আয়ত্তে আনতে পারলে এদেরকে আওস ও খাযরাজ গোত্রদ্বয়ের বিরুদ্ধে অস্ত্রস্বরূপ ব্যবহার করা যাবে। কিন্তু তাদের সে আশা পূরণ হলো না। ধর্মীয় ও ভ্রাতৃত্ব বন্ধনের ফলে মুহাজির ও আনসারগণের মধ্যে প্রীতি ও বন্ধুত্বের বন্ধন দৃঢ়তর হতে লাগল। আওস ও খাযরাজের মধ্যকার প্রাচীন শত্রুতা চিরতরে লোপ পেয়ে তাদের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব জমে ওঠল। এটা দেখে ইয়াহুদীরা আর সহ্য করতে পারলো না। তারা মুসলিমদের বিরুদ্ধে আদাজল খেয়ে লেগে গেল এবং ইসলাম সম্বন্ধে নানা প্রকার ঠাট্টা-বিদ্রূপ করতে লাগল।

একদিন কতিপয় ইয়াহুদী তাদের ধর্মীয় শিক্ষায়তনে তাদের 'আলিম ফিনহাসের সাথে আলাপ-আলোচনায় রত ছিল। এমন সময় ঘটনাক্রমে আবূ বাকর (রা.) সে পথে কোথাও যাচ্ছিলেন। কয়েকজন ইয়াহুদীকে একত্রিত দেখে তিনি একে তাবলীগের জন্য সুবর্ণ সুযোগ মনে করলেন। তাই তিনি তাদের নিকট গিয়ে ফিনহাসকে সম্বোধন করে বললেন,

وَيْحَك يَا فِنْحَاصُ، اتَّقِ اللهَ وَأَسْلِمْ ، فَوَاللهِ إِنَّك لَتَعْلَمُ أَنَّ مُحَمَّدًا لَرَسُولُ اللهِ قَدْ جَاءَكُمْ بِالْحَقِّ مِنْ عِنْدِهِ تَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَكُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ.

-"ফিনহাস, ধিক তোমাকে! আল্লাহকে ভয় কর এবং ইসলাম গ্রহণ কর! আল্লাহর কসম! তুমি অবশ্যই জানো যে, মুহাম্মাদ আল্লাহর রাসূল। তিনি আল্লাহ তা'আলার নিকট থেকে সত্যের বাণী নিয়ে আগমন করেছেন। এ কথা তোমরা তোমাদের আসমানী কিতাব তাওরাত ও ইঞ্জীলে লিখিত দেখতে পাও।"

এ কথা শুনে ফিনহাস আবূ বাকর (রা.)কে বললো,

وَاللهِ يَا أَبَا بَكْرٍ، مَا بِنَا إِلَى اللهِ مِنْ فَقْرٍ؛ لِأَنَّهُ إِلَيْنَا لَفَقِيرٌ، وَمَا نَتَضَرَّعُ إِلَيْهِ كَمَا يَتَضَرَّعُ إِلَيْنَا، وَإِنَّا عَنْهُ لَأَغْنِيَاءُ وَمَا هُوَ عَنَّا بِغَنِيٍّ، وَلَوْ كَانَ عَنَّا غَنِيًّا مَا اسْتَقْرَضَنَا أَمْوَالَنَا كَمَا يَزْعُمُ صَاحِبُكُمْ، يَنْهَاكُمْ عَنْ الرِّبَا وَيُعْطِينَاهُ، وَلَوْ كَانَ عَنَّا غَنِيًّا مَا أَعْطَانَا الرِّبَا.

-"আবূ বাকর, আল্লাহর কাসাম! আল্লাহর নিকট আমাদের কোনো প্রয়োজন নেই; বরং আল্লাহই আমাদের নিকট মুখাপেক্ষী। আমরা কোনো মতলবে তাঁর নিকট প্রার্থনা করি না; বরং আল্লাহই আমাদের নিকট প্রার্থনা করতে বাধ্য। আমরা তাঁর নিকট সাহায্যের মুখাপেক্ষী নই; কিন্তু আল্লাহ আমাদের সাহায্য ছাড়া চলতে পারেন না। আমাদের সাহায্য ব্যতীত তাঁর চলার উপায় থাকলে তিনি কখনো আমাদের নিকট ধার চাইতেন না। যেমন তোমাদের রাসূল ধারণা করে থাকেন, আল্লাহ তোমাদেরকে সুদ গ্রহণ করতে নিষেধ করেন। অথচ তিনি নিজেই আমাদেরকে সুদ দিয়ে থাকেন। তিনি অভাবমুক্ত হলে আমাদেরকে সুদ দেবেন কেন?"[১১৬]

আল্লাহ তা'আলার কালামের প্রতি ফিনহাসের এরূপ বিদ্রুপ ও ব্যঙ্গোক্তি করা আবূ বাকর (রা.) সহ্য করতে পারলেন না। তৎক্ষণাৎ তিনি ফিনহাসের গালে এমন জোরে চপেটাঘাত করলেন যে, মারদূদ ইয়াহুদী ধরাশায়ী হয়ে গেল। অতঃপর তিনি বললেন,

وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْلَا الْعَهْدُ الَّذِي بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ لَضَرَبْتُ رَأْسَكَ، أَيْ عَدُوَّ اللهِ.

-"হে আল্লাহর শত্রু, সে যাতের কাসাম, যার হাতে আমার জীবন রয়েছে! যদি আমাদের ও তোমাদের মধ্যে শান্তিচুক্তি সম্পাদিত না থাকতো, তবে আমি আজ তোমার গর্দান উড়িয়ে দিতাম।"

এ ঘটনার পর ফিনহাস রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নিকট উপস্থিত হয়ে নালিশ দায়ির করলো এবং বললো, "মুহাম্মাদ, দেখো ! তোমার সাথী আমার সাথে কিরূপ আচরণ করেছে!" রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আবূ বাকর (রা.)কে জিজ্ঞেস করলেন, "কী ব্যাপার! এ আচরণ কেন করলেন?" আবূ বাকর (রা.) জবাব দিলেন, "ইয়া রাসূলাল্লাহ! আল্লাহর শত্রু একটি জঘন্য কথা বলেছে। তার ধারণা, আল্লাহ হলেন নিঃস্ব আর তারা হলো ধনী। সে যখন এ কথা বললো, তখন আমি তা বরদাশত করতে পারিনি এবং এ কারণেই আমি তার চেহারায় চপেটাঘাত করেছি।" ফিনহাস আবূ বাকর (রা.)-এর এ কথা অস্বীকার করলো এবং বললো, সে এ কথা বলেনি। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা ফিনহাসের বক্তব্যকে মিথ্যা এবং আবূ বাকর (রা.)-

---

১১৬. ফিনহাস এ কথা বলে আল্লাহ তা'আলার এ বাণীর দিকে ইঙ্গিত করেছেন,

﴿مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً﴾

-"এমন ব্যক্তি কেউ আছে কি, যে আল্লাহ তা'আলাকে কর্জে হাসানাহ দান করবে? সে কর্জের বিনিময়ে আল্লাহ তাকে বহু গুণে বর্ধিত করে দেবেন।" (আল-কুর'আন, ২ (সূরা আল-বাকারাহ): ২৪৫)

এর কথাকে সত্য প্রমাণিত করতে নাযিল করলেন-

﴿ لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِيَاءُ سَنَكْتُبُ مَا قَالُوا وَقَتْلَهُمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَنَقُولُ ذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ ﴾

-"নিঃসন্দেহে আল্লাহ তা'আলা তাদের কথা শুনেছেন, যারা বলেছে যে, আল্লাহ হচ্ছেন অভাবগ্রস্ত আর আমরা বিত্তবান। এখন আমি তাদের কথা এবং যে সব নাবীকে তারা অন্যায়ভাবে হত্যা করেছে তা লিখে রাখবো। অতঃপর বলবো, 'আস্বাদন কর জ্বলন্ত আগুনের আযাব।"[১১৭]

আল্লাহ তা'আলা উদ্ভূত পরিস্থিতিতে আবূ বাকর (রা.)-এর রাগ ও আচরণ প্রসঙ্গে বলেন,

﴿ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ ﴾

-"...এবং অবশ্য তোমরা শুনবে পূর্ববর্তী আহলে কিতাবদের কাছে এবং মুশরিকদের কাছে বহু অশোভন উক্তি। যদি তোমরা ধৈর্য ধারণ কর এবং সতর্ক হও, তবেই তা হবে একান্ত দৃঢ়চিত্তের ব্যাপার।" (আল-কুর'আন, ৩ সূরা আলে 'ইমরান : ১৮৬)[১১৮]

খ. ইফ্‌কের ঘটনা ও আবূ বাকর (রা.)-এর পরীক্ষা

বানুল মুস্তালিক যুদ্ধ থেকে ফিরে আসার সময় একটি দুঃখজনক ঘটনা সংঘটিত হয়, যা ইসলামের ইতিহাসে ইফকের ঘটনা নামে খ্যাত। এ ঘটনাটি যদিও উম্মুল মু'মিনীন 'আয়িশা (রা.)-এর সাথে সম্পর্কিত; কিন্তু এর কিছু ব্যাপার তাঁর পিতা আবূ বাকর (রা.)-এর সাথেও জড়িত। তাই এখানে এ ঘটনাটি সংক্ষেপে উল্লেখ করা হলো।

এ যুদ্ধে 'আয়িশা (রা.) রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সফরসঙ্গিনী ছিলেন। ফেরার পথে এক জায়গায় যাত্রাবিরতি করা হয়। রাতের শেষভাগে তিনি ইস্তিনজা করতে যান। ফিরে এসে দেখতে পান যে, তাঁর গলায় হার নেই। ইস্তিনজার জায়গায় কিংবা পথে কোথাও পড়ে গেছে মনে করে তিনি সাথে সাথে তা খুঁজতে বের হন। ফিরে এসে দেখলেন যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ও তাঁর সাহাবীগণ মাদীনার পথে রওয়ানা হয়ে গেছেন। ময়দান একেবারে ফাঁকা। তিনি

---

১১৭. আল-কুর'আন, ৩ (সূরা আলে 'ইমরান): ১৮১

১১৮. ইবনু হিশাম, *আস-সীরাতুন নাবাবিয়্যাহ,* খ.১,পৃ.৫৫৮; সুহায়লী, *আর-রাওদুল উনুফ,* খ.১,পৃ ৪১৮-৯; ইবনু সাইয়্যিদিন নাস, *'উয়ূনুল আছার,* খ.১,পৃ.২৮৫

তখন এ ভেবে বসে পড়লেন, তাঁকে না পেয়ে নিশ্চয়ই কেউ খুঁজতে আসবে। সাফওয়ান ইবনু মু'আত্তাল (রা.), যিনি অত্যন্ত ঘুমকাতুরে লোক ছিলেন এবং সেনাবাহিনীর পেছনের অংশে ঘুমিয়ে ছিলেন, তিনিও কাফিলার পেছনে রয়ে যান। তিনি 'আয়িশা (রা.)কে দেখেই বিস্ময়াভিভূত হন এবং তৎক্ষণাৎ নিজের উট থেকে অবতরণ করে তাঁকে উটের পিঠে বসান। অতঃপর তিনি চুপচাপ উটের রশি ধরে পায়ে হেঁটে কাফিলার সাথে গিয়ে মিলিত হন।

মুনাফিকরা সর্বদা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)কে লোকচক্ষে হেয় প্রতিপন্ন করার সুযোগ খুঁজে বেড়াতো। তারা এ ঘটনাকে সুবর্ণ সুযোগ মনে করে 'আয়িশা (রা.)-এর বিরুদ্ধে দুর্নাম রটাতে আরম্ভ করলো। আবূ বাকর (রা.)-এর জন্য এটি ছিল একটি মহাপরীক্ষা এবং দুঃখজনক ব্যাপার। কিন্তু আবূ বাকর (রা.) এ মহাপরীক্ষায় অত্যন্ত ধৈর্যের পরিচয় দেন এবং নীরবে অবস্থা পর্যবেক্ষণ করতে থাকেন।

'আয়িশা (রা.) বলেন, এ অপবাদ ছড়িয়ে পড়ার পর রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমার নিকট এসে বললেন,

> أَمَّا بَعْدُ، يَا عَائِشَةُ، إِنَّهُ بَلَغَنِي عَنْكِ كَذَا وَكَذَا، فَإِنْ كُنْتِ بَرِيئَةً فَسَيُبَرِّئُكِ اللهُ، وَإِنْ كُنْتِ أَلْمَمْتِ بِذَنْبٍ فَاسْتَغْفِرِي اللهَ وَتُوبِي إِلَيْهِ، فَإِنَّ الْعَبْدَ إِذَا اعْتَرَفَ ثُمَّ تَابَ تَابَ اللهُ عَلَيْهِ.
>
> -" 'আয়িশা, তোমার সম্পর্কে এরূপ দুর্নাম আমার কানে পৌঁছেছে। তুমি এ ব্যাপারে নির্দোষ হলে আল্লাহ তা'আলা অচিরেই তোমার পবিত্রতা ঘোষণা করে দেবেন। আর যদি সত্যিই তোমার পদস্খলন হয়ে থাকে, তবে আল্লাহ তা'আলার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর ও তাওবা কর। কেননা বান্দাহ কোনো গুনাহ করার পর যদি তা স্বীকার করে তাওবা করে, তবে আল্লাহ তা'আলা তার তাওবা কাবুল করে থাকেন।"

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর মুখে এ কথা শুনে দুঃখ ও ক্ষোভে আমার অশ্রু এমনভাবে শুকিয়ে গেল যে, এক বিন্দু অশ্রুও চোখ থেকে নির্গত হলো না। এরপর আমি এ ঘটনা আমার পিতার নিকট বর্ণনা করলাম এবং আমার পক্ষ থেকে জবাব দেওয়ার কথা বললাম। তিনি বললেন, وَاللهِ مَا أَدْرِي مَا أَقُولُ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. -"আল্লাহর কাসাম, আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে কী উত্তর দেবো বুঝতে পারছি না।"[১১৯] অবশেষে 'আয়িশা (রা.)-এর পবিত্রতা ঘোষণা করে আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে ওহী নাযিল হয়। এতে প্রকারান্তরে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ও আবূ বাকর (রা.)-এর পবিত্রতাও ঘোষিত হলো। যেমন,

---

১১৯. বুখারী, *আস-সাহীহ*, (কিতাবুল মাগাযী), হা.নং: ৩৮২৬

আল্লাহ্ তা'আলা তাঁদের সকলকেই শামিল করেই বলেছেন, (أُولَئِكَ مُبَرَّءُونَ مِمَّا يَقُولُونَ)-"তাঁরা সকলেই দুর্নাম রটনাকারীদের অপবাদ থেকে পবিত্র।"[১২০] কেননা অপবাদের ঘটনা যদি نعوذ بالله সত্য বলে প্রমাণিত হতো, তবে এতে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এবং আবূ বাকর (রা.) কলুষিত হতেন। বস্তুত এরূপ ক্ষেত্রে নারীর স্বামী ও পিতা দুজনকেই নিন্দনীয় ও দূষণীয় মনে করা হয়ে থাকে।

এ ঘটনায় আবূ বাকর (রা.)-এর জন্য সর্বাপেক্ষা অসহনীয় ব্যাপার ছিল এই যে, মিস্‌তাহ ইবনু উছাছাহ (রা.) ছিলেন তাঁর একান্ত আত্মীয় ও অত্যন্ত অভাবগ্রস্ত। আবূ বাকর (রা.) তাঁকে নিয়মিত আর্থিক সাহায্য দান করতেন। এ অপবাদ রটানোর কাজে তিনিও মুনাফিকদের সাথে পুরোভাগে ছিলেন। এ ঘটনার পর তিনি মিসতাহ (রা.)-এর ওপর এতো বেশি অসন্তুষ্ট হয়ে যান যে, তিনি তাঁর সাহায্য বন্ধ করে দেন এবং ভবিষ্যতে আর কখনো দেবেন না বলে কাসাম করেন। কিন্তু আল্লাহ তা'আলার নিকট তাঁর এ প্রতিজ্ঞা পছন্দ হয়নি। তাই তিনি নাযিল করলেন,

> (وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ)
>
> -"তোমাদের মধ্যে যারা মর্যাদা ও আর্থিক প্রাচুর্যের অধিকারী, তারা যেন কাসাম না খায় যে, তারা আত্মীয়-স্বজনকে, অভাবগ্রস্তকে এবং আল্লাহর পথে হিজরাতকারীদেরকে কিছুই দেবে না। তাদের ক্ষমা করে দেয়া ও দোষ-ত্রুটি উপেক্ষা করা উচিত। তোমরা কি কামনা কর না যে, আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে ক্ষমা করে দেবেন? আল্লাহ ক্ষমাশীল ও পরম করুণাময়।"[১২১]

এ আয়াত নাযিল হবার পর আবূ বাকর (রা.) অত্যন্ত লজ্জিত হন এবং বলেন, আমি অবশ্যই মিস্‌তাহ (রা.)কে দান করবো। কেননা আল্লাহ তা'আলার দয়া ও ক্ষমাই আমার অধিক কাম্য। অতঃপর তিনি পুনরায় মিসতাহ (রা.)কে আর্থিক সাহায্য দিতে শুরু করেন।[১২২]

গ. তায়াম্মুমের বিধান ও আবূ বাকর (রা.)-এর পরিজনের অবদান

'আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সাথে এক সফরে বের হয়েছিলাম। যখন আমরা বায়দা'

---

১২০. আল-কুর'আন, ২৪ (সূরা আন-নূর) : ২৬
১২১. আল-কুর'আন, ২৪ (সূরা আন-নূর) : ২২
১২২. বুখারী, *আস-সাহীহ,* (কিতাবুল মাগাযী), হা.নং: ৩৮২৬

অথবা যাতুল জায়শ নামক জায়গায় পৌঁছি, তখন আমার হার হারিয়ে যায়।[১২৩] এটা খোঁজ

---

১২৩. ইবনু সা'দ, ইবনু হিব্বান, নাবাবী ও ইবনু 'আবদিল বারর (রা.) প্রমুখ মুহাদ্দিস ও ঐতিহাসিকের মতে- এ ঘটনাটিও বানুল মুস্তালিকের যুদ্ধের সময় ঘটে। (ইবনু হাজার, *ফাতহুল বারী,* খ.২,পৃ.২৩) ইয়াকূত আল-হামাভীও যাতুল জায়শের বর্ণনায় লিখেছেন যে, এটা সেই স্থান যেখানে বানুল মুস্তালিকের যুদ্ধ থেকে ফেরার সময় 'আয়িশা (রা.)-এর গলার হার খোয়া গিয়েছিল এবং সেখানেই তায়াম্মুমের আয়াত নাযিল হয়। (হামাভী, *মু'জামুল বুলদান,* খ.২,পৃ.৪৩) কিন্তু তাবারীর মধ্যে 'হাদীসে ইফক'-এর যে বিস্তারিত বর্ণনা রয়েছে তার কোথাও তায়াম্মুমের ঘটনা উল্লেখ নেই। তা ছাড়া ইমাম বুখারী ও মুসলিম (রাহ.)-এর বর্ণনাগুলো দ্বারাও প্রমাণিত হয় না যে, তায়াম্মুমের আয়াত বানুল মুস্তালিকের যুদ্ধের সময় নাযিল হয়েছিল। উপর্যুক্ত আলোচনা থেকে এ কথা বুঝা যায় যে, প্রকৃতপক্ষে 'আয়িশা (রা.)-এর হার হারিয়ে যাওয়ার ঘটনা দু বার ঘটেছিল এবং ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ঘটেছিল। তায়াম্মুমের ঘটনায় উসাইদ ইবনু হুদাইর (রা.)-এর উক্তিই এর প্রমাণ। তিনি বলেছেন, مَا هِيَ بِأَوَّلِ بَرَكَتِكُمْ يَا آلَ أَبِي بَكْرٍ -"হে আবূ বাকরের পরিজন! এটা তোমাদের প্রথম বারকাত বা কল্যাণ নয় যে, তোমাদের কারণে কুর'আনের কোনো নির্দেশ নাযিল হয়েছে।" তা ছাড়া তাবারানী (রাহ.) স্বয়ং 'আয়িশা (রা.)-এর যে রিওয়ায়াতটি বর্ণনা করেছেন, তা থেকেও বিষয়টি সম্পূর্ণ স্পষ্ট হয়ে যায়। রিওয়ায়াতটি হলোঃ

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا، قَالَتْ:لَمَّا كَانَ مِنْ أَمْرِ عِقْدِي مَا كَانَ قَالَ أَهْلُ الإِفْكِ مَا قَالُوا، فَخَرَجْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَزْوَةٍ أُخْرَى، فَسَقَطَ أَيْضًا عِقْدِي، حَتَّى حَبَسَ الْتِمَاسُهُ النَّاسَ، وَاطَّلَعَ الْفَجْرُ، فَلَقِيتُ مِنْ أَبِي بَكْرٍ مَا شَاءَ اللهُ، وَقَالَ لِي:يَا بنيَّةُ فِي سَفَرٍ تَكُونِينَ عَنَاءً وَبَلاءً وَلَيْسَ مَعَ النَّاسِ مَاءٌ، فَأَنْزَلَ اللهُ الرُّخْصَةَ بِالتَّيَمُّمِ، فَقَالَ أَبُوبَكْرٍ:أَمَا وَاللهِ يَا بنيَّةُ إِنَّكِ لِمَا عَلِمْتُ مُبَارَكَةٌ.

-"'আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, প্রথমবার আমার হার সম্পর্কে যে ঘটনা ঘটেছিল, তাতে অপবাদকারীরা যা ইচ্ছা তা-ই রটিয়েছিল। আমার হার সম্পর্কে অন্য একটি ঘটনাও ঘটেছিল। আমি অন্য একটি যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সফরসঙ্গিনী ছিলাম। ঐ সফরেও আমার গলার হারটি হারিয়ে যায়। সেটা খোঁজ করার উদ্দেশ্যে কাফিলার সবাইকে থামতে হয় এবং এমতাবস্থায় ভোর হয়ে যায়। এ কারণে আমাকে আবূ বাকর (রা.)-এর বিদ্রূপ বাণে জর্জরিত হতে হয়। তিনি বলেন, হে আমার প্রিয় কন্যা, তুমি প্রতিটি সফরেই কষ্ট ও বিপদের কারণ হয়ে দাঁড়াও! দলের লোকদের কারো কাছে কোনো পানি নেই। এ সময় আল্লাহ তা'আলা তায়াম্মুমের বিধান নাযিল করেন। এরপর আবূ বাকর (রা.) বলেন, হে আদুরে কন্যা, আল্লাহর কাসাম, আমি তো জানি যে, তুমি অবশ্যই একজন বারকাতময় মহিলা! (তাবারানী, *আল-মু'জামুল কাবীর,* হা.নং: ১৮৬৮৩)

উপর্যুক্ত রিওয়ায়াত থেকে স্পষ্টভাবে জানা যায় যে, 'আয়িশা (রা.)-এর হার দু'বারই খোয়া গিয়েছিল এবং দুটি ঘটনাই পৃথক। (ইবনু সাইয়িদিন নাস, *'উয়ূনুল আছার,* খ.২,পৃ.৯৪) ইবনুল কাইয়িম (রাহ.) তাবারানীর উপর্যুক্ত রিওয়ায়াত বর্ণনা করার পর বলেন,

وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ قِصَّةَ الْعِقْدِ الَّتِي نَزَلَ التَّيَمُّمُ لِأَجْلِهَا بَعْدَ كَانَتْ قِصَّةُ الْإِفْكِ بِسَبَبِ فَقْدِ الْعِقْدِ وَالْتِمَاسِهِ فَالْتَبَسَ عَلَى بَعْضِهِمْ إِحْدَى الْقِصَّتَيْنِ بِالْأُخْرَى.

-"এ রিওয়ায়াত দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, হারের যে ঘটনায় তায়াম্মুমের আয়াত নাযিল হয়েছিল তা বানুল মুস্তালিক যুদ্ধের পরেই সংঘটিত হয়েছিল। যেহেতু ঐ যুদ্ধে হার হারিয়ে যাওয়া এবং তা খোঁজ করার কারণে ইফকের ঘটনা ছড়িয়ে পড়েছিল, তাই কারো কারো নিকট উভয় ঘটনা সংঘটিত হওয়ার ব্যাপারে বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়েছে। (ইবনুল

করার জন্য রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁবু স্থাপন করেন এবং তাঁর সাথে যে সকল লোক ছিলেন তাঁরাও সেখানে থেমে যান। সেখানে কোথাও পানি ছিল না এবং আমাদের কারো কাছেও পানি ছিল না। আবূ বাকর (রা.) আমাদের কাছে আসেন। এ সময় রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁর পবিত্র মাথা আমার উরুর ওপর রেখে শয়ন করেছিলেন। আবূ বাকর (রা.) এসেই আমাকে বললেন, তুমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এবং লোকদেরকে এমন এক স্থানে থামিয়ে দিয়েছ, যেখানে কোনো পানি নেই এবং তাদের কারো সাথেও কোনো পানি নেই। 'আয়িশা (রা.) বললেন, আবূ বাকর (রা.) এমনই রাগান্বিত হয়েছিলেন যে, তাঁর মুখে যা আসছিল, তা-ই তিনি বলেছিলেন। সেই সাথে তিনি হাত দিয়ে আমার কোমরে খোঁচা মারছিলেন। কিন্তু রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিদ্রা ভঙ্গ হয়ে যাওয়ার আশঙ্কায় আমি নড়াচড়া না করে একদম চুপ হয়ে বসেছিলাম। অবশেষে ভোর বেলায় রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ঘুম থেকে জাগ্রত হন। কোথাও পানি পাওয়া যাচ্ছিল না। সে দিনই তায়াম্মুমের আয়াত (فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا) (আল-কুর'আন, ৪ : সূরা আন-নিসা' : ৪৩) নাযিল হয়। এ সময় উসাইদ ইবনু হুদাইর (রা.) বলেন, مَا هِيَ بِأَوَّلِ بَرَكَتِكُمْ يَا آلَ أَبِي بَكْرٍ -"হে আবূ বাকরের পরিজন, এটা তোমাদের প্রথম বারকাত নয়।" 'আয়িশা (রা.) বলেন, অবশেষে যখন আমার উট শোয়া থেকে উঠে রওয়ানা হলো, তখন দেখা গেল, হারখানা তার নিচেই পড়েছিল।"[১২৪]

এ ঘটনা থেকে প্রমাণিত হয় যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর প্রতি আবূ বাকর (রা.)-এর গভীর ও অপরিমেয় ভক্তি ও শ্রদ্ধাবোধ ছিল। তাঁর কোনো প্রিয়জনও যেমন 'আয়িশা (রা.) রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)কে সামান্যতম কষ্ট দেবেন, তা তিনি মেনে নিতে পারছিলেন না।

ঘ. জুমু'আর নামাযের খুতবা ও আবূ বাকর (রা.)-এর মনোযোগ

জাবির ইবনু 'আবদিল্লাহ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক জুমু'আর দিন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) খুতবা দিচ্ছিলেন। এমন সময় একটি বাণিজ্যিক কাফিলা মাদীনার বাজারে উপস্থিত হয়। ফলে অনেক মুসাল্লী খুতবা ছেড়ে বাজারে চলে যায় এবং রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সাথে মাত্র

কাইয়িম, *যাদুল মা'আদ*, খ.৩,পৃ.২৩১)
ঐতিহাসিক মুহাম্মাদ ইবনু হাবীব (রাহ.) বলেন, 'আয়িশা (রা.)-এর হার দুবারই খোয়া গিয়েছিল। একবার বানুল মুস্তালিকের যুদ্ধের সময়। দ্বিতীয়বার যাতুর রিকা'র যুদ্ধে। (সালিহী, *সুবুলুল হাদয়ি ওয়ার রাশাদ*, খ.১২,পৃ.৬১)

১২৪. বুখারী; *আস-সাহীহ*, (কিতাবুত তায়াম্মুম), হা.নং: ৩২২; মুসলিম, *আস-সাহীহ*, (বাবুত তায়াম্মুম), হা.নং:৫৫০

বারো জন সাহাবী মাসজিদে থেকে যান। এ ঘটনার পর নাযিল হয়-

﴿وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انْفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِنْدَ اللهِ خَيْرٌ مِنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ﴾

-"তারা যখন কোনো ব্যবসা কিংবা ক্রীড়াকৌতুক দেখে, তখন তোমাকে দাঁড়ানো অবস্থায় রেখে তারা সে দিকে ছুটে যায়। তাদেরকে বল, আল্লাহর কাছে যা আছে, তা ক্রীড়াকৌতুক ও ব্যবসায় অপেক্ষা উৎকৃষ্ট। আল্লাহ তা'আলা সর্বোত্তম রিযকদাতা।"[১২৫]

উল্লেখ্য যে, সেদিন যে বারো জন সাহাবী রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সাথে মাসজিদে থেকে যান, তাঁদের মধ্যে আবূ বাকর ও 'উমার (রা.) ছিলেন।[১২৬] অন্য একটি রিওয়ায়াতে রয়েছে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে বললেন,

وَالَّذِيْ نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ تَتَابَعْتُمْ حَتَّى لَا يَبْقَى مِنْكُمْ أحَدٌ لَسَالَ بِكُمْ الْوَادِي النَّارُ.

-"সে যাতের কাসাম যাঁর হাতে আমার জীবন! যদি তোমরা সবাই চলে যেতে, তবে মাদীনার উপত্যকা আযাবের আগুনে পূর্ণ হয়ে যেতো।"[১২৭]

ঙ. ব্যবসার উদ্দেশ্যে শামে গমন

আবূ বাকর (রা.) রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর মাদানী জীবনেও ব্যবসা-বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে শামের বুসরায় গমন করেছিলেন। উম্মু সালামাহ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

خَرَجَ أَبُو بَكْرٍ فِي تِجَارَةٍ إِلَى بُصْرَى قَبْلَ مَوْتِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَامٍ.

-"আবূ বাকর (রা.) রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর মৃত্যুর এক বছর আগে ব্যবসার কাজে বুসরার উদ্দেশ্য রওয়ানা হন।"[১২৮] লক্ষণীয় বিষয় হলো, রাসূলুল্লাহ

---

১২৫. আল-কুর'আন, ৬২ (সূরা আল-জুমু'আহ): ১১

১২৬. বুখারী, *আস-সাহীহ,* (কিতাবুল জুমু'আহ), হা.নং: ৮৮৪; মুসলিম, *আস-সাহীহ,* (কিতাবুল জুমু'আহ), হা.নং: ১৪২৮, ১৪২৯, ১৪৩০, তিরমিযী, *আস-সুনান,* (কিতাবুত তাফসীর), হা.নং: ৩২৩৩

১২৭. আবূ ই'য়ালা আল-মুসিলী, *আল-মুসনাদ,* হা.নং: ১৯৩৫; ইবনু কাছীর, *তাফসীরুল কুর'আনিল 'আযীম,* খ.৮,পৃ.১২৩

১২৮. ইবনু মাজাহ, *আস-সুনান,* (কিতাবুল আদাব), হা.নং: ৩৭০৯; তাবারানী, *আল-মু'জামুল কাবীর,* হা.নং: ১৯১৭৬; ইবনু 'আবদিল বারর, *আল-ইস্তি'আব,* খ.১,পৃ.২০৮

(সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সাহচর্যে থাকার প্রবল আগ্রহ সত্ত্বেও আবূ বাকর (রা.) ব্যবসার উদ্দেশ্যে বিদেশ গমন থেকে বিরত থাকেননি। অনুরূপভাবে আবূ বাকর (রা.)-এর প্রতি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর ছিল গভীর ভালোবাসা; কিন্তু এতদসত্ত্বেও তিনি ব্যবসার উদ্দেশ্যে তাঁকে বিদেশে যেতে বাধা দেননি।[১২৯] এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, প্রত্যেক মুসলিমকেই তার প্রয়োজনীয় জীবিকা উপার্জনের চেষ্টা করতে হবে, কারো প্রতি মুখাপেক্ষী হয়ে নয়; বরং তাকে স্বাবলম্বী হয়ে জীবন যাপন করতে হবে। অধিকন্তু অভাবী ও দুস্থদের সাহায্য এবং আল্লাহর পথে খরচ করার উদ্দেশ্যে আর্থিক কায়কারবার পরিচালনা করার সুযোগ থাকলে তাতে কোনো রূপ অবহেলা করা সমীচীন নয়।

---

১২৯. ইবনু হাজার, *ফাতহুল বারী*, খ.১৪,পৃ.৩০৪

অধ্যায়-৪

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর ওফাত, আবূ বাকর (রা.)-এর খিলাফাত লাভ ও সাহাবা কিরামের বাই'আত

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর ওফাত

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ছিলেন একজন মানুষ, সর্বোত্তম মানব। আর মানুষ মাত্রই মরণশীল। তাঁর পূর্ববর্তী নাবী-রাসূলগণও মৃত্যুর স্বাদ আস্বাদন করেছিলেন এবং মৃত্যু যন্ত্রণা সহ্য করেছিলেন। অতএব রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মৃত্যুবরণ করবেন, তা-ই স্বাভাবিক ব্যাপার। আল্লাহর দীনের দা'ওয়াত পূর্ণতা লাভ করেছে, সম্পূর্ণ আরব জাহান ইসলামের প্রভাববলয়ের অন্তর্ভুক্ত। এ সময় রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁর প্রবল আধ্যাত্মিক গুণ এবং ঈমানের জ্যোতিতে ভাস্বর প্রখর মেধা ও প্রজ্ঞা দ্বারা এ কথা বুঝতে পেরেছিলেন যে, তাঁর মৃত্যুর সময় ঘনিয়ে এসেছে। তা ছাড়া পবিত্র কুর'আনের বেশ কয়েকটি আয়াত থেকেও তাঁর এ কথা বুঝতে দেরি হয়নি যে, দুনিয়ায় তাঁর সময় ফুরিয়ে এসেছে। এ সময় রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর চিন্তাচেতনা, অনুভবঅনুভূতি, বাহ্যিক আচারআচরণ ও কথাবার্তায় এমন সব নিদর্শন প্রকাশ পেতে লাগলো, যা থেকে স্পষ্টতই বুঝা যাচ্ছিল যে, তিনি এ পৃথিবীর অধিবাসীদের শীঘ্রই বিদায় জানাবেন। উদাহরণস্বরূপ, বিদায় হাজ্জের সময় 'আরাফাত প্রান্তরে নাযিল হয়-

﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا﴾

-"আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দীন পরিপূর্ণ করে দিলাম, আমার নি'মাত তোমাদের ওপর পূর্ণ করলাম এবং দীন হিসেবে তোমাদের জন্য ইসলামকে মনোনীত করলাম।"[১]

---

১. আল-কুর'আন, ৫ (সূরা আল-মা'য়িদাহ):৩
তা ছাড়া তিনি সূরা আন-নাস্‌র থেকেও এরূপ ইঙ্গিত পেয়েছিলেন। 'আবদুল্লাহ ইবনুল 'আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, এ সূরাটি নাযিল হবার পর রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ফাতিমা (রা.)কে ডেকে বললেন, إنه قد نُعِيت إليّ نفسي -"আমাকে

তিনি বুঝে ফেলেছিলেন, এবার দুনিয়া থেকে তাঁর বিদায় নেয়ার পালা। তাই তিনি বিদায় হাজ্জের ভাষণে উপস্থিত সকলকে উদ্দেশ্য করে বলেছিলেন, فَإِنِّي لَا أَدْرِي لَعَلِّي لَا أَلْقَاكُمْ بَعْدَ عَامِي هَذَا بِهَذَا الْمَوْقِفِ أَبَدًا.-"আমি জানি না, সম্ভবত এ বছরের পর এ জায়গায় তোমাদের সাথে আমি আর কখনো মিলিত হতে পারবো না।"[২] জামরাতুল 'আকাবার কাছে তিনি বলেন, يَا أَيُّهَا النَّاسُ خُذُوا مَنَاسِكَكُمْ فَإِنِّي لَا أَدْرِي لَعَلِّي لَا أَحُجُّ بَعْدَ عَامِي هَذَا.-" হে লোকেরা, আমার কাছ থেকে হাজ্জের নিয়মাবলী শিখে নাও। কেননা আমি জানি না, সম্ভবত এ বছরের পর আর কখনো হাজ্জ করতে পারবো না।"[৩]

রোগের সূত্রপাত

হিজরী একাদশ সনের মুহাররাম মাসে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) জ্বরে আক্রান্ত হন এবং ক্রমে জ্বর বৃদ্ধি পেতে থাকে। এ অবস্থায় ২৯শে সফর সোমবার রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) জান্নাতুল বাকী'তে এক জানাযায় অংশগ্রহণ করেন। ফেরার পথে প্রচণ্ড মাথা ব্যথা শুরু হয় এবং উত্তাপ এতো বেড়ে যায় যে, মাথায় বাঁধা পট্টির ওপর দিয়েও তাপ অনুভব করা যাচ্ছিল। এটা ছিল তাঁর মৃত্যুরোগের সূচনা।[৪]

রোগশয্যা থেকে উসামাহ (রা.)-এর অভিযান প্রেরণ ও আবূ বাকর (রা.)-এর অংশগ্রহণ

২৬ শে সফর রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) রোগ থেকে কিছুটা উপশম অনুভব করলেন। এ সময় তিনি শাম ও ফিলিস্তিনের রণোন্মত্ত লোকদের খবর জানতে পেরে মুসলিমদেরকে রোমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের প্রস্তুতি নিতে বলেন। এরপর দিন তিনি উসামাহ ইবনু যায়িদ (রা.)কে প্রধান সেনাপতি করে নির্দেশ দিলেন, يَا أُسَامَةُ، سِرْ عَلَى اسْمِ اللهِ وَبَرَكَتِهِ حَتَّى تَنْتَهِيَ إِلَى مَقْتَلِ أَبِيكَ ، فَأَوْطِئْهُمُ الْخَيْلَ.-"উসামাহ, তুমি আল্লাহর নামে ও তাঁর বারকাতে তোমার পিতার বধ্যভূমিতে গিয়ে সেখানকার

আমার মৃত্যুসংবাদ জানিয়ে দেয়া হয়েছে।" (তাবারানী, *আল-মু'জামুল কাবীর,* হা.নং:১১৭৩৯, ১৮৪৬০; বাইহাকী, *দালা'য়িলুন নুবুওয়াত,* হা.নং: ৩০৯৩; দারিমী, *আস-সুনান,* হা.নং: ৮০)

২. ইবনু হিশাম, *আস-সীরাতুন নাবাবিয়্যাহ,* খ.২,পৃ.৬০৩
এ বক্তব্যটি সামান্য শব্দগত পরিবর্তন সহ বিভিন্ন হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। (ইবনু মাজাহ, *আস-সুনান,* (কিতাবুল মানাসিক), হা.নং: ৩০১৪; বাইহাকী, আস-সুনানুল কুবরা, খ.৫,পৃ.১৫২)

৩. মুসলিম, *আস-সাহীহ,* (কিতাবুল হাজ্জ), হা.নং: ২২৮৬; নাসা'ঈ, *আস-সুনান,* (কিতাবুল মানাসিক), হা.নং: ৩০১২

৪. মুবারাকপূরী, *আর-রাহীকুল মাখতূম,* পৃ.৪৬৪-৫

লোকদেরকে অশ্ব চালিয়ে দলিত করে এসো।"[৫] এ সময় উসামাহ (রা.) ছিলেন আঠারো বৎসরের একজন যুবক মাত্র। তা ছাড়া তিনি ছিলেন একজন গোলাম-পুত্র। তাই কেউ কেউ তাঁর নেতৃত্ব নিয়ে প্রশ্ন উত্থাপন করতে উদ্যত হয়। এ অবস্থা লক্ষ্য করে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন,

إِنْ تَطْعَنُوا فِي إِمَارَتِهِ فَقَدْ طَعَنْتُمْ فِي إِمَارَةِ أَبِيهِ مِنْ قَبْلِهِ، وَايْمُ اللهِ لَقَدْ كَانَ خَلِيقًا لِلْإِمَارَةِ، وَإِنْ كَانَ مِنْ أَحَبِّ النَّاسِ إِلَيَّ، وَإِنَّ هَذَا لَمِنْ أَحَبِّ النَّاسِ إِلَيَّ بَعْدَهُ.

"তোমরা যদি উসামাহর সেনাপতিত্বের বিষয়ে সমালোচনামুখর হও, তবে তো বলতেই হয়, ইতঃপূর্বে তোমরা তাঁর পিতাকে সেনাপতি নিযুক্ত করার ব্যাপারেও সমালোচনামুখর হয়েছিলে। অথচ আল্লাহর কাসাম, সে ছিল নেতৃত্বের যোগ্যতাসম্পন্ন। তা ছাড়া সে আমার প্রিয়ভাজনদের অন্যতম ছিল। আর তাঁর এ পুত্রও আমার প্রিয়ভাজনদের একজন।"[৬]

২৮শে সফর তাঁর রোগের প্রকোপ বেড়ে যায়। ঐ রুগ্নাবস্থায়ই তিনি তাঁর নিজ হাতে উসামাহ (রা.)-এর ঝাণ্ডা ঠিক করে বাহিনী বিদায় করলেন এবং অনেক বিজ্ঞ ও বিশিষ্ট সাহাবীকেও তাঁর সাথে রওয়ানা করা হলো। অনেক সীরাত বিশেষজ্ঞের মতে, এ বাহিনীর মধ্যে আবূ বাকর (রা.)ও শামিল ছিলেন।[৭] এ বাহিনী রওয়ানা হয়ে মাদীনা থেকে তিন মাইল দূরে জুরুফ নামক স্থানে অবস্থান গ্রহণ করে। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর অসুস্থতা সম্পর্কে উদ্বেগজনক খবর পেতে থাকায় তাঁরা সামনে অগ্রসন হননি। আল্লাহর ফায়সালা ছিল, এটা আবূ বাকর (রা.)-এর খিলাফাতের প্রথম সামরিক অভিযান হিসেবে আখ্যায়িত হবে।

---

৫. ওয়াকিদী, *আল-মাগাযী*, পৃ.১১১৭; সালিহী, *সুবুলুল হুদা..*, খ.৬,পৃ.২৪৮

৬. বুখারী, *আস-সাহীহ*, (কিতাবুল মাগাযী), হা.নং:৩৯১৯

৭. ইবনু সাইয়্যিদিন নাস, *'উয়ূনুল আছার*, খ.২,পৃ.৩৫২; সালিহী, *সুবুলুল হুদা..*, খ.৬,পৃ.২৪৮ তবে ঐতিহাসিক ইবনু কাছীর (রা.)-এর মতে, এ মতটি সঠিক নয়। কেননা এ বাহিনী প্রেরণের সময় রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর রোগের প্রকোপ বেড়ে গিয়েছিল। এ সময় তিনি আবূ বাকর (রা.)কে মাসজিদে নামাযের ইমামাতি করার নির্দেশ দিয়েছিলেন। (ইবনু কাছীর, *আস-সীরাতুন নাবাবিয়্যাহ*, খ.৪,পৃ.৪৪১) তবে এ সম্ভাবনাও রয়েছে যে, 'উসামাহ (রা.)-এর সাথে আবূ বাকর (রা.) বের হয়েছিলেন। কিন্তু জুরুফে পৌঁছার পর উসামাহ (রা.) রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) অসুখ বেড়ে যাবার খবর পেয়ে সেখানে যাত্রা বন্ধ রাখলেন আর আবূ বাকর (রা,) তাঁর অনুমতি নিয়ে মাদীনায় গমনাগমন করতেন। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর ওফাতের চার দিন আগে তাঁর অসুখের তীব্রতা যখন বেড়ে যায়, তখন তাঁর নির্দেশে তিনি মাদীনায় থেকে যান এবং নামাযের ইমামাতি করেন।

'আয়িশা (রা.)-এর ঘরে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর জীবনের শেষ সপ্তাহ

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর অসুখের মোট মেয়াদ ছিল তের অথবা চৌদ্দ দিন। এ অসুস্থ অবস্থায়ও তিনি এগারো দিন নামায পড়ান।[৮] প্রথম ছয়/সাত দিন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) পূর্ব নিয়ম মুতাবিক প্রত্যেক স্ত্রীর ঘরে পালাক্রমে যেতেন। তবে ক্রমেই তাঁর মানসপ্রকৃতি ভারবহ হয়ে পড়েছিল। এ সময় তিনি সহধর্মিণীদের জিজ্ঞেস করতেন, أَيْنَ أَنَا غَدًا، أَيْنَ أَنَا غَدًا-"আমি আগামী কাল কোথায় থাকবো? আমি আগামী কাল কোথায় থাকবো?" রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সহধর্মিণীগণ তাঁর এ জিজ্ঞাসার তাৎপর্য বুঝে ফেলেন। তাই তাঁরা বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আপনি যেখানে থাকতে ইচ্ছা করেন, সেখানেই থাকবেন। এরপর তিনি ফাদল ইবনু 'আব্বাস ও 'আলী (রা.)-এর ওপর ভর দিয়ে 'আয়িশা (রা.)-এর হুজরায় চলে আসেন এবং জীবনের শেষ সপ্তাহ ওখানেই কাটান।[৯]

ওফাতের পাঁচ দিন পূর্বে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর ভাষণ ও আবূ বাকর (রা.)-এর মর্যাদা

ওফাতের পাঁচ দিন পূর্বে বুধবার রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর তাপ অতিরিক্ত বেড়ে যায়। এ সময় তাঁর নির্দেশে তাঁর গায়ে প্রচুর পানি ঢালা হয়। এরপর তিনি কিছুটা সুস্থ বোধ করে মাসজিদে যান। এ সময় মাথায় পট্টি বাঁধা ছিল। তিনি মিম্বারে আরোহন করে লোকদের উদ্দেশ্যে কিছু প্রয়োজনীয় নির্দেশনা দিলেন। এক পর্যায়ে তিনি বললেন,

إِنَّ اللهَ خَيَّرَ عَبْدًا بَيْنَ الدُّنْيَا وَبَيْنَ مَا عِنْدَهُ فَاخْتَارَ مَا عِنْدَ اللهِ.

-"একজন বান্দাহকে আল্লাহ তা'আলা ইখতিয়ার দিয়েছেন, সে ইচ্ছে করলে দুনিয়ার শান-শওকত ও জৌলুস থেকে যা চাইবে, আল্লাহ তা'আলা তাঁকে তা দেবেন, অথবা আল্লাহর নিকট যে মহা পুরস্কার রয়েছে তা থেকে যা কিছু ইচ্ছা নিতে পারবে। সেই বান্দাহ আল্লাহর কাছে যা রয়েছে তা গ্রহণের ইচ্ছা ব্যক্ত করেছে।"

এ কথা কারো মনে কোনো দাগ কাটলো না; কিন্তু তত্ত্বদর্শী আবূ বাকর (রা.) শুনা মাত্রই কেঁদে ফেললেন। রাবী আবূ সা'ঈদ আল-খুদরী (রা.) বলেন, এ কথা শুনার পর আবূ

---

৮. মুবারাকপূরী, *আর-রাহীকুল মাখতূম,* পৃ.৪৬৫

৯. বুখারী, *আস-সাহীহ,* (কিতাবুস সালাত), হা.নং:৪৪৬, (কিতাবুল মানাকিব), হা.নং:৩৪৯০, (কিতাবুল মাগাযী), হা.নং: ৪০৯৫; মুসলিম, *আস-সাহীহ,* (কিতাবুস সালাত), হা.নং:৬৩০

বাকর আছ্-ছিদ্দীক (রা.) কাঁদতে শুরু করেন এবং বললেন, আমি মা বাবাসহ আপনার ওপর কুরবান হচ্ছি! আমরা তাঁকে কাঁদতে দেখে ও তাঁর কথা শুনে অবাক হলাম। লোকেরা বললো, দেখো তো এ শায়খকে! রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তো একজন ব্যক্তি সম্পর্কে বলছেন যে, আল্লাহ তা'আলা তাকে ইখতিয়ার দিয়েছেন সে ইচ্ছে করলে দুনিয়ার শান-শওকত গ্রহণ করতে পারে, আর ইচ্ছে হলে আল্লাহর কাছে যা রয়েছে তা গ্রহণ করতে পারে। আর সে লোকটি আল্লাহর নিকট যা রয়েছে তা-ই ইখতিয়ার করে নিল। কিন্তু কয়েকদিন পরে সবার কাছে স্পষ্ট হয়ে গেল যে, আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর যে বান্দাহকে এ ইখতিয়ার দিয়েছেন তিনি ছিলেন স্বয়ং রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)। সে দিন আমাদের সকলের আর বুঝতে বাকি থাকেনি যে, আবূ বাকর (রা.) হলেন আমাদের মধ্যকার সবচেয়ে জ্ঞানী ব্যক্তি।

এরপর রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন,

يَا أَبَا بَكْرٍ، لَا تَبْكِ؛ إِنَّ أَمَنَّ النَّاسِ عَلَيَّ فِي صُحْبَتِهِ وَمَالِهِ أَبُو بَكْرٍ، وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا خَلِيلًا مِنْ أُمَّتِي لَاتَّخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ؛ وَلَكِنْ أُخُوَّةُ الْإِسْلَامِ وَمَوَدَّتُهُ، لَا يَبْقَيَنَّ فِي الْمَسْجِدِ بَابٌ إِلَّا سُدَّ إِلَّا بَابُ أَبِي بَكْرٍ.

-"আবূ বাকর (রা.), কেঁদো না। সাহচর্য ও অর্থসম্পদের ত্যাগ স্বীকারে আমার প্রতি সবচেয়ে বেশি অবদান রয়েছে আবূ বাকর (রা.)-এর। যদি আমি আমার উম্মাতের কাউকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করতাম, তবে আবূ বাকর (রা.)কেই গ্রহণ করতাম। কিন্তু তাঁর সাথে আমার ইসলামী ভ্রাতৃত্ব ও ভালোবাসার সম্পর্ক বিদ্যমান। এ মাসজিদের কোনো দরজাই আজ থেকে যেন খোলা রাখা না হয়; তবে আবূ বাকর (রা.)-এর দরজা বন্ধ করা যাবে না।"[১০]

ওফাতের চার দিন আগে আবূ বাকর (রা.)কে ইমামাতি করার নির্দেশ

অসুখের তীব্রতা সত্ত্বেও রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ওফাতের চার দিন আগে বৃহস্পতিবার পর্যন্ত সকল নামাযে নিজেই ইমামাতি করেন। সে দিন মাগরিবের নামাযেও তিনিই ইমামাতি করেছিলেন। কিন্তু 'ইশার সময় রোগ এতোই বেড়ে গেল যে, মাসজিদে যাওয়ার মতো শক্তি তাঁর থাকে নি। এ সময় তিনি 'আয়িশা (রা.)কে ডেকে বললেন, مُرُوا أَبَا بَكْرٍ يُصَلِّي بِالنَّاسِ -"আবূ বাকর (রা.)কে নামাযে ইমামাত করতে বল।" বুদ্ধিমতী 'আয়িশা (রা.) ভাবলেন, রাসূলের স্থলাভিষিক্ত হওয়া খুবই কঠিন কাজ।

---

১০. বুখারী, *আস-সাহীহ,* (কিতাবুস সালাত), হা.নং:৪৪৬, (কিতাবুল মানাকিব), হা.নং: ৩৩৮১, ৩৬১৫

যিনি এ কাজ করতে যাবেন, তিনি অপরের চক্ষুশূল হয়ে উঠতে পারেন। কোনো কিছু মন্দ ঘটলেই সমস্ত দোষ তাঁর ওপর গিয়ে পড়বে। তাই 'আয়িশা (রা.) তাঁর পিতাকে সে দুর্নাম থেকে মুক্ত রাখার মানসে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর খিদমাতে আরয করলেন, "আবূ বাকর (রা.) হলেন অত্যন্ত নম্র হৃদয়ের মানুষ। তাই যখন তিনি আপনার স্থানে দাঁড়াবেন, তখন তাঁর ক্রন্দনের তীব্রতায় তাঁর আওয়ায কেউ শুনতে পাবে না। বরং আপনি 'উমার (রা.)কে নামাযে ইমামাত করার নির্দেশ দেন।" 'আয়িশা (রা.) তিন বা চার বারই এ অনুরোধ করেন। কিন্তু প্রত্যেকবারই রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁর এ অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করেন। সর্বশেষ 'আয়িশা (রা.) হাফসা (রা.)কে সুপারিশ ধরেন। হাফসা (রা.) 'আয়িশা (রা.)-এর কথা মতো রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর কাছে গিয়ে তাঁর পিতা 'উমার (রা.)-এর পক্ষে সুপারিশ করেন। কিন্তু রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এবার পরিষ্কার বলে দিলেন, مَهْ، إِنَّكُنَّ لَأَنْتُنَّ صَوَاحِبُ يُوسُفَ، مُرُوا أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ لِلنَّاسِ. -"তোমরা এ চিন্তা রাখ! তোমরা দেখি সকলেই ইউসূফ ('আলাইহিস সালাম)-এর প্রতি সম্মোহিত নারীদের মতোই।[১১] যাও, আবূ বাকর (রা.)কে নামায পড়াতে বল।" হাফসা (রা.) এ কথা শুনো 'আয়িশা (রা.)-এর প্রতি একটু ভার হলেন এবং বললেন, مَا كُنْتُ لِأُصِيبَ مِنْكِ خَيْرًا - "আমি তোমার নিকট থেকে কোনো কল্যাণের দেখা পাইনি।"[১২]

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নির্দেশ অনুযায়ী আবূ বাকর (রা.) বৃহস্পতিবার 'ইশা থেকে নামাযের ইমামাত করেন। এভাবে তাঁর জীবদ্দশায় আবূ বাকর (রা.) মোট সতেরো ওয়াক্ত নামায পড়ান।[১৩]

---

১১. ইউসূফ ('আলাইহিস সালাম)-এর ঘটনায় যে সকল মহিলা 'আযীযে মিসরের স্ত্রীকে ভর্ৎসনা করেছিল, তারা প্রকৃতপক্ষে 'আযীযে মিসরের স্ত্রী যে কাজ করেছিল, তাকে অত্যন্ত নিচ কাজই মনে করেছিল। কিন্তু ইউসূফকে দেখে যখন তারা আঙ্গুল কেটে ফেলল, তখন বুঝা গেল, ওরাও সকলে ইউসূফের প্রতি আসক্ত ছিল। তাদের মুখে এক কথা, মনে আরেক কথা ছিল। এখানেও সে একই রকম অবস্থা। দৃশ্যত বলা হচ্ছে, আবূ বাকর (রা.)-এর মন নরম, আপনার জায়গায় দাঁড়িয়ে নামায পড়তে শুরু করলে তিনি কান্নার কারণে কুর'আন পাঠ করতে পারবেন না; কিন্তু 'আয়িশা (রা.)-এর মনে ঠিক এ কথাই ছিল যে, আল্লাহ না করুন, যদি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মৃত্যুবরণ করেন, তা হলে আবূ বাকর (রা.) সম্পর্কে সকলেই খারাপ ধারণা পোষণ করবে এবং অপয়া বলে অপবাদ দেবে। 'আয়িশা (রা.)-এর সাথে অন্যান্য নাবী-সহধর্মিণীও রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট একই আবেদন জানান। এ কারণে তিনি বললেন, "তোমরা সকলেই তো দেখি ইউসূফ ('আলাইহিস সালাম)-এর প্রতি সম্মোহিত নারীদের মতো।"

১২. বুখারী, *আস-সাহীহ,* (কিতাবুল আযান), হা.নং:৬৩৮, ৬৭১, ৬৭২, ৬৭৫; (কিতাবুল ই'তিসাম), হা.নং:৬৭৫৯

১৩. কোনো কোনো সীরাত বিশেষজ্ঞের মতে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নির্দেশে আবূ বাকর (রা.) মোট ২১ ওয়াক্ত নামায পড়ান। (খালিদ মাহমূদ, *খুলাফায়ে রাশিদীন,* পৃ.১২৫)

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নামায ও আবূ বাকর (রা.)-এর প্রতিনিধিত্ব

ওফাতের এক কিংবা দু দিন আগে শনি বা রোববার দিন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কিছুটা সুস্থতা বোধ করেন। এ সময় তিনি 'আব্বাস (রা.) ও অপর একজন লোকের কাঁধের ওপর ভর দিয়ে যুহরের নামাযের জন্য মাসজিদে যান। সে সময় আবূ বাকর (রা.) নামাযের ইমামাত শুরু করে দিয়েছিলেন। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)কে দেখেই তিনি ইমামের স্থান থেকে পেছনে সরে আসতে লাগলেন। তখন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁকে ইঙ্গিতে নিষেধ করেন এবং তিনি যাঁদের কাঁধে ভর দিয়ে মাসজিদে গিয়েছিলেন-তাঁদের সহায়তায় আবূ বাকর (রা.)-এর বাম পাশে বসলেন। আবূ বাকর (রা.) তখন নামাযে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর ইকতিদা করছিলেন। যেহেতু রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বসেই নামাযে পড়েন, তাই মুসাল্লীরা আবূ বাকর (রা.)-এর নামাযের অনুকরণ করছিলেন।[১৪] এটিই বিশুদ্ধতম অভিমত। তবে কারো কারো মতে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আবূ বাকর (রা.)-এর পেছনে মুক্তাদীরূপেই এ নামায আদায় করেন।[১৫]

উল্লেখ্য যে, আবূ বাকর (রা.)-এর ইমামাতিতে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আদৌ কোনো নামায আদায় করেছিলেন কি-না? এ সম্পর্কে সীরাত বিশেষজ্ঞদের বিভিন্ন মত পরিলক্ষিত হয়। অধিকাংশের মতে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আবূ বাকর (রা.)-এর ইমামাতিতে কোনো নামাযই আদায় করেননি। তবে বিশিষ্ট সীরাতবিশেষজ্ঞ 'আলী ইবনু বুরহানুদ্দীন আল-হালাবী [৯৭৫-১০৪৪ হি.] (রাহ.)-এর মতে, তিনি মৃত্যু-রোগের সময় আবূ বাকর (রা.)-এর পেছনে মুক্তাদীরূপে তিন ওয়াক্ত নামায আদায় করেন। এ ব্যাপারে তিনি মন্তব্য করেন যে, وَلَا يُنْكِرُ هَذَا إِلَّا جَاهِلٌ لَا عِلْمَ لَهُ بِالرِّوَايَةِ.-"হাদীস বিজ্ঞান সম্পর্কে যার কোনোই জ্ঞান নেই এরূপ জাহিলই কেবল বিষয়টি অস্বীকার করতে পারে।"[১৬] 'আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত একটি হাদীসে 'আলী আল-হালাবী (রাহ.)-এর উপর্যুক্ত কথার সমর্থন পাওয়া যায়। তিনি বলেন, صَلَّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَلْفَ أَبِي بَكْرٍ قَاعِدًا فِي مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ

---

১৪. বুখারী, *আস-সাহীহ,* (কিতাবুল আযান), হা.নং: ৬৪৬; মুসলিম, *আস-সাহীহ,* (কিতাবুস সালাত, বাব: اسْتِخْلَافِ الْإِمَامِ إِذَا عَرَضَ لَهُ عُذْرٌ), হা.নং: ৬২৯; নাসাঈ, *আস-সুনান,* (কিতাবুল ইমামাত, বাব: الِائْتِمَامُ بِالْإِمَامِ يُصَلِّي قَاعِدًا), হা.নং:৮২৫

১৫. বাইহাকী, *আস-সুনানুল কুবরা,* হা.নং: ৫২৮৫

১৬. 'আলী আল-হালাবী, *আস-সীরাতুল হালাবিয়্যাহ,* খ.৩,পৃ.৪৬৫

-فِيهِ."রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁর মৃত্যু-রোগের সময় আবূ বাকর (রা.)-এর পেছনে বসে বসেই নামায পড়েন।"[১৭] এ ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলাই ভালো জানেন।

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর শেষ দিন ও আবূ বাকর (রা.)-এর ইমামাত

আনাস (রা.) বলেন, দিনটি ছিল সোমবার। মুসলিমরা ফাজরের নামায আদায় করছিলেন। আবূ বাকর (রা.) তাঁদের ইমামাতের দায়িত্বে ছিলেন। এমন সময় হঠাৎ রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) 'আয়িশা (রা.)-এর হুজরার পর্দা সরিয়ে নামাযে কাতারবদ্ধ মুসাল্লীদের দিকে তাকালেন এবং হাসলেন।[১৮] এ দিকে আবূ বাকর (রা.) কিছুটা পেছনে সরে গেলেন, যেন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কাতারে শামিল হতে পারেন। তিনি ভেবেছিলেন যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হয়তো নামাযে আসতে চান। আনাস (রা.) বলেন, হঠাৎ করে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)কে দেখে সাহাবীগণ এতোই আনন্দিত হলেন যে, নামাযের মধ্যে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়েন। তাঁরা নামায ছেড়ে দিয়ে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর শারীরিক অবস্থার খবর নিতে চাচ্ছিলেন, কিন্তু তিনি হাতে ইশারা করে বুঝালেন যে, তোমরা নামায শেষ কর। এরপর রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হুজরার ভেতরে চলে গেলেন এবং পর্দা ফেলে দিলেন।[১৯]

---

১৭. তিরমিযী, *আস-সুনান*, হা.নং:৩৬২; আহমাদ, *আল-মুসনাদ*, হা.নং:২৫২৫৭
অন্য একটি সূত্রে হাদীসটি এভাবে বর্ণিত হয়েছে- أَنَّ أَبَا بَكْرٍ صَلَّى بِالنَّاسِ وَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الصَّفِّ خَلْفَهُ. -" একবার আবূ বাকর (রা.) লোকদের নিয়ে নামায পড়েন। এ সময় তাঁর পেছনে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নামাযের কাতারের মধ্যে ছিলেন।" (আহমাদ, *আল-মুসনাদ*, হা.নং:২৫২৫৬; বাইহাকী, *আস-সুনানুল কুবরা*, হা.নং:৫২৮০; নাসা'ঈ, *আস-সুনানুল কুবরা*, হা.নং:৮৬১)

১৮. হাসির কারণ ছিল, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মনে মনে ভাবলেন, যে দা'ওয়াত নিয়ে তিনি এসেছিলেন, তা পুরোই সফল হয়েছে। তিনি দেখলেন, তাঁর অনুপস্থিতিতেও তাঁর হাতে গড়ে লোকেরা নিয়মিত কাতারবদ্ধ হয়ে নামায আদায় করছে। এ সুন্দর দৃশ্য দেখে তিনি আশ্বস্ত হলেন যে, তাঁর মৃত্যুর পরেও তাঁরা দীনের ওপর পূর্ণ অবিচল থাকবে। তাই তিনি অত্যন্ত খুশি হলেন এবং তাঁর সে খুশির আভা তাঁর চেহারা মুবারাকে পরিষ্কার ফুটে উঠেছিল।

১৯. বুখারী, *আস-সাহীহ*, (কিতাবুল আযান), হা.নং: ৬৩৯, ৭১২, (কিতাবুল মাগাযী), হা.নং: ৪০৯৩; মুসলিম, *আস-সাহীহ*, (কিতাবুস সালাত), হা.নং: ৬৩৬

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর ওফাত ও আবূ বাকর (রা.)-এর দৃঢ় ভূমিকা

আবূ বাকর (রা.) ফাজরের নামায শেষে 'আয়িশা (রা.)-এর হুজরায় গমন করেন। যেহেতু রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর স্বাস্থ্যের অবস্থার একটু উন্নতির দিকে ছিল এবং ব্যথার তীব্রতাও একটু হ্রাস পাচ্ছিল, তাই রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট থেকে অনুমতি নিয়ে তিনি সুন্হ নামক মহল্লায় তাঁর পরিবারের নিকট চলে যান।[২০] এদিকে সুর্যোদয়ের কিছুক্ষণ পর রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মৃত্যুবরণ করে তাঁর প্রকৃত বন্ধু আল্লাহ তা'আলার সাথে মিলিত হন। সালিম ইবনু 'উবাইদ (রা.)-এর মাধ্যমে আবূ বাকর (রা.)-এর নিকট তাঁর মৃত্যুর মর্মবিদারক খবর পৌঁছে। তিনি সাথে সাথে ঘোড়ায় আরোহন করে চলে আসেন। এখানে মাসজিদে নাবাবীতে লোকদের খুব ভীড় ছিল। তিনি কারো সাথে কিছু না বলে সোজা 'আয়িশা (রা.)-এর হুজরায় প্রবেশ করেন। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর দেহ মুবারাক তখন একটি ডোরাকাটা ইয়ামানী চাদরে আবৃত ছিল। চারদিকে শোকের ছায়া; কিন্তু আবূ বাকরের মুখে কোনো চাঞ্চল্য নেই, উচ্ছ্বাস নেই, শান্ত সংযতভাবে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর শিয়রে বসে চাদরখানি চেহারা মুবারাক থেকে সরিয়ে চুমো দিলেন এবং কিছুক্ষণ এক দৃষ্টিতে তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন। তারপর অশ্রুভারাক্রান্ত কণ্ঠে বললেন,

بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي، طِبْتَ حَيًّا وَمَيِّتًا، وَاللهِ لَا يَجْمَعُ اللهُ عَلَيْكَ مَوْتَتَيْنِ، أَمَّا الْمَوْتَةُ الَّتِي كُتِبَتْ عَلَيْكَ فَقَدْ مُتَّهَا.

-"আমার মা-বাবা আপনার ওপর কুরবান হোন! আপনি জীবনে যেরূপ পবিত্র ছিলেন, মরণের পরেও আপনাকে ঠিক সেইরূপ পবিত্র দেখাচ্ছে। আল্লাহর কাসাম, আল্লাহ তা'আলা কখনো আপনাকে দুটি মৃত্যু দেবেন না। যে মৃত্যু আপনার জন্য সুনির্ধারিত ছিল, তা-ই হয়ে গেছে।"[২১]

এটা বলেই আবূ বাকর (রা.) পুনরায় চাদরটি মুখমণ্ডলের ওপর টেনে দিয়ে অশ্রু মুছতে মুছতে বের হয়ে আসেন। ঐ সময় মাসজিদ নাবাবী ও তার প্রাঙ্গন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সাহাবীদের দ্বারা পূর্ণ ছিল। 'উমার (রা.) তাঁদের সাথে কথা বলছিলেন। তিনি শোকের আতিশয্যে এতোই বিমূঢ় হয়ে পড়েছিলেন যে,

---

২০. ইবনু কাছীর, *আস-সীরাতুন নাবাবিয়্যাহ,* খ.৪,পৃ.৪৮৪; সালিহী, *সুবুলল হুদা ওয়ার রাশাদ,* খ.১২, পৃ.২৫৪

২১. বুখারী, *আস-সাহীহ,* (কিতাবুল জানায়িয), হা.নং: ১১৬৫, (কিতাবুল মানাকিব), হা.নং: ৩৩৯৪, (কিতাবুল মাগাযী), হা.নং: ৪০৯৭

তিনি চিৎকার করতে করতে বললেন,

وَاللهِ إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مَاتَ؛ وَلَكِنَّهُ ذَهَبَ إِلَى رَبِّهِ كَمَا ذَهَبَ مُوسَى بْنُ عِمْرَانَ، فَقَدْ غَابَ عَنْ قَوْمِهِ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً ثُمَّ رَجَعَ إِلَيْهِمْ بَعْدَ أَنْ قِيلَ قَدْ مَاتَ، وَوَاللهِ لَيَرْجِعَنَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا رَجَعَ مُوسَى، فَلَيَقْطَعَنَّ أَيْدِي رِجَالٍ وَأَرْجُلَهُمْ زَعَمُوا أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَاتَ.

-"আল্লাহর কাসাম, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মৃত্যুবরণ করেননি; বরং মূসা ('আলাইহিস সালাম) যেমন আল্লাহ তা'আলার সাথে সাক্ষাত ও আলাপ করতে গিয়েছিলেন এবং চল্লিশ দিন পর কাওমের কাছে ফিরে এসেছিলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)ও তেমনি আল্লাহর সাথে সাক্ষাতের জন্য গমন করেছেন এবং অবশ্যই তিনি ফিরে আসবেন। যারা বলবে যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মারা গেছেন, তিনি তাদের হাত-পা কেটে দেবেন।"[২২]

সেদিন তিনি এ কথা বিশ্বাস করতে পারছিলেন না যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মৃত্যুবরণ করতে পারেন। তাঁর এ অবস্থা দেখে আবূ বাকর বললেন, হে 'উমার, বস! 'উমার (রা.) বসতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করেন। এদিকে সাহাবীগণ 'উমার (রা.)কে ছেড়ে আবূ বাকর (রা.)-এর প্রতি মনোযোগী হন। এ সময় তিনি সকলকে উদ্দেশ্য করে হামদ ও ছানার পর বললেন,

أَمَّا بَعْدُ، فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ يَعْبُدُ مُحَمَّدًا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنَّ مُحَمَّدًا قَدْ مَاتَ، وَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ يَعْبُدُ اللهَ فَإِنَّ اللهَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ، قَالَ اللهُ : {وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَى عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَضُرَّ اللهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللهُ الشَّاكِرِينَ }.

-"তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি মুহাম্মাদ-এর 'ইবাদাত করতো, সে জেনে নিক যে, নিঃসন্দেহে মুহাম্মাদ মারা গেছে। আর তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি আল্লাহর 'ইবাদাত করতো, সে জেনে নিক যে, নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা হলেন চিরঞ্জীব।

---

২২. ইবনু হিশাম, *আস-সীরাতুন নাবাবিয়্যাহ*, খ.২,পৃ.৬৫৫; সুহায়লী, *আর-রাওদুল উনুফ*, খ.৪,পৃ.৪৪৩; ইবনু সাইয়্যিদিন নাস, *'উয়ূনুল আছার*, খ.২,পৃ.৪৩৩

তিনি কখনো মৃত্যুবরণ করবেন না।" আল্লাহ তা'আলা বলেন, "মুহাম্মাদ কেবল একজন রাসূলই। তাঁর পূর্বে বহু রাসূল গত হয়ে গেছে। সুতরাং সে যদি মারা যায় বা নিহত হয়, তবে কি তোমরা পৃষ্ঠপ্রদর্শন করবে? যে ব্যক্তি পৃষ্ঠপ্রদর্শন করবে, সে কখনো আল্লাহর কিছুমাত্রই ক্ষতি করতে পারবে না। আল্লাহ তা'আলা অচিরেই তাঁর কৃতজ্ঞ বান্দাহদের পুরস্কৃত করবেন।"[২৩]

কোনো রিওয়ায়াতে আবূ বাকর (রা.)-এর বক্তব্য এভাবে এসেছে-

إن الله تبارك وتعالى عمر محمدا صلى الله عليه وسلم وأبقاه ، حتى أقام دين الله ، وأظهر أمر الله ، وبلغ رسالة الله ، وجاهد في سبيل الله ، ثم توفاه الله على ذلك ، وقد ترككم على الطريقة . فلن يهلك هالك إلا من بعد البينة والشفاء ، فمن كان الله ربه فإن الله حي لا يموت ، ومن كان يعبد محمدا وينزله إلها ، فقد هلك إلهه ، واتقوا الله أيها الناس ، واعتصموا بدينكم ، وتوكلوا على ربكم ، فإن دين الله قائم ، وإن كلمة الله تامة ، وإن الله ناصر من نصره ، ومعز دينه ، وإن كتاب الله عز وجل بين أظهرنا ، وهو النور والشفاء وبه هدى الله محمدا صلى الله عليه وسلم وفيه حلال الله وحرامه ، والله لا نبالي من أجلب علينا من خلق الله ، إن سيوف الله لمسلولة ، ما وضعناها بعد ولنجاهدن من خالفنا كما جاهدنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يبقين/ يبغين أحد إلا على نفسه.

-"আল্লাহ তা'আলা মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)কে নির্দিষ্ট আয়ুষ্কাল দান করেছেন এবং সে যাবত তাঁকে বাঁচিয়ে রেখেছেন। এ সময়ের মধ্যে তিনি আল্লাহর দীনকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন, তাঁর কালিমাকে বুলন্দ করেছেন, তাঁর বাণী পৌঁছে দিয়েছেন এবং তাঁর পথে প্রাণান্তকর সংগ্রাম করেছেন, তারপর এ মহান ব্রতের ওপর তাঁর মৃত্যু হয়। তিনি তোমাদেরকে একটি বিশুদ্ধ তারীকার ওপর ছেড়ে রেখে গেছেন। সুস্পষ্ট দলীল-প্রমাণ ও আত্মিক রোগপ্রতিষেধক ব্যবস্থাপত্র রেখেই তিনি মারা গেছেন। অতএব, যে ব্যক্তি আল্লাহকেই তাঁর প্রভু রূপে মানে, সে জেনে নিক, তিনি চিরঞ্জীব, কখনোই তিনি মৃত্যুবরণ করবেন না। আর যে ব্যক্তি মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর পূজা করে এবং

---

২৩. বুখারী, *আস-সাহীহ,* (কিতাবুল জানায়িয), হা.নং: ১১৬৫, (কিতাবুল মাগাযী), হা.নং: ৪০৯৭

তাঁকেই ইলাহ রূপে মানে, সে জেনে নিক, তার ইলাহ মারা গেছে। হে লোকেরা, আল্লাহকে ভয় কর, তোমাদের দীনকে মজবুতভাবে আঁকড়ে ধর এবং তোমাদের রাব্বের ওপরই একান্ত ভরসা কর! কেননা আল্লাহর দীনই বিদ্যমান থাকবে এবং তাঁর কালিমা অবশ্যই পরিপূর্ণ বিজয় লাভ করবে। আল্লাহ তা'আলা সে সকল লোককে অবশ্যই সাহায্য করবেন, যারা তাঁকে (অর্থাৎ তাঁর দীনকে) সাহায্য করবে এবং তিনি তাঁর দীনকে শক্তিশালী করবেন। আল্লাহর কিতাব তোমাদের মধ্যে বিদ্যমান রয়েছে। এটি হলো হিদায়াতের জ্যোতি ও আত্মিক রোগপ্রতিষেধক। এর মাধ্যমেই আল্লাহ তা'আলা তাঁর রাসূলকে সঠিক পথ দেখিয়েছেন। এতে রয়েছে হালাল ও হারামের বিধান। আল্লাহর কাসাম, আল্লাহর সৃষ্টির মধ্যে আমাদের কে কী ক্ষতি করবে তা আমরা মোটেই পরোয়া করি না। আল্লাহর তরবারিগুলো কোষমুক্ত রয়েছে। আমরা তা আজো রেখে দেইনি। যারা আমাদের বিরোধিতা করবে, আমরা তাঁদের সাথে প্রাণপণ লড়াই করে যাবো যেমন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর জীবদ্দশায় তাঁর সাথে আমরা লড়েছি। সুতরাং কেউ বাড়াবাড়ি করে টিকে থাকতে পারবে না।[২৪]

আবূ বাকর (রা.)-এর বক্তব্য থেকে তাঁর অসাধারণ দৃঢ়তা, বিচক্ষণতা, ধৈর্যগুণ ও ঈমানের পরিচয় পাওয়া যায়। বিপদের সময় একান্ত প্রয়োজন হলো, তা মুকাবিলার জন্য সুদৃঢ় ঈমান, অপরিমিত সাহস, বুদ্ধি ও স্থিরচিত্ততা। বলাই বাহুল্য, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর ওফাতের চেয়ে উম্মাতের জন্য বড় বিপদ আর কী হতে পারে! এ মহা বিপদে সাহাবীগণ প্রায় সকলেই শোকে বিমূঢ় ও বিহ্বল হয়ে পড়েছিলেন। 'উমার (রা.)-এর মতো দৃঢ় চিত্তের লোকও সে দিন হতবুদ্ধি হয়ে পড়েছিলেন। 'উছমান (রা.)ও পুরোই নির্বাক হয়ে যান। 'আলী (রা.)-এর মতো সাহসী লোকও ভেঙ্গে পড়েছিলেন। বলতে গেলে তখন গোটা পরিবেশটাই অস্থির হয়ে পড়েছিল। এ কঠিন মুহূর্তে আবূ বাকর (রা.)ই হলেন একমাত্র ব্যক্তি, যিনি অভিভূত হলেন না। মুহূর্তের মধ্যেই তাঁর গুরুদায়িত্ব সম্বন্ধে সচেতন হয়ে ওঠলেন। তিনি বুঝলেন, এক কঠিন মুহূর্ত ঘনিয়ে আসছে। তাই তিনি অত্যন্ত দৃঢ়তা, বিচক্ষণতা ও সাহসিকতার সাথে কর্তব্য সম্পাদনে অগ্রসর হলেন। বস্তুত তিনিই তখন উম্মাতের একমাত্র কাণ্ডারী হয়ে আবির্ভূত হন।[২৫] বলাই বাহুল্য যে, মুসলিমদের মধ্যে 'উমার (রা.) ব্যতীত যদি অন্য কোনো ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর ওফাতের শোকে অধিক অস্থির ও বিমূঢ় হতেন, তবে তিনি আবূ বাকর (রা.) হওয়ারই কথা ছিল। কেননা তিনি আজীবন

---

২৪. বাইহাকী, *দালা'য়িলুন নুবুওয়াত*, হা.নং:৩১৫৭; ইবনু কাছীর, *আস-সীরাতুন নাবাবিয়্যাহ*, খ.৪,পৃ.৪৮৩; সালিহী, *সুবুলুল হুদা..*, খ.১২,পৃ.৩০০

২৫. কুরতুবী, *আল-জামি' লি-আহকামিল কুর'আন*, খ.৪, পৃ.২২২

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর অন্তরঙ্গ সাথী ছিলেন। আপদে-বিপদে ও সুখ-শান্তিতে কোনো অবস্থাতেই কদাচ তাঁর সঙ্গ ত্যাগ করেননি। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁর নিকট এতোই প্রিয় ছিলেন যে, একবার রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কথা প্রসঙ্গে নিজের মৃত্যুর প্রতি ইঙ্গিত প্রদান করলে আবূ বাকর (রা.) কেঁদে বুক ভাসিয়ে ফেলেছিলেন এবং বলেছিলেন, أَئِنَّا لَكَائِنُونَ بَعْدَكَ.- "আপনি ইহধাম ত্যাগ করার পরেও কি আমরা জীবন ধারণ করে বেঁচে থাকতে পারবো?"[২৬] এই অন্তরঙ্গ বন্ধু যখন জানতে পারলেন যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আর জীবিত নেই, তখন তিনি শোকে ভেঙ্গে পড়েননি; বরং অত্যন্ত সাহস, ধৈর্য ও বিচক্ষণতার সাথে সে শোকব্যথা সহ্য করে মুসলিম সমাজে যেন কোনো রূপ অশান্তি ও বিশৃঙ্খলা না ঘটতে পারে, সে চেষ্টায় লেগে গেলেন। তাঁর সংক্ষিপ্ত অথচ গুরুগম্ভীর বক্তব্য শুনে সকলেরই সম্বিৎ ফিরে আসে। তাঁরা হাহাকার ও অস্থিরতা ত্যাগ করে নিরবে শোকসাগরে নিমজ্জিত হন। বস্তুত পক্ষে সাহাবীগণের মনে এ বিশ্বাস তো অবশ্যই বদ্ধমূল ছিল যে, মৃত্যু আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক নির্ধারিত অনিবার্য ব্যাপার। একমাত্র আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত সমস্ত সৃষ্ট প্রাণী ও বস্তু একদিন না একদিন মৃত্যুর সম্মুখীন হবেই। কিন্তু রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁদের নিকট এতোই প্রিয় ছিলেন যে, তাঁরা ভাবতেই পারছিলেন না, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মৃত্যুবরণ করবেন। যখন আবূ বাকর (রা.) অত্যন্ত বলিষ্ঠতার সাথে তাওহীদ, 'ইবাদাত, নুবুওয়াত ও মৃত্যুর প্রকৃত তাৎপর্য তুলে ধরলেন এবং এর সপক্ষে কুর'আনের উপর্যুক্ত বাণী তিলাওয়াত করলেন, তখন তাঁদের সকলেরই এ কথা আর বিশ্বাস করতে দেরি হলো না যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মৃত্যুবরণ করেছেন। 'আবদুল্লাহ ইবনুল 'আব্বাস (রা.) বলেন,

وَاللّٰهِ لَكَأَنَّ النَّاسَ لَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللّٰهَ أَنْزَلَ هَذِهِ الْآيَةَ حَتَّى تَلَاهَا أَبُو بَكْرٍ،
فَتَلَقَّاهَا مِنْهُ النَّاسُ كُلُّهُمْ، فَمَا أَسْمَعُ بَشَرًا مِنَ النَّاسِ إِلَّا يَتْلُوهَا.

-"আল্লাহর কাসাম, কেউ যেন জানতোই না, আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুর'আনে এ আয়াত নাযিল করেছেন। আবূ বাকর (রা.)–এর তিলাওয়াতের পর সকলেই এ আয়াত শিখে নেন। সবার মুখে মুখে তখন এ আয়াত তিলাওয়াত হচ্ছিল।"

সা'ঈদ ইবনু মুসাইয়্যাব (রা.) বলেন, আবূ বাকর (রা.)-এর মুখে এ আয়াতের তিলাওয়াত শুনে 'উমার (রা.) বললেন,

---

২৬. মালিক, *আল-মুওয়াত্তা,* (কিতাবুল জিহাদ), হা.নং:৮৭৬

وَاللّٰهِ مَا هُوَ إِلَّا أَنْ سَمِعْتُ أَبَا بَكْرٍ تَلَاهَا فَعَقِرْتُ حَتّٰى مَا تُقِلُّنِي رِجْلَايَ وَحَتّٰى أَهْوَيْتُ إِلَى الْأَرْضِ حِينَ سَمِعْتُهُ تَلَاهَا عَلِمْتُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ مَاتَ.

-"আল্লাহর কাসাম, আবূ বাকর (রা.)কে পবিত্র কুর'আনের এ আয়াত তিলাওয়াত করতে শুনে আমি যেন মাটি হয়ে গেলাম। আমি দাঁড়াতে পারছিলাম না, মাটিতে ঢলে পড়ে যাচ্ছিলাম। কেননা তখন স্পষ্টতই বুঝতে পারছিলাম যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সত্যি সত্যিই মৃত্যুবরণ করেছেন।"[২৭]

সাকীফায়ে বানী সা'য়িদায়[২৮] সমাবেশ ও আবূ বাকর (রা.)কে খালীফা রূপে নির্বাচন

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)কে হারানোর বেদনার তীব্রতা ক্রমশ প্রশমিত হয়ে আসলো। ক্রমে ক্রমে তারা ধৈর্যের আশ্রয় গ্রহণ করতে লাগলেন। এ সময় এটাই উচিত ছিল যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর অসিয়্যাত অনুযায়ী প্রথমে দ্রুত তাঁর কাফান ও দাফনের ব্যবস্থা করা। কিন্তু আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছায় এর আগেই রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর খালীফা কে হবেন?- এ প্রশ্নটি উত্থাপিত হলো। এ প্রশ্নের মীমাংসায় ব্যস্ত থাকার দরুন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর কাফান ও দাফন কার্যে দু দিন বিলম্ব হয়ে যায়।[২৯]

---

২৭. বুখারী, *আস-সাহীহ,* (কিতাবুল জানায়িয), হা.নং: ১১৬৫, (কিতাবুল মাগাযী), হা.নং: ৪০৯৭

২৮. সাকীফা বানী সা'য়িদাহ : খাযরাজ গোত্রের সর্দার সা'দ ইবনু 'উবাদাহ (রা.)-এর গৃহ সংলগ্ন একটি প্রশস্ত বৈঠকখানা। এর আকৃতি ছিল এরূপ : একটি প্রশস্ত চত্বর। তার ওপরে রোদ-বৃষ্টি থেকে বাঁচার জন্য ছাদ সংযুক্ত ছিল।

২৯. এর কারণ হিসেবে সাধারণত বলা হয়ে থাকে যে, মুনাফিকদের কুচক্রান্তের ফলেই রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর কাফান-দাফনের পূর্বেই খিলাফাতের প্রশ্নটি সকলের সামনে চলে আসে। একদিকে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর কাফান-দাফনের প্রস্তুতি চলছিল। এমন সময় মুনাফিকরা এই গুজব ছড়িয়ে দেয় যে, আনসারগণ সাকীফায়ে বানী সা'য়িদায় একত্রিত হয়েছে এবং রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর স্থলাভিষিক্ত খালীফা কে হবে সে সম্পর্কে জোর আলোচনা চলছে। তাদের উদ্দেশ্য ছিল, যত দ্রুত পারা যায়, মুসলিমদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করা। সম্ভবত আনসারগণের মধ্যে খিলাফাত পদের জন্য যে উৎকট আগ্রহ দেখা দিয়েছিল, তা এ মুনাফিক কুচক্রীদের চক্রান্তেরই ফসল। কিন্তু নিরপেক্ষভাবে স্থির মস্তিষ্কে চিন্তা করলে বুঝা যাবে যে, একমাত্র আল্লাহ তা'আলার ইশারায় রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর দেহ মুবারাক দুনিয়ার বুকে বিদ্যমান থাকতেই খিলাফাতের প্রশ্নটি সামনে চলে এসেছে। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর পবিত্র দেহ মুসলিমদের সামনে থাকতেই এর মীমাংসা করে ফেলা আল্লাহ তা'আলার অভিপ্রেত ছিল। বস্তুত তাঁর দেহ মুবারাক মুসলিমদের চোখের সামনে বিদ্যমান থাকাতেই এই গুরুত্বপূর্ণ ও জটিল সমস্যা এতো তাড়াতাড়ি মীমাংসিত হওয়া সম্ভব

রাসূলুল্লাহ (সা)-এর ওফাত, আবূ বাকর (রা.)-এর খিলাফাত লাভ

এটা নিতান্তই সত্য কথা যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর ওফাতের পরে তাঁর খিলাফাতের সমস্যাই ছিল জটিল সমস্যা। কেননা হিজরাতের পর মাদীনার সর্বময় কর্তৃত্ব রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর হাতে ন্যস্ত ছিল। ক্রমে ক্রমে গোটা আরবদেশই তাঁর অধীনে চলে আসে। আরবের প্রায় সমস্ত লোকই তাঁর জীবদ্দশায় ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে আশ্রয় গ্রহণ করলো। কিছু অমুসলিমও জিয্‌ইয়া প্রদান করে তাঁর ইসলামী রাষ্ট্রের বশ্যতা স্বীকার করলো। এ বিশাল ইসলামী রাষ্ট্রের শাসন সংরক্ষণের ভার এখন কার হাতে অর্পণ করা যায়, তা অবশ্যই মহা চিন্তার বিষয় ছিল।

আনসারগণ মনে মনে ধারণা করতেন, স্বদেশবাসী, আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধুবান্ধবগণ কর্তৃক বিতাড়িত মুহাজিরদেরকে নিঃসহায়, নিঃসম্বল ও নিরাশ্রয় অবস্থায় তাঁরা আশ্রয় দান করেছেন, সকল প্রকারের সাহায্য-সহযোগিতা করেছেন। সুতরাং রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর পরে তাঁর খালীফা ও স্থলবর্তী হওয়ার অধিকার তাঁদেরই। অপর দিকে আরবদের মধ্যে কুরাইশরা ছিল অত্যন্ত প্রভাবশালী এবং তাঁদের কর্তৃত্ব সকলেই নির্বিবাদে মেনে নিতো। কিন্তু তাঁদের মধ্যেও এমন কিছু লোক ছিল, যারা নিজেদের ছাড়া অন্য কাউকে যেন খুব একটা গুরুত্বের নযরে দেখতো না। এ ধরনের লোকদের মধ্যে আবূ সুফইয়ান (রা.) অন্যতম। আবার তাঁদের কেউ কেউ রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর বংশের ঘনিষ্ঠজন হিসেবে 'আলী (রা.)কে খালীফা নিযুক্ত করার জন্য প্রবৃত্ত হন। এ সকল দৃষ্টিকোণ থেকে সময়টি ছিল ইসলামী ঐক্যের জন্য অত্যন্ত সংকটময়। খিলাফাতের বিষয়টি সাফল্যের সাথে সমাধান করার ওপরই এ সংকটের স্থায়ী সমাধান নির্ভর করেছিল। শেষ পর্যন্ত আবূ বাকর (রা.)–এর বিচক্ষণতা ও দূরদর্শিতার মাধ্যমে এই সমস্যার দ্রুত সমাধান হয় এবং মুসলিমদের মধ্যে যে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হতে যাচ্ছিল তার অবসান ঘটে।

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর ওফাতের পর পর আনসারগণ তাঁদের উপর্যুক্ত ধারণা থেকেই তাঁদের অসুস্থ নেতা সা'দ ইবনু 'উবাদাহ (রা.)কে সাথে নিয়ে সাকীফায়ে বানী সা'য়িদায় মিলিত হন।[৩০] সা'দ ইবনু 'উবাদাহ (রা.) ছিলেন একজন

হয়েছিল। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর দাফনের পর এ প্রশ্ন ওঠলে এর সমাধান এতো সহজ হতো না। কেননা মানুষ তখন শোক-দুঃখ ভুলে অনেকটা কঠিন হতো এবং খিলাফাতের বিষয়ে দলাদলি ও মতভেদ করার সুযোগ পেতো। ওদিকে মুনাফিকরাও আনসার ও মুহাজিরগণের মধ্যে বিবাদের ও মতানৈক্যের অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করার সুযোগ পেতো। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর দেহ মুবারাক সকলের সামনে বিদ্যমান থাকার কারণে কারো পক্ষে ঝগড়া-বিবাদের দিকে মনোযোগ দেওয়া সহজ হয়নি। والله أعلم بالصواب

৩০. বুখারী, *আস-সাহীহ,* (কিতাবুল মানাকিব), হা.নং:৩৩৯৪; তাবারী, *তারীখুল উমাম ওয়াল মুলূক,* খ.২,পৃ.৪৫৫

বিখ্যাত আনসারী। সকল যুদ্ধে আনসারদের পতাকা তাঁর হাতেই ছিল। তাই আনসারগণ তাঁকেই রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর খালীফা নির্বাচন করার জন্য বিভিন্ন কথাবার্তা বলতে থাকেন।[৩১] সকলের কথা শুনে সা'দ (রা.) বলতে লাগলেন,

يا معشر الانصار لكم سابقة في الدين وفضيلة في الاسلام ليست لقبيلة من العرب أن محمدا عليه السلام لبث بضع عشرة سنة في قومه يدعوهم إلى عبادة الرحمن وخلع الانداد والاوثان فما آمن به من قومه إلا رجال قليل وكان ما كانوا يقدرون على أن يمنعوا رسول الله ولا أن يعزوا دينه ولا أن يدفعوا عن أنفسهم ضيما عموا به حتى إذا أراد بكم الفضيلة ساق اليكم الكرامة وخصكم بالنعمة فرزقكم الله الايمان به وبرسوله والمنع له ولاصحابه والاعزاز له ولدينه والجهاد لاعدائه فكنتم أشد الناس على عدوه منكم وأثقله على عدوه من غيركم حتى استقامت العرب لامر الله طوعا وكرها وأعطى البعيد المقادة صاغرا داخرا حتى أثخن الله عز وجل لرسوله بكم الارض ودانت بأسيافكم له العرب وتوفاه الله وهو عنكم راض وبكم قرير عين استبدوا بهذا الامر دون الناس.

"হে আনসারগণ, মাক্কা থেকে নির্বাসিত ইসলামকে মাদীনায় স্থান দান করে এবং সর্বতোভাবে এর সাহায্য-সহযোগিতা করে তোমরা যে মর্যাদা লাভ করেছো, আরবের কোনো সম্প্রদায়ই এ বিষয়ে তোমাদের সমকক্ষতা লাভ করতে পারেনি। এ কারণে আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে তাঁর এক মহান নি'মাতের উত্তরাধিকারী করতে ও এক মহা সম্মানে ভূষিত করতে ইচ্ছা করেছেন। তিনি তোমাদেরকে ঈমানরূপ মহামূল্য সম্পদ দান করেছেন। তাঁর প্রিয় নাবী (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ও তাঁর সাহাবা কিরামের রক্ষণাবেক্ষণ ও সাহায্য করতে এবং ইসলামের শত্রুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে তাওফীক দান করেছেন। তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের শত্রুদের জন্য এক কঠিন বিপদস্বরূপ হয়ে দাঁড়িয়েছিলে। তোমাদের তরবারিই ইসলামকে বিজয়মালা পরিয়ে গৌরবের উচ্চ শিখরে উন্নীত করেছে। সমগ্র আরববাসীকে ইসলাম গ্রহণে বাধ্য করেছে। আজ আল্লাহর রাসূল

---

৩১. ইবনু সা'দ, *আত-তাবাকাতুল কুবরা*, খ.৩,পৃ.৫৬৮, খ.৭,পৃ.৩৯০

(সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমাদের মধ্যে নেই। তিনি আজীবন তোমাদের প্রতি প্রীত ও সন্তুষ্ট ছিলেন। তোমরাই ছিলে তাঁর মস্তিষ্কের বুদ্ধি এবং বাহুর বল। এখন তোমাদেরকেই খিলাফাতের বাগডোর ধারণ করতে হবে। 'তোমরাই খিলাফাত আসনের একমাত্র উপযুক্ত।"

উপস্থিত আনসারগণ তাঁর এ কথা শুনে সকলেই এক বাক্যে বলে ওঠলেন, "আপনি যথার্থই বলেছেন। আপনার কথা আমরা সকলেই সমর্থন করছি। আপনিই আমাদের সর্বাপেক্ষা অধিক পরহেযগার এবং সকলের চেয়ে অধিক উপযোগী। আমরা সকলে আপনার হাতে বাই'আত করবো।" হঠাৎ তাদের মধ্য থেকে একজন বলে ওঠলো, মুহাজিরগণের পক্ষ থেকে যদি এ কথা বলা হয় যে, "আমরা মুহাজির, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সুখ-দুঃখের প্রথম সাথী, অধিকন্তু আমরা তাঁর গোত্রের লোক ও একান্ত ঘনিষ্ঠ ব্যক্তিবর্গ। সুতরাং খিলাফাতের প্রকৃত হকদার আমরা। তোমরা কিছুতেই আমাদের এ ন্যায্য অধিকার অস্বীকার করতে পারো না। তখন তাঁদের কী উত্তর দেয়া হবে?" এ কথা শুনে সকলেই নিরব হয়ে গেলেন। কিছুক্ষণ পর তাঁদের একজন বললেন, "তাঁরা খিলাফাতের দাবি করলে তা উড়িয়ে দেয়া যাবে না। তাঁদেরকে এ কথা বলা যেতে পারে যে, উভয় পক্ষের দাবি যেহেতু ন্যায্য, তাই এর মীমাংসা এভাবে করা হোক যে, মুহাজিরদের মধ্য থেকে একজন আমীর এবং আনসারদের মধ্য থেকে একজন আমীর নির্বাচিত হবেন। এ ছাড়া অন্য কোনো প্রস্তাবে আমরা কখনোই রাযী হতে পারি না।" দূরদর্শী সা'দ ইবনু 'উবাদাহ (রা.) এ কথায় সায় দিতে পারলেন না। তিনি বললেন, هَذَا أَوَّلُ الْوَهَنِ. -"এই তো তোমাদের প্রথম দুর্বলতা প্রকাশ পেয়েছে।"[৩২] বলাই বাহুল্য যে, এ অভিমতটি কোনো ক্রমেই গ্রহণযোগ্য ছিল না। এটা গ্রহণ করা হলে ইসলামী ঐক্যের বাঁধন চির দিনের জন্য বিচ্ছিন্ন হয়ে যেত। তা ছাড়া তাঁদের প্রথম মতটিও তখনকার মুসলিম উম্মাহর জন্য কল্যাণকর ছিল না। কেননা আনসারগণ যদিও ইসলাম ও রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর জন্য বিরাট অবদান রেখেছেন; কিন্তু অন্যান্য গোত্রের ওপর কুরাইশের যেরূপ প্রভাব ছিল, সেরূপ প্রভাব আনসারগণের ছিল না। তা ছাড়া আনসারদের মধ্যেও দুটি গোত্র ছিল- আউস ও খাযরাজ। তাঁদের মধ্যে শত্রুতা ও ঝগড়া-বিবাদ দীর্ঘদিন থেকে চলে আসছিল। ইসলাম গ্রহণের পর অবশ্য এটা হ্রাস পেয়েছিল; কিন্তু সম্পূর্ণ দূরিভূত হয়নি।

এ দিকে মাসজিদে নাবাবীতে 'উমার, আবূ 'উবাইদাহ ইবনুল জাররাহ ও অন্যান্য বিশিষ্ট সাহাবী (রা.) রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর ওফাত সম্বন্ধে আলোচনা করছিলেন। আবূ বাকর, 'আলী ও অন্যান্য আহলে বাইত রাসূলুল্লাহ

---

৩২. তাবারী, *তারীখুল উমাম ওয়াল মুলূক*, খ.২,পৃ.৪৫৫-৬

(সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর কাফান-দাফনের ব্যবস্থায় ব্যস্ত ছিলেন। ইতোমধ্যে 'উমার (রা.)-এর মনে হঠাৎ খিলাফাতের চিন্তা উদয় হলো। তিনি আবূ 'উবাইদাহ (রা.)-এর নিকট এসে বললেন, ابْسُطْ يَدَكَ لِأُبَايِعَكَ؛ فَإِنَّكَ أَمِيْنُ هَذِهِ الْأُمَّةِ عَلَى لِسَانِ رَسُولِ اللهِ. -"আপনার হাত বাড়িয়ে দিন। আপনার হাতে খিলাফাতের বাই'আত গ্রহণ করি। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আপনাকে এ উম্মাতের 'আমীন' উপাধিতে ভূষিত করেছেন।" আবূ 'উবাইদাহ (রা.) এ কথা শুনে 'উমার (রা.)কে বললেন, مَا رَأَيْتُ لَكَ فَهَّةً قَبْلَهَا مُنْذُ أَسْلَمْتُ، أَتُبَايِعُنِي وَفِيْكُمُ الصِّدِّيْقُ وَثَانِي اثْنَيْنِ؟- "ইসলাম গ্রহণের পর এই প্রথম তুমি অর্বাচিনের মতো কথা বললে! (এটি কেমন কথা।) রাসূলুল্লাহ যাঁকে 'আছ্ ছিদ্দীক' উপাধি দান করেছেন এবং আল্লাহ তা'আলা যাঁকে 'দুজনের দ্বিতীয় জন' বলে আখ্যায়িত করেছেন, তিনি তোমাদের মধ্যে বিদ্যমান থাকতে আমার হাতে বাই'আত করতে চাও?!"[৩৩]

ঠিক এ মুহূর্তে কেউ এসে 'উমার (রা.)কে সংবাদ দিল যে, সাকীফায়ে বানী সা'য়িদায় আনসারগণ সমবেত হয়ে খিলাফাত সম্বন্ধে আলোচনা শুরু করে দিয়েছে। 'উমার (রা.) এটা শুনে সাথে সাথে 'আয়িশা (রা.)-এর হুজরার সামনে গিয়ে আবূ বাকর (রা.)কে কিছুক্ষণের জন্য বাইরে আসতে অনুরোধ করলেন। আবূ বাকর (রা.) ভেতর থেকে খবর পাঠালেন, তিনি গুরুত্বপূর্ণ কাজে ব্যস্ত রয়েছেন, তাই এ মুহূর্তে তাঁর বাইরে যাওয়া সম্ভব নয়। 'উমার (রা.) তাঁকে পুনরায় বলে পাঠালেন, এমন একটা ঘটনা ঘটেছে, যে জন্য তাঁর বাইরে আসা একান্তই প্রয়োজন। এবার আবূ বাকর (রা.) একটু বিরক্তির সাথেই মাসজিদের প্রাঙ্গনে উপস্থিত হলেন এবং 'উমার (রা.)-এর দিকে তাকিয়ে বললেন, "রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর কাফান-দাফন অপেক্ষা এমন কোন্ কাজ এতো জরুরী যে আমাকে ডেকে পাঠালে?" 'উমার (রা.) উত্তর দিলেন, আপনি কী জানেন যে, আনসারগণ সাকীফায়ে বাণী সা'য়িদায় মিলিত হয়ে সা'দ ইবনু 'উবাদাহ (রা.)কে খালীফা নির্বাচনের ব্যবস্থা করেছেন। যদি তা পারা না যায়, তবে তাদের সর্বোত্তম প্রস্তাব থাকবে যে, আনসারদের মধ্য থেকে একজন আমীর এবং কুরাইশদের থেকে একজন আমীর নির্বাচন করতে হবে।

আবূ বাকর (রা.) সকল কথা শুনে ব্যাপারটিকে সর্বাপেক্ষা গুরুত্ব দিলেন এবং রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর কাফান-দাফনের পূর্বে যে এ গুরুতর সমস্যার সমাধানই অধিকতর প্রয়োজন এ কথা বুঝতে পারলেন। এ সমস্যা যে একদিন দেখা দেবে, তিনি তা পূর্বেই জানতেন। তবে এতো দ্রুত এবং এতো অস্বাভাবিকভাবে যে

---

৩৩. ইবনু সা'দ, *আত-তাবাকাতুল কুবরা*, খ.৩,পৃ.১৮১; যাহাবী, *তারীখুল ইসলাম*, খ.১,পৃ.৩৬২; ইবনুল জাওযী, *আল-মুন্তাযিম*, খ.১,পৃ.৪৩৪; সুয়ূতী, *তারীখুল খুলাফা*, পৃ.২৭

এ পরিস্থিতির মুকাবিলা করতে হবে তা তিনি ভাবেননি। তিনি দেখলেন, এক সঙ্গীন মুহূর্ত উপস্থিত। আনসারগণ যতি ভাবাবেগবশত এ কঠিন সময়ে এমন এক ব্যক্তিকে খালীফা নির্বাচিত করে ফেলে এবং তিনি সর্বজনগ্রাহ্য না হন তবে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সমাধি রচিত হওয়ার পূর্বেই ইসলামের সমাধি রচিত হয়ে যাবে এবং ইসলামের নবগঠিত প্রাসাদে সে দিনই ভাঙ্গন আরম্ভ হবে। তাই দূরদর্শী আবূ বাকর (রা.) অহেতুক চঞ্চল না হয়ে রূঢ় বাস্তবতার সম্মুখীন হবার জন্য প্রস্তুত হলেন। তিনি তৎক্ষণাৎ সব কিছু স্থগিত রেখে 'উমার ও আবূ 'উবাইদাহ ইবনু জাররাহ (রা.)কে সাথে নিয়ে সাকীফায়ে বানী সা'য়িদার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হন। পথিমধ্যে 'আসিম ইবনু 'আদী ও 'উওয়ায়ম ইবনু সা'য়িদাহ (রা.)-এর সাথে তাঁদের সাক্ষাত হলো। তাঁরা বললেন, "এ উত্তেজনাপূর্ণ মুহূর্তে আনসারদের নিকট আপনাদের যাওয়া ঠিক হবে না; বরং আপনারা ফিরে যান। আপনারা যা চাইবেন তা তাঁরা মানতেই চাইবেন না। হয়তো তাঁরা এতক্ষণ সা'দ (রা.)কে খালীফা নির্বাচন করে বসেছেন, অথবা তাঁদের জন্য একজন স্বতন্ত্র আমীর নির্ধারণ করে ফেলেছেন।" 'উমার (রা.) বললেন, "না, তা হতে পারে না। আমাদের সেখানে অবশ্যই যেতে হবে।"[৩৪] যা হোক, অবশেষে তাঁরা তিন জনই দ্রুত সেখানে গিয়ে উপস্থিত হন এবং দেখতে পান যে, আনসারগণ খিলাফাতের বিষয়ে ঘোর তর্ক-বিতর্ক করছেন; কিন্তু তখনো কোনো সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারছিলেন না। এ তিন জনকে হঠাৎ তাঁদের সামনে উপস্থিত দেখতে পেয়ে তাঁরা কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়েন, কারো মুখ দিয়ে আর কোনো কথা বের হচ্ছিল না। আবূ বাকর (রা.) ও তাঁর সাথীদ্বয় তাঁদের মধ্যস্থলে বসে পড়লেন। আনসারগণ তাঁদেরকে সংযতভাবে বসতে দেখে কিছুটা শান্ত হলেন। 'উমার (রা.) লক্ষ্য করলেন, সভার মাঝখানে এক ব্যক্তি চাদর মুড়ি দিয়ে শুয়ে আছেন। 'উমার (রা.) জিজ্ঞেস করলেন, উনি কে? জবাব আসলো, "উনি সা'দ ইবনু 'উবাদাহ (রা.)। অসুস্থতার জন্য শুয়ে আছেন। তৎক্ষণাৎ আবূ বাকর ও 'উমার (রা.) ব্যাপারটির তাৎপর্য বুঝে ফেললেন। তাঁদের আসার পূর্বেই এ সা'দ (রা.)ই জ্বালাময় বক্তৃতা দিয়ে আনসারগণকে উত্তেজিত করে রেখেছেন। এ সময় 'উমার (রা.) কিছু বলার ইচ্ছা করলেন; কিন্তু আবূ বাকর (রা.) ভাবলেন যে, এটা উত্তেজনার সময় নয়; এখন কোনো ধরনের কঠিন হওয়া যাবে না; বরং নম্রতার সাথেই অগ্রসর হতে হবে। তাই তিনি 'উমার (রা.)কে ইঙ্গিত করে বসতে বললেন এবং নিজে দাঁড়িয়ে এক জ্ঞানগর্ভ বক্তব্য রাখেন। এ প্রসঙ্গে 'উমার (রা.) বলেন, وَاللهِ مَا تَرَكَ مِنْ كَلِمَةٍ أَعْجَبَتْنِي فِي تَزْوِيرِي إِلَّا قَالَ فِي بَدِيهَتِهِ مِثْلَهَا أَوْ أَفْضَلَ مِنْهَا. -"আবূ বাকর (রা.) আমার চেয়ে অনেক বেশি জ্ঞানবুদ্ধি রাখেন এবং মর্যাদাসম্পন্ন ছিলেন। আমি অনেক চিন্তাভাবনা করে ঐ সময়ের দাবি অনুযায়ী একটি বক্তব্য মনে মনে তৈরি করে নিয়েছিলাম; কিন্তু আল্লাহর কাসাম, দেখা গেল, আবূ বাকর

---

৩৪. তাবারী, *তারীখুল উমাম ওয়াল মুলূক*, খ.২,পৃ.৪৫৫-৬

(রা.) তাৎক্ষণিকভাবে অত্যন্ত বাগ্মিতার সাথে সে কথাগুলোই বা তার চেয়েও আরো উত্তম কথা পেশ করলেন।"[৩৫]

আবূ বাকর (রা.)-এর ভাষণ

আল্লাহ তা'আলার হামদ ও রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর প্রতি সালাত ও সালাম পেশ করার পর বলেন,

....فعظم على العرب أن يتركوا دين آبائهم فخص الله المهاجرين الاولين من قومه بتصديقه والايمان به والمؤاساة له والصبر معه على شدة أذى قومهم لهم وتكذيبهم إياهم وكل الناس لهم مخالف زار عليهم فلم يستوحشوا لقلة عددهم وشنف الناس لهم وإجماع قومهم عليهم فهم أول من عبد الله في الارض وآمن بالله وبالرسول وهم أولياؤه وعشيرته وأحق الناس بهذا الامر من بعده ولا ينازعهم ذلك إلا ظالم وأنتم يا معشر الانصار من لا ينكر فضلهم في الدين ولا سابقتهم العظيمة في الاسلام رضيكم الله أنصارا لدينه ورسوله وجعل اليكم هجرته وفيكم جلة أزواجه وأصحابه فليس بعد المهاجرين الاولين عندنا بمنزلتكم فنحن الامراء وأنتم الوزراء لا تفتاتون بمشورة ولا نقضي دونكم الامور.

-"... পূর্বপুরুষদের ধর্ম পরিত্যাগ করা আরবদের পক্ষে খুবই দুষ্কর ছিল। ঠিক এমন সময় আল্লাহ তা'আলা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর কাওম থেকে প্রাথমিক পর্যায়ের মুহাজিরগণকে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর ওপর বিশ্বাস ও ঈমান আনতে, তাঁকে সাহায্য-সহায়তা করতে, বিপদে-আপদে সান্ত্বনা প্রদান করতে, বিশেষত তাঁর সাথে কাফিরদের অত্যাচার ও নির্যাতন সহ্য করার জন্য তাওফীক দান করলেন। তখন সকল লোকেই তাঁদের বিরোধী ছিল। বিরোধীরা তাঁদেরকে নির্মম অত্যাচার-নির্যাতন করেছে। নিজেরা সংখ্যায় অল্প হওয়া, অপর দিকে শত্রুদের অত্যাচার ও তাদের ঐক্যবদ্ধ প্রয়াস সত্ত্বেও তাঁরা কখনো ভীত হননি। এ পৃথিবীতে মুহাজিরগণই হলেন সর্বপ্রথম যাঁরা আল্লাহর 'ইবাদাত করেছেন এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান আনয়ন করেছেন। এরা হলেন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর একান্ত আপন ও আত্মীয়-স্বজন। অতএব রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর পর তাঁরাই হলেন খিলাফাতের সবার চেয়ে অধিক হকদার। এ প্রসঙ্গে যালিম

---

৩৫. বুখারী, *আস-সাহীহ,* (কিতাবুল হুদূদ),হা.নং: ৬৩২৮

ছাড়া কেউ তাঁদের বিরোধিতা করতে পারে না। পক্ষান্তরে তোমরা হে আনসার সম্প্রদায়, তোমাদের দীনী মর্যাদা এবং ইসলামের জন্য তোমাদের বড় বড় অবদানগুলো কেউ অস্বীকার করতে পারবে না। আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে ইসলাম ও রাসূলের সাহায্যকারী হবার সৌভাগ্য দান করেছেন। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তোমাদের নিকট হিজরাত করে এসেছেন। অধিকাংশ উম্মুল মু'মিনীন ও সাহাবা কিরাম তোমাদের দেশেরই লোক। সুতরাং আমাদের কাছে প্রাথমিক কালের মুহাজিরগণের ওপরে তোমাদের অবস্থান হতে পারে না। অতএব আমরা হবো আমীর, আর তোমরা উযীর বা পরামর্শদাতা। তোমাদের পরামর্শ ছাড়া কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হবে না।"[৩৬]

আবূ বাকর (রা.)-এর এ বক্তব্য সভাস্থলে বিচিত্র প্রভাব সৃষ্টি করলো। বক্তব্যটি এতোই ভারসাম্যপূর্ণ ছিল যে, আনসারগণের মনে কোনোরূপ আঘাত না দিয়েই তিনি সুকৌশলে সময়ের প্রকৃত দাবিটি তুলে ধরতে সক্ষম হন। তিনি যে তাঁর বক্তৃতায় একদেশদর্শিতার পরিচয় দেননি, আনসারগণকেও তিনি যে যথাযোগ্য মর্যাদা দিয়েছেন, এ কথা অনেকের অন্তর স্পর্শ করলো। তবুও তাঁদের কয়েকজন অপরিণামদর্শী ব্যক্তি আবূ বাকর (রা.)-এর বক্তৃতার গূঢ় মর্ম অনুধাবন করতে পারলেন না। তাঁদের মধ্য থেকে একজন দাঁড়িয়ে বক্তৃতা শুরু করলেন,

أَمَّا بَعْدُ فَنَحْنُ أَنْصَارُ اللهِ وَكَتِيبَةُ الْإِسْلَامِ، وَأَنْتُمْ مَعْشَرَ الْمُهَاجِرِينَ رَهْطٌ، وَقَدْ دَفَّتْ دَافَّةٌ مِنْ قَوْمِكُمْ، فَإِذَا هُمْ يُرِيدُونَ أَنْ يَخْتَزِلُونَا مِنْ أَصْلِنَا، وَأَنْ يَحْضُنُونَا مِنْ الْأَمْرِ.

-"আমরা আল্লাহর সাহায্যকারী এবং ইসলামের বিশাল সেনাবাহিনী। হে মুহাজিরগণ, তোমরা সংখ্যায় অতি কম। অথচ তোমরা আমাদের ন্যায্য দাবির বিরুদ্ধাচরণ করছো এবং আমাদের মর্যাদা থেকে আমাদেরকে দূরে সরিয়ে দিচ্ছো।"[৩৭]

আনসারদের এমন উত্তেজনাপূর্ণ কথা শুনেও আবূ বাকর (রা.) ধৈর্যহারা না হয়ে অতি শান্ত ভাবে বললেন,

مَا ذَكَرْتُمْ فِيكُمْ مِنْ خَيْرٍ فَأَنْتُمْ لَهُ أَهْلٌ، وَلَنْ يُعْرَفَ هَذَا الْأَمْرُ إِلَّا لِهَذَا الْحَيِّ مِنْ قُرَيْشٍ، هُمْ أَوْسَطُ الْعَرَبِ نَسَبًا وَدَارًا.

"তোমরা তোমাদের যে অবদান রাখার কথা বলছো, (তা আমরা অস্বীকার করছি

---

৩৬. তাবারী, *তারীখুল উমাম ওয়াল মুলূক*, খ.২,পৃ.৪৫৭
৩৭. বুখারী, *আস-সাহীহ,* (কিতাবুল হুদূদ),হা.নং: ৬৩২৮

না)। তোমরা অবশ্যই খিলাফাতের হকদার। তবে এ কথাও সঠিক যে, আরবরা কুরাইশ ব্যতীত অন্য কারো কর্তৃত্ব নির্বিবাদে মেনে নেবে না। এরা হলো বংশগরিমা ও পারিবারিক ঐতিহ্যের দিক থেকে সমগ্র আরবের মধ্যে শ্রেষ্ঠ।"[৩৮]

আবূ বাকর (রা.)-এর এরূপ কথার পরও আনসারগণের মধ্যে অনেকের উত্তেজনা প্রশমিত হলো না। আল-হুবাব ইবনুল মুনযির আল-আনসারী (রা.) ওঠে আনসারদের সম্বোধন করে বললেন,

يَا مَعْشَرَ الْأَنْصَارِ، امْلِكُوا عَلَيْكُمْ أَمْرَكُمْ فَإِنَّ النَّاسَ فِي فَيْئِكُمْ وَفِي ظِلِّكُمْ، وَلَنْ يَجْتَرِئَ مُجْتَرِئٌ عَلَى خِلَافِكُمْ، وَلَنْ يَصْدُرَ النَّاسُ إِلَّا عَنْ رَأْيِكُمْ، أَنْتُمْ أَهْلُ الْعِزِّ وَالثَّرْوَةِ وَأُولُوا الْعَدَدِ وَالْمَنْعَةِ وَالتَّجْرِبَةِ ذُوو الْبَأْسِ وَالنَّجْدَةِ، وَإِنَّمَا يَنْظُرُ النَّاسُ إِلَى مَا تَصْنَعُونَ، وَلَا تَخْتَلِفُوا فَيَفْسُدَ عَلَيْكُمْ رَأْيُكُمْ، وَيَنْتَقِضَ عَلَيْكُمْ أَمْرُكُمْ، أَبِي هَؤُلَاءِ إِلَّا مَا سَمِعْتُمْ: فَمِنَّا أَمِيرٌ وَمِنْكُمْ أَمِيرٌ.

"হে আনসার সম্প্রদায়, তোমরা নিজেদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা কর। সকল লোকেই তোমাদের ছায়াতলে রয়েছে। তোমাদের বিরোধিতা করার মতো সাহস কারো নেই। তোমাদের মত কেউ প্রত্যাখ্যান করতে পারবে না। তোমরা মান-মর্যাদা ও প্রাচুর্য্যের অধিকারী, সংখ্যায় বিপুল, রণশক্তিধর, অভিজ্ঞ, সাহসী ও বীর। সকলের দৃষ্টি তোমাদের দিকে নিবদ্ধ। এ সন্ধিক্ষণে তোমরা নিজেরা মতবিরোধ করে নেতৃত্ব কখনো হাত ছাড়া করো না। এদের সাথে আমাদের এতোটুকু আপোষ হতে পারে যে, আমাদের মধ্য থেকে একজন আমীর এবং তাঁদের মধ্য থেকে একজন আমীর নির্বাচিত হবেন।"

আল-হুবাব (রা.)-এর এ কথায় 'উমার (রা.) আর স্থির থাকতে পারলেন না। আবূ বাকর (রা.)-এর কথায় তিনি এতক্ষণ শান্ত হয়ে বসেছিলেন। এবার তিনি উত্তেজিতভাবে ওঠে বলতে আরম্ভ করলেন,

هَيْهَاتَ، لَا يَجْتَمِعُ اثْنَانِ فِي قَرْنٍ، وَاللهِ لَا تَرْضَى الْعَرَبُ أَنْ يُؤَمِّرُوكُمْ وَنَبِيُّهَا مِنْ غَيْرِكُمْ، وَلَكِنَّ الْعَرَبَ لَا تَمْتَنِعُ أَنْ تُوَلِّيَ أَمْرَهَا مَنْ كَانَتْ النُّبُوَّةُ فِيهِمْ، وَوَلِيُّ أُمُورِهِمْ مِنْهُمْ، وَلَنَا بِذَلِكَ عَلَى مَنْ أَبَى مِنَ الْعَرَبِ الْحُجَّةُ الظَّاهِرَةُ وَالسُّلْطَانُ الْمُبِيْنُ مَنْ ذَا يُنَازِعُنَا سُلْطَانَ مُحَمَّدٍ وَإِمَارَتِهِ، وَنَحْنُ أَوْلِيَاؤُهُ وَعَشِيرَتُهُ إِلَّا مُدِلٌّ بِبَاطِلٍ أَوْ مُتَجَانِفٌ لِإِثْمٍ أَوْ مُتَوَرِّطٌ فِي هَلَكَةٍ.

---

৩৮. বুখারী, *আস-সাহীহ*, (কিতাবুল হুদূদ),হা.নং: ৬৩২৮)

"তোমার এ প্রস্তাব কখনোই সমর্থন করা যেতে পারে না। কেননা একটি খাপে দুটি তরবারি কখনোই থাকতে পারে না। আল্লাহর কাসাম, আরববাসী কখনো তোমাদের নেতৃত্ব মেনে নেবে না। কারণ নাবী তোমাদের মধ্যে আবির্ভূত হননি। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যে গোত্রের মধ্যে প্রেরিত ও আবির্ভূত হয়েছেন, আরববাসীরা কেবল তাঁদেরই নেতৃত্ব মেনে নেবে। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর খালীফা নির্বাচনের ব্যাপারে কেবল তারাই আমাদের বিরোধিতা করবে, যারা ভুল পথের পথিক কিংবা অপরাধপ্রবণ অথবা ধ্বংসোন্মুখ। কেননা আমরা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর একান্ত প্রিয়জন ও আত্মীয়-স্বজন।"[৩৯]

এভাবে খিলাফাতের প্রশ্নে আনসার ও মুহাজিরগণের মধ্যে বিতর্ক চলতে লাগলো। সুযোগ পেয়ে মুনাফিকদের দল উভয় পক্ষকে উত্তেজিত করতে লাগলো। আবূ 'উবাইদাহ ইবনুল জাররাহ (রা.) এতক্ষণ পর্যন্ত নিরব ছিলেন। পরিস্থিতি ক্রমশ উত্তপ্ত হয়ে উঠছে দেখে তিনি আর নিরব থাকতে পারলেন না। আনসারদের উদ্দেশ্য করে তিনি বলতে লাগলেন,

يَا مَعْشَرَ الْأَنْصَارِ، إِنَّكُمْ أَوَّلُ مَنْ نَصَرَ وَآزَرَ فَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ مَنْ بَدَّلَ وَغَيَّرَ.

"হে আনসার সম্প্রদায়, ইসলামের সাহায্যে তোমরাই সকলের চেয়ে অগ্রবর্তী ছিলে। তোমরাই তো রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)কে ডেকে এনে আশ্রয় দিয়েছিলে। অতএব তোমরা সে দীনকে পরিবর্তন ও খণ্ড-বিখণ্ড করার কাজে অগ্রবর্তী হয়ো না।"

আবূ 'উবাইদাহ (রা.)-এর এ কথা চমৎকার কাজ করলো। আনসারগণের অনেকেই এতে অত্যন্ত প্রভাবান্বিত হন। এমনকি খাযরাজের গোত্রের নেতা বাশীর ইবনু সা'দ (রা.) তৎক্ষণাৎ দাঁড়িয়ে বলতে লাগলেন,

يَا مَعْشَرَ الْأَنْصَارِ، إِنَّا وَاللهِ لَئِنْ كُنَّا أُوْلِي فَضِيْلَةٍ فِي جِهَادِ الْمُشْرِكِيْنَ وَسَابِقَةٍ فِي هَذَا الدِّيْنِ مَا أَرَدْنَا بِهِ إِلَّا رِضَى رَبِّنَا وَطَاعَةَ نَبِيِّنَا وَالْكَدْحَ لِأَنْفُسِنَا، فَمَا يَنْبَغِي لَنَا أَنْ نَسْتَطِيْلَ عَلَى النَّاسِ بِذَلِكَ، وَلَا نَبْتَغِي بِهِ مِنَ الدُّنْيَا عِرْضًا، فَإِنَّ اللهَ وَلِيُّ الْمِنَّةِ عَلَيْنَا بِذَلِكَ أَلَّا إِن مُحَمَّدًا صلى الله عليه وسلم مِنْ قُرَيْشٍ، وَقَوْمُهُ أَحَقُّ بِهِ وَأَوْلَى، وَأَيْمُ اللهِ لَا يَرَانِى اللهُ أُنَازِعُهُمْ هَذَا الْأَمْرَ أَبَدًا، فَاتَّقُوا اللهَ وَلَا تُخَالِفُوهُمْ وَلَا تُنَازِعُوهُمْ.

---

৩৯. তাবারী, *তারীখুল উমাম ওয়াল মুলূক*, খ.২,পৃ.৪৫৭

"হে আনসার সম্প্রদায়, আল্লাহর কাসাম, আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি লাভ, নাবীর প্রতি আনুগত্য প্রকাশ এবং নিজেদের চরিত্র ও আত্মার সংশোধনের জন্য আমরা মুশরিকদের সাথে যুদ্ধ করেছি এবং দীনের সাহায্যে আত্মোৎসর্গ করেছি। এভাবে আমরা মহিমান্বিত হয়েছি। এ জন্য আমাদের গর্ব করার কিছু নেই। দীনী স্বার্থ ছাড়া কোনো প্রকার পার্থিব মান-মর্যাদা বা ধন-সম্পদের লোভ করা আমাদের উচিত নয়। আমাদের সকল প্রকারের ত্যাগ-তিতিক্ষার প্রতিদান আল্লাহ তা'আলাই আমাদেরকে দান করবেন, তা-ই আমাদের জন্য যথেষ্ট। এটা অনস্বীকার্য যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কুরাইশ বংশীয় ছিলেন। সুতরাং কুরাইশ বংশই খিলাফাতের ন্যায্য অধিকারী। আল্লাহর কাসাম, এ ব্যাপারে তাঁদের বিরোধিতা করা আমার নিজের পক্ষে কখনোই সম্ভব নয়। তোমরা আল্লাহকে ভয় কর, মুহাজিদেরদের বিরোধিতা করো না এবং তাঁদের সাথে বিবাদে জড়িয়ে পড়ো না।"[৪০]

বাশীর ইবনু সা'দ (রা.)-এর বক্তৃতা সমাপ্ত হওয়ার সাথে সাথে যায়িদ ইবনু ছাবিত (রা.) দাঁড়িয়ে বলতে লাগলেন,

إِنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ مِنَ الْمُهَاجِرِيْنَ، وَإِنَّمَا يَكُونُ الْإِمَامُ مِنَ الْمُهَاجِرِيْنَ، وَنَحْنُ أَنْصَارُهُ، كَمَا كُنَّا أَنْصَارَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم.

"রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মুহাজিরদের মধ্য থেকেই ছিলেন। সুতরাং তাঁর স্থলবর্তী খালীফাও মুহাজিরদের মধ্য থেকেই হবেন। আর আমরা থাকবো তাঁর পরামর্শদাতা ও সাহায্যকারী। যেমন আমরা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর জীবদ্দশায় তাঁর সাহায্যকারী ও পরামর্শদাতাই ছিলাম।"

যায়িদ ইবনু ছাবিত (রা.)-এর কথা শুনে আবূ বাকর (রা.) বলে ওঠেন,

جَزَاكُمُ اللهُ خَيْراً مِنْ حَيٍّ، يَا مَعْشَرَ الْأَنْصَارِ، وَثَبَّتَ قَائِلَكُمْ، أَيْمُ اللهِ لَوْ قُلْتُمْ غَيْرَ ذَلِكَ لَمَا صَالَحْنَاكُمْ.

"হে আনসার সম্প্রদায়, আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে উত্তম বিনিময় দান করুন! তোমাদের মুখপত্রের কথা ঠিক থাকুক! আল্লাহর কাসাম, যদি তোমরা এ ছাড়া

---

৪০. তাবারী, *তারীখুল উমাম ওয়াল মুলূক*, খ.২,পৃ.৪৫৮

অন্য কোনো কথা বল, তবে আমরা কোনোভাবেই সমঝোতা করতে পারি না।"[৪১]

এরপর আনসারদের মর্যাদা বর্ণনায় আল্লাহ তা'আলা যে সকল আয়াত নাযিল করেছেন এবং রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যে সকল হাদীস উল্লেখ করেছেন, আবূ বাকর (রা.) তা পাঠ করে উপস্থিত লোকদেরকে শুনালেন। এক পর্যায়ে তিনি বললেন, তোমরা জান, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, لَوْ سَلَكَ النَّاسُ وَادِيًا، وَسَلَكَتْ الْأَنْصَارُ وَادِيًا سَلَكْتُ وَادِيَ الْأَنْصَارِ.-" লোকেরা যদি কোনো এক উপত্যকা দিয়ে যাত্রা করে আর আনসারগণ অন্য উপত্যকা দিয়ে যাত্রা করতে আরম্ভ করে, তবে আমি আনসারদের উপত্যকা দিয়ে যাত্রা করবো।" তারপর সা'দ (রা.)কে উদ্দেশ্য করে বললেন, তুমি জান যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছিলেন, وُلَاةُ هَذَا الْأَمْرِ، فَبَرُّ النَّاسِ تَبَعٌ لِبَرِّهِمْ، وَفَاجِرُهُمْ تَبَعٌ لِفَاجِرِهِمْ.-"কুরাইশরা এ কর্তৃত্বের দায়িত্বশীল। ভালো লোকেরা তাদের ভালো লোকদের অনুগামী, আর খারাপ লোকেরাও তাদের খারাপ লোকদের অনুগামী।" এ কথা বলার সময় তুমিও সেখানে বসা ছিলে। এ কথা শুনে সা'দ (রা.) বললেন, صَدَقْتَ! نَحْنُ الْوُزَرَاءُ، وَأَنْتُمْ الْأُمَرَاءُ.- "আপনি সত্য কথাই বলছেন! আমরা হলাম উযীর আর আপনারা হলেন আমীর।"[৪২]

আবূ বাকর (রা.) এবার প্রত্যক্ষ করলেন যে, বিষয়টি মীমাংসার পথে। বিশেষ করে, বাশীর ইবনু সা'দ (রা.)-এর বক্তৃতার পর তিনি লক্ষ্য করলেন যে, আউস গোত্রের লোকেরা কী যেন বলাবলি করছে, অপর দিকে খাযরাজ গোত্রের অনেকের মনেও যে প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছে তার সুস্পষ্ট লক্ষণও তিনি তাঁদের চোখে মুখে দেখতে পেলেন। এই পরম মুহূর্তে তিনি কাল বিলম্ব না করে পাশে উপবিষ্ট 'উমার আল-ফারূক ও আমীনুল উম্মাহ আবূ 'উবাইদাহ ইবনুল জাররাহ (রা.)-এর হাত ধরে ওঠে দাঁড়ালেন এবং জনতাকে লক্ষ্য করে বললেন, وَقَدْ رَضِيتُ لَكُمْ أَحَدَ هَذَيْنِ الرَّجُلَيْنِ، فَبَايِعُوا أَيَّهُمَا شِئْتُمْ. -"আমি চাই যে, তোমরা এ দু'জনের যে কোনো একজনের হাতে বাই'য়াত গ্রহণ কর।"[৪৩] আবূ 'উবাইদাহ (রা.)-এর ব্যাপারে তিনি আরো বললেন, একবার রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট এক গোত্র এসে আবেদন করলো, আমাদের সাথে একজন 'আমীন' (মহা বিশ্বস্ত লোক) পাঠান। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, لَأَبْعَثَنَّ مَعَكُمْ أَمِينًا حَقَّ أَمِينٍ. -"আমি তোমাদের সাথে

---

৪১. হাকিম, *আল-মুস্তাদরাক*, (কিতাবু মা'আরিফাতি সাহাবাহ), হা.নং:৪৪৩১; ইবনু 'আসাকির, *তারীখু দিমাশক*, খ.১৯,পৃ.৩১৪; যাহাবী, *তারীখুল ইসলাম*, খ.১,পৃ.৩৬৩; আল-'ইসামী, *সিমতুন নুজূম..*, খ.১,পৃ.৩৭৫

৪২. আহমাদ, *আল-মুসনাদ*, হা.নং:১৮

৪৩. বুখারী, *আস-সাহীহ*, (কিতাবুল হুদূদ),হা.নং: ৬৩২৮

Contents

একজন আমীনকে পাঠাবো, যিনি যথার্থই আমীন। এ কথা বলার পর তিনি আবূ 'উবাইদাহ ইবনু জাররাহ (রা.)কে তাঁদের সাথে পাঠান। অতএব আমি চাই যে, তোমরা আবূ 'উবাইদাহ (রা.)কেই তোমাদের নেতৃত্বের জন্য বেছে নেবে।[৪৪]

আবূ বাকর (রা.)-এর এ কথা বলার পর আবার তুমুল হট্টগোল শুরু হয়ে গেল। 'উমার (রা.) যদিও কুরাইশদের মধ্যে একজন শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি ছিলেন এবং ইসলামের খিদমাতে যদিও তাঁর ত্যাগ ও সেবা অসাধারণ ছিল, তবুও আবূ বাকর (রা.)-এর তুলনায় তিনি ম্লান দেখাচ্ছিলেন। তা ছাড়া তিনি অতিশয় কঠোর প্রকৃতির ছিলেন বলে সেরূপ জনপ্রিয়ও ছিলেন না। আবূ 'উবাইদাহ (রা.) সম্বন্ধে সাধারণের ধারণা খুব বেশি উন্নত ছিল না। এমতাবস্থায় আনসারগণ 'উমার বা আবূ 'উবাইদাহ (রা.) কাউকেও প্রাণ দিয়ে গ্রহণ করতে পারছিলেন না। বিশেষ করে আবূ বাকর (রা.)-এর বিদ্যমানতায় তাঁদের দু'জনকেই ছোট মনে হচ্ছিল। 'উমার ও আবূ 'উবাইদাহ (রা.)ও এ কথা ভালরূপেই জানতেন। আবূ বাকর (রা.)ই যে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর খালীফা হবার একমাত্র যোগ্য ব্যক্তি, এ সত্য প্রকাশ্য দিবালোকের মতো সুস্পষ্ট ছিল। তাই আবূ বাকর (রা.)-এর উপর্যুক্ত প্রস্তাব পেশ করার অব্যবহিত পরেই 'উমার ও আবূ 'উবাইদাহ (রা.) তৎক্ষণাৎ দাঁড়িয়ে বললেন,

> لَا، وَاللهِ! لَا نَتَوَلَّى هَذَا الْأَمْرَ عَلَيْكَ؛ فَإِنَّكَ أَفْضَلُ الْمُهَاجِرِيْنَ وَثَانِيُ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ وَخَلِيْفَةُ رَسُوْلِ اللهِ عَلَى الصَّلَاةِ، وَالصَّلَاةُ أَفْضَلُ دِيْنِ الْمُسْلِمِيْنَ، فَمَنْ ذَا يَنْبَغِيْ لَهُ أَنْ يَتَقَدَّمَكَ أَوْ يَتَوَلَّى هَذَا الْأَمْرَ عَلَيْكَ، اِبْسُطْ يَدَكَ نُبَايِعُكَ.
>
> "না, এরূপ হতে পারে না। আল্লাহর কাসাম, আপনি জীবিত থাকতে আমরা কাউকে খিলাফাতের অধিকারী করতে পারি না। কেননা আপনি হলেন মুহাজিরগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ এবং রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর ছাওর গুহার সাথী, দু'জনের দ্বিতীয় জন এবং নামাযে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর খালীফা। আর নামায হলো দীনের সর্বোৎকৃষ্ট 'আমাল। অতএব আপনি বিদ্যমান থাকতে অপর কারো খিলাফাতের আসনে বসা উচিত হবে না। দেখি, আপনি হাত বাড়ান, আমরা আপনার হাতে বাই'আত করবো।"[৪৫]

বস্তুত তাঁদের এ কথায় গোটা মুসলিম উম্মাতের প্রতিনিধিত্ব করা হলো। তাঁরা এমন ব্যক্তিকে খালীফা নির্বাচন করার প্রস্তাব করলেন, মুসলিম সমাজে যিনি ছিলেন যথার্থই

---

৪৪. তাবারী, *তারীখুল উমাম ওয়াল মুলূক*, খ.২,পৃ.৪৪৩
৪৫. তাবারী, *তারীখুল উমাম ওয়াল মুলূক*, খ.২,পৃ.৪৫৮

সর্বাধিক আস্থাভাজন, যোগ্যতাসম্পন্ন ও সর্বোত্তম ব্যক্তি। অবশেষে আবূ বাকর (রা.) জাতির গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব গ্রহণে রাযী হলেন এবং বাই'আত করার জন্য হাত বাড়ান। 'উমার (রা.) সাথে সাথে এগিয়ে গিয়ে তাঁর হাতে প্রথম বাই'আত গ্রহণ করেন।[৪৬] এরপর এমন অবস্থার সৃষ্টি হয় যে, চারদিক থেকে লোকজন বাই'আত গ্রহণের জন্য ভেঙ্গে পড়লো। মোট কথা, উপস্থিত সকল মুহাজির ও আনসার আবূ বাকর (রা.)-এর হাতে বিনা মতানৈক্যে সর্বসম্মতভাবে বাই'আত গ্রহণ করলেন।[৪৭] আবূ বাকর (রা.)-এর হাতে বাই'আতের গুরুত্ব প্রসঙ্গে 'উমার (রা.) বলেন,

وَإِنَّا وَاللهِ مَا وَجَدْنَا فِيمَا حَضَرْنَا مِنْ أَمْرٍ أَقْوَى مِنْ مُبَايَعَةِ أَبِي بَكْرٍ، خَشِينَا إِنْ فَارَقْنَا الْقَوْمَ وَلَمْ تَكُنْ بَيْعَةٌ أَنْ يُبَايِعُوا رَجُلًا مِنْهُمْ بَعْدَنَا فَإِمَّا بَايَعْنَاهُمْ عَلَى مَا لَا نَرْضَى، وَإِمَّا نُخَالِفُهُمْ فَيَكُونُ فَسَادٌ.

-"আল্লাহর কাসাম, আমরা আমাদের উদ্ভূত সমস্যার ক্ষেত্রে আবূ বাকর (রা.)-এর হাতে বাই'আত গ্রহণ করার চেয়ে অধিক কোনো শক্তিশালী সমাধান দেখতে পাইনি। আমাদের আশঙ্কা ছিল, যদি আমরা সেদিন কারো হাতে বাই'আত না করেই বিচ্ছিন্ন হয়ে যেতাম, তা হলে পরে আমরা কোনো না কোনো ব্যক্তির হাতে হয়তো বাই'আত করতাম, কিন্তু সে বাই'আত এমন ব্যক্তির হাতে হতো যাকে

---

৪৬. ইয়াহয়া ইবনু সা'ঈদ (রাহ.) বলেন, বাশীর ইবনু সা'দ আল-আনসারী (রা.)ই 'উমার (রা.)-এর পূর্বে সর্বপ্রথম আবূ বাকর (রা.)-এর হাতে বাই'আত করেছিলেন। (ইবনু সা'দ, *আত-তাবাকাতুল কুবরা*, খ.৩,পৃ. ১৮২; ইবনু কাছীর, *আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়াহ*, খ.৫,পৃ.২৬৮; ইবনু 'আসাকির, *তারীখু দিমাশক*, খ.১০,পৃ.২৯২) খুব সম্ভব এ কথার উদ্দেশ্য এটা হতে পারে যে, আনসারগণের মধ্যে বাশীর ইবনু সা'দ (রা.) সর্বপ্রথম বাই'আত গ্রহণ করেন। তা ছাড়া এ ধরনের হৈচৈ-এর সময় কে কার আগে বাই'আত করেছিলেন, তা সকলের খোঁজ রাখা সম্ভব নয়। তাই প্রত্যেকেই নিজ নিজ ধারণা অনুযায়ী বর্ণনা করে থাকতে পারেন। ঐতিহাসিক তাবারী (রাহ.) বর্ণনা করেন, যখন 'উমার ও আবূ 'উবাইদাহ (রা.) বাই'আত গ্রহণের জন্য সামনে অগ্রসর হতে লাগলেন, তখনি বাশীর (রা.) তাঁদের আগে বেড়ে আবূ বাকর (রা.)-এর হাতে বাই'আত গ্রহণ করলেন। এ সময় আল-হুবাব ইবনুল মুনযির (রা.) তাঁকে ডাক দিয়ে বলেন, يا بشير بن سعد، عقتك عقاق ؛ ما أحوجك إلى ما صنعت، أنفست على ابن عمك الإمارة ! -"বাশীর, তুমি তো কাপুরুষের মতো কাজ করছো! তোমার এ কাজ করার কী প্রয়োজন ছিল?! তুমি কী তোমার চাচাতো ভাইয়ের নেতৃত্বের প্রতি বিদ্বেষ রাখ?" বাশীর (রা.) বললেন, لا والله؛ ولكني كرهت أن أنازع قوماً حقاً جعله الله لهم. -"না, আল্লাহর কাসাম, এরূপ কিছু আমি করছি না; বরং যে কাওমকে আল্লাহ তা'আলা খিলাফাতের হকদার বানিয়েছেন, আমি তাঁদের সাথে বিবাদ করতে অপছন্দ করছি।" (তাবারী, *তারীখুল উমাম ওয়াল মুলূক*, খ.২,পৃ.১২৫) বাশীর (রা.)-এর কথাকে উপস্থিত অনেক আনসার সমর্থন জানালেন। আল-হুবাব (রা.)ও এ কথা শুনে চুপ হয়ে গেলেন এবং তিনি তৎক্ষণাৎ তাঁর মত পরিবর্তন করলেন।

৪৭. বুখারী, *আস-সাহীহ*, (কিতাবুল হুদূদ),হা.নং: ৬৩২৮

আমরা পছন্দ করতাম না অথবা তার বিরোধিতা করতাম। এভাবে একটি গণ্ডগোল বেঁধে যেতো।"[৪৮]

অতঃপর আবূ বাকর (রা.) খিলাফাতের গুরুদায়িত্ব মাথায় নিয়ে 'উমার ও আবূ 'উবাইদাহ (রা.)-এর সাথে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর ঘরের দিকে ফিরলেন। এমন সময় একটা মিশ্রিত অনুভূতিতে তাঁর সারা অন্তর ভরে ওঠলো। সে অনুভূতির মধ্যে ছিল মহানবীর আদর্শের বিজয়-গৌরব, বিভ্রান্তি ও ধ্বংসের হাত থেকে মুসলিমদেরকে রক্ষার আনন্দ এবং নতুন দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনের তীব্র চেতনা। আবূ বাকর (রা.) নিজের জন্য কোনো দিনই খিলাফাতের অভিলাষী ছিলেন না। দুনিয়ার কোনো প্রলোভনের দ্বারাও কোনো দিন চালিত হননি। তবু যে তিনি খিলাফাতের প্রশ্নে আনসারগণের বিরোধিতা করলেন এ ছিল নিছক আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের ভালোবাসায় এবং ইসলামের কল্যাণের স্বার্থে। সা'দ ইবনু 'উবাদাহ (রা.) যদি খালীফা নির্বাচিত হতেন অথবা এ দ্বন্দ্বে যদি আনসার ও মুহাজিরগণের জন্য স্বতন্ত্র দু'জন আমীর বা খালীফা নির্বাচিত হতেন, তবে ইসলাম যে অচিরেই দুনিয়ার বুক থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে যেত তা তিনি অন্তর্চক্ষু দিয়ে দেখতে পেয়েছিলেন। রাজনীতিজ্ঞানে তিনি যে কতো সুদক্ষ ছিলেন, সাকীফায়ে বানী সা'য়িদায় সেদিন তার জ্বলন্ত প্রমাণ দিয়েছেন। অসম্ভবকে তিনি সেদিন সম্ভব করে তুলেছিলেন। সা'দ ইবনু 'উবাদাহ (রা.) তো একরূপ খালীফারূপে নির্বাচিত হয়েই গিয়েছিলেন, অথবা বিকল্পে যে আনসারগণ নিজেদের আমীর নিজেরাই ঠিক করে নেবেন এ কথা তো একরূপ অবধারিত হয়ে গিয়েছিল। এ পর্যায় থেকে পরিস্থিতির মোড় ঘুরিয়ে মুহাজিরদের মধ্য থেকে খালীফা নির্বাচন নিশ্চত করা একমাত্র আবূ বাকর (রা.)-এর ন্যায় স্থিরবুদ্ধি ও দূরদর্শী নেতার পক্ষেই সম্ভব হয়েছিল। অন্য কারো দ্বারা এ কাজ সম্ভব ছিল না। কাজেই বলা যায়, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর ওফাতের পর ইসলামের প্রথম বিপদের দিনে আবূ বাকর (রা.)ই ইসলামকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করেছিলেন। সাকীফা বানী সা'য়িদায় আবূ বাকর (রা.)-এর এ বিজয় অবশ্যই তাঁর ব্যক্তিগত বিজয় নয়, মুহাজিরদেরও বিজয় নয়; এ বিজয় ইসলামের, সত্য, সুন্দর ও আদর্শের।

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর দাফন ও জানাযার নামায

সাকীফায়ে বানী সা'য়িদায় বাই'আত গ্রহণের কাজ শেষ হলে আবূ বাকর (রা.) রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর পবিত্র মৃতদেহের কাছে আসেন এবং দাফনের কাজে অংশগ্রহণ করেন। এ সময় তিনি সে সকল মতভেদেরও সুষ্ঠু মীমাংসা করে দিলেন, যা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর দাফনকার্য ও জানাযার

---

৪৮. বুখারী, *আস-সাহীহ,* (কিতাবুল হুদূদ),হা.নং: ৬৩২৮

নামায সম্বন্ধে ঘটেছিল। কেউ কেউ কামনা করেছিলেন, তাঁকে মাসজিদের ভেতরে দাফন করা হোক। আবার কেউ চাইলেন, তাঁকে সাধারণ সাহাবা কিরামের সাথে জান্নাতুল বাকী'তে দাফন করা হোক। আবার কেউ বললেন, তাঁকে জন্মভূমি মাক্কাতে নিয়ে দাফন করা হোক। এ সময় আবূ বাকর (রা.)-এর একটি কথায় সকল মতভেদ নিমিষেই নিরসন হয়ে গেল। তিনি বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট থেকে একটি হাদীস শুনেছি, যা এখনো ভুলিনি। তা হলো,

مَا قَبَضَ اللهُ نَبِيًّا إِلَّا فِي الْمَوْضِعِ الَّذِي يُحِبُّ أَنْ يُدْفَنَ فِيهِ ادْفِنُوهُ فِي مَوْضِعِ فِرَاشِهِ.

-"আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেক নাবীকেই এমন জায়গায় মৃত্যু প্রদান করেন, যেখানে তাঁকে সমাহিত করা পছন্দ করেন। সুতরাং তোমরা তাঁকে তাঁর বিছানাস্থলেই দাফন কর।"

সুতরাং তা-ই করা হলো।[৪৯] জানাযার নামাযও আবূ বাকর (রা.)-এর নির্দেশনা মতো 'আয়িশা (রা.)-এর হুজরার ভেতরেই সুসম্পন্ন হয়। হুজরা যেহেতু সঙ্কীর্ণ ছিল, তাই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় যে, দশ জন দশ জন করে সাহাবী হুজরার ভেতরে প্রবেশ করবেন এবং নামায শেষ করে তারা বের হয়ে যাবেন। এ সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সর্বপ্রথম বানু হাশিম এর লোকেরা নামায আদায় করেন, এরপর অন্যান্য মুহাজিরগণ, এরপর আনসারগণ, এরপর অন্যান্য পুরুষ, এরপর মহিলা, সবশেষে বালকরা জানাযার নামায আদায় করেন।[৫০] উল্লেখ্য যে, এ নামাযে কোনো ইমাম ছিল না। প্রত্যেকেই পৃথক পৃথকভাবে চার তাকবীর সহকারে নামায আদায় করেন।[৫১] আবূ বাকর (রা.) রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর খালীফা হিসেবে সকলেই তাঁর নির্দেশনা ও মীমাংসাকে নিঃসঙ্কোচে মেনে নেন, কেউ কোনো রূপ উচ্চবাচ্য করেননি।

---

৪৯. তিরমিযী, *আস-সুনান*, (কিতাবুল জানা'য়িয), হা.নং:৯৩৯, *শামা'য়িল*, হা.নং:৩৮২; বাইহাকী, *দালা'য়িলুন নুবুওয়াত*, হা.নং: ৩২৩৫

৫০. সুহায়লী, *আর-রাওদুল উনুফ*, খ.৪,পৃ.৪৫২; ইবনু কাছীর, *আস-সীরাতুন নাবাবিয়্যাহ*, খ.৪,পৃ.৪২৭; মুবারাকপূরী, *আর-রাহীকুল মাখতূম*, পৃ.৪৭১

৫১. 'আলী আল-হালাবী, *আস-সীরাতুল হালাবিয়্যাহ*, খ.৩,পৃ.৪৭৮
কারো কারো ধারণা হলো, প্রচলিত নিয়মে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর জানাযার নামায পড়া হয়নি; বরং সাহাবীগণ প্রত্যেকেই হুজরায় প্রবেশ করে তাঁকে সালাম করেছেন ও দু'আ করেছেন। তবে অধিকাংশের মত হলো, সাহাবীগণ প্রত্যেকেই প্রচলিত নিয়মে চার তাকবীর সহকারে জানাযার নামাযই আদায় করেছেন এবং কোনো কোনো রিওয়ায়াতে যে দু'আর কথা এসেছে, তা দ্বারা পৃথক দু'আ উদ্দেশ্য নয়; বরং নামাযের মধ্যকার দু'আই উদ্দেশ্য। এ মতটিই বিশুদ্ধ। কাদী 'ইয়াদ ও ইমাম নাবাবী (রাহ.) প্রমুখ এ মতকেই গ্রহণ করেছেন। ('আলী আল-হালাবী, *আস-সীরাতুল হালাবিয়্যাহ*, খ.৩,পৃ.৪৭৮; সালিহী, *সুবুলুল হুদা ওয়ার রাশাদ*, খ.১২,পৃ.৩৩২)

সাধারণ বাই'আত ও খালীফা হিসেবে আবূ বাকর (রা.)-এর প্রথম ভাষণ

সাকীফায়ে বানী সা'য়িদায় মাত্র বিশিষ্ট কয়েক জন সাহাবী আবূ বাকর (রা.)-এর হাতে বাই'আত করেন। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর ওফাতের দ্বিতীয় দিন মঙ্গলবার মাসজিদে নাবাবীতে এক সাধারণ বাই'আতের ব্যবস্থা করা হয়। এ দিন মাসজিদের ভেতরে ও বাইরে হাজার হাজার মুসলিম সমবেত হয়েছিলেন। আনসার ও মুহাজির উভয় সম্প্রদায়ের প্রধান প্রধান সকল সাহাবীও উপস্থিত ছিলেন। এ সময় 'উমার (রা.) আবূ বাকর (রা.) কে অনুরোধ জানালেন, আপনি মিম্বারের ওপর উপবেশন করুন! কিন্তু আবূ বাকর (রা.) ওঠতে চাইলেন না। অবশেষে কয়েকবার অনুরোধ করার পর তিনি মিম্বারের ওপর আরোহন করলেন।[৫২] আনাস ইবনু মালিক (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর মৃত্যুর দ্বিতীয় দিন আবূ বাকর (রা.) মিম্বারে বসলেন। এ সময় আবূ বাকর (রা.) কিছু বলার আগে 'উমার (রা.) দাঁড়িয়ে আল্লাহর হাম্‌দ ও ছানা আদায় করার পর বললেন,

كُنْتُ أَرْجُو أَنْ يَعِيشَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى يَدْبُرَنَا يُرِيدُ بِذَلِكَ أَنْ يَكُونَ آخِرَهُمْ، فَإِنْ يَكُ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ مَاتَ؛ فَإِنَّ اللهَ تَعَالَى قَدْ جَعَلَ بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ نُورًا تَهْتَدُونَ بِهِ هَدَى اللهُ مُحَمَّدًا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَإِنَّ أَبَا بَكْرٍ صَاحِبُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَانِيَ اثْنَيْنِ، فَإِنَّهُ أَوْلَى الْمُسْلِمِينَ بِأُمُورِكُمْ؛ فَقُومُوا فَبَايِعُوهُ.

-"আমি আশা করেছিলাম যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমাদের পরেও জীবিত থাকবেন এবং তিনিই আমাদের সকল দায়িত্ব আঞ্জাম দেবেন। কিন্তু এখন বাস্তবতা হলো, তিনি আর আমাদের মধ্যে নেই। তবে আল্লাহ তা'আলা তোমাদের সামনে এমন একটি নূর রেখে গেছেন, যার মাধ্যমে তোমরা এমন সঠিক পথ পাবে, যে পথের নির্দেশনা আল্লাহ তা'আলা তাঁর রাসূল (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)কে দিয়েছিলেন। নিঃসন্দেহে আবূ বাকর (রা.) রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর একান্ত সাথী এবং ছাওর পর্বতের গুহায় দু'জনের দ্বিতীয় জন ছিলেন। তিনি তোমাদের সব রকম দায়িত্ব পালনের জন্য সকল মুসলিমের মধ্যে উত্তম। সুতরাং তোমরা দাঁড়িয়ে যাও এবং তাঁর হাতে বাই'আত গ্রহণ কর।"

'উমার (রা.)-এর কথা মতো লোকেরা দলে দলে এসে আবূ বাকর (রা.)-এর হাতে

---

৫২. বুখারী, *আস-সাহীহ,* (কিতাবুল আহকাম, বাব: আল-ইস্তিখলাফ), হা.নং:৬৬৭৯

বাই'আত গ্রহণ করেন। এটি ছিল মিম্বারের ওপর সর্বসাধারণের বাই'আত।[৫৩] কোনো কোনো বর্ণনা মতে, ঐ দিন ৩৩ হাজার সাহাবী আবূ বাকর (রা.)-এর হাতে বাই'আত গ্রহণ করেন।[৫৪] এরপর আবূ বাকর (রা.) দাঁড়িয়ে একটি ভাষণ দেন। আল্লাহ তা'আলার হাম্‌দ ও ছানার পর জনগণকে উদ্দেশ্য করে বললেন,

أَمَّا بَعْدُ أَيُّهَا النَّاسُ فَإِنِّي قَدْ وُلِّيت عَلَيْكُمْ وَلَسْت بِخَيْرِكُمْ فَإِنْ أَحْسَنْت فَأَعِينُونِي؛ وَإِنْ أَسَأْت فَقَوِّمُونِي؛ الصِّدْقُ أَمَانَةٌ وَالْكَذِبُ خِيَانَةٌ وَالضَّعِيفُ فِيكُمْ قَوِيٌّ عِنْدِي حَتَّى أُرِيحَ عَلَيْهِ حَقَّهُ إِنْ شَاءَ اللهُ، وَالْقَوِيّ فِيكُمْ ضَعِيفٌ عِنْدِي حَتَّى آخُذَ الْحَقَّ مِنْهُ إِنْ شَاءَ اللهُ، لَا يَدَعُ قَوْمٌ الْجِهَادَ فِي سَبِيلِ اللهِ إِلَّا ضَرَبَهُمْ اللَّهُ بِالذُّلِّ، وَلَا تَشِيعُ الْفَاحِشَةُ فِي قَوْمٍ قَطّ إِلَّا عَمَّهُمْ اللهُ بِالْبَلَاءِ، أَطِيعُونِي مَا أَطَعْت اللهَ وَرَسُولَهُ، فَإِذَا عَصَيْتُ اللهَ وَرَسُولَهُ فَلَا طَاعَةَ لِي عَلَيْكُمْ. قُومُوا إِلَى صَلَاتِكُمْ يَرْحَمُكُمْ اللهُ.

-"হে জনমণ্ডলী, আমাকে তোমাদের শাসক নিযুক্ত করা হয়েছে। অথচ আমি তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম ব্যক্তি নই। যদি আমি ভালো কাজ করি, তবেই তোমরা আমাকে সহযোগিতা করবে। আর যদি বিপথে চলি, তা হলে তোমরা আমাকে সঠিক পথে নিয়ে আসবে। সত্যবাদিতা একটি পবিত্র আমানত। আর মিথ্যাচার একটি জঘন্য বিশ্বাসঘাতকতা। ইনশা' আল্লাহ তোমাদের দুর্বল ব্যক্তি আমার নিকট সবল বিবেচিত হবে, যে যাবত না আমি তার ন্যায্য অধিকার ফিরিয়ে দেবো। আর ইনশা' আল্লাহ তোমাদের সবল ব্যক্তিও আমার নিকট দুর্বল বিবেচিত হবে, যে যাবত না আমি তার নিকট থেকে অপরের ন্যায্য অধিকার আদায় করে নেবো। যে জাতি আল্লাহর পথে জিহাদ করা করা ছেড়ে দেয়, আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে লাঞ্ছিত ও অপমানিত করেন। যে জাতির মধ্যে অশ্লীলতা ছড়িয়ে পড়ে, সেখানে তাদের সকলের ওপর আল্লাহর শাস্তি নেমে আসে। তোমরা আমার নির্দেশ মেনে চলবে, যে যাবত আমি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করবো। যদি দেখো যে, আমি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের অবাধ্যতা করছি, তখন

---

৫৩. বুখারী, *আস-সাহীহ,* (কিতাবুল আহকাম, বাবঃ আল-ইস্তিখলাফ), হা.নং:৬৬৭৯
ইবনু কাছীর (রা.)ও 'উমার (রা.)-এর এ খুতবাটি সামান্য শব্দগত পরিবর্তনসহ বর্ণনা করেছেন। (ইবনু কাছীর, *আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ,* খ.৫,পৃ.২৬৮, খ.৬,পৃ.৩৩২

৫৪. খাতীব বাগদাদী, *তারীখু বাগদাদ,* খ.৪,পৃ.৩৭০; নজিবাবাদী, *ইসলামের ইতিহাস,* খ.১, পৃ.২৬৮

আমার নির্দেশ মান্য করা তোমাদের ওপর কোনোভাবেই সমীচীন নয়। এখন নামাযের জন্য দাঁড়াও। আল্লাহ তা'আলা তোমাদের ওপর রাহমাত করুন!"[৫৫]

উল্লেখ্য, বাই'আতে সাকীফার পর মুহাজির ও আনসারদের মধ্যে সেই মতভেদের লেশমাত্রও কোথাও ছিল না, যা বাই'আতের কয়েক মিনিট পূর্বেও তাঁদের মধ্যে দেখা গিয়েছিল। সকলেই আগের মতো একই বন্ধনের পরস্পর ভাই ভাই ছিল। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর শিক্ষালয় থেকে সরাসরি শিক্ষা গ্রহণকারী সাহাবা কিরাম (রা.) যে পূর্ণভাবে দীনকে দুনিয়ার ওপর প্রাধান্য দিয়েছিলেন, এটাও তার একটি বড় প্রমাণ। দুনিয়ার অন্য কোনো দল বা জাতিই তাঁদের সমপর্যায়ে পৌঁছতে পারে না। যখন এ কথা চিন্তা করা হয় যে, ৩৩ হাজার সাহাবী একদিনে স্বেচ্ছায় ও সানন্দে আবূ বাকর (রা.)-এর হাতে বাই'আত করেছেন এবং সারা আরবদেশ ও সমস্ত মুসলিমই তাঁকে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর খালীফা মেনে নিয়েছেন, তখন খিলাফাতে ছিদ্দিকী থেকে বড়ো অন্য কোনো উম্মাতের ইজমা' পরিদৃষ্ট হয় না।

জনগণের আস্থা পরীক্ষা

উপর্যুক্ত আলোচনা থেকে এ কথা প্রতীয়মান হয় যে, সাকীফায়ে বানী সা'য়িদায় আবূ বাকর (রা.)-এর খিলাফাতের দায়িত্বগ্রহণ ছিল সম্পূর্ণ তাঁর অনিচ্ছায়। এ দায়িত্বের

---

৫৫. 'আবদুর রাযযাক, *আল-মুছান্নাফ*, হা.নং: ২০৭০২; ইবনু কাছীর, *আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ*, খ.৫,পৃ.২৬৮, খ.৬,পৃ.৩৩২; ইবনুল আছীর, *আল-কামিল ফিত-তারীখ*, খ.১,পৃ.৩৬১ ঐতিহাসিক ইবনু সা'দ (রা.)ও কিছু শাব্দিক পরিবর্তননসহ আবূ বাকর (রা.)-এর এ বক্তব্যটি নকল করেছেন। তাঁর বর্ণনায় রয়েছে-

أما بعد فإني وليت هذا الأمر وأنا له كاره ووالله لوددت أن بعضكم كفانيه ألا وإنكم إن كلفتموني أن أعمل فيكم بمثل عمل رسول الله، صلى الله عليه وسلم، لم أقم به، كان رسول الله، صلى الله عليه وسلم، عبدا أكرمه الله بالوحي وعصمه به، ألا وإنما أنا بشر ولست بخير من أحد منكم...

-"অবশেষে এ দায়িত্ব আমাকেই অর্পণ করা হলো। অথচ আমি তা অপছন্দ করতাম। আল্লাহর কাসাম, আমার আশা ছিল যে, এ দায়িত্ব তোমাদের কেউ পালন করবে। যদি তোমরা আমাকে এ দায়িত্ব দাও যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যেভাবে তোমাদের কর্মকাণ্ড পরিচালনা করেছেন, তেমনি আমিও তোমাদের কর্মকাণ্ড পরিচালনা করবো, তা হলে এটা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। কেননা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ছিলেন এমন একজন বান্দাহ, যাঁকে আল্লাহ তা'আলা ওহীর মাধ্যমে সম্মানিত করেছেন এবং তাঁকে সুরক্ষা করেছেন। আর আমি হলাম একজন মানুষ মাত্রই। তোমাদের যে কারো চাইতে আমি উত্তম নই। ...." (ইবনু সা'দ, *আত-তাবাকাতুল কুবরা*, খ.৩,পৃ.২১২)

প্রতি তাঁর বিন্দুমাত্র আকর্ষণ বা আগ্রহ ছিল না। কেবল উম্মাতের ঐক্য রক্ষার স্বার্থে তিনি ঐ দিন নিজের কাঁধে এ গুরুদায়িত্বের বোঝা তুলে নিয়েছিলেন। পরে যখন তিনি দেখলেন যে, খিলাফাত বিষয়ে উম্মাতের মধ্যে আর কোনো উত্তেজনা নেই এবং সকল কার্যক্রম ভালোভাবেই পরিচালিত হচ্ছে, তখন তিনি একদিন জনগণকে ডেকে বললেন,

أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّ الَّذِي رَأَيْتُمْ مِنِّي لَمْ يَكُنْ عَلَى حِرْصٍ عَلَى وَلَايَتِكُمْ؛ وَلَكِنِّي خِفْتُ الْفِتْنَةَ وَالْاِخْتِلَافَ، فَدَخَلْتُ فِيْهَا، وَهَانَذَا وَقَدْ رَجَعَ الْأَمْرُ إِلَى أَحْسَنِهِ، وَكَفَى اللهُ تِلْكَ الثَّائِرَةَ، وَهَذَا أَمْرُكُمْ إِلَيْكُمْ، تَوَلُّوا مَنْ أَحْبَبْتُمْ مِنَ النَّاسِ، وَأَنَا أُجِيْبُكُمْ عَلَى ذَلِكَ، وَأَكُونُ كَأَحَدِكُمْ.

-"হে জনমণ্ডলী, আমি খিলাফাতের যে দায়িত্ব পালন করছি, যা তোমরা দেখতে পাচ্ছো, তার প্রতি আমার মোটেই কোনো আগ্রহ ছিল না। কিন্তু ফিতনা ও মতানৈক্য সৃষ্টির আশঙ্কা থেকেই আমি এ দায়িত্বভার গ্রহণ করেছিলাম। এখন তো অবস্থা অনেক ভালো। আল্লাহ তা'আলা ঐ উত্তেজনা থেকে উম্মাতকে রক্ষা করেছেন। অতএব এখন তোমাদের কর্তৃত্ব তোমাদের নিকট সমর্পিত হলো। তোমরা তোমাদের ইচ্ছানুযায়ী যে কোনো একজনকে খালীফা কর। আর আমি এ ব্যাপারে তোমাদের যে কোনো ডাকে সাড়া দেবো। আমি তোমাদের মতোই একজন থাকতে চাই।"

এরপর লোকেরা সমস্বরে তাঁর কথার এভাবে জবাব দেন, رَضِيْنَا بَكَ قِسْمًا وَحَظًّا إِذْ أَنْتَ ثَانِيُ اثْنَيْنِ مَعَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم. -"আমরা আপনার কারণে নিজেদের ধন্য ও সৌভাগ্যবান মনে করি। কেননা আপনি হলেন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সাথে ছাওর গুহার সাথী, দু'জনের মধ্যে দ্বিতীয় জন।"[৫৬]

বিভিন্ন সূত্রে বর্ণিত রয়েছে, বাই'আতে সাকীফার পর নিয়মিত তিন দিন তিনি জনগণকে আল্লাহ দোহাই দিয়ে বলেন, তোমাদের যে কেউ আমার হাতে বাই'আত গ্রহণ করার কারণে অনুতপ্ত হলে কিংবা কারো নিকট আমার খিলাফাত গ্রহণযোগ্য মনে না হলে আমি তাকে আল্লাহর দোহাই দিয়ে বলছি, সে যেন দাঁড়িয়ে তা ব্যক্ত করে। সে তার কৃত বাই'আত ভেঙ্গে ফেলতে পারে, আমি তাঁকে মুক্ত করে দিলাম। এ কথা বলার পর 'আলী (রা.) দাঁড়িয়ে বললেন,

وَاللهِ! لَا نُقِيْلُكَ، وَلَا نَسْتَقِيْلُكَ، قَدَّمَكَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَمَنْ ذَا يُؤَخِّرُكَ؟!

-"আল্লাহর কাসাম, আমরা আপনার অঙ্গীকার ভাঙ্গতেও পারবো না এবং তা

---

৫৬. ইবনু হিব্বান, *আছ-ছিকাত*, খ.২,পৃ.১৬০

কামনাও করি না। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)ই আপনাকে অগ্রবর্তী করেছেন। তা হলে আপনাকে পেছনে রাখার মতো দুঃসাহস কে দেখাতে পারে?!"[৫৭]

সাকীফার ঘটনা নিয়ে কতিপয় অতিরঞ্জন

ইতিহাসের বিভিন্ন গ্রন্থে এমন কিছু রিওয়ায়াত দেখা যায়, যাতে মনে হয় যে, সাকীফায়ে বানী সা'য়িদায় খালীফা নির্বাচন নিয়ে বড়ো ধরনের গণ্ডগোল ও মতবিরোধ সৃষ্টি হয়েছিল এবং এমন কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তির নামও দেখা যায় যে, যাঁরা দীর্ঘ দিন আবূ বাকর (রা.)-এর হাতে বাই'আত গ্রহণ করেননি। এ সব রিওয়ায়াতের কোনোটিই গ্রহণযোগ্য নয়। তন্মধ্যে কোনোটি অত্যন্ত দুর্বল, আবার কোনোটি জাল ও ভিত্তিহীন। বস্তুতপক্ষে বাই'আতে সাকীফার দিন আনসার ও মুহাজিরগণের মধ্যে যে ছোট-খাট তর্ক সংঘটিত হয়েছিল, তাকেই ইসলামের শত্রুরা অতিরঞ্জিত করে প্রচার করেছে। আর কতিপয় সরলপ্রাণ মুসলিম ঐতিহাসিককে এ সব রিওয়ায়াত দ্বারা প্রতারিত হতে দেখা যায়। বলাই বাহুল্য, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর পর তাঁর প্রতিষ্ঠিত বিশাল রাষ্ট্রের অভিভাবক হওয়ার ব্যাপারটি মোটেই ছোট্ট বিষয় ছিল না, যা নিমিষে এক কথায় শেষ করা যেতে পারে। দু/চারটি কথা হতেই পারে এবং তা-ই স্বাভাবিক। এ ক্ষেত্রে যদি কোনো রূপ দুর্বলতা প্রদর্শন করা হতো, তবে মুসলিম উম্মাহ সেদিনই চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যেতো। এতো বড় সমস্যাও সাহাবা কিরাম (রা.) যেভাবে আন্তরিকতার সাথে মাত্র দু/এক ঘন্টার মধ্যেই সর্বসম্মতভাবে সমাধা করতে সমর্থ হয়েছিলেন, তার কোনো নজীর পৃথিবীর ইতিহাসে নেই। আমরা নিম্নে সাকীফার ঘটনা নিয়ে কিছু অতিরঞ্জিত রিওয়ায়াত সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করবো, ইনশা' আল্লাহ।

'উমার (রা.) ও আল-হুবাব (রা.)-এর মধ্যে উত্তপ্ত বাক্যবিনিময়

কোনো কোনো রিওয়ায়াতে দেখা যায় যে, সাকীফায়ে বানী সা'য়িদায় 'উমার (রা.) ও আল-হুবাব ইবনুল মুনযির (রা.) দু'জনেই প্রকাশ্যে বিবাদে জড়িয়ে পড়েছিলেন। প্রসিদ্ধ শী'আ লিখক ইবনু আবিল হাদীদ (৫৮৬-৬৫৬ হি.) আল-হুবাব ইবনুল মুনযির (রা.)-এর কথাগুলো বিশদভাবে নকল করেছেন।[৫৮] তবে আল-হুবাব (রা.)-এর এ কথাগুলোর ভাষা নিয়ে ঐতিহাসিকগণের মধ্যে বিস্তর মতবিরোধ রয়েছে। অধিকাংশ

---

৫৭. ইবনু হাম্বল, *ফাদা'য়িলুস সাহাবাহ,* হা.নং: ৯৪, ৯৫, ১২৫; আজুররী, *আশ-শারী'আত,* হা.নং: ১১৬৯, ১১৭০, ১১৭৪, ১২৭৪, ১৭৭৪; আবূ নু'আয়ম, *ফাদা'য়িলুল খুলাফা'ইর রাশিদীন,* হা.নং: ১৯১; ইবনু 'আসাকির, *তারীখু দিমাশক,* খ.৬৪, পৃ.৩৪৫; আল-মুহিব্ব আত-তাবারী, *আর-রিয়াদুন নাদিরাতু...,* পৃ.১২২

৫৮. ইবনু আবিল হাদীদ, *শারহু নাহজিল বালাগাহ,* খ.১,পৃ.১২৮

বিশেষজ্ঞের মতে, অতিরঞ্জিত ভাষাগুলো বিশুদ্ধ নয়। কেননা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর জীবনকাল থেকে রাগের উদ্রেক হয় এমন কোনো আচরণ 'উমার (রা.) হুবাব (রা.)-এর সাথে করেননি। 'উমার (রা.) বলেন, "রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর জীবদ্দশায় আমার ও তাঁর মধ্যে দ্বন্দ্ব ছিল। এ কারণে তিনি অনেক সময় অপ্রয়োজনে আমার কথার জবাব দিতেন। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমাকে তাঁর সাথে বিবাদে লিপ্ত হতে নিষেধ করলেন। তাই আমি শপথ করি যে, তিনি দুঃখ পাবেন এমন কোনো কথা আমি তাঁর সাথে কখনোই বলবো না।"[৫৯] তদুপরি এ ঘটনায় আল-হুবাব (রা.)-এর দিকে যে অবিবেচনাপ্রসূত কথা ও কাজের নিসবাত করা হয়, তাঁর অতীতের বিজ্ঞজনোচিত কর্মকাণ্ড থেকে তাঁর সম্পর্কে এরূপ কোনো কাজের ধারণা করাই মুশকিল এবং এ সংক্রান্ত কোনো কথা নির্বিচারে গ্রহণ করা আমাদের উচিত নয়। এ ক্ষেত্রে শিয়া-সুন্নীর দ্বন্দ্বের অন্তরালে ইতিহাসে অনেক অতিরঞ্জন যুক্ত হয়েছে। অধিকন্তু, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর যুগে হুবাব (রা.) একজন ذُو الرَّأْيِ (বুদ্ধিমান) হিসেবে পরিচিত ছিলেন।[৬০] বাদর ও খাইবার যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁর পরামর্শ গ্রহণ করেছিলেন। তবে مِنَّا أَمِيرٌ، وَمِنْكُمْ أَمِيرٌ. (আমাদের মধ্য থেকে একজন আমীর এবং তোমাদের মধ্য থেকেও একজন আমীর হবেন) কথাটি তিনি বলতেই পারেন। কিন্তু তাঁর এ কথার উদ্দেশ্য মোটেই এটা নয় যে, তিনি বা তাঁরা নেতৃত্বের আসন লাভের জন্য চেষ্টা করছেন। কেননা তিনি এ কথা বলার সাথে সাথে এও বলেছেন যে,

> فَإِنَّا وَاللهِ مَا نَنْفَسُ هَذَا الْأَمْرَ عَلَيْكُمْ، أَيُّهَا الرَّهْطُ، وَلَكِنَّا نَخَافُ أَنْ يَلِيَهَا، أَوْ قَالَ يَلِيْهِ أَقْوَامٌ قَتَلْنَا آبَاءَهُمْ وَإِخْوَتَهُمْ.
>
> -"আল্লাহর কাসাম, খিলাফাতের ব্যাপারে তোমাদের সাথে আমাদের কোনো বিদ্বেষ নেই। কিন্তু আমরা এ আশঙ্কা করছি যে, এরূপ কিছু লোকও কর্তৃত্ব লাভ করতে পারে, যাদের বাপদাদা এবং ভাইদেরকে আমরা হত্যা করেছি।"[৬১]

মুহাজিরগণ তাঁর এ বক্তব্য ও যুক্তিকে মেনে নেন এবং তাঁদের এ মর্মে নিশ্চয়তা দেয়া হয়, যে সকল মুশরিক তাঁদের হাতে নিহত হয়েছে তাদের দায়ভারের ব্যাপারে মুহাজিরগণও তাঁদের সাথে শারীক থাকবেন।[৬২]

---

৫৯. হামিদ, *আল-আনসার ফিল 'আসরির রাশিদী*, পৃ.১০০; সাল্লাবী, *আবূ বাকর আস-সিদ্দীক*, পৃ.১২৭

৬০. ইবনু 'আবদিল বাররূ, *আল-ইস্তি'আব*, খ.১,পৃ.৯৪; ইবনু হাজার, *আল-ইসাবাহ*, খ.১,পৃ.৩৩৭

৬১. ইবনু সা'দ, *আত-তাবাকাতুল কুবরা*, খ.৩,পৃ.১৮২; ইবনু 'আসাকির, *তারীখু দিমাশক*, খ.৩০,পৃ.২৭৫; হামিদ, *আল-আনসার ফিল 'আসরির রাশিদী*, পৃ.১০০

৬২. হামিদ, *আল-আনসার ফিল 'আসরির রাশিদী*, পৃ.১০০; সাল্লাবী, *আবূ বাকর আস-সিদ্দীক*, পৃ.১২৮

'আলী (রা.)-এর বাই'আত গ্রহণ

শী'আরা মনে করে যে, 'আলী (রা.) প্রথম দিকে আবূ বাকর (রা.)কে খালীফা বলে স্বীকার করেননি। 'আলী, যুবাইর ও 'আব্বাস (রা.) প্রমুখ ফাতিমা (রা.)-এর ঘরে একত্রিত হয়ে সিদ্ধান্ত নেন যে, নুবুওয়াত এক রূহানী সম্পদ। এর উত্তরাধিকার জনগণের নির্বাচনসাপেক্ষ নয়। এর সাথে রক্তের ও আত্মার সম্বন্ধ বিদ্যমান। তা ছাড়া মিল্লাতের স্বার্থের সাথেও তা গভীরভাবে জড়িত। কাজেই এমন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়কে জনগণের খামখেয়ালীর ওপর ছেড়ে দেয়া যায় না। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর কন্যা ফাতিমা (রা.)ই হলেন তাঁর একমাত্র উত্তরাধিকারিণী। সে সূত্রে 'আলী (রা.)ই হলেন খিলাফাতের একমাত্র আইনসঙ্গত হকদার। শী'আরা এ কথাও বলে যে, জ্ঞানে-গুণে, পাণ্ডিত্যে ও আধ্যাত্মিকতায় 'আলী (রা.)ই ছিলেন খিলাফাত লাভের যোগ্যতর ব্যক্তি। 'আলী (রা.)কে কোনোরূপ সুযোগ না দিয়েই সাকীফায়ে বানী সা'য়িদায় অত্যন্ত দ্রুততার মধ্যে আবূ বাকর (রা.) খালীফা পদ লাভ করে ভাল করেননি। এর দ্বারা 'আলী (রা.)কে তাঁর ন্যায্য অধিকার থেকে প্রকারান্তরে বঞ্চিত করা হয়েছে। কিন্তু শী'আদের এ দাবি ও বক্তব্য কতটুকু যুক্তিযুক্ত ও সঠিক তা আমরা নিম্নে বিস্তারিত আলোচনা করবো, ইনশা' আল্লাহ। আশা করি, তা থেকে যে কোনো নিরপেক্ষ পাঠক সত্য উদঘাটন করতে পারবে।

অনেক রিওয়ায়াত থেকে জানা যায় যে, বাই'আতে সাকীফার দীর্ঘ দিন পর 'আলী (রা.) আবূ বাকর (রা.)-এর হাতে বাই'আত গ্রহণ করেন। কোনো কোনো রিওয়ায়াত থেকে জানা যায় যে, তিনি চল্লিশ দিন পর্যন্ত বাই'আত গ্রহণ করেননি। আবার কোনো রিওয়ায়াত থেকে জানা যায় যে, তিন মাস পর্যন্ত বাই'আত গ্রহণ করেননি। কোনো রিওয়ায়াত থেকে এও জানা যায় যে, তিনি ফাতিমা (রা.)-এর ওফাত পর্যন্ত অর্থাৎ ছয় মাস আবূ বাকর (রা.)-এর হাতে বাই'আত গ্রহণ করেননি; বরং তাঁর ওপর অসন্তুষ্ট হয়ে ঘরে বসেছিলেন।[৬৩] এ রিওয়ায়াতগুলোর অধিকাংশই বিশুদ্ধ নয়; বরং সঠিক কথা হলো, 'আবদুল্লাহ ইবনুল 'আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, বাই'আতে সাকীফার দিন 'আলী, যুবাইর (রা.) এবং আরো কয়েকজন মুহাজির ফাতিমা (রা.)-এর ঘরে অবস্থান করেছিলেন।[৬৪] তাঁরা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর গোসল ও কাফানের ব্যবস্থায় ব্যস্ত ছিলেন। বিশিষ্ট সাহাবী সালিম ইবনু 'উবাইদ (রা.)-এর বর্ণিত রিওয়ায়াত থেকেও এ কথা আরো স্পষ্টভাবে বুঝা যায়। আবূ বাকর (রা.) আহলে বাইত,

---

৬৩. মাস'উদী, *মুরূজুয যাহাব*, খ.১,পৃ.২৯০
৬৪. আহমাদ, *আল-মুসনাদ*, হা.নং:৩৬৮

বিশেষ করে 'আলী (রা.)কে উদ্দেশ্য করে বললেন, عِنْدَكُمْ صَاحِبَكُمْ -"তোমরা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট থাক।" আবূ বাকর (রা.) রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)কে তাঁদের গোসল দিতে নির্দেশ দেন।[৬৫]

প্রকৃত ব্যাপার হলো, 'আলী (রা.) বাই'আতে সাকীফার পর দিন মঙ্গলবার অর্থাৎ সর্বসাধারণের বাই'আতের দিনই আবূ বাকর (রা.)-এর হাতে বাই'আত গ্রহণ করেন। আবূ সা'ঈদ আল-খুদরী (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবূ বাকর (রা.) দ্বিতীয় দিন মিম্বারের ওপর উপবেশন করে প্রথমে জনতার দিকে তাকালেন। এ সময় তিনি আলী (রা.)কে দেখতে পেলেন না। তখনি তিনি কয়েকজন আনসারকে পাঠিয়ে তাঁকে ডেকে নিয়ে আসলেন। তারপর আবূ বাকর (রা.) 'আলী (রা.)কে উদ্দেশ্য করে বললেন, ابْنُ عَمِّ رَسُوْلِ الله صلى الله عليه وسلم وَخَتَنُهُ! أَرَدْتَ أَنْ تَشُقَّ عَصَا الْمُسْلِمِيْنَ ؟-"আপনি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর চাচাতো ভাই ও জামাতা। আপনি কি মুসলিমদের মধ্যে অনৈক্য ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করতে চান?" 'আলী (রা.) জবাব দিলেন, لَا تَثْرِيْبَ يَا خَلِيْفَةَ رَسُوْلِ الله صلى الله عليه وسلم. -"হে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর খালীফা, আমাকে ভর্ৎসনা করবেন না।" এরপর 'আলী (রা.) আবূ বাকর (রা.)-এর হাতে বাই'আত গ্রহণ করেন।[৬৬]

এ হাদীসটি আবূ বাকর (রা.)-এর হাতে 'আলী (রা.)-এর বাই'আত প্রসঙ্গে অত্যন্ত গুরুত্ববহ। একবার ইমাম মুসলিম (রাহ.) তাঁর শায়খ সাহীহ ইবনু খুযাইমাহ-এর সংকলক মুহাম্মাদ ইবনু ইসহাক ইবনি খুযাইমাহ (রাহ.)-এর নিকট এ হাদীস প্রসঙ্গে জানতে চাইলেন। তখন তিনি এ হাদীসটি তাঁকে লিখে দেন এবং পড়ান। তখন ইমাম মুসলিম (রা.) তাঁর শায়খ ইবনু খুযাইমাহ (রা.)কে বললেন, هَذَا الْحَدِيْثُ يُسَاوِيْ بَدَنَةً. - "এ হাদীস তো একটি উষ্ট্রীর সমান।" এ কথা শুনে ইবনু খুযাইমাহ (রা.) বললেন, وَ هَذَا الْحَدِيْثُ يُسَاوِيْ بَدَنَةً فَقَطْ؛ بَلْ إِنَّهُ يُسَاوِيْ بَدْرَةَ مَالٍ ! -"এ হাদীস যে শুধু একটি উষ্ট্রীর সমান তা নয়; বরং তা অর্থের একটি বিশাল স্তুপের সমান অর্থাৎ মহামূল্যবান।"[৬৭] বিশিষ্ট

---

৬৫. নাসা'ঈ, *আস-সুনানুল কুবরা*, হা.নং:৭১১৯; তাবারানী, *আল-মু'জামুল কাবীর*, হা.নং:৬২৪৩; বাইহাকী, *দলা'য়িলুন নুবুওয়াত*, হা.নং: ৩২৩৩

৬৬. হাকিম, *আল-মুস্তাদরাক*, (কিতাবু মা'আরিফাতি সাহাবাহ), হা.নং:৪৪৩১; বাইহাকী, *আস-সুনানুল কুবরা*, খ.৮,পৃ.১৪৩
বিশিষ্ট হাদীস বিশারদ আল-হাকিম (রাহ.) বলেন, হাদীসটি যদিও ইমাম বুখারী ও মুসলিম (রা.) তাঁদের *সাহীহ* গ্রন্থে উল্লেখ করেন নি; কিন্তু এটি তাঁদের শর্তে উত্তীর্ণ একটি সাহীহ হাদীস।

৬৭. বাইহাকী, *আস-সুনানুল কুবরা*, খ.৮,পৃ.১৪৩; ইবনু কাছীর, *আল-বিদায়াতু ওয়ান নিহায়াতু*, খ.৫,পৃ.২৬৯-২৭০, খ.৬,পৃ.৩৩৩

মুফাসসির ও ঐতিহাসিক ইবনু কাছীর (রাহ.) এ হাদীসের ওপর এভাবে মন্তব্য করেন,

وهذا إسناد صحيح محفوظ، وفيه فائدة جليلة، وهي مبايعة علي بن أبي طالب أما في أول يوم أو في اليوم الثاني من الوفاة. وهذا حق فإن علي بن أبي طالب لم يفارق الصديق في وقت من الاوقات، ولم ينقطع في صلاة من الصلوات خلفه.

-"এটি একটি সাহীহ সানাদের মাহফূয হাদীস। এতে বড় উপকারিতা রয়েছে। তা হলো এ হাদীস থেকে স্পষ্ট জানা যায় যে, 'আলী (রা.) রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর ওফাতের প্রথম কিংবা দ্বিতীয় দিন আবূ বাকর (রা.)-এর হাতে বাই'আত গ্রহণ করেন। আর এটিই সত্য। কেননা 'আলী (রা.) একটি মুহূর্তের জন্যও আবূ বাকর (রা.)-এর সঙ্গ ত্যাগ করেননি এবং তাঁর পেছনে একবারের জন্য নামায পড়া ত্যাগ করেননি।"[৬৮]

তিনি অন্য জায়গায় মন্তব্য করেন,

وهذا اللائق بعلي رضي الله عنه، والذي يدل عليه الآثار من شهوده معه الصلوات، وخروجه معه إلى ذي القصة، وبذله له النصيحة والمشورة بين يديه.

-"এটিই (অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর ওফাতের প্রথম কিংবা দ্বিতীয় দিনই 'আলী রা. বাই'আত গ্রহণ করেন) হলো 'আলী (রা.)-এর অবস্থার জন্য উপযোগী রিওয়ায়াত। তা ছাড়া আবূ বাকর (রা.)-এর সাথে 'আলী (রা.)-এর নামাযে অংশ গ্রহণ, যুল কাস্সার ঘটনায় আবূ বাকর (রা,)-এর সাথে 'আলী (রা.)-এর গমন এবং তাঁকে উপদেশ ও পরামর্শ দান প্রভৃতি ঘটনাও এ কথার সমর্থন করে।"[৬৯]

হাবীব ইবুন আবী ছাবিত (রা.) থেকেও বর্ণিত রয়েছে। তিনি বলেন, 'আলী (রা.) নিজের ঘরের মধ্যে অবস্থান করছিলেন। এমন সময় এক ব্যক্তি এসে তাঁকে বললো, আবূ বাকর (রা.) বাই'আতের জন্য বসে রয়েছেন। এ খবর পেয়ে 'আলী (রা.) কালবিলম্ব না করে পরনে যে জামাটি ছিল তা নিয়েই মাসজিদের দিকে রওয়ানা হন। ইযার ও চাদর পরার জন্যও অপেক্ষা করেননি। পাছে বাই'আত গ্রহণ করতে বিলম্ব হয়-

---

৬৮. ইবনু কাছীর, *আল-বিদায়াতু ওয়ান নিহায়াতু*, খ.৫,পৃ.২৬৯-২৭০, খ.৬,পৃ.৩৩৩
৬৯. ইবনু কাছীর, *আল-বিদায়াতু ওয়ান নিহায়াতু*, খ.৬,পৃ.৩৩৪

এ আশঙ্কায় তিনি অত্যন্ত তাড়াহুড়া করেছিলেন। মাসজিদে পৌঁছে আবূ বাকর (রা.)-হাতে বাই'আত গ্রহণ করেন। তারপর তাঁর পাশে বসে রইলেন। ইতোমধ্যে তিনি এক ব্যক্তির মাধ্যমে ঘর থেকে চাদর আনালেন, এরপর তা গায়ের ওপর জড়িয়ে পরলেন।[৭০]

একবার আবূ বাকর (রা.)-এর হাতে বাই'আত গ্রহণ প্রসঙ্গে 'আম্‌র ইবনু হুরাইছ (রা.)-এর সাথে সা'ঈদ ইবনু যায়িদ (রা.)-এর কথোপকথন হয়।

'আমর (রা.) : আপনি কী রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর ওফাতের সময় উপস্থিত ছিলেন?

সা'ঈদ (রা.) : হ্যাঁ।

'আমর (রা.) : আবূ বাকর (রা.)-এর হাতে বাই'আত কবে সংঘটিত হয়?

সা'ঈদ (রা.) : রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর ওফাতের দিন। কোনো নেতৃত্বের অধীনে জামা'আতবদ্ধ হওয়া ছাড়া দিনের অবিশিষ্ট সময়ও অতিবাহিত হোক মুসলিমগণ এটা পছন্দ করেননি।

'আমর (রা.) : কেউ কী আবূ বাকর (রা.)-এর খিলাফাতের বিরোধিতা করেছিল?

সা'ঈদ (রা.) : না। তবে ধর্মত্যাগীরা কিংবা ধর্মত্যাগ করতে প্রবৃত্ত ব্যক্তিরাই তাঁর বিরোধিতা করেছিল। আল্লাহ তা'আলা আনসারগণকে রক্ষা করেছেন। তাঁরা সম্মিলিতভাবেই তাঁর নিকট বাই'আত গ্রহণ করেন।

'আমর (রা.) : মুহাজিরগণের মধ্যে কেউ কী বাই'আত গ্রহণ থেকে বিরত ছিলেন?

সা'ঈদ (রা.) : না; বরং মুহাজিরগণ একের পর এক সকলেই স্বতঃস্ফূর্তভাবে তাঁর হাতে বাই'আত গ্রহণ করেন।[৭১]

আর 'আলী (রা.)-এর ব্যাপার হলো, তিনি তো কখনো আবূ বাকর (রা.) থেকে বিচ্ছিন্নই হননি এবং তাঁর পেছনে কোনো জামা'আতও ত্যাগ করেন নি; বরং তিনি তাঁর সাথেই সব সময় কাটাতেন এবং আবূ বাকর (রা.)ও রাষ্ট্রের যাবতীয় কাজ তাঁর সাথে পরামর্শ করেই সমাধা করতেন।[৭২]

অতএব, উপর্যুক্ত রিওয়ায়াতসমূহ থেকে এ কথা পরিষ্কারভাবে জানা যাচ্ছে যে, 'আলী (রা.) আবূ বাকর (রা.)-এর হাতে বাই'আত করার বিষয়ে সাধারণ মুসলিমগণ থেকে কোনোভাবে বিচ্ছিন্ন বা পেছনে ছিলেন না।

---

৭০. তাবারী, *তারীখুল উমাম ওয়াল মুলূক*, খ.২,পৃ.৪৪৭, *তারীখুর রুসুল ওয়াল মুলূক*, খ.২, পৃ.১১৯; খালিদী, *আল-খুলাফাউর রাশিদূন*, পৃ.৫৬; সাল্লাবী, *আবূ বাকর আস-সিদ্দীক*, পৃ.১৮১

৭১. তাবারী, *তারীখুল উমাম ওয়াল মুলূক*, খ.২,পৃ.৪৪৭, খালিদী, *আল-খুলাফাউর রাশিদূন*, পৃ.৫৬; সাল্লাবী, *আবূ বাকর আস-সিদ্দীক*, পৃ.১৮১

৭২. ইবনু কাছীর, *আল-বিদায়াতু ওয়ান নিহায়াতু*, খ.৫,পৃ. ২৭০

বস্তুত 'আলী (রা.) ছিলেন আবূ বাকর (রা.)-এর খিলাফাত কালে তাঁর একজন ঘনিষ্ঠ হিতাকাঙ্ক্ষী। তিনি সব সময় ইসলাম ও মুসলিমদের স্বার্থ ও কল্যাণ এবং উম্মাতের ঐক্যকেই বড় করে দেখেছেন। এ কারণে তিনি আবূ বাকর (রা.)-এর প্রতি খিলাফাতের স্থায়িত্ব ও সফলতা আন্তরিকভাবে কামনা করতেন। এর একটি বড় প্রমাণ হলো- আবূ বাকর (রা.) যখন 'আবস ও যুবইয়ান গোত্রের বিশ্বাসঘাতক লোকদের শাস্তি প্রদানের উদ্দেশ্যে নিজেই যুল কাস্সার দিকে রওয়ানা হওয়ার উদ্যোগ নেন এবং এতদুদ্দেশ্যে ঘোড়ার ওপর চড়ে বসলেন, তখন 'আলী (রা.) তাঁর ঘোড়ার লাগাম টেনে ধরে বললেন,

إِلَى أَيْنَ يَا خَلِيْفَةَ رَسُولِ اللهِ، أَقُولُ لَكَ مَا قَالَ لَكَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ أُحَدٍ: شِمْ سَيْفَكَ، وَلَا تُفْجِعْنَا بِنَفْسِكَ، وَارْجِعْ إِلَى الْمَدِيْنَةِ، فَوَاللهِ! لَئِنْ فُجِعْنَا بِكَ لَا يَكُونُ لِلْإِسْلَامِ نِظَامٌ أَبَداً.

-"হে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর খালীফা, আপনি কোথায় যাচ্ছেন? আমি এখন আপনাকে ঐ কথা বলবো, যা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) উহুদের যুদ্ধে আপনাকে বলেছিলেন। তা হলো আপনার তরবারি কোষবদ্ধ করুন! নিজের জীবনকে বিপন্ন করে আমাদেরকে বিপদে ফেলবেন না। আপনি মাদীনায় ফিরে যান। আল্লাহর কাসাম, যদি আমরা আপনার কারণে কোনো বিপদে পড়ে যাই, তা হলে ইসলামে আর কখনোই শৃঙ্খলা আসবে না।"

'আলী (রা.)-এর এ কথা শুনে আবূ বাকর (রা.) আর অগ্রসর হলেন না; মাদীনায় ফিরে যান।[৭৩]

যদি ধরে নেয়া হয় যে, 'আলী (রা.) আবূ বাকর (রা.)-এর প্রতি অসন্তুষ্ট ছিলেন এবং তিনি সম্পূর্ণ অনিচ্ছাসত্ত্বে তাঁর হাতে বাই'আত গ্রহণ করেন (না'উযু বিল্লাহ!), তবে কী এটা তাঁর জন্য সুবর্ণ সুযোগ ছিল না? তিনি আবূ বাকর (রা.)কে তাঁর নিজের অবস্থায় ছেড়ে দিতেন এবং সে অভিযানে কোনো অঘটন ঘটলে তিনি স্বস্তি লাভ করতেন এবং তাঁর পথের কাঁটা দূর হয়ে যেত।

তবে ইবনু কাছীর (রাহ.)সহ অনেক ঐতিহাসিক ও বিশেষজ্ঞ 'আলিম মনে করেন যে, 'আলী (রা.) প্রথম বার বাই'আত করার ছয় মাস পর অর্থাৎ ফাতিমা (রা.)-এর ওফাতের পর পুনরায় বাই'আত গ্রহণ করেছিলেন। এ বাই'আত প্রসঙ্গেও কয়েকটি বিশুদ্ধ হাদীস রয়েছে। এর উদ্দেশ্য ছিল মীরাছ কে কেন্দ্র করে 'আলী ও আবূ বাকর (রা.)-এর মধ্যে যে দূরত্ব ও ভুল বুঝাবুঝি সৃষ্টি হয়েছিল তা নিরসন করা।

---

৭৩. ইবনু কাছীর, *আল-বিদায়াতু ওয়ান নিহায়াতু*, খ.৬,পৃ. ৩৪৭-৮; সুয়ূতী, *তারীখুল খুলাফা*, পৃ.২৯

একটি সন্দেহের অপনোদন

কেউ কেউ মনে করেন যে, ফাতিমা (রা.)-এর ওফাতের পর 'আলী (রা.) ও তাঁর সাথে অবস্থানকারী বানূ হাশিম গোত্রের লোকেরা আবূ বাকর (রা.)কে তাঁদের বাড়িতে দা'ওয়াত জানান। সেখানে 'আলী ও আবূ বাকর (রা.)-এর মধ্যে আলাপ-আলোচনা হয়। অভিযোগ এবং পাল্টা অভিযোগও আনা হয়। অবশেষে যখন সুষ্ঠুভাবে সব কিছুর মীমাংসা হয়ে যায়, তখনই 'আলী (রা.) আবূ বাকর (রা.)-এর হাতে বাই'আত গ্রহণ করেন।[৭৪] এ সংবাদ শুনে সকল মুসলিম অত্যন্ত খুশি হন। এরূপ ধারণা মোটেই সঠিক নয়। আমি মনে করি, বিষয়টির জবাব দীর্ঘ হলেও এখানেই তা পরিষ্কার হওয়া উচিত। উপর্যুক্ত ধারণার পেছনে মূল উৎস হলো মীরাছের দাবি সংক্রান্ত নিম্নোক্ত হাদীস-

'আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

أَنَّ فَاطِمَةَ عَلَيْهَا السَّلَام بِنْتَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْسَلَتْ إِلَى أَبِي بَكْرٍ تَسْأَلُهُ مِيرَاثَهَا مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِمَّا أَفَاءَ اللهُ عَلَيْهِ بِالْمَدِينَةِ وَفَدَكٍ وَمَا بَقِيَ مِنْ خُمُسِ خَيْبَرَ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا نُورَثُ مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ إِنَّمَا يَأْكُلُ آلُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي هَذَا الْمَالِ وَإِنِّي وَاللهِ لَا أُغَيِّرُ شَيْئًا مِنْ صَدَقَةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ حَالِهَا الَّتِي كَانَ عَلَيْهَا فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَأَعْمَلَنَّ فِيهَا بِمَا عَمِلَ بِهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَبَى أَبُو بَكْرٍ أَنْ يَدْفَعَ إِلَى فَاطِمَةَ مِنْهَا شَيْئًا فَوَجَدَتْ فَاطِمَةُ عَلَى أَبِي بَكْرٍ فِي ذَلِكَ

---

৭৪. সাহীহ মুসলিমে ইমাম আয-যুহরী (রা.) থেকে বর্ণিত আছে। তিনি বলেন, জনৈক ব্যক্তি তাঁকে বলেছেন, 'আলী (রা.) ফাতিমা (রা.)-এর ওফাত পর্যন্ত আবূ বাকর (রা.)-এর হাতে বাই'আত করেননি। তিনি এও বলেছেন, শুধু 'আলী (রা.) নন; বরং বানূ হাশিম গোত্রের কেউ বাই'আত করেননি। ইমাম বাইহাকী (রা.) এ রিওয়ায়াতটিকে দুর্বল বলে উল্লেখ করেছেন। কেননা যুহরী (রা.) এ কথার কোনো সানাদই বর্ণনা করেননি। (বাইহাকী, *আস-সুনানুল কুবরা*, খ.৬, পৃ.৩০০, হা.নং:১২৫১২) অন্যত্র তিনি বলেন, "হাদীসে ছয় মাস পর্যন্ত 'আলী (রা.) বাই'আত গ্রহণ করেননি মর্মে বর্ণিত অংশটি 'আয়িশা (রা.)-এর কথা নয়। এটি ইমাম যুহরী (রা.)-এর কথা। পরবর্তীকালে কোনো রাবী 'আয়িশা (রা.)-এর হাদীসের মধ্যে যুহরী (রা.)-এর কথাটি যুক্ত করে দিয়েছেন। (বাইহাকী, *আল-ই'তিকাদ*, পৃ.৩৫২) ইবনু হাজার আল-'আসকালানী ও শিহাবুদ্দীন আল-কাস্তালানী (রাহ) প্রমুখ মুহাদ্দিসগণ ইমাম বাইহাকী (রা.)-এর মতকে সঠিক বলে উল্লেখ করেছেন। (ইবনু হাজার, *ফাতহুল বারী*, খ.১২,পৃ.৫৫; কাস্তালানী, *ইরশাদুস সারী*, খ.৮,পৃ.১৫৮)

فَهَجَرَتْهُ فَلَمْ تُكَلِّمْهُ حَتَّى تُوُفِّيَتْ وَعَاشَتْ بَعْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سِتَّةَ أَشْهُرٍ فَلَمَّا تُوُفِّيَتْ دَفَنَهَا زَوْجُهَا عَلِيٌّ لَيْلًا وَلَمْ يُؤْذِنْ بِهَا أَبَا بَكْرٍ وَصَلَّى عَلَيْهَا وَكَانَ لِعَلِيٍّ مِنَ النَّاسِ وَجْهٌ حَيَاةَ فَاطِمَةَ فَلَمَّا تُوُفِّيَتْ اسْتَنْكَرَ عَلِيٌّ وُجُوهَ النَّاسِ فَالْتَمَسَ مُصَالَحَةَ أَبِي بَكْرٍ وَمُبَايَعَتَهُ وَلَمْ يَكُنْ يُبَايِعُ تِلْكَ الْأَشْهُرَ فَأَرْسَلَ إِلَى أَبِي بَكْرٍ أَنْ ائْتِنَا وَلَا يَأْتِنَا أَحَدٌ مَعَكَ كَرَاهِيَةً لِمَحْضَرِ عُمَرَ فَقَالَ عُمَرُ لَا وَاللهِ لَا تَدْخُلُ عَلَيْهِمْ وَحْدَكَ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ وَمَا عَسَيْتَهُمْ أَنْ يَفْعَلُوا بِي وَاللهِ لَآتِيَنَّهُمْ فَدَخَلَ عَلَيْهِمْ أَبُو بَكْرٍ فَتَشَهَّدَ عَلِيٌّ فَقَالَ إِنَّا قَدْ عَرَفْنَا فَضْلَكَ وَمَا أَعْطَاكَ اللهُ وَلَمْ نَنْفَسْ عَلَيْكَ خَيْرًا سَاقَهُ اللهُ إِلَيْكَ وَلَكِنَّكَ اسْتَبْدَدْتَ عَلَيْنَا بِالْأَمْرِ وَكُنَّا نَرَى لِقَرَابَتِنَا مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَصِيبًا حَتَّى فَاضَتْ عَيْنَا أَبِي بَكْرٍ فَلَمَّا تَكَلَّمَ أَبُو بَكْرٍ قَالَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَقَرَابَةُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ أَصِلَ مِنْ قَرَابَتِي وَأَمَّا الَّذِي شَجَرَ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ مِنْ هَذِهِ الْأَمْوَالِ فَلَمْ آلُ فِيهَا عَنْ الْخَيْرِ وَلَمْ أَتْرُكْ أَمْرًا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصْنَعُهُ فِيهَا إِلَّا صَنَعْتُهُ فَقَالَ عَلِيٌّ لِأَبِي بَكْرٍ مَوْعِدُكَ الْعَشِيَّةَ لِلْبَيْعَةِ فَلَمَّا صَلَّى أَبُو بَكْرٍ الظُّهْرَ رَقِيَ عَلَى الْمِنْبَرِ فَتَشَهَّدَ وَذَكَرَ شَأْنَ عَلِيٍّ وَتَخَلُّفَهُ عَنْ الْبَيْعَةِ وَعُذْرَهُ بِالَّذِي اعْتَذَرَ إِلَيْهِ ثُمَّ اسْتَغْفَرَ وَتَشَهَّدَ عَلِيٌّ فَعَظَّمَ حَقَّ أَبِي بَكْرٍ وَحَدَّثَ أَنَّهُ لَمْ يَحْمِلْهُ عَلَى الَّذِي صَنَعَ نَفَاسَةً عَلَى أَبِي بَكْرٍ وَلَا إِنْكَارًا لِلَّذِي فَضَّلَهُ اللهُ بِهِ وَلَكِنَّا نَرَى لَنَا فِي هَذَا الْأَمْرِ نَصِيبًا فَاسْتَبَدَّ عَلَيْنَا فَوَجَدْنَا فِي أَنْفُسِنَا فَسُرَّ بِذَلِكَ الْمُسْلِمُونَ وَقَالُوا أَصَبْتَ وَكَانَ الْمُسْلِمُونَ إِلَى عَلِيٍّ قَرِيبًا حِينَ رَاجَعَ الْأَمْرَ الْمَعْرُوفَ.

-"ফাতিমা (রা.) আবূ বাকর (রা.)-এর নিকট খবর পাঠান যে, আল্লাহ তা'আলা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)কে মাদীনায় গানীমাত হিসেবে যে সকল বস্তু দান করেছেন এবং ফাদাক ও খাইবারের এক পঞ্চমাংশের যা কিছু অবশিষ্ট রয়েছে তা থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে আমার যে প্রাপ্য, তা আমাকে প্রদান

করুন। আবূ বাকর (রা.) জবাব দেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেছেন যে, নাবীদের কোনো উত্তরাধিকারী হয় না। আমরা যা কিছু ছেড়ে যাবো, তা সাদাকাহ হবে। তবে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর পরিবারের সদস্যগণ তা থেকে খেতে পারবেন। আল্লাহর কাসাম, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সাদাকাহ তাঁর জীবদ্দশায় যে অবস্থায় ছিল আমি তাতে কোনো পরিবর্তন করবো না এবং আমি অবশ্যই এ ক্ষেত্রে ঐ ব্যবস্থাই গ্রহণ করবো, যা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) গ্রহণ করেছিলেন। এ কথা বলে আবূ বাকর (রা.) ফাতিমা (রা.)কে ঐ সকল সম্পদ থেকে কিছু দিতেও অস্বীকার করেন। এতে ফাতিমা (রা.) আবূ বাকর (রা.)-এর ওপর অসন্তুষ্ট হন এবং তাঁকে বর্জন করে চলেন। এভাবে তিনি মৃত্যু পর্যন্ত তাঁর সাথে কথা বলেননি। ফাতিমা (রা.) রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর পরে ছয় মাস জীবিত ছিলেন। যখন তিনি মৃত্যুবরণ করেন, তখন স্বামী 'আলী (রা.) তাঁকে রাতের বেলা সমাহিত করে ফেলেন এবং আবূ বাকর (রা.)কে কোনো সংবাদ দেননি। 'আলী (রা.) নিজেই তাঁর জানাযার নামায পড়ান।

ফাতিমা (রা.)-এর জীবদ্দশায় লোকদের মাঝে 'আলী (রা.)-এর একটি বিশিষ্ট মর্যাদা ছিল। তাঁর ওফাতের পর 'আলী (রা.) যখন অনুভব করলেন যে, এখন তাঁর সম্পর্কে লোকদের অন্তরে আগের মতো অনুভূতি নেই, তখনি তিনি আবূ বাকর (রা.)-এর সাথে একটি সমঝোতায় পৌঁছতে এবং তাঁর হাতে বাই'আত গ্রহণ করতে ইচ্ছা করলেন। তিনি বিগত মাসগুলোতে বাই'আত গ্রহণ করেননি। এতদুদ্দেশ্যে তিনি আবূ বাকর (রা.)কে তাঁর বাড়িতে আসতে অনুরোধ করেন। সাথে এটাও বলে পাঠান যে, আপনার সাথে যেন অন্য কেউ না আসে। কেননা 'উমার (রা.) তাঁর সাথে আসুন এটা 'আলী (রা.) পছন্দ করতেন না। 'উমার (রা.) আবূ বাকর (রা.)কে একাকী তাঁদের নিকট যেতে নিষেধ করেন। তখন আবূ বাকর (রা.) বললেন, আমি এ আশঙ্কা করছি না যে, তাঁরা আমার সাথে কোনোরূপ অন্যায় আচরণ করবে। আল্লাহর কাসাম, আমি তাঁদের নিকট যাবোই। অতএব, আবূ বাকর (রা.) তাঁদের কাছে গেলেন। 'আলী (রা.) প্রথমে তাওহীদ ও রিসালাতের সাক্ষ্য দিলেন, তারপর বললেন, "আমরা আপনার মর্যাদা এবং আল্লাহ তা'আলা আপনাকে যে নি'মাত (খিলাফাত) দান করেছেন, সে সম্পর্কে অবগত আছি। আল্লাহ তা'আলা আপনাকে যে সম্মান দান করেছেন, সে জন্য আমরা হিংসা করি না। তবে এটাও ঠিক যে, আপনি খিলাফাতের বিষয়টি নিজে একাই সমাধান করে নিয়েছেন, অথচ আমাদের ধারণা ছিল, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকটাত্মীয় হিসেবে সে প্রসঙ্গে আমাদেরও

কিছু বলার অধিকার ছিল।" এ কথা শুনে আবূ বাকর (রা.)-এর দু'চোখ বেয়ে অশ্রু গড়িয়ে পড়লো। তারপর তিনি তাঁর কথা শুরু করেন। তিনি বলেন, "ঐ মহান সত্তার শপথ যাঁর হাতে আমার প্রাণ, আমার নিজের আত্মীয়-স্বজনের চাইতেও রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর আত্মীয়-স্বজনের সাথে সদ্ব্যবহার করা আমার কাছে অধিক প্রিয়। আমার ও তোমাদের মধ্যে যে সম্পদ নিয়ে মতানৈক্য সৃষ্টি হয়েছে, সে ক্ষেত্রে আমি যথাযথ ভূমিকা গ্রহণ করতে কোনোরূপ কসূর করিনি এবং তাতে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)কে যা করতে দেখেছি, আমি কেবল তা-ই করেছি। এটা শুনে 'আলী (রা.) আবূ বাকর (রা.)কে বললেন, আপনার হাতে বাই'আতের জন্য বিকাল বেলা নির্ধারিত হলো।

আবূ বাকর (রা.) যুহরের নামায আদায় করে মিম্বারের ওপর উপবেশন করলেন, তারপর শাহাদাতের বাণী পাঠ করলেন, এরপর 'আলী (রা.)-এর মর্যাদা, বাই'আত গ্রহণ থেকে দূরে থাকা ও তাঁর বর্ণিত 'ওযরের কথা বর্ণনা করলেন। এরপর তিনি আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করলেন। অতঃপর 'আলী (রা.) ওঠে প্রথমে শাহাদাতের বাণী পাঠ করলেন, এরপর আবূ বাকর (রা.)-এর মর্যাদা বর্ণনা করলেন, এরপর বললেন, "আমি যা বলেছি এর অর্থ এই নয় যে, আমি আবূ বাকর (রা.)-এর সাথে কোনোরূপ বিদ্বেষ পোষণ করছি এবং আল্লাহ তা'আলা তাঁকে যে মর্যাদা দান করেছেন, তা অস্বীকার করছি। বরং প্রকৃত ব্যাপার হলো, আমরা মনে করতাম যে, খিলাফাত প্রসঙ্গে আমাদেরও কিছু বলার অধিকার রয়েছে। কিন্তু আবূ বাকর (রা.) এ ব্যাপারটি নিজেই একাই সমাধা করেছেন। তাই আমরা মনে দুঃখ পেয়েছিলাম।" 'আলী (রা.)-এর এ কথা শুনে মুসলিমগণ খুশি হলেন। তাঁরা বললেন, আপনি ঠিকই বলেছেন। 'আলী (রা.) যখন ন্যায়ানুগ বিষয়ের দিকে ফিরে আসলেন, তখন মুসলিমগণ তাঁর ঘনিষ্ঠজনে পরিণত হন।[৭৫]

এ হাদীস থেকে কারো কারো মনে এ ধারণা সৃষ্টি হওয়া স্বাভাবিক যে, খিলাফাতের বিষয়ে আবূ বাকর (রা.)-এর ওপর 'আলী (রা.)-এর মনে দারুন ক্ষোভ ছিল এবং এ কারণে তিনি দীর্ঘ ছয় মাস পর্যন্ত আবূ বাকর (রা.)-এর হাতে বাই'আত গ্রহণ করেননি। রাফিদীরা এ হাদীসের ভিত্তিতে বলে থাকে যে, 'আলী (রা.) আবূ বাকর (রা.)-এর খিলাফাতের ওপর সম্মত ছিলেন না। তবে এ কথা বিশ্বাস করা কঠিন যে, 'আলী (রা.) দীর্ঘ ছয় মাস যাবত বাই'আত গ্রহণ না করে থেকে যাবেন, আর অপর দিকে আবূ বাকর (রা.) তা মেনে নেবেন।

---

৭৫. বুখারী, *আস-সাহীহ,* (কিতাবুল মাগাযী), হা.নং: ৩৯১৩; মুসলিম, *আস-সাহীহ,* (কিতাবুল জিহাদ), হা.নং:৩৩০৪

রাসূলুল্লাহ (সা)-এর ওফাত, আবূ বাকর (রা.)-এর খিলাফাত লাভ

এটা স্বতসিদ্ধ বিষয় যে, সাহাবা কিরামের মধ্যে আবূ বাকর (রা.) ছিলেন সর্বাপেক্ষা উচ্চ মর্যাদার অধিকারী, তাঁর ওপর রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর যে আস্থা ও বিশ্বাস ছিল তারই প্রেক্ষিতে তিনি কখনো ইঙ্গিতে, আবার কখনো স্পষ্টভাবে তাঁর খিলাফাতের অগ্রগণ্যতার প্রতি যে আভাষ প্রদান করেছিলেন, সে সম্পর্কে 'আলী (রা.) নিশ্চয়ই অবগত ছিলেন। তদুপরি দুনিয়াবিমুখতা, স্বার্থহীনতা ও আল্লাহর নৈকট্য লাভের ক্ষেত্রে 'আলী (রা.) যে উচ্চাসনে সমাসীন ছিলেন, সে সম্পর্কে সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই। এ সকল প্রেক্ষিতে এটা সম্পূর্ণ অসম্ভব যে, 'আলী (রা.) আবূ বাকর (রা.)কে খালীফা মান্য করেননি। উপর্যুক্ত হাদীস থেকেও এ কথা জানা যায় যে, 'আলী (রা.) স্পষ্টভাষায় আবূ বাকর (রা.)-এর মর্যাদা, সম্মান ও তাঁর খিলাফাতের অধিকারের কথা স্বীকার করেছেন। তিনি স্পষ্টভাষায় এও বলেছেন যে, খিলাফাত বিষয়ে আবূ বাকর (রা.)-এর সাথে তাঁর কোনো মতবিরোধ নেই এবং তাঁর প্রতি তিনি কোনোরূপ হিংসা-বিদ্বেষও পোষণ করেন না। শী'আ ঐতিহাসিকদের বর্ণনা মতো যদি তিনি বাস্তবিকপক্ষে আবূ বাকর (রা.)-এর খিলাফাতের ওপর অসন্তুষ্ট হতেন কিংবা নিজে খালীফা হওয়ার ইচ্ছা পোষণ করতেন, তা হলে আবূ সুফ্ইয়ান (রা.) যখন তাঁকে তাঁর ও তাঁর বংশের ঐতিহ্য ও মর্যাদার কথা উল্লেখ করে আবূ বাকর (রা.)-এর বিরুদ্ধে উত্তেজিত করার চেষ্টা চালান, তখন তিনি আবূ সুফইয়ান (রা.)কে কঠোর ভাষায় তিরস্কার করতেন না। তিনি এ কথা ভালোভাবেই বুঝতেন যে, আবূ সুফইয়ান (রা.)-এর মতো একজন প্রভাবশালী নেতা তাঁর পক্ষে থাকলে তাঁর খিলাফাত লাভ করা এবং খালীফা পদে টিকে থাকা মোটেই কষ্টকর হতো না। তথাপি আবূ সুফইয়ান (রা.) যখন এসে তাঁকে বললেন,

مَا بَالُ هَذَا الْأَمْرِ فِي أَقَلِّ قُرَيْشٍ قِلَّةً وَأَذَلِّهَا ذُلًّا يَعْنِي أَبَا بَكْرٍ، وَاللهِ! لَئِنْ شِئْتَ لَأَمْلَأَنَّهَا عَلَيْهِ خَيْلًا وَرِجَالًا.

-" কী অদ্ভুদ কাণ্ড! কুরাইশদের মধ্যে সবচেয়ে ছোট্ট এবং নিম্ন গোত্রের লোকই অর্থাৎ আবূ বাকর (রা.) আজ খিলাফাতের অধিকারী হয়ে গেল। আল্লাহর শপথ, যদি আপনি খালীফা হতে ইচ্ছা করেন, তবে আমি তাঁর বিরুদ্ধে সমগ্র মাদীনা অশ্বারোহী ও পদাতিক সৈন্য দ্বারা ভরে তুলবো।"

আবূ সুফইয়ান (রা.)-এর এ প্ররোচনাপূর্ণ কথা শুনে ইসলামের একনিষ্ঠ সেবক 'আলী (রা.)-এর চেহারা মুবারাকের ওপর তাঁর প্রতি অসন্তোষ এবং ক্রোধের আভা ফুটে ওঠলো। তিনি উত্তেজিত স্বরে বলেন,

لَطَالَمَا عَادَيْتَ الْإِسْلَامَ وَأَهْلَهُ، يَا أَبَا سُفْيَانَ، فَلَمْ يَضُرَّهُ ذَلِكَ شَيْئاً، إِنَّا وَجَدْنَا أَبَا بَكْرٍ لَهَا أَهْلًا.

-"আবূ সুফইয়ান! তুমি তো দীর্ঘ দিন ধরে ইসলাম ও মুসলিমদের বিরুদ্ধে শত্রুতা করেছিলে। কিন্তু তোমার সে শত্রুতা ইসলামের কিছুমাত্র ক্ষতি সাধন করতে পারেনি। (মনে রেখো!) আমরা আবূ বাকর (রা.)কে খিলাফাতের উপযুক্তই পেয়েছি।"[৭৬]

অন্য একটি রিওয়ায়াতে আছে, আবূ সুফইয়ান (রা.) 'আলী (রা.)কে উদ্দেশ্য করে বললেন, أَبَا حَسَنٍ ! ابْسُطْ يَدَكَ حَتَّى أُبَايِعَكَ. -"আবুল হাসান! আপনার হাত প্রসারিত করুন! আমি আপনার হাতেই বাই'আত করবো।" 'আলী (রা.) তাঁর সে প্রস্তাব কঠোরভাবে প্রত্যাখ্যান করেন এবং তাঁকে এ জন্য তিরস্কার করে বললেন,

إِنَّكَ –وَاللهِ– مَا أَرَدْتَ بِهٰذَا إِلَّا الْفِتْنَةَ؛ وَإِنَّكَ – وَاللهِ– طَالَمَا بَغَيْتَ الْإِسْلَامَ شَرًّا ! لَا حَاجَةَ لَنَا فِي نَصِيْحَتِكَ .

-"আল্লাহর কাসাম, তোমার এ কথার উদ্দেশ্য কেবল মুসলিমদের মধ্যে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করা। আল্লাহর কাসাম, তুমি দীর্ঘ দিন যাবত ইসলামের ক্ষতি সাধন করেছো। তোমার এ জাতীয় পরামর্শের আমার কোনোই প্রয়োজন নেই।"[৭৭]

এ তীক্ষ্ণ উক্তি শুনে আবূ সুফইয়ান (রা.)-এর মুখমণ্ডল ফ্যাকাসে হয়ে গেল। তিনি লজ্জিত হয়ে নীরবে নিজ পথে চলে গেলেন।

আবূ বাকর (রা.) ছিলেন সবচেয়ে জ্ঞানী ও মর্যাদাবান ব্যক্তি। 'আলী (রা.)-এর বিনয় এরূপ ছিল যে, 'উমার (রা.) ও 'উছমান (রা.)-এর বিপরীতেও তিনি নিজের পক্ষে খিলাফাতের দাবি উত্থাপন করেননি বা এ ব্যাপারে সংখ্যাগরিষ্ঠ লোকের মতের সাথে কোনো বিরোধ পোষণ করেননি। তবে কিভাবে এমনি চরিত্রের অধিকারীর ব্যাপারে এটা ধারণা করা যেতে পারে যে, তিনি আবূ বাকর (রা.)-এর খিলাফাতের বিরোধিতা করবেন কিংবা সংখ্যাগরিষ্ঠের মতামতের বাইরে গিয়ে সকল মুসলিম থেকে পৃথক থাকবেন এবং বাই'আত করবেন না! হাসান আল-বাসরী (রা) থেকে বর্ণিত। 'আলী (রা.) বলেন,

لَمَّا قُبِضَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم، نَظَرْنَا فِي أَمْرِنَا فَوَجَدْنَا النَّبِيَّ، صلى الله عليه وسلم، قَدْ قَدَّمَ أَبَا بَكْرٍ فِي الصَّلَاةِ، فَرَضِيْنَا لِدُنْيَانَا مِنْ رضِيَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم لِدِيْنِنَا، فَقَدَّمْنَا أَبَا بَكْرٍ.

---

৭৬. হাকিম, *আল-মুস্তাদরাক*, (কিতাবু মা'আরিফাতিস সাহাবাহ), হা.নং:৪৪৩৪; তাবারী, *তারীখুর রুসুল ওয়াল মুলূক*, খ.২, পৃ.১২০; সুয়ূতী, *তারীখুল খুলাফা*, পৃ.২৫
বিশিষ্ট মুহাদ্দিস হাফিয যাহাবী (রাহ.) এ হাদীসটিকে সাহীহ বলে উল্লেখ করেছেন। (সুয়ূতী, *তারীখুল খুলাফা*, পৃ.২৫)

৭৭. তাবারী, *তারীখুর রুসুল ওয়াল মুলূক*, খ.২, পৃ.১২০; ইবনুল আছীর, *আল-কামিল ফিত-তারীখ*, খ.১,পৃ.৩৫৮

-"রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর ওফাতের পর নেতৃত্বের বিষয় নিয়ে আমরা চিন্তামগ্ন হলাম। আমরা ভেবে দেখলাম, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁর জীবিত কালে আবূ বাকর (রা.)কে নামাযে ইমামাতি করতে দিতেন। সুতরাং রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যেহেতু দীনের ব্যাপারে তাঁর ওপর সন্তুষ্ট ছিলেন, তাই আমরা দুনিয়ার ব্যাপারেও তাঁর নেতৃত্ব নিয়ে সন্তুষ্ট হলাম। অতএব, আমরা আবূ বাকর (রা.)কে আমাদের নেতা হিসেবে নির্বাচন করলাম।"[৭৮]

কোনো কোনো সূত্রে এ রিওয়ায়াতের মধ্যে এ কথাও বর্ণিত রয়েছে,

...فَبَايَعَهُ الْمُسْلِمُونَ، وَبَايَعْتُ مَعَهُمْ، قُلْتُ : أَغْزُو إِذَا أَغْزَانِي ، وَآخُذُ إِذَا أَعْطَانِي، وَكُنْتُ سَوْطًا بَيْنَ يَدَيْهِ فِي إِقَامَةِ الْحُدُودِ .

-"মুসলিমগণ তাঁর হাতে বাই'আত গ্রহণ করলেন। আমিও তাঁদের সাথে বাই'আত গ্রহণ করলাম। অধিকন্তু আমি বললাম, আপনি আমাকে যেখানেই লড়াই করতে পাঠাবেন সেখানেই আমি যাবো, আর যা কিছু আমাকে দান করবেন, তা-ই আমি গ্রহণ করবো এবং আমি আপনার সামনে একটি বেত্রবিশেষ, যা আপনি দণ্ডবিধি কার্যকর করার সময় ব্যবহার করতে পারেন।"[৭৯]

ইতঃপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, বাই'আতের সাকীফার পর আবূ বাকর (রা.) যখন ঘোষণা করলেন, যে কারো নিকট আমার খিলাফাত গ্রহণযোগ্য মনে না হলে আমার সাথে কৃত বাই'আত ভেঙ্গে ফেলতে পারেন, তখন এ ঘোষণা শুনে 'আলী (রা.) দাঁড়িয়ে আবূ বাকর (রা.)কে উদ্দেশ্য করে বললেন,

لَا نُقِيلُكَ، وَلَا نَسْتَقِيلُكَ، وَلَوْلَا أَنَّا رَأَيْنَاكَ أَهْلاً مَا بَايَعْنَاكَ.

-"আমরা আপনার সাথে অঙ্গীকার ভাঙ্গতেও পারবো না এবং তা কামনাও করি না। যদি আমরা আপনাকে খিলাফাতের উপযুক্ত মনে না করতাম, তবে আমরা আপনার হাতে বাই'আতই গ্রহণ করতাম না।"[৮০]

একবার জনৈক ব্যক্তি 'আলী (রা.)কে জিজ্ঞেস করলেন, مَا بَالُ الْمُسْلِمِيْنَ اخْتَلَفُوا عَلَيْكَ، وَلَمْ يَخْتَلِفُوا عَلَى أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ. -"এটা কিরূপ কথা যে, আবূ বাকর

---

৭৮. ইবনু সা'দ, *আত-তাবাকাতুল কুবরা*, খ.৩,পৃ.১৮৩

৭৯. 'আলী আল-হিন্দী, *কানুযুল 'উম্মাল*, হা.নং:৩১৬৫০; সুয়ূতী, *জামি'উল আহাদীছ*, হা.নং:৩৪৬৬৫

৮০. ইবনু হাম্বাল, *ফাদা'য়িলুস সাহাবাহ*, হা.নং: ৯৪, ৯৫, ১২৫; আজুররী, *আশ-শারী'আত*, হা.নং: ১১৬৯, ১১৭০, ১১৭৪, ১২৭৪, ১৭৭৪; আবূ নু'আয়ম, *ফাদা'য়িলুল খুলাফা'য়ির রাশিদীন*, হা.নং: ১৯১; ইবনু 'আসাকির, *তারীখু দিমাশক*, খ.৬৪, পৃ.৩৪৫; আল-মুহিব্ব আত-তাবারী, *আর-রিয়াদুন নাদিরাতু...*, পৃ.১২২

(রা.) ও 'উমার (রা.)-এর খিলাফাতের ক্ষেত্রে মুসলিমদের মধ্যে কোনো মতানৈক্য ছিল না; কিন্তু আপনার খিলাফাতের ব্যাপারে মতানৈক্য দেখা গেল।" তখন 'আলী (রা.) উত্তরে বললেন, -لِأَنَّ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ كَانَا وَالِيَيْنِ عَلَى مِثْلِيْ، وَأَنَا الْيَوْمَ وَالٍ عَلَى مِثْلِكَ. "আবূ বাকর ও 'উমার (রা.) আমার মতো মুসলিমদের শাসক ছিলেন, আর আমি হচ্ছি তোমাদের মতো মুসলিমদের শাসক।"[৮১]

উপর্যুক্ত বর্ণনাগুলো থেকে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, আবূ বাকর (রা.)-এর খিলাফাতের ব্যাপারে 'আলী (রা.)-এর কোনো মতবিরোধ ছিল না এবং এ ব্যাপারে তিনি তাঁর বিরোধী বা প্রতিদ্বন্দ্বীও ছিলেন না। তবে বিভিন্ন বিশুদ্ধ রিওয়ায়াতের প্রেক্ষিতে এ কথাও বলতে কোনো দ্বিধা নেই যে, শুরুতে আবূ বাকর (রা.)-এর প্রতি 'আলী (রা.)-এর কিছুটা মনোবেদনা অবশ্যই ছিল। এর দুটি কারণ হতে পারে-

ক. যখন 'আলী (রা.) তাঁর পরিবারের কয়েকজন সদস্যসহ রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর গোসল ও কাফানের কাজে ব্যস্ত ছিলেন, তখন আবূ বাকর (রা.) সাকীফায়ে বানু সা'য়িদার খবর শুনে 'উমার ও আবূ 'উবাইদাহ ইবনুল জাররাহ (রা.)কে সাথে নিয়ে সেখানে যান এবং খিলাফাতের বিষয়টিও মীমাংসা করে আসেন। কিন্তু এ বিষয়ে 'আলী (রা.)-এর সাথে কোনো পরামর্শ করেননি।[৮২]

খ. আবূ বাকর (রা.)–এর প্রতি ফাতিমা (রা.)-এর বিষণ্ণতা, যা নিতান্তই মানবীয় কারণে সৃষ্টি হয়েছিল।

উল্লেখ্য যে, 'আলী (রা.)-এর অসন্তোষের এ দুটি কারণই ছিল একান্ত ব্যক্তিগত। এ দৃষ্টিকোণ থেকে এর প্রতিক্রিয়া বেশি পক্ষে হয়তো এতোটুকু হতে পারে যে, তাঁদের উভয়ের আন্তরিকতাপূর্ণ গভীর সম্পর্ক কিছুটা হ্রাস পেয়েছিল। কিন্তু খিলাফাতের প্রসঙ্গটি ছিল যেহেতু একটি জাতীয় ও সামষ্টিক বিষয়, তাই এটি কি করে সম্ভব যে, ব্যক্তিগত অসন্তোষের কারণে 'আলী (র.)-এর মতো মহান ব্যক্তি প্রথম পর্যায়ে বাই'আত গ্রহণ না করে মুসলিমদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির কারণ হবেন।

বিশিষ্ট মুহাদ্দিস ও ফাকীহ আবূ 'আবদিল্লাহ আল-মাযিরী [৪৫৩-৫৩৬হি.] (রাহ.) বলেন, 'আলী (রা.) বাই'আত গ্রহণ থেকে বিরত থাকার একটি কারণ এও হতে পারে যে, তিনি মনে করেছিলেন, মুসলিমদের প্রত্যেকেরই পৃথক পৃথকভাবে ইমামের নিকট উপস্থিত হয়ে এবং তাঁর হাতে হাত রেখে বাই'আত গ্রহণ করার প্রয়োজন নেই। বরং এইটুকু যথেষ্ট যে, 'আহলুল হাল্ল ওয়াল 'আকদ' (পরামর্শ ও নির্বাহী পর্ষদ) তাঁর হাতে বাই'আত গ্রহণ করবে এবং অন্যরা তাঁকে অকুণ্ঠ সমর্থন জানাবে ও তাঁর নির্দেশ

---

৮১. ইবনু খালদুন, *কিতাবুল 'ইবার..* (তারীখু ইবনি খালদূন), খ.১,পৃ.২১১

৮২. ইবনুল 'আবরী, *তারীখু মুখতাসারিদ দুওয়াল,* পৃ.৫০

মেনে চলবে।[৮৩] অতএব, হাজার হাজার মুসলিম বাই'আত গ্রহণ করেছেন, তাই 'আলী (রা.) যদি সাথে সাথে বাই'আত গ্রহণ নাও করে থাকেন, এটাকে বিরোধিতার পর্যায়ভুক্ত করা সমীচীন হবে না।

কিন্তু এ কারণটি সঠিক বলে মনে হয় না। কেননা 'আলী (রা.) কেবল একজন ব্যক্তি ছিলেন, তা মনে করা ঠিক নয়। তিনি বিশিষ্ট মর্যাদাসম্পন্ন ও প্রভাবশালী সাহাবীগণের মধ্যে অন্যতম ছিলেন। তদুপরি তিনি ছিলেন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর চাচাতো ভাই ও জামাতা। তাই তাঁর বাই'আত না করাটা ইসলামী ঐক্য ও সংহতির জন্য একটা বাধা হতে পারতো এবং তিনি একজন মহান বিজ্ঞ ব্যক্তি হিসেবে এ অনাকাঙ্খিত অবস্থা সম্পর্কে অনবহিত ছিলেন তা ভাবা যায় না। তদুপরি 'আলী (রা.) যদি বাই'আত গ্রহণ না করতেন, তা হলে মুসলিম উম্মাহর স্বার্থে আবূ বাকর (রা.)-এর মতো দূরদর্শী ও বিচক্ষণ লোকের পক্ষে এটা অসম্ভব ছিল যে, তিনি ধৈর্যধারণ করে নিশ্চুপ হয়ে থাকবেন এবং বিশৃঙ্খলার একটি ফটক এভাবে উন্মুক্ত রেখে দেবেন।

তা ছাড়া ইতঃপূর্বে এমন অনেক রিওয়ায়াত নকল করা হয়েছে, যা থেকে সুপ্রমাণিত হয় যে, 'আলী (রা.)-এর ছয় মাস যাবত বাই'আত গ্রহণ না করার বিষয়টি সঠিক নয়। এ প্রসঙ্গে আরো একটি রিওয়ায়াত উল্লেখ করা যায়।

বাই'আতে সাকীফার পর আবূ বাকর ও উমার (রা.)-এর নিকট খবর পৌঁছে যে, 'আলী ও যুবাইর ইবনুল 'আওয়াম (রা.) এ বাই'আতের ওপর সন্তুষ্ট নন। এ খবর পাওয়ার পর সাথে সাথে 'উমার (রা.) তাঁদের কাছে গমন করেন এবং তাঁদের দু'জনকেই সাথে নিয়ে আবূ বাকর (রা.) নিকট উপস্থিত হন।[৮৪] এ সময় আবূ বাকর (রা.) দাঁড়িয়ে একটি ভাষণ দেন। তিনি জনগণের কাছে ওযর পেশ করে বললেন,

وَاللهِ مَا كُنْتُ حَرِيصًا عَلَى الإِمَارَةِ يَوْمًا وَلاَ لَيْلَةً قَطُّ، وَلاَ كُنْتُ فِيهَا رَاغِبًا، وَلاَ سَأَلْتُهَا اللهَ فِي سِرٍّ وَلاَ عَلاَنِيَةٍ، وَلَكِنِّي أَشْفَقْتُ مِنَ الْفِتْنَةِ، وَمَا لِي فِي الإِمَارَةِ مِنْ رَاحَةٍ، وَلَكِنْ قُلِّدْتُ أَمْرًا عَظِيمًا مَا لِي بِهِ طَاقَةٌ وَلاَ يَدَانِ إِلاَّ بِتَقْوِيَةِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ ، وَلَوَدِدْتُ أَنَّ أَقْوَى النَّاسِ عَلَيْهَا مَكَانِي عَلَيْهَا الْيَوْمَ.

-"আল্লাহর কাসাম, কোনো সময়েই নেতৃত্বের প্রতি আমার কোনো লোভ বা আগ্রহ ছিল না। আমি প্রকাশ্যে বা গোপনে কখনোই আল্লাহর নিকট এ জন্য প্রার্থনা করিনি। তবে হ্যাঁ, আমি বিশৃঙ্খলাকে ভয় করি। নেতৃত্বের মধ্যে আমার

৮৩. ইবনু হাজার, *ফাতহুল বারী*, খ.১২,পৃ.৫৫
৮৪. তাবারী, *তারীখুর রুসুল ওয়াল মুলূক*, খ.২,পৃ.১১৭

কোনো স্বস্তি নেই; বরং এর মাধ্যমে আমার কাঁধের ওপর এমন এক গুরুদায়িত্বের বুঝা চাপিয়ে দেয়া হয়েছে, যা সম্পাদন করার মতো কোনো শক্তি ও যোগ্যতা আমার মধ্যে নেই। তবে আল্লাহ তা'আলা যদি আমাকে শক্তি দান করেন, তবেই আমার দ্বারা এ দায়িত্ব পালন করা সম্ভব হতে পারে। আমি আজও কামনা করি যে, কোনো শক্তিশালী ব্যক্তি এসে আমার মাথা থেকে এ গুরুদায়িত্বের বোঝা গ্রহণ করে আমাকে অব্যাহতি দান করবেন।"

মুহাজিরগণ আবূ বাকর (রা.) যা কিছু বললেন তা মেনে নিলেন বটে; তবে তাঁর ওযর গ্রহণ করেননি। এরপর 'আলী ও যুবাইর (রা.) ওঠে বললেন,

مَا غَضِبْنَا إِلاَّ لأَنَّا أُخِّرْنَا عَنِ الْمُشَاوَرَةِ، وَإِنَّا نَرَى أَبَا بَكْرٍ أَحَقَّ النَّاسِ بِهَا بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– إِنَّهُ لِصَاحِبُ الْغَارِ، وَثَانِي اثْنَيْنِ، وَإِنَّا لَنَعْرِفُ شَرَفَهُ وَكِبَرَهُ، وَلَقَدْ أَمَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– بِالصَّلاَةِ بِالنَّاسِ وَهُوَ حَيٌّ.

-"আমাদের দুঃখ হলো শুধু এ বিষয়ে যে, খিলাফাত সম্পর্কে পরামর্শের সময় আমাদের ডাকা হয়নি। নতুবা আমরাও মনে করি যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর পরে আবূ বাকর (রা.)ই হলেন নেতৃত্বের সর্বাপেক্ষা হকদার। তিনি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর গুহার সাথী এবং দু'জনের দ্বিতীয় জন। আমরা তাঁর মর্যাদা ও সম্মানের কথা ভালোভাবেই অবগত রয়েছি। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) জীবিতকালেই তাঁকেই নামাযের ইমামাতের জন্য নির্দেশ দিয়েছিলেন।"[৮৫]

এরপর দুজনই আবূ বাকর (রা.)-এর হাতে বাই'আত গ্রহণ করেন।[৮৬]

উপর্যুক্ত রিওয়ায়াত থেকে থেকে এ কথা স্পষ্টভাবে জানা যায় যে, বাই'আতের প্রথম অথবা দ্বিতীয় দিনই 'আলী ও যুবাইর ইবনুল 'আওয়াম (রা.) আবূ বাকর (রা.)-এর হাতে বাই'আত গ্রহণ করেন। তবে এ কথা সত্য যে, শুরুতে আবূ বাকর (রা.)-এর হাতে বাই'আতের বিষয়ে তাঁদের কিছুটা মিশ্র ভাব সৃষ্টি হয়েছিল এবং তাও ছিল খিলাফাত সম্পর্কে তাঁদের মতামত গ্রহণ না করবার কারণে; কিন্তু যখন আবূ বাকর (রা.) পরিস্থিতি

---

৮৫. হাকিম, *আল-মুস্তাদরাক*, (কিতাবু মা'আরিফাতিস সাহাবাহ), হা.নং:৪৩৯৬; বাইহাকী, *আস-সুনানুল কুবরা*, হা.নং: ১৭০৩০
বিশিষ্ট হাদীস বিশারদ আল-হাকিম আন-নিশাপূরী (রাহ.) বলেন, হাদীসটি যদিও ইমাম বুখারী ও মুসলিম (রা.) তাঁদের সাহীহ গ্রন্থে উল্লেখ করেন নি; কিন্তু এটি তাঁদের শর্তানুযায়ী একটি সাহীহ হাদীস।

৮৬. তাবারী, *তারীখুর রুসুল ওয়াল মুলূক*, খ.২,পৃ.১১৭

ব্যাখ্যা করলেন এবং বললেন, সাকীফায় তাঁর উপস্থিতি ঘটেছিলো তাৎক্ষণিক সিদ্ধান্তে, পরিকল্পিত ছিল না এবং তাঁকে উম্মাতের ঐক্য রক্ষার স্বার্থেই সে দিন দ্রুত পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হয়েছে, তখনি তাঁদের মনের সে ভাবান্তর দূরিভূত হয়ে যায় এবং সানন্দে বাই'আত গ্রহণ করেন।[৮৭]

সুতরাং উপরিউক্ত দু ধরনের বর্ণনার প্রেক্ষিতে আবূ বাকর ও 'আলী (রা.)-এর মর্যাদা, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সাথে তাঁদের সম্পর্ক, অতঃপর খিলাফাতের গুরুত্ব এবং রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর ওফাতের পর ইসলামের প্রচার, প্রসার ও স্থায়িত্বের জন্য ঐক্যের প্রয়োজনীয়তার দিকটি সামনে রাখলে স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হবে যে, 'আলী (রা.) একবার নয়; দু বার আবূ বাকর (রা.)-এর হাতে বাই'আত গ্রহণ করেন। প্রথম বার খিলাফাতের বাই'আত, যা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর ওফাতের দ্বিতীয় দিন সাধারণ বাই'আত হিসেবে মাসজিদে নাবাবীতে করেন। দ্বিতীয়বার সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ করার বাই'আত, যা ফাতিমা (রা.)-এর ওফাতের পরে করেন। এ বাই'আতের উদ্দেশ্য হলো পারস্পরিক সম্পর্ক আরো ঘনিষ্ঠ করে নেওয়া এবং আগের মতো উভয়ের মধ্যে আন্তরিক সম্পর্ক গড়ে তোলা।[৮৮]

ইবনু হিব্বান (রাহ.) আবূ সা'ঈদ আল-খুদরী (রা.) ও অন্যান্য থেকে বর্ণিত রিওয়ায়াতের ভিত্তিতে মনে করেন যে, 'আলী (রা.) খিলাফাতের প্রথম পর্যায়েই বাই'আত গ্রহণ করেছিলেন এবং এ মতটিকেই তিনি সাহীহ বলে উল্লেখ করেছেন। ইবনু হাজার (রহ.)ও এ মতটিকেই সবচেয়ে সঠিক বলে বর্ণনা করেছেন। এরপর তিনি বলেছেন,

جَمَعَ غَيْره بِأَنَّهُ بَايَعَهُ بَيْعَة ثَانِيَة مُؤَكِّدَة لِلْأُولَى لِإِزَالَةِ مَا كَانَ وَقَعَ بِسَبَبِ الْمِيرَاثِ ... وَعَلَى هَذَا فَيُحْمَل قَوْل الزُّهْرِيِّ لَمْ يُبَايِعهُ عَلِيٌّ فِي تِلْكَ الْأَيَّام عَلَى إِرَادَة الْمُلَازَمَةِ لَهُ وَالْحُضُور عِنْدَهُ وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ ، فَإِنَّ فِي اِنْقِطَاع مِثْلِهِ عَنْ مِثْلِهِ مَا يُوهِمُ مَنْ لَا يَعْرِف بَاطِن الْأَمْر أَنَّهُ بِسَبَبِ عَدَم الرِّضَا بِخِلَافَتِهِ فَأَطْلَقَ مَنْ أَطْلَقَ ذَلِكَ ، وَبِسَبَبِ ذَلِكَ أَظْهَر عَلِيٌّ الْمُبَايَعَةَ الَّتِي بَعْدَ مَوْتِ فَاطِمَةَ عَلَيْهَا السَّلَامُ لِإِزَالَةِ هَذِهِ الشُّبْهَةِ .

-"অনেকেই উভয় প্রকার রিওয়ায়াতের মধ্যে এভাবে সামঞ্জস্য বিধান করেছেন যে, 'আলী (রা.) আবূ বাকর (রা.)-এর নিকট প্রথম যে বাই'আত করেছিলেন তা অধিকতর তাকিদ ও শক্তিশালী করার উদ্দেশ্যেই দ্বিতীয়বার বাই'আত করেছিলেন,

---

৮৭. ইবনুল 'আবরী, *তারীখু মুখতাসারিদ দুওয়াল*, পৃ.৫০

৮৮. আকবরাবাদী, *ছিদ্দিকে আকবর*, পৃ.৭৭

যাতে মীরাছ নিয়ে যে ভুল বুঝাবুঝির সৃষ্টি হয়েছিল তার নিরসন হয়। এরূপ অবস্থায় যুহরী (রা.)-এর কথা لَمْ يُبَايِعهُ عَلِيٌّ فِي تِلْكَ الْأَيَّام (অর্থাৎ ঐ সময়গুলোতে তিনি আবূ বাকর (রা.)-এর হাতে বাই'আত করেননি)-এর মর্ম দাঁড়াবে, 'আলী (রা.) আবূ বাকর (রা)-এর সাথে দীর্ঘ সময় ধরে অবস্থান করতেন না এবং তাঁর নিকট যাতায়াত করতেন না। তাই যারা বাস্তব অবস্থা সম্পর্কে সম্যক অবগত ছিলেন না, তাঁরা 'আলী (রা.)-এর মতো ব্যক্তি আবূ বাকর (রা.) থেকে আলাদা থাকতে দেখে এটাই মনে করে থাকতে পারে যে, 'আলী (রা.) আবূ বাকর (রা.)-এর খিলাফাতের ওপর সন্তুষ্ট ছিলেন না। আর এ ভুল বুঝাবুঝি দূর করবার উদ্দেশ্যে ফাতিমা (রা.)-এর ওফাতের পর আবূ বাকর (রা.)-এর হাতে পুনরায় বাই'আত গ্রহণ করেন।"[৮৯]

ঐতিহাসিক ইবনু কাছীর (রাহ.) ফাতিমা (রা.)-এর ওফাতের পর 'আলী (রা.)-এর বাই'আত গ্রহণ সংক্রান্ত রিওয়ায়াতগুলোর ব্যাপারে বলেন,

وَأَمَّا مَا يَأْتِي مِنْ مُبَايَعَتِهِ إِيَّاهُ بَعْدَ مَوْتِ فَاطِمَةَ –رضي الله عنها–'.. فَذَلِكَ مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهَا بَيْعَةٌ ثَانِيَةٌ، أَزَالَتْ مَا كَانَ قَدْ وَقَعَ مِنْ وَحْشَةٍ بِسَبَبِ الْكَلَامِ فِي الْمِيْرَاثِ.

-"ফাতিমা (রা.)-এর ওফাতের পর 'আলী (রা.) আবূ বাকর (রা.)-এর হাতে বাই'আত করেছিলেন মর্মে বর্ণিত রিওয়ায়াতগুলোতে উল্লেখিত বাই'আত দ্বারা দ্বিতীয় বাই'আতকে বুঝানো হয়েছে। এই বাই'আত মীরাছকে কেন্দ্র করে কথাবার্তার কারণে উভয়ের মধ্যে সৃষ্ট দূরত্ব নিরসন করেছিল।"[৯০]

'আলী (রা.)-এর মানবীয় স্বভাবগত মনোবেদনা, যা ইতঃপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে, তা তাঁর নিজের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। এর প্রতিক্রিয়াস্বরূপ উম্মাতের ঐক্য ও স্বার্থ বিঘ্নিত হতে পারে এমন কোনো কাজ 'আলী (রা.) সম্পাদন করবেন, তা অসম্ভব ব্যাপার। বিশিষ্ট মুফাসসির কুরতুবী (রহ.) বলেন,

مَنْ تَأَمَّلَ مَا دَار بَيْنَ أَبِي بَكْر وَعَلِيٌّ مِنَ الْمُعَاتَبَةِ وَمِنَ الِاعْتِذَارِ وَمَا تَضَمَّنَ ذَلِكَ مِنَ الْإِنْصَافِ عَرَفَ أَنَّ بَعْضَهُمْ كَانَ يَعْتَرِفُ بِفَضْلِ الْآخَرِ ، وَأَنَّ قُلُوبَهُمْ كَانَتْ مُتَّفِقَةً عَلَى الِاحْتِرَام وَالْمَحَبَّة ، وَإِنْ كَانَ الطَّبْع الْبَشَرِيّ قَدْ يَغْلِب أَحْيَانًا لَكِنَّ الدِّيَانَة تَرُدُّ ذَلِكَ.

---

৮৯. ইবনু হাজার, *ফাতহুল বারী*, খ.১২,পৃ.৫৫

৯০. ইবনু কাছীর, *আল-বিদায়াতু ওয়ান নিহায়াতু*, খ.৬,পৃ.৩৩৪

-"আবূ বাকর (রা.) ও 'আলী (রা.)-এর মধ্যে যে দূরত্ব চলেছিল এবং পরে দু'জনে যেভাবে দুঃখ প্রকাশ করেছিলেন, অধিকন্তু তাঁদের কথার মধ্যে যে ন্যায্যতা ছিল, এ পূর্বাপর ঘটনার ওপর যে কেউ যদি গভীরভাবে চিন্তা করেন, তা হলে তিনি অবশ্যই বুঝতে পারবেন যে, তাঁরা উভয়ে একজন অপর জনের মর্যাদা অকুণ্ঠ চিত্তে স্বীকার করতেন এবং তাঁদের মধ্যে পারস্পরিক শ্রদ্ধা ও ভালোবাসার আত্মিক সম্পর্ক বিদ্যমান ছিল। মানবীয় স্বভাব কখনো সীমা অতিক্রম করতে চাইলেও তাঁদের ধর্মপরায়ণতা সেটাকে নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসতো।"[৯১]

ইতঃপূর্বে বর্ণিত ফাতিমা (রা.)-এর মীরাছের আবেদনজ্ঞাপক হাদীসটিতে এ বিষয়টি প্রণিধানযোগ্য যে, যখন ফাতিমা (রা.) মীরাছের দাবি করলেন, তখন থেকেই এ বিষয়টির উৎপত্তি। এ কথা অনস্বীকার্য যে, এ দাবি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর ওফাতের দিন অথবা পর দিন অর্থাৎ সর্বসাধারণের বাই'আতের দিন উত্থাপিত হওয়ার কথা নয়; বরং কয়েক দিন পর যখন আবূ বাকর (রা.) প্রথম খালীফা হিসেবে খিলাফাতের যাবতীয় দায়িত্ব নিয়মানুযায়ী পালন করে যাচ্ছিলেন, তখনই উত্থাপিত হওয়ার কথা। অতএব সাধারণ বাই'আতের দিন ফাতিমা (রা.)-এর মনোবেদনার কারণে 'আলী (রা.) বাই'আত গ্রহণ থেকে বিরত ছিলেন- এমন কথার কোনোই সার নেই। কেননা ঐ সময় তো কোনো প্রকার মনোবেদনাই সৃষ্টি হয়নি। এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, আবূ বাকর (রা.)-এর সাথে আলোচনার সময় 'আলী (রা.) স্বীয় মনোবেদনার কারণ হিসেবে মীরাছের বিষয়টি মোটেই উল্লেখ করেননি; বরং তিনি বলেছেন যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের কারণে তিনি এটা স্বীয় অধিকার বলেই মনে করতেন যে, খিলাফাতের বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের সময় আবূ বাকর (রা.) তাঁকে একজন নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি হিসেবে সাথে রাখবেন যেমন তিনি 'উমার ও আবূ 'উবাইদাহ (রা.)কে রেখেছিলেন। 'আলী (রা.)-এর অসন্তোষের পরবর্তী কারণ ছিল ফাতিমা (রা.)-এর মনোবেদনা। কিন্তু আবূ বাকর (রা.) মীরাছ সংক্রান্ত রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর পবিত্র বাণী যখন তাঁকে বর্ণনা করে শুনালেন, তখন মীরাছের ব্যাপারটিকে নিজের অসন্তোষের কারণ হিসেবে উল্লেখ করার অবকাশই 'আলী (রা.)-এর জন্য বাকী ছিল না। এ কারণেই আবূ বাকর (রা.)-এর সাথে আপোষ মীমাংসার সময় 'আলী (রা.) এ বিষয়টির কোনো উল্লেখই করেননি; বরং খিলাফাতের বিষয়ে তাঁর পরামর্শ গ্রহণ না করার অভিযোগ করেছেন।

উল্লেখ্য যে, উপর্যুক্ত হাদীসটিতে 'আয়িশা (রা.)-এর কথা وَلَمْ يَكُنْ يُبَايِعُ تِلْكَ الْأَشْهُرَ দ্বারা উদ্দেশ্য এ নয় যে, 'আলী (রা.) মোটেই আবূ বাকর (রা.)-এর হাতে বাই'আত গ্রহণ করেননি; বরং এ কথার উদ্দেশ্য হলো- 'আলী (রা.) যদিও বাই'আত

৯১. ইবনু হাজার, *ফাতহুল বারী*, খ.১২,পৃ.৫৫

করেছিলেন; কিন্তু এর পরপরই যেহেতু অসন্তোষ সৃষ্টি হয়েছে এবং সে কারণে তিনি দূরে অবস্থান করছিলেন, তাই তাঁর বাই'আত গ্রহণ করা আর না করা দুটিই সমান ছিল। প্রচলিত নিয়মানুযায়ী যদিও তিনি বাই'আত করেছিলেন; কিন্তু বাস্তবে ছিল তা না করার মতোই।[৯২]

ফাতিমা আয-যাহরা (রা.) কি আবূ বাকর (রা.)-এর সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করেছিলেন?

ইতঃপূর্বে বর্ণিত ফাতিমা (রা.)-এর মীরাছের আবেদনজ্ঞাপক হাদীস থেকে কেউ কেউ এ কথা ধারণা করে নিয়েছে যে, মীরাছের ঘটনায় ফাতিমা (রা.) আবূ বাকর (রা.)-এর ওপর এতো বেশি ক্রুদ্ধ হয়েছিলেন যে, তাঁর সাথে জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত যোগাযোগ ও কথাবার্তাই বন্ধ করে দিয়েছিলেন। আমি মনে করি, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর স্নেহধন্যা মেয়ে ফাতিমা (রা.) সম্পর্কে এরূপ ধারণা সম্পূর্ণ অবান্তর ও অযাচিত। বলাই বাহুল্য যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর পরিত্যক্ত স্থাবর সম্পত্তির ক্ষেত্রে আবূ বাকর (রা.) যে ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন, তা কোনো ক্রমেই তাঁর নিজের ইজতিহাদ ছিল না; বরং তিনি সে ক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নির্দেশকেই পুরোপুরি বাস্তবায়ন করেছিলেন।[৯৩] আবূ বাকর (রা.), যিনি ধর্ম-বর্ণ এবং দুর্বল ও সবল নির্বিশেষে সকলের পূর্ণ অধিকার রক্ষা করতেন, তাঁর বেলায় এটা কি করে কল্পনা করা যায় যে, তিনি তাঁর প্রিয়তম রাসূলের কন্যাকে তাঁর প্রাপ্য অধিকার থেকে বঞ্চিত করবেন! প্রকৃতপক্ষে এ সংক্রান্ত হাদীসটি ফাতিমা (রা.)-এর জানা না থাকার কারণে প্রথমে যদিও তিনি আবূ বাকর (রা.)-এর নিকট মীরাছের দাবি পেশ করেছিলেন; কিন্তু যখন আবূ বাকর (রা.) তদসংক্রান্ত রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নির্দেশ তাঁকে শুনান, তখন তিনি দাবি উত্থাপন থেকে বিরত হন।[৯৪] আবূ বাকর (রা.) রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নির্দেশ কার্যকর করবেন আর এ কারণে ফাতিমা (রা.) তাঁর ওপর ক্ষেপে যাবেন! এ রূপ ধারণা করা ফাতিমা (রা.)-এর প্রতি অবিচার নয় কি? রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সুস্পষ্ট বাণী শুনার পর এর বিরুদ্ধে নিজের দাবির ওপর অটল থাকাটা একজন নিম্নস্তরের মুসলিমের ক্ষেত্রেও চিন্তা করা কঠিন। এমতাবস্থায় সাইয়িদাতুন নিসা ফাতিমাতুয যাহরা (রা.), যিনি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর কলিজার টুকরো ছিলেন, কখনো ধন-সম্পদের দিকে চোখ তুলে তাকাননি, দারিদ্র ছিল

---

৯২. আকবরাবাদী, *সিদ্দীকে আকবর,* পৃ.৭৯-৮০
৯৩. আমরা এ সম্পর্কে পরে আরো বিস্তারিত আলোচনা করবো, ইনশা' আল্লাহ।
৯৪. ইবনু কুতায়বাহ, *তাভীলু মুখতালাফিল হাদীস,* পৃ.৯৩

যাঁর জীবনের মহান বৈশিষ্ট্য, তাঁর পক্ষে এটা কি করে সম্ভব যে, মীরাছের সামান্য অংশের জন্য তিনি এতো মর্মাহত হবেন। আবুত তুফাইল (রা.) বলেন, মীরাছ সংক্রান্ত রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নির্দেশনা শুনার পর ফাতিমা (রা.) বললেন, فَأَنْتَ وَمَا سَمِعْتَ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْلَمُ.-"আর আপনি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে যা শুনেছেন, সে সম্পর্কে আপনিই অধিক পরিজ্ঞাত।"[৯৫] এ হাদীস থেকে স্পষ্ট জানা যায় যে, শেষ পর্যন্ত মীরাছের ব্যাপারে ফাতিমা (রা.)-এর অন্তরে আবূ বাকর (রা.)-এর প্রতি কোনো দুঃখ ছিল না। হাফিয ইবনু কাছীর (রা.) বলেন, وَهَذَا هُوَ الصَّوَابُ وَالْمَظْنُونُ بِهَا، وَاللَّائِقُ بِأَمْرِهَا وَسِيَادَتِهَا وَعِلْمِهَا وَدِيْنِهَا.-"এটিই সঠিক ও ধারণাযোগ্য অভিমত এবং তা তাঁর শান, আভিজাত্য, জ্ঞান ও দীনদারির সাথে সামঞ্জস্যশীল।"[৯৬] কাদী 'ইয়াদ (রাহ.) বলেন,

> أَنَّهَا لَمَّا بَلَغَهَا الْحَدِيث وَبَيَّنَ لَهَا التَّأْوِيل تَرَكَتْ رَأْيهَا ، ثُمَّ لَمْ يَكُنْ مِنْهَا وَلَا مِنْ ذُرِّيَّتهَا بَعْد ذَلِكَ طَلَب مِيرَاث ، ثُمَّ وَلِيَ عَلِيّ الْخِلَافَة فَلَمْ يَعْدِل بِهَا عَمَّا فَعَلَهُ أَبُو بَكْر وَعُمَر – رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا.
>
> -"হাদীসটি যখন ফাতিমা (রা.)-এর নিকট পৌঁছে এবং আবূ বাকর (রা.) এর কারণও তাঁকে ব্যাখ্যা করে বললেন, তখনি তিনি তাঁর দাবি ছেড়ে দেন। এরপর তাঁর পক্ষ থেকে এবং তাঁর ওফাতের পর তাঁর সন্তান-সন্ততির পক্ষ থেকেও এ মীরাছের দাবি আর উত্থাপিত হয়নি। অতঃপর 'আলী (রা.) যখন খালীফা হন, তখনও তিনি এ সম্পদের ক্ষেত্রে আবূ বাকর ও 'উমার (রা.)-এর গৃহীত পদক্ষেপ থেকে কিছুমাত্র সরে আসেননি।"[৯৭]

এখানে একটি প্রশ্ন হতে পারে যে, আবূ বাকর (রা.)-এর নিকট রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর বাণী শুনার পর ফাতিমাতুয যাহরা (রা.) শান্ত হয়েছিলেন বটে; কিন্তু সাহীহ বুখারী সহ বিভিন্ন গ্রন্থে বর্ণিত বহু রিওয়ায়াত থেকে জানা যায় যে, এরপরও 'আলী ও 'আব্বাস (রা.) দাবির ব্যাপারে অনমনীয় ছিলেন, তার কারণ কি? তাঁরা কেনই বা সান্ত্বনা লাভ করতে পারেননি? এ প্রশ্নের জবাব হলো, খাইবার ও ফাদাকে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর যে অংশটি ছিল তা সর্বসাধারণের জন্য ওয়াকফকৃত হবার ব্যাপারে 'আলী ও 'আব্বাস (রা.)-এর কোনোরূপ সন্দেহ ছিল না। তবে খালীফাকেই এর মুতাওয়াল্লী হতে হবে এমন কথা তাঁরা মনে

---

৯৫. আহমাদ, *আল-মুসনাদ,* (মুসনাদু আবী বাকর রা.), হা.নং:১৪
৯৬. ইবনু কাছীর, *আল-বিদায়াতুন ওয়ান নিহায়াতু,* খ.৫,পৃ.৩১০
৯৭. নাবাবী, *শারহু সাহীহি মুসলিম,* খ.৬,পৃ.২০৭

করেননি; বরং তাঁরা মনে করতেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর আত্মীয়-স্বজনরাই এর মুতাওয়াল্লী হবেন। 'উমার (রা.)-এর খিলাফাত কালে নেতৃস্থানীয় মুহাজির ও আনসারগণের উপস্থিতিতে তাঁর এবং 'আলী ও 'আব্বাস (রা.) প্রমুখের মধ্যে যে আলোচনা হয়, তাতে এ কথা প্রতীয়মান হয়ে যে, আলোচনার বিষয়বস্তু উত্তরাধিকার ছিল না; বরং মুতাওয়াল্লী হবার প্রসঙ্গটিই ছিল আলোচনার মুখ্য বিষয়। বলাই বাহুল্য যে, রাষ্ট্রীয় সম্পদের মুতাওয়াল্লী হবার অধিকার যেহেতু খালীফার ছিল এবং একজন সৎ ও ন্যায়বান লোক ইচ্ছে করলে অপর কারো জন্য নিজের এ অধিকার থেকে বিরত থাকতে পারেন, তাই 'উমার (রা.) আহলে বাইতের মনস্তুষ্টির জন্য খাইবার ও ফাদাকের মুতাওয়াল্লীর পদ. এবং এর ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব 'আলী ও 'আব্বাস (রা.)কে প্রদান করেন। সুতরাং 'উমার (রা.) যখন তাঁদেরকে এ দায়িত্ব প্রদান করেন, তখন তাদের নিকট থেকে সুস্পষ্টভাবে এই অঙ্গীকার গ্রহণ করেন যে, তাঁরা যেন এর উৎপন্ন আয় ঐ সকল লোকের জন্য ব্যয় করেন, যাদের জন্য রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ব্যয় করতেন। অতঃপর তিনি অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে বলেন, فَإِنْ عَجَزْتُمَا عَنْهَا فَادْفَعَاهَا إِلَيَّ، فَأَنَا أَكْفِيكُمَاهَا.-"যদি আপনারা এ শর্ত পূরণ করতে অপারগ হন, তা হলে জমিগুলো আমার কাছে ফেরত দিয়ে দেবেন। আপনাদের পরিবর্তে আমি একাই এ কাজের জন্য যথেষ্ট।"[৯৮]

ঐতিহাসিকভাবে এটা প্রমাণিত সত্য যে, আবূ বাকর (রা.) তাঁর খিলাফাত কালে আহলে বাইতের সারা বছরের প্রয়োজনীয় ব্যয়ভার রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর মাদীনাস্থ ফাই এবং ফাদাক ও খাইবারের সম্পদ থেকে মেটাতেন। তিনি এ ক্ষেত্রে কেবল মীরাছের বিধানটিই কার্যকর করেননি এবং তাও রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নির্দেশ কার্যকর করার কারণে। এটা কোনোভাবেই আহলে বাইতের প্রতি অবিচার নয়। ইমাম মুহাম্মাদ বাকির ও যায়িদ ইবনু 'আলী (রা.) প্রমুখ থেকে বর্ণিত। তাঁরা বলেছেন, "আবূ বাকর (রা.)-এর পক্ষ থেকে তাঁদের পূর্বপুরুষদের প্রতি কোনো রূপ অবিচার ও যুলম করা হয়নি।"[৯৯] যায়িদ ইবনু 'আলী (রা.) বলেন, أَمَا أَنَا فَلَوْ كُنْتُ مَكَانَ أَبِي بَكْرٍ لَحَكَمْتُ بِمَا حَكَمَ بِهِ أَبُو بَكْرٍ فِي فَدَكَ.-"আমি যদি আবূ বাকর (রা.)-এর জায়গায় হতাম, তবে আমি অবশ্যই ফাদাকের ক্ষেত্রে
তা-ই ফায়সালা করতাম যা আবূ বাকর (রা.) করেছিলেন।"[১০০]

যে সকল রাবী আবূ বাকর (রা.)-এর প্রতি জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত ফাতিমা

৯৮. বুখারী, *আস-সাহীহ,* (কিতাবুল ই'তিসাম), হা.নং: ৬৭৬১
৯৯. ইবনু আবিল হাদীদ, *শারহু নাহজিল বালাগাহ,* ...
১০০. বাইহাকী, *দালা'য়িলুন নুবুওয়াত,* (আবওয়াবু মারদি রাসূলিল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম), হা.নং: ৩২৭৮; ইবনু কাছীর, *আল-বিদায়াতুন ওয়ান নিহায়াতু,* খ.৫,পৃ.৩১০

(রা.)-এর অসন্তুষ্ট থাকার কথা বর্ণনা করেছেন, তা কোনোক্রমেই গ্রহণযোগ্য নয়। কেননা-

ক. শা'বী থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন আবূ বাকর (রা.) ফাতিমা (রা.)-এর অসুস্থতার সময় তাঁকে দেখতে যান। এ সময় 'আলী (রা.) ফাতিমা (রা.)কে বললেন, هَذَا أَبُو بَكْرٍ يَسْتَأْذِنُ عَلَيْكِ. -" ফাতিমা! আবূ বাকর (রা.) তোমাকে দেখতে এসেছেন। তিনি তোমার নিকট প্রবেশের অনুমতি প্রার্থনা করছেন। ফাতিমা (রা.) বললেন, তুমি কি পছন্দ কর যে, আমি তাঁকে অনুমতি দিই।" 'আলী (রা.) বললেন, অবশ্যই। এরপর ফাতিমা (রা.) তাঁকে প্রবেশের অনুমতি দেন। অতঃপর আবূ বাকর (রা.) তাঁর কাছে প্রবেশ করেন এবং কথাবার্তা বলে তাঁকে সন্তুষ্ট করলেন।[১০১] ইমাম আওযা'ঈ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার নিকট এ মর্মে খবর পৌঁছেছে যে, একবার ফাতিমা (রা.) আবূ বাকর (রা.)-এর প্রতি ক্ষুব্ধ হন। এ কথা জানতে পেরে আবূ বাকর এক প্রচণ্ড গরমের দিনে তাঁর ঘরের দরজায় গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকেন, তারপর বললেন, لَا أَبْرَحُ مَكَانِي حَتَّى تَرْضَى عَنِّي بِنْتُ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم. -"আমি এ জায়গা ছেড়ে যাবো না, যে যাবত না রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর মেয়ে আমার ওপর সন্তুষ্ট হন।" এরপর তিনি ফাতিমা (রা.)-এর নিকট প্রবেশ করলেন এবং তাঁর সাথে প্রসন্ন মনে কথা বললেন। অবশেষে ফাতিমা (রা.) তাঁর ওপর খুশি হয়ে যান।[১০২] এ হাদীসগুলো থেকে জানা যায় যে, ফাতিমা (রা.) জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত আবূ বাকর (রা.)-এর প্রতি অসন্তুষ্ট ছিলেন বলে যে কথা বলা হয়, তা সঠিক নয়। তা কি করে সম্ভব হতে পারে! যেহেতু আবূ বাকর (রা.) এ কথা শপথ করে বলেছেন যে, لَقَرَابَةُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ أَصِلَ مِنْ قَرَابَتِي. -"আমার নিজের আত্মীয়-স্বজনের সাথে সদ্ব্যবহার করার চাইতেও রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর আত্মীয়-স্বজনের সাথে সদ্ব্যবহার করা আমার কাছে অধিক প্রিয়।"[১০৩]

উল্লেখ্য, যে সকল বিশুদ্ধ হাদীস থেকে বাহ্যত তাঁদের মধ্যে সম্পর্কহানির কথা জানা যায়, তা ব্যাখ্যাসাপেক্ষ। ইমাম নাবাবী (রাহ.) বলেন, এতদসংক্রান্ত বর্ণিত হাদীসের মধ্যে উল্লেখিত هِجْرَان (সম্পর্কত্যাগ) দ্বারা উদ্দেশ্য এ নয় যে, ফাতিমা (রা.)

---

১০১. বাইহাকী, *আস-সুনানুল কুবরা*, খ.৬, পৃ.৩০১
ইমাম বাইহাকী (রা.) বলেন, হাদীসটি যদিও মুরসাল; কিন্তু ভালো মানের এবং এর সানাদ বিশুদ্ধ।

১০২. আল-মুহিব্ব আত-তাবারী, *আর-রিয়াদুন নাদিরাতু..*, পৃ.৮৩

১০৩. বুখারী, *আস-সাহীহ*, (কিতাবুল মানাকিব), হা.নং: ৩৪৩৫

আবূ বাকর (রা.)-এর সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করেছিলেন এবং এ কারণে তিনি সাক্ষাতের সময় তাঁকে সালাম করতেন না এবং কথাবার্তা বলতেন না। এভাবে সম্পর্ক ছিন্ন করা ইসলামের দৃষ্টিতেও হারাম, যা ফাতিমা (রা.)-এর ব্যাপারে কল্পনা করাও অসম্ভব। বরং তা দ্বারা উদ্দেশ্য হলো অপ্রসন্ন ভাব। অর্থাৎ আবূ বাকর (রা.)-এর সাথে সাক্ষাতের সময় ফাতিমা (রা.) নিজের মধ্যে অপ্রসন্ন ভাব অনুভব করতেন। এ অপ্রসন্নতা মীরাছের দাবি করার কারণে স্বভাবগতভাবেই তাঁর মধ্যে জন্ম নিয়েছিল। এ রূপ অপ্রসন্নতাকে স্বভাবগত সঙ্কোচ বলা হয়, যা কোনোক্রমে দূষণীয় নয়। অনুরূপভাবে হাদীসের মধ্যে (فَلَمْ تُكَلِّمْهُ) দ্বারা উদ্দেশ্য এ নয় যে, ফাতিমা (রা.) ইচ্ছাকৃতভাবে আবূ বাকর (রা.)-এর সাথে যে কোনো কথা বলাই বন্ধ করে দিয়েছিলেন; বরং এর উদ্দেশ্য হলো, মীরাছের দাবি নিয়ে ফাতিমা (রা.) আর কখনো আবূ বাকর (রা.)-এর সাথে কথা বলেননি অথবা মানবীয় সঙ্কোচে কারণে তাঁর নিজের অন্য কোনো প্রয়োজন পূরণের জন্যও তাঁর নিকট আবেদন করেননি এবং এ উদ্দেশ্যে তাঁর সাথে সাক্ষাত করে কথা বলেননি। এ রূপ কোনো রিওয়ায়াত দেখা যায় না যে, এ ঘটনার পর তাঁরা দু'জনে মিলিত হয়েছেন অথচ ফাতিমা (রা.) তাঁকে সালাম করেননি এবং কথা বলেননি।[১০৪]

খ. রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর ওফাতের পর একদিকে ফাতিমা (রা.) অত্যন্ত মর্মাহত হন, অপর দিকে তিনি ভীষণ অসুস্থও হয়ে পড়েন। তা ছাড়া তিনি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে জানতে পেরেছিলেন যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর পর দ্রুত তাঁর ওফাত হবে। বলাই বাহুল্য, যে ব্যক্তি নিশ্চিত জানতে পারে যে, তার মৃত্যু অত্যাসন্ন, তার অন্তরে দুনিয়ার ভাবনা খুব কমই জাগ্রত হয়। এ সকল কারণে ফাতিমা (রা.) একান্ত প্রয়োজন দেখা না দিলে কোনো কাজে সহজে বাইরে বের হতেন না। সারাক্ষণ বাড়িতেই থাকতেন। আর আবূ বাকর (রা.)কে রাষ্ট্রের কর্মকাণ্ড পরিচালনা ও যুদ্ধবিগ্রহের মধ্যে দারুন ব্যস্ত সময় কাটাতে হয়। ফলে দু'জনের মধ্যে সাক্ষাত হবার কোনো সুযোগই তৈরি হয়নি। বিশিষ্ট মুহাদ্দিস আল-মুহাল্লাব (রাহ.) বলেন, দু'জনের সাক্ষাত হয়েছিল এবং একজন অপর জনকে সালাম করেননি কোনো রাবীই এরূপ কথা বলেননি। বরং ফাতিমা (রা.) সারাক্ষণ বাড়িতেই থাকতেন। তাই রাবী একেই هِجْرَان (সম্পর্কত্যাগ) বলে উল্লেখ করেছেন।[১০৫] বস্তুতপক্ষে যে সকল রাবী বলেছেন যে, ফাতিমা (রা.) জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত আবূ বাকর (রা.)-এর সাথে কথা বলেননি, তাঁরা তা নিজেদের ধারণা অনুযায়ী বলেছেন। তা ছাড়া তাঁদের মধ্যে এমনও কেউ কেউ আছেন যে, যাদের প্রতি শী'আ মত পোষণের অভিযোগ রয়েছে। হাফিয ইবনু কাছীর (রা.) বলেন, وَلَعَلَّهُ رَوَي بِمَعْنَى مَا فَهِمَهُ بَعْضُ

---

১০৪. নাবাবী, *শারহু সাহীহি মুসলিম*, খ.৬,পৃ.২০৭

১০৫. 'আয়নী, *উমদাতুল কারী*, খ.

الرُّوَاةِ، وَفِيْهِمْ مَنْ فِيْهِ تَشَيُّعٌ فَلْيَعْلَمْ ذَلِكَ. -"সম্ভবত কোনো কোনো বর্ণনাকারী নিজে যা বুঝেছেন, তা-ই বর্ণনা করেছেন। এটাও জেনে নেয়া প্রয়োজন যে, এ বর্ণনাকারীগণের মধ্যে এমন কেউ রয়েছেন, যার মধ্যে শী'আ মতের প্রভাব ছিল।[১০৬]

কোনো কোনো রিওয়ায়াত থেকে এও জানা যায় যে, আবূ বাকর (রা.)ই ফাতিমা (রা.)-এর জানাযার নামায পড়ান। 'আলী ইবনুল হুসাইন (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ফাতিমা (রা.) মাগরিবের পর 'ইশার আগে মৃত্যুবরণ করেন। তাঁর মৃত্যুর খবর শোনে আবূ বাকর, 'উমার, 'উছমান, যুবাইর ও 'আবদুর রাহমান ইবনু আওফ (রা.) প্রমুখ বিশিষ্ট সাহাবীগণ তাঁর নিকট উপস্থিত হন। যখন নামাযের জন্য তাঁকে রাখা হয়, তখন 'আলী (রা.) বললেন, تَقَدَّمْ، يَا أَبَا بَكْرٍ. -"হে আবূ বাকর, আসুন (অর্থাৎ আপনি নামায পড়ান)!" আবূ বাকর (রা.) বলেন, وَأَنْتَ شَاهِدٌ، يَا أَبَا الْحَسَنِ؟ -"হে আবুল হাসান, আপনি উপস্থিত থাকতে আমি নামায পড়াবো ? 'আলী (রা.) বললেন, نَعَمْ، تَقَدَّمْ، فَوَاللهِ لَا يُصَلِّي عَلَيْهَا غَيْرُكَ. -" হ্যাঁ, আপনি আসুন, আল্লাহর কাসাম, আপনি ছাড়া আর কেউ তাঁর নামাযে পড়াবে না।" এরপর আবূ বাকর (রা.) তাঁর নামায পড়ান, অতঃপর রাতেই তাঁকে দাফন করা হয়।[১০৭] ঐতিহাসিক ইবনু সা'দ (রাহ.) বর্ণনা করেন, আবূ বাকর (রা) ফাতিমা (রা.)-এর জানাযার নামাযে ইমামাতি করেন এবং তিনি নামাযে চারটি তাকবীর বললেন।[১০৮] তা ছাড়া কোনো কোনো রিওয়ায়াত থেকে এও জানা যায় যে, ফাতিমা (রা.)-এর মুমূর্ষু অবস্থায় আবূ বাকর (রা.)-এর স্ত্রী আসমা' বিনতু 'উমাইস (রা.) তাঁর সেবা-শুশ্রূষায় রত ছিলেন এবং মৃত্যুর পর ফাতিমা (রা.)কে যে দু'জন মহিলা গোসল দেন তাঁদের একজন হলেন আবূ বাকর (রা.)-এর স্ত্রী আসমা' বিনতু 'উমাইস (রা.) এবং অপরজন হলেন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর গোলাম আবূ রাফি' (রা.)-এর স্ত্রী সালমা (রা.)। 'আলী (রা.) কেবল তাঁদের সহযোগিতাই করেন।[১০৯]

এ রিওয়ায়তগুলোই অধিকতর যুক্তিযুক্ত ও বাস্তবসম্মত মনে হয়। উল্লেখ্য, শী'আ আলিমগণও গোসলের এ ঘটনাটি স্বীকার করেন। এ রিওয়ায়াতগুলো থেকে প্রমাণিত হয় যে, ফাতিমা (রা.)-এর সাথে আবূ বাকর (রা.)-এর সম্পর্ক ভালো ছিল না আর এ কারণে তাঁকে না জানিয়ে 'আলী (রা.) নিজে রাতেই তাঁর জানাযার নামায পড়েন- কথাটি সঠিক নয়; বরং তাঁদের মধ্যে সুসম্পর্ক বিদ্যমান ছিল। এটা কিভাবে বিশ্বাস করা যায় যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর কলিজার টুকরো ফাতিমা

---

১০৬. ইবনু কাছীর, *আল-বিদায়াতু ওয়ান নিহায়াতু,* খ.৫,পৃ.৩১০

১০৭. ইবনু 'আদী, *আল-কামিল,* খ.৪,পৃ.২৫৮; 'আলী আল-হিন্দী, *কানযুল 'উম্মাল,* হা.নং:৩৫৬৭৭; 'ইসামী, *সিমতুন নুজূম..,* খ.১,পৃ.২২৭; আল-মুহিব্বু আত-তাবারী, *আর-রিয়াদুন নাদিরাতু..,* পৃ.৮৩

১০৮. ইবনু সা'দ, *আত-তাবাকাতুল কুবরা,* খ.৮, পৃ.২৯

১০৯. ইবনু 'আবদিল বারর, *আল-ইস্তি'আব,* খ.২,পৃ.১০২; ইবনুল আছীর, *উসদুল গাবাহ,* খ.৫,পৃ.৪৭৮

(রা.) মৃত্যুবরণ করেছেন, অথচ রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর খালীফা এ ব্যাপারে অবগত ছিলেন না এবং তাঁর জানাযায়ও অংশ গ্রহণ করেননি। আমরা এ সম্পর্কে পরে আরো আলোচনা করবো, ইনশা' আল্লাহ। প্রকৃতপক্ষে 'আলী ও ফাতিমা (রা.) সম্পর্কে কোনো কথা নির্বিচারে গ্রহণ করা আমাদের উচিত নয়। শী'আ-সুন্নীর দ্বন্দ্বের অন্তরালে আসল সত্য হয়তো এখনো চাপা পড়ে আছে।

যুবাইর ইবনুল 'আওয়াম (রা.)-এর বাই'আত

যুবাইর ইবনুল 'আওয়াম (রা.) হলেন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর ফুফাতো ভাই। তাঁর মা ছিলেন আবদুল মুত্তালিবের কন্যা সাফিয়্যাহ। তাঁর উপাধি ছিল 'হাওয়ারিউ রাসূলিল্লাহ' বা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সহচর। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নিজে তাঁকে এ উপাধি দান করেন। জান্নাতের সুসংবাদপ্রাপ্ত দশ জন সাহাবীর মধ্যে তিনি ছিলেন একজন।[১১০]

যে সকল সাহাবী আবূ বাকর (রা.)-এর হাতে বাই'আত গ্রহণ থেকে বিরত ছিলেন, তাঁদের মধ্যে 'আলী (রা.)-এর সাথে যুবাইর ইবনুল 'আওয়াম (রা.)-এর নামও দেখা যায়। বর্ণিত আছে, যুবাইর (রা.) যখন আবূ বাকর (রা.)-এর হাতে বাই'আতের খবর শুনলেন, তখন তিনি কোষ থেকে তরবারি বের করে বললেন, لَا أُغْمِدُهُ حَتَّى يُبَايَعَ عَلِيٌّ.-"আমি তরবারি কোষবদ্ধ করবো না, যে যাবত না 'আলী (রা.)-এর হাতে বাই'আত করা হয়।" 'উমার (রা.) এ খবর পাওয়ার পর সাথে সাথে যুবাইর (রা.)-এর নিকট গেলেন এবং 'আলী (রা.)সহ তাঁকে আবূ বাকর (রা.)-এর কাছে নিয়ে আসলেন। এরপর দু'জনেই আবূ বাকর (রা.)-এর হাতে বাই'আত গ্রহণ করেন।[১১১] ইবরাহীম ইবনু 'আবদির রাহমান (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, 'উমার (রা.)-এর সাথে 'আবদুর রাহমান ইবনু 'আওফ (রা.)ও গিয়েছিলেন। এ সময় মুহাম্মাদ ইবনু মাসলামাহ (রা.) যুবাইর (রা.)-এর ঐ তরবারিটি ভেঙ্গে ফেলেছিলেন। তাঁরা দু'জন আবূ বাকর (রা.)-এর নিকট পৌঁছার পর তিনি দাঁড়িয়ে একটি ভাষণে দেন। এ ভাষণে প্রথমে তিনি নিজের ওযর পেশ করেন। এরপর 'আলী ও যুবাইর (রা.) দু'জনেই পরপর দাঁড়িয়ে প্রথমে আবূ বাকর (রা.)-এর সম্মান ও মর্যাদার কথা স্বীকার করে নেন, তারপর খিলাফাত বিষয়ে পরামর্শসভায় তাঁদেরকে না ডাকার কারণে সৃষ্ট নিজ নিজ মনোবেদনার কথা প্রকাশ করেন। এর পর দুজনেই আবূ বাকর (রা.)-এর হাতে বাই'আত গ্রহণ করেন।[১১২]

---

১১০. ইবনু হাজার, *আল-ইসাবাহ*, খ.১,পৃ.৩৭৯

১১১. তাবারী, *তারীখুর রুসুল ওয়াল মুলূক*, খ.২,পৃ.১১৭; ইবনুল আছীর, *আল-কামিল ফিত-তারীখ*, খ.১,পৃ.৩৫৮

১১২. হাকিম, *আল-মুস্তাদরাক*, (কিতাবু মা'আরিফাতিস সাহাবাহ), হা.নং:৪৩৯৬
বিশিষ্ট হাদীস বিশারদ আল-হাকিম আন-নিশাপূরী (রাহ.) বলেন, হাদীসটি যদিও ইমাম বুখারী ও মুসলিম (রা.) তাঁদের সাহীহ গ্রন্থে উল্লেখ করেন নি; কিন্তু এটি তাঁদের শর্তানুযায়ী একটি

তা ছাড়া ইতঃপূর্বে বর্ণিত আবূ সা'ঈদ আল-খুদরী (রা.)-এর হাদীসের মধ্যে 'আলী (রা.)-এর আলোচনার সাথে যুবাইর (রা.)-এর আলোচনাও রয়েছে। বাই'আতের দ্বিতীয় দিন অর্থাৎ সর্বসাধারণের বাই'আতের দিন যখন আবূ বাকর (রা.) যুবাইর (রা.)কে দেখতে পাননি; তখন তিনি লোকদের নিকট তাঁর অবস্থান জিজ্ঞেস করলেন। লোকেরা গিয়ে তাঁকে ডেকে নিয়ে আসলেন। এরপর আবূ বাকর (রা.) তাঁকে উদ্দেশ্য করে বললেন, ابْنُ عَمَّةِ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم وَحَوَارِيِّهِ! أَرَدْتَ أَنْ تَشُقَّ عَصَا الْمُسْلِمِيْنَ. -"আপনি হলেন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর ফুফাতো ভাই ও তাঁর একান্ত সহচর। আপনি কি মুসলিমদের ঐক্য বিনষ্ট করতে চান?" যুবাইর (রা.)ও 'আলী (রা.)-এর মতো উত্তর দিলেন, لَا تَثْرِيْبَ، يَا خَلِيْفَةَ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم. -"হে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর খালীফা, আমাদের দোষারোপ করবেন না।" এরপর দুজনেই তাঁর হাতে বাই'আত গ্রহণ করেন।[১১৩]

উপর্যুক্ত রিওয়ায়াতগুলো থেকে স্পষ্টভাবে জানা যায় যে, বাই'আতের প্রথম অথবা দ্বিতীয় দিনই যুবাইর ইবনুল 'আওয়াম (রা.) আবূ বাকর (রা.)-এর হাতে বাই'আত গ্রহণ করেন। তবে এ কথা সত্য যে, শুরুতে আবূ বাকর (রা.)-এর হাতে বাই'আতের বিষয়ে তাঁর কিছুটা ভাবান্তর সৃষ্টি হয়েছিল এবং তাও ছিল খিলাফাত সম্পর্কে তাঁদের মতামত গ্রহণ না করবার কারণে; কিন্তু যখন আবূ বাকর (রা.) পরিস্থিতি ব্যাখ্যা করলেন এবং বললেন, সাকীফায় তাঁর উপস্থিতি ঘটেছিলো ছিল তাৎক্ষণিক সিদ্ধান্তে, পরিকল্পিত ছিল না এবং তাঁকে উম্মাতের ঐক্য রক্ষার স্বার্থেই সে দিন দায়িত্ব গ্রহণ করতে হয়েছে, তখনি তাঁর মনের সে ভাবান্তর দূরিভূত হয়ে যায় এবং সানন্দে বাই'আত গ্রহণ করেন।

সা'দ ইবনু 'উবাদাহ (রা.)-এর বাই'আত

সা'দ ইবনু 'উবাদাহ (রা.) মাদীনার আনসার গোত্র খাযরাজের একজন প্রভাবশালী ও বিশিষ্ট মর্যাদা সম্পন্ন সাহাবী ছিলেন। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সাথে প্রায় সকল যুদ্ধে তিনি অংশ গ্রহণ করেছিলেন এবং এ সকল যুদ্ধে তাঁর হাতে আনসারগণের ঝাণ্ডা থাকতো।[১১৪] ইতঃপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর ওফাতের পর সাকীফায়ে বানী সা'য়িদার সমাবেশে আনসারগণ প্রথমে তাঁকেই খালীফা নির্বাচন করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু পরে মুহাজিরগণের সাথে আলাপ-আলোচনার পর তাঁরা নিজেদের দাবি থেকে সরে আসেন এবং আবূ বাকর (রা.)-এর হাতে বাই'আত গ্রহণ করেন। এ সময় সা'দ ইবনু 'উবাদাহ

সাহীহ হাদীস।

১১৩. হাকিম, *আল-মুস্তাদরাক*, (কিতাবু মা'আরিফাতিস সাহাবাহ), হা.নং:৪৪৩১

১১৪. ইবনু হাজার, *আল-ইসাবাহ*, খ.১,পৃ.৪৩০

(রা.)ও সন্তুষ্ট চিত্তে আবূ বাকর (রা.)–এর হাতে বাই'আত গ্রহণ করেছিলেন। উল্লেখ্য যে, সাকীফার সমাবেশে আনসারগণ আবূ বাকর (রা.)-এর হাতে বাই'আত গ্রহণ করার পূর্বে মুহাজির ও আনসারগণের মধ্যে যে মতপার্থক্য দেখা গিয়েছিল, বাই'আতের পর তার লেশমাত্র কোথাও বিদ্যমান ছিল এ মর্মে কোনো বর্ণনাই প্রমাণসিদ্ধ নয়। বরং সকলেই আগের মতো পরস্পর অন্তরঙ্গ ভাই ভাই ছিলেন। তদুপরি সাকীফার সমাবেশে আবূ বাকর (রা.) ও উমার (রা.) এবং সা'দ (রা.)-এর মধ্যে যে উষ্ণ বাক্য বিনিময় হয়, বাই'আতের পর সে কথার জের ধরে সা'দ (রা.) উম্মাতের ঐক্য ও স্বার্থ পরিপন্থী কোনো ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন এ মর্মেও কোনো বিশুদ্ধ বর্ণনা নেই। উপরন্তু, সা'দ (রা.) উম্মাতের একজন শ্রেষ্ঠ, সৎ, ধর্মনিষ্ঠ ও আল্লাহভীরু লোক ছিলেন, ইসলাম ও মুসলিমদের জন্য তাঁর রয়েছে বহু ত্যাগ ও কীর্তি, একজন দানশীল ও উদার ব্যক্তি রূপেও তাঁর সুখ্যাতি ছিল। এরূপ চরিত্রের ব্যক্তি সম্পর্কে এ জাতীয় ধারণা করাও অবান্তর।

অথচ কতিপয় পক্ষপাতদুষ্ট ঐতিহাসিক, বিশেষ করে শী'আ লেখকরা সা'দ ইবনু 'উবাদাহ (রা.)কে মুহাজিরগণের প্রতিপক্ষ রূপে দাঁড় করাতে চেষ্টা করে থাকে এবং তাদের ভাষ্য মতে, সা'দ (রা.) আবূ বাকর (রা.)-এর হাতে বাই'আত তো গ্রহণ করেননি; বরং জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তিনি খিলাফাত লাভের জন্য চেষ্টা করে গেছেন এবং এর জন্য যাবতীয় কূটকৌশলেরও আশ্রয় গ্রহণ করেছিলেন। আবার কেউ কেউ এতটুকুও বলেছেন যে, আবূ বাকর (রা.) যতদিন জীবিত ছিলেন, ততদিন সা'দ (রা.) তাঁর পেছনে সালাতও পড়েননি এবং হাজ্জেও যাননি। এভাবে তিনি মুসলিম উম্মাহ থেকে প্রায় বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিলেন। প্রকৃতপক্ষে এ সকল কথা সত্যের অপলাপ ছাড়া আর কিছুই নয়। অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় হলো, কতিপয় সরলপ্রাণ মুসলিম ঐতিহাসিকও এ সকল স্বার্থপর লেখকদের ফাঁদে পা দিয়েছেন এবং ইসলামের সৌন্দর্যকে ম্লান করবার কাজে মেতে ওঠেছেন।

আমরা ইতঃপূর্বে সাকীফার ঘটনার প্রসঙ্গে উল্লেখ করেছি যে, আনসারগণের সাথে সা'দ (রা.)ও আবূ বাকর (রা.)-এর হাতে বাই'আত গ্রহণ করেন। এ দিন আবূ বাকর (রা.) সা'দ (রা.)কে উদ্দেশ্য করে বললেন, তুমি জানো যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছিলেন, وُلَاةُ هَذَا الْأَمْرِ، فَبَرُّ النَّاسِ تَبَعٌ لِبَرِّهِمْ، وَفَاجِرُهُمْ تَبَعٌ لِفَاجِرِهِمْ.-"কুরাইশরা এ কর্তৃত্বের দায়িত্বশীল। ভালো লোকেরা তাদের ভালো লোকদের অনুগামী, আর খারাপ লোকেরাও তাদের খারাপ লোকদের অনুগামী।" এ কথা বলার সময় তুমিও সেখানে বসা ছিলে। এ কথা শুনে সা'দ (রা.) বললেন, صَدَقْتَ، نَحْنُ الْوُزَرَاءُ، وَأَنْتُمُ الْأُمَرَاءُ. -"আপনি সত্য কথাই বলছেন! আমরা হলাম উযীর (পরামর্শদাতা) আর আপনারা হলেন আমীর।"[১১৫] এ বর্ণনা থেকে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, আবূ বাকর

১১৫. আহমাদ, *আল-মুসনাদ*, হা.নং:১৮

(রা.)-এর ভাষণের পর অন্যান্য আনসারদের সাথে তিনিও আবূ বাকর (রা.)-এর হাতে বাই'আত গ্রহণ করেন এবং তাঁর সাথে একাত্ম হয়ে যান এবং তাঁদের মধ্যে কোনোরূপ মতানৈক্য অবশিষ্ট ছিল না।[১১৬] এ ধরণের সুস্পষ্ট বর্ণনা থাকার পরেও তাঁর মর্যাদা, সততা, ধর্মনিষ্ঠতা ও ত্যাগ-তিতিক্ষার পরিপন্থী বক্তব্যগুলো সমাজে ছড়িয়ে দেয়া কারো পক্ষে কি শোভা পায়? এটা কি একজন বিশিষ্ট সাহাবীর শানে ধৃষ্টতা প্রদর্শন নয়?!! আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে রক্ষা করুন! আমীন!! ইবনু হাজার আল-হাইতামী [৯০৯-৯৭৪হি.] (রাহ.) এ হাদীসটি বর্ণনা করার পর বলেছেন, সা'দ ইবনু 'উবাদাহ (রা.) আবূ বাকর (রা.)-এর হাতে মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত বাই'য়াত গ্রহণ করেননি- এ মর্মে ইবনু 'আবদিল বার্‌র (রাহ.) যে কথা বলেছেন তা এ রিওয়ায়াত দ্বারা মিথ্যা প্রতিপন্ন হয়।[১১৭]

এ ক্ষেত্রে পক্ষপাতদুষ্ট ঐতিহাসিকরা যে রিওয়ায়াতটিকে পুঁজি করে এ সকল কথাবার্তা বলেছে তা হলো সা'দ ইবনু 'উবাদাহ (রা.)-এর এ উক্তি-

أَمَا وَاللهِ حَتَّى أَرْمِيَكُمْ بِمَا فِي كِنَانَتِي مِنْ نَبْلٍ، وَأَخْضِبَ سِنَانَ رُمْحِي، وَأَضْرِبَكُمْ بِسَيْفِي مَا مَلَكَتْهُ يَدَيَّ.

-"আল্লাহর কাসাম, যতক্ষণ আমি তোমাদেরকে আমার ধনুকের তীরগুলোর লক্ষ্যস্থলে পরিণত করবো না এবং আমার বর্শাগুলোকে তোমাদের রক্তে রঞ্জিত করবো না এবং আমার হাতের এ তরবারি দ্বারা তোমাদের সাথে যুদ্ধ করবো না, ততক্ষণ পর্যন্ত বাই'আত করবো না।"[১১৮]

আরো বর্ণনা করা হয় যে, যত দিন আবূ বাকর (রা.) জীবিত ছিলেন, সা'দ (রা.) মুসলিমদের সাথে নামাযও পড়েননি, তাঁদের কোনো সমাবেশে যোগ দেননি, তাঁদের সাথে হাজ্জে যাননি এবং হাজ্জ থেকে ফিরেনও নি।"[১১৯]

উল্লেখ্য, উপর্যুক্ত কথাগুলো সঠিক ও যথার্থ নয়। ঐতিহাসিক তাবারী (রাহ.) এ কথাগুলো লুত ইবনু ইয়াহইয়া আবূ মুখান্নাফ থেকে বর্ণনা করেছেন। এ লুত ইবনু ইয়াহইয়া কোনো নির্ভরযোগ্য ঐতিহাসিক নয়।[১২০] সে একজন অত্যন্ত দুর্বল রাবী। উপরন্তু সে ছিল একজন শী'আ মতাবলম্বী। শী'আ ছাড়া অন্য কারো নিকট সে গ্রহণযোগ্যও নয় এবং কেউ তার কথার ওপর আস্থা ও নির্ভরও করে না।[১২১] অতএব,

---

১১৬. হামিদ, *আল-আনসারু ফিল 'আসরি রাশিদি*, পৃ.১০২
১১৭. ইবনু হাজার আল-হায়তামী, *আস-সাওয়া'য়িকুল মুহরিকাহ,* পৃ.৭
১১৮. তাবারী, *তারীখুল উমাম ওয়াল মুলূক,* খ.২,পৃ.৪৫৯
১১৯. তাবারী, *তারীখুল উমাম ওয়াল মুলূক,* খ.২,পৃ.৪৫৯
১২০. যাহাবী, *মীযানুল ই'তিদাল,* খ.৩, পৃ.৪২০ (৬৯৯২)
১২১. ইয়াহয়া, *মারভিয়্যাতু আবী মুখান্নাফ ফী তারীখিত তাবারী,* পৃ.৪৫-৬

একজন বিশিষ্ট মর্যাদাবান সাহাবীর ব্যাপারে তার উপর্যুক্ত আপত্তিকর বক্তব্যগুলো কোনোক্রমেই আমলে নেয়ার উপযোগী নয়। তা ছাড়া তাবারী (রাহ.) দাহহাক ইবনু খালীফা (রাহ.)-এর সূত্রে অন্য একটি রিওয়ায়াত নকল করেছেন। তা থেকে এ কথা সুস্পষ্টভাবে জানা যায় যে, সাকীফার সমাবেশে আনসারগণ সকলেই বাই'আত গ্রহণ করেন এবং তাঁদের সাথে সা'দ (রা.)ও বাই'আত গ্রহণ করেন।[১২২]

এ ক্ষেত্রে মুসলিম ঐতিহাসিকগণ যে কারণে সা'দ ইবনু উবাদাহ (রা.) সম্পর্কে উপর্যুক্ত অমূলক মন্তব্য করতে দুঃসাহস দেখিয়েছেন, তা হলো-

সা'দ ইবনু 'উবাদাহ (রা.) আবূ বাকর (রা.)-এর খিলাফাত কালে শামে গিয়ে বসবাস শুরু করেন এবং সেখানে হুরান নামক স্থানে হি. ১৫ (মতান্তরে ১৪ বা ১৬) সালে মৃত্যুবরণ করেন। সাকীফার সমাবেশে তাঁর ও 'উমার (রা.)-এর মধ্যে উষ্ণ কথাবার্তা হয়, অতঃপর তিনি শামে গমন করেন, বস্তুতপক্ষে এ তথ্যের ওপর ভিত্তি করেই ঐতিহাসিকগণ অনুমান করেছেন যে, তিনি আবূ বাকর (রা.)-এর হাতে বাই'আত গ্রহণ করেননি।[১২৩] এমনকি ইবনু হাজার (রা.)-এর মতো বিজ্ঞ ব্যক্তিও লিখেছেন যে, আবূ বাকর (রা.)-এর হাতে তাঁর বাই'আত গ্রহণ না করার বিষয়টি একটি প্রসিদ্ধ ঘটনা।[১২৪] আরো আশ্চর্যের ব্যাপার হলো, এ বিষয়ে একটি কল্প-কাহিনীও সাজানো হয়েছে। তা হলো হিশাম ইবনু মুহাম্মাদ আল-কালবী (রাহ.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, 'উমার (রা.) সা'দ ইবনু 'উবাদাহ (রা.)-এর নিকট শামে লোক পাঠান এবং এ মর্মে নির্দেশ দেন যে, যেভাবে হোক তাঁকে বাই'আত করতে বাধ্য করতে হবে। ঐ ব্যক্তি শামে পৌঁছে হুরান নামক স্থানে এক বাগানে সা'দ (রা.)-এর সাথে সাক্ষাত করেন এবং তাঁকে বাই'আত গ্রহণের জন্য আহ্বান জানান। তখন সা'দ (রা.) বললেন, لَا أُبَايِعُ قُرَشِيًّا أَبَدًا.-"আমি একজন কুরাইশীর হাতে কখনোই বাই'আত গ্রহণ করবো না।" তখন ঐ ব্যক্তি বললো, فَإِنِّي أُقَاتِلُكَ.-"তা হলে আমি আপনার সাথে যুদ্ধ করবো।" সা'দ (রা.) বললেন, وَإِنْ قَاتَلْتَنِي!-"যদিও তুমি আমার সাথে যুদ্ধ কর তবুও।" ঐ ব্যক্তি পুনরায় বললেন, أَفَخَارِجٌ : أَنْتَ مِمَّا دَخَلَتْ فِيْهِ الْأُمَّةُ؟-"উম্মাতের সকলেই যে বিষয়ের ওপর ঐকমত্য পোষণ করেছেন, আপনি কি এর থেকে বাইরে থাকবেন?" সা'দ (রা.) উত্তর দেন, أَمَّا مِنَ الْبَيْعَةِ فَأَنَا خَارِجٌ.-"হ্যাঁ, আমি বাই'আতের ব্যাপারে উম্মাত থেকে দূরে থাকবো।" তখন ঐ ব্যক্তি তীর নিক্ষেপ করে সা'দ (রা.)কে হত্যা করে।[১২৫]

কোনো কোনো লেখক এরূপ কল্প-কাহিনীর ওপর ভিত্তি করে ধারণা করে নিয়েছেন যে, সা'দ (রা.) আবূ বাকর (রা.)-এর খিলাফাত কালেই তাঁর ওপর অসন্তুষ্ট হয়ে শামে চলে যান। অথচ সঠিক তথ্য হলো, আবূ বাকর (রা.)-এর খিলাফাতের সময়

---

১২২. তাবারী, *তারীখুল উমাম ওয়াল মুলূক,* খ.২,পৃ.৪৫৯
১২৩. ইবনু হাজার, *আল-ইসাবাহ,* খ.১,পৃ.৪৩০; ইবনু 'আবদুল বারর, *আল-ইস্তি'আব,* খ.১,পৃ.১৮০
১২৪. ইবনু হাজার, *আল-ইসাবাহ,* খ.১,পৃ.৪৩০
১২৫. ইবনু 'আব্দ রাব্বিহি, *আল-'ইকদুল ফারীদ,* খ.২,পৃ.৭৪

নয়; বরং 'উমার (রা.)-এর খিলাফাত কালেই তিনি শামে চলে গিয়েছিলেন।[১২৬] তা ছাড়া হাফিয আয্ যাহাবী (রা.) প্রমুখ ঐতিহাসিক এ সকল বর্ণনাকে অত্যন্ত দুর্বল বলে উল্লেখ করেছেন।[১২৭]

আবূ বাকর (রা.)-এর নির্বাচন ও ইসলামে গণরায়ের ভিত্তি রচনা

ইতঃপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে, সাকীফায়ে বানী সা'য়িদায় পারস্পরিক মতবিনিময়ের পর সর্বসম্মতিক্রমে রাষ্ট্রের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ আবূ বাকর (রা.)-এর হাতে বাই'আত গ্রহণ করেন। পরদিন মাসজিদে নাবাবীতে সর্বসাধারণ তাঁর হাতে বাই'আত গ্রহণ করেন। এ থেকে স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় যে, উম্মাতের নেতৃত্ব কোনো ব্যক্তি বা গোত্র কিংবা বংশের সম্পদ নয়; বরং অধিকতর যোগ্য ও দক্ষ ব্যক্তিরাই উম্মাতের নেতৃত্ব দেবে। ব্যক্তির জ্ঞান ও প্রজ্ঞা, নৈতিক মান ও প্রশাসনিক দক্ষতা প্রভৃতি বিচার-বিশ্লেষণ করে জনগণ যাকেই শ্রেষ্ঠতর মনে করবে, তাকেই তাদের নেতা হিসেবে নির্বাচিত করবে এটাই ইসলামের শিক্ষা। কোনোরূপ স্বৈরতন্ত্র বা ব্যক্তিতন্ত্রের সুযোগ যেমন ইসলামে নেই, তেমনি রাজতন্ত্র ও অভিজাততন্ত্রেরও কোনো সুযোগ ইসলামে নেই। তা ছাড়া ধর্মের নামে গোষ্ঠীবিশেষের শাসনকেও ইসলাম সমর্থন করে না। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নিজের পরিবারের কোনো সদস্যের জন্য খিলাফাতের কোনো অসিয়্যাত করে যাননি। তদুপরি ক্ষমতা লাভের জন্য কোনোরূপ মিথ্যাচার করা, বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করা, ষড়যন্ত্রের আশ্রয় নেয়া ও প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করা প্রভৃতি কাজ চরম গর্হিত। বস্তুতপক্ষে আবূ বাকর (রা.)-এর নির্বাচনের মাধ্যমে ইসলামে রাষ্ট্রপ্রধান নির্বাচন কিংবা সরকার গঠনের ক্ষেত্রে শান্তিপূর্ণ সঠিক গণরায়ের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হয়।[১২৮] গণরায়ের ভিত্তিতে রাষ্ট্রপ্রধান নির্বাচন কিংবা সরকার গঠন এ বৈপ্লবিক চিন্তা, যা ইউরোপ খ্রিস্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীতে অনুধাবন করলো, সাকীফায়ে বাণী সা'য়িদায় আনসার ও মুহাজিরগণ তাদের প্রায় এগারো শ বছর পূর্বে তা কার্যকর করে দেখিয়েছেন। এটি তাঁদের একটি অতি মূল্যবান রাজনৈতিক চিন্তা, যার জন্য তাঁরা দুনিয়ার সকল মানুষের নিকট স্মরণীয় হয়ে থাকবেন।

এখানে অনেকেই প্রশ্ন তোলেন যে, সাকীফায়ে বাণী সা'য়িদার নির্বাচন আইনসঙ্গত হয়েছে কি না? তাদের কথা হলো, বর্তমানে যুগের আলোকে বিচার করতে গেলে এ নির্বাচনকে প্রকৃত অর্থে নির্বাচন বলা যায় না। কেননা, এ নির্বাচনে রাষ্ট্রের

---

১২৬. ইবনু সা'দ, *আত-তাবাকাতুল কুবরা*, খ.৩,পৃ.৬১৬, খ.৭,পৃ.৩৯০; ইবনু 'আসাকির, *তারীখু দিমাশক*, খ.২০,পৃ.২৬৫; যাহাবী, *সিয়ারু আ'লামিন নুবালা'*, খ.১,পৃ.২৭৭; 'ইসামী, *সিমতুন নুজূম*, খ.১,পৃ.৩৭৫; যিরাকলী, *আল-আ'লাম*, খ.৩,পৃ.৮৫

১২৭. যাহাবী, *সিয়ারু আ'লামিন নুবালা'*, খ.১,পৃ.২৭৭

১২৮. শাভী, *ফিকহুশ শূরা ওয়াল ইস্তিশারাহ*, পৃ. ১৪০

পূর্ণবয়স্ক সকল নর-নারী অংশ গ্রহণ করেনি। তা ছাড়া এতে অন্য কোনো প্রার্থীকেও সুযোগ দেয়া হয়নি। গণতান্ত্রিক নির্বাচন পদ্ধতিতে কে বয়োজ্যেষ্ঠ কিংবা কে কার আত্মীয় এ প্রশ্নেরও কোনো অবকাশ নেই। সর্বসাধারণ যাঁকে পছন্দ করবে তিনিই নির্বাচিত হবেন। কিন্তু আবূ বাকর (রা.) এ পদ্ধতিতে নির্বাচিত হননি। মাদীনার আনসার ও মুহাজিরগণের মধ্যেই এ নির্বাচন সীমাবদ্ধ ছিল। তা ছাড়া الأَئِمَّةُ مِنْ قُرَيْش। (কুরাইশের মধ্য থেকেই ইমাম নির্বাচিত হবেন) এ কথা বললেই তো গণরায়ের ভিত্তিমূলই উৎপাটিত হয়ে যায়। কাজেই আবূ বাকর (রা.)-এর নির্বাচন প্রকৃতপক্ষে কোনো নির্বাচন নয়; মনোনয়ন।

প্রকৃত কথা হলো, আধুনিক মাপকাঠিতে বিচার করলে এখানে প্রকৃত সত্য উদঘাটন করা যাবে না। বর্তমান অবস্থার আলোকে অতীতের ঘটনার মূল্যায়ন করতে গেলে অনেক বিভ্রান্তিই ঘটে। যখনকার ঘটনা তখনকার রীতি-নীতি ও পরিস্থিতির আলোকে তার দোষ-গুণ বিচার করাই যুক্তিসঙ্গত। আবূ বাকর (রা.)-এর নির্বাচনে বর্তমান গণতান্ত্রিক নির্বাচন পদ্ধতির সব আইন-কানূন হুবহু না মিলতে পারে; কিন্তু এ সত্য অস্বীকার করবার কোনো উপায় নেই যে, এ নির্বাচন বংশানুক্রমিক বা পুরুষানুক্রমিক হয়নি। সে নির্বাচনে খানিকটা মনোনয়নের ভাব থাকলেও তার প্রকৃতি যে গণরায় ভিত্তিক ছিল তাও অনস্বীকার্য। কোনো মনোনয়ন যদি সর্বসাধারণ দ্বারা গৃহীত বা স্বীকৃত হয়, তবে তাও নির্বাচনের পর্যায়ে পড়ে। সে হিসেবে আবূ বাকর (রা.) গণরায়ের ভিত্তিতে নির্বাচিত হয়েছিলেন বলতে হবে। সাকীফায় বিতর্কের অবসান হলে কুরাইশ, আনসার এবং অন্যান্য গোত্রসমূহ আবূ বাকর (রা.)কে নির্বিবাদে খালীফা মেনে নিয়েছিলেন। পরদিন সকাল বেলায়ও মাসজিদ নাবাবীর প্রাঙ্গনে দলে দলে সকল গোত্রের লোকেরা এসে তাঁর নিকট বাই'আত গ্রহণ করেন। তদুপরি আবূ বাকর (রা.)-এর প্রদত্ত ভাষণের মধ্যেও গণরায়ের গুরুত্বের কথা ফুটে ওঠেছে। তিনি বলেছেন, أَطِيعُونِي مَا أَطَعْتُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ-"তোমরা আমার আনুগত্য করবে, যে যাবত আমি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে মান্য করে চলবো।" এ কথার তাৎপর্য এই যে, নির্বাচনের শেষ ক্ষমতা রয়েছে জনসাধারণের হাতেই। কাজেই আবূ বাকর (রা.)-এর নির্বাচন গণরায়ের ভিত্তিতেই সম্পন্ন হয়েছিল। তবে তার পদ্ধতি ছিল স্বতন্ত্র ধরনের। 'কুরাইশের মধ্য থেকে ইমাম নির্বাচন করতে হবে'- এ কথাও অন্যায় বা অসঙ্গত হয়নি। গণরায়ের অন্ধপূজা ভালো নয়। ইসলাম অন্ধভাবে কোনো রায় বা তন্ত্রেরই পূজা করে না। দেশ, কাল, পাত্র ভেদে যে শাসন ও নির্বাচন পদ্ধতি কল্যাণকর বলে বিবেচিত হয়, তা-ই গ্রহণ করা ইসলামের বিধান। এ কারণেই আবূ বাকর (রা.) তৎকালীন সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থা বিবেচনা করেই বলেছিলেন যে, কুরাইশের মধ্য থেকে খালীফা নির্বাচন করতে হবে। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে, কুরাইশ ছাড়া সমগ্র আরবের ওপর অধিকার বিস্তার করার মতো যোগ্যতা আর কারো ছিল না। নির্বাচনী সভায় উত্তেজনার মুহূর্তে অন্য কেউ যদি খালীফা নির্বাচিত হয়ে যায়, তবে তার ফল অত্যন্ত অশুভ হবে। কেউ সে নির্বাচন মেনে নেবে না। ফলে সর্বত্র অরাজকতা দেখা

দেবে। এ কারণে পূর্ব থেকেই তিনি এ সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছিলেন।[১২৯] এ সম্পর্কে পরবর্তী অধ্যায়ে আমরা বিস্তারিত আলোচনা করবো, ইনশা' আল্লাহ।

সাকীফায় আবূ বাকর (রা.)-এর ভূমিকা মূল্যায়ন

রাজনৈতিক দূরদৃষ্টি ও প্রজ্ঞা

সাকীফায়ে বানী সা'য়িদায় আবূ বাকর (রা.) যে ঐতিহাসিক ভূমিকা রাখেন, তাতে রাজনৈতিক দূরদৃষ্টি ও প্রজ্ঞায় তাঁর শ্রেষ্ঠত্বের প্রমাণ পাওয়া যায়। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মৃত্যুবরণ করেছেন মাত্র, তাঁর কাফান-দাফনের ব্যবস্থা তখনো সম্পন্ন হয়নি। ইতোমধ্যে সাকীফায়ে বানী সা'য়িদায় আনসারগণ মিলিত হয়ে পরবর্তী খালীফা নির্বাচন নিয়ে পরস্পর আলাপ শুরু করে দিয়েছেন। আনসারগণ নিজেদের অধিকার সম্পর্কে অত্যন্ত সচেতন ছিলেন, মুহাজিরগণও কিছুমাত্র পশ্চাদপদ ছিলেন না। এরূপ অবস্থায় পরিস্থিতি যে কোনো মুহূর্তে ভয়াবহ রূপ ধারণ করতে পারতো। এ খবর আবূ বাকর (রা.)-এর নিকট পৌঁছার পর তাঁর এ কথা বুঝতে দেরি হলো না যে, দ্রুত পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করতে না পারলে মুসলিম উম্মাহ টুকরো টুকরো হয়ে যাওয়ার সমূহ আশঙ্কা রয়েছে। তাই তিনি ইসলাম ও মুসলিম উম্মাহর ভবিষ্যত চিন্তা করে কাফান-দাফনের মতো গুরুত্বপূর্ণ কাজ মুলতবী রাখেন এবং সেই সাথে মুসলিম উম্মাহকে আসন্ন ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য চেষ্টা করার উদ্দেশ্যে তিনি 'উমার ও আবূ 'উবাইদাহ (রা.) সমভিব্যাহারে সাকীফায়ে বানী সা'য়িদায় গমন করেন। সেখানে পৌঁছে প্রথমে তিনি সমস্ত পরিস্থিতির মূল্যায়ন এবং এর সঠিক রূপ উপলব্ধি করতে চেষ্টা করেন। তিনি স্পষ্টত অনুভব করতে পারলেন যে, কারো কারো কথার তীব্রতায় উপস্থিত লোকদের মন দারুনভাবে আহত হয়েছে। অনেকেরই মেজাজ অত্যন্ত খারাপ হয়ে গিয়েছে। এ পরিস্থিতি দেখেও তিনি কিছুমাত্র হতাশ হলেন না। তিনি অত্যন্ত বিনয় ও শান্তভাবে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করতে এবং লোকদের পারস্পরিক ভুল বুঝাবুঝি দূর করতে লাগলেন। প্রথমে 'উমার (রা.) বক্তৃতা করতে চাইলে আবূ বাকর (রা.) তাঁকে বিরত করলেন। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে, এই উত্তেজনাপূর্ণ পরিস্থিতিতে 'উমার (রা.)-এর বক্তৃতা পরিস্থিতিকে অধিকতর ঘোলাটে করে তুলতে পারে। তিনি নিজে দাঁড়িয়ে বক্তৃতা দিতে আরম্ভ করলেন। তাঁর এ বক্তৃতা ছিল অত্যন্ত গাম্ভীর্যপূণ, হৃদয়গ্রাহী, মর্মস্পর্শী ও উঁচুমানের ভাষার অলংকারে সমৃদ্ধ। তদুপরি তাঁর কথাগুলো সর্বদিক দিয়ে ইনসাফভিত্তিক, বাস্তবতা ও যুক্তিভিত্তিক ছিল। ফলে তাঁর এ বক্তৃতা উপস্থিত জনমণ্ডলীর হৃদয় জয় করতে সমর্থ হয়। আনসারদের মধ্যে কেউ কেউ তাঁর কোনো কোনো কথার প্রত্যুত্তর দিতে চাইলেও তিনি কিছুমাত্রও উত্তেজিত হননি; বরং অত্যন্ত ধৈর্যের সাথে তাঁর কথা শুনেছেন

---

১২৯. গোলাম মোস্তফা, *আবূ বাকর রা.*, পৃ.৩৭

এবং খুবই শান্তভাবে তার ভুল নিরসন করতে চেষ্টা করেছেন। আনসারদের সম্পর্কে প্রশংসামূলক কথাবার্তা যা কিছু বলা সম্ভব ছিল, তিনি সেদিন তাঁর বক্তৃতায় তা সবই অতীব উত্তম রূপে বলেছিলেন এবং সেই সাথে বিদ্যমান পরিস্থিতিতে নিজস্ব দৃষ্টিকোণও অত্যন্ত অকাট্য যুক্তির ভিত্তিতে পেশ করেন। ফলে সকল আশঙ্কা ও সংশয়ের গোলক ধাঁধাঁ নিমিষেই বিলীন হয়ে গেল। বস্তুত ইসলামের ইতিহাসে সাকীফার এ সম্মেলন ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এ সময় আবূ বাকর আছ্-ছিদ্দীক (রা.) অসাধারণ বুদ্ধিমত্তা, বিচক্ষণতা, অবিচল দৃঢ়তা ও ইস্পাতকঠিন অনমনীয়তা প্রদর্শন না করলে মুসলিম মিল্লাত সে দিন চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যেতো, তাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহের অবকাশ নেই।

নেতৃত্ব নয়; জাতীয় স্বার্থই বড়

নেতৃত্ব, কর্তৃত্ব ও সম্মান-স্পৃহা কোনো দিনই আবূ বাকর (রা.)-এর অন্তরে স্থান লাভ করতে পারেনি। তিনি স্বভাবতই দুনিয়ার নেতৃত্বকে অপছন্দ করতেন। সাকীফায়ে বানী সা'য়িদায় খালীফা হিসেবে তাঁর নির্বাচন মোটেই তাঁর আকাঙ্খার বাস্তবায়ন ছিল না; উম্মাতের বৃহত্তর স্বার্থ চিন্তা করেই বলতে গেলে একান্ত বাধ্য হয়ে তিনি এ গুরুদায়িত্ব নিজের কাঁধে তুলে নিতে রাযী হন। ইতঃপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, সাকীফায় বক্তব্য শেষ করার পর আবূ বাকর (রা.) খিলাফাতের জন্য 'উমার (রা.) ও আবূ 'উবাইদাহ (রা.)কে জনগণের নিকট পেশ করেছিলেন। কিন্তু দু'জনেই আবূ বাকর (রা.)-এর বর্তমানে খিলাফাতের দায়িত্ব গ্রহণ করতে অসম্মতি প্রকাশ করেন।

'উমার (রা.) যখন আবূ বাকর (রা.)-এর মুখে তাঁর প্রস্তাব শুনলেন, তখন তিনি তা খুবই অপছন্দ করলেন এবং বলেন,

فَلَمْ أَكْرَهْ مِمَّا قَالَ غَيْرَهَا كَانَ، وَاللهِ أَنْ أُقَدَّمَ فَتُضْرَبَ عُنُقِي لَا يُقَرِّبُنِي ذَلِكَ مِنْ إِثْمٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَتَأَمَّرَ عَلَى قَوْمٍ فِيهِمْ أَبُو بَكْرٍ، اللَّهُمَّ إِلَّا أَنْ تُسَوِّلَ إِلَيَّ نَفْسِي عِنْدَ الْمَوْتِ شَيْئًا لَا أَجِدُهُ الْآنَ.

-"আবূ বাকর (রা.)-এর এ কথা আমি মেনে নিতে পারলাম না। তবে অন্য সকল কথাই আমার নিকট খুবই পছন্দনীয় হলো। আল্লাহর কাসাম, কোনো অপরাধ ছাড়াই যদি আমার গর্দান কাটা যেতো, তা হলে সেটাই আমার জন্য অধিক পছন্দনীয় হতো ঐ কাজের চেয়ে, আমি এমন একটি জাতির আমীর হবো, যেখানে স্বয়ং আবূ বাকর বিদ্যমান রয়েছেন।"[১৩০]

কোনো কোনো রিওয়ায়াত রয়েছে, আবূ বাকর (রা.) 'উমার (রা.)কে উদ্দেশ্য

১৩০. বুখারী, *আস-সাহীহ,* (কিতাবুল হুদূদ),হা.নং: ৬৩২৮

করে বললেন, ابْسُطْ يَدَكَ نُبَايِعُ لَكَ. -"আপনি হাত বাড়ান, আমরা আপনার হাতে বাই'আত করবো।" তখন 'উমার (রা.) তাঁকে বললেন, أَنْتَ أَفْضَلُ مِنِّي. -"(তা হতে পারে না,) আপনি আমার চেয়ে উত্তম।" আবূ বাকর (রা.) বললেন, أَنْتَ أَقْوَى مِنِّي. -"আপনি আমার চেয়ে শক্তিশালী।" তখন 'উমার (রা.) বললেন, إِنَّ قُوَّتِي بِكَ مَعَ فَضْلِكَ. -"আমার শক্তি আপনাকে নিয়েই, যা আপনার মর্যাদার সাথে যুক্ত হবে।"[১৩১]

আবূ 'উবাইদা (রা.) সম্পর্কে বর্ণিত রয়েছে, তিনি বলেন, যখন কোনো কোনো লোক তাঁর নিকট বাই'য়াত গ্রহণ করতে ইচ্ছা করলো, তখন তিনি বললেন, أَتَأْتُونِي وَفِيكُمْ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ؟ -"তোমরা আমার নিকট আগমন করছো, অথচ তোমাদের মধ্যে তিনজনের তৃতীয় ব্যক্তি (ছাওর গুহার সাথী) রয়েছেন অর্থাৎ আবূ বাকর (রা.) বর্তমান আছেন।"[১৩২]

আবূল বুখতারী (রা.) থেকে বর্ণিত। 'উমার (রা.) আবূ 'উবাইদাহ (রা.)কে উদ্দেশ্য করে বললেন,

ابْسُطْ يَدَكَ حَتَّى أُبَايِعَكَ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ . أَنْتَ أَمِينُ هَذِهِ الْأُمَّةِ.

-"আপনি হাত প্রসারিত করুন! আমি আপনার হাতে বাই'আত করবো। কেননা আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)কে এ কথা বলতে শুনেছি যে, আপনি হলেন এ উম্মাতের আমীন।"

আবূ 'উবাইদাহ (রা.) জবাব দিলেন,

مَا كُنْتُ لِأَتَقَدَّمَ بَيْنَ يَدَيْ رَجُلٍ أَمَرَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَؤُمَّنَا فَأَمَّنَا حَتَّى مَاتَ.

-"আমি এমন একজন ব্যক্তির সামনে কখনোই আগে বাড়তে পারবো না, যাঁকে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমাদের ইমামাতি করার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন। এরপর তিনি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর ওফাত পর্যন্ত আমাদের ইমামাতি করলেন।"[১৩৩]

'আবদুল্লাহ ইবনু মাস'উদ (রা.)থেকে বর্ণিত। সাকীফায়ে বানী সা'য়িদায় 'উমার (রা) আনসারগণকে উদ্দেশ্য করে বললেন,

---

১৩১. ইবনু আবী শায়বাহ, *আল-মুছান্নাফ,* হা.নং: ৩৬২০৬; ইবনুল জাওযী, *আল-মুন্তাযিম,* খ.১,পৃ.৪৩৪

১৩২. ইবনু আবী শায়বাহ, *আল-মুছান্নাফ,* হা.নং: ৩৬২০৬; ইবনু সা'দ, *আত-তাবাকাতুল কুবরা,* খ.৩,পৃ.১৮১

১৩৩. আহমাদ, *আল-মুসনাদ,* (মুসনাদু 'উমার রা.), হা.নং:২২৭

রাসূলুল্লাহ (সা)-এর ওফাত, আবূ বাকর (রা.)-এর খিলাফাত লাভ

يَا مَعْشَرَ الْأَنْصَارِ، أَلَسْتُمْ تَعْلَمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ أَمَرَ أَبَا بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنْ يَؤُمَّ النَّاسَ، فَأَيُّكُمْ تَطِيبُ نَفْسُهُ أَنْ يَتَقَدَّمَ أَبَا بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، فَقَالَتْ الْأَنْصَارُ: نَعُوذُ بِاللهِ أَنْ نَتَقَدَّمَ أَبَا بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ.

-"হে আনসার সম্প্রদায়, তোমরা কি জানো না যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) (তাঁর অসুস্থতার সময়) আবূ বাকর (রা.)কে লোকদের ইমামাতি করতে নির্দেশ দিয়েছিলেন। তা হলে তোমাদের মধ্যে এমন কেউ কি রয়েছেন, যিনি আবূ বাকর (রা.)-এর ওপর অগ্রবর্তী হতে আনন্দ বোধ করবেন? আনসারগণ বললেন, আল্লাহর পানাহ চাই, আমরা আবূ বাকর (রা.)-এর ওপর কাউকেই অগ্রাধিকার দিতে পারি না।"[১৩৪]

যেহেতু 'উমার দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতেন যে, খিলাফাতের জন্য সর্বাপেক্ষা উপযুক্ত ব্যক্তি হলেন আবূ বাকর (রা.), তাই 'উমার (রা.) তাঁর প্রস্তাব শুনার সাথে সাথে স্বীয় কর্তব্য স্থির করে নিলেন। তিনি অপর কারো নাম আলোচ্য বিষয়ে পরিণত হওয়ার পূর্বেই অতীব প্রত্যুতপন্নমতিত্ব সহকারে আবূ বাকর (রা.)-এর দিকে হাত বাড়িয়ে দিলেন এবং বললেন, ابْسُطْ يَدَكَ، يَا أَبَا بَكْرٍ. -"হাত প্রসারিত করুন! আমরা আপনার হাতেই বাই'আত করবো।"[১৩৫] এ সময় আবূ বাকর (রা.) উম্মাতের ঐক্য ও সংহতি বজায় রাখার স্বার্থে শেষ পর্যন্ত খিলাফাতের গুরু দায়িত্ব নিজের কাঁধের ওপর তুলে নিতে সম্মত হন। উপস্থিত জনতা তাঁর সম্মতি বুঝতে পেরে সে দিন তাঁর হাতে বাই'আত গ্রহণ করার জন্য উদ্বেল হয়ে পড়েছিল।

বলাই বাহুল্য যে, আবূ বাকর (রা.)-এর এ দায়িত্ব গ্রহণ ছিল সম্পূর্ণ তাঁর অনিচ্ছায়। এ দায়িত্বের প্রতি তাঁকে কখনোই বিন্দুমাত্র আকর্ষণ বা আগ্রহ প্রকাশ করতে দেখা যায়নি; বরঞ্চ তিনি বিভিন্ন সময় খিলাফাতের প্রতি তাঁর অনাগ্রহ ও আশঙ্কার কথা স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করেছেন। যেমন- ইতঃপূর্বে বর্ণিত খিলাফাতের প্রথম ভাষণের মধ্যে তিনি দায়িত্বের প্রতি তাঁর অনাগ্রহ ও নিজের আশঙ্কার কথা জনসমক্ষে খোলামেলা তুলে ধরেছেন। তা ছাড়া তিনি বিভিন্ন সময় জনগণের নিকট তাঁকে খিলাফাতের দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি প্রদানের জন্য আহ্বান জানান। যায়িদ ইবনু আসলাম (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন 'উমার (রা.) আবূ বাকর (রা.)-এর নিকট প্রবেশ করে দেখতে পেলেন, তিনি তাঁর জিহ্বা ধরে টানছেন এবং বলছেন, إِنَّ هَذَا أَوْرَدَنِي الْمَوَارِدَ. -"এ জিহ্বাই আমার বিপদ ডেকে এনেছে!" তারপর বললেন, يَا عُمَرُ، لَا حَاجَةَ لِي فِي إِمَارَتِكُمْ. -"

---

১৩৪. আহমাদ, *আল-মুসনাদ*, হা.নং:১২৮, ৩৫৭৭, ৩৬৪৯
১৩৫. বুখারী, *আস-সাহীহ*, (কিতাবুল হুদূদ), হা.নং:৬৩২৮

‘উমার, তোমাদের ওপর নেতৃত্ব করার আমার কোনোই প্রয়োজন নেই।” এরপর ‘উমার (রা.) বললেন, وَاللهِ لَا نُقِيلُكَ، وَلَا نَسْتَقِيلُكَ. -“আমরা আপনার বাই‘আত ভাঙ্গতে পারবো না এবং এ ধরনের কোনো ইচ্ছাও আমাদের নেই।”[১৩৬] মৃত্যুশয্যায় আবূ বাকর (রা.) অত্যন্ত অনুতাপের স্বরে বললেন,

> وَوَدِدْتُ أَنِّي يَوْمَ سَقِيفَةَ بَنِي سَاعِدَةَ كُنْتُ قَذَفْتُ الأَمْرَ فِي عُنُقِ أَحَدِ الرَّجُلَيْنِ : أَبِي عُبَيْدَةَ أَوْ عُمَرَ ، فَكَانَ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، وَكُنْتُ وَزِيرًا.
>
> -“আমি সাকীফার দিন একান্তই কামনা করেছিলাম যে, নেতৃত্বের ভার আবূ ‘উবাইদাহ কিংবা ‘উমার– এ দু’জনের মধ্যে কোনো এক জনের ঘাড়ের ওপর তুলে দেবো। আর তাঁদের একজন আমীরুল মু’মিনীন হবেন আর আমি তাঁর পরামর্শদাতা হিসেবে থাকবো।”[১৩৭]

এ কথা বলাই বাহুল্য যে, খিলাফাত ও কর্তৃত্ব লাভের প্রতি এ অনীহা ভাব শুধু যে আবূ বাকর (রা.)-এর মধ্যে ছিল তা নয়; বরং তা সে যুগের মুসলিমদের সাধারণ অবস্থা ছিল। সাকীফায়ে বানী সা‘য়িদায় আনসার ও মুহাজিরদের মধ্যে যে কথাবার্তা হয়েছিল, তা কতৃর্ত্ব লাভের প্রেরণা থেকে মোটেই নয়; বরং ইসলামী দা‘ওয়াতের উজ্জ্বল ভবিষ্যত রচনা এবং এ পথে নিজেদের জান-মাল উৎসর্গের জন্য ক্ষেত্র প্রস্তুত করাই ছিল তাঁদের লক্ষ্য। এ কারণে যখনই তাঁরা আবূ বাকর (রা.)-এর মাধ্যমে তাঁদের এ মহান লক্ষ্য অর্জনের পথ অধিকতর সুপ্রশস্ত হবে মনে করলেন, তখন নিমিষের মধ্যে আনসার-মুহাজিরগণ নিজেদের মতবিরোধ ভুলে গিয়ে সকলেই স্বতঃস্ফূর্তভাবে তাঁর হাতে বাই‘আত গ্রহণ করার জন্য উদ্বেল হয়ে পড়েছিলেন। অত্যন্ত পরিতাপের ব্যাপার হলো, অনেক ঐতিহাসিক ও লেখকই তাঁদের এ চেতনা বুঝতে সমর্থ হননি। তাঁরা সাকীফায়ে বানী সা‘য়িদার কথা কাটাকাটিকে মুহাজির ও আনসারগণের ক্ষমতা লাভের দ্বন্দ্ব রূপে চিত্রিত করতে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেন, আবার তাঁদের অনেকেই অতি উৎসাহী হয়ে এ ঘটনাকে নানাভাবে কলুষিত করে উপস্থাপন করেন। প্রকৃতপক্ষে ক্ষমতা লাভই যদি তাঁদের উদ্দেশ্য হতো, তা হলে আনসারগণ কেন আবূ বাকর (রা.)-এর খালীফা হবার সিদ্ধান্তকে দ্রুত সাদরে মেনে নিলেন, অথচ তাঁরা ছিলেন স্থানীয় অধিবাসী, সংখ্যায় বিপুল ও বিপুল অস্ত্র-শস্ত্রের অধিকারী। কেন তাঁরা আবূ বাকর (রা.)-এর কর্তৃত্ব মেনে নিলেন এবং তাঁর আদেশে বিভিন্ন বাহিনীতে যোগ দিয়ে বীরত্বের সাথে ইসলাম প্রচার ও প্রসারের কাজে আত্মনিয়োগ করলেন? বস্তুত আনসার ও মুহাজিরগণের মধ্যে পারস্পরিক যে বুঝাপড়া,

---

১৩৬. তাবারানী, *আল-মু‘জামুল কাবীর,* হা.নং:৪১; হারাভী, *আল-আমওয়াল,* হা.নং:৩১৮; ‘উকায়লী, *আদ-দু‘আফাউল কাবীর,* হা.নং: ১৬১২

১৩৭. আল-মুহিব্ব আত-তাবারী, *আর-রিয়াদুন নাদিরাতু..,* পৃ.৯১, ১২২

ভ্রাতৃত্ব ও সৌহার্দ বিদ্যমান ছিল, তা স্বার্থান্ধ লেখকদের কল্পনার চেয়েও অনেক বেশি কার্যকর ও সুদৃঢ় ছিল। তাঁরা পরস্পর কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে ঐক্যবদ্ধভাবে শত্রুদের বিরুদ্ধে লড়েছেন এবং বিভিন্ন দেশে ইসলামের বিজয়-কেতন উড্ডীন করেছেন। এ সময় না তাঁদের মধ্যে দেখা গেছে গোত্রীয় দ্বন্দ্ব, না কর্তৃত্ব লাভের প্রতিযোগিতা, না ব্যক্তিত্বের সংঘাত। তাঁদের চরিত্রের একটি মহৎ গুণ ছিল, তাঁরা অন্যের জন্য নিজের পার্থিব স্বার্থ ত্যাগ করে সুখানুভব করতেন।

আবূ বাকর (রা.)-এর প্রথম ভাষণের মূল্যায়ন

ইতঃপূর্বে বর্ণিত আবূ বাকর (রা.)-এর খিলাফাতের প্রথম ভাষণটি দেখতে যদিও সংক্ষিপ্ত মনে হয়; কিন্তু ইসলামের ইতিহাসে এটি একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও চমৎকার ভাষণ রূপে বিবেচিত হয়। এ সংক্ষিপ্ত ভাষণে আবূ বাকর (রা.) তাঁর সরকারের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য সুস্পষ্ট ভাষায় ব্যক্ত করেছেন। এতে ক্ষমতা প্রয়োগের সীমাও তিনি নির্ধারণ করে দিয়েছেন। এ সীমা সামান্য মাত্র লঙ্ঘন করলে তাঁর সাথে কিরূপ আচরণ করতে হবে, তাও তিনি নির্দেশিত করেন। সে সাথে সেই মহান সত্যও তিনি উজ্জ্বল করে তোলেন যে, একটি ইসলামী রাষ্ট্রের প্রধান ব্যক্তি হিসেবে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর প্রদর্শিত পথে চলার জন্য তিনি সর্বতোভাবে দায়ী এবং মুসলিম জনগণ তাঁর আনুগত্য করে চলতে ঠিক ততক্ষণ পর্যন্ত বাধ্য থাকবে, যতক্ষণ তিনি নিজে আল্লাহ ও রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর আনুগত্য করে চলবেন। উপরন্তু, তিনি এর বিন্দুমাত্র বরখেলাফ করলে ইসলামী জনতা শুধু তাঁর আনুগত্যই অস্বীকার করতে পারবে, তা নয়; বরং তাঁর বিরুদ্ধে স্পষ্ট বিদ্রোহ ঘোষণা করাও তাঁদের অধিকার থাকবে। বস্তুত শ্রেষ্ঠতম মানব ও শেষ নাবী মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর স্থলাভিষিক্ত হওয়ার দায়িত্ব যথাযথরূপে পালন করা, সেই যুগে তাঁর কথা ও কাজের আলোকে নিজের কথা ও কাজের হিসাব মিলাবার জন্য সাধারণভাবে সকলকে আহ্বান জানানো সাধারণ ব্যাপার নয়। বিশেষত যাঁরা প্রত্যক্ষভাবে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর কথা ও কাজ সম্পর্কে পূর্ণরূপে ওয়াকিফহাল এবং যাঁদের মধ্যে কোনো বিরাট ব্যক্তিত্বসম্পন্ন লোকেরও সমালোচনা করার দুরন্ত সাহস ও যোগ্যতা পূর্ণ মাত্রায় বিদ্যমান ছিল, তাঁদের সামনে উক্তরূপ চ্যালেঞ্জ পেশ করা অত্যন্ত দুঃসাহসের ব্যাপার, সন্দেহ নেই। কিন্তু আবূ বাকর (রা.) প্রকৃতই এ দুঃসাহস প্রদর্শন করেছেন এবং তিনি তাঁর সে দায়িত্ব অতীব উত্তমভাবে পালন করেছেন।

আমরা নিম্নে আবূ বাকর (রা.)-এর হাতে বাই'আতের তাৎপর্য এবং বাই'আত-পরবর্তী ভাষণের আলোকে তাঁর সরকারের কিছু মূলনীতি বিশ্লেষণ করবো, যা থেকে যে কোনো সত্যানুসন্ধিৎসু লোকের সামনে তাঁর খিলাফাতের অপূর্ব সৌন্দর্য ও শ্রেষ্ঠত্বের দিকগুলো ফুটে ওঠবে।

বাই'আতের তাৎপর্য

বাই'আত[১৩৮] হলো ইসলামী খিলাফাত ব্যবস্থার একটি অনন্য বৈশিষ্ট্য। পৃথিবীর অন্য কোনো শাসনব্যবস্থায় এরূপ বাই'আত রীতি প্রচলিত নেই। আবূ বাকর (রা.) সর্বপ্রথম এ রীতির গোড়াপত্তন করেন। এ বাই'আতের অর্থ হলো আল্লাহর নির্দেশিত বিধি-বিধান অনুযায়ী দেশ পরিচালনার শর্তে খালীফার নির্দেশাবলি শ্রবণ, পালন ও কার্যকর করণের প্রতিশ্রুতি দান। বস্তুত এ বাই'আত হলো দু পক্ষের মধ্যে একটি চুক্তি, অঙ্গীকার। এক পক্ষে থাকবেন খালীফা, অপর পক্ষে থাকবে জনগণ। খালীফা কুর'আন-সুন্নাহ অনুযায়ী শাসনকার্য পরিচালনা এবং নিজে ইসলামী শারী'আতের পূর্ণ আনুগত্য করার অঙ্গীকার করবেন, আর জনগণ শারী'আতের সীমারেখার মধ্যে অবস্থান করে ইমামের নির্দেশাবলি শ্রবণ, পালন ও কার্যকর করণের অঙ্গীকার করবে। এ বাই'আতের মাধ্যমে শাসক ও জনগণ দু পক্ষই ইসলামের নির্দেশিত বিধি-বিধানের কঠিন নিগড়ে আবদ্ধ থাকবে। শাসক হোক কিংবা জনগণ বা তাদের প্রতিনিধি কারো পক্ষে ইসলামের বিধি-বিধান লঙ্ঘন করা কিংবা কুর'আন-সুন্নাহর পরিপন্থী কোনো বিধান প্রণয়ন করার অধিকার থাকবে না। এরূপ কাজকে সরাসরি ইসলামের ওপর আঘাত, সর্বোপরি ইসলামী খিলাফাত ব্যবস্থার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা বলে বিবেচিত হবে। এ ছিল আবূ বাকর (রা.)-এর আমলে বাই'আতের সঠিক তাৎপর্য।

বলাই বাহুল্য, ইসলামী খিলাফাতে যখন জনগণের মতামতের ভিত্তিতে কোনো খালীফা বা আমীর নির্বাচিত হবেন এবং সর্বসাধারণ তাঁর নিকট বাই'আত গ্রহণ করবে, তখন সকল মুসলিমের দায়িত্ব হলো তাঁর নিকট বাই'আত গ্রহণ করা, তাঁকে সাহায্য-সহযোগিতা করা ও শত্রুদের বিরুদ্ধে তাঁকে রক্ষার জন্য চেষ্টা করা, যাতে উম্মাতের ঐক্য ও সংহতি পূর্ণ অটুট থাকে এবং দেশের ভেতর ও বাইরের শত্রুরা মুসলিমদের বিরুদ্ধে কোনো রূপ ষড়যন্ত্র করতে সাহস না পায়। এরূপ বাই'আত গ্রহণ করা ওয়াজিব। রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, وَمَنْ مَاتَ، وَلَيْسَ فِي عُنُقِهِ بَيْعَةٌ، مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً. -"যে ব্যক্তি বাই'আত গ্রহণ না করে মারা গেল, বস্তুত সে জাহিলী

---

১৩৮. বাই'আত শব্দটি بيع থেকে উদ্ভূত। এর মূল অর্থ হলো বেচা কেনা করা। সাধারণত বাই'আত বলতে 'আমীরের হাতে কৃত আনুগত্যের অঙ্গীকার'কে বুঝানো হয়। (ইবনু খালদূন, *আল-মুকাদ্দামাহ,* পৃ.১০৮) তবে কারো কারো মতে, বাই'আত হলো একজন অপরজনের নিকট ইসলামের ওপর থাকার জন্য অঙ্গীকার করা। (জাযারী, *জামি'উল উসূল ফী আহাদীছির রাসূল,* খ.১,পৃ.২৫২) অনুরূপভাবে কুর'আন-সুন্নাহর নির্দেশ পালন, বাস্তবায়ন ও প্রতিষ্ঠার জন্য অঙ্গীকার করাকেও বাই'আত বলা হয়। ('আরিফ, *নিযামুল হুকমি ফিল ইসলাম,* পৃ.২৪৮) বস্তুত মুসলিমরা যখন তাদের আমীরের নিকট অঙ্গীকার করে, তখন তারা সাধারণত নিজেদের হাতগুলোকে আমীরের হাতের ওপর রাখে, যা দেখতে ক্রেতা-বিক্রেতার পারস্পরিক লেনদেনের আচরণের মতোই মনে হয়। তাই এ রূপ অঙ্গীকারকে পরিভাষায় 'বাই'আত' বলা হয়।

মৃত্যুবরণ করলো।"[১৩৯] এ হাদীসের মধ্যে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমীরের নিকট বাই'আত গ্রহণ করতে এবং বাই'আত বিহীন জীবন পরিত্যাগ করতে নির্দেশ দিয়েছেন। অতএব যে ব্যক্তি বাই'আত গ্রহণ না করেই মৃত্যুবরণ করলো, প্রকারান্তরে তাঁর জীবন ও মরণ দুটিই গুমরাহীর ওপর অতিবাহিত হলো। অন্য একটি হাদীসে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন,

وَمَنْ بَايَعَ إِمَامًا فَأَعْطَاهُ صَفْقَةَ يَدِهِ وَثَمَرَةَ قَلْبِهِ فَلْيُطِعْهُ إِنْ اسْتَطَاعَ، فَإِنْ جَاءَ آخَرُ يُنَازِعُهُ فَاضْرِبُوا عُنُقَ الْآخَرِ.

-"যে ব্যক্তি কোনো আমীরের নিকট বাই'আত গ্রহণ করলো এবং এভাবে সে নিজের হাত ও অন্তর দুটিই তাঁকে দান করলো, সে সাধ্যমতো তাঁর আনুগত্য করে যাবে। যদি অন্য কোনো ব্যক্তি এসে আমীরের সাথে বিবাদ করে, তবে তোমরা দ্বিতীয় ব্যক্তির গর্দান উড়িয়ে দেবে।"[১৪০]

এ হাদীসের মধ্যে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমীরের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করাকে চরম অপরাধ রূপে সাব্যস্ত করেছেন। এ কারণে বিদ্রোহকারীকে হত্যা করতেও নির্দেশ দেয়া হয়েছে। কেননা প্রথম বাই'আত, যা উম্মাতের জন্য ওয়াজিব, তা সে লঙ্ঘন করে দ্বিতীয় বাই'আত অনুষ্ঠানের জন্য অপচেষ্টায় রত রয়েছে।

উল্লেখ্য যে, রাজধানীতে স্বয়ং খালীফাই বাই'আত নেবেন। আর বিভিন্ন রাজ্যে খালীফা কর্তৃক নিয়োগকৃত গভর্ণরগণ কিংবা তাঁর প্রতিনিধিগণ বাই'আত নেবেন। যেমন আবূ বাকর (রা.) মাদীনায় সর্বসাধারণ থেকে বাই'আত নেন। আর মাক্কা ও তা'য়িফের অধিবাসীগণ থেকে তাঁর গভর্ণরগণ বাই'আত নেন।

খালীফার নিকট যাঁদের বাই'আত গ্রহণ করা ওয়াজিব, তারা হলেন রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ কার্যনির্বাহী পরিষদ (আহলুল হাল্ল ওয়াল 'আকদ), শূরার সদস্যবৃন্দ, প্রাদেশিক গভর্ণরগণ এবং সমাজের বিশিষ্ট জ্ঞানী-গুণী ও প্রভাবশালী সমাজপতিবৃন্দ। সাধারণ জনগণের প্রত্যেককেই খালীফার হাতে বাই'আত গ্রহণের প্রয়োজন নেই; উপরিউক্ত লোকদের বাই'আতই তাদের জন্য যথেষ্ট বলে বিবেচিত হবে। তবে সর্বসাধারণ বাই'আত গ্রহণ করতে চাইলে কোনো অসুবিধা নেই। কোনো কোনো 'আলিমের মতে, যেহেতু আবূ বাকর (রা) বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ কর্তৃক খালীফা নির্বাচিত হওয়ার পর সর্বসাধারণ মুসলিমদের নিকট থেকে বাই'আত নেয়ার পরেই খালীফা রূপে সরকারের কার্যক্রম পরিচালনা আরম্ভ করেন, তাই ইসলামী খিলাফাতের যে কোনো আমীর বা শাসককেও সর্বসাধারণ থেকে বাই'আত নেয়া প্রয়োজন।

---

১৩৯. মুসলিম, *আস-সাহীহ,* (কিতাবুল ইমারাত), হা.নং:৩৪৪১
১৪০. মুসলিম, *আস-সাহীহ,* (কিতাবুল ইমারাত), হা.নং:৩৪৩১

শারী'আতের একচ্ছত্র কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা

আবূ বাকর (রা.) তাঁর ভাষণে বলেন,

أَطِيعُونِي مَا أَطَعْتُ اللهَ وَرَسُولَهُ فَإِذَا عَصَيْتُ اللهَ وَرَسُولَهُ فَلَا طَاعَةَ لِي عَلَيْكُمْ

.

-"তোমরা আমরা নির্দেশ মেনে চলবে, যে যাবত আমি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করবো। যদি দেখ যে, আমি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের অবাধ্যতা করছি, তখন আমার নির্দেশ মান্য করা তোমাদের ওপর কোনোভাবেই সমীচীন নয়।"

তাঁর এ বক্তব্য থেকে বুঝা যায় যে, ইসলামী রাষ্ট্র পরিচালনার মূল উৎস হলো দুটি। এক. আল-কুর'আন ও দুই. আস-সুন্নাহ। অর্থাৎ আইনগত কর্তৃত্ব কেবল আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের। এখানে সরকার আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিধানগুলোকে কার্যকর করার দায়িত্বশীল মাত্র। আবূ বাকর (রা.) তাঁর উপর্যুক্ত কথার মধ্যে তাঁর গোটা শাসন কার্যক্রম এ দুটি উৎসের আলোকে পরিচালনা করার দৃঢ় অভিমত ব্যক্ত করেন। তিনি জনগণ থেকে যে আনুগত্য দাবি করেন, তা তাঁর নিছক ব্যক্তিত্বের আনুগত্য নয়; বরং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্যের শর্ত তার সাথে জুড়ে দেন। অর্থাৎ একটি ইসলামী রাষ্ট্রের প্রধান ব্যক্তি হিসেবে তিনি আল্লাহ ও রাসূলের বিধি-বিধান অনুযায়ী চলার জন্য সর্বতোভাবে দায়ী এবং জনগণ তাঁর আনুগত্য করতে ততক্ষণ পর্যন্ত বাধ্য থাকবে, যতক্ষণ তিনি নিজে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করে চলবেন। মোট কথা, ইসলামী রাষ্ট্রে শারী'আতেরই একচ্ছত্র কর্তৃত্ব চলবে। শাসক এবং জনগণ সকলেই এ শারী'আতের আজ্ঞাবহ হবে। কারো পক্ষে শারী'আতের কোনো বিধান লঙ্ঘন করা সম্ভব নয়। কুর'আন ও হাদীসে সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ নেই- এ ধরনের কোনো সমস্যা সমাধান করার প্রয়োজনে কোনো বিধান প্রণয়ন করতে হলে তাও ইসলামের মৌলিক নীতি ও উদ্দেশ্যাবলিকে সামনে রেখে বিশেষজ্ঞ মহলের সাথে পরামর্শ করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে।

শাসকের কর্মকাণ্ড পর্যবেক্ষণ ও সমালোচনা করার অধিকার

আবূ বাকর (রা.) বলেন, فَإِنْ أَحْسَنْتُ فَأَعِينُونِي ، وَإِنْ أَسَأْتُ فَقَوِّمُونِي -"যদি আমি ভালো কাজ করি, তবেই তোমরা আমাকে সহযোগিতা করবে। আর যদি বিপথে চলি, তা হলে তোমরা আমাকে সঠিক পথে নিয়ে আসবে।"

আবূ বাকর (রা.) তাঁর এ কথার মাধ্যমে জনগণকে তাঁর কর্মকাণ্ড পর্যবেক্ষণ ও সমালোচনা করার অধিকার দান করেন। তিনি তাঁদেরকে তাঁর প্রতিটি অন্যায় পদক্ষেপের মুকাবিলা করতে এবং তাঁকে সঠিক পথে ফিরিয়ে আনতে নির্দেশ দেন। তিনি তাঁর ভাষণের শুরুতে দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে বলেন, প্রত্যেক শাসকেরই ভুল হতে পারে, তিনি অন্যায় কিছু করতে পারেন। এ ক্ষেত্রে তাঁর অবস্থাও অন্য ব্যক্তির মতো। এ ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম

হলো কেবল নাবী-রাসূলগণ। তাঁরা যেহেতু সর্বক্ষণ সরাসরি আল্লাহর নির্দেশনা লাভ করতেন, তাই তাঁদের থেকে ভুল-ত্রুটি কিংবা অন্যায় কিছু হওয়ার সম্ভাবনা ছিল না। এখন তাঁদের যুগ শেষ হয়ে গেছে। রাষ্ট্রের প্রধান ব্যক্তি হিসেবে এখন তাঁর সুষ্ঠু ও নির্ভুলভাবে শাসন কার্যক্রম পরিচালনা করতে হলে জনগণের সক্রিয় সহযোগিতার একান্ত প্রয়োজন। এ উদ্দেশ্যে তাদেরকে সর্বমুহূর্তে তাঁর কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ করতে হবে। অন্যায় বা ভুল কিছু দেখলে সাথে সাথে তা বলিষ্ঠতার সাথে প্রতিবাদ করতে হবে।

আবূ বাকর (রা.)-এর এ কথা কেবল কতকগুলো আকর্ষণীয় ও তেজোদ্দীপ্ত শব্দেরই সমষ্টি ছিল, তা নয়; বস্তুত তা হচ্ছে ইসলামী খিলাফাতের একটি প্রধান নীতি। আবূ বাকর (রা.) জনগণকে তাদের এ অধিকার প্রয়োগের জন্য কেবল অনুমতিই দেননি; বরং এর জন্য তিনি তাদেরকে উদ্বুদ্ধও করেছেন। তাঁর খিলাফাত কালে একজন সাধারণ নাগরিকও নির্ভয়ে তাঁর কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ করতে এবং তাঁর যে কোনো কাজ পছন্দ না হলে জবাব চাইতে বিন্দুমাত্রও পরোয়া করতো না। আধুনিক গণতন্ত্রেও জনগণকে শাসকের সমালোচনা করার অধিকার দেয়া হয়। কিন্তু মানব সভ্যতায় এ অধিকারের প্রবক্তা আধুনিক গণতন্ত্রবাদীরা নয়; বরং এরও প্রায় সহস্র বছর পূর্বে খালীফা আবূ বাকর (রা.) তাঁর প্রথম ভাষণে যা বলেছিলেন, এ ছিল তারই বিলম্বিত প্রতিধ্বনি। তদুপরি আধুনিক গণতন্ত্রে শাসকের সমালোচনা করার যে অধিকার দেয়া হয়, তা অত্যন্ত সীমিত, আবার অনেক ক্ষেত্রে তা নিতান্তই কাগজে-কলমে। ইংল্যান্ডের নিয়মতান্ত্রিক আইনে এখনো বলা হয়, The king can do no wrong. আজো অনেক গণতান্ত্রিক দেশে শাসকগোষ্ঠীকে কার্যত আইনের উর্ধ্বে বিবেচনা করা হয়। কেউ তাদের সহজেই ভুল ধরতে কিংবা তার কোনো দোষের সমালোচনা করতে পারে না। আর কেউ সাহস করে তা করতে গেলে তাঁর জীবনের নিরাপত্তা বিঘ্নিত হয়।

সাম্য ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা

আবূ বাকর (রা.) বলেন,

وَالضَّعِيفُ فِيكُمْ قَوِيٌّ عِنْدِي حَتَّى أُرِيحَ عَلَيْهِ حَقَّهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ، وَالْقَوِيُّ فِيكُمْ ضَعِيفٌ عِنْدِي حَتَّى آخُذَ الْحَقَّ مِنْهُ إِنْ شَاءَ اللهُ.

-"ইনশা'আল্লাহ তোমাদের দুর্বল ব্যক্তি আমার নিকট সবল বিবেচিত হবে, যে যাবত না আমি তার ন্যায্য অধিকার ফিরিয়ে দেবো। আর ইনশা' আল্লাহ তোমাদের সবল ব্যক্তিও আমার নিকট দুর্বল বিবেচিত হবে, যে যাবত না আমি তার নিকট থেকে অপরের ন্যায্য অধিকার আদায় করে নেবো।"

তাঁর এ বক্তব্য থেকে বুঝা যায় যে, ইসলামী খিলাফাতের একটি প্রধান লক্ষ্য হলো সমাজে সাম্য ও ন্যায়-বিচার প্রতিষ্ঠা করা এবং ধনী-গরীব, দুর্বল ও সবল, সাদা-

কালো, আরব-'আজামের মধ্যে সকল প্রকারের বৈষম্য দূরিভূত করে সকলের ন্যায্য অধিকার সুপ্রতিষ্ঠিত করা। এখানে আইনের চোখে শাসক হোক কিংবা শাসিত সকলেই সমান। বর্তমানে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় যদিও সামাজিক সুবিচারের কথা খুব জোরেশোরেই উচ্চারিত হয়, কিন্তু বাস্তবে এর কার্যকারিতা দুর্লভ। এখানে জাতি, বর্ণ ও দলগত পার্থক্য প্রবলভাবে মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। সংখ্যাগুরু কর্তৃক সংখ্যালঘুরা বরাবরই অবহেলা, বঞ্চনা ও নির্যাতনের শিকার হয়। কিন্তু ইসলামী খিলাফাতে যে কোনো রূপ পক্ষপাতিত্বমূলক আচরণ মহাপাপ রূপে গণ্য করা হয়।

আবূ বাকর (রা.) বিশ্বাস করতেন যে, সাম্য ও ন্যায়-বিচার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমেই জনগণ ইসলামী খিলাফাতের সুফল ভোগ করবে এবং তার সৌন্দর্য ও মহিমা সকলের নিকট ফুটে ওঠবে। তিনি নিজেই তাঁর কাজের মাধ্যমে সাম্য ও ন্যায়-বিচার প্রতিষ্ঠার উজ্জ্বলতম আদর্শ রেখে গেছেন এবং রাষ্ট্রের বিভিন্ন পর্যায়ের দায়িত্বশীল লোকদেরকেও কারো প্রতি বিন্দুপরিমাণ বৈষম্যমূলক আচরণ না করতে কঠোর নির্দেশ দিয়ে রেখেছিলেন। উদাহরণ স্বরূপ আমরা নিম্নে তাঁর কয়েকটি ঘটনা উল্লেখ করছি, যা থেকে সাম্য ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে তাঁর অনন্য ভূমিকার কথা জানা যাবে।

'আবদুল্লাহ ইবনু 'আম্র (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার জুমু'আর দিন আবূ বাকর (রা.) মিম্বারে দাঁড়িয়ে ঘোষণা করলেন, আজ আমি যাকাতের উট বিতরণ করবো, সকলেই আসবেন; কিন্তু অনুমতি ছাড়া কেউ উটের কাছে চলে যাবেনা। এ ঘোষণা শুনে এক মহিলা তার স্বামীকে বললো, এই লাগামটি নিয়ে খালীফার দরবারে যাও। হয়তো আল্লাহ তা'আলা আমাদের ভাগ্যে একটি উট মিলিয়ে দিতে পারেন। লোকটি এসে কোনো অনুমতি ছাড়াই সরাসরি উটের কাছে চলে গেলো। আবূ বাকর (রা.) তার এ উদ্ধত আচরণের জন্য তার হাতের উটের লাগাম দিয়ে তাকে প্রহার করলেন। এরপর যখন বন্টন কাজ শেষ হলো, তখন আবূ বাকর (রা.) লোকটিকে ডেকে তার হাতে লাগাম দিয়ে বললেন, এবার তুমি আমার থেকে প্রতিশোধ নাও। এমন সময় পাশে বসা ছিলেন 'উমার (রা.)। তিনি বললেন, وَاللهِ لَا يَسْتَقِدُ، وَلَا تَجْعَلْهَا سُنَّةً. - "আল্লাহর কাসাম, সে প্রতিশোধ নিতে পারবে না। আপনি এ নিয়ম চালু করতে যাবেন না। (কারণ, আপনি তো তাকে বিনা কারণে মারেননি।)" এরপর আবূ বাকর (রা.) বললেন, فَمَنْ لِي مِنَ اللهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ؟ - "তোমার কথা সত্য; কিন্তু কিয়ামাতের দিন যদি এ ব্যাপারে আমাকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়, তা হলে আমাকে কে বাঁচাবে?" 'উমার (রা.) বললেন, তা হলে আপনি তাকে খুশি করুন! এরপর আবূ বাকর (রা.) লোকটিকে হাওদা সমেত একটি উট, একটি মখমল চাদর ও পাঁচটি স্বর্ণমুদ্রা (দীনার) দেয়ার জন্য তাঁর গোলামকে নির্দেশ দিলেন। এভাবে তিনি লোকটিকে খুশি করলেন।[১৪১]

---

১৪১. ইয়াসরী, *তারীখুদ দা'ওয়াত ফী 'আহদিল খুলাফা'*, পৃ.৪১০

আবূ বাকর (রা.)-এর জনকল্যাণমূলক রাষ্ট্রের একটি অনন্য বৈশিষ্ট্য ছিল এই যে, তিনি বাইতুল মালের মধ্যে নর-নারী, ছোট-বড়, গোলাম-আযাদ ও আমীর-ফাকীর নির্বিশেষে সকলের সমান অধিকার প্রতিষ্ঠা করেন।[১৪২] খিলাফাতের প্রথম বছর বাহ্‌রাইন থেকে কিছু মাল আসে। তখন তিনি স্বাধীন-দাস, পুরুষ-স্ত্রীলোক, উঁচু-নিচ নির্বিশেষে প্রত্যেককে সমভাবে দশ দিরহাম করে বিতরণ করেন। দ্বিতীয় বছর আরো অধিক মাল আসলে তিনি জনপ্রতি বিশ দিরহাম বিতরণ করেন। এ জাতীয় ভেদাভেদহীন সমান হার সম্পর্কে লোকেরা তাঁকে প্রশ্ন করলে তিনি বলেন,

أمَّا مَا ذَكَرْتُمْ مِنَ السَّوَابِقِ وَالْقِدَمِ وَالْفَضْلِ، فَمَا أعْرَفَنِي بِذَلِكَ، وَإنَّمَا ذَلِكَ شَيْئٌ ثَوَابُهُ عَلَى اللهِ جَلَّ شَأْنُهُ، وَهَذَا مَعَاشٌ، فَالسَّوِيَّةُ فِيْهِ خَيْرٌ مِنَ الْأَثَرَةِ.

-"তোমরা যে মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্বের কথা বলছো, তা হলো পুণ্যের কাজ, যার বিনিময় আল্লাহ তা'আলা আখিরাতে দান করবেন। আর পৃথিবী হলো কোনো ধরনের জীবনধারণ। এখানে একজনের ওপর অপরজনকে অগ্রাধিকার দেয়ার চাইতে সমতা রক্ষা করাই উত্তম।"[১৪৩]

সত্যবাদিতা শাসক ও শাসিতের মধ্যে আচরণের ভিত্তি

আবূ বাকর (রা.) বলেন, الصِّدْقُ أَمَانَةٌ وَالْكَذِبُ خِيَانَةٌ. -"সত্যবাদিতা একটি পবিত্র আমানাত। আর মিথ্যাচার একটি জঘন্য বিশ্বাসঘাতকতা।"

আবূ বাকর (রা.) এ কথার মাধ্যমে সুস্পষ্টভাবে ঘোষণা করেছেন যে, তাঁর শাসন ব্যবস্থায় তাঁর ও জনগণের মধ্যে আচার-আচরণের ভিত্তি হবে সত্যবাদিতা। তাঁর শাসনকার্যে মিথ্যাচারকে কোনোভাবেই প্রশ্রয় দেয়া হবে না। তিনি এ ঘোষণার মাধ্যমে বুঝাতে চেয়েছেন যে, সত্যবাদিতাই হলো ইসলামী রাজনীতির একটি গুরুত্বপূর্ণ মূলনীতি ও অনন্য বৈশিষ্ট্য। এর মাধ্যমে ইসলামী রাষ্ট্রের শাসক ও জনগণের মধ্যে পারস্পরিক আস্থা ও বিশ্বাস বৃদ্ধি পাবে এবং এর ওপর ভিত্তি করেই একটি উন্নত, সমৃদ্ধ ও শক্তিশালী মুসলিম জাতি গঠন করা সম্ভব হবে। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, কিয়ামাতের দিন আল্লাহ তা'আলা মিথ্যাবাদী শাসকদের সাথে কোনোরূপ সদয় আচরণ করবেন না। তাদেরকে তিনি কঠোর শাস্তি দান করবেন।[১৪৪] বর্তমান রাজনীতিতে কার্যত সত্যবাদিতার তেমন একটা গুরুত্ব আছে বলে মনে হয় না। মিথ্যাচার, প্রতারণা ও শঠতাই যেন বর্তমান রাজনীতির প্রকৃত চরিত্র। ম্যাকিয়াভেলি লিখেছেন, "একজন

---

১৪২. ইবনু সা'দ, *আত-তাবাকাতুল কুবরা,* খ.৩,পৃ.২১৩

১৪৩. আবূ ইউসূফ, *কিতাবুল খারাজ,* পৃ.৪২; ইবনুল আছীর, *আল-কামিল,* খ.২,পৃ.৪২২

১৪৪. মুসলিম, *আস-সাহীহ,* (কিতাবুল ঈমান), হা.নং: ১৫৬

সার্বভৌম রাজা অন্যায়কে দমনের জন্য অন্যায়ের আশ্রয় নিতে পারবেন। কোনো ধর্ম ও নৈতিকাবোধের অনুগামী হবেন না তিনি। ধোঁকাবাজি, প্রতারণা, মিথ্যার আশ্রয় ও ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে নিজের ক্ষমতাকে যিনি টিকিয়ে রাখতে পারবেন, তিনিই শ্রেষ্ঠ শাসক।"[১৪৫]

আবূ বাকর (রা.)-এর এ কর্মনীতি জনগণের মধ্যে প্রবল উৎসাহ ও প্রেরণা সঞ্চার করেছিল। এর ফলে একদিকে তিনি জনগণের প্রভূত আস্থা অর্জন করতে সমর্থ হন, অপরদিকে জনগণ তাঁর সকল কাজে তাঁকে সক্রিয় সহযোগিতা করে। ফলে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর ওফাতের পর অতি অল্প সময়ের মধ্যে তাঁর পক্ষে একটি সুসংগঠিত ও শক্তিশালী ইসলামী রাষ্ট্রের বিকাশ সাধন সম্ভব হয়।

শত্রুদের বিরুদ্ধে লড়াই চালিয়ে যাওয়ার ঘোষণা

আবূ বাকর (রা.) বলেন, لَا يَدَعُ قَوْمٌ الْجِهَادَ فِي سَبِيلِ اللهِ إِلَّا ضَرَبَهُمُ اللهُ بِالذُّلِّ. -"যে জাতি আল্লাহর পথে জিহাদ করা ছেড়ে দেয়, আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে লাঞ্ছিত ও অপমানিত করেন।"

আবূ বাকর (রা.) এ কথার মাধ্যমে জনগণকে বুঝাতে চাইলেন যে, মুসলিম উম্মাতের সম্মান ও মর্যাদা জিহাদের সাথে জড়িত। যতদিন উম্মাত দীনের পথে লড়াই করতে থাকবে, ততদিন তাঁরা পৃথিবীতে সসম্মানে শির উঁচু করে দাঁড়াতে পারবে। আর যখনই তারা আল্লাহর পথে লড়াই করা ছেড়ে দেবে, তখন তারা প্রতি পদে পদে অপমান ও লাঞ্ছনার শিকার হবে। বস্তুত এ অনুভূতি থেকেই আবূ বাকর (রা.) জিহাদকে তাঁর শাসনকার্যের একটি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব হিসেবে গ্রহণ করে নেন এবং এতদুদ্দেশ্যে তিনি সর্ব মুহূর্তে সাধ্যমতো সর্বোচ্চ সমরশক্তি প্রস্তুত করে রাখতেন, যাতে শত্রুরা কোনো সময়েই ইসলাম ও মুসলিমদের বিরুদ্ধে কোনোরূপ ষড়যন্ত্র করার সাহস করতে না পারে। তিনি যুদ্ধের সরঞ্জাম সংগ্রহের জন্য একটি নির্দিষ্ট পরিকল্পনা কার্যকর করেছিলেন। বিভিন্ন সূত্রে সরকারী ফান্ডে যা কিছু জমা হতো, তা থেকে একটি মূল্যবান অংশ তিনি অস্ত্র ক্রয়ের কাজে ব্যয় করতেন। বস্তুত আবূ বাকর (রা.) তাঁর এ অনুভূতি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকেই গ্রহণ করেছেন, তিনি বলেছেন,

إِذَا تَبَايَعْتُمْ بِالْعِينَةِ وَأَخَذْتُمْ أَذْنَابَ الْبَقَرِ وَرَضِيتُمْ بِالزَّرْعِ وَتَرَكْتُمُ الْجِهَادَ سَلَّطَ
اللهُ عَلَيْكُمْ ذُلًّا لَا يَنْزِعُهُ حَتَّى تَرْجِعُوا إِلَى دِينِكُمْ.

-"যখন তোমরা আল্লাহর পথে লড়াই করা ছেড়ে দিয়ে নিজেদের ব্যবসা-বাণিজ্য,

১৪৫. Machiavelli, *The prince and the discourses*, p.

গরুপালন এবং চাষাবাদ নিয়ে সন্তুষ্ট থাকবে, তখন আল্লাহ তা'আলা তোমাদের এমনভাবে অপমানিত করবেন যে, যতক্ষণ না তোমরা তোমাদের দীনের দিকে ফিরে আসবে, ততদিন তোমরা সে অপমান ভোগ করতে থাকবে।"[১৪৬]

অশ্লীলতার বিরুদ্ধে লড়াই ঘোষণা

আবূ বাকর (রা.) বলেন, وَلَا تَشِيعُ الْفَاحِشَةُ فِي قَوْمٍ قَطّ إِلَّا عَمَّهُمْ اللهُ بِالْبَلَاء - "যে জাতির মধ্যে যখনই অশ্লীলতা বিস্তার লাভ করে, তখন তাদের সকলের ওপর আল্লাহর শাস্তি নেমে আসে।"

ইসলামী খিলাফাতের একটি প্রধান দায়িত্ব হলো, সমাজে নীতি-নৈতিকতা ও মানবিক মূল্যবোধের প্রসার করা। আবূ বাকর (রা.) তাঁর উক্ত কথার মাধ্যমে জনগণকে বুঝাতে চাইলেন যে, মুসলিম উম্মাতের শান্তি ও নিরাপত্তার প্রসঙ্গটি পবিত্র জীবনযাপনের সাথে জড়িত। আর এ পবিত্রতা নষ্ট করার জন্য প্রধানত দায়ী হলো অশ্লীলতা। যে সমাজে অশ্লীলতা বিস্তার লাভ করে, সেখানে মানুষের মানবিক ও সামাজিক মূল্যবোধের দারুণ অবক্ষয় ঘটে। তদুপরি এ পথ ধরেই সমাজের মধ্যে দুর্বলতা, অনৈতিক কর্মকাণ্ড ও রোগ-ব্যাধির প্রভূত বিস্তার ঘটে। আবূ বাকর (রা.) তাঁর এ কথার মাধ্যমে জনগণকে স্মরণ করিয়ে দিলেন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর এ বাণী-

لَمْ تَظْهَرْ الْفَاحِشَةُ فِي قَوْمٍ قَطُّ حَتَّى يُعْلِنُوا بِهَا إِلَّا فَشَا فِيهِمْ الطَّاعُونُ وَالْأَوْجَاعُ الَّتِي لَمْ تَكُنْ مَضَتْ فِي أَسْلَافِهِمْ الَّذِينَ مَضَوْا.

-"যখনই কোনো জাতির মধ্যে প্রকাশ্যে অশ্লীলতা বিস্তার লাভ করে, তখন তাদের মধ্যে প্লেগ ও নতুন নতুন নানা ব্যথা-বেদনা প্রসার লাভ করবে, যা পূর্ববর্তী জাতিগুলোর মধ্যে কখনো দেখা যায়নি।"[১৪৭]

আবূ বাকর (রা.) তাঁর শাসনামলে রাষ্ট্রের নাগরিকদেরকে পবিত্র জীবন যাপনে অভ্যস্ত করতে এবং যাবতীয় অশ্লীলতা থেকে দূরে রাখতে নিজে বিভিন্ন আত্মশুদ্ধিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করেন এবং রাজ্যের কর্মকর্তাদেরকেও এ মর্মে কঠোর নির্দেশ দিয়ে রেখেছিলেন, যাতে সমাজে কোনো রূপ অশ্লীলতা ও নীতি-নৈতিকতা বিরোধী কর্মকাণ্ড বিস্তার লাভ করতে না পারে।[১৪৮]

---

১৪৬. আবূ দাউদ, *আস-সুনান*, (কিতাবুল বুয়ূ'), হা.নং: ৩০০৩

১৪৭. ইবনু মাজাহ, *আস-সুনান*, (কিতাবুল ফিতান), হা.নং: ৪০০৯; হাকিম, *আল-মুস্তাদরাক*, (কিতাবুল ফিতান), হা.নং:৮৭৭২

১৪৮. আকবরাবাদী, *সিদ্দীকে আকবর রা.*, পৃ.৩১৯

অধ্যায়-৫

খিলাফাত ও আবূ বাকর (রা.)-এর খিলাফাতের যোগ্যতা

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর ওফাতের পর প্রধান প্রধান চার জন সাহাবী ইসলামী রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব পালন করেছেন। ইতিহাসে তাঁরা 'খুলাফা রাশিদূন' নামে পরিচিত এবং তাঁদের পরিচালিত রাষ্ট্রব্যবস্থাকে 'খিলাফাতে রাশিদাহ' বলা হয়। এ চার জন খালীফার মধ্যে প্রথম হলেন আবূ বাকর আছ্-ছিদ্দীক (রা.)। জনগণের সর্বসম্মত রায়ের ভিত্তিতে তিনি খালীফা নির্বাচিত হন। আমরা তাঁর খিলাফাতের কার্যক্রম বিস্তারিতভাবে আলোচনা করার পূর্বে খিলাফাতের সংজ্ঞা, মর্যাদা, প্রয়োজনীয় যোগ্যতা ও শর্তাবলি এবং পবিত্র কুর'আন ও হাদীসে আবূ বাকর (রা.)-এর খিলাফাতের ইঙ্গিত সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করবো।

খিলাফাত

'খিলাফাত' শব্দের আভিধানিক অর্থ কারো প্রতিনিধিত্ব করা বা স্থলাভিষিক্ত হওয়া। এর ব্যবহারিক অর্থ কেউ চলে যাবার পর তার স্থানে অধিষ্ঠিত হওয়া। এক কথায় মূল পদের স্থলাভিষিক্ত হওয়াকেই 'খিলাফাত' বলা হয়। 'ইমাম' শব্দও এ অর্থেই ব্যবহৃত হয় এবং 'খালীফা' ও 'ইমাম' এ দুটি শব্দ একই ব্যক্তির দুটি স্বতন্ত্র দিককে প্রকাশ করে। পূর্ববর্তী দায়িত্বশীলের প্রতিনিধি ও স্থলাভিষিক্ত হওয়ার দিক দিয়ে তিনি খালীফা এবং সমসাময়িক যুগের জনসাধারণের অনুসরণীয় ও সর্বাপেক্ষা মান্য ব্যক্তি হওয়ার কারণে তিনি ইমাম। বস্তুত নাবী-রাসূলগণের স্থলাভিষিক্ত হওয়া এবং তাঁদের ওফাতের পর গোটা উম্মাতের নেতৃত্বদানকেই বলা হয় 'খিলাফাত' ও 'ইমামাত"।[১] রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরাশাদ করেন,

كَانَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ تَسُوسُهُمْ الْأَنْبِيَاءُ، كُلَّمَا هَلَكَ نَبِيٌّ خَلَفَهُ نَبِيٌّ، وَإِنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي، وَسَيَكُونُ خُلَفَاءُ فَيَكْثُرُونَ.

-"বানূ ইসরা'ঈলের নাবী-রাসূলগণ তাঁদের গোত্রের নেতৃত্ব দান করতেন। যখন

১. ইবনু খালদূন, *আল-মুকাদ্দামাহ*, পৃ.৯৭; মাওয়ার্দী, *আল-আহকামুস সুলতানিয়্যাহ*, খ.১,পৃ.২৪; আবদুর রহীম, *খিলাফাতে রাশেদা*, পৃ. ২৯

কোনো নাবী মৃত্যুবরণ করতেন, তখন অন্য একজন নাবী তাঁর খালীফা (স্থলাভিষিক্ত) হতেন। কিন্তু আমার পর কোনো নাবী আসবে না। তাই (আমার মৃত্যুর পর তোমাদের মধ্য থেকে) বহু খালীফা জন্ম নেবে।"[২]

এ হাদীস থেকে এ কথা প্রমাণিত হয় যে, নাবী-রাসূলগণের প্রতিনিধিত্ব করাকেই 'খিলাফাত' বলা হয়। আর যিনি এ গুরুদায়িত্ব পালন করেন তাঁকে 'খালীফা' বলা হয়। ঐতিহাসিক ইবনু খালদূন (রহ.) বলেন,

إنَّ حَقِيْقَةَ الْخِلَافَةَ نِيَابَةٌ عَنْ صَاحِبِ الشَّرْعِ فِي حِفْظِ الدِّيْنِ وَسِيَاسَةِ الدُّنْيَا بِهِ.

-"প্রকৃত অর্থে খিলাফাত হলো দীনের রক্ষণাবেক্ষণ এবং দীনের আলোকে দুনিয়া পরিচালনা করার কাজে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর প্রতিনিধিত্ব করা।"[৩]

এ কারণে এ প্রতিনিধিত্বের দায়িত্ব পালনকারী ব্যক্তিকে 'খালীফাতু রাসূলিল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)' বলে আহবান করা রীতিসিদ্ধ।[৪]

কেউ কেউ মনে করেন যে, খালীফা পৃথিবীতে আল্লাহ তা'আলার বিধান কার্যকর করার ক্ষেত্রে তাঁর প্রতিনিধিত্ব করে থাকেন। কুর'আনের কয়েকটি আয়াতেও আল্লাহ তা'আলা মানুষকে দুনিয়ায় তাঁর খালীফা বলে উল্লেখ করেছেন।[৫] এ দৃষ্টিকোণ থেকে মানুষকে 'আল্লাহর খালীফা' বলে আহ্বান করা যেতে পারে। কিন্তু অধিকাংশ 'আলিমের মতে, কাউকে 'আল্লাহর খালীফা' বলে আহ্বান করা জায়িয নয়। কেননা সাধারণত ব্যক্তি প্রতিনিধি বা স্থলাভিষিক্ত হতে পারে অপর যে কোনো অনুপস্থিত বা মৃত ব্যক্তির। যেহেতু আল্লাহ তা'আলা সর্বক্ষণ উপস্থিত এবং চিরঞ্জীব, তাই কোনো ব্যক্তিকে তাঁর খালীফা বলা সমীচীন নয়।[৬] ইবনু আবী মুলাইকাহ (রা.) থেকে বর্ণিত, একবার জনৈক ব্যক্তি আবূ

---

২. বুখারী, *আস-সাহীহ,* (কিতাবু আহাদীছিল আম্বিয়া), হা.নং: ৩১৯৬; মুসলিম, *আস-সাহীহ,* (কিতাবুল ইমারাত), হা.নং: ৩৪২৯

৩. ইবনু খালদূন, *আল-মুকাদ্দামাহ,* পৃ.৯৭, ১১২

৪. মাওয়ার্দী, *আল-আহকামুস সুলতানিয়্যাহ,* খ.১,পৃ.২৪

৫. দেখুন, আল-কুর'আন, ২ (সূরা আল-বাকারাহ): ৩০; ৬ (সূরা আল-আন'আম):১৬৫; ১০ (সূরা ইউনূস): ১৪; ৩৫ (সূরা ফাতির) :৩৯; ৩৮ (সূরা সোয়াদ) : ২৬

৬. ইবনু খালদূন, *আল-মুকাদ্দামাহ,* পৃ.৯৭; মাওয়ার্দী, *আল-আহকামুস সুলতানিয়্যাহ,* খ.১,পৃ.২৫; নাবাবী, *আল-আযকার,* পৃ.৩৬১
ইমাম নাবাবী (রাহ.) বলেন,

ينبغي أن لا يقال خليفة الله. بل يقال الخليفة، وخليفة رسول الله صلي الله عليه وسلم، وأمير المؤمنين.

-"কোনো মুসলিম শাসককে 'আল্লাহর খালীফা' বলে সম্বোধন করা সমীচীন নয়; বরং খালীফা কিংবা খালীফাতু রাসূলিল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) অথবা আমীরুল মু'মিনীন বলে সম্বোধন করা উচিত।" (নাবাবী, *আল-আযকার,* পৃ.৩৬০-১; ইবনুল আযরাক, *বাদা'ইয়ুস সিলক..,* পৃ.১)

বাকর (রা.)কে 'খালীফাতুল্লাহ' বলে সম্বোধন করলো। তখন তিনি সাথে সাথে বললেন, لَسْتُ بِخَلِيفَةِ اللهِ؛ وَلَكِنِّي خَلِيفَةُ رَسُول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . -"আমি আল্লাহর খালীফা নই; বরং আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর খালীফা।"[৭] একবার জনৈক ব্যক্তি 'উমার ইবনু 'আবদিল 'আযীয (রহ.)কে 'খালীফাতুল্লাহ' বলে সম্বোধন করলো। তখন তিনি সাথে সাথে এর প্রতিবাদ করে বললেন,

> وَيْلَكَ! لَقَدْ تَنَاوَلْتَ تَنَاوُلًا بَعِيْدًا، إنَّ أُمِّي سَمَّتْنِي عُمَرَ، فَلَوْ دَعَوْتَنِي بِهَذَا الْإِسْمِ قَبِلْتُ، ثُمَّ كَبُرْتُ فَكُنِّيْتُ أَبَا حَفْصٍ، فَلَوْ دَعَوْتَنِي بِهِ قَبِلْتُ، ثُمَّ وَلَّيْتُمُونِيْ أُمُورَكُمْ، فَسَمَّيْتُمُونِي أَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ ، فَلَوْ دَعَوْتَنِي بِذَاكَ كَفَاكَ.
>
> -"তুমি ধ্বংস হও! তুমি মারাত্মক অপবাদ দিয়েছো। আমার মা আমার নাম রেখেছেন 'উমার। যদি তুমি আমাকে এ নামে ডাকতে, তা হলে আমি তা গ্রহণ করতাম। এরপর আমি যখন বড় হই, তখন আমার উপনাম হয় আবূ হাফ্স। যদি তুমি আমাকে এ নামেও ডাকতে, তা হলে আমি তাও গ্রহণ করতাম। অতঃপর তোমরা আমাকে তোমাদের শাসক নিযুক্ত করেছো এবং আমাকে আমীরুল মু'মিনীন নাম দিয়েছো। যদি তুমি আমাকে এ নামেও ডাকো, তা হলেও চলবে।"[৮]

উল্লেখ্য, অনেক ঐতিহাসিকই আবূ বাকর (রা.)-এর উপর্যুক্ত উক্তিকে তাঁর স্বভাবসুলভ অতুলনীয় বিনয় ও নিজের তুচ্ছতাবোধের অকাট্য প্রমাণ মনে করে নিয়েছেন। কিন্তু রাজনীতি বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে কথাটির বিশ্লেষণ করলে তা থেকে খিলাফাতের গভীর তাৎপর্য সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। বস্তুত প্রাথমিক যুগে মুসলিমদের হৃদয়ে খিলাফাতের যে রাষ্ট্ররূপ উদ্ভাসিত হয়ে ওঠেছিল, আবূ বাকর (রা.)-এর এ উক্তি ছিল তারই অভিব্যক্তি। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর আগে ও পরে শত-সহস্র রাজা-বাদশাহ ও শাসক এসেছে এবং দুনিয়ার রঙ্গমঞ্চ থেকে বিদায় নিয়েছে। তাদের সম্পর্কে সমসাময়িক লোকদের ও প্রজাসাধারণের দাবি ছিল, তারা পৃথিবীতে আল্লাহর স্থলাভিষিক্ত। এ কারণে তারা যে সম্ভ্রম-মর্যাদার অধিকারী, পৃথিবীর বুকে তা অন্য কারোই থাকতে পারে না। প্রত্যেক যুগের তোষামোদকারী ধর্মযাজক ও পুরোহিতরা এ ধারণা প্রতিষ্ঠিত করে তুলতে বিন্দুমাত্র কসূর করেনি। তারা দেশেদেশে রাজা-বাদশাহ ও শাসকদেরকে পূজ্য ও আরাধ্য করে তুলেছিল। মিসর, বেবিলন, পারস্য ও ভারতবর্ষ,

---

৭. ইবনু আবী শায়বাহ, *আল-মুছান্নাফ*, খ.৮,পৃ.৫৭২; ইবনুল খাল্লাল, *আস-সুন্নাত*, হা.নং: ৩৪২; আজুররী, *আশ-শারী'আত*, হা.নং:১১৬৪; ইবনু সা'দ, *আত-তাবাকাতুল কুবরা*, খ.৩,পৃ.১৮৩

৮. নাবাবী, *আল-আযকার*, পৃ.৩৬১; কালকাশান্দী, *মা'আছিরুল ইনাকাতি ফী মা'আলিমিল খিলাফাতি*, পৃ.৮

এমনকি মধ্যযুগে ইউরোপেও অধিকাংশ রাজা-বাদশাহ নিজেকে পৃথিবীতে 'আল্লাহর প্রতিনিধি' বা 'আল্লাহর ছায়া' মনে করতো। এ কারণে তাদের ক্ষমতা হতো অপ্রতিদ্বন্দ্বী এবং সকল প্রশ্ন, আপত্তি ও সমালোচনার উর্ধ্বে। তাদের মুখনিঃসৃত প্রতিটি কথাই 'আল্লাহর নিকট থেকে অবতীর্ণ প্রত্যাদেশ' রূপে গণ্য হতো। তাই তাদের আদেশ-নিষেধ অমান্য করা বা তার প্রতি বিন্দুমাত্র অবজ্ঞা প্রদর্শন করা মহাপাপের শামিল হতো এবং তা কার্যত ছিল অসম্ভব। রাজা-বাদশাহদের এ পদ-পবিত্রতা ও মহাসম্মানের ভাবধারা বিভিন্ন জাতির মধ্যে শত শত বৎসর পর্যন্ত অব্যাহত থাকে। এ প্রেক্ষিতে আবূ বাকর (রা.)-এর উপর্যুক্ত ক্ষুদ্র উক্তিটিতে নিহিত বিনয় ও আত্ম-স্বার্থহীনতা অবশ্যই বিচার-বিশ্লেষণের গুরুত্ব রাখে।

বলাই বাহুল্য, 'রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর খালীফা' কথাটি কোনোরূপ ব্যক্তিগত দাপট-প্রতাপ ও শ্রেষ্ঠত্ব বা নিরঙ্কুশ কর্তৃত্ব প্রকাশকারী নয়। এর মূল তাৎপর্য হলো, আল্লাহর নির্ধারিত সীমার মধ্যে অবস্থান করে তাঁরই বিধি-বিধানের ভিত্তিতে মুসলিমদের নেতৃত্ব দান ও রাষ্ট্র পরিচালনায় রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর স্থলাভিষিক্ত বা প্রতিনিধি হওয়া মাত্র।[৯] আবূ বাকর (রা.) খালীফা নির্বাচিত হবার পর প্রদত্ত নীতি-নির্ধারণী ভাষণ থেকে তাঁর এ কথার সত্যতা প্রতিভাত হয়ে ওঠে।[১০] তিনি সেখানে এ কথাটি সুস্পষ্ট করে দিয়ে বলেছেন,

أَطِيعُونِي مَا أَطَعْتُ اللهَ وَرَسُولَهُ، فَإِذَا عَصَيْتُ اللهَ وَرَسُولَهُ فَلَا طَاعَةَ لِي عَلَيْكُمْ.

-"তোমরা আমার নির্দেশ মান্য করে চলবে, যে যাবত আমি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করবো। যদি দেখ যে, আমি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের অবাধ্যতা করছি, তখন আমার নির্দেশ মান্য করা তোমাদের ওপর কোনোভাবেই সমীচীন নয়।"

খিলাফাতের মর্যাদা ও দায়িত্ব-কর্তব্য

ইসলামে নুবুওয়াতের পরেই খিলাফাত হলো সর্বাপেক্ষা মর্যাদাসম্পন্ন ও পবিত্র দায়িত্বপূর্ণ পদ। এ জন্য খালীফাগণ আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নির্দেশের সীমারেখার মধ্যে থেকে যে সকল নির্দেশ দেন তা সকলকেই মেনে চলতে হয়। তা ছাড়া কুর'আন ও সুন্নাহর মূলনীতির ভিত্তিতে রাষ্ট্র পরিচালনা ও মানব সমস্যার সমাধানের জন্য যে সব নতুন নতুন নির্দেশ দেবেন ও পদক্ষেপ নেবেন, তাও সকলকেই মেনে চলতে হয়।

৯. আবদুর রহীম, *খিলাফতে রাশেদা*, পৃ.৪৩
১০. আমরা ৪র্থ অধ্যায়ে আবূ বাকর (রা.)-এর এ ভাষণ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছি।

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আগেই ঘোষণা করে গেছেন,

وَسَتَرَوْنَ مِنْ بَعْدِي اخْتِلَافًا شَدِيدًا؛ فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ.

-"আমার পরে অচিরেই তোমরা প্রচণ্ড মতবিরোধ দেখতে পাবে। এ সময় তোমরা আমার এবং খুলাফা রাশিদূনের সুন্নাতগুলো মেনে চলবে।"[১১]

উপরন্তু তাঁদের অবাধ্যতা করা প্রকারান্তরে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর অবাধ্যতা করার শামিল। তিনি বলেছেন,

وَمَنْ أَطَاعَ أَمِيرِي فَقَدْ أَطَاعَنِي، وَمَنْ عَصَى أَمِيرِي فَقَدْ عَصَانِي.

-"যে ব্যক্তি আমার আমীরের আনুগত্য করলো, সে প্রকারান্তরে আমারই আনুগত্য করলো, আর যে ব্যক্তি আমার আমীরের অবাধ্যতা করলো, সে আমারই অবাধ্যতা করলো।"[১২]

বলাই বাহুল্য, এখানে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) 'আমীর' বলে তাঁর খালীফাগণকে বুঝিয়েছেন। এ কারণে খালীফা নির্বাচন করার সময় সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির রাজনৈতিক বিচক্ষণতা ও শাসনতান্ত্রিক যোগ্যতা-দক্ষতার দিকে যত না দৃষ্টি দেয়া উচিত, তার চেয়ে বেশি লক্ষ্য রাখতে হবে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সংস্পর্শে কিংবা নাবীর অবর্তমানে তাঁর আদর্শ অনুকরণে তিনি নিজেকে কতোটুকু পরিশুদ্ধ করতে সক্ষম হয়েছেন এবং তাঁর আধ্যাত্মিক ও নৈতিক বৈশিষ্ট্য কতটুকু আছে।

বস্তুত ইসলামে খিলাফাতের দায়িত্ব ও কর্তব্য অত্যন্ত ব্যাপক ও সর্বাত্মক। যাবতীয় বৈষয়িক, ধর্মীয় ও তামাদ্দুনিক লক্ষ্য এর মাধ্যমেই অর্জিত হয়ে থাকে। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর প্রদর্শিত কার্যাবলিকে সচল ও প্রতিষ্ঠিত রাখা এবং সকল প্রকার সংমিশ্রণ থেকে তার সংরক্ষণ ও উৎকর্ষ সাধন করা- এ সংক্ষিপ্ত কথা দ্বারাই খিলাফাতের দায়িত্ব ব্যাখ্যা করা যেতে পারে। আর একটি মাত্র যুক্তশব্দ দ্বারা তা বুঝাতে হলে বলা যায় 'ইকামাতে দীন'। এ শব্দটিও এতোই ব্যাপক অর্থবোধক যে, দীন ও দুনিয়ার সর্বপ্রকারের কাজই এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। সালাত, যাকাত, সাওম ও হাজ্জ প্রভৃতি বিধান চালু, দীনের প্রচার ও প্রসার, শাসন-শৃঙ্খলা-বিচার ও প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা এবং নাগরিকদের মৌলিক প্রয়োজন পূরণের ব্যবস্থা এক কথায় আধ্যাত্মিক,

---

১১. তিরমিযী, *আস-সুনান,* (কিতাবুল 'ইলম), হা.নং:২৬০০; ইবনু মাজাহ, *আস-সুনান,* (আল-মুকাদ্দামাহ), হা.নং: ৪২; আহমাদ, *আল-মুসনাদ,* হা.নং: ১৬৫১৯, ১৬৫২১, ১৬৫২২

১২. বুখারী, *আস-সাহীহ,* (কিতাবুল আহকাম), হা.নং: ৬৬০৪; মুসলিম, *আস-সাহীহ,* (কিতাবুল ইমারাত), হা.নং:৩৪১৮

শাসনতান্ত্রিক, বিচারিক ও তামাদ্দুনিক যাবতীয় কাজ সম্পাদনই খিলাফাতের দায়িত্বের অন্তর্ভুক্ত।[১৩] ইবনু খালদূন (রহ.) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর পবিত্র জীবন যেমন ধর্মীয় বিধি-বিধান প্রচার ও প্রতিষ্ঠায় অতিবাহিত হয়েছে, তেমনি মানুষের বস্তুগত ও তামাদ্দুনিক প্রয়োজন পূরণের জন্য রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক দায়িত্ব পালনের মধ্যেও অতিবাহিত হয়েছে। অতএব তাঁর পর যাঁরা তাঁর প্রতিনিধি ও স্থলাভিষিক্ত হয়েছেন, তাঁরা নিজেদের সমগ্র জীবন এ সকল উদ্দেশ্যকে বাস্তবায়ন করার জন্যই সম্পূর্ণরূপে নিয়োজিত করেছেন।[১৪] তবে এ কথা অনস্বীকার্য যে, অনাকাঙ্খিত বিশৃঙ্খলা, রক্তপাত ও অবস্থার পরিবর্তন খিলাফাতের মূল লক্ষ্যকে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর ত্রিশ বৎসর পরই ব্যর্থ করে দিয়েছে এবং এর কর্তৃত্বভার এমন সব লোকের হাতে অর্পিত হয়েছে, যারা কোনো দিক দিয়েই এ গুরুত্বপূর্ণ পদের যোগ্য ছিল না। যদি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর শিক্ষা অনুযায়ী পরবর্তী খালীফা ও শাসকদের নির্বাচন করা হতো, তা হলে মুসলিম সমাজের চেহারা সর্বতোভাবে ভিন্ন রকমের হতো, তাতে সন্দেহ নেই।

বলাই বাহুল্য যে, উপর্যুক্ত দায়িত্ব ও কর্তব্যসমূহ সুষ্ঠুরূপে আঞ্জাম দেবার প্রয়োজনে যে কোনো যুগে খালীফা নিযুক্ত করা উম্মাতের ওপর ফারয। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর ওফাতের পর সাহাবীগণ তাঁর দাফনকার্য মুলতবী করে দ্রুত তাঁর খালীফা নিযুক্ত করার কাজে লেগে যান, যাতে এক মুহূর্তের জন্যও উম্মাত ইমামবিহীন বিশৃঙ্খল অবস্থায় না থাকে। এ থেকে জানা যায় যে, এক মুহূর্তের জন্যও ইমামবিহীন জীবনযাপন করা মুসলিমদের জন্য জায়িয নয়।[১৫] ইতঃপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, আবূ বাকর (রা.) খিলাফাতের দায়িত্ব গ্রহণ করার প্রসঙ্গে যে কারণ ব্যাখ্যা করেছিলেন, তা হলো মুসলিমদের কোনো ইমাম না থাকার কারণে তিনি উম্মাতের মধ্যে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির আশঙ্কা করেছিলেন। ইমাম শাহারাস্তানী (রাহ.) বলেন, " 'পৃথিবী ইমাম শূন্য থাকতে পারে' এ কথা আবূ বাকর (রা.) এবং অপর কারো অন্তরে ঘুণাক্ষরেও সঞ্চার

---

১৩. মাওয়ার্দী (রাহ.) একজন খালীফার দশটি দায়িত্বের কথা উল্লেখ করেছেন। এগুলো হলো- ১. দীনের প্রচার ও প্রসার এবং সকল প্রকার সংমিশ্রণ থেকে তাকে রক্ষা করা। ২. ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা করা। ৩. সমাজে শান্তি ও নিরাপত্তা বিধান করা। ৪. দণ্ডবিধি কার্যকর করা। ৫. দেশের সীমান্ত রক্ষা করা। ৬. শত্রুদের সাথে লড়াই করা। ৭. যাকাত, সাদাকাহ ও জিযইয়া প্রভৃতি সংগ্রহ করা ও বন্টন করা। ৮. বেতন-ভাতা নির্ধারণ করা এবং যথাসময়ে তা নিয়মিত পরিশোধ করা। ৯. রাষ্ট্রের বিভিন্ন কর্মকর্তা ও কর্মচারী নিয়োগ করা এবং তাদের প্রশিক্ষণ দান করা। ও ১০. স্বচক্ষে জনগণের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করা ও তাদের মৌলিক প্রয়োজনসমূহ পূরণের ব্যবস্থা করা। (মাওয়ার্দী, *আল-আহকামুস সুলতানিয়্যাহ,* খ.১,পৃ.২৬)

১৪. ইবনু খালদূন, *আল-মুকাদ্দামাহ,* পৃ.৯৭, ১১৪

১৫. ইবনু খালদূন, *আল-মুকাদ্দামাহ,* পৃ.৯৮

হয়নি। তা থেকে জানা যায়, সাহাবা কিরাম (রা.) সকলেই এ বিষয়ে একমত ছিলেন যে, সর্বক্ষণ একজন ইমামের অবশ্যই প্রয়োজন।"[১৬] এটিই ছিল রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর দাফনকার্য বিলম্বিত হওয়ার পেছনে সঠিক কারণ। অথচ কেউ কেউ ধারণা করে থাকে যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর ওফাতের পর মুসলিমগণ ক্ষমতা ও নেতৃত্ব লাভের প্রতিযোগিতায় নেমেছিল এবং এ কারণেই তাঁর দাফনকার্য বিলম্বিত হয়। এরূপ ধারণা মোটেই সঠিক নয়। এটি মূলত মুসলিমবিদ্বেষী লেখকদের অপপ্রচার বৈ নয়।[১৭]

খালীফা হবার জন্য প্রয়োজনীয় শর্তাবলি ও আবূ বাকর (রা.)-এর যোগ্যতা

যেহেতু একজন খালীফাকে নুবুওয়াতের সকল দায়িত্বই পালন করতে হয়, তাই তাঁর মধ্যে সাধারণত সে সকল গুণ ও বৈশিষ্ট্য পাওয়া যাওয়া শর্ত, যেগুলো একজন নাবীর মধ্যে থাকে। তবে একজন খালীফার সকল গুণ ও বৈশিষ্ট্যের সাথে একজন নাবীর যাবতীয় গুণ ও বৈশিষ্ট্যের হুবহু মিল থাকবে, এমন কথা জরুরী নয়; কেননা মূল মূলই, আর শাখা শাখাই।[১৮] তবে নাবীর ঐ সমস্ত গুণের প্রতিবিম্ব খালীফার মধ্যে থাকা একান্ত জরুরী। রাষ্ট্র পরিচালনার উপযোগী কেবল বৈষয়িক যোগ্যতা ও দক্ষতাই যথেষ্ট নয়; সেই সাথে আধ্যাত্মিক গুণ-বৈশিষ্ট্যের দিক দিয়ে নাবীর প্রতিনিধিত্ব করার মতো জ্ঞান ও প্রজ্ঞা থাকা জরুরী। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যাঁদের মধ্যে এ ধরনের আধ্যাত্মিক যোগ্যতা দেখতে পান, তাঁদেরকেই নিজের স্থলাভিষিক্ত করার কথা জীবিতাবস্থায়ই ইশারা-ইঙ্গিতে প্রকাশ করে গেছেন। কুর'আন ও হাদীস থেকে খালীফার যোগ্যতা সম্পর্কে যা কিছু জানা যায়, তার দৃষ্টিতে যাচাই করলে এ কথা নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয় যে, খুলাফা রাশিদূনই ছিলেন মুসলিম বিশ্বের খালীফা হবার সর্বাধিক উপযুক্ত। কুর'আন ও হাদীসে বর্ণিত যাবতীয় গুণ ও বৈশিষ্ট্য তাঁদের মধ্যে পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান ছিল এবং এ কারণে তাঁরা খিলাফাতকে সুষ্ঠু নীতিতে পরিচালিত করতে পারবেন বলে জনমনে পূর্ণ বিশ্বাস ছিল। আবুল হাসান 'আলী নাদাভী (রাহ.) তাঁর 'আল-মুরতাদা' গ্রন্থে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর খালীফা হিসেবে দায়িত্ব পালনের জন্য কতিপয় বিশেষ শর্তের কথা আলোচনা করেছেন এবং বিভিন্ন দলীল-প্রমাণ দ্বারা এ কথা প্রমাণিত করেছেন যে, আবূ বাকর (রা.)-এর মধ্যে এ সকল শর্ত পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান

---

১৬. শাহারাস্তানী, *আল-মিলাল ওয়ান নিহাল*, খ.৭,পৃ.৩৭

১৭. বনসাভী, *আল-খিলাফাতু ওয়াল খুলাফাউর রাশিদূন*, পৃ.৪৯; সাল্লাবী, *আবূ বাকর আস-সিদ্দীক*, পৃ.১৪৩

১৮. আকবরাবাদী, *সিদ্দীকে আকবর (রা.)*, পৃ. ৯০

ছিল। নিম্নে সংক্ষেপে এ রূপ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ শর্তের কথা উল্লেখ করা হলো-

১. ইসলাম গ্রহণের পর জীবনের দীর্ঘ সময় রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর একান্ত আস্থাভাজন হিসেবে তাঁর সাহচর্যে অতিবাহিত করা, তাঁর জীবদ্দশায় দীনের গুরুত্বপূর্ণ রুকন আদায় ও বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে তাঁর প্রতিনিধিত্ব করা এবং তাঁর জীবনের কঠিন মুহূর্তগুলোতে তাঁর সাথে থাকা।

২. দীনের পথে যখনই যে কোনো ঝড়-ঝঞ্ঝা এসেছে, তখন পাহাড়সম দৃঢ়তার পরিচয় দান করা।

৩. রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সুখ-দুঃখ, শান্তি-যুদ্ধ, নির্জনতা ও সমাবেশ, সফর ও অবস্থানকাল তথা সর্বাবস্থায় ও সকল সময় তাঁর সাথে থাকা এবং তাঁর নিকট থেকে ইসলাম সম্পর্কে প্রভূত জ্ঞান লাভ করা।

৪. দীনের মর্যাদা ও ভাবমর্যাদা প্রতিষ্ঠা ও রক্ষার ক্ষেত্রে সর্বপ্রকারের ভয়-ভীতি, লোভ-লালসা ও স্বার্থপরতার উর্ধ্বে ওঠে দৃঢ়তম ব্যক্তিত্ব ও সাহসিকতার পরিচয় দান করা।

৫. রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর কামনা-বাসনাগুলো তাঁর ওফাতের পরে নির্ভয়ে যথার্থভাবে বাস্তবায়নের জন্য সুদৃঢ় ইচ্ছা পোষণ করা।

৬. দুনিয়ার বিত্ত-বৈভব এবং ভোগ-বিলাসের প্রতি কোনো আগ্রহ না থাকা এবং নিজের সন্তান-সন্ততি ও আত্মীয়-স্বজনের জন্য সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা ও বিস্তারের কোনো চিন্তা এক মুহূর্তের জন্যও অন্তরে জাগ্রত না হওয়া।[১৯]

বলাই বাহুল্য যে, সাহাবীগণ সকলেই সৎ ও ন্যায়পরায়ণ ছিলেন। তবে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর ওফাতের পর বিরাজমান পরিস্থিতিতে একটি নব গঠিত ইসলামী রাষ্ট্রকে সাফল্যের সাথে পরিচালনা করার জন্য মন ও মননে যে দৃঢ়তা ও কর্মদক্ষতা থাকা প্রয়োজন, সে ক্ষেত্রে সকল সাহাবীই একই পর্যায়ের ছিলেন, সে কথা অবশ্যই নয়। তবে এটা সত্য যে, ঐ সময় খিলাফাত পরিচালনা করার মতো যোগ্য ও সুদক্ষ লোক অনেকেই ছিলেন।

এখন প্রশ্ন হলো, তা হলে কেন সাহাবীগণ সর্বসম্মতিক্রমে আবূ বাকর (রা.)কেই খিলাফাতের জন্য বেছে নিলেন? এটা যে শুধু তাঁর সৌভাগ্যের ফল, তা নয়; বরং এর পেছনে অন্য অনেক কারণ রয়েছে। আমরা উপরিউক্ত শর্তগুলোর আলোকে যদি সাহাবা

---

১৯. নাদাভী, *আল-মুরতাদা*, পৃ. ৬৫-৬

কিরামের জীবন পর্যালোচনা করে দেখি, তা হলে সুস্পষ্টরূপে প্রতীয়মান হবে যে, এ সকল শর্তে পূর্ণমাত্রায় উত্তীর্ণ সাহাবা কিরামের মধ্যে আবূ বাকর (রা.)ই হলেন সর্বোত্তম ও সর্বশ্রেষ্ঠ, খিলাফাতের আগেও এবং খিলাফাতের পরেও। উম্মাতের মধ্যে তাঁর জুড়ি বা সমতুল্য কেউ নেই। তিনি ছিলেন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ ও আস্থাভাজন ব্যক্তি। সফর, সমাবেশ ও নির্জনতায় তিনিই সবচেয়ে বেশি তাঁর সাথে থাকতেন। তিনিই ছিলেন ইসলাম গ্রহণকারী প্রথম পুরুষ। ইসলামের পূর্বেও তিনি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর অন্তরঙ্গ সাথী ছিলেন। ইসলাম গ্রহণের পর তিনি তাঁর সঙ্গ ত্যাগ করেননি। এভাবে তিনি দুঃখে-সুখে, সফর ও অবস্থানকালে সবসময় তাঁর পাশেই থাকতেন। বস্তুত তিনি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের জন্য জীবনের সকল সম্পদ, আরাম-আয়েশ ও মান-সম্মান বিসর্জন দিয়েছেন। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর দীর্ঘ দিনের ঘনিষ্ঠতা ও সাহচর্য থেকে আবূ বাকর (রা.) যে মূল্যবান শিক্ষা পেয়েছিলেন, তা পাওয়ার সুযোগ অন্য কোনো সাহাবীর হয়নি। অনুরূপভাবে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম), ইসলাম ও মুসলিমদের জন্য তিনি যে ভূমিকা ও অবদান রেখে গেছেন, তা অন্য কোনো সাহাবীর পক্ষে সম্ভব হয়নি। তা ছাড়া জীবনের দীর্ঘ সময় ধরে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সাহচর্য ও সান্নিধ্য অর্জন, এর ওপর নিজের স্বাভাবিক যোগ্যতা ও প্রতিভার কারণে তিনি যে পরিমাণ নুবুওয়াতী জ্ঞান ও স্বভাব-চরিত্রের অধিকারী হয়েছিলেন, অন্য কেউ সেরূপ হতে পারেননি। তিনি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর শিক্ষা-দীক্ষার পবিত্র পরশে নিজেকে এমনভাবে গঠন করেছিলেন যে, চিন্তা-চেতনা ও স্বভাব-প্রকৃতিতে যেন তিনি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সাথে একাত্ম হয়ে গিয়েছিলেন। তাঁর ও রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর স্বভাব-চরিত্র যেন একই ধাঁচে গড়ে ওঠেছিল। গ্রন্থের বিভিন্ন জায়গায় তাঁর এ সকল গুণ ও বৈশিষ্ট্যের ওপর বিশদভাবে আলোচনা করা হয়েছে।

খিলাফাতের জন্য কুরাইশী হবার শর্ত

অধিকাংশের মতে খালীফা হওয়ার জন্য উপর্যুক্ত শর্তাবলির পাশাপাশি তাঁকে কুরাইশ বংশোদ্ভূত হতে হবে।[২০] কাদী 'ইয়াদ, ইমাম নাবাবী, হাফিয ইবনু হাজার ও

২০. মাওয়ার্দী, *আল-আহকামুস সুলতানিয়্যাহ*, খ.১,পৃ.৫; ইবনু খালদূন, *আল-মুকাদ্দামাহ*, পৃ.৯৯ তবে অনেকের মতে, খালীফা হওয়ার জন্য কুরাইশ বংশোদ্ভূত হওয়ার প্রয়োজন নেই। খাওয়ারিজ ও মু'তাযিলা সম্প্রদায়ের লোকেরা এ মত পোষণ করেন। (ইবনু বাত্তাল, *শারহুল বুখারী*, খ.১৫, পৃ.২২০; নাবাবী, *শারহু সাহীহি মুসলিম*, খ.৬,পৃ.২৮১) ইমাম আবূ হানীফাহ ও আবূ ইউসূফ (রাহ.) থেকেও এ ধরনের মত বর্ণিত রয়েছে। (কাশ্মীরী, *ফায়দুল বারী,*

জালালুদ্দীন সুয়ূতী (রা.) প্রমুখও এ মত সমর্থন করেছেন। *সাহীহুল বুখারী* ও *সাহীহু মুসলিম* সহ বহু হাদীসগ্রন্থে এরূপ বক্তব্য নানা ভাষায় ব্যক্ত হয়েছে। যেমন *সাহীহুল বুখারীতে* মু'আবিয়া (রা.) থেকে বর্ণিত রয়েছে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

إِنَّ هَذَا الْأَمْرَ فِي قُرَيْشٍ، لَا يُعَادِيهِمْ أَحَدٌ إِلَّا كَبَّهُ اللهُ فِي النَّارِ عَلَى وَجْهِهِ مَا أَقَامُوا الدِّينَ.

-"এ নেতৃত্ব [২১] কুরাইশের মধ্যেই বিদ্যমান থাকবে, যতদিন তারা দীনের ওপর অবিচল থাকবেন। এ ব্যাপারে যে কেউ তাদের বিরোধিতা করবে, আল্লাহ তা'আলা তাকে চরমভাবে অপমানিত করবেন।"[২২]

সাহীহু মুসলিমে النَّاسُ تَبَعٌ لِقُرَيْشٍ، وَالْخِلَافَةُ فِي قُرَيْشٍ. (লোকেরা কুরাইশের অনুগামী। আর খিলাফাত কুরাইশের মধ্যে থাকবে) শীর্ষক অধ্যায়ের অধীনে এ বিষয়ক ১০টি হাদীস বর্ণিত রয়েছে।[২৩] এ সকল হাদীসের মর্মকথা হলো খিলাফাত কুরাইশদের মধ্যেই বিদ্যমান থাকবে। সাকীফায়ে বানী সা'য়িদায় যখন আনসারগণ সা'দ ইবনু 'উবাদাহ (রা.)কে খালীফা নির্বাচনের ব্যাপারে ঐক্যবদ্ধ হন, তখন আবূ বাকর (রা.) তাঁদেরকে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর বাণী " الْأَئِمَّةُ مِنْ قُرَيْشٍ। " (অর্থাৎ ইমামগণ কুরাইশদের থেকে হবেন) স্মরণ করিয়ে দেন। ফলে তাঁরা নিজেদের সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করেন। এতে প্রমাণিত হয় যে, খালীফা কুরাইশী হবার ব্যাপারে সাহাবা কিরামের ইজমা' হয়ে গিয়েছিল।

কোনো কোনো মুসলিম বিদ্বেষী লেখক ও ঐতিহাসিকের ধারণা হলো, উপর্যুক্ত কথাটি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর বাণী নয়। এটি ছিল তখনকার সময়ে কুরাইশদের ব্যাপারে আরব সমাজে প্রচলিত ও সমাদৃত একটি উক্তি, যা আবূ বাকর আছ্-ছিদ্দীক (রা.) আনসারদের থেকে ক্ষমতা ছিনিয়ে নেয়ার কৌশল হিসেবে ব্যবহার করেছেন। না'উযু বিল্লাহ! তাঁদের এ ধারণা মোটেই সঠিক নয়। এটি তাদের সম্পূর্ণ অনুমাননির্ভর একটি কথা। বস্তুত এটি ইসলামের ইতিহাসকে বিকৃতভাবে উপস্থাপনের একটি জঘন্য অপপ্রয়াস। আবূ বাকর (রা.)-এর মতো একজন ব্যক্তি, যাঁর

খ.৪,পৃ.৪৯৮) ইমাম আবূ বাকর আল-বাকিল্লানী (রাহ.)ও এ মত পোষণ করেন। (ইবনু খালদূন, *আল-মুকাদ্দামাহ,* পৃ.৯৯)

২১. এখানে নেতৃত্ব বলতে খিলাফাত ও ইমামাতে কুবরাকে বুঝানো হয়েছে। খিলাফাত ব্যতীত নেতৃত্বের অন্যান্য ক্ষেত্রে কুরাইশী ও অকুরাইশী সকলেই সমান মর্যাদার অধিকারী। (হামিদ, *আল-আনসারু ফিল 'আসরির রাশিদি,* পৃ.১১১)

২২. বুখারী, *আস-সাহীহ,* (কিতাবুল আহকাম), হা.নং: ৬৬০৬

২৩. দেখুন, মুসলিম, *আস-সাহীহ,* (কিতাবুল ইমারাত), হা.নং: ৩৩৮৯-৩৩৯৮

মধ্যে পার্থিব ক্ষমতা ও নেতৃত্বের প্রতি সামান্যতমও মোহ ছিল না, তাঁর ব্যাপারে এরূপ ধারণা সত্যিই তাদের বিকৃত মানসিকতা ও ইসলামের প্রতি বিদ্বেষের সুস্পষ্ট প্রমাণ বহন করে। যদি তাদের মতানুযায়ী উক্ত বক্তব্যটি আবূ বাকর (রা.)-এর কথাই হতো, তবে আনসারগণ কথাটি শুনে কোনোক্রমেই ক্ষান্ত হতেন না। ঐ সময় কেউ আবূ বাকর (রা.)-এর এ উক্তি খণ্ডনও করেননি। তদুপরি আনসারগণ তাঁর আমলে তাঁর সাথে একাত্ম হয়ে বরাবরই অবদান রেখে গেছেন, যার ফলে আবূ বাকর (রা.) অতি অল্প সময়ের মধ্যেই রাষ্ট্রের সকল বিশৃঙ্খলা ও ভেদাভেদ দূরীভূত করে খিলাফাতকে একটি সুদৃঢ় ভিত্তির ওপর দাঁড় করাতে সক্ষম হন। এতে প্রমাণিত হয় যে, তাঁদের অনেকেই রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর উক্ত বাণী সম্পর্কে অবগত ছিলেন, আর যাঁরা জানতেন না, তাঁরা আবূ বাকর (রা.)-এর মতো নির্লোভ ব্যক্তির মুখে তা শুনে নীরব হয়ে যান।

বলাই বাহুল্য, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর উক্ত কথার উদ্দেশ্য এ মর্মে আগাম সংবাদ দান করা নয় যে, পৃথিবীতে যতো খালীফা ও ইমাম আসবেন, তারা সকলেই কুরাইশ বংশোদ্ভূত হবেন। অনুরূপভাবে উম্মাতকে সর্বমুহূর্তে কুরাইশের মধ্য থেকে খালীফা নির্বাচনের নির্দেশ দান করাও তাঁর কথার উদ্দেশ্য নয়। বরং এর প্রকৃত উদ্দেশ্য হলো- প্রত্যেক বংশেরই একটি সাধারণ বৈশিষ্ট্য থাকে এবং সাধারণ কথাবার্তায়ও ঐ বৈশিষ্ট্যটিকে তাদের সাথে সম্পৃক্ত করা হয়ে থাকে। যেমন আমরা বলে থাকি, 'আলিম তো দেওবন্দে হয়ে থাকে। এর মানে কখনো এ নয় যে, দেওবন্দ ছাড়া অন্য কোথাও 'আলিম জন্মগ্রহণ করেন না। এমনিভাবে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর কথার উদ্দেশ্য ছিল এই যে, খিলাফাত ও ইমামাতের জন্য যে সকল গুণ ও বৈশিষ্ট্যের প্রয়োজন (যেমন বুদ্ধি-বিচক্ষণতা, প্রজ্ঞা, সাহসিকতা ও বীরত্ব প্রভৃতি), তা সবই কুরাইশদের মধ্যে রয়েছে। তবে এর অর্থ এ নয় যে, এ সকল গুণ ও বৈশিষ্ট্য কুরাইশ ছাড়া অন্য কোনো গোত্র বা বংশের মধ্যে নেই। মোট কথা, খিলাফাত ও ইমামাতের পরিধি ঐ সকল গুণ ও বৈশিষ্ট্য দ্বারা নির্ধারিত হয়, যা কুরাইশদের সাধারণ বৈশিষ্ট্য ছিল। অতএব, যেহেতু এ গুণ ও বৈশিষ্ট্যগুলো কুরাইশদের মধ্যে সাধারণত পাওয়া যায়, তাই খালীফা তাদের মধ্য থেকে হওয়া বাঞ্ছনীয়।

তা ছাড়া শারী'আতের প্রত্যেকটি বিধানেরই একটি উদ্দেশ্য ও হিকমাত থাকে। খালীফা কুরাইশ বংশোদ্ভূত হওয়ার শর্তের মধ্যে হিকমাত কেবল এ নয় যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সম্পর্কের দ্বারা বারকাত ও সৌভাগ্য লাভ করা যাবে; বরং এর মধ্যে এ হিকমাতও রয়েছে যে, এর দ্বারা উম্মাতের মধ্যে ঐক্য বিদ্যমান থাকবে এবং তাদের মধ্যে দলাদলি ও বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টি হবে না। কেননা কুরাইশরা প্রাচীন আরব দেশে 'মুদার' গোত্র থেকে অনেক বেশি প্রভাবশালী ছিল এবং সমগ্র আরব তাদের নেতৃত্ব ও মর্যাদা অকুণ্ঠ চিত্তে মেনে নিতো। তাই ঐ সময় যদি খিলাফাত কুরাইশ ব্যতীত

অন্য গোত্রের হাতে চলে যেতো, তা হলে রাষ্ট্রে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হতো। সুতরাং এটা প্রমাণিত হলো যে, তখনকার সময়ে কুরাইশী হওয়ার শর্তারোপ কতোটা বিরোধ মিটানোর জন্য সহায়ক ছিল। অতএব, শারী'আতের কোনো হুকম সাধারণত কোনো দল, যুগ বা জাতির সাথে সম্পৃক্ত হয় না। এ দৃষ্টিকোণ থেকে যে ব্যক্তি মুসলিমদের খালীফা বা ইমাম হবেন, তার জন্য আমরা এ শর্ত আরোপ করবো যে, তিনি এমন দল বা বংশের মধ্য থেকে হবেন, যাদের নেতৃত্ব ও মর্যাদা সর্বজন স্বীকৃত, যেমন তখনকার যুগে আরবে কুরাইশদের ছিল।[২৪]

মোট কথা, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কুরাইশকে উদাহরণস্বরূপ উল্লেখ করেছেন। এর উদ্দেশ্য এই যে, একজন খালীফা তাঁর যুগের এমন একটি প্রভাবশালী ও মর্যাদাসম্পন্ন দলের সদস্য হবেন, যাদের মধ্যে খিলাফাত ও ইমামাতের গুণ ও বৈশিষ্ট্যগুলো পূর্ণাঙ্গভাবে বিদ্যমান, যেমন নুবুওয়াত ও খিলাফাতের আমলে কুরাইশদের মধ্যে এ গুণ ও বৈশিষ্ট্যগুলো বিদ্যমান ছিল।

উপর্যুক্ত আলোচনা থেকে এ কথাও স্পষ্ট হয়ে ওঠেছে যে, সাকীফায়ে বানী সা'য়িদায় আবূ বাকর (রা.) যখন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর উক্ত বাণী দ্বারা যুক্তি পেশ করেছিলেন, তখন সাহাবা কিরাম (রা.) তা শুনে নিশ্চুপ হয়ে গিয়েছিলেন। তার অর্থ শুধু এই ছিল যে, ঐ যুগের সামাজিক অবস্থায় খিলাফাতের দায়িত্ব পালনের যোগ্যতা ও মর্যাদা শুধু কুরাইশদের মধ্যে বিদ্যমান ছিল, কুরাইশ ব্যতীত অন্য কেউ খালীফা হলে তখন উম্মাতের মধ্যে ঐক্য ও সংহতি বজায় রাখা সম্ভব হতো না। এ কারণেই আবূ বাকর (রা.) ঐ সময় তাঁর ভাষণে বলেন, وَإِنَّ الْعَرَبَ لَا تَعْرِفُ هَذَا الْأَمْرَ إِلاَّ لِهَذَا الْحَيِّ مِنْ قُرَيْشٍ، وَهُمْ أَوْسَطُ دَارًا وَنَسَبًا. - "কুরাইশ ছাড়া অন্য কারো কর্তৃত্ব বা নেতৃত্ব সম্পর্কে আরববাসী পরিচিত নয়। পরিবার ও বংশের দিক থেকে তারাই হলো সবার চেয়ে উত্তম।"[২৫] আর এটা কে না বুঝে যে, যখন কুরাইশদের মধ্যে আবূ বাকর, 'উমার, 'উছমান ও 'আলী (রা.)-এর মতো ব্যক্তিত্ব রয়েছেন, সেখানে অন্য কারো খিলাফাতের প্রশ্নই ওঠে না। তদুপরি পরবর্তীকালেও যদি কুরাইশদের মধ্যে আবূ বাকর ও 'উমার (রা.)-এর মতো ব্যক্তি সর্বদা জন্মগ্রহণ করতেন, তা হলে কার সাহস ছিল যে, তাঁদের হাত থেকে খিলাফাত ছিনিয়ে নেয়?

এখন প্রশ্ন হলো, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর বাণী 'খিলাফাত কুরাইশদের মধ্যে বিদ্যমান থাকবে" এ কথার যথার্থতা কী রইলো? এর উত্তর হলো, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর এ ঘোষণা শর্তহীন ছিল না; বরং

---

২৪. ইবনু খালদূন, *আল-মুকাদ্দামাহ,* পৃ.১০০

২৫. তাবারী, *তারীখুল উমাম ওয়াল মুলূক,* খ.২,পৃ.৪৪৬; ইবনুল আছীর, *আল-কামিল..,* খ.১,পৃ.৩৫৯; ইবনু 'আসাকির, *তারীখু দিমাশক,* খ.৩০,পৃ.২৮৫

তা একটি শর্তের সাথে সম্পর্কিত। আর তা হলো- যত দিন তাঁরা দীন ও সত্যের ওপর অটল থাকবেন। অর্থাৎ প্রত্যেক কিছুরই স্থায়িত্ব তাঁর গুণ ও বৈশিষ্ট্যের ওপর নির্ভর করে। অতএব, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর কথার প্রকৃত উদ্দেশ্য হলো, যতদিন কুরাইশরা গুণে ও বৈশিষ্ট্যে কুরাইশ থাকবে, ততদিন তাদের মধ্যে খিলাফাত বিদ্যমান থাকবে এবং অন্যরা তাদের অনুগামী হবে। এ বিষয়ের বিভিন্ন হাদীসগুলোতে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) উম্মাতকে সতর্ক করেছেন। যেমন ইতঃপূর্বে বর্ণিত *সাহীহুল বুখারীর* হাদীসটিতে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এ কথা স্পষ্টভাবে ঘোষণা করেছেন যে, "এ নেতৃত্ব ততদিন কুরাইশের মধ্যে বিদ্যমান থাকবে, যতদিন তাঁরা দীনের ওপর অবিচল থাকবেন।" অন্য একটি হাদীসে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

> الْأَئِمَّةُ مِنْ قُرَيْشٍ، إِنَّ لَهُمْ عَلَيْكُمْ حَقًّا، وَلَكُمْ عَلَيْهِمْ حَقًّا مِثْلَ ذَلِكَ مَا إِنْ اسْتُرْحِمُوا فَرَحِمُوا، وَإِنْ عَاهَدُوا وَفَوْا، وَإِنْ حَكَمُوا عَدَلُوا، فَمَنْ لَمْ يَفْعَلْ ذَلِكَ مِنْهُمْ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ.
>
> -"ইমামগণ কুরাইশদের মধ্য থেকে হবেন। তোমাদের ওপর তাঁদের কিছু অধিকার রয়েছে এবং তাঁদের ওপর তোমাদেরও অনুরূপ কিছু অধিকার রয়েছে। আর তোমরা এ অধিকারগুলো রক্ষা করে চলবে, যে যাবত তারা দয়া প্রদর্শন করবে, যদি লোকেরা তাঁদের দয়া কামনা করে এবং যদি তাঁরা প্রতিশ্রুতি দেন, তবে পূর্ণ করবে, আর যদি তাঁরা বিচার করে, তবে ন্যায়নীতির ভিত্তিতে করবে। তাদের মধ্যে কেউ যদি এরূপ আচরণ না করে, তার ওপর আল্লাহ, ফেরেশতা এবং সকলের মানুষের অভিশাপ পতিত হবে।"[২৬]

ইবনুল আযরাক (রাহ.) হাদীসটি এভাবে বর্ণনা করেছেন, الْأَئِمَّةُ مِنْ قُرَيْشٍ، مَا قَامُوا فِيكُمْ بِثَلَاثٍ...-"ইমামগণ কুরাইশের মধ্য থেকে হবেন, যে যাবত তাঁরা তোমাদের মধ্যে তিনটি বিষয় সুপ্রতিষ্ঠিত রাখবেন।..."[২৭] এ হাদীসে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) উম্মাতকে এ মর্মে সুস্পষ্টভাবে সতর্ক করেছেন যে, যদি কুরাইশরা বিপথগামী হয়, তবে কোনোভাবেই তাদের অনুকরণ করা যাবে না এবং এ অবস্থায় খিলাফাত তাদের মধ্যে বিদ্যমান থাকবে না। অধিকন্তু এ অবস্থায় তাদের অনুকরণ উম্মাতের ওপর সমূহ বিপদ ও ধ্বংস ডেকে আনতে পারে। এ কারণে অন্য এক সময় রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, هَلَاكُ أُمَّتِي عَلَى يَدَيْ غِلْمَةٍ مِنْ قُرَيْشٍ.-" আমার

---

২৬. আহমাদ, *আল-মুসনাদ,* (মুসনাদু আনাস রা.) হা.নং: ১১৮৫৯; নাসা'ঈ, *আস-সুনানুল কুবরা,* হা.নং: ৫৯৪২

২৭. ইবনুল আযরাক, *বাদা'ইয়ুস সিলক..,* পৃ.৪২

উম্মাতের ধ্বংস কুরাইশের কতিপয় যুবকদের হাতে সম্পন্ন হবে।"[২৮] সাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন, এমন সময় আমাদের করণীয় কী হবে? রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) উত্তর দিলেন, لَوْ أَنَّ النَّاسَ اعْتَزَلُوهُمْ. -"যদি লোকেরা তাদের থেকে দূরে সরে যায়, বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে (তা-ই ভালো হবে)!"[২৯]

অতএব, কালক্রমে যখন কুরাইশদের অবস্থা দুর্বল হয়ে পড়ে এবং তাদের মধ্যে বিলাসপ্রিয়তা বেড়ে যায়, তখন তাদের বংশ মর্যাদা ধুলায় ধুসরিত হয়ে পড়লো এবং খিলাফাতের দায়িত্বও তাদের হাত থেকে ছিনিয়ে নেয়া হলো। তাদের ওপর অনারবরা বিজয়ী হলো এবং নেতৃত্বের আসন অধিকার করে বসলো।

খিলাফাতের জন্য রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর বংশধর হবার শর্ত

শী'আদের মতে, খালীফা হবার জন্য কুরাইশী নয়; বরং আহলে বাইতের (নাবী পরিবার) সদস্য হওয়া শর্ত। তাদের মধ্যে ইমামিয়্যাহ সম্প্রদায়ের মতে- খিলাফাতের বিষয়টি এমন কোনো সাধারণ কাজ নয়, যা জাতির জনসাধারণের মতের ওপর ছেড়ে দেয়া যেতে পারে; বরং এ বিষয়টি ধর্মের একটি স্তম্ভ এবং মাযহাবের ভিত্তি। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ওহীর মাধ্যমে এ বিষয়টির মীমাংসা করে গেছেন। তিনি তাঁর পরে 'আলী (রা.)কেই খালীফা ও ইমাম নিযুক্ত করেছিলেন। এ কারণে তারা আবূ বাকর ও 'উমার (রা.)কে বলপূর্বক খিলাফাতের পদ দখলকারী যালিম ও গাসিব বলে মন্তব্য করে থাকে। কেননা তাদের মতে, তাঁরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নির্দেশ মতো কাজ করেননি এবং 'আলী (রা.) থেকে খিলাফাতের পদ জোরপূর্বক ছিনিয়ে নিয়েছেন।

যাইদিয়্যাহ সম্প্রদায়ের মতে, 'আলী (রা.) ছিলেন খিলাফাতের সকলের চেয়ে বেশি হকদার। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যদিও সুনির্দিষ্টভাবে তাঁর নাম উল্লেখ করেননি; কিন্তু বিভিন্ন কথা ও কাজের মাধ্যমে তাঁর পরে 'আলী (রা.)কেই খালীফা নিযুক্ত করার ইঙ্গিত দিয়েছিলেন। সাহাবীগণ সে সকল ইঙ্গিত বুঝতে ভুল করে 'আলী (রা.)-এর পরিবর্তে তাঁর স্থলে অন্য সাহাবীকে নির্বাচিত করে নেন। এ দলটি আবূ বাকর ও 'উমার (রা.)-এর নিন্দা করে না। তবে 'আলী (রা.)কে তাঁদের চেয়ে উত্তম ও শ্রেষ্ঠ বলে মনে করে। উত্তম লোক বিদ্যমান থাকতে অপেক্ষাকৃত কম উত্তম লোককে খালীফা করা তারা জায়িয মনে করে না।

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) 'আলী (রা.)কেই তাঁর পরে খালীফা নিযুক্ত করে গেছেন কিংবা তিনিই খিলাফাতের অধিকতর হকদার, শী'আদের এ

---

২৮. বুখারী, *আস-সাহীহ,* (কিতাবুল মানাকিব), হা.নং: ৩৩৩৭, (কিতাবুল ফিতান), হা.নং: ৬৫৩৪
২৯. বাইহাকী, *দালা'য়িলুন নুবুওয়াত,* হা.নং:২৭৯৭

দাবি মোটেই সঠিক নয়। তদুপরি তা সাধারণ বিবেক-বুদ্ধিরও পরিপন্থী। ইসলাম ও রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর জীবন সম্পর্কে যার সামান্যটুকুন জ্ঞানও রয়েছে, সে এ কথা জানে যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁর বংশধরদের বেলায় পার্থিব সম্মান, মর্যাদা, আরাম-শান্তি অথবা ধন-সম্পদের ক্ষেত্রে কখনো কোনো স্বাতন্ত্র্য বা পক্ষপাতিত্ব প্রদর্শন করেননি। এমনকি তিনি তাঁর পরিত্যক্ত সম্পদও উম্মাতের জন্য উৎসর্গ করে গেছেন। তা হলে এটা কি করে কল্পনা করা যেতে পারে যে, দুনিয়ার নেতৃত্বের বিষয়ে নিজের বংশধরদের জন্য কোনো স্বাতন্ত্র্য প্রতিষ্ঠা করে গেছেন! শুধু তা-ই নয়, তিনি তাঁদের খিলাফাতের বিষয়ে কোনো নির্দেশনাও দিয়ে যান নি।

বিভিন্ন সূত্রে বর্ণিত রয়েছে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বিদায় হাজ্জ সমাপন করে ফেরার পথে জুহফাহ নামক স্থানে গাদীরে খুমের পাশে দাঁড়িয়ে উপস্থিত সকল সাহাবীকে উদ্দেশ্য করে এক গুরুত্বপূর্ণ ভাষণ দেন এবং এতে এক পর্যায়ে 'আলী (রা.)-এর হাত ধরে বললেন যে, مَنْ كُنْتُ مَوْلَاهُ فَعَلِيٌّ مَوْلَاهُ.-"আমি যার মাওলা (অর্থাৎ অন্তরঙ্গ), 'আলীও তার মাওলা (অন্তরঙ্গ)।"[৩০] এ হাদীসটি শী'আদের প্রধান দলীল। তাদের কথা হলো যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর এ ভাষণের উদ্দেশ্যই ছিল, বিদায় হাজ্জ উপলক্ষে উপস্থিত হাজার হাজার মানুষের সামনে তাঁর পরে 'আলী (রা.)-এর খিলাফাতের ঘোষণা দান করা। তাদের এ কথা মোটেই সঠিক নয়। প্রথমত, তারা 'মাওলা' শব্দটিকে খালীফা ও আমীর অর্থে ব্যবহার করে। অথচ আরবী ভাষায় 'মাওলা' শব্দের বহুবিধ ব্যবহার রয়েছে। যেমন- মালিক, বন্ধু, অন্ত রঙ্গ সাথী, প্রতিবেশী, অতিথি, আত্মীয়, চাচা বা চাচাতো ভাই, গোলাম ও অনুগামী প্রভৃতি। অতএব, এ শব্দ থেকে ইমাম বা খালীফার অর্থ গ্রহণ করা নিজেদের লালিত মতকে অন্যায়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করতে চেষ্টা করার নামান্তর। দ্বিতীয়ত, এ হাদীসের উদ্দেশ্য মোটেই তা নয়, যা শী'আরা বলছে; বরং এর প্রকৃত প্রেক্ষাপট হলো বিভিন্ন রিওয়ায়াত[৩১] থেকে জানা যায় যে, 'আলী (রা.)-এর সাম্প্রতিক কিছু কার্যকলাপে কতিপয় সাহাবীর মনে তাঁর প্রতি বিরূপ ধারণা জন্মেছিল, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁর এ কথার মাধ্যমে তাঁদের অন্তর থেকে 'আলী (রা.)-এর প্রতি অপছন্দ ভাব দূরীভূত করে ভালোবাসা স্থাপন করতে চেয়েছিলেন। তৃতীয়ত, 'আলী (রা.)-এর মর্যাদার ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর যে সব কথা রয়েছে, তা-ই যদি তাঁর রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর পর খালীফার হবার আগাম সংবাদ হয়,

---

৩০. আহমাদ, *আল-মুসনাদ*, (মুসনাদু 'আলী রা.), হা.নং: ৬০৬, ৯০৬, ৯১৫, ৯১৮, ১২৪২, (মুসনাদু আরকাম রা.), হা.নং: ১৮৪৭৬, ১৮৪৯৭

৩১. দেখুন, আহমাদ, *আল-মুসনাদ*, হা.নং:২১৮৬৭, ২১৯৫০; হাকিম, *আল-মুস্তাদরাক*, হা.নং: ২৫৪১; 'আবদুর রাযযাক, *আল-মুছান্নাফ*, হা.নং: ২০৩৮৮;

তা হলে এর চেয়ে আরো অনেক জোরালো ও সুস্পষ্ট বহু কথা[৩২] আবূ বাকর (রা.)-এর শানে রয়েছে, তার কী জবাব হবে?

উপরন্তু বিভিন্ন রিওয়ায়াত থেকে এটাও প্রমাণিত হয় যে, 'আলী (রা.)-এর এ আশঙ্কা ছিল, যদি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)কে খিলাফাতের ব্যাপারে জিজ্ঞেস করা হয়, তা হলে তিনি তাঁর ব্যাপারে 'না' সূচক উত্তর দেবেন। 'আবদুল্লাহ ইবনুল 'আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর মৃত্যু-রোগে আক্রান্ত অবস্থায় একবার 'আব্বাস (রা.) 'আলী (রা.)-এর নিকট গিয়ে গিয়ে বললেন, বিভিন্ন নিদর্শন দ্বারা আমার মনে হচ্ছে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এ রোগ থেকে মুক্তি লাভ করতে পারবেন না। তাই তুমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট গিয়ে জিজ্ঞেস কর, তাঁর পরে খিলাফাত কাদের হাতে থাকবে। যদি আমাদের হাতেই থাকে, তবে তো জানলামই। আর যদি অন্যদের হাতে দেয়া হয়, তাও জানলাম। এ অবস্থায় তিনি আমাদের ব্যাপারে অসিয়্যাত করবেন। এ কথা শুনে 'আলী (রা.) বললেন,

وَاللهِ لَئِنْ سَأَلْنَاهَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَنَعَنَاهَا لَا يُعْطِينَاهَا النَّاسُ بَعْدَهُ، وَإِنِّي وَاللهِ لَا أَسْأَلُهَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

-"আল্লাহর কাসাম, যদি আমরা এ ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)কে জিজ্ঞেস করি এবং তিনি যদি এ ব্যাপারে কোনো নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে দেন, তা হলে লোকেরা কখনোই তাঁর পরে আমাদেরকে খিলাফাতের অধিকারী করবে না। আল্লাহর কাসাম, তাই আমি কখনোই এ ব্যাপারে তাঁকে জিজ্ঞেস করবো না।"[৩৩]

তা ছাড়া খিলাফাত যেহেতু সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্মীয় পদমর্যাদা, তাই খালীফাকে আধ্যাত্মিক, মানসিক, প্রশাসনিক ও নৈতিক পূর্ণতা ও গুণাবলীর ক্ষেত্রে সকলের শীর্ষে থাকতে হবে। অতএব, এটা কি করে সম্ভব যে, খিলাফাতকে কোনো একটি বংশের সাথে- চাই তারা যতো উচ্চ মর্যাদার অধিকারীই হোক না কেন, সম্পৃক্ত করে দেয়া হবে। এরূপ করা হলে ইসলামী শাসন ব্যবস্থার মূল স্পিরিট 'শূরায়ী নিযাম'-এর বিপরীত কাজ করা হবে এবং ইসলামও নিঃসন্দেহে পুরোহিততন্ত্র কিংবা অভিজাততন্ত্র বা রাজতন্ত্রের আকার ধারণ করবে। ইসলামের কথা হলো, যে মুসলিম খিলাফাত ও ইমামাতের দায়িত্ব ও কর্তব্যসমূহ সুচারুরূপে পালন করার যোগ্যতা রাখে, সে যে বংশেরই বা যে গোত্রের

---

৩২. এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা পরে আসতেছে।

৩৩. বুখারী, *আস-সাহীহ*, (কিতাবুল মাগাযী), হা.নং: ৪০৯২, (কিতাবুল ইস্তি'যান), হা.নং:৫৭৯৫; আহমাদ, *আল-মুসনাদ*, হা.নং:২২৫৪; তাবারী, *তারীখুল উমাম ওয়াল মুলূক*, খ.২,পৃ.৪৩৬-৭

হোক না কেন, তাকেই খিলাফাতের জন্য নির্বাচিত করা উচিত। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন,

اسْمَعُوا وَأَطِيعُوا وَإِنْ اسْتُعْمِلَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ حَبَشِيٌّ كَأَنَّ رَأْسَهُ زَبِيبَةٌ.

-"যার মাথা দেখতে কিশমিশের বীজের মতো অর্থাৎ যে কোনো কুৎসিত কদাকার হাবশী গোলামকেও যদি তোমাদের শাসক নিযুক্ত করে দেয়া হয়, তবে তোমরা তারও আদেশ শোনো এবং মেনে চলো।"[৩৪]

আহলে বাইত থেকে যদি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কাউকে তাঁর খালীফা নিযুক্ত করে যেতেন, তা হলে তিনি অবশ্য 'আলী (রা.)ই হতেন। কিন্তু তিনি তিনি এ কাজ করে যাননি। এর পেছনে দুটি কারণ হতে পারে।

এক. রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এটা উপলব্ধি করেছিলেন যে, যদিও 'আলী (রা.) তাঁর ব্যক্তিগত গুণ ও বৈশিষ্ট্যাবলির কারণে খিলাফাতের সম্পূর্ণ যোগ্য; কিন্তু এ ব্যাপারে আগাম কোনো নির্দেশ প্রদান করা হলে মুসলিমদের মধ্যে এ সন্দেহের সৃষ্টি হতে পারে যে, 'খিলাফাত পদ' শুধু নাবী বংশধরের জন্যই সুনির্দিষ্ট। আর এটা সম্পূর্ণরূপে ইসলামের প্রকৃত রূপ ও শিক্ষার পরিপন্থী। তা ছাড়া কে এ ব্যাপারে দায়িত্ব গ্রহণ করবে যে, নাবী বংশে সর্বদা 'আলী (রা.)-এর মতো ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করতে থাকবেন।

খ. রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁর দূরদর্শিতার দ্বারা এটাও উপলব্ধি করেছিলেন যে, তাঁর ওফাতের পর ঝগড়া-বিবাদ, বিশৃঙ্খলা এবং কুফরী ও ধর্মত্যাগের এক বিরাট ঝড় বয়ে যাওয়ার আশঙ্কা রয়েছে এবং তা প্রতিহত করার জন্য শুধু ফারূকী শৌযবীর্য কিংবা হায়দারী বীরত্বই যথেষ্ট নয়; বরং এ জন্য প্রয়োজন সাহসিকতার সাথে দৃঢ়তা, আবেগের সাথে জ্ঞান ও বুদ্ধিমত্তা এবং কোমলতার সাথে কঠোরতা।[৩৫] আর এ সকল গুণ ও বৈশিষ্ট্যের পূর্ণমাত্রায় অধিকারী ছিলেন আবূ বাকর আছ্-ছিদ্দীক (রা.)। এ কারণে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইশারা-ইঙ্গিতে তাঁর পরে আবূ বাকর (রা.)কেই খালীফা করতে বলেন।

পবিত্র কুর'আনে আবূ বাকর (রা.)-এর খিলাফাতের ইঙ্গিত

পবিত্র কুর'আনে আবূ বাকর (রা.)-এর জীবনের কিছু কিছু গৌরবোজ্জ্বল ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছে এবং এ জন্য তাঁর প্রশংসা করা হয়েছে। তদুপরি কুর'আনে যেরূপ

---

৩৪. বুখারী, *আস-সাহীহ,* (কিতাবুল আহকাম), হা.নং: ৬৬০৯, (কিতাবুল ইস্তি'যান), হা.নং:৫৭৯৫; আহমাদ, *আল-মুসনাদ,* হা.নং:২২৫৪; তাবারী, *তারীখুল উমাম ওয়াল মুলূক,* খ.২,পৃ.৪৩৬-৭

৩৫. আকবরাবাদী, *সিদ্দীকে আকবর রা.,* পৃ.৯৪

অধিক হারে তাঁর বিশেষ বিশেষ 'আমালের উল্লেখ রয়েছে, সেরূপ অন্য কারোই নেই। আমরা এতদসংক্রান্ত আয়াতগুলো ৯ম অধ্যায়ে আলোচনা করবো। এখানে আমরা কেবল কুর'আনের সে আয়াতগুলো তুলে ধরবো, যা দ্বারা বুঝা যায় যে, আবূ বাকর আছ্-ছিদ্দীক (রা.)ই ছিলেন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর পরে তাঁর উম্মাতের মধ্যে তাঁর খিলাফাতের অধিকতর উপযুক্ত ব্যক্তি ও হকদার।

ক. আল্লাহর বাণী

﴿اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ. صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ﴾

-"আমাদের সঠিক পথের নির্দেশনা দান করুন! সে সকল লোকের পথ, যাদেরকে আপনি নি'মাত দান করেছেন। তাদের পথ নয়, যাদের ওপর গযব নাযিল হয়েছে এবং যারা পথভ্রষ্ট।"[৩৬]

এ আয়াতের মধ্যে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর বান্দাহদেরকে যে সকল লোকের পথে চলার জন্য প্রার্থনা করতে নির্দেশ দিয়েছেন অর্থাৎ যাঁদের প্রতি আল্লাহ তা'আলা বিশেষ অনুগ্রহ করেছেন, তাঁদের মধ্যে আবূ বাকর (রা.)ও অন্তর্ভুক্ত রয়েছেন। বলাই বাহুল্য, আল্লাহ তা'আলার বিশেষ অনুগ্রহপ্রাপ্ত বান্দাহদের মধ্যে নাবী-রাসূলগণের পরেই হলেন ছিদ্দীকগণ।[৩৭] রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বিভিন্ন হাদীসে আবূ বাকর (রা.) ছিদ্দীকদের সারিতে অন্তর্ভুক্ত থাকার কথা সুস্পষ্টভাবে জানিয়েছেন। তা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, আবূ বাকর (রা.) হলেন ছিদ্দীকদের অন্যতম। বরং ছিদ্দীকদের মধ্যে সর্বোত্তম ও সেরা, যাঁদের অনুসৃত সঠিক ও সরল পথ অনুসরণ করে চলতে আল্লাহ তা'আলা বান্দাহদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন। অতএব আবূ বাকর (রা.)-এর অনুসৃত পথ যেহেতু সম্পূর্ণ সঠিক পথ, তাই প্রমাণিত হয় যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর পর তাঁর খিলাফাতের জন্য তিনিই হলেন এ উম্মাতের মধ্যে সবার চেয়ে অধিক উপযুক্ত।[৩৮]

---

৩৬. আল-কুর'আন, ১ (সূরা আল-ফাতিহা): ৬-৭

৩৭. আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَمَنْ يُطِعِ اللهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا﴾

-"আর যে কেউ আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নির্দেশ মেনে চলবে, সে তাঁদের সাথেই থাকবে, যাঁদের প্রতি আল্লাহ তা'আলা বিশেষ অনুগ্রহ করেছেন। আর তাঁরা হলেন- নাবী, ছিদ্দীক, শাহীদ ও সৎকর্মশীল ব্যক্তিবর্গ। আর তাঁদের সান্নিধ্যই হলো উত্তম।" (আল-কুর'আন, ৪ [সূরা আন-নিসা']: ৬৯)

৩৮. রাযী, *মাফাতীহুল গায়ব*, খ.১,পৃ.২৩৮; শানকীতী, *আদওয়াউল বায়ান*, খ.১,পৃ.৩৬

খ. আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوا مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ ذَلِكَ فَضْلُ اللهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ﴾

-"হে ঈমানদারগণ, তোমাদের মধ্যে যারা নিজের দীন থেকে ফিরে যাবে, অচিরেই আল্লাহ এমন এক সম্প্রদায় সৃষ্টি করবেন, যাদেরকে তিনি ভালোবাসবেন এবং তারাও তাঁকে ভালোবাসবে। তারা মুসলিমদের প্রতি বিনয়-নম্র হবে এবং কাফিরদের প্রতি হবে কঠোর। তারা আল্লাহর পথে নিরন্তর সংগ্রাম করবে এবং কোনো ভর্ৎসনাকারীর ভর্ৎসনাকে পরওয়া করবে না। এটা আল্লাহর অনুগ্রহ, তিনি যাকে ইচ্ছা দান করেন। আল্লাহ হলেন প্রাচুর্য দানকারী ও মহাজ্ঞানী।"[৩৯]

বলাই বাহুল্য যে, এ আয়াতে আল্লাহ তা'আলা যে জাতিকে আল্লাহর পক্ষ থেকে নিয়ে আসার কথা বলা হয়েছে এবং তাদের যে সকল গুণ ও বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ করা হয়েছে, তা দ্বারা আবূ বাকর (রা.) ও তাঁর সহকর্মীবৃন্দকে বুঝানো হয়েছে। তাঁরাই সর্বপ্রথম এ সকল গুণ ও বৈশিষ্ট্যের ধারক ছিলেন।

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর ওফাতের পর একদিকে সাহাবীগণ ছিলেন তাঁর বিয়োগ ব্যথায় মুহ্যমান, অপরদিকে তখন সর্বত্র গোলযোগ ও বিদ্রোহের হিড়িক পড়ে যায়। তাঁর মৃত্যু সংবাদ প্রচার হওয়ার সাথে কয়েকটি গোত্র ধর্মত্যাগ করে। তা ছাড়া বহু গোত্র ইসলাম ও ইসলামী রাষ্ট্রের আনুগত্য বর্জন করে। এ রূপ কঠিন পরিস্থিতিতে দেশ ও জাতির দায়িত্ব প্রথম খালীফা আবূ বাকর (রা.)-এর কাঁধে সমর্পিত হয়। 'আয়িশা (রা.) বলেন,

تُوُفِّيَ رَسُولُ اللهِ؛ فَوَاللهِ لَوْ نَزَلَ بِالْجِبَالِ الرَّاسِيَاتِ مَا نَزَلَ بِأَبِي لَهَاضَهَا، فَمَا اخْتَلَفُوا فِي نُقْطَةٍ إِلاَّ طَارَ أَبِي بِغَنَائِهَا وَفَضْلِهَا.

-"রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর ওফাতের পর আমার পিতা আবূ বাকর (রা.)-এর ওপর যে বিপদের বোঝা পতিত হয়, তা কোনো পাহাড়ের ওপর পতিত হলে পাহাড়ও চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যেতো। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা তাঁকে এমন দুর্জয় শক্তি, সাহস ও দৃঢ়তা দান করেন যে, তিনি অমিত বিক্রমে সমস্ত আপদ-বিপদের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে যান এবং সর্বশেষে সফলকাম হন।"[৪০]

---

৩৯. আল-কুর'আন, ৫ (সূরা আল-মা'য়িদাহ) : ৫৪

৪০. বাইহাকী, *আস-সুনানুল কুবরা,* খ.৮,পৃ.২০০; তাবারানী, *আল-মু'জামুল আওসাত,* হা.নং: ৪৪৬৯; ইবনু আবী শাইবাহ, *আল-মুছান্নাফ,* খ.৮,পৃ.৫৭৪; ইবনু কাছীর, *আল-বিদায়াতু ওয়ান নিহায়াতু,* খ.৬,পৃ.৩৩৬; যাহাবী, *তারীখুল ইসলাম,* খ.১,পৃ.৩৬৯

এটা সকলই জানে যে, শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমেও বিদ্রোহের মুকাবিলা করা যায়; কিন্তু তখনকার পরিস্থিতি এতোই নাজুক ছিল যে, আবূ বাকর (রা.) সাহাবা কিরামের নিকট পরামর্শ চাইলে কেউ সে পরিস্থিতিতে কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করতে মত দিলেন না। সাহাবা কিরাম (রা.) মতবিরোধে লিপ্ত হয়ে পড়লে বহিঃশক্তি এ নবীন ইসলামী রাষ্ট্রটির ওপর চড়াও হতে পারে এমন আশঙ্কাও ছিল। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা আবূ বাকর (রা.)-এর অন্তরকে জিহাদের জন্য পাথরের মতো মজবুত করে দিলেন। তিনি সাহাবা কিরামের সামনে এমন এক মর্মভেদী ভাষণ দিলেন, যার ফলে এ জিহাদের অপরিহার্যতা সম্পর্কে কারো মনে কোনোরূপ দ্বিধা-দ্বন্দ্ব অবশিষ্ট রইলো না। তিনি নিম্নোক্ত ভাষায় তাঁর স্বীয় দৃঢ়তা ও অসীম সাহসিকতা সবার সামনে তুলে ধরেন-

> "যারা মুসলিম হওয়ার পর রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর প্রদত্ত নির্দেশ ও ইসলামী আইনকে অস্বীকার করে, তাদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করা আমার কর্তব্য। যদি আমার বিপক্ষে সকল জিন্ন ও মানব এবং বিশ্বের যাবতীয় বৃক্ষ-প্রস্তর একত্রিত করে আনা হয় এবং আমার সাথে কেউ না থাকে, তবুও আমি এ জিহাদ চালিয়ে যাবো।"[৪১]

এ কথা বলে তিনি ঘোড়ায় চড়ে এগিয়ে যেতে লাগলেন। এমন সময় সাহাবা কিরাম (রা.) সামনে এগিয়ে এলেন এবং তাঁকে এক জায়গায় বসিয়ে অল্পক্ষণের মধ্যে বিভিন্ন রণাঙ্গনে বিভিন্ন বাহিনী প্রেরণের জন্য পরিকল্পনা তৈরি করে ফেললেন। এ কারণেই 'আলী, হাসান আল-বাসরী, কাতাদাহ ও দাহহাক (রা.) প্রমুখ বলেন, এ আয়াতটি আবূ বাকর (রা.) ও তাঁর সহকর্মীদের সম্পর্কেই অবতীর্ণ হয়েছে। এতে যে জাতিকে আল্লাহর পক্ষ থেকে নিয়ে আসার কথা বলা হয়েছে, তাঁরাই হলেন সর্বপ্রথম সে জাতি।[৪২]

গ. আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ﴾

-"সে (আবূ বাকর) ছিল দু'জনের একজন, যখন তারা গুহার মধ্যে ছিল।"[৪৩]

এ আয়াতে দু'জনের দ্বিতীয় জন বলে আবূ বাকর (রা.)কে বুঝানো হয়েছে। এ থেকে তাঁর উচ্চ মর্যাদার কথা জানা যায়। বিশিষ্ট মুফাসসির কুরতুবী (রাহ.) বলেন, অনেক 'আলিমের মতে- এ আয়াত থেকে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর পরে আবূ বাকর (রা.)-এর খালীফা হবার কথা বুঝা যায়। কেননা খালীফা সবসময় দ্বিতীয় ব্যক্তিই হন। তিনি বলেন, আমার শায়খ আবুল 'আব্বাস আহমাদ (রহ.) বলেন, আবূ বাকর (রা.) যথার্থই দ্বিতীয় ব্যক্তি হবার উপযুক্ত। যেহেতু রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু

---

৪১. শাফী', *মা'আরিফুল কুর'আন*, পৃ.৩৩৮
৪২. তাবারী, *জামি'উল বায়ান*, খ.১০,পৃ.৪১১-২; কুরতুবী, *আল-জামি'..*, খ.৬, পৃ.২২০
৪৩. আল-কুর'আন, ৯ (সূরা আত-তাওবাহ): ৪০

'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যেসব দায়িত্ব পালন করেছিলেন তাঁর মৃত্যুর পর আবূ বাকর (রা.)ও সে সকল দায়িত্ব সুন্দররূপে পালন করেন। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর ওফাতের পর মাক্কা, মাদীনা ও বাহরাইনের জুওয়াছা ছাড়া সর্বত্র ধর্মত্যাগের হিড়িক পড়ে যায়। এ অবস্থায় তিনি আবারো সকলকে ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে আনতে সক্ষম হন, যেমন তা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) করেছিলেন। আবূ বাকর ইবনু 'আইয়াশ (রাহ.) থেকে বর্ণিত। আবূ হুসাইন (রা.) বলেন,

ما وُلِدَ بَعْد النَّبِيِّين مَوْلُود أفْضَل من أبِي بَكْر رضي الله عنه، لقد قام مَقَامَ نَبِيٍّ من الأنْبِيَاء في قتال أهْلِ الرِّدَّة .

-"নাবীদের পরে আবূ বাকর (রা.)-এর চেয়ে শ্রেষ্ঠ কোনো মানবসন্তান জন্মগ্রহণ করেননি। তিনি ধর্মত্যাগীদের বিরুদ্ধে লড়াই করার ক্ষেত্রে একজন নাবীর মতোই ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন।"[৪৪]

এ দিক থেকেও তাঁকে দু'জনের মধ্যে 'দ্বিতীয় জন' বলা যথার্থ।[৪৫]

ঘ. আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ﴾

-"মুহাজির ও আনসারগণের মধ্যে যারা অগ্রবর্তী ও প্রথম এবং যারা তাদের অনুসরণ করে, আল্লাহ তা'আলা তাদের সকলের ওপর সন্তুষ্ট হয়েছেন এবং তারাও তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছে। আর তিনি তাদের জন্য প্রস্তুত করে রেখেছেন বহু জান্নাত, যেগুলোর তলদেশ দিয়ে বহু প্রস্রবণ প্রবাহিত রয়েছে। সেখানে তারা চিরকাল ধরে থাকবে। এটাই হলো বড় সফলতা।"[৪৬]

এ আয়াত থেকেও বুঝা যায় যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর পরে তাঁর খিলাফাতের অধিক উপযুক্ত ব্যক্তি হলেন আবূ বাকর (রা.)। কেননা হিজরাত হলো সর্বাপেক্ষা কঠিন বিষয় ও সর্বোচ্চ ত্যাগ। তাই যারা এক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি ত্যাগ স্বীকার করবেন, তাঁরা নিঃসন্দেহে অপর যে কারো চাইতে শ্রেষ্ঠ ও উত্তম বিবেচিত হবেন। বলাই বাহুল্য যে, হিজরাতের ক্ষেত্রে আবূ বাকর (রা.)-এর চেয়ে

---

৪৪. বাগাভী, *মা'আলিমুত তানযীল*, খ.৩,পৃ.৭০; খাযিন, *লুবাবুত তাভীল..*, খ.২,পৃ.৬৫; আলূসী, *রূহুল মা'আনী*, খ.২,পৃ.৩২৫

৪৫. কুরতুবী, *আল-জামি'..*, খ.৮,পৃ.১৪৭-৮

৪৬. আল-কুর'আন, ৯ (সূরা আত-তাওবাহ): ১০০

অগ্রগামী কে হতে পারেন! তিনি ছিলেন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর হিজরাতের সাথী। এ সফরে তিনি নিজের জান-মাল, বাহন ও পরিবারের সদস্যবর্গ তথা সকল কিছুই রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর খিদমাতে উৎসর্গ করে দেন। অতএব, আল্লাহ তা‘আলা তাঁর ওপর সবার চেয়ে বেশি সন্তুষ্ট হবেন এটাই স্বাভাবিক। এ কথা থেকে প্রমাণিত হয় যে, যেহেতু রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর উম্মাতের মধ্যে আবূ বাকর (রা.)ই হলেন আল্লাহর নিকট সর্বোচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তি, তাই তাঁর ওফাতের পরে তিনিই হবেন তাঁর স্থলাভিষিক্ত কর্ণধার।[৪৭]

ঙ. আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿وَعَدَ اللهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا... ﴾

-“তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকর্ম করেছে, আল্লাহ তা‘আলা তাদেরকে ওয়াদা দিয়েছেন যে, তাদেরকে অবশ্যই পৃথিবীতে শাসন-কর্তৃত্ব দান করবেন, যেমন তিনি শাসনকর্তৃত্ব দান করেছিলেন তাদের পূর্ববর্তীদেরকে এবং তিনি অবশ্যই সুদৃঢ় করবেন তাদের দীনকে, যা তিনি তাদের জন্য পছন্দ করেছেন এবং তিনি তাদের ভয়-ভীতির পরিবর্তে অবশ্যই তাদেরকে শান্তি দান করবেন।...”[৪৮]

এ আয়াত থেকে বুঝা যায় যে, আবূ বাকর (রা.) ও তাঁর পরবর্তী ‘উমার, উছমান ও ‘আলী (রা.) প্রমুখ খালীফাগণের খিলাফাত হক ও ন্যায়ের ওপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। এ আয়াতে আল্লাহ তা‘আলা তিনটি বিষয়ের ওয়াদা দিয়েছেন। ১. তোমার উম্মাতকে পৃথিবীর খালীফা ও শাসনকর্তা করা হবে, ২. আল্লাহর মনোনীত দীন ইসলামকে শক্তিশালী করা হবে ও ৩. মুসলিমদের এমন শক্তি ও শৌর্য-বীর্য দান করা হবে যে, তাদের অন্তরে শত্রুদের কোনো ভয়-ভীতি থাকবে না।

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর ওফাতের পর যে দ্বন্দ্ব-সংঘাত মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে, আবূ বাকর (রা.) তা নির্মূল করেন এবং পারস্য, শাম ও মিসর অভিমুখে সৈন্যাভিযান প্রেরণ করেন। বসরা ও দিমাশ্ক তাঁর আমলেই বিজিত হয় এবং অন্যান্য দেশেরও কতেক অংশ করতলগত হয়। আবূ বাকর (রা.)-এর মৃত্যুর পর ‘উমার (রা.) শাসন ব্যবস্থা এমন সুন্দরভাবে পরিচালনা করেন যে, নাবী-রাসূলগণের পর পৃথিবীবাসী এমন সুন্দর ও সুশৃঙ্খল শাসনব্যবস্থা আর প্রত্যক্ষ করেননি। তাঁর আমলে শাম

---

৪৭. রাযী, *মাফাতীহুল গায়ব*, খ.৮,পৃ.১২৭

৪৮. আল-কুর'আন, ২৪ (সূরা আন-নূর): ৫৫

পুরোপুরি বিজিত হয়। এমনিভাবে সমগ্র মিসর ও পারস্যের অধিকাংশ এলাকা বিজিত হয়। এরপর 'উছমান (রা.)-এর আমলে মুসলিমদের বিজয়ের পরিধি পৃথিবীর পূর্ব ও পশ্চিম প্রান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত হয়। পাশ্চাত্যে আন্দালুস ও সাইপ্রাস পর্যন্ত, দূরপ্রাচ্যে চীন ভূখণ্ড পর্যন্ত এবং ইরাক, খোরাসান ও আহওয়ায ইত্যাদি সব তাঁর আমলেই মুসলিমগণের অধিকারভুক্ত হয়। এভাবে আল্লাহ তা'আলা তাঁর এ প্রতিশ্রুতি খুলাফা রাশিদূনের প্রথম তিন খালীফার আমলেই পূর্ণ করে দেন।[৪৯] এ আয়াত একদিকে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নুবুওয়াতের প্রমাণ। কেননা আয়াতে বর্ণিত ভবিষ্যদ্বাণী হুবহু পূর্ণ হয়েছে। অপরদিকে এটি খুলাফা রাশিদূনের খিলাফাতের সত্যতা, বিশুদ্ধতা ও আল্লাহর নিকট মাকবূল হওয়ারও প্রমাণ। বিশিষ্ট মুফাসসির ইবনু কাছীর (রাহ.) বলেন, একবার এক তাবি'ঈ এ আয়াত তিলাওয়াত করে বললেন যে, আবূ বাকর ও 'উমার (রা.)-এর খিলাফাত কুর'আনের এ বক্তব্য অনুযায়ীও সত্য।[৫০] কেননা আল্লাহ তা'আলা যে প্রতিশ্রুতি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ও তাঁর উম্মাতকে দিয়েছিলেন, তাঁর পুরোপুরি বিকাশ তাঁদের আমলে হয়েছে। যদি তাঁদের খিলাফাতকে সত্য ও বিশুদ্ধ বলে স্বীকার করা না হয়, যেমন রাফিদী (শী'আ)দের ধারণা, তবে বলতে হবে যে, কুর'আনের এই প্রতিশ্রুতি ইমাম মাহদী (রাহ.)-এর আমলে পূর্ণ হবে। এরূপ কথা হাস্যকর বৈ নয়। এর সারমর্ম দাঁড়ায় যে, শত শত বছর পর্যন্ত সমগ্র উম্মাত অপমান ও লাঞ্ছনার মধ্যে দিনাতিপাত করবে এবং কিয়ামাতের নিকটতম সময়ে ক্ষণকালের জন্য তারা খিলাফাত লাভ করবে। এই প্রতিশ্রুতিতেই সে খিলাফাতই বুঝানো হয়েছে। না'উযু বিল্লাহ! বাস্তব ও সত্য কথা হলো এই যে, ঈমান ও সৎকর্মের যে সব শর্তের ভিত্তিতে আল্লাহ তা'আলা এ প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, সে সব শর্ত খুলাফা রাশিদূনের মধ্যে সর্বাধিক পরিপূর্ণরূপে বিদ্যমান ছিল এবং আল্লাহর ওয়াদাও সম্পূর্ণরূপে তাঁদের আমলেই পূর্ণ হয়েছে।

চ. আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿قُلْ لِلْمُخَلَّفِينَ مِنَ الْأَعْرَابِ سَتُدْعَوْنَ إِلَى قَوْمٍ أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ تُقَاتِلُونَهُمْ أَوْ يُسْلِمُونَ فَإِنْ تُطِيعُوا يُؤْتِكُمُ اللهُ أَجْرًا حَسَنًا وَإِنْ تَتَوَلَّوْا كَمَا تَوَلَّيْتُمْ مِنْ قَبْلُ يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا﴾

-"(হে রাসূল,) পশ্চাতে অবস্থানকারী বেদুঈনদেরকে বলে দাও, আগামীতে তোমাদেরকে এক প্রবল পরাক্রান্ত জাতির সাথে যুদ্ধ করতে আহ্বান জানানো

৪৯. ইবনু কাছীর, *তাফসীরুল কুর'আনিল 'আযীম*, খ.৬, পৃ.৭৯; শাফী, *মা'আরিফুল কুর'আন*, পৃ.৯৫০

৫০. ইবনু কাছীর, *তাফসীরুল কুর'আনিল 'আযীম*, খ.৬, পৃ.৭৯

Contents

হবে। তোমরা তাদের সাথে যুদ্ধ করবে, যতক্ষণ না তারা মুসলিম হয়ে যায়। তখন যদি তোমরা নির্দেশ পালন কর, তবে আল্লাহ তোমাদের উত্তম পুরস্কার দেবেন। আর যদি পৃষ্ঠপ্রদর্শন কর, যেমন ইতঃপূর্বে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করেছো, তবে তিনি তোমাদেরকে মর্মন্তুদ শাস্তি দেবেন।"[৫১]

হুদাইবিয়ার সফর থেকে যারা পশ্চাতে রয়ে গিয়েছিল, তাদের সবাইকে খাইবারের যুদ্ধ থেকে বিরত রাখা হয়েছিল। এ আয়াতে তাদেরকে বলা হয়েছে, ভবিষ্যতে তোমাদের জন্য আরো সুযোগ আসবে। তখন তোমাদের ঈমানের পরীক্ষা নেয়া হবে। কোনো কোনো মুফাসসিরের মতে, এ আয়াতে প্রবল পরাক্রমশালী জাতি বলে পারস্যবাসী ও রোমানদের বুঝানো হয়েছে। তাদের সাথে 'উমার (রা.)-এর আমলে যুদ্ধ হয়েছে। আবার অনেকের মতে বানূ হানীফাকে বুঝানো হয়েছে। আবূ বাকর (রা.)-এর আমলে তাঁদের সাথে যুদ্ধ হয়।[৫২] রাফি' ইবনু খাদীজ (রা.) বলেন,

وَاللهِ لَقَدْ كُنَّا نَقْرَأُ هَذِهِ الْآيَةَ فِيْمَا مَضَى " سَتُدْعَوْنَ إِلَى قَوْمٍ أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ " فَلَا نَعْلَمُ مَنْ هُمْ حَتَّى دَعَانَا أَبُو بَكْرٍ إِلَى قِتَالِ بَنِي حَنِيْفَةَ، فَعَلِمْنَا أَنَّهُمْ هُمْ.

-"আল্লাহর কাসাম, আমরা কুর'আনের এ আয়াত পাঠ করতাম; কিন্তু আমাদের জানা ছিল না যে, এতে কোন্ জাতিকে বুঝানো হয়েছে। অবশেষে আবূ বাকর (রা.)-এর আমলে তিনি আমাদেরকে বানু হানীফা ও ভণ্ড মুসাইলামার সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে নির্দেশ দেন। তখন আমরা বুঝতে পারলাম যে, উক্ত আয়াতে এই জাতিকেই বুঝানো হয়েছে।"[৫৩]

এ দু ধরনের রিওয়ায়াতের মধ্যে কোনো বিরোধ নেই। পরবর্তীকালে সকল প্রতিপক্ষই এর অন্তর্ভুক্ত থাকতে পারে।

বিশিষ্ট মুফাসসির কুরতুবী (রাহ.) বলেন, আবূ বাকর আছ্-ছিদ্দিক ও 'উমার আল-ফারূক (রা.)-এর খিলাফাত যে সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত ছিল, এ আয়াত তার প্রমাণ।[৫৪]

ছ. আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللهِ وَرِضْوَانًا وَيَنْصُرُونَ اللهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ﴾

৫১. আল-কুর'আন, ৪৮ (সূরা আল-ফাতহ): ১৬
৫২. তাবারী, *জামি'উল বায়ান*, খ.২২, পৃ.২১৯; কুরতুবী, *আল-জামি' লি আহকামিল কুর'আন*, খ.১৬, পৃ.২৭২; ইবনু কাছীর, *তাফসীরুল কুর'আনিল 'আযীম*, খ.৭, পৃ.৩৩৮
৫৩. কুরতুবী, *আল-জামি' লি আহকামিল কুর'আন*, খ.১৬, পৃ.২৭২
৫৪. কুরতুবী, *আল-জামি' লি আহকামিল কুর'আন*, খ.১৬, পৃ.২৭২

-"নিঃস্ব মুহাজিরদের জন্য, যারা আল্লাহর অনুগ্রহ ও সন্তুষ্টি লাভের অন্বেষণে এবং আল্লাহ ও তাঁর সাহায্যার্থে নিজেদের বাস্তুভিটা ও ধন-সম্পদ থেকে বহিস্কৃত হয়েছে। তারাই সত্যবাদী।"[৫৫]

এ আয়াতে সকল নিঃস্ব মুহাজিরকে সত্যবাদী বলে ঘোষণা দেয়া হয়েছে। আর যাঁদের সততা ও নিষ্ঠার সাক্ষ্য স্বয়ং আল্লাহ তা'আলাই দিয়েছেন, তাঁরা কোনোরূপ মিথ্যাচারে লিপ্ত হবেন তা একেবারেই অসম্ভব। আর এ পরম সত্যপরায়ণ নিষ্ঠাবান লোকেরাই তাঁদের আনসারী ভাইগণসহ মিলে সর্বসম্মতিক্রমে সত্যপরায়ণ আবূ বাকর আছ্-ছিদ্দিক (রা.)কেই 'খালীফাতু রাসূলিল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)' নামে আখ্যায়িত করেছেন।[৫৬] অতএব এ দৃষ্টিকোণ থেকেও এ আয়াতও আবূ বাকর (রা.)-এর খিলাফাতের সত্যতা ও বিশুদ্ধতার প্রমাণ বহন করে।[৫৭]

হাদীসে নাবাবীতে আবূ বাকর (রা.)-এর খিলাফাতের ইঙ্গিত

এ কথা যদিও সত্য যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) খিলাফাতের জন্য কারো নাম সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করে যাননি; তবে বিভিন্ন হাদীসের দিকে তাকালে এ কথা পরিষ্কার বুঝা যায় যে, তিনি বহুবার তাঁর কথা ও কাজের মাধ্যমে আবূ বাকর (রা.)-এর খিলাফাতের কথা ঘোষণা করেছেন, কখনো ইঙ্গিতে, আবার কখনো স্পষ্টভাবে।[৫৮] এ ধরনের হাদীসের সংখ্যা এতো অধিক এবং এতো শক্তিশালী যে, তা

---

৫৫. আল-কুর'আন ৫৯ (সূরা আল-হাশর) :৮

৫৬. ইবনু হাযম, *আল-ফাসলু ফিল মিলাল..*, খ.১, পৃ.৪৬৬; ইবনু তাইমিয়্যাহ, *মিনহাজুস সুন্নাহ*, খ.১,পৃ.১৩৫

৫৭. নাসির, *'আকীদাতু আহলিস সুন্নাতি ওয়াল জামা'আতি*, খ.২, পৃ.৫৩৮

৫৮. রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আবূ বাকর (রা.)-এর খিলাফাতের বিষয়ে কি স্পষ্ট ঘোষণা দিয়েছেন, না কি পরোক্ষভাবে ইশারা-ইঙ্গিতে বলেছেন- তা নিয়ে ইমামগণের মধ্যে দু ধরনের মত দেখা যায়। হাসান আল-বাসরী (রহ.)-এর মতে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) পরোক্ষভাবে ইশারা-ইঙ্গিতে তাঁর খিলাফাতের কথা ব্যক্ত করেছেন। আহলুল হাদীসের মধ্যে অনেকেই এ মত পোষণ করেন। আহমাদ ইবনু হাম্বাল (রহ.) থেকেও এরূপ একটি রিওয়ায়াত বর্ণিত রয়েছে। (ইবনু তাইমিয়্যাহ, *মিনহাজুস সুন্নাহ*, খ.১,পৃ.১৩৪-১৩৫; তাহাভী, শারহুল) তাঁরা আবূ বাকর (রা.)-এর ইমামাত ও মাসজিদে নাবাবীতে আবূ বাকর (রা.)-এর দরজা ছাড়া অন্য সকলের দরজা বন্ধ করে দেয়া সংক্রান্ত রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নির্দেশকেই তাঁদের মতের পক্ষে দলীল হিসেবে পেশ করেন। পক্ষান্তরে আহলুল হাদীসের অন্য একটি বড় অংশ মনে করেন যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সুস্পষ্টভাবে আবূ বাকর (রা.)-এর খিলাফাতের কথা ঘোষণা করেছেন। (নাসির, *'আকীদাতু আহলিস সুন্নাত..*, খ.২,পৃ.৫৪৭) ইমাম ইবনু হাযম (রহ.)ও এ মত পোষণ করেন। (ইবনু হাযম, *আল-ফাসলু ফিল মিলাল..*, খ.৪,পৃ.১০৭) তাঁরা এ প্রসঙ্গে বর্ণিত বিভিন্ন হাদীসকে তাঁদের মতের পক্ষে দলীল হিসেবে পেশ করেন। এ বিষয়ে আমার যতটুকু গবেষণা, তাতে মনে হয় যে, আল্লাহ তা'আলা তাঁর রাসূলকে এ মর্মে অবহিত করেছিলেন যে, তাঁর মৃত্যুর পরে মুসলিমগণ বিশিষ্ট মর্যাদার অধিকারী হবার কারণে আবূ বাকর (রা.)কেই খালীফা নিযুক্ত করবেন। 'আলী (রা.) থেকে বর্ণিত, একবার রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু

দীনের একটি অনস্বীকার্য সর্বজন জ্ঞাত বিষয়ে পরিণত হয়েছে এবং যা কোনোক্রমেই উম্মাতের বিদ'আতপ্রবণ লোকেরা অস্বীকার করতে পারবে না। নিম্নে উদাহরণস্বরূপ এ ধরনের গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি হাদীস উল্লেখ করা হলো-

ক. যুবাইর ইবনু মুত'ইম (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন এক মহিলা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট উপস্থিত হয়েছিল। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাকে বিদায় জানাতে গিয়ে বললেন, আবার আসবে। মহিলাটি তখন বললো, যদি আমি এসে আপনাকে না পাই (অর্থাৎ আপনি যদি মৃত্যুবরণ করেন), তখন কি করবো? রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) উত্তর দিলেন, إِنْ لَمْ تَجِدِينِي فَأْتِي أَبَا بَكْرٍ-"যদি আমাকে না পাও, তা হলে আবূ বাকর (রা.)-এর নিকট আসবে।"[৫৯]

ইবনু হাজার (রাহ.) বলেন, এ হাদীস থেকে জানা যায় যে, "রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর মৃত্যুর পর তাঁর প্রতিশ্রুতিগুলো বাস্তবায়ন করার দায়িত্ব তাঁর খালীফার ওপর ন্যস্ত হবে। এ হাদীসটি শী'আদের কথার বিরুদ্ধে একটি বড় প্রমাণ। তারা মনে করে যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) 'আলী ও 'আব্বাস (রা.)কে তাঁর পরে খালীফা নিযুক্ত করেছিলেন।"[৬০] ইমাম শাফি'ঈ (রাহ.) বলেন, এ হাদীসে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর পর আবূ বাকর (রা.)-এর খালীফা হবার সুস্পষ্ট প্রমাণ বিদ্যমান রয়েছে।[৬১]

'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) জিবরীল (আ.) থেকে জানতে চেয়েছিলেন যে, তাঁর সাথে হিজরাতের সময় কে থাকবেন? জিবরীল (আ.) উত্তর দেন, أبو بكر وهو يلي أمر أمتك من بعدك-"আবূ বাকর (রা.)ই তোমার সাথে থাকবেন। উপরন্তু তিনি তোমার পরে তোমার উম্মাতের দায়িত্ব পালন করবেন। ('ইসামী, *সিমতুন নুজূম..*, খ.১,পৃ.৪২৬ [দায়লামীর সূত্রে বর্ণিত]) এরপর থেকে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আবূ বাকর (রা.)কে তাঁর খালীফা করার কথা বিভিন্নভাবে- কখনো প্রচ্ছন্ন ও রূপক কথার মাধ্যমে, কখনো গুরুদায়িত্ব দানের মাধ্যমে, আবার কখনো ইশারা-ইঙ্গিতে সাহাবীগণকে বলে যান। খুব সম্ভব, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মনে করেছিলেন যে, তাঁর সাহাবীগণ এ সকল কথা-কর্ম ও ইঙ্গিতের প্রকৃত মর্ম বুঝতে সক্ষম হবেন, তাই তিনি তাঁর খালীফা রূপে আবূ বাকর (রা.)-এর নাম সুনির্দিষ্টভাবে ঘোষণা করার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেননি। সাহাবীগণের বিভিন্ন বক্তব্য থেকে এ কথা সুপ্রমাণিত হয় যে, তাঁরা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর উক্ত কথা-কর্ম-ইশারার প্রকৃত মর্ম বুঝতে সক্ষম হয়েছিলেন।

৫৯. বুখারী, *আস-সাহীহ,* (কিতাবুল মানাকিব), হা.নং: ৩৩৮৬, (কিতাবুল আহকাম), হা.নং: ৬৬৮০; মুসলিম, *আস-সাহীহ,* (কিতাবু ফাদা'য়িলিস সাহাবাহ), হা.নং: ৪৩৯৮
ইবনু 'আসাকির (রাহ.) এরূপ একটি হাদীস 'আবদুল্লাহ ইবনুল 'আব্বাস (রা.)-এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন, সেখানে হাদীসের শেষাংশ এভাবে এসেছে- . فأتي أبا بكر فإنه الخليفة من بعدي – "আবূ বাকর (রা.)-এর কাছে আসবে। তিনিই আমার পরে খালীফা হবেন।" (ইবনু 'আসাকির, *তারীখু দিমাশক,* খ.৩০,পৃ.২২১; সুয়ূতী, *তারীখুল খুলাফা,* পৃ.২৫)

৬০. ইবনু হাজার, *ফাতহুল বারী,* খ.১০, পৃ.৪৫৭

৬১. ইবনু 'আবদুল বারর, *আল-ইস্তি'আব,* খ.১,পৃ.২৯৬

খ. ইবনু আবী মুলাইকা (রা.) থেকে বর্ণিত, একবার এক ব্যক্তি 'আয়িশা (রা.)কে জিজ্ঞেস করলো, যদি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁর প্রতিনিধি হিসেবে কারো নাম উল্লেখ করতেন, তা হলে তিনি কার নাম উল্লেখ করতেন? 'আয়িশা (রা.) উত্তর দিলেন, আবূ বাকর (রা.)। আবার লোকটি জিজ্ঞেস করলো, আবূ বাকর (রা.)-এর পর কার নাম উল্লেখ করতেন? 'আয়িশা (রা.) বললেন, 'উমার (রা.)। লোকটি পুনরায় জিজ্ঞেস করলো, 'উমার (রা.)-এর পর কে? 'আয়িশা (রা.) বললেন, আবূ 'উবাইদাহ ইবনুল জাররাহ (রা.)।[৬২]

গ. হুযাইফা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন আমরা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর খিদমাতে উপবিষ্ট ছিলাম। এমন সময় রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, إِنِّي لَا أَدْرِي مَا قَدْرُ بَقَائِي فِيكُمْ. - "আমি জানি না, আর কত দিন তোমাদের মাঝে বেঁচে আছি? এ সময় তিনি আবূ বাকর (রা.) ও 'উমার (রা.)-এর দিকে ইঙ্গিত করে বললেন, فَاقْتَدُوا بِاللَّذَيْنِ مِنْ بَعْدِي. - "তোমরা আমার পরবর্তী দু'জনের নির্দেশ মেনে চলবে।" তারপর বললেন, وَاهْتَدُوا بِهَدْيِ عَمَّارٍ وَمَا حَدَّثَكُمْ ابْنُ مَسْعُودٍ فَصَدِّقُوهُ. - "'আম্মার (রা.)-এর পথ অনুসরণ করবে এবং 'আবদুল্লাহ ইবনু মাস'উদ (রা.) যা তোমাদের বর্ণনা করবে, তা সত্য বলে জেনো।"[৬৩]

এ হাদীসে 'আমার পরবর্তী দু'জন' দ্বারা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁর পরে দু'জন খালীফা আবূ বাকর (রা.) ও 'উমার (রা.)কে বুঝিয়েছেন। এ হাদীসে তাঁদের পূর্ণ সততা ও নিষ্ঠার কারণে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সাহাবীগণকে তাঁদের নির্দেশ অনুসরণ করতে নির্দেশ দিয়েছেন। তা থেকে তাঁদের উভয়ের খিলাফাতের বিষয় বুঝা যায়।[৬৪]

ঘ. আবূ বাকরাহ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) জিজ্ঞেস করলেন, তোমাদের মধ্যে কেউ কি কোনো স্বপ্ন দেখেছো? এক ব্যক্তি বললো, আমি দেখেছি, মনে হয় যেন একটি দাঁড়িপাল্লা আকাশ থেকে নাযিল হয়েছে। এরপর আপনাকে এবং আবূ বাকর (রা.)কে ঐ পাল্লাতে মাপা হলো। আবূ বাকর (রা.)-এর চেয়ে আপনার পাল্লা ভারী দেখা গেল। তারপর আবূ বাকর (রা.) ও 'উমার (রা.)কে মাপা হলো। 'উমার (রা.)-এর চেয়ে আবূ বাকর (রা.)-এর পাল্লা ভারী দেখা গেল। তারপর 'উমার (রা.) ও 'উছমান (রা.)কে মাপা হলো। 'উছমান

---

৬২. মুসলিম, *আস-সাহীহ,* (কিতাবু ফাদা'য়িলিস সাহাবাহ), হা.নং: ৪৩৯৭; হাকিম, *আল-মুস্তাদরাক,* (কিতাবু মা'আরিফাতিস সাহাবাহ), হা.নং: ৪৪৩৮; আহমাদ, *আল-মুসনাদ,* হা.নং:২৩২১০

৬৩. তিরমিযী, *আস-সুনান,* (কিতাবুল মানাকিব), হা.নং:৩৭৩৫; ইবনু মাজাহ, *আস-সুনান,* (আল-মুকাদ্দামাহ), হা.নং:; আহমাদ, *আল-মুসনাদ,* হা.নং:২২১৮৯

৬৪. মুবারাকপূরী, *তুহফাতুল আহওয়াযী,* খ.৯,পৃ.৭৩

(রা.)-এর চেয়ে 'উমার (রা.)-এর পাল্লা ভারী দেখা গেল। তারপর পাল্লাটি তুলে নেয়া হলো। রাবী বলেন, এরপর আমরা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর চেহারায় অপছন্দভাব দেখতে পেলাম। অর্থাৎ তিনি এটাকে (পাল্লা তুলে নেয়াকে) খারাপ মনে করলেন এবং বললেন, خِلَافَةُ نُبُوَّةٍ ثُمَّ يُؤْتِي اللهُ الْمُلْكَ مَنْ يَشَاءُ. -"নুবুওয়াতের খিলাফাত (বুঝি এ তিন জন দ্বারা শেষ হয়ে যাবে)! তারপর আল্লাহ তা'আলা যাকে ইচ্ছা তাকেই রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্ব দান করবেন।"[৬৫]

ঙ. সাফীনাহ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, মাসজিদে নাবাবীর ভিত্তি-প্রস্তর স্থাপনের সময় প্রথমে আবূ বাকর (রা.) একটি পাথর নিয়ে এসে রাখলেন, তারপর 'উমার (রা.) এসে একটি পাথর রাখলেন, এরপর 'উছমান (রা.) এসে একটি পাথর রাখলেন। এরপর রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, هَؤُلَاءِ وُلَاةُ الْأَمْرِ مِنْ بَعْدِي. -"এরাই আমার পরে কর্তৃত্বের অধিকারী হবেন।"[৬৬]

চ. বিস্তাম ইবনু মুসলিম (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) 'আমর ইবনুল 'আস (রা.)-এর নেতৃত্বে একটি অভিযান প্রেরণ করেছিলেন। তাঁর সাথে আবূ বাকর (রা.) ও 'উমার (রা.)ও ছিলেন। অভিযান শেষ করে ফিরে আসার পর আবূ বাকর (রা.) ও 'উমার (রা.) 'আমর (রা.)-এর বিরুদ্ধে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট অভিযোগ পেশ করেন। তখন তিনি বললেন, لَا يَتَأَمَّرَنَّ عَلَيْكُمَا أَحَدٌ بَعْدِي. -"আমার পরে তোমাদের দু'জনের ওপর কেউ নেতৃত্ব করবে না।"[৬৭]

ছ. আবূ হুরাইরাহ (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, একবার আমি স্বপ্নে দেখতে পেলাম যে, একটি কূপ থেকে পানি তুলে আমি লোকদের পানি পান করাচ্ছি। এমন সময় আবূ বাকর (রা.) এসে আমাকে স্বস্তি দানের উদ্দেশ্যে আমার হাত থেকে বালতি নিয়ে নিলেন। তিনি দু বালতি পানি তুললেন। তবে তাঁর পানি তোলার মধ্যে কিছুটা দুর্বলতা রয়েছে। আল্লাহ তা'আলা তাঁকে ক্ষমা

---

৬৫. আবূ দাউদ, *আস-সুনান,* (কিতাবুস সুন্নাত, বাব : আল-খুলাফা'), হা.নং: ৪০১৭; তিরমিযী, *আস-সুনান,* (কিতাবুর রু'য়া), হা. নং: ২২১১

৬৬. হাকিম, *আল-মুস্তাদরাক,* (কিতাবুল হিজরাত), হা.নং: ৪২৫১; বাইহাকী, *দালা'য়িলুন নুবুওয়াত,* হা.নং:৮১৭
মুসনাদু আবী ইয়া'লার (হা.নং: ৫৭৫৯) মধ্যে হাদীসের শেষাংশ এভাবে বর্ণিত রয়েছে- هَذَا أَمْرُ الْخِلَافَةِ مِنْ بَعْدِي. -"এই হবে আমার পরে খিলাফাতের অবস্থা।" বিশিষ্ট হাদীস বিশারদ আল-হাকিম আন-নিশাপূরী (রাহ.) বলেন, যদিও হাদীসটি ইমাম বুখারী ও মুসলিম (রা.) তাঁদের সাহীহ গ্রন্থগুলোতে উল্লেখ করেননি; তথাপি এটি একটি বিশুদ্ধ সানাদের হাদীস।

৬৭. ইবনু আবী শায়বাহ, *আল-মুছান্নাফ,* খ.৭,পৃ.৪৭৫
'আবদুল্লাহ ইবনু 'উমার (রা.) থেকেও এরূপ একটি রিওয়ায়াত বর্ণিত রয়েছে। (তাম্মাম, *আল-ফাওয়া'য়িদ,* হা.নং:১৪৮২)

করুন! এরপর 'উমার (রা.) এসে আমার হাত থেকে বালতি নিয়ে নিলেন। তিনি অনবরত এভাবে পানি তুলতে লাগলেন যে, এ কাজে তাঁর চেয়ে শক্তিশালী কোনো লোককে আমি দেখতে পাইনি। অবশেষে সব লোক পরিতৃপ্ত হয়ে চলে গেল, অথচ কূপটি পানিতে পরিপূর্ণ প্রবহমান রয়ে গেল।[৬৮]

বলাই বাহুল্য যে, নাবীগণের স্বপ্ন সত্য। ইমাম শাফি'ঈ (রাহ.) বলেন, এ হাদীসে পানির বালতি দ্বারা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর খিলাফাতের দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। আবূ বাকর (রা.)-এর দুর্বলতার সাথে পানি তোলার মর্ম হলো তাঁর খিলাফাতের মেয়াদ খুবই সংক্ষিপ্ত হবে এবং তাঁর আমলে মুরতাদদের উৎপাত প্রকাশ পাবে। তাদের দমনকার্যে ব্যস্ততার দরুন তিনি খিলাফাত বেশি বিস্তার করতে পারবেন না। অপর দিকে 'উমার (রা.)-এর খিলাফাতের মেয়াদ হবে খুবই লম্বা। তিনি বহু দেশ বিজিত করে খিলাফাতের যথেষ্ট বিস্তার করতে সক্ষম হবেন।[৬৯]

সাহাবীগণের মধ্যেও কেউ কেউ এ রূপ স্বপ্ন দেখেছেন, সামুরাহ ইবনু জুন্দুব (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর খিদমাতে এসে আরয করলো, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমি স্বপ্নে দেখতে পেলাম যে, আকাশ থেকে একটি বালতি ঝুলিয়ে দেয়া হয়েছে। আবূ বাকর (রা.) এসে ঐ বালতিটি দু পাশ দিয়ে ধরলেন এবং সামান্য পানি পান করলেন। এরপর 'উমার (রা.) এসে বালতিটি দু পাশ দিয়ে ধরলেন এবং পেট ভরে যথেষ্ট পানি পান করলেন। এরপর 'উছমান (রা.) এসে বালতিটি দু পাশ দিয়ে ধরলেন এবং তিনিও পেট ভরে যথেষ্ট পানি পান করলেন। এরপর 'আলী (রা.) এসে দু'পাশ দিয়ে ধরতেই বালতিটি নড়ে ওঠলো এবং তা থেকে খুবই সামান্য পরিমাণ পানি তার ওপর পড়লো।[৭০]

জ. 'আলী (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন,

إِنْ تُوَلُّوا أَبَا بَكْرٍ، تَجِدُوهُ زَاهِدًا فِي الدُّنْيَا رَاغِبًا فِي الآخِرَةِ، وَإِنْ تُوَلُّوا عُمَرَ، تَجِدُوهُ قَوِيًّا أَمِينًا، لاَ تَأْخُذُهُ فِي اللهِ لَوْمَةُ لائِمٍ، وَإِنْ تُوَلُّوا عَلِيًّا، تَجِدُوهُ هَادِيًا مَهْدِيًّا، يَسْلُكُ بِكُمُ الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ.

-"যদি তোমরা আবূ বাকরকে নেতা নির্বাচন কর, তবে তোমরা তাঁকে দুনিয়ার

---

৬৮. বুখারী, *আস-সাহীহ,* (কিতাবুত তা'বীর), হা.নং: ৬৫০৪; মুসলিম, *আস-সাহীহ,* (কিতাবু ফাদা'য়িলিস সাহাবাহ), হা.নং: ৪৪০৬

৬৯. শাফি'ঈ, *আল-উম্ম,* খ.১, পৃ.১৮৯-১৯০; ইবনু হাজার, *ফাতহুল বারী,* খ.১০,পৃ.৪৭১

৭০. আবূ দাউদ, *আস-সুনান,* (কিতাবুস সুন্নাত, বাব : আল-খুলাফা'), হা.নং: ৪০১৯; ইবনু আবী শায়বাহ, *আল-মুছান্নাফ,* খ.৭, পৃ.২৩৯; তাবারানী, *আল-মু'জামুল কাবীর,* হা. নং:৬৮২৩; বাইহাকী, *দালা'য়িলুন নুবুওয়াত,* হা.নং:২৬২৯

প্রতি নির্মোহ ও আখিরাতের প্রতি আগ্রহান্বিত দেখতে পাবে। যদি 'উমারকে নেতা নির্বাচন কর, তবে তোমরা তাকে দৃঢ়চেতা ও আমানাতদার রূপে দেখতে পাবে। সে আল্লাহর কাজে কারো তিরস্কারের কোনোই পরওয়া করবে না। যদি তোমরা 'আলীকে নেতা নির্বাচন কর, তবে তোমরা তাকে সুপথ প্রদর্শনকারী ও সুপথপ্রাপ্ত রূপে দেখতে পাবে। সে তোমাদের সঠিক পথে চালাবে।"[৭১]

ঝ. জাবির ইবনু 'আবদিল্লাহ (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, আমাকে রাতে একজন নেককার লোককে এভাবে স্বপ্নে দেখানো হয়েছে যে, আবূ বাকর (রা.)কে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সাথে, 'উমার (রা.)কে আবূ বাকর (রা.)-এর সাথে এবং 'উছমান (রা.)কে 'উমার (রা.)-এর সাথে মিলানো হয়েছে। জাবির (রা.) বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর মাজলিস থেকে সকলে ওঠে বের হয়ে পরস্পর আলোচনা করলাম,

أَمَّا الرَّجُلُ الصَّالِحُ فَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَمَّا تَنَوُّطُ بَعْضِهِمْ بِبَعْضٍ فَهُمْ وُلَاةُ هَذَا الْأَمْرِ الَّذِي بَعَثَ اللهُ بِهِ نَبِيَّهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

-"এই নেককার লোকটি স্বয়ং রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)ই হবেন। আর একজনকে অন্য জনের সাথে মিলানোর অর্থ এই যে, তাঁরা একের পর এক রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর খালীফা হবেন।"[৭২]

ঞ. আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, মুস্তালিক গোত্রের লোকেরা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট জানতে চান যে, তাঁর পরে তারা যাকাতের মাল কার হাতে সোপর্দ করবে? রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) উত্তর দিলেন, আবূ বাকর (রা.)-এর হাতে।[৭৩] উল্লেখ্য, যাকাতের মাল সংগ্রহ করা খিলাফাতের কর্তব্যসমূহের অন্তর্ভুক্ত। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এ কথার মাধ্যমে তাঁর পরে আবূ বাকর (রা.)-এর খালীফা হবার দিকে ইঙ্গিত করেছেন।

---

৭১. হাকিম, *আল-মুস্তাদরাক*, (কিতাবু মা'আরিফাতিস সাহাবাহ), হা.নং: ৪৪০৮
বিশিষ্ট হাদীস বিশারদ আল-হাকিম আন-নিশাপূরী (রাহ.) বলেন, যদিও হাদীসটি ইমাম বুখারী ও মুসলিম (রা.) তাঁদের সাহীহগ্রন্থগুলোতে উল্লেখ করেননি; তথাপি এটি একটি বিশুদ্ধ সানাদের হাদীস। হুযায়ফা (রা.) থেকেও এরূপ একটি রিওয়ায়াত বর্ণিত রয়েছে। (হাকিম, *আল-মুস্তাদরাক*, (কিতাবু মা'আরিফাতিস সাহাবাহ), হা.নং: ৪৪০৯)

৭২. আবূ দাউদ, *আস-সুনান*, (কিতাবুস সুন্নাত, বাব : আল-খুলাফা'), হা.নং: ৪০১৮; আহমাদ, *আল-মুসনাদ*, হা.নং: ১৪২৯৩

৭৩. হাকিম, *আল-মুস্তাদরাক*, (কিতাবু মা'আরিফাতিস সাহাবাহ), হা.নং: ৪৪৩৪
বিশিষ্ট হাদীস বিশারদ আল-হাকিম আন-নিশাপূরী (রাহ.) বলেন, যদিও হাদীসটি ইমাম বুখারী ও মুসলিম (রা.) তাঁদের সাহীহগ্রন্থগুলোতে উল্লেখ করেননি; তথাপি এটি একটি বিশুদ্ধ সানাদের হাদীস।

ট. দীনের দায়িত্বগুলোর মধ্যে নামাযের ইমামাত হলো সর্বশ্রেষ্ঠ দায়িত্ব। এটাকে ইমামাতে সুগরাও বলা হয়। ইতঃপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁর মৃত্যুরোগের সময় এ দায়িত্ব আবূ বাকর (রা.)কেই প্রদান করেন। তখন প্রথমে 'আয়িশা (রা.), তারপর তাঁর অনুরোধে হাফসা (রা.) আবূ বাকর (রা.)-এর মন অতিশয় নরম ও কোমল হবার কারণে তাঁর পরিবর্তে 'উমার (রা.)-এর নাম প্রস্তাব করেছিলেন। কিন্তু রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তা মানেননি এবং এ ব্যাপারে কারো আপত্তি শুনেননি। তিনি আবূ বাকর (রা.)-এর ওপরই ইমামাতের দায়িত্ব অর্পণ করেন। উপরন্তু তিনি বললেন, -لَا يَنْبَغِي لِقَوْمٍ فِيهِمْ أَبُو بَكْرٍ أَنْ يَؤُمَّهُمْ غَيْرُهُ. "যে জাতির মধ্যে আবূ বাকর (রা.) রয়েছেন, তাদের ইমামাত আবূ বাকর (রা.) ব্যতীত অন্য কারো দ্বারা সমীচীন নয়।"[৭৪]

সাহীহুল বুখারী ও সাহীহ মুসলিমের মধ্যে এতদসংক্রান্ত রিওয়ায়াতগুলোতে রয়েছে, আবূ বাকর (রা.)-এর নিকট রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর এ নির্দেশের খবর পৌঁছার পর তিনি প্রথমে 'উমার (রা.)কে বললেন, - يَا عُمَرُ صَلِّ بِالنَّاسِ "উমার, আপনি নামায পড়ান!" 'উমার (রা.) বললেন, -أَنْتَ أَحَقُّ بِذَلِكَ. "আপনিই ইমামাতের অধিকতর হকদার।"এরপর আবূ বাকর (রা.) রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর অনুপস্থিতির দিনগুলোতে নামায পড়ান।[৭৫] এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, সাহাবা কিরামের মধ্যে আবূ বাকর (রা.)ই হলেন সর্বোত্তম ও সর্বশ্রেষ্ঠ। এতে এদিকেও ইঙ্গিত রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর পরে তিনিই হলেন খিলাফাতের সবচেয়ে হকদার। সাথে এ কথাও বুঝা যায় যে, আবূ বাকর (রা.)-এর পরে 'উমার (রা.)ই হলেন উম্মাতের শ্রেষ্ঠতম ব্যক্তি। কেননা ঐ সময় আবূ বাকর (রা.) কেবল 'উমার (রা.)কেই নামায পড়াতে অনুরোধ জানান। অন্য কাউকে অনুরোধ করেননি।[৭৬]

সাহাবা কিরামের জন্য রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর এই একটি বাণীই ছিল যথেষ্ট। তাই দেখা যায়, 'উমার, 'আলী ও আবূ 'উবাইদাহ (রা.) প্রমুখ যখনই আবূ বাকর (রা.)-এর খিলাফাতের অগ্রগণতা সম্পর্কে বক্তব্য রাখতেন, তাঁরা প্রথমে তাঁর সর্বাগ্রে ইসলাম গ্রহণের কথা উল্লেখ করতেন। অতঃপর উল্লেখ করতেন যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁকে নামাযে ইমামাতের জন্য নির্দেশ প্রদান করেছিলেন।

---

৭৪. তিরমিযী, *আস-সুনান,* (কিতাবুল মানাকিব), হা.নং: ৩৬০৬; আহমাদ, *আল-মুসনাদ,* হা.নং: ১৪২৯৩

৭৫. বুখারী, *আস-সাহীহ,* (কিতাবুল আযান), হা.নং:৬৪৬; মুসলিম, *আস-সাহীহ,* (কিতাবুস সালাত), হা.নং:৬২৯

৭৬. নাবাবী *শারহু সাহীহি মুসলিম,* খ.২,পৃ.১৫৩

'আবদুল্লাহ ইবনু মাস'উদ (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর ওফাতের পর যখন সাকীফায়ে বানী সা'য়িদায় মিলিত হয়ে আনসারগণ তাঁদের মধ্য থেকে একজনকে খালীফা বানানোর বিষয়ে আলাপ করছিলেন, সে মুহূর্তে 'উমার (রা.) তাঁদের নিকট উপস্থিত হয়ে বললেন,

أَلَسْتُمْ تَعْلَمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ أَمَرَ أَبَا بَكْرٍ أَنْ يُصَلِّيَ بِالنَّاسِ، فَأَيُّكُمْ تَطِيبُ نَفْسُهُ أَنْ يَتَقَدَّمَ أَبَا بَكْرٍ.

-"তোমরা কি জানো না যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আবূ বাকর (রা.)কে লোকদের নামাযের ইমামাতি করতে নির্দেশ দিয়েছিলেন। তা হলে তোমাদের মধ্যে এমন কে আছে, যে তাঁকে ডিঙ্গিয়ে সামনে যেতে পারলে খুশি হবে!

তখন আনসারগণ বললেন, نَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ نَتَقَدَّمَ أَبَا بَكْرٍ. -"আমরা আবূ বাকর (রা.)কে অতিক্রম করে সামনে যেতে চাওয়া থেকে আল্লাহর নিকট পানাহ চাই।"[৭৭]

'আলী (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন,

نَظَرْنَا فِي أَمْرِنَا فَوَجَدْنَا النَّبِيَّ– صلى الله عليه وسلم– قَدْ قَدَّمَ أَبَا بَكْرٍ فِي الصَّلَاةِ، فَرَضِينَا لِدُنْيَانَا مَنْ رَضِيَ رَسُولُ اللهِ –صلى الله عليه وسلم– لِدِينِنَا، فَقَدَّمْنَا أَبَا بَكْرٍ.

-"আমরা আমাদের নেতৃত্বের বিষয়ে চিন্তাভাবনা করে দেখতে পেলাম যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আবূ বাকর (রা.)কেই নামাযের ইমাম বানিয়েছেন। অতএব রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যেহেতু আমাদের দীনের কাজের নেতৃত্ব দেয়ার জন্য তাঁকে পছন্দ করেছেন, তাই আমরা তাঁকে দুনিয়ার কাজের নেতৃত্বের জন্যও পছন্দ করলাম এবং তাঁকে আমাদের নেতা বানালাম।"[৭৮]

---

৭৭. নাসা'ঈ, *আস-সুনান,* (কিতাবুল ইমামাত), হা.নং:৭৬৯; আহমাদ, *আল-মুসনাদ,* হা.নং: ১২৮, ৩৫৭৭, ৩৬৪৯; হাকিম, *আল-মুস্তাদরাক,* হা.নং:৪৩৯৭
বিশিষ্ট হাদীস বিশারদ আল-হাকিম আন-নিশাপূরী (রাহ.) বলেন, যদিও হাদীসটি ইমাম বুখারী ও মুসলিম (রা.) তাঁদের সাহীহগ্রন্থগুলোতে উল্লেখ করেননি; তথাপি এটি একটি বিশুদ্ধ সানাদের হাদীস।

৭৮. ইবনু সা'দ, *আত-তাবাকাতুল কুবরা,* খ.৩,পৃ.১৮৩
আবূ উবাইদাহ ইবনু জাররাহ (রা.) থেকেও এরূপ বক্তব্য বর্ণিত রয়েছে। (আহমাদ, *আল-মুসনাদ,* [মুসনাদু 'উমার রা.], হা.নং:২২৭)

ইমাম আবুল হাসান আল-আশ'আরী (রাহ.) বলেন, 'রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর অনুপস্থিতিতে তাঁর নির্দেশে আবূ বাকর (রা.)-এর ইমামাত' এ কথা প্রমাণ করে যে, সর্বক্ষেত্রে আবূ বাকর (রা.)-এর অগ্রগণ্যতা দীনের একটি অনস্বীকার্য বিষয়ে পরিণত হয়েছে। তা ছাড়া এ ঘটনা এ কথাও প্রমাণ করে যে, সাহাবা কিরামের মধ্যে তিনিই কুর'আন ও অন্যান্য বিষয়ে সবচেয়ে বেশি জ্ঞান রাখতেন।[৭৯]

ঠ. ইতঃপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, হিজরী ৯ম সনে আবূ বাকর (রা.) হাজ্জের আমীর হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছিলেন। বলাই বাহুল্য যে, হাজ্জ ইসলামের একটি গুরুত্বপূর্ণ রুকন। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর জীবদ্দশায় তাঁর স্থলাভিষিক্ত হিসেবে আবূ বাকর (রা.)-এর এ দায়িত্ব পালন করার মধ্যেও তাঁর খিলাফাতের অগ্রগণ্যতার বিষয়টি সুপ্রমাণিত হয়।

খিলাফাত প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর অসিয়্যাত।

কোনো কোনো রিওয়ায়াত থেকে জানা যায় যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁর মৃত্যুশয্যায় একবার এতটুকু ইচ্ছা করেছিলেন যে, আবূ বাকর (রা.)-এর খিলাফাত সম্পর্কে স্পষ্টভাবে অসিয়্যাত লিখে দেবেন; কিন্তু রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) শেষ পর্যন্ত তাঁর এ ইচ্ছা এ জন্য বাস্তবায়ন করেননি, যাতে উত্তরাধিকারী মনোনয়নের প্রথা চালু না হয়। কেননা এরূপ করা হলে, জনগণ নেতা নির্বাচনের অধিকার থেকে বঞ্চিত হবে। তদুপরি তিনি মনে করেছিলেন যে, তিনি কখনো সুস্পষ্ট, আবার কখনো প্রচ্ছন্নভাবে আবূ বাকর (রা.)-এর খিলাফাতের ব্যাপারে যে সকল কথা-কাজ ও ইশারা-ইঙ্গিত করেছেন, তা তাঁর সাহাবীগণ বুঝতে সক্ষম হয়েছেন।[৮০] এ প্রসঙ্গে 'আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) অসুস্থ অবস্থায় আমাকে বললেন,

ادْعِي لِي أَبَا بَكْرٍ أَبَاكِ وَأَخَاكِ حَتَّى أَكْتُبَ كِتَابًا؛ فَإِنِّي أَخَافُ أَنْ يَتَمَنَّى مُتَمَنٌّ وَيَقُولُ قَائِلٌ أَنَا أَوْلَى، وَيَأْبَى اللهُ وَالْمُؤْمِنُونَ إِلَّا أَبَا بَكْرٍ.

-"তোমার পিতা আবূ বাকর (রা.) ও তোমার ভাই ('আবদুর রাহমান)কে আমার নিকট ডেকে আন। আমি একটি অসিয়্যাত লিখে দেবো। কেননা আমার আশঙ্কা হচ্ছে যে, কোনো উচ্চাভিলাষী উচ্চাকাঙ্খা পোষণ করবে এবং বলে বসবে যে,

---

৭৯. ইবনু কাছীর, *আল-বিদায়াতু ওয়ান নিহায়াতু*, খ.৫,পৃ.২৫৬
৮০. ইবনু তাইমিয়্যাহ, *মিনহাজুস সুন্নাহ*, খ.১, পৃ.১৩৯-১৪১

আমি সবার চেয়ে উপযুক্ত। অথচ আল্লাহ তা'আলা ও মু'মিনদের নিকট আবূ বাকর (রা.)-এর ছাড়া অন্য কেউ সমাদৃত হবে না।"[৮১]

'আবদুল্লাহ ইবনুল 'আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর ব্যথার তীব্রতা যখন বেড়ে যায়, তখন তিনি লোকদের ডেকে বললেন, هَلُمَّ، أَكْتُبْ لَكُمْ كِتَابًا، لَا تَضِلُّوا بَعْدَهُ. -"তোমরা আমার কাছে এসো। আমি তোমাদের জন্য এমন কিছু লিখে দেবো, যাতে তোমরা পথভ্রষ্ট না হও।" এ সময় ঘরের মধ্যে কয়েকজন লোক ছিল, তাঁদের মধ্যে 'উমার (রা.) অন্যতম। 'উমার (রা.) রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর এ কথা শুনে বললেন, قَدْ غَلَبَ عَلَيْهِ الْوَجَعُ، وَعِنْدَكُمْ الْقُرْآنُ، حَسْبُنَا كِتَابُ اللهِ. -"তাঁর তো ব্যথা প্রচণ্ডভাবে বেড়ে গেছে। অধিকন্তু তোমাদের নিকট কুর'আন রয়েছে। আর এ কুর'আনই আমাদের জন্য যথেষ্ট।" এরপর উপস্থিত লোকদের মধ্যে মতবিরোধ দেখা দেয়। কেউ বললেন, তোমরা তাঁকে লিখতে কাগজ এনে দাও। আবার কেউ 'উমার (রা.)-এর মতোও মত প্রকাশ করলেন। এভাবে তাঁরা যখন কথাবার্তা ও মতবিরোধে লিপ্ত হয়ে পড়লো, তখন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, قُومُوا -"আচ্ছা, তোমরা যাও তো!" ঐ সময় রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর অসিয়্যাত লিখতে না পারার জন্য 'আবদুল্লাহ ইবনুল 'আব্বাস (রা.) খুবই মর্মাহত হন।[৮২]

'আবদুল্লাহ ইবনুল 'আব্বাস (রা.)-এর এ রিওয়ায়াতটি কোনো কোনো সূত্রে এভাবে বর্ণিত হয়েছে- বৃহস্পতিবার রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর ব্যথা-বেদনা বেড়ে গেল, তখন তিনি বললেন, ائْتُونِي، أَكْتُبْ لَكُمْ كِتَابًا لَا تَضِلُّوا بَعْدِي. - "তোমরা আমার কাছে এসো। আমি তোমাদের জন্য এমন কিছু লিখে দেবো, যাতে তোমরা আমার পরে পথভ্রষ্ট না হও।" এর পর সাহাবা কিরামের মধ্যে মতবিরোধ দেখা দেয়। তাঁরা এ কথা শুনে হতবাক হয়ে গেলেন যে, مَا شَأْنُهُ! أَهَجَرَ اسْتَفْهِمُوهُ. -"আজ রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এ কিরূপ কথা বলছেন! জেনে নাও।" এমন সময় রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন,

دَعُونِي، فَالَّذِي أَنَا فِيهِ خَيْرٌ، أُوصِيكُمْ بِثَلَاثٍ: أَخْرِجُوا الْمُشْرِكِينَ مِنْ جَزِيرَةِ الْعَرَبِ، وَأَجِيزُوا الْوَفْدَ بِنَحْوِ مَا كُنْتُ أُجِيزُهُمْ.

---

৮১. মুসলিম, *আস-সাহীহ,* (কিতাবু ফাদা'য়িলিস সাহাবাহ), হা.নং:৪৩৯৯; ইবনু হিব্বান, *আস-সাহীহ,* (কিতাবুত তারীখ), হা.নং:৬৭১৮
ইমাম বুখারী (রাহ.)ও হাদীসটি একটু ভিন্ন ভাষায় বর্ণনা করেছেন। (বুখারী, *আস-সাহীহ,* (কিতাবুল মারদা), হা.নং: ৫২৩৪; (কিতাবুল আহকাম), হা.নং: ৬৬৭৭)

৮২. বুখারী, *আস-সাহীহ,* (কিতাবুল মাগাযী), হা.নং: ৪০৭৯; মুসলিম, *আস-সাহীহ,* (কিতাবুল অসিয়্যাত), হা.নং:৩০৯১

-"তোমরা আমাকে এ অবস্থায় ছেড়ে দাও। আমি যে অবস্থায় আছি তাতে ভালোই আছি। আমি তোমাদেরকে তিনটি অসিয়্যাত করছি। এক. মুশরিকদেরকে জাযীরাতুল আরব থেকে বের করে দেবে। দুই. বিদেশ থেকে আগত প্রতিনিধি দলের সাথে আমি যেরূপ ব্যবহার করতাম, তোমরাও সে রূপ ব্যবহার করবে।"

রাবী বলেন, তৃতীয় অসিয়্যাতের কথা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হয়তো ইচ্ছা করেই বলেননি অথবা 'আবদুল্লাহ ইবনুল 'আব্বাস (রা.) বলেছেন যে, আমি তা ভুলে গেছি।[৮৩]

উপর্যুক্ত রিওয়ায়াত থেকে এটা প্রতীয়মান হয় যে, সাহাবা কিরাম (রা.)-এর মতানৈক্যের কারণেই সেদিন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর পক্ষে কিছু লিখিয়ে দেয়া সম্ভব হয়নি। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সেটা কী ছিল যা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) লিখিয়ে দিতে চেয়েছিলেন? কারো কারো ধারণা, শাসনসংক্রান্ত কোনো বিষয় হবে। আর কারো মতে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সে দিন খিলাফাত সম্পর্কে কিছু নির্দেশনা লিখে দিতে চেয়েছিলেন। আমাদের যতটুকু মনে হয়, দ্বিতীয় অভিমতটিই অধিকতর গ্রহণযোগ্য। সম্ভবত রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ঐ সময় আবূ বাকর (রা.)-এর খিলাফাত সম্পর্কে কিছু অসিয়্যাত করতে চেয়েছিলেন। ইতঃপূর্বে বণিত 'আয়িশা (রা.)-এর বর্ণিত রিওয়ায়াত থেকেও এ মতের জোরালো সমর্থন পাওয়া যায়।

মোট কথা, *সাহীহুল বুখারী* ও *সাহীহু মুসলিমে* 'আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত রিওয়ায়াতের আলোকে এ কথা ধারণা করা যায় যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মৃত্যুশয্যায় আবূ বাকর (রা.)-এর খিলাফাতের অসিয়্যাত লিখে দেয়ার ইচ্ছা করেছিলেন। কিন্তু ঐ সময় যে সকল সাহাবা কিরাম (রা.) উপস্থিত ছিলেন তাঁদের মধ্যে এ বিষয়ে মতানৈক্য দেখা দেয় যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যেহেতু এতো প্রচণ্ড ব্যথায় ভুগছেন, তাই তাঁকে কিছু লিখা বা লিখিয়ে দেয়ার জন্য কষ্ট দেয়া উচিত হবে কি না। 'আয়িশা (রা.) বর্ণনা করেন যে, مَا رَأَيْتُ أَحَدًا أَشَدَّ عَلَيْهِ الْوَجَعُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -"ব্যথার এতো তীব্র কষ্ট আমি আর কোনো মানুষের মধ্যে দেখিনি।"[৮৪]

যা হোক, যদিও রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁর পরবর্তী খালীফার নাম সুনির্দিষ্টভাবে লিখে দিয়ে যাননি; তবে তাঁর মনের ঝোঁক যে আবূ বাকর

---

৮৩. বুখারী, *আস-সাহীহ,* (কিতাবুল মাগাযী), হা.নং: ৪০৭৮; মুসলিম, *আস-সাহীহ,* (কিতাবুল অসিয়্যাত), হা.নং:৩০৮৯

৮৪. বুখারী, *আস-সাহীহ,* (কিতাবুল মারদা), হা.নং: ৫২১৪

(রা.)-এর দিকে ছিল, তা বলাই বাহুল্য। সাহাবা কিরাম (রা.)-এর মধ্যে অনেকেই তাঁর এ ইচ্ছার কথা জানতেন। এ কারণেই 'উমার (রা.) সাকীফায়ে বানী সা'য়িদার সমাবেশে মুহাজির ও আনসারগণকে উদ্দেশ্য করে বললেন, وَلَيْسَ مِنْكُمْ مَنْ تُقْطَعُ الْأَعْنَاقُ إِلَيْهِ مِثْلُ أَبِي بَكْرٍ.-"তোমাদের মধ্যে আবূ বাকর (রা,)-এর মতো সমাদৃত কেউ নেই।"[৮৫] আবূ বাকর (রা.) নিজেও এ রহস্য সম্পর্কে পুরো অবগত ছিলেন। তাই তিনি এ মর্যাদাপূর্ণ পদের দায়িত্ব পালনের জন্য সম্মত হন। নতুবা তিনি যে মেজাযের লোক ছিলেন, তাতে এ পদের জন্য তাকে রাযী করানোই সম্ভব হতো না। একবার 'উমার ইবনু 'আবদিল 'আযীয (রা.) মুহাম্মাদ ইবনুয যুবাইর (রা.)-এর মাধ্যমে হাসান আল-বাসরী (রা.)কে জিজ্ঞেস করেছিলেন যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কি খিলাফাতের জন্য আবূ বাকর (রা.)-এর নাম ঘোষণা করেছিলেন? হাসান আল-বাসরী (রা.) প্রশ্নটি শুনে সোজা হয়ে বসলেন এবং বললেন,

> أَوَ فِي هَذَا شَكٌّ؟! لَا أَبَا لَكَ! أَيْ وَاللهِ الَّذِيْ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَقَدْ اسْتَخْلَفَهُ، وَلَهُوَ كَانَ أَعْلَمَ بِاللهِ، وَأَتْقَى لَهُ، وَأَشَدَّ لَهُ مَخَافَةً مِنْ أَنْ يَمُوتَ عَلَيْهَا لَوْ لَمْ يَأْمُرْهُ.
>
> -" এ বিষয়ে কি কোনো সন্দেহ আছে? আল্লাহর কাসাম, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) অবশ্যই তাঁকে খালীফা নির্ধারণ করেছিলেন। নতুবা তিনি যে ধরনের আল্লাহভীরু ও বিজ্ঞ লোক ছিলেন, তাতে তিনি কখনো খিলাফাতের দায়িত্ব গ্রহণ করতেন না।"[৮৬]

আবূ বাকর (রা.)-এর খিলাফাত সম্পর্কে সাহাবা কিরামের অভিমত

বলাই বাহুল্য যে, সাহাবী মাত্রই আবূ বাকর (রা.)-এর শ্রেষ্ঠত্ব ও মর্যাদা সম্পর্কে অবহিত ছিলেন এবং তদনুযায়ী তাঁকে ভক্তি-শ্রদ্ধাও করতেন। আমরা ১১শ অধ্যায়ে আবূ বাকর (রা.)-এর মর্যাদা সম্পর্কে সাহাবা কিরামের বিভিন্ন বক্তব্য তুলে ধরবো। তা ছাড়া ৪র্থ ও বক্ষ্যমান অধ্যায়ের নানা জায়গায়ও আমরা বিভিন্ন প্রসঙ্গে আবূ বাকর (রা.)-এর খিলাফাত প্রসঙ্গে সাহাবা কিরামের বিভিন্ন উক্তি উল্লেখ করেছি। এখানে আমরা তাঁর খিলাফাত বিষয়ে সাহাবীগণের আরো কতিপয় উক্তি তুলে ধরবো, যা থেকে এ কথা স্পষ্টরূপে প্রতীয়মান হবে যে, সাহাবা কিরাম (রা.) সকলেই সর্বসম্মতভাবে তাঁকে খালীফা নিযুক্ত করেছিলেন এবং তাঁরা সকলেই তাঁর খিলাফাতের ওপর সন্তুষ্ট ছিলেন। যেমন-

---

৮৫. বুখারী, *আস-সাহীহ,* (কিতাবুল মারদা), হা.নং: ৬৩২৮

৮৬. ইবনু 'আসাকির, *তারীখু দিমাশক,* খ.৩০, পৃ.২৯৭; সুয়ূতী, *তারীখুল খুলাফা,* পৃ.২৫; 'ইসামী, *সিমতুন নুজূম..,* খ.১,পৃ.৪২৬

ক. 'আবদুল্লাহ ইবনু মাস'উদ (রা.) বলেন, وَقَدْ رَأَى الصَّحَابَةُ جَمِيْعًا أَنْ يَسْتَخْلِفُوا أَبَا بَكْرٍ رضي الله عنه. -"সাহাবীগণ সর্বসম্মতভাবে আবূ বাকর (রা.)কে খালীফা নিযুক্ত করেন।"[৮৭] 'আলী (রা.) থেকেও এরূপ কথা বর্ণিত রয়েছে।[৮৮]

খ. মু'আবিয়া ইবনু কুররা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আবূ বাকর (রা.) রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর খালীফা হবার ব্যাপারে সাহাবীগণের মধ্যে কোনোরূপ দ্বিধা-দ্বন্দ্ব ছিল না। খালীফা হবার পর তাঁরা সকলেই তাঁকে "খালীফাতু রাসূলিল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)" বলেই ডাকতেন। বলাই বাহুল্য যে, তাঁরা কোনো ভুল বা ভ্রান্তির ওপর ঐকমত্য পোষণ করতে পারেন না। নাম লেখার ক্ষেত্রেও তাঁরা "আবূ বাকর খালীফাতু রাসূলিল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)"ই লেখতেন। আবূ বাকর (রা.)-এর পক্ষ থেকে প্রেরিত চিঠিপত্রেও 'খালীফাতু রাসূলিল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)' লিখা হতো।"[৮৯]

উপর্যুক্ত আলোচনা থেকে এ কথা প্রতীয়মান হয় যে, আনসার ও মুহাজিরগণের মধ্যে এমন কোনো উল্লেখযোগ্য ব্যক্তি অবশিষ্ট ছিলেন না, যিনি আবূ বাকর (রা.)-এর হাতে বাই'আত গ্রহণ করেননি কিংবা বাই'আতের ব্যাপারে গৃহীত সিদ্ধান্তের প্রকাশ্যে বিরোধিতা করেছিলেন। অবশ্য এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, নগণ্য কিছু লোক এমন ছিল যারা প্রকাশ্যে বা গোপনে আবূ বাকর (রা.)-এর নির্বাচনের সমালোচনা করতো এবং এর দ্বারা মুসলিমদের মধ্যে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির অপপ্রয়াসও চালাতো; কিন্তু তারা ছিল ঐ সমস্ত লোক, যারা কেবল ব্যক্তি স্বার্থ হাসিলের উদ্দেশ্যে মুখে মুখে ইসলাম গ্রহণ করেছিল। প্রধানত এ সকল লোকেই পরবর্তীকালে ধর্মত্যাগ করেছিল। আবূ বাকর (রা.) এ সব লোকের সমালোচনার জবাবে বলতেন,

أَيُّهَا النَّاسُ، مَا يَمْنَعُكُمْ! أَلَسْتُ أَحَقَّ النَّاسِ بِهَذَا الْأَمْرِ؟ أَلَسْتُ أَوَّلَ مَنْ أَسْلَمَ ؟ أَلَسْتُ صَاحِبَ كَذَا ؟ أَلَسْتُ صَاحِبَ كَذَا ؟

- "হে লোকেরা, তোমাদের (বাই'আত গ্রহণ করতে) বাধা কিসের? আমি কী এ খিলাফাতের ব্যাপারে সকলের চেয়ে বেশি হকদার নই? আমি কী সর্বপ্রথম

---

৮৭. হাকিম, *আল-মুস্তাদরাক,* (কিতাবু মা'আরিফাতিস সাহাবাহ), হা.নং: ৪৪৩৯; ইবনু হাজার আল-হাইতামী, *আস-সাওয়া'য়িকুল মুহরিকাতু..,* খ.১,পৃ.৩৯
বিশিষ্ট হাদীস বিশারদ আল-হাকিম আন-নিশাপূরী (রাহ.) বলেন, যদিও হাদীসটি ইমাম বুখারী ও মুসলিম (রা.) তাঁদের সাহীহগ্রন্থগুলোতে উল্লেখ করেননি; তথাপি এটি একটি বিশুদ্ধ সানাদের হাদীস। তা ছাড়া এর সমর্থনে এর চেয়েও বিশুদ্ধ একটি হাদীস রয়েছে। তবে সেটি মুরসাল।

৮৮. ইবনু হাজার আল-হাইতামী, *আস-সাওয়া'য়িকুল মুহরিকাতু..,* খ.১,পৃ.৩৯

৮৯. ইবনু 'আসাকির, *তারীখু দিমাশক,* খ.৩০,পৃ.৩৭; সুয়ূতী, *তারীখুল খুলাফা,* পৃ.২৫

ইসলাম গ্রহণ করিনি? আমি কী অমুক বৈশিষ্ট্যের অধিকারী নই? আমি কী অমুক বৈশিষ্ট্যের অধিকারী নই?"[৯০]

এ বলে তিনি নিজের কয়েকটি অনন্য বৈশিষ্ট্যের কথা তুলে ধরতেন।

কেউ প্রশ্ন করতে পারে যে, যে ব্যক্তি নির্বাচনের সময় তাঁর প্রথম ভাষণে স্পষ্টভাবে ঘোষণা করলেন যে, إِنِّي لَسْتُ بِخَيْرِكُمْ (অর্থাৎ আমি তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম ব্যক্তি নই), সে তিনিই পরবর্তী সময়ে নিজেকে কী করে খিলাফাতের সর্বাপেক্ষা হকদার বলে দাবি করলেন? এর উত্তর হলো- তাঁর ভাষণে আবূ বাকর (রা.) যা বলেছিলেন তা ছিল নিতান্তই তাঁর বিনয়, নতুবা তাঁর চাইতে উম্মাতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি আর কে? তা ছাড়া খিলাফাতের আসনে বসে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠ লোকের মতের আলোকে নিজেকে যোগ্যতম ঘোষণা করা সুষ্ঠুভাবে খিলাফাতের দায়িত্ব পালনের লক্ষ্যে এবং দুস্কৃতিকারীদের বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির অপচেষ্টার বিরুদ্ধে একান্তই প্রয়োজন ছিল। নতুবা যে ব্যক্তির নিজের ওপর ভরসা নেই, সে কী করে অন্যের আস্থা অর্জনের আশা করতে পারে?[৯১]

আবূ বাকর (রা.)-এর খিলাফাতের ওপর উম্মাতের ইজমা'

আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের সকলেই এ বিষয়ে একমত যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর পর বিশিষ্ট মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্বের অধিকারী হবার কারণে আবূ বাকর (রা.) হলেন খিলাফাতের সর্বাপেক্ষা উপযুক্ত ব্যক্তি। সাহাবীগণ রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর বিভিন্ন কথা, দায়িত্বপ্রদান ও ইশারা-ইঙ্গিত থেকে এ কথা পরিষ্কার বুঝে নিয়েছিলেন যে, তাঁর পরে আবূ বাকর (রা.)ই হবেন তাঁর স্থলাভিষিক্ত। তাই তাঁরা বিনা দ্বিধায় সর্বসম্মতভাবে তাঁকে খালীফা নিযুক্ত করেন। আমাদের পূর্বসূরি নির্ভরযোগ্য ইমাম ও 'আলিমগণের মধ্যে অনেকেই এ মর্মে সাহাবা কিরাম (রা.) ও তাঁদের পরবর্তী আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের প্রজন্মসমূহের ইজমা' (ঐকমত্য) উল্লেখ করেছেন যে, আবূ বাকর (রা.) ছিলেন উম্মাতের যে কারো চাইতে খিলাফাতের জন্য অধিকতর উপযুক্ত এবং তাঁর খিলাফাত সত্য ও ন্যায়ের ওপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। নিম্নে উদাহরণস্বরূপ বিশিষ্ট কয়েকজন ইমামের বক্তব্য তুলে ধরছি।

ক. ইমাম শাফি'ঈ (রাহ.) বলেন,

---

৯০. ইবনু হিব্বান, *আস-সাহীহ,* (কিতাবুত তারীখ), হা.নং: ৬৯৮৯; ইবনু 'আসাকির, *তারীখু দিমাশক,* খ.৩০,পৃ.২৯৭; সুয়ূতী, *তারীখুল খুলাফা,* পৃ.২৭
ইমাম তিরমিযী (রা.)ও তাঁর *সুনানের* মধ্যে হাদীসটির অংশ বিশেষ উল্লেখ করেছেন। (তিরমিযী, *আস-সুনান,* [কিতাবুল মানাকিব], হা.নং: ৩৬০০)

৯১. আকবরাবাদী, *সিদ্দীকে আকবর রা.,* পৃ.৮৬-৭

أَجْمَعَ النَّاسُ عَلَى خِلَافَةِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيْقِ، وَذَلِكَ أَنَّهُ اضْطَرَّ النَّاسُ بعْدَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَلَمْ يَجِدُوا تَحْتَ أَدِيْمِ السَّمَاءِ خَيْراً مِنْ أَبِي بَكْرٍ فَوَلَّوْهُ رِقَابَهُمْ.

-"আবূ বাকর (রা.)-এর খিলাফাতের ওপর সকলের ইজমা' (ঐকমত্য) প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এর কারণ হলো- রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর পরে সাহাবীগণ নেতা নিযুক্ত করতে বাধ্য হয়েছিলেন। এ সময় তাঁরা আসমানের নিচে আবূ বাকর (রা.)-এর চেয়ে উত্তম কোনো ব্যক্তি খুঁজে পাননি। তাই তাঁরা নিজেদের দায়িত্ব তাঁর কাঁধে তুলে দেন।"[৯২]

খ. বিশিষ্ট ঐতিহাসিক আবূ বাকর আল-খাতীব আল-বাগদাদী [৩৯২-৪৬৩ হি.] (রাহ.) বলেন,

وأجمع المهاجرون والأنصار على خلافة أبي بكر، قالوا له يا خليفة رسول الله، ولم يسم أحد بعده خليفة، وقيل إنه قبض النبي صلى الله عليه وسلم عن ثلاثين ألف مسلم كل قال لأبي بكر يا خليفة رسول الله، ورضوا به من بعده رضي الله عنهم وإلى حيث انتهينا قيل لهم أمير المؤمنين.

-"মুহাজির ও আনসারগণ সকলেই আবূ বাকর (রা.)-এর খিলাফাতের ওপর ঐকমত্য পোষণ করেছিলেন। তাঁরা সকলেই তাঁকে 'খালীফাতু রাসূলিল্লাহ' বলে ডাকতেন। তাঁর পরে কাউকে 'খালীফা' নামে অভিহিত করা হতো না। কারো কারো মতে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর ওফাতের সময় তেত্রিশ হাজার মুসলিম ছিলেন। তাঁরা সকলেই আবূ বাকর (রা.)কে 'ইয়া খালীফাতা রাসূলিল্লাহ' বলে সম্বোধন করতেন। তাঁরা সকলেই তাঁর ওপর সন্তুষ্ট ছিলেন। আল্লাহ তা'আলাও তাঁদের ওপর সন্তুষ্ট হোন। আমাদের সময় প্রধান মুসলিম শাসককে 'আমীরুল মু'মিনীন' বলা হতো।"[৯৩]

গ. ইমাম আবুল হাসান আল-আশ'আরী [২৬০-৩২৪ হি.] (রাহ.) বলেন,

...قد أجمع هؤلاء الذين أثنى الله عليهم ومدحهم على إمامة أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وسموه خليفة رسول الله، وبايعوه، وانقادوا له، وأقروا له بالفضل، وكان أفضل الجماعة في جميع الخصال التي يستحق بها الإمامة من العلم والزهد وقوة الرأي وسياسة الأمة وغير ذلك.

৯২. সুয়ূতী, *তারীখুল খুলাফা*, পৃ.২৫
৯৩. খাতীব বাগদাদী, *তারীখু বাগদাদ*, খ.৪, পৃ.৩৭০

-"...আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক প্রশংসিত এই লোকগণ (অর্থাৎ মুহাজির ও আনসারগণ) আবূ বাকর (রা.)-এর নেতৃত্বের ওপর ঐকমত্য পোষণ করেছিলেন। তাঁরা সকলেই তাঁর হাতে বাই'আত গ্রহণ করেন, তাঁর নির্দেশ মেনে চলতেন এবং তাঁর মর্যাদার কথা নির্দ্বিধায় স্বীকার করতেন। তিনি ছিলেন তাঁদের সকলের মধ্যে সকল গুণ ও বৈশিষ্ট্যের (যেমন- জ্ঞান, যুহদ, বুদ্ধিমত্তা, রাজনৈতিক প্রজ্ঞা প্রভৃতি) দিক থেকে শ্রেষ্ঠ।"[৯৪]

ঘ. ইমামুল হারামাইন 'আবদুল মালিক আল-জুওয়ায়নী [৪১৯-৪৭৮ হি.] (রাহ.) বলেন,

أما إمامة أبي بكر رضي الله عنه فقد ثبتت بإجماع الصحابة فإنهم أطبقوا على بذل الطاعة والانقياد لحكمه... وما تخرص به الروافض من أبداء علي... في عقد البيعة له كذب صريح، نعم لم يكن صلى الله عليه وسلم في السقيفة وكان مستخليا بنفسه قد استفزه الحزن على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم دخل فيما دخل الناس فيه، وبايع أبا بكر على ملأ من الأشهاد.

-"আবূ বাকর (রা.)-এর নেতৃত্ব সাহাবা কিরামের সর্বসম্মত মতের ভিত্তিতে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে। তাঁরা সকলেই তাঁর আনুগত্য করতেন এবং তাঁর নির্দেশ মেনে চলতেন।...রাফিদী (শী'আ)রা আবূ বাকর (রা.)-এর হাতে 'আলী (রা.)-এর বাই'আত গ্রহণ সম্পর্কে যে সকল কথাবার্তা বলে থাকে, তা সবই উদ্ভট ও সুস্পষ্ট মিথ্যাচার। তবে এটা সত্য যে, তিনি সাকীফার সমাবেশে উপস্থিত ছিলেন না। ঐ সময় তিনি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর বিয়োগ ব্যথায় এতোই মর্মাহত হয়ে পড়েছিলেন যে, তিনি একান্তে অবস্থান করছিলেন। পরে অবশ্যই অন্যান্য লোকের মতো তিনিও একদল বিশিষ্ট লোকের সামনেই আবূ বাকর (রা.)-এর হাতে বাই'আত গ্রহণ করেন।"[৯৫]

খালীফা নির্বাচনের পদ্ধতি ও আবূ বাকর (রা.)-এর নির্বাচন

খালীফা নির্বাচন করার সুনির্দিষ্ট ও সুস্পষ্ট কোনো পদ্ধতি কুর'আন বা হাদীসে উল্লেখ করা হয়নি। সম্ভবত এর কারণ এই হতে পারে যে, নির্বাচনের জন্য কোনো বিশেষ পদ্ধতিকে স্থায়ীভাবে স্বীকার করে নেয়া এবং যুগ-কাল-স্থান নির্বিশেষে সর্বত্র এর অনুসরণকেই গোটা উম্মাতের ওপর বাধ্যতামূলকভাবে চাপিয়ে দেয়া ইসলামের শাশ্বত

৯৪. আশ'আরী, *আল-ইবানাতু 'আন উসূলিদ দিয়ানাতি*, পৃ.৬৬
৯৫. জুয়ায়নী, *আল-ইরশাদ*, পৃ.৩৬১

বিধানের মূল লক্ষ্য নয়। এ জন্য নির্বাচনের কোনো বিশেষ পদ্ধতির পরিবর্তে একটি শাশ্বত মূলনীতিই পেশ করা হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, ﴿وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ﴾ - "তাদের গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম পারস্পরিক পরামর্শের ভিত্তিতে সম্পন্ন করা হয়।"[৯৬] বলাই বাহুল্য যে, খালীফা নির্বাচন যে মুসলিম সমাজে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় ও সামষ্টিক ব্যাপার এবং মুসলিম জনতার অবাধ রায় ও পরামর্শের ভিত্তিতেই যে এটা সুসম্পন্ন হওয়া প্রয়োজন, তাতে কারো দ্বিমত থাকতে পারে না। তদুপরি ইসলামে ব্যক্তি স্বার্থ, স্বৈরতন্ত্র ও রাজতন্ত্রের কোনো অবকাশ নেই। অতএব, জনমতের ভিত্তিতে খালীফা নির্বাচন করতে হবে- এটিই ইসলামে নির্বাচনের একটি প্রধান মূলনীতি। তবে এ নীতির ভিত্তিতে এবং ইসলামের শাশ্বত মূল্যবোধের আলোকে কিভাবে একজন সৎ, যোগ্য ও আল্লাহভীরু খালীফা র্নিবাচনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হবে- কুর'আন ও হাদীসে এ সম্পর্কে স্পষ্টভাবে কিছু বলা হয়নি। সম্ভবত এ কারণেই 'উমার (রা.) বলতেন,

> ثَلاَثٌ لأَنْ يَكُونَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بَيَّنَهُنَّ لَنَا أَحَبُّ إِلَيَّ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا : الْخِلاَفَةُ وَالْكَلاَلَةُ وَالرِّبَا.
>
> -" তিনটি বিষয় এমন রয়েছে, যদি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এ গুলোর মূলতত্ত্ব প্রকাশ করে যেতেন, তা হলে তা আমার নিকট পৃথিবী ও এর যাবতীয় বস্তু থেকে অধিক প্রিয় হতো। আর এ তিনটির একটি হলো খিলাফাত। অপর দুটি হলো কালালাহ ও সূদ।"[৯৭]

একবার যখন লোকজন তাঁর উত্তরাধিকারী সম্পর্কে তাঁর নিকট জানতে চাইলো, তখন তিনি বললেন,

> إِنْ أَسْتَخْلِفْ فَسُنَّةٌ، وَإِلَّا أَسْتَخْلِفْ فَسُنَّةٌ، تُوُفِّيَ رَسُولُ اللهِ، صلى الله عليه وسلم، وَلَمْ يَسْتَخْلِفْ، وَتُوُفِّيَ أَبُو بَكْرٍ، فَاسْتَخْلَفَ.
>
> -"যদি আমি কাউকে খালীফা নির্ধারণ করে যাই, তাতেও কোনো অসুবিধা নেই, আর যদি নাও করি, তাতেও কোনো অসুবিধা নেই। এ দুটি পথই আমার জন্য খোলা, দুটিই সুন্নাত। কেননা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)

---

৯৬. আল-কুর'আন, ৪২ (সূরা আশ-শূরা):৩৮

৯৭. হাকিম, *আল-মুস্তাদরাক,* (কিতাবুত তাফসীর), হা.নং: ৩১৪৫; বাইহাকী, *আস-সুনানুল কুবরা,* খ.৬,পৃ.২২৫; ইবনু আবী শায়বাহ, *আল-মুছান্নাফ,* খ.৫,পৃ.২৩৪; 'আবদুর রাযযাক, *আল-মুছান্নাফ,* হা.নং:১৯১৮৪
বিশিষ্ট হাদীস বিশারদ আল-হাকিম আন-নিশাপূরী (রাহ.) বলেন, যদিও হাদীসটি ইমাম বুখারী ও মুসলিম (রা.) তাঁদের সাহীহগ্রন্থগুলোতে উল্লেখ করেননি; তথাপি এটি একটি বিশুদ্ধ সানাদের হাদীস।

মৃত্যুবরণ করেছেন, অথচ তিনি কাউকে খালীফা নির্ধারণ করে যাননি। আর আবূ বাকর (রা.) আমাকে খালীফা হিসেবে নির্ধারণ করেই মৃত্যুবরণ করেছেন।"[৯৮]

'উমার (রা.)-এর এ কথা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, এ বিষয়ে তাঁর কাছে কোনো চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত ছিল না। তিনি এ বিষয়টি সাধারণ মুসলিম এবং তাদের জ্ঞানীগুণী লোকদের ওপরই ছেড়ে দিয়েছেন, যাতে স্থান ও কাল ভেদে যে পদ্ধতি উত্তম ও পছন্দনীয় হয় তাঁরা তা-ই গ্রহণ করতে পারে। আমরা এখানে খুলাফা রাশিদূন ও সাহাবা কিরাম (রা.) বিভিন্ন সময়ে ও বিভিন্ন অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে উপর্যুক্ত মূলনীতি কিভাবে প্রয়োগ করেছেন এবং নির্বাচন-সমস্যার সমাধান করেছেন, তা তুলে ধরবো।

ক. রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর ওফাতের পর মুসলিম উম্মাতের দায়িত্বশীল নাগরিকগণ 'সাকীফায়ে বানী সা'য়িদায় একটি নির্বাচনী পরামর্শ সভায় মিলিত হন। এখানে আবূ বাকর (রা.) যখন বক্তৃতার মাধ্যমে আনসারগণকে আশ্বস্ত করলেন যে, বর্তমান পরিস্থিতিতে কুরাইশদের মধ্য থেকেই খালীফা নির্বাচিত করতে হবে, তখনই তিনি খালীফা পদের জন্য 'উমার (রা.) ও আবূ 'উবাইদাহ (রা.)-এর নাম প্রস্তাব করেন। কিন্তু 'উমার (রা.) তৎক্ষণাৎ আবূ বাকর (রা.)-এর দিকে হাত বাড়িয়ে দিলেন। 'উমার (রা.)কে অনুরূপ করতে দেখে মুহাজির ও আনসারগণও দ্রুত এগিয়ে এসে আবূ বাকর (রা.)-এর হাতে বাই'আত করেন।

এ ঘটনা থেকে প্রমাণিত হয় যে, আবূ বাকর (রা.)-এর এ নির্বাচন সকলের (অথবা ন্যূনপক্ষে সংখ্যাগরিষ্ঠের) মতানুসারে অনুষ্ঠিত হয়েছিল। কিন্তু এটা সত্য যে, তা ছিল একটি তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা। এর দ্বারা কোনো কোনো লোকের মনে এ ধারণার সৃষ্টি হয়েছিল যে, কোনো ব্যক্তি যখন ইচ্ছা করে 'উমার (রা.)-এর মতো হঠাৎ কারো হাতে খিলাফাতের জন্য বাই'আত করে, তখন তা সঠিক ও বৈধ। এ ধারণার বশবর্তী হয়েই 'উমার (রা.)-এর খিলাফাতের সময় জনৈক ব্যক্তি বলেছিল, وَاللّٰهِ لَوْ قَدْ مَاتَ عُمَرُ بَايَعْتُ فُلَانًا. -"আল্লাহর কাসাম, 'উমার (রা.)-এর মৃত্যু হয়ে গেলে আমি অমুক ব্যক্তির হাতে বাই'আত গ্রহণ করবো।" যেহেতু কোনো পরামর্শ ছাড়া ব্যক্তিগত পছন্দের ভিত্তিতে কাউকে খালীফা মেনে নেওয়া ইসলামী নীতির পরিপন্থী, তাই যখন উক্ত ব্যক্তির উক্তি সম্পর্কে 'উমার (রা.)কে অবহিত করা হলো, তখন তিনি অত্যন্ত ক্রোধান্বিত হন এবং সকলকে সতর্ক করে দিয়ে বলেন যে, সাকীফায়ে বানূ সা'য়িদায় এক বিশেষ পরিস্থিতিতে হঠাৎ আবূ বাকর (রা.)-এর নাম প্রস্তাব করে আমি তাঁর হাতে বাই'আত করেছিলাম। এ

---

৯৮. ইবনু সা'দ, *আত-তাবাকাতুল কুবরা*, খ.৩,পৃ.৩৪২
এ হাদীসটি ভিন্ন ভাষায় ইমাম বুখারী ও মুসলিম (রা.)প্রমুখও বর্ণনা করেছেন। (দ্র. *সাহীহুল বুখারী*, [কিতাবুল আহকাম], হা.নং:৬৬৭৮; *সাহীহ মুসলিম*, [কিতাবুল ইমারাত], হা.নং: ৩৩৯৯)

প্রসঙ্গে তিনি আরো বলেন,

فَلَا يَغْتَرَّنَّ امْرُؤٌ أَنْ يَقُولَ إِنَّمَا كَانَتْ بَيْعَةُ أَبِي بَكْرٍ فَلْتَةً وَتَمَّتْ، أَلَا وَإِنَّهَا قَدْ كَانَتْ كَذَلِكَ؛ وَلَكِنَّ اللهَ وَقَى شَرَّهَا.

-"কোনো ব্যক্তি ধোঁকায় পড়ে এটা যেন না বলে যে, আবূ বাকর (রা.)-এর বাই'আত আকস্মিকভাবে সম্পন্ন হয়েছিল। সাবধান! তা অবশ্যই আকস্মিকভাবে সংঘটিত হয়েছিল; তবে আল্লাহ তা'আলা সে বাই'আতকে দ্রুততার অনিষ্ট থেকে রক্ষা করেছেন।"[৯৯]

অর্থাৎ এ পদক্ষেপ যদিও তখনকার অবস্থা ও সময়ের জন্য উপযোগী ছিল এবং তা সাফল্যমণ্ডিতও হয়েছিল; কিন্তু ভবিষ্যতের জন্য একে নযীর হিসেবে গ্রহণ করা যেতে পারে না। এরপর 'উমার (রা.) বলেন, وَلَيْسَ مِنْكُمْ مَنْ تُقْطَعُ الْأَعْنَاقُ إِلَيْهِ مِثْلُ أَبِي بَكْرٍ.- "তোমাদের মধ্যে আবূ বাকর (রা.)-এর মতো সকলের নিকট সমাদৃত ও জনপ্রিয় কোনো উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তি ছিল না।"[১০০] অর্থাৎ ঐ বাই'আত যদিও আকস্মিকভাবে দ্রুতই সংঘটিত হয়েছিল; কিন্তু কার হাতে হয়েছিল? তা হয়েছিল আবূ বাকর আছ্-ছিদ্দীক (রা.)-এর হাতে, যার চেয়ে খিলাফাতের উপযুক্ত কোনো ব্যক্তি সে সমাজে ছিল না।

বলাই বাহুল্য যে, আবূ বাকর (রা.)-এর বাই'আতের উক্ত তাৎক্ষণিক ঘটনা একটি বিশেষ মর্যাদার দাবিদার। যদি এ ঘটনা না ঘটতো, তা হলে 'উমার (রা.)-এর ভাষ্যমতে, فَيَكُونُ فَسَادٌ অর্থাৎ খালীফা নির্বাচনে একটা বিরাট বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হতো। তিনি এটাই মূলনীতি ধরে অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে বলেন, মুসলিমদের সকলের পরামর্শ গ্রহণ ব্যতীত কারো হাতে খিলাফাতের বাই'আত গ্রহণ করা বৈধ নয়।

مَنْ بَايَعَ رَجُلًا عَنْ غَيْرِ مَشُورَةٍ مِن الْمُسْلِمِينَ فَلَا يُتَابَعُ هُوَ وَلَا الَّذِي بَايَعَهُ.

-"যদি কেউ মুসলিমদের সাথে পরামর্শ ছাড়াই কোনো ব্যক্তির হাতে বাই'আত করে, তা হলে তা মেনে নেয়া যাবে না এবং যার নিকট বাই'আত করা হলো সেও খালীফা হয়ে যাবে না।"[১০১]

প্রথম দিন আবূ বাকর (রা.)-এর নির্বাচন একটি বিশেষ পরামর্শ সভায় অনুষ্ঠিত হয়েছিল; যদিও তা হঠাৎ ও দ্রুত হয়েছিল। কিন্তু ঐ সময় সব দলের প্রতিনিধি উপস্থিত ছিল এবং বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায়ই এ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছিল। এরপর দ্বিতীয় দিন

---

৯৯. কোনো কোনো রিওয়ায়াতে 'উমার (রা.)-এর উপর্যুক্ত বক্তব্যের সাথে তাঁর এ কথাটিও বর্ণিত রয়েছে, لا خلافة إلا عن مشورة.-"পরামর্শ ছাড়া খিলাফাত হতে পারে না।" (ইবনু আবী শায়বাহ, *আল-মুছান্নাফ*, খ.৮,পৃ.৫৭০; নাসা'ঈ, *আস-সুনানুল কুবরা*, হা.নং:৭১৫১, ৭১৫৪)

১০০. বুখারী, *আস-সাহীহ*, (কিতাবুল হুদূদ), হা.নং: ৬২৩৮

১০১. বুখারী, *আস-সাহীহ*, (কিতাবুল হুদূদ), হা.নং: ৬২৩৮

মাসজিদে নাবাবীতে সাধারণ বাই'আত অনুষ্ঠিত হয় এবং উল্লেখ করার মতো এমন কোনো ব্যক্তি ছিলেন না, যিনি ঐ দিন বাই'আত করেননি অথবা কমপক্ষে এ নির্বাচনের বিরুদ্ধে কোনো শব্দ উচ্চারণ করেছেন। এ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, খালীফা নির্বাচনের পর বাই'আতের দ্বারা সে নির্বাচনের প্রতি সমগ্র মুসলিমের সম্মতি প্রকাশ করা আবশ্যক।[১০২]

খ. দ্বিতীয় খালীফা 'উমার (রা.)-এর নির্বাচনের ক্ষেত্রে অন্য একটি পৃথক পদ্ধতি অনুসৃত হয়েছে। প্রথম খালীফা আবূ বাকর (রা.) তাঁর গোটা ইসলামী জিন্দেগী ও খালীফা জীবনের দীর্ঘ অভিজ্ঞতার মাধ্যমে বুঝতে পারছিলেন যে, তাঁর পর খালীফা হওয়ার উপযুক্ত ব্যক্তি সমগ্র জাতির মধ্যে 'উমার (রা.) অপেক্ষা দ্বিতীয় কেউ নেই। তবুও তিনি এ ক্ষেত্রে নিজের অভিজ্ঞতার ওপর ভিত্তি করে একা সিদ্ধান্ত দেয়াকে সমীচীন মনে করেননি। তিনি এ ব্যাপারে বিশিষ্ট বিজ্ঞ সাহাবীগণকে ডেকে এনে পরামর্শ গ্রহণ করেন। দীর্ঘ আলাপ-আলোচনার পর সবার মুখ থেকে পরবর্তী খালীফা হিসেবে 'উমার (রা.)-এর নাম ওঠে আসে। এরপর আবূ বাকর (রা.) 'উমার (রা.)-এর পক্ষে খিলাফাতের সুপারিশ করে যান। মুসলিম জনসাধারণ আবূ বাকর (রা.)-এর সুপারিশ এবং নিজেদের নিরেপক্ষ ও অকুণ্ঠ রায়ের ভিত্তিতে 'উমার (রা.)কেই খালীফা নির্বাচিত করলেন এবং তাঁর হাতে বাই'আত গ্রহণ করলেন। আমরা এ সম্পর্কে দ্বাদশ অধ্যায়ে বিস্তারিত আলোচনা করবো, ইনশা'আল্লাহ।

গ. দ্বিতীয় খালীফা 'উমার (রা.) যখন বুঝতে পারলেন যে, তাঁর নিদানকাল ঘনিয়ে এসেছে, তিনি আর বেশিক্ষণ বেঁচে থাকবেন না, তখন তিনি নিজের স্থলাভিষিক্ত ও পরবর্তী খালীফা নির্বাচনের প্রয়োজনীয়তা বোধ করলেন। এ জন্য তিনি সম্পূর্ণ নতুন একটি পদ্ধতি অনুসরণ করলেন। তিনি ছয়জন শ্রেষ্ঠ ও নেতৃস্থানীয় সাহাবীর সমন্বয়ে একটি নির্বাচনী কমিটি গ্রহণ করলেন। তাঁদের মধ্যে 'উছমান ও 'আলী (রা.)ও ছিলেন।[১০৩] তাঁর দৃষ্টিতে এ ছয় জনই খিলাফাতের জন্য যোগ্য ব্যক্তি ছিলেন। তিনি আদেশ করলেন যে, তাঁর ওফাতের পর তিন দিনের মধ্যেই যেন এ কমিটি নিজেদের মধ্য থেকে সর্বাধিক যোগ্য ব্যক্তিকে খালীফা নির্বাচন করে। কমিটি সুষ্ঠুরূপে তার দায়িত্ব পালন করে এবং এ ব্যাপারে নিকটবর্তী ও দূরবর্তী মুসলিমদের রায় সংগ্রহ করে। মাদীনার প্রতিটি ঘরে ঘরে উপস্থিত হয়ে পুরুষদের সাথে স্ত্রী লোকদেরও মতামত জিজ্ঞেস করা হয়। দূরাগত ব্যবসায়ী ও পর্যটকদের নিকটও রায় জিজ্ঞেস করতে ত্রুটি করা হয়নি।

---

১০২. আকবরাবাদী, *সিদ্দীকে আকবর রা.*, পৃ.১০৪-১০৫

১০৩. অপর চার জন হলেন- যুবাইর, তালহা, সা'দ ইবনু আবী ওয়াক্কাস ও 'আবদুর রাহমান ইবনু 'আওফ (রা.)। (বুখারী, *আস-সাহীহ*, [কিতাবুল মানাকিব], হা.নং:৩৪২৪; ইবনু সা'দ, *আত-তাবাকাতুল কুবরা*, খ.৩,পৃ.৩৪৪)

এভাবে কমিটি মুসলিম নাগরিকদের সর্বাধিক রায় গ্রহণ ও নিজেদের পারস্পরিক আলাপ-আলোচনার পর সর্বসম্মতিক্রমে 'উছমান (রা.)কে তৃতীয় খালীফা রূপে ঘোষণা করে। প্রথমে 'আলী (রা.) তাঁর হাতে বাই'আত গ্রহণ করেন, তারপর সর্বসাধারণ সর্বসম্মতিক্রমে তাঁর হাতে বাই'আত নেন।

ঘ. তৃতীয় খালীফা উছমান (রা.)-এর শাহাদাতের পর মাদীনায় ভয়াবহ অরাজকতা শুরু হয়। এখানে মিসর, কূফা ও বসরার বিদ্রোহীরা প্রবল তাণ্ডব সৃষ্টি করে। তারা বুক ফুলিয়ে মাদীনার অলি-গলিতে ঘোরাফেরা করছিল। তখন প্রধান প্রধান সাহাবীদের অধিকাংশই সামরিক ও প্রশাসনিক দায়িত্ব পালনের জন্য মাদীনার বাইরে অবস্থান করছিলেন। এ অবস্থায় 'উছমান (রা.)-এর শাহাদাতের পর ক্রমাগত তিন দিন পর্যন্ত খালীফার পদ শূন্য থাকে। বিদ্রোহীরা 'আলী (রা.)কে খালীফা হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণের প্রস্তাব দেয়; কিন্তু তিনি প্রথমে এ দায়িত্ব গ্রহণ করতে অস্বীকার করেন। কিন্তু অধিকাংশ মহল থেকে যখন ক্রমাগতভাবে তাঁর ওপর চাপ আসতে থাকে, তখন ইসলামী ঐক্যকে বিশৃঙ্খলার হাত থেকে রক্ষার স্বার্থেই তিনি খিলাফাতের দায়িত্ব গ্রহণ করতে রাযী হন এবং সাথে সাথেই সর্বসাধারণ তাঁর হাতে বাই'আত গ্রহণ করেন। তবে কিছু সংখ্যক লোক তাঁর হাতে বাই'আত গ্রহণ না করে মাদীনা থেকে শামে চলে যায়।

যেহেতু এ নির্বাচন সুস্থ পরিবেশে সুন্দরভাবে সম্পন্ন হয়নি এবং 'আলী (রা.)ও কেবল জাতীয় ঐক্য রক্ষার খাতিরে খিলাফাতের দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন। এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, সকলের না হলেও অধিকাংশ লোকের সমর্থনেই তিনি খালীফা নির্বাচিত হন এবং তাঁর হাতে বাই'আত গ্রহণ করা হয়।

উপর্যুক্ত আলোচনা থেকে এ কথা প্রমাণিত হয় যে, খুলাফা রাশিদূনের নিয়োগ ও নির্বাচনের ব্যাপারে একই ধরনের বাহ্যিক পদ্ধতি অনুসৃত না হলেও প্রতিটি পদ্ধতিতেই জনমতকে নির্বাচনের ভিত্তিরূপে স্বীকার করা হয়েছে এবং কোনো ক্ষেত্রেই জনমতকে উপেক্ষা করা হয়নি। প্রথম নির্বাচন তো সাধারণ সভায় অনুষ্ঠিত হয়। দ্বিতীয় নির্বাচন বিশিষ্ট বিজ্ঞ ও নির্ভরযোগ্য ব্যক্তিদের সাথে পরামর্শ করার পর খালীফা তাঁর স্থলাভিষিক্ত হিসেবে এক জনের নাম প্রস্তাব করেন এবং সঠিক ও সাধারণ মতামতের জন্য সর্বস্তরের মুসলিমদের সামনে তা পেশ করা হয়। তৃতীয় নির্বাচনের জন্য একটি কমিটি গঠন করা হয়। অতঃপর কমিটির সিদ্ধান্ত সঠিক কি না তা যাচাইয়ের জন্য সাধারণ মুসলিমদের মতামত গ্রহণ করা হয়। মোট কথা, জনগণের অধিকার সংরক্ষণ ও রাষ্ট্রীয় শৃঙ্খলা স্থাপনের জন্য খিলাফাত ব্যবস্থায় নির্বাচনে জনমত কার্যকর হওয়া একান্তই অপরিহার্য। তবে ইসলাম এ ব্যাপারে সুনির্দিষ্ট ও বাঁধাধরা কোনো পন্থা ঠিক করে দেয়নি। অবস্থা ও সময়ের উপযোগী যে কোনো নির্দোষ পদ্ধতি গ্রহণ করা যেতে পারে। কেননা ইসলামে রাষ্ট্রীয় ও প্রশাসনিক ব্যাপারে বাহ্যিক অবয়ব ও আকার-আকৃতির বিশেষ গুরুত্ব নেই;

বরং এ সকল ক্ষেত্রে ইসলামের মৌলিক নীতি ও স্পিরিট রক্ষা করাই হচ্ছে মূল কথা।[১০৪]

বলাই বাহুল্য যে, খালীফাগণের নির্বাচনে আত্মীয়তা কিংবা বংশমর্যাদা কখনোই কোনো ফ্যাক্টর হয়ে দেখা দিতে পারেনি। এমন কি কোনো খালীফা তাঁর স্থলাভিষিক্ত হিসেবে নিজের পুত্রের নাম উল্লেখ করা তো দূরের কথা; নিজের কোনো আত্মীয়ের নাম পর্যন্তও উল্লেখ করেননি।[১০৫] তা ছাড়া তাঁদের কেউ এ পদের জন্য প্রার্থী হননি এবং এবং এ পদে নিযুক্ত হওয়ার লক্ষ্যে তাঁদের কেউ জনমত অনুকূলে আনার জন্য সামান্যতম চেষ্টাও করেননি; বরং প্রত্যেকেই নিজের পরিবর্তে অন্য কোনো যোগ্যতর ব্যক্তিকেই নির্বাচিত করার জন্য চেষ্টা চালিয়েছেন। এক্ষেত্রে আবূ বাকর (রা.)-এর নির্বাচনকালীন কথাবার্তা ইতিহাসের পৃষ্ঠায় চিরদিন অম্লান হয়ে থাকবে। কোনো কোনো খালীফার নির্বাচনে প্রথম দিকে কিছুটা মতবিরোধ দেখা দিলেও উত্তরকালে সেই মতবিরোধ বা বিরোধিতার কোনো অস্তিত্বও দেখা যায়নি; বরং সকলেই অন্তর দিয়ে সে নির্বাচনকে মেনে নিয়েছে এবং নির্বাচিত খালীফাকে আন্তরিকভাবে সহযোগিতা করেছে। ইসলামে খালীফা নির্বাচনের এ নীতি সত্যিই অতুলনীয়।

---

১০৪. মাওদূদী, *ইসলামী রাষ্ট্র ও সংবিধান*, পৃ.২২৭, ২৭২-৩, আকবরাবাদী, *সিদ্দীকে আকবর (রা.)*, পৃ. ১০৭, আবদুর রহীম, *খিলাফতে রাশেদা*, পৃ.৩৯

১০৫. ইবরাহীম আন-নাখ'ঈ (রা.) বলেন, জনৈক ব্যক্তি 'উমার (রা.)-এর নিকট জানতে চাইলেন যে, আপনি কি আপনার ছেলে 'আবদুল্লাহ (রা.)কে খালীফা করে যাবেন না? এ কথা শুনে 'উমার (রা.) ক্রুদ্ধ হন এবং বললেন,

قَاتَلَكَ اللهُ! وَاللهِ، مَا أَرَدْتَ اللهَ بِهَذَا، اسْتَخْلِفُ رَجُلًا لَمْ يُحْسِنْ أَنْ يُطَلِّقَ امْرَأَتَهُ؟

-"আল্লাহ তোমাকে ধ্বংস করুন! আল্লাহর কাসাম, তুমি এ কথা আল্লাহর ওয়াস্তে বলো নি। আমি কি এমন একজন লোককেই খালীফা বানিয়ে যাবো, যে নিজের স্ত্রীকেও ভালো মতে তালাক দিতে জানে না?"

(ইবনু সা'দ, *আত-তাবাকাতুল কুবরা*, খ.৩,পৃ.৩৪৩; সুয়ূতী, *তারীখুল খুলাফা*, পৃ.৫৯; বাকরী, *'উমার ইবনুল খাত্তাব*, পৃ.৩১০)

অধ্যায়-৬

আবূ বাকর (রা.)-এর শাসন ও অর্থব্যবস্থা

ইসলামী শাসনব্যবস্থার প্রকৃতি

ইসলামী রাষ্ট্র সার্বভৌম আল্লাহ তা'আলার প্রদত্ত বিধি-বিধানের ভিত্তিতে পরিচালিত একটি জনকল্যাণমূলক আদর্শবাদী রাষ্ট্র। এখানে সরকারের স্বেচ্ছাচারিতার কোনো সুযোগ নেই। আল-কুর'আন ও আল-হাদীসই ইসলামী রাষ্ট্রের মৌলিক আইন। অন্যান্য আইন এ মৌলিক আইনের অধীনে তৈরি হয়। রাষ্ট্র বা সরকারপ্রধান এককভাবে রাষ্ট্রের প্রশাসন পরিচালনার জন্য বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার অধিকারী নন। তাঁকে দেশবাসীর প্রতিনিধিত্বশীল ব্যক্তিবর্গ বা মাজলিসে শূরার পরামর্শক্রমে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হয়। এ দৃষ্টিকোণ থেকে ইসলামী শাসনব্যবস্থা বর্তমানের সাংবিধানিক পরিভাষা অনুযায়ী পাশ্চাত্য ধরনের ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিকও নয়, ব্যক্তিতান্ত্রিকও নয়। আবার ধর্মতান্ত্রিক (Theocratic)ও নয়, অভিজাততান্ত্রিক (Aristocratic)ও নয়। একনায়কতন্ত্রকেও এ শাসনব্যবস্থা স্বীকার করে না, গণতন্ত্রকেও অসম্মান করে না। অভিজাততন্ত্রের মধ্যেও গণতন্ত্র থাকে, আবার গণতন্ত্রকেও সে নিয়ন্ত্রণ করে। মোট কথা, ইসলাম আধুনিক রাজনীতি বিজ্ঞানের পরিভাষা অনুযায়ী কোনো বিশেষ পদ্ধতির অনুসরণ করে না। বস্তুত এটিই শ্রেষ্ঠব্যবস্থা। বর্তমান রাজনৈতিক দর্শনও এ নীতির সমর্থক। অবিমিশ্র রাজতন্ত্র, ডিক্টেটরশিপ বা গণতন্ত্র কোথাও নেই। কোনো তন্ত্রই যেহেতু স্বয়ংসম্পূর্ণ নয় এবং প্রত্যেক তন্ত্রেই ভালো-মন্দ দু দিকই আছে, তাই ইসলাম এমন একটি জনকল্যাণমুখী শাসনব্যবস্থার কথা বলে, যা একদিকে এ সব তন্ত্রের সুষ্ঠু সমন্বয়সাধনও এবং অপরদিকে এ সব তন্ত্র থেকে পৃথকও।[১]

এর ব্যাখ্যা এই যে, ধর্মতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় বাদশাহকে রব হিসেবে বা আল্লাহর ছায়ারূপে মান্য করা হয়। যেমন প্রাচীন মিসরে ফির'আউনের যুগে বাদশাহদেরকে রব হিসেবে এবং মধ্যযুগে ইউরোপে বাদশাহদেরকে আল্লাহর ছায়া হিসেবে মেনে নেয়া হতো।[২] দক্ষিণ আরবের সাবা সাম্রাজ্যেও ধর্মতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা

---

১. আকবরাবাদী, *সিদ্দীকে আকবার রা.*, পৃ.৩০৬

২. রোমানরা মনে করতো, "স্বর্গে যেমন এক ঈশ্বর, মর্তেও তেমনি এক রাজা এবং সে রাজা হলেন স্বয়ং রোমান সম্রাট।" (Cristensen,, *Iran sous les Sassanides,* p. 263) খ্রিস্টীয় ৬ষ্ঠ শতাব্দীতে St. Augustine ঘোষণা করেছিলেন, "সমস্ত শক্তির মালিক হলেন আল্লাহ তা'আলা। আর আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে এ একচ্ছত্র ক্ষমতা ও অধিকার বাদশাহকে দান করা হয়।"

গড়ে ওঠেছিল। সেখানের রাজাকে বলা হতো Priest-King-'যাজক রাজা'।[৩] এ দুটি অবস্থায় বাদশাহ সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী হয়ে থাকেন। তাঁর প্রত্যেকটি আদেশ আল্লাহর আদেশের মতোই মান্য করা হয়। তাঁর অবাধ্য হওয়া দূরের কথা, কোনো ব্যক্তি তাঁর সমালোচনাও করতে পারে না।

ইসলামে এ ধরনের ধর্মতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার কোনো অবকাশ নেই। বাদশাহ কিংবা বিচারক বা খালীফা তো দূরের কথা, স্বয়ং মা'সূম নাবী-রাসূলও সে সকল বিধি-বিধানের অনুসরণ করে থাকেন, যা সাধারণ লোকদের জন্য প্রণীত। তদুপরি সাইয়িদুল মুরসালীন মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) প্রায় সকল প্রশাসনিক ও রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড পরামর্শের ভিত্তিতে পরিচালনা করতেন। যখন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সম্পর্কে সার্বভৌম ক্ষমতার কল্পনা করা যায় না, তখন তাঁর খালীফা সম্পর্কে তা মোটেই ধারণা করা যাবে না। সুতরাং বর্তমানে প্রচলিত যে শাসনব্যবস্থাকে ধর্মতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা বলা হয়, সে দৃষ্টিকোণ থেকে ইসলামী শাসন ব্যবস্থা কখনো ধর্মতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা নয়। তবে ইসলামী শাসনব্যবস্থা প্রকৃত অর্থে দীনী শাসনব্যবস্থা। আর তা এ অর্থে যে, এ শাসনব্যবস্থার মূলনীতি হচ্ছে আল্লাহ প্রদত্ত বিধি-নিষেধ। এ শাসনব্যবস্থার অধীন যে কোনো ব্যক্তিই চাই সে বাদশাহ হোক, কিংবা শাসনকর্তা বা সাধারণ যে কোনো মুসলিম সকলেই আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর আনুগত্যের অঙ্গীকার করে এবং শারী'আতের বিধিনিষেধ মেনে চলতে বাধ্য থাকে।

অনুরূপভাবে ইসলামী শাসনব্যবস্থা অভিজাততান্ত্রিকও নয়, রাজতান্ত্রিকও নয়। কেননা এ ধরনের ব্যবস্থায় হয়তো সমাজের মর্যাদাবান লোকেরাই অথবা গোষ্ঠী বিশেষ সর্বসাধারণের ওপর শাসন চালায়। যেমন প্রাচীন কালে উত্তর আরবের নাবাতী, পালমীরা, হীরা, গাসসান, কিন্দা প্রভৃতি রাজ্য ছিল রাজতান্ত্রিক। তা ছাড়া আরবের পার্শ্ববর্তী সাসানীয় সাম্রাজ্যেও শাসকের বংশানুক্রমিক দাবি ন্যায়সঙ্গত বলে স্বীকার করে নেয়া হতো। আর ইসলাম সমাজের লোকদের মধ্যে কোনো স্তর বিভাগ স্বীকার করে না। তদুপরি তার বিধান অনুযায়ী যে মুসলিম খিলাফাতের দায়িত্ব ও কর্তব্যসমূহ সুচারুরূপে পালন করার যোগ্যতা রাখে, সে যে বংশেরই বা যে গোত্রেরই হোক না কেন তাকেই খিলাফাতের জন্য নির্বাচিত করা উচিত। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন,

يَا أَيُّهَا النَّاسُ، اتَّقُوا اللهَ، وَإِنْ أُمِّرَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ حَبَشِيٌّ مُجَدَّعٌ فَاسْمَعُوا لَهُ وَأَطِيعُوا مَا أَقَامَ لَكُمْ كِتَابَ اللهِ.

---

৩. 'আলী আসগার, *মুসলিম প্রশাসন ব্যবস্থার ক্রমবিকাশ*, পৃ.৩

-"হে লোকেরা, আল্লাহকে ভয় কর। তোমরা নেতৃবৃন্দের কথা শুন ও তাদের নির্দেশ মেনে চল, যদি কোনো নাক কাটা হাবশী গোলামকেও তোমাদের নেতা বানিয়ে দেয়া হয়, যে যাবত সে আল্লাহর কিতাব অনুযায়ী তোমাদের পরিচালনা করে।"[৪]

ইসলামে স্বৈরতন্ত্র বা ব্যক্তিতন্ত্রের কোনো সুযোগ নেই। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নিজের পরিবারবর্গের জন্য খিলাফাতের কোনো অসিয়্যাত করেন নি। খুলাফা রাশিদূনও তাঁর এ নীতি কঠোরভাবে অনুসরণ করেছিলেন। ইসলামের বিধান অনুযায়ী যে সকল ক্ষেত্রে শারী'আতের সুস্পষ্ট বিধি-নিষেধ রয়েছে তা ছাড়া রাষ্ট্রের সকল কর্মকাণ্ড আলোচনা ও পরামর্শ করে সমাধা করতে হয়।[৫]

খুলাফা রাশিদূনের একটি অনন্য বৈশিষ্ট্য ছিল, তাঁরা রাষ্ট্রের প্রতিটি কর্মকাণ্ড পারস্পরিক পরামর্শের ভিত্তিতে পরিচালনা করতেন। রাষ্ট্রের নীতিনির্ধারণ ও শাসনকার্য পরিচালনার ব্যাপারে সাহায্য করার জন্য তাঁদের একটি নিয়মিত পরিষদও ছিল। একে মাজলিসে শূরা (পরামর্শ পরিষদ) বলা হতো। মুহাজির ও আনসারদের বয়োবৃদ্ধ ও জ্ঞানী ব্যক্তিবর্গ, বেদুঈন নেতৃবৃন্দ এবং মাদীনার বিশিষ্ট নাগরিকদের সমন্বয়ে এটি গঠিত হতো। মাজলিসের বৈঠক সাধারণত মাসজিদে নাবাবীতে বসতো। মাজলিসের বৈঠক ডাকার জন্য الصَّلَاةُ جَامِعَةٌ বলে আহ্বান ঘোষণা করা হতো। খালীফাগণ এই পরামর্শ পরিষদের পরামর্শানুযায়ী শাসনকার্য পরিচালনা করতেন। সাধারণত তাঁরা সর্বসম্মত মতের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতেন। তাঁদের আমলে এ ধরনের ঘটনা খুব কমই পরিলক্ষিত হয়, যাতে তাঁরা সর্বসম্মত মত পাননি এবং এর ফলে সংখ্যাগুরু সদস্যদের মতের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হয়েছে।[৬]

এখন বাকি থাকলো গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র। এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, মূল প্রেরণার দিক দিয়ে ইসলামের রাষ্ট্রীয় পদ্ধতি প্রকৃতই গণতান্ত্রিক।[৭] কেননা ইসলামী রাষ্ট্রে-

১. জনগণের মতামতের মাধ্যমে খালীফা নির্বাচিত করা হয়। বর্তমানের

---

৪. তিরমিযী, *আস-সুনান*, (কিতাবুল জিহাদ), হা.নং:১৬২৮; আহমাদ, *আল-মুসনাদ*, হা.নং: ১৬০৫২

৫. বিশিষ্ট মুফাসসির ইবনু কাছীর (রাহ.) বলেন, রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারাদিতে পরামর্শ গ্রহণ করা ওয়াজিব। তা ছাড়া কোনো রাষ্ট্রপ্রধান যদি কোনো সময় নিজেকে পরামর্শের উর্ধ্বে মনে করেন কিংবা এ ধরনের লোকদের সাথে পরামর্শ করতে প্রবৃত্ত হন, যারা পরামর্শ দানের উপযোগী নয়, তা হলে তাকে অপসারণ করা শারী'আতের দৃষ্টিতে অপরিহার্য। 'উমার (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, لَا خِلَافَةَ إِلَّا عَنْ مَشْوَرَةٍ-"পরামর্শ ছাড়া খিলাফাত হতে পারে না।" (ইবনু আবী শাইবাহ, *আল-মুছান্নাফ*, খ.৮,পৃ.৫৭০; নাসা'ঈ, *আস-সুনানুল কুবরা*, হা.নং:৭১৫১, ৭১৫৪)

৬. বাজনূরী, *শূরা কী শার'ঈ হায়ছিয়্যাত*, পৃ.২০৭-৮

৭. আকবরাবাদী, *সিদ্দীকে আকবর রা.*, পৃ.৩১০

ভোটের মতোই খালীফার বাই'আত গ্রহণ করা হয়। কোনো ব্যক্তি বা কোনো গোত্রের একক ক্ষমতা বা শাসন অধিকার থাকে না।

২. খালীফার যে কোনো কাজে প্রত্যেকেরই সমালোচনার পূর্ণ অধিকার রয়েছে।

৩. খালীফা নিজেকে অধিক মর্যাদা সম্পন্ন মনে করেন না; বরং নিজেকে জাতির খাদিম বলেই মনে করেন। তাই তাঁর নিকট পৌঁছতে কারো অসুবিধা হয় না।

৪. রাষ্ট্রের অর্থের মালিক হয় রাষ্ট্রের জনগণ, খালীফা নয়।

৫. রাষ্ট্রের সকল নাগরিকের মৌলিক ও সমান অধিকার নিশ্চিত করা হয়।

৬. খালীফা যখন গুরুত্বপূর্ণ কাজ করেন, তখন সকলের সম্মতি ও মতামত নিয়েই করেন।[৮]

---

৮. খালীফা পরামর্শ গ্রহণের পর অধিকাংশের মতানুযায়ী কাজ করতে বাধ্য হন। তবে কারো কারো মতে, তিনি ইচ্ছে করলে প্রয়োজনে এর বিরুদ্ধেও আপন সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করতে পারেন।

কিন্তু অধিকাংশ মুসলিম পণ্ডিতের মতে, শূরার রায় ও সিদ্ধান্ত মেনে চলা খালীফার ওপর ওয়াজিব এবং এ ধরনের কোনো ইখতিয়ার নেই যে, তাঁদের মতামত উপেক্ষা করে নিজের ব্যক্তিগত রায়কেই কার্যকর করবেন। তাঁদের বক্তব্য হলো- আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, ﴿وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ﴾-"এবং তাঁদের কার্যক্রম পারস্পরিক পরামর্শক্রমে সম্পন্ন হয়।" (আল-কুর'আন, ৪২ [সূরা আশ-শূরা]:৩৮) এ আয়াতের ব্যাখ্যায় মুফাসসিরগণ সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন যে, ব্যক্তি বিশেষের রায়ের পরিবর্তে শূরার সিদ্ধান্ত মেনে চলা ওয়াজিব। রাজতন্ত্র ও খিলাফাতের মধ্যে মৌলিক পার্থক্য এটাই যে, খালীফা শূরার সিদ্ধান্ত মেনে চলেন, অপর দিকে রাজা শূরার পাবন্দীকে জরুরী মনে করেন না। অথচ রাজাও শূরার পরামর্শ ও মতামত নিয়ে থাকেন; কিন্তু যখন যা ইচ্ছা তা গ্রহণ করেন। আবার কখনো সকলের সর্বসম্মত সিদ্ধান্তকেও নাকচ করে দেন। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বিভিন্ন হাদীসে বিভিন্ন ভাষায় সৎ ও বিজ্ঞ লোকদের সাথে পরামর্শ করার নির্দেশ দিয়েছেন এবং ব্যক্তিবিশেষের রায়ের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা থেকে কঠোরভাবে নিষেধ করেছেন। এ ছাড়া খুলাফা রাশিদূন যাঁদের ওপর জনগণের পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাস ছিল, এমনকি তাঁরা যদি শূরার কোনো সিদ্ধান্ত প্রত্যাখ্যান করতেন, জনগণ তাও স্বাচ্ছন্দ্যে মেনে নিতেন। এতদসত্ত্বেও তাঁরা শূরার কোনো সিদ্ধান্ত অগ্রাহ্য করেননি। আর বর্তমানে এমন শাসক খুঁজে পাওয়া কঠিন, যিনি কেবল ব্যক্তিগত রায়ের ভিত্তিতে শূরার সিদ্ধান্তকে নাকচ করে জনগণের আস্থা টিকিয়ে রাখতে পারবেন। অধিকন্তু প্রবল স্বার্থপরতা ও একদেশদর্শিতার এ যুগে খালীফার হাতে শূরার সিদ্ধান্ত নাকচ করার ক্ষমতা প্রদান করার অর্থই হচ্ছে স্বেচ্ছাচারিতা ও স্বৈরতন্ত্রের পথ খুলে দেয়া। তাই খালীফার কর্তব্য হলো শূরার রায় ও সিদ্ধান্ত পরিপূর্ণ রূপে মেনে চলা। শূরার কোনো সিদ্ধান্ত নাকচ করার অধিকার তাঁর নেই। অধিকন্তু তিনি যদি শূরার সর্বসম্মত মতকে অগ্রাহ্য করেন, শারী'আতের দৃষ্টিতে তাঁকে বরখাস্ত করা ওয়াজিব। (গওহর রাহমান, *ইসলামী সিয়াসাত*, পৃ.২৯২)

আমি মনে করি, ক্ষেত্রবিশেষে (যা শূরা কর্তৃক নির্ধারিতও হতে পারে, নাও হতে পারে) খালীফার এ ইখতিয়ার থাকবে যে, তিনি ইচ্ছে করলে শূরার মত ত্যাগ করে নিজের মত বাস্তবায়ন করবেন বা শূরার পরামর্শ ছাড়াই নিজে একাই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন। তবে শূরার

উল্লেখ্য যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ও খুলাফা রাশিদূন (রা.) অধিকাংশ ক্ষেত্রে সংখ্যাগুরুর মতের আলোকে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতেন। তবে তাঁরা কোনো কোনো ক্ষেত্রে পরামর্শ গ্রহণ করার পরও নিজেদের রায় অনুযায়ী 'আমাল করতেন। হুদাইবিয়ার সন্ধির শর্তগুলোর প্রতি অধিকাংশ সাহাবা কিরামের অসম্মতি থাকা সত্ত্বেও রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সেগুলো মেনে নিয়েছিলেন। তা ছাড়া আবূ বাকর (রা.) রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর ওফাতের পর পরই 'উসামাহ (রা.)কে আরব ও শাম সীমান্তে প্রেরণের ব্যাপারে অধিকাংশ সাহাবা কিরামের সাথে একমত হতে পারেননি। কিন্তু তিনি তাঁদের মতের কোনোরূপ পরওয়া করেননি। অনুরূপভাবে অধিকাংশ সাহাবা কিরাম (রা.) যাকাত অস্বীকারকারীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার পক্ষপাতী ছিলেন না; কিন্তু আবূ বাকর (রা.) এ ব্যাপারেও তাঁদের রায় গ্রহণ করেননি; বরং নিজের মতানুযায়ী পদক্ষেপ গ্রহণ করেন।[৯]

আমি মনে করি, যে সকল ঘটনায় দেখা যায় যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নিজের রায়কে প্রাধান্য দিয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিলেন, তা বাহ্যত যদিও তাঁর নিজের রায় বলে প্রতীয়মান হয়, মূলত তা ছিল ওহীর গোপন নির্দেশনা। হুদাইবিয়ার সন্ধির শর্তসমূহ মেনে নেয়াও এ ধরনের একটি সিদ্ধান্ত ছিল। এগুলো যদিও সাহাবীগণের মনঃপূত ছিল না; তা সত্ত্বেও তিনি ওহীর গোপন নির্দেশনায় বৃহত্তর কল্যাণ ও চুক্তির পরিণামের দিকে লক্ষ্য করে সেগুলো মেনে নিয়েছিলেন।[১০]

অনুরূপভাবে আবূ বাকর (রা.) উপর্যুক্ত ঘটনা দু'টিতে নিজের মতের ভিত্তিতে নয়; বরং কুর'আন ও সুন্নাহর আলোকেই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিলেন। কতিপয় সাহাবী প্রথম পর্যায়ে শারী'আত, অবস্থা ও সময়ের দাবি পুরো বুঝতে না পেরে দ্বিমত পোষণ করেছিলেন বটে; কিন্তু যখনই তিনি কুর'আন ও হাদীসের প্রমাণাদি দ্বারা তাঁর মতের ব্যাখ্যা পেশ করেছিলেন, তখন সকল সাহাবীই তাঁর মতকে সমর্থন করেছিলেন।[১১] 'উমার

নিকট তিনি তাঁর অবস্থান ব্যাখ্যা করবেন এবং তাঁর মতের পক্ষে বলিষ্ঠ যুক্তি ও প্রমাণ খাড়া করবেন, যাতে তাঁর ও শূরার সদস্যগণের মধ্যে কোনো ধরনের দূরত্ব ও ভুল বুঝাবুঝির সৃষ্টি না হয়। যেমন আবূ বাকর (রা.) উপর্যুক্ত ঘটনা দুটিতে কুর'আন ও সুন্নাহর আলোকে তাঁর রায়ের যথার্থতা ও প্রয়োজনীয়তা বুঝিয়ে দিয়েছিলেন।

৯. সিদ্দীকী, *রাসূল মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সরকার কাঠামো*, পৃ.২৮০-১

১০. বাজনূরী, *শূরা কী শার'ঈ হায়ছিয়্যাত*, পৃ.১৭৬-৭

১১. শাতিবী, *আল-মুওয়াফাকাত*, খ.৪,পৃ.১৯৫; সুয়ূতী, *তারীখুল খুলাফা*, পৃ.২৯
কেউ কেউ আবূ বাকর (রা.)-এর এ সিদ্ধান্ত দুটির ওপর ভিত্তি করে এ কথাও বলতে চায় যে, রাষ্ট্রপ্রধানকে ভেটো প্রয়োগের ক্ষমতা দেয়া উচিত। বিশিষ্ট মুসলিম পণ্ডিতগণ মনে করেন যে, রাষ্ট্রপ্রধানকে ভেটো প্রয়োগের ক্ষমতা দেয়ার ক্ষেত্রে আবূ বাকর (রা.)-এর সিদ্ধান্ত দুটিকে যুক্তি হিসেবে দাঁড় করতে চেষ্টা করা মোটেই ঠিক নয়। কেননা যখনই আবূ বাকর (রা.) কুর'আন ও হাদীসের আলোকে তাঁর যুক্তি ও বক্তব্য উপস্থাপন করলেন, তখন সকল সাহাবীই তাঁর যুক্তি মেনে নিয়েছিলেন। এটা যদি ভেটো হয়ে থাকে, তবে তা আল্লাহর কিতাব ও রাসূলের

(রা.) বলেন,

فَوَاللهِ، مَا هُوَ إِلَّا أَنْ رَأَيْتُ اللهَ قَدْ شَرَحَ صَدْرَ أَبِي بَكْرٍ لِلْقِتَالِ، فَعَرَفْتُ أَنَّهُ الْحَقُّ.

-"আল্লাহর কাসাম, আল্লাহ তা'আলাই আবূ বাকর (রা.)-এর অন্তরকে যুদ্ধের জন্য সুপ্রশস্ত করে দিয়েছেন। আমি বুঝতে পারলাম যে, তাঁর কথাই সঠিক ছিল।"[১২]

ইমাম বুখারী (রাহ.) যাকাত অস্বীকারকারীদের বিরুদ্ধে তাঁর সিদ্ধান্তকে কুর'আন ও সুন্নাহর নির্দেশাবলির অনুসরণের নযীর হিসেবে উপস্থাপন করেছেন।[১৩]

আধুনিক গণতন্ত্র ও শূরা ব্যবস্থার মধ্যে প্রধান পার্থক্য এই যে-

প্রথমত : গণতন্ত্রে সকল ক্ষমতার আধার ও আইনের উৎস হচ্ছে জনগণ। এতে আল্লাহ, রাসূল, দীন, আসমানী কিতাব ও নৈতিকতাবোধের আনুগত্য জরুরী নয়; বরং জনগণের ইচ্ছা এবং তাদের পছন্দের আনুগত্য করাই অপরিহার্য। এ কারণে এ ব্যবস্থায় জনপ্রতিনিধিদের সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে কোনো সীমাবদ্ধতা নেই। তাঁরা সংখ্যার জোরে যা ইচ্ছা তা করতে পারেন। অপরদিকে শূরা ব্যবস্থায় আইনের উৎস হচ্ছে কুর'আন ও সুন্নাহ। তাই এতে জনপ্রতিনিধিগণ সংখ্যার জোরে যা ইচ্ছা তা করতে পারে না। সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে তাঁদের সীমাবদ্ধতা রয়েছে। কুর'আন ও সুন্নাহর পরিপন্থী এবং ন্যায় ও সত্যের বাইরে তাঁরা কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারেন না। আবূ বাকর (রা.)-এর খিলাফাতকালে সাহাবীগণের তিনটি দল ছিল। একটি মুহাজিরদের, একটি আনসারদের এবং একটি বানূ হাশিমের। কিন্তু তাঁদের কেউ কখনো দলের দিকে চেয়ে আপন মতামত পেশ করেননি; বরং কুর'আন ও সুন্নাহ এবং ন্যায় ও সত্যের দিকে চেয়েই মতামত পেশ করেছেন।

দ্বিতীয়ত : গণতন্ত্রে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে দলীয় প্রভাব লক্ষ্যণীয়। গণতন্ত্রে যত কাজ হয়ে থাকে, তা দলকে শক্তিশালী ও স্থায়ী করার জন্য হয়ে থাকে। দলের প্রতিটি সদস্য যে কোনো বিষয়ে দলের পক্ষে ভোট দিয়ে থাকে। যদি কেউ তা না করে, তা হলে তার বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। কিন্তু শূরাব্যবস্থায় দলের পক্ষপাতিত্বের কোনো ব্যাপার নেই।

হাদীসেরই ভেটো, রাষ্ট্রপ্রধানের ভেটো নয়। আসলে এটাকে ভেটো বলাই ভুল। কেননা আবূ বাকর (রা.)-এর যুক্তি প্রদর্শনের পর ভিন্নমত পোষণকারী সাহাবা কিরামও তাঁর মতকেই সঠিক বলে স্বীকার করেছিলেন এবং নিজেদের পূর্বের মত প্রত্যাহার করেছিলেন। (মাওদূদী, *ইসলামী রাষ্ট্র ও সংবিধান*, পৃ.৩৬৫)

১২. বুখারী, *আস-সাহীহ*, (কিতাবুয যাকাত), হা.নং:১৩৬৪, (কিতাবুল ই'তিসাম), হা.নং: ৬৭৪১; মুসলিম, *আস-সাহীহ*, (কিতাবুল ঈমান), হা.নং:২৯

১৩. বুখারী, *আস-সাহীহ*, কিতাবুল ই'তিসাম, বাব : ইকতিদা বি-সুনানি রাসূলিল্লাহ...

তৃতীয়ত : গণতন্ত্রে সাধারণত সংখ্যাগুরুর মতের ওপরই অধিক গুরুত্বারোপ করা হয়। যেমন কোনো দিকে যদি একান্ন ভোট পড়ে এবং এই ভোটারদের সকলেই মূর্খ, স্বার্থপর ও মূল বিষয় সম্পর্কে অজ্ঞ হয়; তবুও তাদের মতানুযায়ী সিদ্ধান্ত নিতে হবে। পক্ষান্তরে অন্য দিকে যদি এক ভোট কম অর্থাৎ উনপঞ্চাশ ভোট পড়ে এবং ভোটারদের সকলেই মূল বিষয় সম্পর্কে জ্ঞাত এবং সঠিক সিদ্ধান্ত প্রদানকারী হয়ে থাকে; তবুও তাঁদের মতামতের কোনো মূল্য দেয়া হবে না। এ কারণে মহাকবি ইকবাল বলেছেন, "গণতন্ত্র এমন এক শাসনব্যবস্থা, যেখানে লোকদের গণনা করা হয়; ওযন করা হয় না।"[১৪] অপরদিকে শূরাব্যবস্থায় এই সংখ্যাধিক্যের গুরুত্ব সকল ক্ষেত্রে নাও থাকতে পারে। তা ছাড়া গণতন্ত্রে সংখ্যাগুরুর সিদ্ধান্তে সংখ্যালঘুকে দারুন দুর্ভোগ পোহাতে হয়। এ প্রেক্ষিতে রাজনীতি বিজ্ঞানে "Tyranny of the majority" প্রত্যয়টি বিশেষভাবে প্রচলিত হয়ে আসছে।

চতুর্থত : গণতন্ত্রের আদর্শ বা তত্ত্বীয় ধারণা এবং ব্যবহারের (practice) মধ্যে প্রচুর পার্থক্য বিদ্যমান। গণতন্ত্র যে সকল আদর্শ, মূল্যবোধ ও লক্ষ্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত, সেগুলো দীর্ঘকাল ধরে অর্জন ও প্রয়োগের প্রয়াস চলে আসছে। অথচ আজো পূর্ণাঙ্গরূপে অর্জিত বা প্রতিষ্ঠিত হয়নি। এ কারণে প্রখ্যাত রাজনীতি বিজ্ঞানী Maciver বলেন, Democracy is a form of government that is never completely achieved. –"গণতন্ত্র এমন একটি সরকারব্যবস্থা, যা কখনো পূর্ণাঙ্গরূপে প্রতিষ্ঠিত হয়নি।"[১৫] অথচ ইসলামের আদর্শ এবং ব্যবহারের মধ্যে কোনো ধরনের গরমিল নেই। ইসলাম যে সকল আদর্শ, মূল্যবোধ ও লক্ষ্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত, সেগুলো দীর্ঘকাল ধরে যথাযথভাবে কার্যকর ছিল।

এক কথায় পবিত্র কুর'আন, হাদীস ও খুলাফা রাশিদূনের কর্মকাণ্ড দ্বারা ইসলামে যে শাসনব্যবস্থার সন্ধান পাওয়া যায়, তা যেমন ব্যক্তিতান্ত্রিক বা রাজতান্ত্রিক নয়, তেমনি পুরো গণতান্ত্রিকও নয়। তবে এ কথা সত্য যে, আধুনিক গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে যে মঙ্গলজনক দিকগুলো রয়েছে, ইসলামে তা আরো অধিক কার্যকর রূপে বিদ্যমান রয়েছে।[১৬] বর্তমানে ইউরোপে এবং অতঃপর সমগ্র বিশ্বজুড়ে গণতন্ত্র, স্বাধীনতা ও সাম্যের

---

১৪. নুরুদ্দীন, *মহাকবি ইকবাল*, পৃ. ২৩৬

১৫. Maciver, R.M., *The web of government*, p. 132.

১৬. সাইয়েদ আবুল আ'লা মাওদূদী (রাহ.) ইসলামী শাসনব্যবস্থাকে 'ইসলামী গণশাসন' নামে অভিহিত করতে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেন। কেননা এতে আল্লাহর সার্বভৌমত্বের অধীন মুসলিমদেরকে একটা 'সীমিত গণসার্বভৌমত্ব' (Limited popular sovereignty) দেয়া হয়েছে। এতে শাসন বিভাগ ও আইনসভা মুসলিম জনগণের মতানুসারে গঠিত হয়। প্রশাসনিক ও অন্যান্য যে সকল বিষয়ে শারী'আতে কোনো সুস্পষ্ট বিধান নেই, তা মুসলিম

যে বিপ্লব সংঘটিত হয়েছে, মূলত তা সপ্ত শতকে সংঘটিত ইসলামী বিপ্লবেরই প্রলম্বিত ফসল। ১৯৪৮ সনে "ইউনিভার্সেল ডিক্লারেশন অব হিউম্যান রাইটস" নামের চার্টারটি জাতিসংঘে অনুমোদিত হয়। তাতে চিন্তা, সংবেদন আর ধর্মের ব্যাপারে প্রতিটি মানুষের স্বাধীনতার কথা লেখা আছে। জাতিসংঘের এ চার্টার মূলত জাতিসংঘের অবদান নয়; বরং এ ছিল ইসলামী বিপ্লবেরই এক অবদান, যা সংঘটিত হয়েছিল জাতিসংঘের জন্মেরও সহস্র বছর পূর্বে। আমরা নিম্নে আবূ বাকর (রা.)-এর শাসনকার্যের বিস্তারিত বিবরণ পেশ করতে চেষ্টা করবো ইনশা' আল্লাহ, যা থেকে ইসলামী শাসনব্যবস্থার প্রকৃতি, সৌন্দর্যাবলি ও শ্রেষ্ঠত্বের বিষয়টি ফুটে ওঠবে।

আবূ বাকর (রা.)-এর রাষ্ট্রনীতি

আবূ বাকর (রা.) খিলাফাতের সকল কর্মকাণ্ড কুর'আন ও সুন্নাহর পবিত্র নির্দেশনা মতো পরিচালনা করতেন। তাঁর সামনে যখন কোনো সমস্যা দেখা দিতো, তখন তিনি সর্বপ্রথম এর সমাধান পবিত্র কুর'আনে অনুসন্ধান করতেন এবং সেখানে পাওয়া না গেলে পবিত্র হাদীসে অনুসন্ধান করতেন। যদি হাদীসেও এর সমাধান পাওয়া না যেতো, তা হলে তিনি মুসলিমদের সভা আহ্বান করতেন। তখন উপস্থিত ব্যক্তিদের মধ্যে সংশ্লিষ্ট বিষয় সম্পর্কে কারো কোনো হাদীস স্মরণ থাকলে তিনি তা পাঠ করে শুনাতেন এবং আবূ বাকর (রা.) শুনে খুবই সন্তুষ্ট হতেন এবং আল্লাহ তা'আলার শোকর আদায় করতেন। যখন সংশ্লিষ্ট বিষয় সম্পর্কে কারো কোনো হাদীস স্মরণ না থাকতো, তখন তিনি জ্ঞানী-গুণীদের পরামর্শ ডেকে প্রয়োজনীয় পরামর্শ গ্রহণ করতেন।[১৭] বলাই বাহুল্য যে, তিনি যদিও রাষ্ট্রের সর্বময় কর্তা ছিলেন এবং সেনাপতি ও শাসনকর্তার মিলিত রূপ তাঁর মধ্যে ছিল, তবু কোনো সময় তিনি স্বেচ্ছাচারিতা অবলম্বন করেননি। রাষ্ট্রের সাথে সম্পর্কিত ক্ষুদ্র বিষয়েও তিনি পরামর্শ ছাড়া নিজে একাই কোনো সিদ্ধান্ত নিতেন না। বর্ণিত রয়েছে যে, বুযাখা[১৮] নামক জায়গার লোকজন মুরতাদ্দ হয়ে গিয়েছিল। পরে তারা অনুতপ্ত হয়ে আবূ বাকর (রা.)-এর খিদমাতে উপস্থিত হয়ে ক্ষমা প্রার্থনা করে এবং তাদের অতীত কর্মের জন্য তাওবাহ করে। আবূ বাকর (রা.) তখন বলেন, "এখন তোমরা তোমাদের অস্ত্রশস্ত্র সমর্পণ করে ময়দানে গিয়ে উট চরাতে পার। আমি লোকদের সাথে পরামর্শ

জনগণের ঐকমত্যের ভিত্তিতে নিষ্পন্ন হয়। (মাওদূদী, *ইসলামী রাষ্ট্র ও সংবিধান*, পৃ.৯৬)

১৭. দারিমী, *আস-সুনান*, (আল-মুকাদ্দামাহ), হা.নং: ১৬৩

১৮. বুযাখাহ : বানূ আসাদ গোত্রের একটি কূপের নাম। এখানে আবূ বাকর (রা.)-এর খিলাফাত কালে ভণ্ড তুলাইহা আল-আসাদীর সাথে মুসলিমদের ভয়াবহ যুদ্ধ সংঘটিত হয়। (হামাভী, *মু'জামুল বুলদান*, খ.১,পৃ.৪০৮)

করার পর তোমাদের উত্তর দেবো।" অতঃপর তিনি একটি সভা ডাকলেন এবং সমগ্র ঘটনা সাধারণ মুসলিমদের সামনে পেশ করেন। এ সময় তাদের হাতে নিহত মুসলিমগণের দিয়াত (রক্তপণ) গ্রহণ সাপেক্ষে তাদের সাথে সমঝোতার পক্ষে সকলেই মত প্রকাশ করেন।[১৯]

বস্তুত ইসলামে আবূ বাকর (রা.)-এর হাতেই পরামর্শভিত্তিক জনকল্যাণমূলক রাষ্ট্রের ভিত্তি স্থাপিত হয়। তাঁর সকল কর্মতৎপরতার লক্ষ্য ছিল জনকল্যাণ। খালীফা হয়ে তিনি নিজে কোনো বিশেষ সুযোগ-সুবিধা ভোগ করেননি। জনমত ও গণরায়ের প্রতি তিনি সবসময় শ্রদ্ধা পোষণ করতেন। জনগণের শাসন- এ বৈপ্লবিক চিন্তা যা ইউরোপ খ্রিস্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীতে অনুধাবন করলো, আবূ বাকর (রা.) তাদের প্রায় এগারো শ বছর পূর্বে তা তাঁর খিলাফাতের উদ্বোধনী বক্তব্যেই পেশ করেছেন। এটি তাঁর একটি মূল্যবান রাজনৈতিক চিন্তা, যে জন্য তিনি দুনিয়ার সকল মানুষের নিকট স্মরণীয় হয়ে থাকবেন। তিনি সকলের মৌলিক ও নাগরিক অধিকার প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর শাসনামলে জনগণ স্বাধীনভাবে যে কোনো মত প্রকাশ করতে পারতেন এবং খালীফার যে কোনো কাজের সমালোচনা করতে পারতেন। উপরন্তু তিনি নিজেও বিশিষ্ট সাহাবা কিরাম (রা.)-এর সাথে পরামর্শ করা ছাড়া গুরুত্বপূর্ণ কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতেন না।[২০] তিনি পরামর্শ সভায় বসতেন, আলোচনায় অংশ নিতেন। প্রত্যেকেই স্বাধীনভাবে নিজের ঈমান ও চিন্তার আলোকে রায় পেশ করতেন। সিদ্ধান্ত কেবল দলীল-প্রমাণের ভিত্তিতে হতো। কারো প্রভাব বা কারো স্বার্থ অথবা দলের কল্যাণের প্রতি লক্ষ্য রেখে কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হতো না। তাঁর দরজা সকলের জন্য উন্মুক্ত ছিল। তিনি কোনো প্রহরী ছাড়াই ও কোনো ধরনের প্রোটোকল ব্যতীত জনগণের মধ্যে চলাফেরা করতেন। যে কোনো জায়গায় যে কেউ তাঁকে নিজের অভাব-অভিযোগ ও সমস্যাদি জানাতে পারতেন এবং তাঁর কাজের সমালোচনা করতে পারতেন। জনগণকে তাঁদের এ অধিকার প্রয়োগের জন্য কেবল তিনি অনুমতিই দেননি; বরং এর জন্য তিনি তাঁদেরকে উদ্বুদ্ধও করেছেন। নিম্নে তাঁর রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক কর্মকাণ্ডের বিবরণ পেশ করছি, যা থেকে তাঁর জনকল্যাণ সাধন ও গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ রক্ষার প্রকৃষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়।

---

১৯. বুখারী, *আস-সাহীহ,* (কিতাবুল আহকাম), হা.নং: ৬৬৮১; ইবনু কাছীর, *আল-বিদায়াতু ওয়ান নিহায়াতু,* খ.৬,পৃ.৩৫১

২০. এ কারণে তিনি চিন্তাশীল ও অভিজ্ঞ সাহাবীগণকে সাধারণত মাদীনার বাইরে যেতে দিতেন না। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) স্বয়ং 'উমার (রা.)কে 'উসামাহ (রা.)-এর অভিযানে শামিল করে দিয়েছিলেন। কিন্তু আবূ বাকর (রা.) জরুরী পরামর্শাদির জন্য 'উমার (রা.)কে মাদীনায় ছেড়ে যেতে 'উসামাহ (রা.)কে সম্মত করিয়েছিলেন। (খালিদ, *খুলাফাউর রাসূল সা.,* পৃ.৯৪)

মাজলিসে শূরা

আবূ বাকর (রা.)-এর খিলাফাত কালে যদিও 'উমার (রা.)-এর খিলাফাত কালের মতো নিয়মতান্ত্রিক মাজলিসে শূরা গঠিত হয়নি; তথাপি তিনি সাহাবা কিরামের মধ্যে যাঁরা জ্ঞান-বুদ্ধি ও চিন্তা-চেতনার অধিকারী ছিলেন তাঁদেরকে বিশেষ পরামর্শদাতা হিসেবে মনোনিত করেছিলেন। সাধারণত তিনি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে পরামর্শের জন্যে তাঁদেরকে ডাকতেন।[২১] ঐতিহাসিক ইব্‌নু সা'দ (রাহ.) বলেন, আবূ বাকর (রা.)-এর নিকট যখন কোনো জটিল বিষয় উপস্থিত হতো এবং সে জন্য জ্ঞানী-গুণীদের পরামর্শের প্রয়োজন হতো, তখন তিনি আনসার ও মুহাজিরদের থেকে 'উমার, 'উছমান, 'আলী, 'আবদুর রাহমান ইব্‌নু 'আওফ, মু'আয ইব্‌নু জাবাল, উবাঈ ইব্‌নু কা'ব ও যায়িদ ইব্‌নু ছাবিত (রা.) প্রমুখকে পরামর্শের জন্যে ডাকতেন।[২২] তিনি প্রায় সকল ক্ষেত্রে তাঁদের সর্বসম্মত মতের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতেন।[২৩] এ মাজলিসে শূরাই ছিল আধুনিক "পার্লামেন্টের" পূর্বরূপ।

জনকল্যাণমূলক প্রশাসনব্যবস্থা ও কাঠামো

ইতঃপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, আবূ বাকর (রা.)-এর খিলাফাত কাল ছিল মোট দু বছর তিন মাস দশ দিন। এ অল্পসময়টুকু ইসলামী সাম্রাজ্যকে সুদৃঢ়করণ এবং বিভিন্ন যুদ্ধ-বিগ্রহের মধ্যে অতিক্রান্ত হয়েছে। এতদসত্ত্বেও তিনি যথাযথভাবে প্রশাসনব্যবস্থা ও কাঠামো তৈরি করার ক্ষেত্রে মোটেই অমনোযোগী ছিলেন না; বরং সীমারেখা যতটুকু বেড়েছে তাঁর রাষ্ট্রব্যবস্থার পরিধিও ততো বৃদ্ধি পেয়েছে। বর্তমান কালের সভ্য ও উন্নত রাষ্ট্রের মতো আবূ বাকর (রা.) সমগ্র রাষ্ট্রকে বিভিন্ন প্রদেশ ও জিলায় বিভক্ত করেন এবং প্রত্যেকটির জন্যে পৃথক পৃথক শাসনকর্তা নিয়োগ করেন।[২৪] নিম্নে তাঁর প্রদেশসমূহ ও শাসকগণের নামের একটি বিবরণ পেশ করা হলো।

১. মাদীনা : এটি ছিল রাজ্যের রাজধানী। এখানে খালীফা আবূ বাকর (রা.) নিজেই শাসনকার্য পরিচালনা করতেন।

২. মাক্কা : এখানকার শাসনকর্তা ছিলেন 'আত্তাব ইবনু আসীদ (রা.)।

---

২১. তাঁরা যদিও নির্বাচিত নন; কিন্তু তাঁদের সকলের প্রতি জনগণের পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাস ছিল। তদুপরি তাঁরা ছিলেন সে সময়ের জন্যে সর্বস্বীকৃত সৎ, উত্তম ও জ্ঞানী লোক। তাঁরা যে-ই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতেন জনগণ তা স্বাচ্ছন্দ্যে মেনে নিতেন। এজন্যে তাঁদেরকে প্রকৃত অর্থে সে সময়ের জনগণের প্রতিনিধি বলা যায়।

২২. ইবনু সা'দ, *আত-তাবাকাতুল কুবরা*, খ.২, পৃ. ৩৫০

২৩. ইবনু হাজার, *ফাতহুল বারী*, খ.১৭, পৃ.১০৫

২৪. মা'ঈনুদ্দীন নাদাভী, *সাহাবা চরিত-১, খুলাফায়ে রাশেদীন*, খ.১,পৃ. ৫২; আকবরাবাদী, *সিদ্দীকে আকবর রা.*, পৃ.৩১৩

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)ই তাঁকে এখানে শাসক হিসেবে নিযুক্ত করেন এবং আবূ বাকর (রা.)-এর শাসনকাল পর্যন্ত তিনি এ পদে বহাল ছিলেন।

৩. তা'য়িফ : এখানকার শাসনকর্তা ছিলেন 'উছমান ইবনু আবিল 'আস (রা.)। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)ই তাঁকে এখানে শাসক হিসেবে নিযুক্ত করেন এবং আবূ বাকর (রা.) তাঁকে বহাল রাখেন।

৪. সান'আ (ইয়ামান) : এখানকার শাসনকর্তা ছিলেন মুহাজির ইবনু আবী উমাইয়্যাহ (রা.)। তিনি এ রাজ্য জয় করেন এবং রিদ্দা যুদ্ধ শেষে তাঁকে এ অঞ্চলের শাসনকর্তা নিযুক্ত করা হয়।

৫. হাদরামাওত : এখানকার শাসনকর্তা ছিলেন যিয়াদ ইবনু লাবীদ (রা.)।

৬. যাবীদ ও রিমা' (ইয়ামান) : এখানকার শাসনকর্তা ছিলেন আবূ মূসা আল-আশ'আরী (রা.)।

৭. খাওলান : এখানকার শাসনকর্তা ছিলেন ইয়া'লা ইবনু আবী উমাইয়্যাহ (রা.)।

৮. আল-জুন্দ : এখানকার শাসনকর্তা ছিলেন মু'আয ইবনু জাবাল (রা.)।

৯. নাজরান : এখানকার শাসনকর্তা ছিলেন জারীর ইবনু 'আবদিল্লাহ (রা.)।

১০. জারাশ : এখানকার শাসনকর্তা ছিলেন 'আবদুল্লাহ ইবনু ছাওর (রা.)।

১১. বাহরাইন : এখানকার শাসনকর্তা ছিলেন 'আলা ইবনুল হাদরামী (রা.)।

১২. ইরাক : এখানকার শাসনকর্তা ছিলেন মুছান্না ইবনু হারিছাহ (রা.)।

১৩. হিম্স (শাম) : এখানকার শাসনকর্তা ছিলেন আবূ 'উবাইদাহ ইবনুল জাররাহ (রা.)।

১৪. জর্ডান : এখানকার শাসনকর্তা ছিলেন শুরাহবীল ইবনু হাসানাহ (রা.)।

১৫. দিমাশ্ক : এখানকার শাসনকর্তা ছিলেন ইয়াযীদ ইবনু আবী সুফইয়ান (রা.)।

১৬. ফিলিস্তিন : এখানকার শাসনকর্তা ছিলেন 'আমর ইবনুল 'আস (রা.)।

১৭. 'উমান : এখানকার শাসনকর্তা ছিলেন হুযাইফাহ ইবনু মুহসিন (রা.)।

১৮. ইয়ামামাহ : এখানকার শাসনকর্তা ছিলেন সালীত ইবনু কায়স (রা.)।

১৯. দূমাতুল জান্দাল : এখানকার শাসনকর্তা ছিলেন 'ইয়াদ ইবনু গান্‌ম আল-ফিহরী (রা.)।[২৫]

---

২৫. হাররাবী, *আদ-দুওয়ালুল 'আরাবিয়্যাতুল ইসলামিয়্যাহ,* পৃ.৯৬-৭; সাল্লাবী, *আবূ বাকর আস-সিদ্দীক,* পৃ.১৭৯

প্রাদেশিক শাসকগণের দায়িত্ব-কর্তব্য

আবূ বাকর (রা.)-এর প্রাদেশিক শাসকগণ নিম্নোক্ত দায়িত্ব পালন করতেন।

১. নামায প্রতিষ্ঠা ও ইমামাত, বিশেষ করে জুম'আর দিন নামাযের ইমামাত ও খুতবা প্রদান।

২. শত্রুদের বিরুদ্ধে লড়াই করা এবং এতদসংক্রান্ত যাবতীয় কার্যক্রম পরিচালনা করা যেমন- সেনাবাহিনী গঠন, যোদ্ধাদের মধ্যে গানীমাত বন্টন এবং কেন্দ্রে এক পঞ্চমাংশ প্রেরণ, বন্দী বিনিময় ও সমঝোতা চুক্তি সম্পাদন প্রভৃতি।

৩. খালীফার পক্ষে বাই'আত গ্রহণ করা।

৪. প্রয়োজনে বহিঃরাজ্যের সাথে চুক্তি নবায়ন করা।

৫. রাজ্যে ইসলাম ও ইসলামী শিক্ষার প্রসারের চেষ্টা চালানো।

এটি শাসনকর্তাদের একটি প্রধান ও গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব ছিল। তাঁরা বিজিত রাজ্যসমূহে ইসলাম প্রসার ও ইসলামী শিক্ষা বিস্তারের ক্ষেত্রে বিরাট ভূমিকা পালন করেন। উল্লেখ্য, অধিকাংশ শাসকই মাসজিদে বসে লোকদের কুর'আন ও দীনের বিধি-বিধান শিক্ষা দিতেন। আবার কোথাও কোথাও শাসকগণ এ কাজের জন্য বিভিন্ন লোক নিয়োগ করতেন। হাদরামাওতের শাসনকর্তা যিয়াদ (রা.) সম্পর্কে ঐতিহাসিকগণ লিখেছেন যে, فَلَمَّا أَصْبَحَ زِيَادٌ غَدَا يُقْرِئُ النَّاسَ كَمَا كَانَ يَفْعَلُ قَبْلَ ذَلِكَ. - "যিয়াদ কর্মস্থলে সকালে পৌঁছেই লোকদের কুর'আন শিক্ষা দেন, যেমন তিনি ইতঃপূর্বে তা করতেন।"[২৬]

৬. অভ্যন্তরীণ শাসনকার্য পরিচালনা করা এবং বিচার ও শাসনকার্য পরিচালনার জন্য বিভিন্ন কর্মকতা ও কর্মচারী নিয়োগ করা।

৭. সাদাকাহ, যাকাত, 'উশার, খারাজ ও জিযইয়া প্রভৃতি সংগ্রহ ও বন্টন এবং মালামাল আমদানী-রফতানীর ব্যবস্থাপনা।

৮. জনসাধারণের চরিত্র সংশোধনের চেষ্টা করা।

৯. আল্লাহর বিধান অনুযায়ী দোষী ব্যক্তিদের শাস্তি প্রদান।

১০. প্রতি বছর হাজ্জে গমনকারী কাফিলার নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা।

১১. অধিক বয়স্ক সৈন্যদের পেনশন এবং তাদের পরিবারবর্গের জন্য সাহায্যের ব্যবস্থা করা।

১২. কৃষকদের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখা এবং যতটুকু সম্ভব এলাকার কৃষির উন্নতির চেষ্টা করা।[২৭]

---

২৬. 'উমরী, *আল-ওয়ালায়াতু 'আলাল বুলদান*, খ.১,পৃ.৬০; সাল্লাবী, *আবূ বাকর আস-সিদ্দীক*, পৃ.১৭৭

২৭. সাল্লাবী, *আবূ বাকর আস-সিদ্দীক রা.*, পৃ. ১৭৫-৬; আকবরাবাদী, *সিদ্দীকে আকবর রা.*, পৃ. ৩১৯

সৎ ও যোগ্য লোকদেরকে রাষ্ট্রীয় পদে নিয়োগ

যোগ্য ব্যক্তিকে সঠিক পদে নিয়োগ করার ওপর একটি রাষ্ট্রের উত্তম ব্যবস্থাপনা নির্ভর করে। এক্ষেত্রে আবূ বাকর (রা.) অসাধারণ যোগ্যতার প্রমাণ রাখেন। তিনি এ বিষয়ে ছয়টি নীতি অবলম্বন করেন।

এক. রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর শাসনকালে যে সব ব্যক্তি বিভিন্ন দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন, আবূ বাকর (রা.) তাঁদেরকেই প্রাধান্য দেন এবং বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই তাঁদেরকে নিজ নিজ পদে বহাল রাখেন। কেননা তিনি বিশ্বাস করতেন যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর চাইতে সঠিক নির্বাচন অন্য কারো হতে পারে না। উসামা (রা.)-এর নেতৃত্বে আরব-শাম সীমান্তে বাহিনী রওয়ানা হবার সময় সকল সাহাবীই উসামার নেতৃত্বের বিরোধিতা করেছিলেন, কিন্তু তিনি তাতে কর্ণপাত করেননি। 'উমার (রা.) খালিদ ইবনুল ওয়ালীদ (রা.)-এর পদচ্যুতির জন্যে অনুরোধ করেছিলেন, তখন তিনি স্পষ্টভাবে বলেছিলেন, لاَ أَشِيمُ سَيْفًا سَلَّهُ اللّٰهُ عَلَى الْكُفَّارِ. -"যে তরবারি আল্লাহ তা'আলা কাফিরদের বিরুদ্ধে কোষ থেকে উন্মুক্ত করেছেন, আমি তা কোষবদ্ধ করতে পারি না।"[২৮] রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর যুগে মাক্কায় 'আত্তাব ইবন উসাইদ, তা'য়িফে 'উছমান ইব্‌ন আবিল 'আস, সান'আয় মুহাজির ইব্‌ন আবী উমাইয়া, হাদরামাওতে যিয়াদ ইব্‌ন লাবীদ এবং বাহরাইনে 'আলা' ইব্‌ন আল-হাদরামী (রা.) গভর্ণর ছিলেন। আবূ বাকর (রা.) তাঁদেরকেই স্ব স্ব পদে বহাল রাখেন।[২৯]

দুই. আবূ বাকর (রা.) কোনো কাজের জন্যে সেই ব্যক্তিকেই সর্বাগ্রে নির্বাচন করতেন, যিনি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর পবিত্র সাহচর্যে থেকে অধিক জ্ঞান ও শিক্ষা অর্জনের সুযোগ পেয়েছেন। বিশেষত যাঁরা মাক্কা বিজয়ের পূর্বে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন তিনি তাঁদেরকে অগ্রাধিকার দিতেন।[৩০]

তিন. আবূ বাকর (রা.) রাষ্ট্রের যে কোনো পদে কাউকে নিয়োগ করার সময় কেবল তাঁর যোগ্যতা ও প্রতিভার দিকটিই বিশেষ গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করতেন। এ ক্ষেত্রে তিনি ব্যক্তিগত শত্রুতা বা হিংসা-বিদ্বেষের প্রতি মোটেই দৃকপাত করতেন না। তিনি শামের যুদ্ধে খালিদ ইবন সা'ঈদ (রা.)কে একটি দলের নেতৃত্ব প্রদান করলে 'উমার (রা.) এর বিরোধিতা করে বলেন, খালিদ (রা.) আপনার খিলাফাতে সন্তুষ্ট ছিল না, সে আপনার বিরুদ্ধে বানূ হাশিমকে উত্তেজিত করেছে। কিন্তু আবূ বাকর (রা.) 'উমার (রা.)-

---

২৮. তাবারী, *তারীখুল উমাম ওয়াল মুলূক*, খ.২,পৃ.২০৩; ইবনুল আছীর, *উসদুল গাবাহ*, খ.২,পৃ.৪৬৯,*আল-কামিল*, খ.১,পৃ. ৩৭২

২৯. তাবারী, *তারীখুল উমাম ওয়াল মুলূক*, খ.২, পৃ. ৬১৭

৩০. আকবরাবাদী, *সিদ্দীকে আকবর*, পৃ. ৩১৫

এর এ কথার প্রতি কোনো গুরুত্ব প্রদান করেননি; বরং খালিদ ইবন সা'ঈদ (রা.)-এর নিয়োগ বহাল রাখেন।[৩১]

চার. আবূ বাকর (রা.) রাষ্ট্রের কোনো পদে কাউকে নিয়োগ দেওয়ার সময় কোনোরূপ স্বজনপ্রীতি ও গোত্রীয় সংকীর্ণ চিন্তাকে স্থান দিতেন না। উল্লেখ্য, তিনি তাঁর খিলাফাত কালে নিজের গোত্রের কোনো লোককে রাষ্ট্রীয় কোনো পদে অভিষিক্ত করেননি। তদুপরি তিনি বিভিন্ন প্রদেশের গভর্ণর ও কর্মকর্তাদেরকেও এ ব্যাপারে সতর্ক থাকার কঠোর নির্দেশ দিতেন। ইয়াযীদ ইব্‌ন আবূ সুফইয়ান (রা.)কে আমীর নিয়োগ করে শামে প্রেরণের সময় তিনি বলেন,

يَا يَزِيدُ إِنَّ لَكَ قَرَابَةً، عَسَيْتَ أَنْ تُؤْثِرَهُمْ بِالْإِمَارَةِ، وَذَلِكَ أَكْبَرُ مَا أَخَافُ عَلَيْكَ، فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ وَلِيَ مِنْ أَمْرِ الْمُسْلِمِينَ شَيْئًا فَأَمَّرَ عَلَيْهِمْ أَحَدًا مُحَابَاةً فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ، لَا يَقْبَلُ اللهُ مِنْهُ صَرْفًا وَلَا عَدْلًا حَتَّى يُدْخِلَهُ جَهَنَّمَ.

"হে ইয়াযীদ! তোমার আত্মীয়স্বজন রয়েছে। আমি তোমার দিক থেকে এটা সর্বাধিক আশঙ্কা করছি যে, তুমি তাদেরকে বিভিন্ন পদে নিয়োগের ব্যাপারে অগ্রাধিকার প্রদান করবে। অথচ রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেছেন যে, কোনো ব্যক্তি মুসলিমদের কোনো কাজের দায়িত্বপ্রাপ্ত হয়ে যদি আত্মীয়তার কারণে কাউকে আমীর নিযুক্ত করে, তা হলে তার ওপর আল্লাহর লা'নাত পতিত হবে এবং আল্লাহ তা'আলা তার পক্ষ থেকে কোনো ধরনের ফিদ্‌ইয়া ও বদলা গ্রহণ করবেন না। এমন কি তাকে জাহান্নামে দাখিল করবেন।"[৩২]

পাঁচ. আবূ বাকর (রা.) রাষ্ট্রের যে কোনো পদে কাউকে নিয়োগ দেওয়ার সময়, এমন কি কোনো ব্যক্তিকে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় বদলি করার ক্ষেত্রেও একাই কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতেন না; বিশিষ্ট সাহাবা কিরাম (রা.)-এর সাথে বিশেষ করে 'উমার ও আলী (রা.) প্রমুখের সাথে পরামর্শ করে সিদ্ধান্ত নিতেন। যেমন- 'আমর ইবনুল 'আস (রা.)কে যখন আবূ বাকর (রা.) বদলি করে ফিলিস্তিনের জুন্‌দ প্রদেশের শাসনকর্তা নিয়োগ করতে চাইলেন, তখন তিনি প্রথমে বিশিষ্ট সাহাবা কিরাম (রা.) থেকে পরামর্শ চাইলেন। তাঁদের সকলের সম্মতি পাবার পরই তিনি নিজের সিদ্ধান্তের কথা প্রকাশ

---

৩১. তাবারী, *তারীখুল উমাম ওয়াল মুলূক*, খ.২,পৃ. ৫৮৬

৩২. আহমাদ, *আল-মুসনাদ*, হা.নং:২১; ইবনু 'আসাকির, *তারীখু দিমাশক*, খ.৬৫,পৃ.২৪৬; মা'ঈন উদ্দীন নাদাভী, *সাহাবা চরিত-১*, খ.১, পৃ.৫৩

করলেন।[৩৩] তা ছাড়া আবূ বাকর (রা.) শাসনকর্তা নিয়োগ দানের ক্ষেত্রে ব্যক্তির পছন্দকেও যথাযথভাবে মূল্যায়ন করতে চেষ্টা করতেন। যেমন- মুহাজির ইবনু আবী উমাইয়্যাহ (রা.)কে শাসনকর্তা হিসেবে নিয়োগ দেবার সময় আবূ বাকর (রা.) তাঁকে ইখতিয়ার দান করেন যে, তিনি ইয়ামান কিংবা হাদরামাওত থেকে যে কোনো এলাকা বেছে নিতে পারেন। মুহাজির (রা.) ইয়ামানকে বেছে নিলেন। এরপর আবূ বাকর (রা.) তাঁকে ইয়ামানের শাসনকর্তা রূপে প্রেরণ করেন।[৩৪]

ছয়. যে সকল লোক কোনো কারণে একবার আস্থা ও বিশ্বাসযোগ্যতা হারিয়ে ফেলেছে, আবূ বাকর (রা.) তাঁদেরকে ক্ষমা করার পরও রাষ্ট্রের কোনো দায়িত্বশীল পদে নিয়োগ করতেন না, যে যাবত না পুনরায় তাঁদের সততা ও বিশ্বস্ততার প্রতি তাঁর পূর্ণ আস্থা সৃষ্টি হতো। এ কারণে তিনি খালিদ ইবনুল ওয়ালীদ (রা.)কে ইরাকের যুদ্ধে প্রেরণের সময় নির্দেশ দেন, একবার যারা ধর্মত্যাগ করেছে তাদেরকে যেন তিনি কোনোভাবেই সেনাবাহিনীতে প্রবেশের অনুমতি না দেন।

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর ওফাতের পর যখন আরব গোত্রসমূহের সংকীর্ণ গোত্রীয় অনুভূতি চাঙ্গা হতে যাচ্ছিল, তখন বিভিন্ন পদে লোক নিয়োগের ক্ষেত্রে তাঁর এ স্বচ্ছ ও সঠিক পদক্ষেপের কারণে সকল সংকীর্ণ চিন্তার অবসান ঘটে এবং দ্রুত সকলের মাঝে জাতীয় ঐকমত্যের চিন্তা প্রসার লাভ করে।

পরীক্ষামূলক নিয়োগ

বর্তমান সাধারণ নিয়মানুযায়ী যতক্ষণ পর্যন্ত কারো দক্ষতা ও উত্তম কার্যাবলি সম্পর্কে পরিপূর্ণ বিশ্বাস না জন্মে, ততক্ষণ পর্যন্ত তাকে সংশ্লিষ্ট পদে অস্থায়ীভাবে নিয়োগ দান করা হয়। স্থায়ী পদোন্নতির জন্য শর্ত হলো উত্তম কার্যাবলি। আবূ বাকর (রা.) ইয়াযীদ ইবন আবূ সুফ্ইয়ানকে শামের যুদ্ধে যখন একটি দলের আমীর নিয়োগ করেন, তখন তাঁকে যে সমস্ত নির্দেশ প্রদান করেছিলেন তার প্রারম্ভিক কথা ছিল-

إِنِّي قَدْ وَلَّيْتُكَ لِأَبْلُوَكَ، وَأُجَرِّبَكَ وَأُخَرِّجَكَ؛ فَإِنْ أَحسَنْتَ رَدَدْتُكَ إِلَى عَمَلِكَ
وَ زِدْتُكَ، وَإِنْ أَسَأْتَ عَزَلْتُكَ .

-"আমি তোমাকে যাচাই ও প্রশিক্ষণ দানের জন্যে গভর্ণর নিযুক্ত করলাম। যদি তুমি উত্তম কাজ কর, তা হলে আমি তোমাকে এই পদে স্থায়ী করবো এবং

---

৩৩. 'উমরী, *আল-ওয়ালায়াতু 'আলাল বুলদান*, খ.১,পৃ.৫৫; সাল্লাবী, *আবূ বাকর আস-সিদ্দীক*, পৃ.১৭৭

৩৪. তাবারী, *তারীখুল উমাম ওয়াল মুলূক*, খ.২,পৃ. ৩০৫

পদোন্নতিও প্রদান করবো। আর যদি অন্যায় কাজ কর, তা হলে তোমাকে পদচ্যুত করবো।"[৩৫]

প্রশাসকদের সম্মান ও মর্যাদার দিকে লক্ষ্য রাখা

একটি রাষ্ট্রের সুশাসনের সবচেয়ে বড় নিদর্শন হলো, সেখানকার প্রশাসকদের সম্মান ও মর্যাদা পূর্ণাঙ্গভাবে রক্ষা করা এবং তাদের সাথে জবরদস্তি ও স্বেচ্ছাচারমূলক ব্যবহার না করা। আবূ বাকর (রা.) এ দুটি বিষয়ের প্রতি অত্যন্ত সজাগ দৃষ্টি রাখতেন। উসামাহ (রা.) বাহিনীকে বিদায় সম্বর্ধনা জানাবার সময় তিনি কামনা করেছিলেন যে, 'উমার (রা.) এ বাহিনীতে না গিয়ে খালীফার উপদেষ্টা হিসেবে কাজ করার জন্য মাদীনায় অবস্থান করবেন। কিন্তু উসামাহ (রা.) যেহেতু বাহিনীপ্রধান ছিলেন, তাই তিনি 'উমার (রা.) সম্পর্কে নিজে কোনো সিদ্ধান্ত না নিয়ে উসামাহ (রা.)কে অনুরোধ করেন, সম্ভব হলে যেন 'উমার (রা.)কে তিনি মাদীনায় তাঁর কাছে রেখে যান। তিনি ইচ্ছে করলে মুসলিমদের খালীফা হিসেবে উসামাহ (রা.) থেকে কোনো ধরনের সম্মতি না নিয়েই নিজের একার সিদ্ধান্ত বলে 'উমার (রা.)কে তাঁর কাছে রেখে দিতে পারতেন; কিন্তু তিনি তা করেননি। এ ক্ষেত্রে আরো লক্ষণীয় যে, উসামাহ (রা.) যখন রওয়ানা হন, তখন আবূ বাকর (রা.) তাঁর সাথে হেঁটে চললেন এবং জরুরী উপদেশ দিতে থাকেন। উসামাহ (রা.) ঘোড়ার পিঠে উপবিষ্ট ছিলেন বিধায় আবূ বাকর (রা.)কে বহুদূর পর্যন্ত দৌড়ে চলতে হচ্ছিল। উসামাহ (রা.)-এর শত অনুরোধ সত্ত্বেও তিনি ঘোড়ায় আরোহন করেননি এবং উসামাহ (রা.)কেও ঘোড়া থেকে অবতরণ করতে দেননি। উপরন্তু তিনি বললেন,

وَمَا عَلَيَّ أَنْ أُغَبِّرَ قَدَمَيَّ فِي سَبِيْلِ اللهِ سَاعَةً؛ فَإِنَّ لِلْغَازِيْ بِكُلِّ خُطْوَةٍ يَخْطُوهَا سَبْعَمِائَةِ حَسَنَةٍ تُكْتَبُ لَهُ، وَ سَبْعَمِائَةِ دَرَجَةٍ تُرْفَعُ لَهُ، وَتُرْفَعُ عَنْهُ سَبْعَمِائَةِ خَطِيْئَةٍ.

-"আমি কিছু দূর আল্লাহর পথে হেঁটে গেলে ক্ষতি কী! আমার দু পা আল্লাহর পথে কিছুক্ষণের জন্য হলেও ধূলায় ধূসরিত হবে। কেননা গাযীদের প্রতিটি কদমেই সাত শত নেকী লেখা হয়, সাত শত মর্যাদা বৃদ্ধি করে দেয়া হয় এবং সাত শত পাপ ক্ষমা করে দেয়া হয়।"[৩৬]

---

৩৫. ইবনুল আছীর, *আল-কামিল*, খ.১,পৃ.৩৯০; আকবরাবাদী, *সিদ্দীকে আকবর*, পৃ. ৩১৭

৩৬. তাবারী, *তারীখুল উমাম ওয়াল মুলূক*, খ.২,পৃ.৪৬২; *মা'ঈনুদ্দীন নাদাভী, সাহাবা চরিত-১*, পৃ.৩৭; আকবরাবাদী, *সিদ্দীকে আকবর*, পৃ. ৩১৭

এমনিভাবে ইয়াযীদ ইবনু আবী সুফ্ইয়ান (রা.) শামের যুদ্ধে রওয়ানা হবার সময় তিনি পায়ে হেঁটে বহুদূর পর্যন্ত তাঁর সাথে যান।[৩৭]

প্রশাসকদের প্রতি জনকল্যাণমূলক নির্দেশাবলী

আবূ বাকর (রা.) যখন কোনো ব্যক্তিকে কোনো দায়িত্ব দিতেন কিংবা কোনো পদে নিয়োগ করতেন তখন তাঁকে ডেকে তাঁর দায়িত্ব ও কর্তব্যসমূহ ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দিতেন এবং এগুলো বাস্তবায়নের জন্য তাঁর কাছ থেকে অঙ্গীকার আদায় করতেন। যেমন- উসামাহ (রা.)-এর নেতৃত্বে গঠিত বাহিনী যখন শামের দিকে রওয়ানা হয় এবং কিছুদূর অগ্রসর হয়, তখন তিনি তাঁদেরকে থামিয়ে দশটি হিদায়াত দান করেন। এমনিভাবে তিনি শামের দিকে সেনা অভিযান প্রেরণ করার সময় সেনাপতি ইয়াযীদ ইবনু আবী সুফ্ইয়ান (রা.)কেও বিস্তারিত হিদায়াত দান করেন।

তাকওয়া ও পবিত্রতার নির্দেশ

আবূ বাকর (রা.) পদ ও মর্যাদা অনুযায়ী প্রত্যেক ব্যক্তিকে পৃথক পৃথক হিদায়াত প্রদান করতেন। প্রতিটি খুতবায়, প্রতিটি ফরমান ও পত্রে এবং প্রতিটি সভা ও মাহফিলেও তিনি তাকওয়া, বিশ্বস্ততা ও আমানাতদারীর ওপর গুরুত্ব আরোপ করতেন। যেমন- 'আমার ইবনু 'আস (রা.) ও ওয়ালীদ ইবনু 'উকবাহ (রা.)কে যখন তিনি বানূ কুদা'আহর কাছ থেকে সাদাকাহ আদায়ের জন্য নিয়োগ করেন, তখন তাঁদেরকে বিদায় সম্বর্ধনা জানাতে গিয়ে নিম্নলিখিত হিদায়াত প্রদান করেন-

اتَّقِ اللهَ فِي السِّرِّ وَالْعَلَانِيَةِ؛ فَإِنَّهُ مَنْ يَتَّقِ اللهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، وَمَنْ يَتَّقِ اللهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ، وَيُعَظِّمْ لَهُ أَجْرًا، فَإِنَّ تَقْوَى اللهِ خَيْرٌ مَا تَوَاصَى بِهِ عِبَادُ اللهِ، إِنَّكَ فِي سَبِيْلٍ مِنْ سُبُلِ اللهِ، لَا يَسَعُكَ فِيْهِ الْادْهَانُ وَالتَّفْرِيْطُ وَالْغَفْلَةُ عَمَّا فِيْهُ قِوَامُ دِيْنِكُمْ وَعِصْمَةُ أَمْرِكُمْ، فَلَا تَنِ وَلَا تَفْتُرْ.

-"গোপনে ও প্রকাশ্যে আল্লাহকে ভয় কর। কেননা যে ব্যক্তি আল্লাহকে ভয় করে, আল্লাহ তার জন্য সব কিছু সহজ করে দেন এবং তাকে এমনভাবে রিযক প্রদান করেন, যা সে কল্পনাও করে না। যে ব্যক্তি আল্লাহকে ভয় করে, আল্লাহ তা'আলা তার গুনাহ মা'ফ করে দেন এবং তার প্রতিদান বৃদ্ধি করে দেন। নিঃসন্দেহে

৩৭. ইবনুল আছীর, *আল-কামিল*, খ.২,পৃ.৪০৪

আল্লাহভীতির উপদেশ বান্দাহদের জন্য একটি উত্তম নাসীহাত। তোমরা আল্লাহর এমন পথে রয়েছো, যেখানে বেশ-কম বা বাড়াবাড়ির কোনো অবকাশ নেই; বরং এ পথে তোমাদের দীনের স্থায়িত্ব ও খিলাফাতের নিরাপত্তার রহস্য নিহিত রয়েছে। সুতরাং তোমরা দুর্বলতা ও আলস্য ইখতিয়ার করো না।"[৩৮]

কর্মকর্তাদের প্রতি নজর

সরকারের আইন-কানূন যতোই উত্তম ও সুরচিত হোক না কেন, কর্মকর্তাদের প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখা ও তাদের কার্যকলাপের সমালোচনা করার ব্যবস্থা করা না হলে গোটা শাসনব্যবস্থা মুখ থুবড়ে পড়তে পারে। আবূ বাকর (রা.) স্বভাবতই নম্র হৃদয়, অত্যন্ত বন্ধু বৎসল ও মিষ্টভাষী ছিলেন। অপরের ছোট-খাট দোষ-ত্রুটি তিনি সর্বদাই ক্ষমা করে দিতেন। কিন্তু শাসনকার্য পরিচালনা ও দীনী কর্তব্য পালনের ব্যাপারে কোনো প্রকারের গাফলতি ও সামান্য ত্রুটিও তিনি সহ্য করতেন না। বিস্তারিত নির্দেশ প্রদানের পর সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা যত দূরেই অবস্থান করুন না কেন, আবূ বাকর (রা.) তাঁর কাজের প্রতি সদা সতর্ক দৃষ্টি রাখতেন। কারো কোনো ত্রুটি দৃষ্টিগোচর হলেই সাথে সাথে তিনি সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে সতর্ক করে দিতেন এবং কঠোর প্রতিকার করতেন।

ইয়ামামার আমীর মুহাজির ইবন আবূ উমাইয়্যাহ (রা.) সম্পর্কে যখন জানতে পারেন যে, মুসলিমদের বিরুদ্ধে ঘৃণ্য প্রচারণা চালানোর অভিযোগে তিনি জনৈক মহিলার হাত কর্তন করেছেন এবং দাঁত উপড়ে ফেলেছেন তখন সাথে সাথে তাঁকে ভর্ৎসনা করে পত্র লিখেন-

أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّهُ بَلَغَنِيْ أَنَّكَ قَطَعْتَ يَدَا امْرَأَةٍ فِي أَنْ تَغَنَّتْ بِهِجَاءِ الْمُسْلِمِينَ، وَ نَزَعَتْ ثَنِيَّتَهَا، فَإِنْ كَانَتْ مِمَّنْ تَدَّعِي الْإِسْلَامَ فَأَدَبٌ وَ تَقْدِمَةٌ دُونَ الْمُثْلَةِ، وَ إِنْ كَانَتْ ذِمِّيَّةً فَلَعَمْرِي لَمَا صَفَحْتُ عَنْهُ مِنَ الشِّرْكِ أَعْظَمُ .

-" আমার কাছে খবর পৌঁছেছে, মুসলিমদের বিরুদ্ধে কুৎসা রটনা করার কারণে তুমি এক মহিলার হাত কর্তন করেছ এবং দাঁত উপড়ে ফেলেছ। এটা ঠিক হয়নি। কারণ সে মুসলিমদের দলভুক্ত হলে তাকে সতর্কীকরণই যথেষ্ট ছিল। আর যিম্মীগণতো তো শিরকে লিপ্ত হয়ে স্বয়ং আল্লাহর বিরুদ্ধাচরণ করছে। তবু আমরা তাদের এ রাষ্ট্রে বাস করতে দিয়েছি। এমতাবস্থায় মুসলিমদের বিরুদ্ধে প্রচারণা ভয়ানক কোনো অপরাধ নয়।"

---

৩৮. তাবারী, *তারীখুল উমাম ওয়াল মুলূক*, খ.২,পৃ.৫৮৮; ইবনু 'আসাকির, *তারীখু দিমাশক*, খ.২,পৃ.৭৩

সর্বশেষ এটাও লিখেন যে, وَلَوْ كُنْتُ تَقَدَّمْتُ إِلَيْكَ فِي مِثْلِ هَذَا لَبَلَغْتَ مَكْرُوهًا. - "তোমার এই অন্যায় যেহেতু প্রথম, তাই এবারের মতো ক্ষমা করা হল। নতুবা এর জন্যে তোমাকে কঠোর সাজা ভোগ করতে হতো।"[৩৯]

আবূ বাকর (রা.) খালিদ ইবন ওয়ালীদকে (রা.) অত্যন্ত সম্মান করতেন। এতদসত্ত্বেও যখন ইয়ামামার যুদ্ধে মুসাইলামা কায্যাবের সেনাপতি মাজ্জা'আ ইব্ন মুরারাহ্ দুনফী তাঁকে ধোঁকা দিয়ে স্বজাতিকে ধ্বংস থেকে রক্ষা করেছিল, আর তিনি এ বিশ্বাসঘাতকতার শাস্তি বিধানের পরিবর্তে তার কন্যাকে বিয়ে করেন, তখন আবূ বাকর (রা.) তাঁর আপোষমূলক পদক্ষেপে খুব অসন্তুষ্টি প্রকাশ করে লিখেন :

لَعَمْرِي يَا ابْنَ أُمِّ خَالِدٍ، إِنَّكَ لَفَارِغٌ تَنْكِحُ النِّسَاءَ، وَبِفَنَاءِ بَيْتِكَ دَمُ أَلْفٍ وَ مِائَتَيْ رَجُلٍ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ لَمْ يُجَفِّفْ بَعْدُ.

-"হে উম্মু খালিদের পুত্র, নিঃসন্দেহে তোমার অন্তর অত্যন্ত নিষ্ঠুর। তুমি এমন সময়ে বিয়ের আনন্দ উপভোগ করেছো, যখন তোমার ঘরের আঙ্গিনায় বারো শ' মুসলিমের রক্ত শুকায়নি।"[৪০]

তাবারীর বর্ণনা অনুযায়ী এই পত্রটি এতোই ক্রোধপূর্ণ ছিল যে, মনে হচ্ছিলো যেন, এ থেকে রক্ত ঝরে পড়ছে।

এর পর ইরাকে ফারাযের যুদ্ধ শেষ হওয়ার পর খালিদ (রা.) আবূ বাকর (রা.)-এর অনুমতি ব্যতীত যখন গোপনে হাজ্জে আসেন এবং আবূ বাকর (রা.) তা জানতে পারেন তখন তিনি তাঁকে সাথে সাথে নিন্দাসূচক পত্র লিখেন। ঐতিহাসিক তাবারী ও ইবনুল আছীরের বর্ণনা অনুযায়ী খালিদ (রা.)-এর এ অন্যায়ের কারণেই আবূ বাকর (রা.) তাঁকে সিরিয়ার যুদ্ধে প্রেরণ করেন এবং ভবিষ্যতে যাতে এ ধরনের ঘটনার পুনরাবৃত্তি না ঘটে সে সম্পর্কে সতর্ক করে দেন।[৪১]

সরকারের বিভিন্ন বিভাগ

আবূ বাকর (রা.)-এর সংক্ষিপ্ত খিলাফাতকাল প্রধানত আরব উপদ্বীপের অভ্যন্তরীণ স্থায়িত্ব, বাইরের আক্রমণ থেকে এর নিরাপত্তা বিধান এবং জাতীয় ঐক্য রক্ষায় কাজে দ্রুত শেষ হয়ে যায়। তাই 'উমার (রা.)-এর মতো তাঁর পক্ষে রাষ্ট্রের বিভিন্ন কাজকে বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত করে প্রত্যেক বিভাগের জন্য পৃথক পৃথক দপ্তর স্থাপন এবং প্রত্যেক দপ্তরের জন্য পৃথক প্রশাসক নিয়োগ এবং এর জন্য বিধি-বিধান তৈরির সুযোগ

---

৩৯. তাবারী, *তারীখুল উমাম ওয়াল মুলূক*, খ.২,পৃ.৫৫০; সুয়ূতী, *তারীখুল খুলাফা'*, পৃ.৮৭
৪০. তাবারী, *তারীখুল উমাম ওয়াল মুলূক*, খ.২,পৃ.৫১৯
৪১. তাবারী, *তারীখুল উমাম ওয়াল মুলূক*, খ.২,পৃ.৫৮৪; ইবনুল আছীর, *আল-কামিল*, খ.২, পৃ. ৪০০

হয়ে ওঠেনি। আবূ বাকর (রা.)-এর আমলেও সাধারণত রাষ্ট্রের অধিকাংশ ব্যবস্থাপনায় সেই কার্যপদ্ধতি ও সরলতা পাওয়া যায়, যা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর পবিত্র যুগে ছিল। বস্তুতপক্ষে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যে প্রশাসনিক ব্যবস্থা ও কাঠামো গড়ে তুলেছিলেন, আবূ বাকর (রা.) তাকেই বহাল রাখেন ও এগিয়ে নিয়ে যান।

বিচার বিভাগ

আবূ বাকর (রা.)-এর শাসনামলে বিচার-ফায়সালা ছিল মূলত রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর যুগের বিচার-ফায়সালার একটি প্রলম্বিত চিত্র। এ সময় প্রধানত কুর'আন ও হাদীসের বর্ণিত বিধি-বিধানের ভিত্তিতে বিচারকার্য পরিচালিত হতো। তবে কখনো প্রয়োজনে বিশেষজ্ঞগণের নিকট পরামর্শ চাওয়া হতো। বিবদমান দু পক্ষের মধ্যে ন্যায়বিচার নিশ্চিত করা আবূ বাকর (রা.) তাঁর একটি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব মনে করতেন। তিনি প্রায় বিচারকার্য নিজেই সম্পন্ন করতেন। তা ছাড়া আবূ বাকর (রা.) বিশেষভাবে 'উমার, 'আলী, মু'আয ইবন জাবাল (রা.) এবং অন্যান্য কয়েকজন সাহাবী থেকে বিচারকার্য পরিচালনার ক্ষেত্রে সহযোগিতা নিতেন।[৪২] কোনো কোনো রিওয়ায়াত থেকে জানা যায় যে, আবূ বাকর (রা.)-এর শাসনামলে 'উমার (রা.) প্রধান বিচারপতির দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন। প্রত্যেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে তিনি সিদ্ধান্ত প্রদান করতেন। যখন আবূ বাকর (রা.) খালীফা নির্বাচিত হন, তখন 'উমার (রা.) বলেন, أَنَا أَكْفِيْكَ الْقَضَاءَ "আমি আপনার বিচারকের দায়িত্ব পালন করবো।" কিন্তু এটা যেহেতু সর্বোত্তম যুগ (خَيْرُ الْقُرُوْنِ) ছিল, তাই সারা বছর বিবাদ-বিসম্বাদের কোনো ঘটনাই 'উমার (রা.)-এর সামনে উপস্থাপিত হয়নি।[৪৩]

ঐতিহাসিক তাবারী ও ইবনুল আছীর (রাহ.) বলেন,

وَاسْتَقْضَى فِيْهَا أَبُو بَكْرٍ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَكَانَ عَلَى الْقَضَاءِ خِلَافَتَهُ كُلَّهَا .

> -" ঐ বছরই (অর্থাৎ হিজরী একাদশ সনে) আবূ বাকর (রা.) 'উমার (রা.)কে বিচারক নিয়োগ করেন এবং তাঁর পুরো খিলাফাত পর্যন্ত তিনি ('উমার) বিচারকের দায়িত্ব পালন করেন।"[৪৪]

---

৪২. ইতিহাস গ্রন্থে এঁদেরকে আবূ বাকর (রা.)-এর যুগে মুফতী বলা হতো। যেমন 'আল্লামা সারাখসী (রাহ.) বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করেছেন যে, প্রথম যুগে কাযীকে মুফতী বলা হতো এবং এরা বিচারকের কাজ করতেন।

৪৩. তাবারী, *তারীখুল উমাম ওয়াল মুলূক*, খ.২,পৃ.৬১৭

৪৪. তাবারী, *তারীখুল উমাম ওয়াল মুলূক*, খ.২,পৃ.৫৫০; ইবনুল আছীর, *আল-কামিল*, খ.২, পৃ. ৪২০

'উমার (রা.) স্বাধীনভাবে বিচারকের দায়িত্ব পালন করতেন। এ ব্যাপারে তিনি আবূ বাকর (রা.)-এর মতেরও কোনো গুরুত্ব দিতেন না। বর্ণিত আছে যে, একদিন আকরা' ইবন হাবিস ও 'উয়াইনা ইবন হিছন আল-ফাযারী আবূ বাকর (রা.)-এর খিদমাতে হাযির হয়ে একটি পতিত জমি তাঁদেরকে প্রদান করার জন্যে আবেদন করেন। যেহেতু তাঁরা উভয়ে দোদুল্যমান অন্তরের লোক ছিলেন, তাই আবূ বাকর (রা.) তাঁদের আবেদন মঞ্জুর করেন এবং এই জমির দলীল তাঁদের নামে লিখে দেন। তখন তাঁরা খালীফার নির্দেশ সত্যায়িত করার জন্যে 'উমার (রা.)-এর নিকট আসেন। কিন্তু 'উমার (রা.) অত্যন্ত ক্রোধান্বিত হয়ে নির্দেশটি তাঁদের হাত থেকে নিয়ে ছিঁড়ে ফেলেন এবং বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সেই যুগে তোমাদের সন্তুষ্টির জন্য এরূপ করতেন যখন ইসলাম খুব দুর্বল ছিল। এখন ইসলাম শক্তিশালী হয়েছে, অতএব তোমাদের যা খুশি করতে পারো। তখন উভয়ে সেখান থেকে সোজা আবূ বাকর (রা.)-এর কাছে আসেন এবং বলেন, 'খালীফা কি আপনি, না 'উমার ?' আবূ বাকর (রা.) বলেন, 'খালীফা 'উমার (রা.) হতেন যদি তিনি ইচ্ছে করতেন।' ইতোমধ্যে 'উমার (রা.) ক্রোধান্বিত হয়ে সেখানে পৌঁছেন এবং আবূ বাকর (রা.)-এর কাছে যুক্তি দেখিয়ে বলেন, 'আপনি কিভাবে এদেরকে এ জমি দান করলেন ? এটার মালিক আপনি, না সমগ্র মুসলিম?' তিনি বললেন, সমগ্র মুসলিম। তখন 'উমার (রা.) বললেন, 'তা হলে কিভাবে আপনি এ দু'জনকে তা দান করলেন ?' আবূ বাকর (রা.) বললেন, 'এই সময় যাঁরা আমার নিকট উপস্থিত ছিলেন তাঁদের সাথে পরামর্শ করেছি।' অবশেষে আবূ বাকর (রা.) স্বীয় সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার করে নিলেন এবং 'উমার (রা.)-এর সিদ্ধান্তই বহাল রাখেন।[৪৫] অন্য একটি বর্ণনায় রয়েছে যে, 'উমার (রা.) আবূ বাকর (রা.)-এর লিখিত দলীলটি ছিঁড়ে ফেলেন। অতঃপর 'উয়াইনাহ আবূ বাকর (রা.)-এর নিকট গিয়ে অন্য একটি দলীল লিখে দেয়ার আবেদন করেন। তখন আবূ বাকর (রা.) বলেন : لَا أُجَدِّدُ شَيْئًا رَدَّهُ عُمَرُ . -"আমি এমন কিছু নবায়ন করতে পারবো না, যা 'উমার (রা.) রদ করে দিয়েছেন।"[৪৬]

কারো কারো ধারণা হলো, 'উমার (রা.)ই সর্বপ্রথম বিচার বিভাগ প্রতিষ্ঠা করেন।[৪৭] এ ধারণা সর্বার্থে সঠিক নয়। কেননা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নিজেই বিচারকের দায়িত্ব ও কর্তব্য, শর্তাবলি ও নিয়ম-কানূন এবং সাক্ষীদের বিধি-বিধান প্রভৃতি বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করে গেছেন। যদিও ঝগড়া-ফ্যাসাদের ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ (রা.)-এর ফায়সালাই বাস্তবায়িত হতো; কিন্তু রাষ্ট্র বিস্তৃত হয়ে যাওয়ার পর

---

৪৫. ইবনু হাজার, *আল-ইসাবাহ*, (বৈরূত : দারুল কুতুবিল 'ইলমিয়্যাহ), খ.৩/৫, পৃ. ৫৬
৪৬. আবূ 'উবাইদা, *কিতাবুল আমওয়াল*, পৃ. ২২৭
৪৭. Hitti, *History of the Arabs*, p. ...

প্রতিটি এলাকায় প্রত্যেকটি বিষয়ের মীমাংসা করা তাঁর পক্ষে সম্ভব ছিল না। তাই তিনি বিভিন্ন এলাকায় তাঁর পক্ষ থেকে বিচারক নিয়োগ করে তাঁদেরকে বিশেষ বিশেষ নির্দেশ প্রদান করতেন। আবূ বাকর (রা.)ও তাঁর খিলাফাতকালে এ ব্যবস্থা অব্যাহত রাখেন। তবে এ কথা সত্য যে, 'উমার (রা.)-এর শাসনামলে বিচার বিভাগকে নির্বাহী বিভাগ থেকে যেভাবে পৃথক করা হয়েছিল, আবূ বাকর (রা.)-এর যুগে সেরূপ ছিল না। তখন বিচারক নিয়োগের পরও জনগণের ঝগড়া-বিবাদ মীমাংসা করার ব্যাপারে খালীফার প্রত্যক্ষ অংশ গ্রহণে কোনো বাধা ছিল না; বরং অনেক ক্ষেত্রেই তিনি নিজেই অনেক ঝগড়া-বিবাদ মীমাংসা করতেন। 'উমার (রা.)-এর আমলেই প্রত্যেক শহরেই সর্বপ্রথম স্বতন্ত্র মর্যাদাসম্পন্ন কাযী বা বিচারক নিয়োগ দেয়া হয়েছিল। বিচার বিভাগ প্রশাসন বিভাগের কর্তৃত্ব থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ও স্বাধীন মর্যাদাসম্পন্ন ছিল। আবূ বাকর (রা.)-এর আমলে বিভিন্ন শহরে তাঁর নিযুক্ত শাসনকর্তাই প্রধানত বিচারকার্য আঞ্জাম দিতেন। তবে এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, তাঁরা সম্পূর্ণ নিরপেক্ষভাবে কুর'আন ও সুন্নাহর আলোকেই বিচারকার্য পরিচালনা করতেন। নিম্নে আমরা প্রথমে বিচারের ক্ষেত্রে আবূ বাকর (রা.)-এর দৃষ্টিভঙ্গি, অতঃপর উদাহরণস্বরূপ তাঁর কয়েকটি বিচারের বিবরণ তুলে ধরবো।

ক.১. বিচারকের দেখা ও জানা বিচারকার্যের জন্য যথেষ্ট নয়

আবূ বাকর (রা.) মনে করতেন যে, বিচারকের পক্ষে তাঁর নিজের দেখা ও জানা মুতাবিক ফায়সালা দেয়া সমীচীন নয়। তবে যদি তাঁর পক্ষে সাক্ষী থাকে, তবেই তিনি তাঁর নিজের দেখা ও জানা মুতাবিক ফায়সালা দিতে পারেন। তিনি বলেন,

لَوْ رَأَيْتُ رَجُلًا عَلَى حَدٍّ لَمْ أَحُدَّهُ حَتَّى يَشْهَدَ بِذَلِكَ عِنْدِىْ شَاهِدَانِ .

"আমি যদি কোনো ব্যক্তিকে হদ্দের উপযোগী কোনো অপরাধ করতে দেখি, তবে আমি তাকে শাস্তি দেবো না, যে যাবত না তার বিরুদ্ধে দু'জন সাক্ষী আমার নিকট সাক্ষ্য পেশ করে।"[৪৮]

ক.২. যথাসম্ভব অপরাধ উপেক্ষা করা

যে যাবত কোনো অপরাধীর অপরাধ প্রকাশ পেতো না, ততক্ষণ আবূ বাকর (রা.) তাকে শাস্তি দেয়া থেকে বিরত থাকতে চেষ্টা করতেন। এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন,

---

৪৮. ইবনু বাত্তাল, *শারহু সাহীহিল বুখারী*, (কিতাবুল আহকাম), খ.৮,পৃ.২২৯

تَعَافُّوا الْحُدُودَ فِيمَا بَيْنَكُمْ فَمَا بَلَغَنِي مِنْ حَدٍّ فَقَدْ وَجَبَ.

"তোমরা শাস্তির ব্যাপারটি নিজেদের মধ্যে মিটিয়ে ফেলো। কেননা যখনই আমার সামনে ব্যাপারটি এসে পৌঁছবে, তখন শাস্তি অনিবার্য হয়ে দাঁড়াবে।"[৪৯]

এ কারণে মা'ইয ইবনু মালিক (রা.) যখন তৃতীয় বারের মতো অপরাধ স্বীকার করেন এবং রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তা রদ করে দেন, তখন আবূ বাকর (রা.) মা'ইয (রা.)কে বললেন, إِنَّكَ إِنْ اعْتَرَفْتَ الرَّابِعَةَ رَجَمَكَ.-"যদি তুমি চতুর্থ বারের মতো অপরাধ স্বীকার কর, তা হলে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তোমাকে শাস্তি প্রদান করবেন।"[৫০] তাঁর এ কথা বলার মূল উদ্দেশ্য ছিল, যাতে মা'ইয (রা.) চতুর্থবার অপরাধ স্বীকার না করে এবং শাস্তি থেকে রেহাই পায়। কিন্তু অত্যধিক আল্লাহভীতির কারণে মা'ইয (রা.) আবূ বাকর (রা.)-এর কথার প্রতি কোনো গুরুত্ব দেন নি। ফলে তাঁকে শাস্তি প্রদান করা হয়।

আশ'আস ইবনু কায়স যখন মুরতাদ্দ হিসেবে বন্দী হয়ে আসে এবং আন্তরিকভাবে তাওবা করে, তখন আবূ বাকর (রা.) কেবল তার প্রাণই রক্ষা করেননি; বরং তার আবেদন অনুযায়ী তাঁর বৈমাত্রিক বোন উম্মু ফারওয়াহ (রা.)কে তাঁর সাথে বিয়ে দেন। কায়স ইবনু আবী হাযিম (রা.) বলেন, যখন আশ'আসকে বন্দী করে আবূ বাকর (রা.)-এর খিদমাতে আনা হয়, তখন তিনি তাঁর রশি খুলে দিলেন এবং তাঁর বোন উম্মু ফারওয়াহ (রা.)কে তাঁর সাথে বিয়ে দিলেন। এরপর আশ'আস (রা.) তরবারি কোষমুক্ত করে উটের বাজারে গেলেন এবং সামনে কোনো উট বা উষ্ট্রী দেখতেই তিনি তার পায়ের গোছ কেটে দিতে লাগেন। এমন সময় লোকেরা চিৎকার দিয়ে বলতে লাগলো, আশ'আস কুফরী করেছে। অতঃপর তিনি এক এক করে উটগুলোর গোছ কর্তনের কাজ শেষ করে তরবারি রেখে দিলেন এবং বললেন,

إِنِّي وَاللهِ مَا كَفَرْتُ، وَلَكِنْ زَوَّجَنِي هَذَا الرَّجُلُ أُخْتَهُ، وَلَوْ كُنَّا فِي بِلَادِنَا كَانَتْ لَنَا وَلِيمَةٌ غَيْرَ هَذِهِ، يَا أَهْلَ الْمَدِينَةِ، انْحَرُوا وَكُلُوا، وَيَا أَصْحَابَ الْإِبِلِ، تَعَالَوْا خُذُوا شَرْوَاهَا .

-"আল্লাহর কাসাম, আমি কুফরী করিনি। প্রকৃত ঘটনা হলো, এ ব্যক্তিটি আমার সাথে তাঁর বোনকে বিয়ে দিয়েছেন। যদি আমরা আমাদের দেশে অবস্থান করতাম, তা হলে আমাদের ওয়ালীমা এ ছাড়া ভিন্ন কিছু হতো। হে

---

৪৯. আবূ দাউদ, *আস-সুনান,* (কিতাবুল হুদূদ), হা.নং:৩৮০৪; নাসা'ঈ, *আস-সুনান,* (কিতাবু কাত'য়িস সারিক), হা.নং:৪৮০৩

৫০. আহমাদ, *আল-মুসনাদ,* (মুসনাদ আবী বাকর রা.), হা.নং: ৪১

মাদীনাবাসীরা, এসো, উটগুলো যাবহ কর এবং খাও! হে উটের মালিকরা, এসো, তোমরা মূল্য নিয়ে যাও।"[৫১]

ক.৩. দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দান

কোনো ব্যক্তি যদি জাতীয় স্বার্থের পরিপন্থী কোনো অপরাধ করতো এবং তা যদি কঠোর হতো, তা হলে আবূ বাকর (রা.) সে অপরাধ ক্ষমা করতেন না; বরং অপরাধীকে কঠোর শাস্তি প্রদান করতেন, যাতে অন্যরা এর থেকে শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে। ইতঃপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, ইয়াস আল-ফুজা'আহ ইবনু 'আবদিল্লাহ আস-সুলামী যখন দীন ইসলাম ত্যাগ করে হত্যা ও লুঠতরাজ শুরু করে দেয়, তখন আবূ বাকর (রা.) তাঁর সম্পর্কে কড়া নির্দেশ দেন যে, তাকে যেন গ্রেফতার করে এনে আগুনে জীবন্ত পুড়িয়ে হত্যা করা হয়।[৫২]

ক.৪. ব্যক্তিগত পর্যায়ের অপরাধের ব্যাপারে ক্ষমা প্রদর্শন

আবূ বাকর (রা.)-এর সাধারণ নিয়ম ছিল যে, ব্যক্তিগত পর্যায়ে যদি কোনো অপরাধ সংঘটিত হতো, তা হলে তিনি তা উপেক্ষা করে যেতেন। আবূ বারযাহ (রা.) বলেন, একবার আবূ বাকর (রা.)-এর খিলাফাতকালে এক ব্যক্তি মুখের ওপর তাঁকে খুবই শক্ত কথা বললো। তখন আবূ বাকর (রা.) তার ওপর অত্যন্ত ক্রোধান্বিত হন। এক ব্যক্তি তখন বললেন, হে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর খালীফা, আপনি আমাকে নির্দেশ প্রদান করুন, আমি তার গর্দান উড়িয়ে দিই। এটা শুনে আবূ বাকর (রা.)-এর ক্রোধ হ্রাস পায় এবং তিনি আশ্চর্যান্বিত হয়ে বললেন, যদি আমি তোমাকে নির্দেশ দিতাম, তা হলে কি সত্যিই তুমি তার গর্দান উড়িয়ে দিতে ? অতঃপর বললেন, وَيْحَكَ أَوْ وَيْلَكَ! إِنَّ تِلْكَ وَاللهِ مَا هِيَ لِأَحَدٍ بَعْدَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. -"ধিক

---

৫১. তাবারানী, *আল-মু'জামুল কাবীর,* হা.নং:৬৪৮; আবূ নু'আয়ম, *মা'রিফাতুস সাহাবাহ,* হা.নং: ৮৮০; ইবনু হাজার, *আল-ইসাবাহ,* খ.১,পৃ.৫১

৫২. তাবারী, *তারীখুল উমাম ওয়াল মুলূক,* খ.২,পৃ.৪৯১; নাদাভী, *সাহাবী চরিত-১,* পৃ.৫৫
এক্ষেত্রে এটা স্মরণ রাখা উচিত যে, আবূ বাকর (রা.) পরিবেশ ও পরিস্থিতি অনুযায়ী ঐ সময় ইয়াসকে এই শাস্তি প্রদান করেন। কিন্তু যত বড় অপরাধী হোক না কেন, তাকে জীবন্ত পুড়িয়ে ফেলা ইসলাম পছন্দ করে না, তাই আবূ বাকর (রা.) এই ঘটনার জন্যে সর্বদা দুঃখ করতেন এবং ওফাতের সময় অনুতপ্ত হয়ে বলেন, وَدِدْتُ أَنِّي لَمْ أَكُنْ حَرَّقْتُ الْفُجَاءَةَ، وَأَنِّي كُنْتُ قَتَلْتُهُ! -"যদি আমি ফুজা'আহকে আগুনে পুড়িয়ে না মারতাম; বরং হত্যাই করতাম!" (তাবারী, *তারীখুল উমাম ওয়াল মুলূক,* খ.২,পৃ.৬১৯; ইবনু 'আসাকির, *তারীখু দিমাশক,* খ.৩০,পৃ.৪১৮)

তোমাকে! আল্লাহর কাসাম, একমাত্র রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সাথে অভদ্র আচরণকারী ব্যক্তি ছাড়া কারো সাথে এরূপ আচরণ করা যাবে না অর্থাৎ হত্যা করা যাবে না।"[৫৩]

খ.১. ব্যভিচারের শাস্তি

নাফি' (রা.) থেকে বর্ণিত। একবার জনৈক ব্যক্তি এক কুমারী মেয়েকে জোরপূর্বক ধর্ষণ করে এবং এর ফলে মহিলাটি গর্ভবতী হয়ে পড়ে। লোকজন ধর্ষণকারীকে আবূ বাকর (রা.)-এর খিদমাতে উপস্থিত করলে সে ব্যভিচারের কথা অকপটে স্বীকার করে। লোকটি বিবাহিত ছিল না। তাই আবূ বাকর (রা.)-এর নির্দেশ মতো লোকটিকে বেত্রাঘাত করা হলো। এরপর তাকে মাদীনা থেকে ফাদাকে নির্বাসনে পাঠানো হয়।[৫৪] অন্য রিওয়ায়াতে রয়েছে, মেয়েটিকে যেহেতু জোর করেই ব্যভিচার করা হয়েছিল, তাই আবূ বাকর (রা.) তাকে বেত্রাঘাতও করেননি এবং নির্বাসনেও পাঠাননি। উপরন্তু, লোকটিকে তার সাথে বিয়ে দেন এবং তার ঘরে ওঠিয়ে দেন।[৫৫] একবার আবূ বাকর (রা.)কে জিজ্ঞেস করা হলো, কোনো ব্যক্তি যদি কোনো মহিলার সাথে যিনা করার পরে তার সাথে বিয়ে করতে ইচ্ছে করে, তা হলে হুকম কী? আবূ বাকর (রা.) উত্তর দিলেন,

مَا مِنْ تَوْبَةٍ أَفْضَلَ مِنْ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا، خَرَجَا مِنْ سِفَاحٍ إِلَى نِكَاحٍ.

-"তার এ কাজের জন্য বিয়ে করার চেয়ে ভালো কোনো তাওবা নেই। দু'জনেই অপকর্ম থেকে বের হয়ে বিয়েতে যোগ দিল।"[৫৬]

খ.২. কিসাস গ্রহণ

মাজিদা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার মাক্কা শারীফে এক ব্যক্তির সাথে আমার ঝগড়া বাধে। এ সময় সে কামড় দিয়ে আমার কানের কিয়দংশ কেটে নেয় অথবা আমি কামড় দিয়ে তার কানের কিয়দংশ কেটে নিই (বর্ণনাকারীর সন্দেহ যে, মাজেদা এ দু'টি কথার কোনো একটি কথা বলেছে)। এরপর যখন আবূ বাকর (রা.) হাজ্জ করতে মাক্কায় আসলেন, তখন আমাদের ব্যাপারটি তাঁর নিকট উত্থাপিত হলো। এ সময় আবূ বাকর (রা.) 'উমার (রা.)কে বললেন, "দেখ, আঘাতটি কিসাস গ্রহণের

---

৫৩. আহমাদ, *আল-মুসনাদ*, (মুসনাদু আবী বাকর রা.), হা.নং:৫৮
৫৪. মালিক, *আল-মুওয়াত্তা*, (কিতাবুল হুদূদ), হা.নং:১৩০০
৫৫. 'আবদুর রাযযাক, *আল-মুছান্নাফ*, হা.নং:১২৭৯৬
৫৬. আবদুর রাযযাক, *আল-মুছান্নাফ*, হা.নং:১২৭৯৫

পর্যায়ের পৌঁছেছে কি না? যদি কিসাস গ্রহণের পর্যায়ে পৌঁছে থাকে, তা হলে অবশ্যই আক্রমণকারী থেকে কিসাস গ্রহণের ব্যবস্থা কর।" 'উমার (রা.) ক্ষতস্থানটি ভালোভাবে নিরীক্ষণ করে বললেন, "হ্যাঁ, অবস্থা কিসাস গ্রহণের মাত্রায় পৌঁছেছে (অর্থাৎ অভিযুক্ত ব্যক্তির কান কেটে দিতে হবে)। তোমরা একজন নাপিত ডেকে আনো।" 'উমার (রা.) নাপিতের কথা বলতেই মাজেদা বললেন : শুনে রাখুন, আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)কে বলতে শুনেছি,

قَدْ أَعْطَيْتُ خَالَتِي غُلَامًا، وَأَنَا أَرْجُو أَنْ يُبَارِكَ اللهُ لَهَا فِيهِ، وَقَدْ نَهَيْتُهَا أَنْ تَجْعَلَهُ حَجَّامًا أَوْ قَصَّابًا أَوْ صَائِغًا.

-"আমি আমার খালাকে একজন গোলাম দান করেছিলাম। আমি আশা করি যে, আল্লাহ তা'আলা এ গোলামের মধ্যে তাঁকে বারকাত দেবেন। আমি তাঁকে নিষেধ করেছিলাম, তিনি যেন তাকে (গোলামটিকে) নাপিত কিংবা কসাই বা স্বর্ণকাররূপে গড়ে না তোলেন।"[৫৭]

খ.৩. বিধিবদ্ধ উপায়ে আক্রমণ প্রতিহত করণ

কোনো ব্যক্তি যদি কারো ওপর আক্রমণ করে, তা হলে যতটুকু সম্ভব বিধিবদ্ধ উপায়ে তা প্রতিহত করতে কোনো দোষ নেই। এ অবস্থায় আক্রমণকারী নিজে আক্রান্ত হলে প্রতিহতকারীর ওপর কোনোরূপ শাস্তি বর্তাবে না। আবূ বাকর (রা.)-এর শাসনামলে এক ব্যক্তি অপর এক জনের হাতে কামড় দেয়। এ সময় আক্রান্ত লোকটি আক্রমণকারীর দাঁত ফেলে দেয়। আবূ বাকর (রা.) এর জন্য প্রতিহতকারীকে কোনোরূপ শাস্তি দিলেন না।[৫৮]

মন্ত্রণালয়

ঐ যুগে প্রশাসনের শ্রেণী বিন্যাস অনুযায়ী যদিও মন্ত্রীত্বের পদ ছিল না; কিন্তু মন্ত্রীত্বের যে দায়িত্ব রয়েছে তা কয়েকজন বিশিষ্ট সাহাবীর ওপর ন্যস্ত ছিল। 'উমার (রা.) ছিলেন আবূ বাকর (রা.)-এর বিশেষ উপদেষ্টা এবং রাষ্ট্রীয় কাজে প্রধান সহায়ক। বিচারের দায়িত্বও তিনি পালন করতেন। আবূ বাকর (রা.) তাঁকে মাদীনায় নিজের সাথে রাখতেন। বাইরে খুব একটা যেতে দিতেন না। আমীনুল উম্মাত আবূ 'উবাইদাহ ইবনুল জাররাহ (রা.)-এর ওপর অর্থ বিভাগের দায়িত্ব ন্যস্ত ছিল। যায়িদ ইবনু ছাবিত (রা.)

---

৫৭. আহমাদ, *আল-মুসনাদ*, (মুসনাদু 'উমার রা.), হা.নং:৯৮
৫৮. বুখারী, *আস-সাহীহ*, (কিতাবুল ইজারাহ), হা.নং: ২১০৫; ইবনু আবী শাইবাহ, *আল-মুছান্নাফ*, খ.৬,পৃ.৩৮৭

ছিলেন আবূ বাকর (রা.)-এর একান্ত সচিব। তিনি রাষ্ট্রের যাবতীয় চিঠিপত্র লিখতেন ও প্রেরণ করতেন। তা ছাড়া কখনো 'উছমান (রা.) ও 'আলী (রা.)ও এ দায়িত্ব পালন করতেন।[৫৯]

স্বাধীন ফাতওয়া বিভাগ

ইসলামী আইন সম্পর্কে গবেষণা, অনুসন্ধান এবং বিচার-বিশ্লেষণের গুরুত্বপূর্ণ কার্য সম্পাদনের জন্য আবূ বাকর (রা.) একটি ফাতওয়ার দফতর স্থাপন করেন। দীনী 'ইলম ও ইজতিহাদের জন্য সুখ্যাত 'উমার (রা.), 'উসমান (রা.), 'আবদুর রহমান ইবন 'আওফ (রা.), 'আলী (রা.), মু'আয ইবন জাবাল (রা.), উবাই ইবন কা'ব, যায়িদ ইবন ছাবিত (রা.) এবং 'আবদুল্লাহ ইবন মাস'উদ (রা.) প্রমুখ সাহাবা কিরামকে এ দফতরের দায়িত্ব দেয়া হয়। এ কয়জন ব্যতীত অন্য কারো ফাতওয়া দানের অনুমতি ছিল না।[৬০]

নিরাপত্তা বিভাগ

খালীফার প্রধান দায়িত্ব হচ্ছে জনগণের জান-মালের নিরাপত্তা বিধান করা এবং তাদের 'ইয্যাত-আব্রু রক্ষা করা। তখনকার দিনে দৈনন্দিন নাগরিক জীবনে শৃঙ্খলা ও নিরাপত্তা বিধানের জন্যে পুলিশ বিভাগের মতো পৃথক কোনো বিভাগ ছিল না এবং প্রকৃত পক্ষে এর বিশেষ কোনো প্রয়োজনও ছিল না। তাই তিনি কোনো পুলিশ বাহিনী অথবা কোনো প্রহরী দল গঠন করেননি। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর যুগে যেরূপ ছিল, তিনি ঠিক সে ব্যবস্থাই বহাল রাখেন। অবশ্য তিনি 'আবদুল্লাহ ইবন মাস'উদ (রা.)কে প্রহরার দায়িত্ব অর্পণ করেন। আর যখনই কোথাও কোনো বিশৃঙ্খলা দেখা দিত, তখন সেখানে প্রয়োজনীয় সংখ্যক সাহসী যোদ্ধা পাঠিয়ে পরিস্থিতি মুকাবিলা করা হতো।

দেশে শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষা এবং রাজপথগুলোকে চলাচলের জন্যে নিরাপদ রাখার প্রতি তিনি বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখতেন। শান্তি-শৃঙ্খলার পথে বাধাসৃষ্টিকারীকে তিনি কঠোর হস্তে দমন করতেন। ইতঃপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, ইয়াস আল-ফুজা'আহ ইবনু 'আবদিল্লাহ আস-সালামী একজন বিখ্যাত ডাকাত ছিল। সমগ্র দেশে সে এক সন্ত্রাস কায়েম করে রেখেছিল। আবূ বাকর (রা.) তারিফা বিন আজরফকে পাঠিয়ে তাকে সুকৌশলে গ্রেপ্তার করেন এবং অপরাধীকে আগুনে জ্বালিয়ে দেয়ার নির্দেশ দেন।[৬১]

---

৫৯. আবূ মাজলীল, *ফিত-তারীখিল ইসলামী*, পৃ.২১৮; সাল্লাবী, *আবূ বাকর আস-সিদ্দীক রা.*, পৃ.১৬১

৬০. ইয়া'কূবী, *আত-তারীখ*, খ.২,পৃ.১৫৭; মা'ঈনুদ্দীন নাদাভী, *সাহাবা চরিত-১*, খ.১,পৃ. ৬১

৬১. তাবারী, *কিতাবুল উমাম ওয়াল মুলূক*, খ.২,পৃ.৪৯১; নাদাভী, *সাহাবী চরিত-১*, পৃ.৫৫

যিম্মী নাগরিকদের অধিকার প্রতিষ্ঠা

অমুসলিমরা ইসলামী রাষ্ট্রের স্বাধীনতা ও আনুগত্য মেনে নেয়ার পর তাদের মৌলিক নাগরিক অধিকারসমূহ সুনিশ্চিত করা ইসলামী রাষ্ট্রের একটি প্রধান কর্তব্য। তারা জান-মাল-'ইযযাত-আব্রুর নিরাপত্তা লাভ করবে, স্বাধীনভাবে চলাফেরা করবে ও ধর্ম-কর্ম পালন করবে। সর্বোপরি ইসলামী রাষ্ট্রের মুসলিম নাগরিকরা যে সকল নাগরিক অধিকার ভোগ করে, অমুসলিমরাও একইরূপ নাগরিক অধিকার ভোগ করবে। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর শাসনামলে অমুসলিম নাগরিকদের সাথে সম্পাদিত একটি চুক্তিপত্রে তাদের সকল অধিকার নির্দিষ্ট করে দেয়া হয়। আবূ বাকর (রা.) ঐ সব অধিকার শুধু বহালই রাখেননি; বরং তাঁর খিলাফাতের মোহর ও স্বাক্ষর দ্বারা ঐ চুক্তিপত্রটি সত্যায়িত করেন। তাঁর শাসনামলে যে সব রাজ্য ইসলামী রাষ্ট্রের শাসনাধীনে এসেছিল, তিনি ঐ সব রাজ্যের অমুসলিমদের জন্যে চুক্তিপত্রে উল্লেখিত সকল অধিকারই বলবৎ রাখেন। হীরাবাসীদের সাথে সম্পাদিত চুক্তিপত্রের ভাষা নিম্নরূপ-

> "তাদের খানকাহ ও গির্জাগুলো ধ্বংস করা হবে না। প্রয়োজনের সময় শত্রুর আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষার জন্য যে সব ইমারতে তারা আশ্রয় গ্রহণ করে থাকে সেগুলোও নষ্ট করা হবে না। নাকুস ও ঘন্টা বাজাতে নিষেধ করা হবে না। আর উৎসবের সময় ক্রুশ মিছিল বের করার ওপরও কোনো বিধি-নিষেধ আরোপ করা হবে না।"[৬২]

'উসামাহ (রা.)-এর নেতৃত্বে শাম অভিমুখে অভিযান প্রেরণের সময় তাঁর প্রতি আবূ বাকর (রা.)-এর একটি গুরুত্বপূর্ণ হিদায়াত এই ছিল যে,

> وَسَوْفَ تَمُرُّونَ بِأَقْوَامٍ قَدْ فَرَغُوا أَنْفُسَهُمْ فِي الصَّوَامِعِ فَدَعُوهُمْ وَمَا فَرَغُوا أَنْفُسَهُمْ لَهُ.

> -"যাত্রাপথে তোমাদের সাথে এরূপ অনেক লোকের সাক্ষাতও হবে, যারা তাদের জীবনকে উপাসনালয়ের মধ্যে উৎসর্গ করে দিয়েছে, তাদেরকে তোমরা তাদের অবস্থার ওপর ছেড়ে দেবে।"[৬৩]

দুনিয়ার কোনো ব্যবস্থায় এ জাতীয় সমানাধিকার ও ন্যায় ব্যবহারের নজীর নেই। সিরিয়া বিজয়ের পনের বছর পর একজন নাস্তুরী পাদ্রী মন্তব্য করেছেন, "এই আরব জাতি, যাদেরকে আল্লাহ তা'আলা রাজ্য প্রদান করেছেন, আমাদের মালিক হয়ে গেছেন, তাঁরা কখনো খ্রিস্টান ধর্মের প্রতি বিরূপ আচরণ করেননি; বরং আমাদের ধর্মের হিফাযাত

---

৬২. আবূ ইউসূফ, *কিতাবুল খারাজ*, ...

৬৩. তাবারী, *তারীখুল উমাম ওয়াল মুলূক*, খ.২,পৃ.৪৬৩; ইবনু আছীর, *আল-কামিল..*, খ.১,পৃ.৩৬২

করেন, আমাদের পাদ্রী ও মহাপুরুষদের সম্মান করেন এবং আমাদের গির্জা ও উপাসনালয়ের জন্যে আর্থিক সাহায্য প্রদান করেন।"[৬৪]

উপর্যুক্ত আলোচনা দ্বারা বুঝা যায়, আবূ বাকর আছ-ছিদ্দীক (রা.) ছিলেন ইসলামী খিলাফাতের একজন সফল রূপকার। তাঁর আমলে শাসনব্যবস্থা কোনো প্রাতিষ্ঠানিক রূপ ধারণ করেনি সত্যি ; কিন্তু তাঁর কঠোর শাসননীতি ও কল্যাণমূলক কর্মপদ্ধতি অবলম্বন করার কারণে একদিকে যেমন দীন ইসলাম ও মুসলিম জাতিসত্তা ধ্বংসের হাত থেকে সুরক্ষা পেয়েছিল, তেমনি মুসলিম ও অমুসলিম নির্বিশেষে সকল লোকই যথার্থভাবে তাদের মৌলিক নাগরিক অধিকার ভোগ করেছিল। পৃথিবীতে এমন কোনো শাসক বা দিগ্বিজয়ী আছেন কি, যিনি পৃথিবীর ইতিহাস পাল্টে দিয়েছেন, অথচ না তাঁর মাথার ওপর ছিল স্বর্ণ মুকুট, না ছিল তাঁর কোনো বিরাট সাম্রাজ্য! তিনি একেবারে সাধারণ লোকের মতো থাকতেন। একজন সাধারণ লোক প্রকাশ্যে তাঁর নিকট গমন করতে পারতো, প্রকাশ্যে ও জনসমাবেশে তাঁকে যে কোনো প্রশ্ন করতে পারতো। এরূপ গণতন্ত্র ও সাম্য, বিনয় ও ভদ্রতা পৃথিবীর ইতিহাসে আর কোথাও কি দৃষ্টিগোচর হয়? 'উমার (রা.) তাঁর খিলাফাতকালে যে গণতন্ত্র ও সাম্যের উদাহরণ সৃষ্টি করেছিলেন, তা ঐ যুগের জন্যে ছিল অদ্বিতীয়; কিন্তু আবূ বাকর (রা.)-এর নিঃস্বার্থপরতা, সরলতা ও ঔদার্য দেখে স্বয়ং 'উমার (রা.) বলেন, لَقَدْ اَتْعَبْتَ مَنْ جَاءَ بَعْدَكَ. -"আপনি আপনার পরবর্তীদের জন্যে বড় বিপদ সৃষ্টি করেছেন।" অর্থাৎ আপনার পদাঙ্ক অনুসরণ করে চলা কারো পক্ষেই সম্ভব নয়।

অর্থ ও ভূমিব্যবস্থা

বাইতুলমাল প্রতিষ্ঠা

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর যুগে পৃথক অর্থ বিভাগ কায়েম করা হয়নি। বিভিন্ন উৎস থেকে যা যা আয় হতো, তা সাথে সাথেই উপযুক্ত প্রাপকদের মধ্যে বিতরণ করে দেয়া হতো। আবার প্রয়োজন হলে মুসলিমদের নিকট থেকে চেয়ে নেয়া হতো। আবূ বাকর (রা.)-এর শাসনকালেও ঐ ব্যবস্থাই বলবৎ থাকে।[৬৫] অবশ্য তাঁর খিলাফাতের শেষাংশে তিনি একটি সাধারণ বাইতুল মাল

---

৬৪. হাবীবুল্লাহ, *হুযূরে আকরাম কী সিয়াসী যিন্দেগী*, পৃ. ২৮১

৬৫. সুয়ূতী, *তারীখুল খুলাফা*, পৃ. ৩১
ঐতিহাসকি ইবনু সা'দ (রাহ.) সাহল ইবন আবূ খাইছামাহ (রাহ.) থেকে বর্ণনা করেন, প্রথমে সুন্‌হে আবূ বাকর (রা.)-এর কোষাগার ছিল। তবে তার কোনো পাহারাদার ছিল না। একবার জনৈক ব্যক্তি তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, আপনি কোষাগার সংরক্ষণ করার জন্যে কোনো পাহারাদার নিযুক্ত করলেন না কেন ? তিনি জবাবে বললেন, এ জন্য একটি মাত্র তালাই

(কোষাগার) প্রতিষ্ঠা করেন।[৬৬] তিনি এর সকল ব্যবস্থাপনা আবূ 'উবাইদাহ (রা.)-এর ওপর ন্যস্ত করেন। তিনি বাইতুল মালের আমদানী ও ব্যয়ের হিসেব রাখতেন এবং এর রক্ষণাবেক্ষণ করতেন। তবে ঐ তহবিলে কখনো মোটা অংকের কোনো অর্থ জমা হয়নি।

আবূ বাকর (রা.)-এর ওফাতের পর 'উমার (রা.), 'আবদুর রহমান ইবন 'আওফ (রা.), 'উসমান (রা.) এবং অন্যান্য সাহাবীকে সাথে নিয়ে বাইতুলমালের হিসাব পরীক্ষা করে মাত্র এক দীনার পেয়েছিলেন, তাও আবার থলে থেকে পড়ে যাওয়ার কারণে। উপস্থিত জনতা খুশি হয়ে বললেন, ! رَحِمَ اللهُ أَبَا بَكْرٍ -" আল্লাহ তা'আলা আবূ বাকর (রা.)-এর প্রতি দয়া করুন।"[৬৭] বাইতুল মালের কোষাধ্যক্ষ আবূ 'উবাইদাহ (রা.)-এর নিকট জিজ্ঞেস করে জানা যায় যে, বাইতুল মালের প্রতিষ্ঠা দিবস থেকে আবূ বাকর (রা.)-এর ওফাত পর্যন্ত সময়ে বাইতুল মালে দু'লাখ দীনার জমা হয়েছিল।[৬৮] আবূ বাকর (রা.) সকল অর্থই জনগণের কল্যাণার্থে খরচ করে দেন। সরকারী কোষাগারে তা সঞ্চিত করে রেখে জনগণকে কষ্ট দেননি।

বাইতুল মালের আয়ের উৎস

ক. দান

মুসলিমগণের, বিশেষ করে আনসারগণের নিয়মিত ও প্রয়োজন অনুযায়ী দানই ছিল মাদীনার ইসলামী রাষ্ট্রের প্রধান আর্থিক উৎস। যুদ্ধাভিযানের আগে অথবা অভিযান

যথেষ্ট। তাতে যে সকল অর্থকড়ি থাকত তা তিনি বিতরণ করতে করতে খালি করে ফেলতেন। এরপর যখন তিনি মাদীনায় চলে আসেন, তখন তিনি কোষাগারটি নিজের ঘরেই নিয়ে আসেন। যখনই তাঁর কাছে কোনো মাল আসতো, তখন তিনি সকলের মাঝে তা সমানহারে বন্টন করে দিতেন। কখনো কোনো কোনো মাল দিয়ে উষ্ট্র, ঘোড়া ও অস্ত্র-শস্ত্র কিনে আল্লাহর রাস্তায় ওয়াকফ করে দিতেন। আবার কখনো কিছু চাদর কিনে বিধবাদের মাঝে বন্টন করে দিতেন। ইবনুল আছীরও রিওয়ায়াতটি সংক্ষিপ্তভাবে বর্ণনা করেছেন । (ইবনুল আছীর, *আল-কামিল*, খ. ২, পৃ. ৪২২)

৬৬. অনেকের মতানুযায়ী 'উমার (রা.)ই সর্বপ্রথম মাদীনায় নিয়মতান্ত্রিক বাইতুলমাল প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি 'আবদুল্লাহ ইবন আরকাম (রা.)কে প্রধান কোষাধ্যক্ষ এবং 'আবদুর রহমান ইবন 'উবাইদ আল-কারী ও মু'আইকীব ইবনু আবী ফাতিমা (রা.)কে তাঁর সহকারী নিযুক্ত করেন। (সুয়ূতী, *তারীখুল খুলাফা*, পৃ.৩১; আল-বালাযুরী, *ফুতুহুল বুলদান*, পৃ.২৭২-২৭৪; Siddiqi, *Origin and Development of Muslim Instititions* , p. 57)

৬৭. ইবনুল আছীর, *আল-কামিল*, খ.২, পৃ. ৪২২; মা'ঈনুদ্দীন *নাদাভী, সাহাবা চরিত-১*, পৃ.৬৫ নাদাভীর বর্ণনায় দীনারের পরিবর্তে দিরহামের কথা উল্লেখ রয়েছে। সুয়ূতীর বর্ণনায় দেখা যায় যে, তাঁরা বাইতুলমালে কোনো কিছুই পাননি। না একটি দীনার, না একটি দিরহাম। (সুয়ূতী, *তারীখুল খুলাফা*, ৩১)

৬৮. ইবনু সা'দ, *আত-তাবাকাতুল কুবরা*, খ.২, পৃ. ১৫১

চলাকালে দানশীল মুসলিমগণ সব সময়েই রাষ্ট্রের কোষাগারে দান করতেন। বস্তুত যখনই প্রয়োজন হতো, তখন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ও খালীফাগণ সাহায্য চাইতেন এবং মুসলিমগণ স্বেচ্ছায় দান করতেন; তবে কারো কাছ থেকে বাধ্যতামূলকভাবে কিছু আদায় করা হতো না।

খ. যাকাত

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) অর্থ-সম্পদ ও জন্তুর জন্য পৃথক পৃথক যাকাতের হার নির্ধারণ করেন এবং রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চলের প্রশাসকদের নিকট পাঠানোর উদ্দেশ্যে একটি বিস্তারিত ফরমানও এ জন্য তিনি প্রস্তুত করেছিলেন। কিন্তু তা প্রশাসকগণের নিকট পাঠানোর পূর্বেই তিনি মৃত্যুবরণ করেন। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর পর আবূ বাকর (রা.) এটা কার্যকর করেন এবং ফরমানের অনুলিপি রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চলে যাকাত আদায়কারীদের নিকট প্রেরণ করেন।[৬৯] 'আবদুল্লাহ ইবনু আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবূ বাকর (রা.) আনাস (রা.)কে বাহরাইনে যাকাত আদায়কারী হিসেবে প্রেরণ করার সময় একটি লিপি দেন, যার ওপর রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর মোহর অঙ্কিত ছিল। আনাস (রা.) সেটা খুলে দেখতে পান যে, তাতে জীবজন্তুর যাকাত সম্পর্কে বিস্তারিত বিধি-বিধান রয়েছে।[৭০]

গ. 'উশর

ভূমি থেকে উৎপাদিত ফসলের যাকাতকে 'উশর বলা হয়। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মুসলিমদের মালিকানাধীন জমিতে খাল-নদী ও বৃষ্টির পানিতে উৎপন্ন ফসলের এক দশমাংশ এবং সেচের মাধ্যমে উৎপন্ন ফসলের বিশ ভাগের একভাগ যাকাত হিসেবে আদায় করার নির্দেশ দিয়েছেন।[৭১] রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর এ নির্দেশ মতো আবূ বাকর (রা.) সরকারী ব্যবস্থাপনায় মুসলিমদের জমি থেকে 'উশর আদায় করতেন।

ঘ. খারাজ (ভূমি-রাজস্ব)

খারাজ ইসলামী রাষ্ট্রের আয়ের একটি বড় উৎস। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ও আবূ বাকর (রা.)-এর আমলে এটি চালু ছিল না। সর্বপ্রথম 'উমার (রা.) রাষ্ট্রের প্রয়োজন ও সামষ্টিক স্বার্থের কথা বিবেচনা করে এ খারাজ ব্যবস্থা প্রবর্তন করেন। ইরাক, শামসহ অধিকৃত দেশগুলোর যাবতীয় চাষাবাদযোগ্য জমি তিনি

---

৬৯. আবূ দাউদ, *আস-সুনান,* (কিতাবুয যাকাত), হা.নং:১৫৭০

৭০. বুখারী, *আস-সাহীহ,* (কিতাবুয যাকাত), হা.নং:১৩৬২; আবূ দাউদ, *আস-সুনান,* (কিতাবুয যাকাত), হা.নং:১৫৬৯

৭১. মুসলিম, *আস-সাহীহ,* (কিতাবুয যাকাত), হা.নং:১৬৩০

মুসলিম যোদ্ধাদের মধ্যে বন্টন না করে পূর্বতন মালিকদের ভোগ-দখলে রেখে দেন এবং তাদের নিকট থেকে ফসলের একটি নির্দিষ্ট অংশ (যেমন- এক তৃতীয়াংশ বা এক চতুর্থাংশ) রাজস্ব বাবদ আদায় করে নেয়া হতো। আর রাষ্ট্রীয় তহবিল থেকে তিনি সৈন্যদের ভাতার ব্যবস্থা করেন।

ঙ. জিয্ইয়া[৭২] (নিরাপত্তা কর)

ইসলামী রাষ্ট্রে যুদ্ধ করতে সক্ষম অমুসলিম লোকদের নিকট থেকে দেশ রক্ষার দায়িত্ব থেকে তাদেরকে মুক্তি দানের বিনিময় হিসেবে প্রতি বছর যে অর্থ আদায় করা হয় তাকে জিয্ইয়া বলা হয়। অতএব যারা যুদ্ধ করতে সক্ষম নয় বা যুদ্ধে কোনোরূপ অংশ গ্রহণ করে না যেমন- শিশু-কিশোর, নারী, পাগল, দাস-দাসী, প্রতিবন্ধী, উপাসনালয়ের সেবক, সন্যাসী, ভিক্ষু[৭৩] অতি বয়োবৃদ্ধ এবং বছরের বেশির ভাগ সময় রোগে কেটে যায় এমন রোগীকে জিয্ইয়া দিতে হয় না।[৭৪] অধিকন্তু যদি ইসলামী সরকার তাদের জান-মাল-'ইয্যাত-আব্রুর নিরাপত্তা দিতে না পারে, তা হলে তাদের থেকে কোনোরূপ জিয্ইয়া আদায় করা হয় না। বর্ণিত রয়েছে যে, ইয়ারমূকের যুদ্ধে যখন রোমানরা মুসলিমদের বিরুদ্ধে বিশাল সমাবেশ ঘটালো এবং মুসলিমরা শামের সকল বিজিত এলাকা পরিত্যাগ করে একটি কেন্দ্রে নিজেদের শক্তি কেন্দ্রীভূত করতে বাধ্য হলো, তখন আবূ 'উবাইদাহ (রা.) নিজের অধীনস্থ সেনাপতিদের নির্দেশ দিলেন, তোমরা যে সব জিয্ইয়া ও খারাজ অমুসলিমদের নিকট থেকে আদায় করেছিলে তা তাদের ফিরিয়ে দাও এবং বলো যে, " এখন আমরা তোমাদের রক্ষা করতে অক্ষম, তাই যে অর্থ তোমাদের রক্ষা করার বিনিময়ে আদায় করেছিলাম তা ফেরত দিচ্ছি।" এ নির্দেশ মুতাবিক সকল সেনাপতি আদায় করা অর্থ ফেরত দিলেন।[৭৫] এ সময় অমুসলিম নাগরিকদের প্রতিক্রিয়া বর্ণনা করে ঐতিহাসিক বালাযূরী (রাহ.) লিখেছেন, মুসলিম সেনাপতিগণ যখন শামের হিম্স নগরীতে জিয্ইয়ার অর্থ ফেরত দেন, তখন সেখানকার অধিবাসীরা সমস্বরে বলে ওঠে,

---

৭২. 'জিয্ইয়া' (الجزية) শব্দটি الجزاء থেকে গৃহীত। এর মূল অর্থ বিনিময়, প্রতিদান। যেহেতু ইসলামী রাষ্ট্রে অমুসলিম নাগরিকরা সার্বিক নিরাপত্তা লাভ করে, তাই এর বিনিময় হিসেবে তাদের ওপর আরোপিত করকে 'জিয্ইয়া' বলা হয়। (মাওয়ার্দী, *আল-আহকামুস সুলতানিয়্যাহ,* পৃ.২৮০; ইবনু কাইয়িম, *আহকামু আহলিয যিম্মাহ,* পৃ.৯)

৭৩. হানাফীগণের মতে- উপাসনালয়ের সেবক, সন্যাসী ও ভিক্ষু কর্মক্ষম হলে তাদের ওপর জিয্ইয়া প্রদান বাধ্যতামূলক হবে। (আল-কাসানী, *বাদা'ই,* খ.৭,পৃ. ১১১)

৭৪. আল-কাসানী, *বাদা'ই,* খ.৭,পৃ. ১১১; ইবনু কুদামাহ, *আল-মুগনী,* খ.৯ পৃ.২৭০-৩; ইবনু নুজায়ম, *আল-বাহরুর রা'ইক,* খ.৫.পৃ. ১২০-১

৭৫. আবূ ইউসূফ, *কিতাবুল খারাজ,* পৃ. ১১১

لَوَلَايَتُكُمْ وَعَدْلُكُمْ أَحَبُّ إِلَيْنَا مِمَّا كُنَّا فِيهِ مِنَ الظُّلْمِ وَالْغَشْمِ، وَلَنَدْفَعَنَّ جُنْدَ هِرَقْلَ عَنِ الْمَدِينَةِ مَعَ عَامِلِكُمْ.

-"ইতঃপূর্বে যে যুলম-অত্যাচারে আমরা নিষ্পেষিত হচ্ছিলাম, তার তুলনায় তোমাদের শাসন ও ন্যায়-বিচারকে আমরা বেশি পছন্দ করি। এখন আমরা তোমাদের গভর্ণরের সাথে মিলে যুদ্ধ করে হিরাক্লিয়াসের বাহিনীকে দমন করবো।"

সেখানকার ইয়াহুদীরা বলে ওঠে, لَا يَدْخُلُ عَامِلُ هِرَقْلَ مَدِينَةً إِلَّا أَنْ نَغْلِبَ وَنَجْهَدَ. "- আমরা প্রাণপণ যুদ্ধ করে পরাজিত হওয়া ছাড়া কোন অবস্থাতেই হিরাক্লিয়াসের গভর্ণর আমাদের কোনো শহরেই ঢুকতে পারবে না।"[৭৬]

জিয্ইয়ার পরিমাণ তাদের আর্থিক সঙ্গতি অনুযায়ী নির্ধারিণ করা হয়। যারা স্বচ্ছল তাদের কাছ থেকে বেশি, যারা মধ্যবিত্ত তাদের কাছ থেকে কিছু কম এবং যারা দরিদ্র তাদের কাছ থেকে অনেক কম নেয়া হয়। আর যার উপার্জনের কোনো ব্যবস্থা নেই অথবা যে অন্যের দান-দক্ষিণার ওপর নির্ভর করে বেঁচে থাকে, তার জিয্ইয়া ক্ষমা করে দেয়া হয়। অধিকাংশ ইমামের মতে, জিয্ইয়ার কোনো বিশেষ পরিমাণ নির্ধারিত নেই। সরকার তাদের আর্থিক সঙ্গতি বিবেচনা করে যে কোনো পরিমাণ নির্ধারণ করতে পারে। তবে তা অবশ্যই এভাবে নির্ধারিত হওয়া প্রয়োজন, যাতে তারা তা সহজে আদায় করতে পারে। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ও আবূ বাকর (রা.)-এর যুগে এর পরিমাণ পরিষ্কারভাবে নির্ধারিত ছিল না; বরং যার কাছ থেকে যতটুকু সহজভাবে নেয়া সম্ভব ছিল, তা-ই গ্রহণ করা হতো। যতটুকু জানা যায় যে, আবূ বাকর (রা.)-এর খিলাফাত কালে খালিদ ইবনুল ওয়ালীদ (রা.) হীরাবাসীদের নিকট থেকে বাৎসরিক দশ দিরহাম হিসেবে জিযইয়া আদায় করেন এবং তা মাদীনায় প্রেরণ করেন।[৭৭]

বলাই বাহুল্য, যে সব অমুসলিম নাগরিক দারিদ্রের শিকার ও পরের ওপর নির্ভর করে চলে, তাদের জিয্ইয়া তো মা'ফ করে দেয়া হয়, উপরন্তু বাইতুল মাল থেকে তাদের জন্য নিয়মিত সাহায্যও বরাদ্দ দেয়া হয়।[৭৮] আবূ বাকর (রা.)-এর আমলে জিযইয়ার হার ছিল নিতান্তই কম। আবার তাও শুধু সামর্থ্যবান লোকদের ওপর ধার্য হতো। তাই তাঁর শাসনামলে হীরার সাত হাজার অমুসলিম বাসিন্দার মধ্যে এক হাজার অধিবাসীকেই জিযইয়া থেকে নিস্কৃতি দেয়া হয়েছিল। হীরাবাসীদের সাথে সম্পাদিত চুক্তিপত্রে আবূ বাকর (রা.) এ কথাও উল্লেখ করেছিলেন যে,

---

৭৬. আল-বালাযূরী, *ফুতুহুল বুলদান*, খ.১,পৃ.১৬২
৭৭. আবূ 'উবাইদাহ, *কিতাবুল আমওয়াল*, পৃ.২৭
৭৮. ইবনু কুদামাহ, *আল-মুগনী*, খ.৯ পৃ.২৭২

أَيُّمَا شَيْخٍ ضَعُفَ عَنِ الْعَمَلِ، أَوْ أَصَابَتْهُ آفَةٌ مِنَ الآفَاتِ، أَوْ كَانَ غَنِيًّا فَافْتَقَرَ، وَصَارَ أَهْلُ دِيْنِهِ يَتَصَدَّقُوْنَ عَلَيْهِ طُرِحَتْ جِزْيَتُهُ، وَعِيْلَ مِنْ بَيْتِ مَالِ الْمُسْلِمِيْنَ وَ عِيَالِهِ مَا أَقَامَ بِدَارِ الْهِجْرَةِ وَدَارِ الْإِسْلَامِ .

-"যদি কোন অমুসলিম বৃদ্ধ অকর্মণ্য হয়ে পড়ে, অথবা কোন বিপদে পতিত হয় অথবা কোন সম্পদশালী এমনভাবে দরিদ্র হয়ে পড়ে যে, তার গোত্রের লোকেরা তাকে সাহায্য করতে থাকে, এমতাবস্থায় তাকে জিযইয়া থেকে অব্যাহতি দিতে হবে। উপরন্তু মুসলিমদের বাইতুলমাল থেকে তার ভরণ-পোষণের ব্যবস্থা করতে হবে, যতদিন সে মাদীনায় বা ইসলামী রাষ্ট্রের অধীনে বসবাস করবে।"[৭৯]

পৃথিবীর ইতিহাসে এরূপ পক্ষপাতহীন প্রজাপালন ও উদার আচরণের কোনো দৃষ্টান্ত খুঁজে পাওয়া যায় কি?

চুক্তিপত্রে এ কথাও লিপিবদ্ধ ছিল যে,

فَإِنْ طَلَبُوا عَوْنًا مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ أُعِيْنُوا بِهِ، وَمَؤُنَةُ الْعَوْنِ مِنْ بَيْتِ مَالِ الْمُسْلِمِيْنَ.

-"এ সকল লোক যদি মুসলিমদের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করে, তা হলে তাদেরকে সাহায্য দেওয়া হবে। এ সাহায্যের ক্ষেত্রে যা কিছু প্রয়োজন তা বাইতুল মাল থেকে বহন করা হবে।"

বর্ণিত রয়েছে যে, 'উমার (রা.) জনৈক বৃদ্ধ লোককে ভিক্ষা করতে দেখে তার কারণ জিজ্ঞেস করলে সে বললো, " কী আর করবো, জিয্ইয়া দেয়ার জন্য ভিক্ষে করছি।" এ কথা শুনে তিনি তৎক্ষণাৎ তার জিয্ইয়া মাফ করে দিলেন এবং তার ভরণ পোষণের জন্য মাসিক বৃত্তি নির্ধারণ করে দিলেন। তিনি বাইতুল মালের কর্মকর্তাকে লিখলেন, فَوَاللهِ مَا أَنْصَفْنَا إِنْ أَكَلْنَا شَبِيْبَتَهُ، ثُمَّ نَخْذُلُهُ عِنْدَ الْهَرَمِ. -" আল্লাহর কসম, এটা কখনো ইনসাফ নয় যে, আমরা যৌবনে তার দ্বারা উপকৃত হবো, আর বার্ধক্যে তাকে অপমান করবো।"[৮০]

উল্লেখ্য, স্থানীয় সর্দার বা শাসকরা যেখানে যেরূপ প্রযোজ্য ছিল, তারা নিজ নিজ এলাকায় অমুসলিম নাগরিকদের থেকে জিযইয়া আদায়ের দায়িত্বে থাকতো এবং তারা জিযইয়া সংগ্রহ করে ঐ এলাকার নিযুক্ত কেন্দ্রীয় প্রশাসক কিংবা জাবি (রাজস্ব সংগ্রাহক)কে দিতো, তাঁরা সকল সংগৃহীত কর নিয়ে মাদীনায় রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট পৌঁছে দিতেন। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর পর আবূ বাকর (রা.)ও এ ব্যবস্থা বহাল রাখেন।

---

৭৯. আবূ ইউসূফ, *কিতাবুল খারাজ*, পৃ. ১৪৪

৮০. আবূ ইউসূফ, *কিতাবুল খারাজ*, পৃ. ১৩৬; আবূ 'উবাইদাহ, *কিতাবুল আমওয়াল*, পৃ.১৬২

চ. শুল্ক

মুসলিমদের ওপর যেমন বৎসরে একবার তাদের সম্পদের যাকাত আদায় করা বাধ্যতামূলক, তেমনি রাষ্ট্রের অমুসলিম নাগরিকদের ওপরও বৎসরে একবার তাদের বাণিজ্য পণ্যের শুল্ক প্রদান করা বাধ্যতামূলক। তবে এ শুল্ক রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ও আবূ বাকর (রা.) আদায় করেছিলেন তেমন কোনো তথ্য পাওয়া যায় না। যতটুকু জানা যায় যে, সর্বপ্রথম 'উমার (রা.) এ শুল্ক আরোপ করেন। তিনি দেখতে পেলেন যে, মুসলিম ব্যবসায়ীগণ যখন বিদেশে নিজেদের পণ্য রফতানি করেন, তখন তাদের নিকট থেকে সে দেশে নির্দিষ্ট হারে শুল্ক আদায় করা হয়। তাই তিনি ইসলামী রাজ্যে অমুসলিমদের আমদানিকৃত পণ্যের ওপরও একই হারে শুল্ক আদায় করার নির্দেশ দান করেন।[৮১]

ছ. জমি ইজারা

বাইতুল মালের আয়ের অপর একটি মাধ্যম হলো জমি-ইজারা। আবূ বাকর (রা.) তাঁর খিলাফাতকালে রাষ্ট্রের মালিনাধীন কোনো কোনো জমি উৎপন্ন দ্রব্যের নির্দিষ্ট অংশ বাইতুল মালে জমাদানের শর্তে ইজারা দিতেন। উল্লেখ্য যে, সে সময় জমি ইজারা দানের বিভিন্ন পদ্ধতি প্রচলিত ছিল। যথা- ১. ভূমির কোনো একটি অংশ কোনোরূপ কারবারের জন্য কোনো ব্যক্তিকে এ শর্তে প্রদান করা যে, এ কারবারের লভ্যাংশের একটি নির্ধারিত অংশ সে বাইতুল মালে জমাদান করবে। যেমন- রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বানূ মুত'আন গোত্রের হিলাল নামের এক ব্যক্তিকে মৌমাছির চাষের জন্য সালাবাহ নামক এক বিস্তীর্ণ উপত্যকা উৎপন্ন মধুর এক দশমাংশ বাইতুল মালে প্রদান করার শর্তে ইজারা দেন।[৮২] ২. বিজিত রাজ্যের চাষাবাদযোগ্য জমি এ শর্তে মালিকদের নিকট রেখে দেয়া যে, তারা জমির ফসলের একটি নির্দিষ্ট অংশ বাইতুল মালে জমা দেবে। যেমন- খাইবার বিজয়ের পর সেখানকার অধিবাসীদের আবেদনের প্রেক্ষিতে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) খাইবারের জমিগুলো উৎপন্ন ফসলের অর্ধেকাংশ বাইতুল মালে জমা দেয়ার শর্তে তাদের নিকট ইজারা দেন।[৮৩] রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর পর তাঁর এ ব্যবস্থা আবূ বাকর (রা.) বহাল রাখেন।

জ. গানীমাতের (যুদ্ধলব্ধ মালের) এক পঞ্চমাংশ

যুদ্ধবিগ্রহের পর শত্রুপক্ষের নিকট থেকে যে সম্পদ হস্তগত হয় তাকে গানীমাত

---

৮১. কাসানী, *বাদা'ই*, খ.২,পৃ.৩৯
৮২. আবূ দাউদ, *আস-সুনান*, (কিতাবুয যাকাত), হা.নং:১৩৬৫
৮৩. বুখারী, *আস-সাহীহ*, (কিতাবুল মাগাযী), হা.নং:৩৯১৭

বলা হয়। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ও আবূ বাকর (রা.)-এর যুগে বিভিন্ন যুদ্ধাভিযান থেকে মুসলিমগণের অনেক স্থাবর ও অস্থাবর সম্পদ হস্তগত হয়েছিল। তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রে নগদ অর্থ ও মালামালের পরিমাণ ছিল খুবই সামান্য। তথাপি যা-ই পাওয়া গিয়েছিল, তা দ্বারা দরিদ্র মুসলিমগণের আর্থিক অনটনের অনেকখানি উপশম হয়েছিল। কিন্তু অধিকতর লাভজনক ও স্থায়ী মূল্যমান হয়ে দাঁড়িয়েছিল গানীমাত রূপে প্রাপ্ত ভূসম্পদ।

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর যুগে গানীমাতকে পাঁচ ভাগে বিভক্ত করা হতো। তন্মধ্যে চার ভাগ মুজাহিদদের মধ্যে বন্টন করা হতো এবং অবশিষ্ট এক ভাগ পুনরায় পাঁচ ভাগে বিভক্ত করা হতো। এর মধ্যে প্রথম ভাগ ছিল আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের, দ্বিতীয় ভাগ রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর আত্মীয়দের, তৃতীয় ভাগ ইয়াতীমদের, চতুর্থ ভাগ মিসকীনদের এবং পঞ্চম ভাগ মুসাফিরদের। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর পর আবূ বাকর (রা.) গানীমাতের এক-পঞ্চমাংশ থেকে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের অংশটি বাইতুল মালে জমা করতেন এবং তা যুদ্ধসরঞ্জাম সংগ্রহের কাজে ব্যয় করতেন। 'উমার (রা.)ও এরূপ করেছেন।[৮৪]

ঝ. ফাই

শত্রুপক্ষ থেকে যে সম্পদ স্থাবর হোক কিংবা অস্থাবর কোনোরূপ যুদ্ধবিগ্রহ ছাড়াই অর্জিত হয় তাকে 'ফাই' বলা হয়। চাই তা সমঝোতার ভিত্তিতে অর্জিত হোক কিংবা তা মুসলিমদের ভয়ে ছেড়ে যাক। এরূপ সম্পদের পুরোটাই বাইতুল মালের প্রাপ্য।

ঞ. খনিজ দ্রব্য

স্বর্ণ, রৌপ্য ও লৌহ প্রভৃতি খনিজ দ্রব্য রাষ্ট্রের আয়ের একটি গুরুত্বপূর্ণ উৎস। আবূ বাকর (রা.)-এর খিলাফাতকালে যখন বানূ সালিমের খনি বিজিত হয়, তখন এর আমদানি বাইতুল মালে জমা করা হতো। অনুরূপভাবে কাবলিয়া ও জুহাইনার খনিসমূহ থেকেও আবূ বাকর (রা.)-এর নিকট প্রচুর সম্পদ আসতো।[৮৫]

ট. গুপ্তধনের এক-পঞ্চমাংশ

গুপ্তধনের এক-পঞ্চমাংশ বাইতুল মালে জমা দেয়া ওয়াজিব। কিন্তু এ কর

---

৮৪. তাবারী, জামি'উল বায়ান.., খ.১৩,পৃ.৫৫৭
৮৫. ইবনু সা'দ, আত-তাবাকাতুল কুবরা, খ.৩,পৃ.২১৩

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কিংবা তাঁর খালীফা আবূ বাকর (রা.) আদায় করেছেন তেমন কোনো তথ্য পাওয়া যায় না।

ঠ. আয়ের অন্যান্য উৎস

ইসলামী রাষ্ট্রের আয়ের উপর্যুক্ত উৎসগুলো ছাড়াও আরো কিছু উৎস রয়েছে। যেমন- জিহাদ কিংবা জনহিতকর কার্যাবলি সম্পাদনের উদ্দেশ্যে প্রদত্ত অনুদান ও সাদাকাহ, খালীফা কিংবা রাষ্ট্রের কর্মকর্তাদের নিকট প্রদত্ত উপঢৌকন এবং জরিমানার অর্থও ইসলামী রাষ্ট্রের আয়ের উৎস। তা ছাড়া কোনো ব্যক্তির যদি কোনো উত্তরাধিকারী না থাকে কিংবা উত্তরাধিকারী থাকে কিন্তু হত্যার অপরাধে শাস্তিযোগ্য হবার কারণে সে উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চিত হয়, তা হলে মৃত ব্যক্তির সমস্ত পরিত্যক্ত সম্পদ বাইতুল মালে চলে যায়। অনুরূপভাবে মুরতাদ্দ কিংবা যিন্দীক যদি নিহত হয় কিংবা মারা যায়, তাদের পরিত্যক্ত সম্পদও বাইতুল মালে চলে যায়। তা ছাড়া জিহাদ কিংবা কোনো জনস্বার্থে একান্ত প্রয়োজন হলে রাষ্ট্র নাগরিকদের ওপর যে কোনো করও আরোপ করতে পারে।

রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনায় যাকাত ও অন্যান্য রাজস্ব সংগ্রহ

যাকাত ও অন্যান্য রাজস্ব সংগ্রহ করা ইসলামী রাষ্ট্রের একটি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যতদিন জীবিত ছিলেন, যাকাত ও অন্যান্য কর তিনি আদায় করতেন। এ কাজের জন্য তিনি বিভিন্ন গোত্রের নিকট 'আমিল[৮৬] (যাকাত ও অন্যান্য কর সংগ্রাহক) প্রেরণ করতেন। তাঁদের মধ্যে অনেকেই স্থায়ীভাবে এ পদে বহাল থাকতেন। আবার তাঁদের কাউকে কাউকে অস্থায়ীভাবে এ কাজে নিয়োগ করা হতো। যাঁরা এ পদে স্থায়ীভাবে নিযুক্ত ছিলেন তাঁদের মধ্যে 'আম্র ইবনুল 'আস (রা.) অন্যতম। মাক্কা বিজয়ের পর রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁকে কেন্দ্রীয় 'আমিল হিসেবে 'উমানে প্রেরণ করেন। হিজরী ৯ম সনের প্রথম দিকে দেখা যায় যে, তিনি হাওয়াযিন অঞ্চলে কর সংগ্রহ করেছেন। সে একই সময় তিনি ফাযারাহ অঞ্চলেও যাকাত সংগ্রহ করেছিলেন বলে জানা যায়। অতঃপর তাঁকে কাদা'আর কর আদায়কারী নিযুক্ত করা হয়। তিনি সে অঞ্চলেই থাকেন। পরে হিজরী ১০ম সনে বিদায় হাজ্জ পালন করার পর রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) পুনরায় তাঁকে 'উমানে প্রেরণ করেন। তখন এ নিশ্চয়তা দেয়া হয় যে, পূর্বাঞ্চলে দায়িত্ব পালন শেষ করলে পুনরায়

---

৮৬. রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ও খালীফাগণের যুগে যাকাত ও অন্যান্য কর সংগ্রহকারীগণ সাধারণত 'আমিল' নামে পরিচিত হতেন। তবে কখনো তাঁদেরকে মুসাদ্দিক, সা'ঈ, জাবী ও 'আশির নামেও অভিহিত করা হতো।

তাঁকে পূর্বের কর্মস্থলে পাঠানো হবে। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর ওফাতের আগে অবশ্যই তিনি আর মাদীনাতে ফিরে আসতে পারেননি। তবে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর পর আবূ বাকর (রা.) তাঁকে পূর্বের কর্মস্থলে ফিরিয়ে এনে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি পূরণ করেছিলেন।[৮৭] অনুরূপভাবে 'আনবাসাহ, 'আব্বাস ইবনু বিশর, বুরাইদাহ ইবনুল হুসাইব, রাফি' ইবনু মাকিস, দাহহাক ইবনু সুফইয়ান, 'ইকরামাহ ইবনু আবী জাহল, হুযাইফা ইবনুল ইয়ামান ও কুসাই ইবনু 'আম্‌র (রা.) প্রমুখ স্থায়ীভাবে নিযুক্ত কর আদায়কারী ছিলেন। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর ওফাত পর্যন্ত তাঁরা নিজ নিজ পদে নিযুক্ত ছিলেন। আবূ বাকর (রা.)ও তাঁদের অধিকাংশকেই তাঁদের পদে বহাল রাখেন।

মোটকথা, যদি ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত থাকে, তা হলে এ করগুলো আদায় করার একমাত্র অধিকারী হলো রাষ্ট্র। উপরন্তু নাগরিকরাও তা রাষ্ট্রের নিকট আদায় করতে বাধ্য থাকবে। কারো এ অধিকার নেই যে, সে ইচ্ছে করলে সরকারী কোষাগারে জমা না দিয়ে ব্যক্তিগত ইচ্ছানুযায়ী তা আদায় করবে।[৮৮] ইতঃপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, আবূ বাকর (রা.)-এর খিলাফাত কালে কয়েকটি গোত্র যাকাত দিতে অস্বীকার করেছিল। আবার কিছু গোত্র এমন ছিল যে, যারা যাকাতকে ফার্‌য হিসেবে স্বীকার করতো; কিন্তু তা মাদীনায় কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট প্রেরণ করতে সম্মত ছিল না। তাদের যুক্তি ছিল, কোনো গোত্রের ধনীদের থেকে যে যাকাত আদায় করা হবে, তা ঐ গোত্রের দরিদ্রদের মধ্যে বণ্টন করে দিতে হবে। তা ছাড়া রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যেহেতু কেন্দ্রীয় ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন, তাই বিভিন্ন গোত্র থেকে তাঁর যাকাত আদায় করার অধিকার ছিলেন। কিন্তু রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর পর এ অধিকার আর কারো নেই। তাই যাকাত মাদীনায় প্রেরণ করারও প্রয়োজন নেই। বরং এমতাবস্থায় মাদীনায় যাকাত প্রেরণ করা তাদের কাছে এক ধরনের জরিমানা বলেই মনে হতো। কুররাহ ইবনু হুবাইরাহ আল-'আমিরী ও 'আম্‌র ইবনুল আস (রা.)-এর আলাপ থেকে তা-ই স্পষ্ট বুঝা যায়। কুররাহ (রা.) যাকাতের জন্য الإتاوة (অর্থদণ্ড) শব্দ ব্যবহার করেছেন।[৮৯]

---

৮৭. তাবারী, *তারীখুল উমাম ওয়াল মুলূক*, খ.২,পৃ. ৩৬২, ৪৮৭-৮; ইবনু 'আসাকির, *তারীখু দিমাশক*, খ.৪৬, পৃ.১৫১-২

৮৮. তবে রাষ্ট্র ইসলামী না হলে কিংবা ইসলামী রাষ্ট্র সম্পদশালী হলে যাকাত, 'উশর ও সাদাকাহ প্রভৃতি ব্যক্তিগতভাবে আদায়ের অনুমতি রয়েছে। বর্ণিত রয়েছে যে, 'উসমান (রা.)-এর খিলাফাত কালে যখন রাষ্ট্র সম্পদশালী হয়, তখন ব্যক্তিগতভাবে যাকাত আদায়ের অনুমতি দেয়া হয়।

৮৯. তাবারী, *তারীখুল উমাম ওয়াল মুলূক*, খ.২,পৃ. ৪৮৮

আবূ বাকর (রা.) যেমন যাকাত অস্বীকারকারীদের সাথে যুদ্ধ ঘোষণা করেছিলেন, তেমনি যারা যাকাত মাদীনায় প্রেরণ করতে অস্বীকৃতি জানিয়েছিল তাদের বিরুদ্ধেও যুদ্ধ ঘোষণা করেছিলেন। তিনি চাইলেন যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যেভাবে যাকাত আদায় করতেন, তিনিও ঠিক সেভাবে যাকাত আদায় করবেন। তাই তিনি দীপ্ত কণ্ঠে ঘোষণা করলেন,

وَاللهِ لَأُقَاتِلَنَّ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ؛ فَإِنَّ الزَّكَاةَ حَقُّ الْمَالِ. وَاللهِ لَوْ مَنَعُونِي عِقَالًا كَانُوا يُؤَدُّونَهُ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقَاتَلْتُهُمْ عَلَى مَنْعِهِ.

-"আল্লাহর কাসাম, যারা নামায ও যাকাতের মধ্যে পার্থক্য করবে, আমি তাদের বিরুদ্ধে অবশ্যই লড়াই করবো। কেননা যাকাত হলো সম্পদের (ওপর গরীবদের) অধিকার। আল্লাহর কাসাম, যদি তারা যাকাত বাবদ একটি উটের রশি প্রদান করতেও অস্বীকার করে, যা তারা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর যুগে আদায় করতো, তা হলে আমি তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করবো।"[৯০]

আবূ বাকর (রা.)-এর এ ঘোষণা অত্যন্ত তাৎপর্যবহ। এ ঘোষণা দ্বারা একদিকে তিনি প্রথম দলের কল্পনা-প্রসূত ধারণাকে বাতিল করে দিয়ে এ সত্যকে স্পষ্ট করে দেন যে, যাকাত নামাযের মতোই একটি ফারয 'ইবাদাত। এ দুটির মধ্যে পার্থক্য করার কোনোই সুযোগ নেই। অপরদিকে দ্বিতীয় দলের ধারণাকে খণ্ডন করে স্পষ্টভাবে ঘোষণা করেন যে, যাকাত প্রকৃতপক্ষে স্টেট ডিউটি বা রাষ্ট্রীয় কর। অর্থাৎ এ কর রাষ্ট্রের কাছেই আদায় করতে হবে। সুতরাং যাকাত আদায়ের এটিই হলো শারী'আত সম্মত পদ্ধতি। আবূ বাকর (রা.)-এর এ সিদ্ধান্ত যেহেতু অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ছিল, তাই 'উমার (রা.)-এর মতো বিজ্ঞ ব্যক্তিও এ সিদ্ধান্তের প্রশংসা করে বলেন যে, فَعَرَفْتُ أَنَّهُ الْحَقُّ-"অতএব আমি বুঝতে পারলাম যে, আবূ বাকর (রা.)-এর সিদ্ধান্তই সঠিক।"[৯১]

বাইতুল মালের ব্যয়ের খাত

আবূ বাকর (রা.) বাইতুল মালের সকল আয় কুর'আন ও হাদীসের আলোকে এবং পরামর্শ পরিষদের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী খরচ করতেন। রাষ্ট্রের কর্মকর্তাদের বেতন,

---

৯০. বুখারী, *আস-সাহীহ,* (কিতাবুল ই'তিসাম), হা.নং:৬৭৪১; মুসলিম, *আস-সাহীহ,* (কিতাবুল ঈমান), হা.নং: ২৯

৯১. বুখারী, *আস-সাহীহ,* (কিতাবুল ই'তিসাম), হা.নং:৬৭৪১; মুসলিম, *আস-সাহীহ,* (কিতাবুল ঈমান), হা.নং: ২৯

খালীফার বেতন, সৈন্যদের রসদপত্র সংগ্রহ, যুদ্ধাস্ত্র ক্রয় ও জনকল্যাণমূলক কাজকর্মের ব্যয় বাইতুল মাল থেকে নির্বাহ করা হতো। যাকাত আদায়কারীদের ভাতা তাদের আদায়কৃত যাকাত থেকেই দেয়া হতো।

ক. রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর ঋণ ও প্রতিশ্রুতিসমূহ পূরণ

আবূ বাকর (রা.)-এর খিলাফাত কালে যে সকল দেশ বিজিত হয়, তন্মধ্যে কোনো কোনো এলাকা সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন। ঐ সব এলাকার ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কাউকে কোনো প্রতিশ্রুতি দিয়ে থাকলে কিংবা তাঁর কোনো ঋণ থাকলে তা যাতে অপূর্ণ না থাকে, তার জন্য আবূ বাকর (রা.) সাধারণ ঘোষণা দান করেন যে,

مَنْ كَانَ لَهُ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَيْنٌ أَوْ عِدَةٌ فَلْيَأْتِنِي.

> -"যদি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট কারো কোনো পাওনা থাকে কিংবা কারো সাথে তিনি কোনো ওয়াদা করে থাকেন, তা হলে সে যেন আমার কাছে আসে।"

একবার বাহরাইন থেকে কিছু মাল আসলে জাবির ইবনু 'আবদিল্লাহ (রা.) আবূ বাকর (রা.)-এর খিদমাতে উপস্থিত হয়ে আরয করেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমাকে বলেছিলেন যে, لَوْ قَدْ جَاءَ مَالُ الْبَحْرَيْنِ قَدْ أَعْطَيْتُكَ هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا. -"যদি বাহরাইনের মাল আসে, আমি তোমাকে এতো, এতো, এতো পরিমাণ মাল দেবো।" এ কথা শুনে আবূ বাকর (রা.) তাঁকে এক অঞ্জলি দিরহাম দান করে বললেন, গণনা কর। জাবির (রা.) গণনা করে দেখলেন যে, সেখানে পাঁচশত দিরহাম রয়েছে। এরপর আবূ বাকর (রা.) বললেন, خُذْ مِثْلَهَا مَرَّتَيْنِ -"এ পরিমাণ আরো দুবার তুমি গ্রহণ কর।"[৯২] অর্থাৎ আবূ বাকর (রা.) তাঁকে এক হাজার পাঁচশত দিরহাম দিলেন।

খ. সরকারী অর্থের সমবন্টন

আবূ বাকর (রা.)-এর কল্যাণমূলক রাষ্ট্রব্যবস্থার অন্য একটি বৈশিষ্ট্য এই ছিল যে, বাইতুল মালকে জনগণের সম্পদ হিসেবে বিবেচনা করা হতো। তাই তিনি নিয়ম-কানূন বহির্ভূত ভাবে তাতে কোনো কিছু জমা করে রাখা বা এর কোনো কিছু খরচ করা জায়িয মনে করতেন না। তদুপরি তাঁর দৃষ্টিতে নিজস্ব স্বার্থে শাসকদের জন্যে তা ব্যবহার

---

৯২. মালিক, *আল-মুওয়াত্তা*, (কিতাবুল জিহাদ), হা.নং: ৮৯৪; বুখারী, *আস-সাহীহ*, (কিতাবুল হাওয়ালাত), হা.নং: ২১৩২, (কিতাবুল মাগাযী), হা.নং:৪০৩২

করা ছিল হারাম। বাদশাহ এবং খালীফার মধ্যে তাঁর দৃষ্টিতে একটি মৌলিক পার্থক্য এটিই ছিল যে, বাদশাহ রাষ্ট্রের কোষাগারকে নিজের ব্যক্তিগত সম্পদে পরিণত করে নিজের ইচ্ছেমতো তা খরচ করে আর খালীফা তাকে জনগণের আমানাত মনে করে প্রতিটি কানা-কড়ি ন্যায়ানুগভাবে উসূল করেন এবং ন্যায়ানুগভাবেই খরচ করেন।

আবূ বাকর (রা.)-এর মন যে কতো প্রগতিশীল ছিল এবং তিনি যে তাঁর যুগের কতো অগ্রগামী ছিলেন, তা তাঁর প্রবর্তিত সরকারী অর্থের বন্টন ব্যবস্থা থেকে বুঝা যায়। রাষ্ট্রের প্রয়োজনীয় ব্যয় মিটিয়ে যে অর্থ উদ্বৃত্ত থাকত, তা তিনি সঞ্চয় করে রাখতেন না। তিনি সে অর্থ রাষ্ট্রের নাগরিকদের ভাতারূপে বন্টন করে দিতেন। এ ক্ষেত্রে তিনি নর-নারী, ছোট-বড়, গোলাম-আযাদ ও আমীর-ফকীর নির্বিশেষে সকলের মধ্যে কোনো তারতম্য করতেন না; বরং সকলকেই সমান অংশ দান করতেন। খিলাফাতের প্রথম বছর বাহরাইন থেকে কিছু মাল আসে। তখন তিনি স্বাধীন-দাস, পুরুষ-স্ত্রীলোক, উঁচু-নীচ নির্বিশেষে প্রত্যেককে সমভাবে দশ দিরহাম করে বিতরণ করেন। দ্বিতীয় বছর আরো অধিক মাল আসলে তিনি জনপ্রতি বিশ দিরহাম বিতরণ করেন। এ জাতীয় ভেদাভেদহীন সমান হার সম্পর্কে ‘উমার (রা.)সহ অনেকেই আপত্তি উত্থাপন করে বলেন,

أَتَجْعَلُ الَّذِيْنَ جَاهَدُوا فِي اللهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ، وَهَجَرُوا دِيَارَهُمْ، كَمَنْ إِنَّمَا دَخَلَ فِي الْإِسْلَامِ كُرْهًا ؟

-“যাঁরা আল্লাহর পথে নিজেদের জান-মাল দিয়ে লড়াই করেছেন এবং দেশ ত্যাগ করেছেন, তাঁদের সাথে কী ঐ লোকদের সমান করে দেবেন যারা অনিচ্ছাসত্ত্বে ইসলামে প্রবেশ করেছে?”

আবূ বাকর (রা.) উত্তর দেন,

إِنَّمَا عَمِلُوا لِلّٰهِ، وَإِنَّمَا أُجُورُهُمْ عَلَى اللهِ، وَإِنَّمَا الدُّنْيَا بَلَاغٌ، وَخَيْرُ الْبَلَاغِ أَوْسَعُهُ.

-“তোমরা যে মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্বের কথা বলছো তা হলো পুণ্যের কাজ, যা তাঁরা আল্লাহর জন্যই করেছেন। তাঁরা এর বিনিময় আল্লাহ তা‘আলার কাছেই পাবেন। আর এ পৃথিবী হল প্রয়োজনানুপাতে জীবনধারণ মাত্র। আর এ ক্ষেত্রে সকলের বেলায় সর্বোচ্চ স্বচ্ছলতা রক্ষা করাই হলো উত্তম। অর্থাৎ এতে একের ওপর অন্যকে অগ্রাধিকার দেয়ার চাইতে সমতা রক্ষা করাই ভালো।”[৯৩]

---

৯৩. বাইহাকী, *মা‘আরিফাতুস সুনান ওয়াল আছার*, হা.নং:৪১৯১; আবূ ইউসূফ, *কিতাবুল খারাজ*, পৃ.৪২; ইবনুল আছীর, *আল-কামিল*, খ.২, পৃ.৪২২; মাওয়ার্দী, *আল-আহকামুস সুলতানিয়্যাহ*, খ.১,পৃ.৩৯৮

'উমার (রা.)-এর আমলে যদিও দিওয়ান গঠিত হয়, যা থেকে লোকেরা তাদের পদমর্যাদা অনুযায়ী বেতন- ভাতা পেতো[৯৪]; কিন্তু সম্পদের এ অসম বন্টন থেকে যে ফলাফল তাঁর সামনে আসতে থাকে, তা দেখেই তিনি জীবনের শেষ মুহূর্তে বলেছিলেন

لَوِ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ لَرَجَعْتُ إِلَى طَرِيْقَةِ أَبِي بَكْرٍ رضي الله عنه فَسَوَّيْتُ بَيْنَ النَّاسِ.

-"যা আমি পরে বুঝতে পেরেছি, তা যদি আগেই জানতে পারতাম, তবে অবশ্যই আমি আবূ বাকর (রা.)-এর নীতির দিকেই ফিরে যেতাম এবং বাইতুল মালের সমুদয় অর্থ সকলের মাঝে সমভাবে বন্টন করতাম।"[৯৫]

কিন্তু মৃত্যুর ওপর কি বিশ্বাস রাখা যায়! নিজের মনোবাসনাকে কার্যকর করার আগেই তাঁকে শাহীদ করে দেয়া হয়।

বর্তমান যুগে কমিউনিস্ট ও সমাজতন্ত্রবাদীরা ধন-সম্পদের সমবন্টন ব্যবস্থা নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছে। অথচ এ চিন্তা খ্রিস্টীয় সপ্তম শতাব্দীতেই ইসলামী রাষ্ট্রনীতিকে যে কিভাবে প্রভাবান্বিত করেছিল, পাঠক তা এখানে লক্ষ্য করুন। Von Kremer বলেন,

"The diecisively democratic and socialistic conception of original Islam lay at the basis of the distribution of annuties. By its novelty and important consequences the political institution stands one of the most conspicuous landmark not merely in Islamic history but in history as a whole."

অর্থাৎ ইসলামের গণতন্ত্র ও সমাজবাদ এ ভাতা বিতরণের মূল ভিত্তি। মৌলিকত্ব ও প্রয়োজনীয়তার দিক দিয়ে দেখলে বলা যায়, এ ব্যবস্থা শুধু ইসলামের ইতিহাসেই নয়, গোটা মানব জাতির ইতিহাসে এক অভিনব ঘটনা।[৯৬]

---

৯৪. আবূ ইউসূফ, *কিতাবুল খারাজ*, পৃ. ৪৩; মাওয়ার্দী, *আল-আহকামুস সুলতানিয়্যাহ*, খ.১,পৃ.৩৯৮

৯৫. আবূ ইউসূফ, *কিতাবুল খারাজ*, পৃ. ৪৬; সাল্লাবী, *আবূ বাকর আস-সিদ্দীক*, পৃ.১৫৬
কোনো কোনো রিওয়ায়াতে 'উমার (রা.)-এর বক্তব্যটি এভাবে এসেছে-

لو استقبلت من أمري ما استدبرت لأخذت فضول أموال الأغنياء فقسمتها على فقراء المهاجرين.

-"যা আমি পরে বুঝতে পেরেছি, তা যদি আগেই জানতে পারতাম, তবে অবশ্যই আমি ধনীদের থেকে তাদের উদ্বৃত্ত সম্পদগুলো নিয়ে দরিদ্র মুহাজিরগণের মধ্যে বন্টন করে দিতাম।" (তাবারী, *তারীখুল উমাম ওয়াল মুলূক*, খ.২,পৃ.৫৭৯)

৯৬. গোলাম মোস্তাফা, *আবূ বকর রা.*, পৃ.১০৭

গ. প্রশাসক বা কর্মকর্তাদের প্রয়োজনমাফিক বেতন-ভাতা

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর যুগ থেকেই প্রশাসক ও কর্মকর্তাদেরকে প্রয়োজন মাফিক ভাতা প্রদানের রীতি চালু হয়েছিল। পদ মর্যাদা অনুযায়ী তাদেরকে বেতন-ভাতা, ঘোড়া, অস্ত্র-শস্ত্র, দাস-দাসী সরবরাহ করা হতো। 'আলী (রা.) বর্ণনা করেন ,

> "আমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি গভর্নর হবে, তার স্ত্রী না থাকলে স্ত্রী গ্রহণ করতে পারে, চাকর না থাকলে চাকর নিয়োগ করতে পারে, ঘর না থাকলে ঘর তৈরি করতে বা ভাড়া করতে পারবে, আরোহনের কোনো জন্তু না থাকলে তাও গ্রহণ করতে পারে। যে এর চেয়ে অধিক গ্রহণ করবে, সে হয় খিয়ানতকারী অথবা চোর।"[৯৭]

গভর্ণর বা অন্য কোনো পদাধিকারী তো দূরের কথা, স্বয়ং খালীফা সম্পর্কেও 'আবদুল্লাহ ইবনুল 'আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে ,

> "আল্লাহর সম্পদ থেকে খালীফার জন্যে মাত্র দু পেয়ালা গ্রহণ করা জায়িয। এক পেয়ালা পরিবারবর্গের জন্যে এবং দ্বিতীয় পেয়ালা লোকদের মেহমানদারীর জন্যে।"[৯৮]

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর যুগে 'আত্তাব ইবন উসাইদ (রা.) মাক্কার প্রশাসক ছিলেন। আবূ বাকর (রা.)-যুগেও তিনি ঐ পদে বহাল থাকেন। প্রতি মাসে তিনি ত্রিশ দিরহাম ভাতা পেতেন।[৯৯] প্রকাশ থাকে যে, এই সামান্য ভাতা দ্বারা কোনো মতে মৌলিক প্রয়োজন মেটানো যেত, এ থেকে অর্থ জমা করার কোনো সুযোগ ছিল না। সুতরাং এই পদ থেকে অবসর গ্রহণের পর তাঁর অর্জিত সম্পত্তির পরিমাণ ছিল মাত্র দুটি কাপড়, যা তিনি তাঁর গোলাম কায়শানকে পরিয়ে দেন।[১০০]

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর যুগের চাইতে আবূ বাকর (রা.)-এর যুগে রাষ্ট্রীয় আমদানি অনেক বৃদ্ধি পায়। ফলে বেতন-ভাতার পরিমাণও বৃদ্ধি পায়। আবূ বাকর (রা.) মৌলিক প্রয়োজনীয়তার দৃষ্টিকোণ থেকে সবার বেতন ভাতা সমান রাখার নীতি গ্রহণ করেছিলেন। ঐতিহাসিক ইয়া'কুবী বলেন : وَقَسَمَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ بَيْنَ النَّاسِ بِالسَّوِيَّةِ لَمْ يُفَضِّلْ أَحَدًا عَلَى غَيْرِهِ . - " আবূ বাকর (রা.) লোকদের মধ্যে সমপরিমাণে বন্টন করতেন। একের ওপর অন্যকে অগ্রাধিকার দিতেন না।"[১০১]

---

৯৭. আকবরাবাদী, *সিদ্দীকে আকবর রা.*, পৃ. ৩৩১
৯৮. *তদেক*
৯৯. *তদেক*
১০০. ইবনু হাজার, *আল-ইসাবাহ*, খ.২, পৃ. ৪৪৪
১০১. ইবনু হাজর, *আল-ইসাবাহ*, খ.২, পৃ. ১৫৪

একদিন কিছু মাল আসল। তিনি তা নিয়মানুযায়ী সমপরিমাণে বন্টন করে দিয়ে বললেন, প্রয়োজনানুযায়ী গ্রহণ করা আমি পছন্দ করি। আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর যুগে যে সমস্ত জিহাদ করেছি তা শুধু আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যই ছিল।

ঘ. আবূ বাকর (রা.)-এর ভাতা

আবূ বাকর (রা.) প্রথমত কোনো ভাতা গ্রহণ করতেন না। বাজারে কাপড়ের ব্যবসা করে তিনি জীবিকা উপার্জন করতেন। কিন্তু যখন খিলাফাতের কাজকর্ম বৃদ্ধি পায় তখন আর ব্যবসা করার সুযোগ ছিল না। কেননা এতে খিলাফাতের দায়িত্ব পালনে বিঘ্নতার সৃষ্টি হতো। তাই 'উমার (রা.) ও অন্যান্য সাহাবীর একান্ত অনুরোধে আবূ বাকর (রা.) নিজের জন্যে মৌলিক প্রয়োজনানুযায়ী ভাতা নির্ধারণ করেন।[১০২] আবূ বাকর (রা.)ও উম্মাতের বৃহত্তর প্রয়োজনের কথা চিন্তা করে এ ভাতা গ্রহণ করতে সদয় সম্মতি জ্ঞাপন করেন। এ সময় তিনি বললেন,

لَقَدْ عَلِمَ قَوْمِي أَنَّ حِرْفَتِي لَمْ تَكُنْ تَعْجِزُ عَنْ مَئُونَةِ أَهْلِي، وَشُغِلْتُ بِأَمْرِ الْمُسْلِمِينَ، فَسَيَأْكُلُ آلُ أَبِي بَكْرٍ مِنْ هَذَا الْمَالِ، وَيَحْتَرِفُ لِلْمُسْلِمِينَ فِيهِ.

-"আমার সম্প্রদায়ের লোকেরা অবশ্যই এ কথা জানে যে, আমার আয়-উপার্জনের যা ব্যবস্থা রয়েছে, তা আমার পরিবারের প্রয়োজনীয় খরচ নির্বাহ করতে সক্ষম। কিন্তু আমি তো এখন মুসলিমদের দায়িত্ব নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়েছি। তাই আবূ বাকরের পরিবারের সদস্যরা এ মাল (অর্থাৎ বাইতুল মাল) থেকেই তাদের জীবনের প্রয়োজনীয় খরচ গ্রহণ করবে, আর আবূ বাকর এ মাল বৃদ্ধির জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।"[১০৩]

কিন্তু এই ভাতার পরিমাণ ছিল কত? এ সম্পর্কে বিভিন্ন বর্ণনা রয়েছে–

সুয়ূতী (রাহ.)-এর বর্ণনা মতে, 'উমার (রা.) ও আবূ 'উবাইদাহ (রা.) তাঁর

---

১০২. ঐতিহাসিক ইবনু সা'দ (রাহ.) বর্ণনা করেন, আবূ বাকর (রা.) কাপড়ের ব্যবসা করতেন। খালীফা নির্বাচিত হবার পরও তিনি তাঁর অভ্যাস মাফিক একদিন কাপড়ের গাঁইট কাঁধে নিয়ে বাজারে যাচ্ছিলেন। পথিমধ্যে 'উমার ও আবূ 'উবাইদাহ (রা.)-এর সাথে তাঁর সাক্ষাত হয়। 'উমার (রা.) তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, আপনি কোথায় যাচ্ছেন? তিনি বললেন, বাজারে যাচ্ছি। 'উমার (রা.) বললেন, আপনি এখন মুসলিমদের শাসনকর্তা। তিনি বললেন, فَمِنْ أَيْنَ أُطْعِمُ عِيَالِي؟ -"তা হলে আমি আমার পরিবার-পরিজনের খাবারের সংস্থান কিভাবে করবো?" 'উমার (রা.) বললেন, চলুন, আমরা আপনার জন্যে ভাতা নির্ধারণ করবো। (ইবনু সা'দ, *আত-তাবাকাতুল কুবরা,* খ.৩,পৃ.১৮২; সুয়ূতী, *তারীখুল খুলাফা,* পৃ.৩১)

১০৩. বুখারী, *আস-সাহীহ,* (কিতাবুল বুয়ূ'), হা.নং: ১৯২৮

খাবারের জন্যে দৈনিক অর্ধেক ছাগল এবং পরনের জন্যে শীত ও গ্রীষ্ম কালের উপযোগী মধ্যম মানের প্রয়োজনীয় কাপড় নির্ধারণ করেন।[১০৪] তারীখে ইয়া'কূবীর বর্ণনা অনুযায়ী তিনি দৈনিক তিন দিরহাম গ্রহণ করতেন।[১০৫] কোনো কোনো বর্ণনা মতে, তিনি বৎসরে দুই হাজার পাঁচশত দিরহাম গ্রহণ করেন।[১০৬] এক বর্ণনা জানা যায় যে, তিনি সমগ্র খিলাফাত কালে স্বীয় ঘরের খরচের জন্যে ছয় হাজার দিরহাম গ্রহণ করেছিলেন[১০৭] এবং ওফাতের সময় তাঁর কন্যা 'আয়িশা (রা.)কে বাইতুলমাল থেকে গৃহীত সমুদয় ভাতা পরিমাণ অর্থ তাঁর পরিত্যক্ত সম্পদ থেকে বাইতুলমালে জমা দেয়ার নির্দেশ দিয়ে যান।[১০৮]

উপর্যুক্ত আলোচনা থেকে বুঝা যাচ্ছে যে, প্রথমত আবূ বাকর (রা.) সাহাবীদের অনুরোধে স্বীয় ভাতা নির্ধারণ করেছিলেন। তবে এটা নিয়মিত গ্রহণ করতেন না। তাঁর জীবনযাপন খুবই সহজ ছিল, ঘরের প্রয়োজনও ছিল খুবই সীমিত এবং শুধু প্রয়োজনানুযায়ী ভাতা গ্রহণ করতেন। যদি নিয়মের বাইরে হঠাৎ কোনো প্রয়োজন হয়ে পড়তো, তখন নির্ধারিত ভাতার চেয়ে অধিক গ্রহণ করতেন। কিন্তু যা কিছু করতেন তা মাজলিসে শূরার পরামর্শ ও তাঁদের অনুমতি নিয়েই করতেন।[১০৯]

পৃথিবীর ইতিহাসে এর চেয়ে কল্যাণমূলক সরকারের উল্লেখ কি কোথাও আছে ?

ঙ. গানীমাতের এক-পঞ্চমাংশ বিতরণ

ইতঃপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর যুগে গানীমাতের এক-পঞ্চমাংশ পুনরায় পাঁচ ভাগে বিভক্ত করা হতো। এর মধ্যে প্রথম

---

১০৪. সুয়ূতী, *তারীখুল খুলাফা*, পৃ.৩১
১০৫. ইয়াকূবী, *আত-তারীখ*, খ.২, পৃ.১৫৪
১০৬. সুয়ূতী, *তারীখুল খুলাফা*, পৃ.৩১
১০৭. আবূ 'উবাইদা, *কিতাবুল আমওয়াল*, পৃ. ২৬৭
১০৮. সুয়ূতী, *তারীখুল খুলাফা*, পৃ.৩১
১০৯. ইবরাহীম ইবনু মুহাম্মাদ (রাহ.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, প্রথম দিকে আবূ বাকর (রা.)-এর ভাতার পরিমাণ ছিল বৎসরে ২৫০ দীনার এবং দৈনিক অর্ধেক ছাগল। কিন্তু এ পরিমাণ ভাতা দিয়ে তাঁর পক্ষে তাঁর ও তাঁর পরিবারের সদস্যদের জীবন পরিচালনা করা দুঃসাধ্য হয়ে পড়ে। তাই তিনি দায়িত্ব ছেড়ে দিয়ে ব্যবসায় মনোযোগ দেবার কথা চিন্তা করতে লাগেন। এ অবস্থা জানতে পেরে 'উমার ও 'আলী (রা.) মিলে তাঁর ভাতার পরিমাণ বাড়িয়ে বৎসরে ২৫০ থেকে ৩০০ দীনার এবং দৈনিক একটি ছাগল নির্ধারণ করেন। কিন্তু আবূ বাকর (রা.) তাঁদের নিজস্ব এ উদ্যোগ মেনে নিতে পারলেন না। তাই তিনি মাসজিদে নাবাবীতে সাধারণ সভা আহ্বান করে সকলকে তাঁদের সিদ্ধান্ত সম্পর্কে অবহিত করেন। যখন এক বাক্যে সকলেই সম্মতি দিলেন, তখনই তিনি এ বর্ধিত ভাতা গ্রহণ করেন। (আল-মুহিব্ব আত-তাবারী, *আর-রিয়াদুন নাদিরাতু..*, পৃ.১২৪)

অংশটি ছিল আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের এবং দ্বিতীয় অংশটি ছিল রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর আত্মীয়দের। আবূ বাকর (রা.) এ বন্টননীতি বহাল রাখেন। তবে তিনি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের অংশটি যুদ্ধসরঞ্জাম সংগ্রহের কাজে ব্যয় করতেন এবং অনেকের মতে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর আত্মীয়-স্বজনের অংশটিও যথারীতি চালু রাখেন। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর আমলে 'আলী (রা.) সম্পূর্ণ এক-পঞ্চমাংশ নিয়ে তাঁর আত্মীয়-স্বজনদের মধ্যে বিধি অনুযায়ী বন্টন করতেন। আবূ বাকর (রা.) এ ক্ষেত্রেও কোনো রূপ পরিবর্তন আনয়ন করেননি। 'আলী (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন,

وَلَّانِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُمُسَ الْخُمُسِ فَوَضَعْتُهُ مَوَاضِعَهُ حَيَاةَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَحَيَاةَ أَبِي بَكْرٍ وَحَيَاةَ عُمَرَ.

-"রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমাকে গানীমাতের এক-পঞ্চমাংশের এক-পঞ্চমাংশ মাল বন্টন করার দায়িত্বে নিয়োজিত করেছিলেন। আমি তাঁর জীবদ্দশায় তা যথাস্থানে বন্টন করতাম। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর পর আবূ বাকর (রা.) ও 'উমার (রা.)-এর আমলেও আমি এ দায়িত্ব নিয়োজিত থেকে তা যথা নিয়মে বন্টন করেছি।"[১১০]

তবে অনেকের মতে, আবূ বাকর (রা.) গানীমাতের এক-পঞ্চমাংশ থেকে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর আত্মীয়দের অংশটি বাতিল করে দিয়েছিলেন এবং এ অংশ বাইতুল মালে সাধারণ মালের সাথে জমা করা হতো।[১১১] কেননা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন যে, لاَ نُورَثُ، مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ. -"আমাদের সম্পদের মধ্যে কোনো রূপ উত্তরাধিকার স্বত্ব জারি হবে না। আমাদের পরিত্যক্ত সম্পদ সাদাকাহ রূপে গণ্য হবে।"[১১২] যুবাইর ইবনু মুত'য়িম (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন,

وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ يَقْسِمُ الْخُمُسَ نَحْوَ قَسْمِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَيْرَ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ يُعْطِي قُرْبَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا كَانَ يُعْطِيهِمْ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

---

১১০. আবূ দাউদ, *আস-সুনান,* (কিতাবুল ফারা'য়িদ), হা.নং:২৫৯০; হাকিম, *আল-মুস্তাদরাক,* (কিতাবুল জিহাদ), হা.নং: ২৫৩৮

১১১. কোনো কোনো রিওয়ায়াত থেকেও 'উমার (রা.)ও এ রূপ করতেন বলে জানা যায়। (ইবনু কুদামাহ, *আল-মুগনী,* খ.১৪, পৃ.২৭৬)

১১২. তাবারী, জামি'উল বায়ান.., খ.১৩,পৃ.৫৫৮

-"আবূ বাকর (রা.) রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর মতোই গানীমাতের এক-পঞ্চমাংশ বন্টন করতেন। তবে তিনি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর আত্মীয়-স্বজনদেরকে এক-পঞ্চমাংশ থেকে দিতেন না, যেরূপ রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁদেরকে দিতেন।"[১১৩]

এর কারণ হলো, হয়তো আবূ বাকর (রা.) মনে করতেন যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর দরিদ্র আত্মীয়-স্বজনদের জন্য যেহেতু সাদাকাহ গ্রহণ করা বৈধ ছিল না, এ কারণেই এর পরিবর্তে গানীমাতের মাল থেকে তাঁদেরকে এক-পঞ্চমাংশ দেয়ার বিধান চালু করা হয়। এখন যেহেতু তাঁরা স্বচ্ছল ও ধনী এবং অন্যান্যরা তাঁদের চেয়ে অপেক্ষাকৃত বেশি অভাবগ্রস্ত, তাই তিনি তাঁদের অংশটি অধিক প্রয়োজনীয় ও উপযুক্ত খাতে ব্যয় করে দেন।[১১৪]

আমি মনে করি, এ ক্ষেত্রে দ্বিতীয় মতটিই বিশুদ্ধ। কেননা প্রথমত, 'আলী (রা.) থেকে বর্ণিত উপর্যুক্ত হাদীসটি সাহীহ নয়, যুবাইর (রা.)-এর হাদীসটিই সাহীহ।[১১৫] হাদীসের বিশিষ্ট গবেষক আলবানী (রাহ.) বলেন, 'আলী (রা.) থেকে বর্ণিত হাদীসটি দুর্বল।[১১৬] দ্বিতীয়ত, 'আলী (রা.) থেকে বর্ণিত উপর্যুক্ত রিওয়ায়াতের শেষাংশে এ কথা উল্লেখ রয়েছে যে, পরবর্তী কালে কেউ 'আলী (রা.)কে এ অংশটি দিতে চাইলে, তিনি নিজেই তা গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জানাতেন এবং বলতেন, قَدْ اسْتَغْنَيْنَا عَنْهُ -"এখন আমাদের এর প্রয়োজন নেই।"এরপর ঐ অংশটি বাইতুল মালে জমা করা হতো।[১১৭] তৃতীয়ত, কোনো কোনো রিওয়ায়াত থেকে জানা যায় যে, আবূ বাকর (রা.) ও 'উমার (রা.) দু'জনেই খুমুস ইয়াতীম, মিসকীন ও মুসাফির- এ তিন শ্রেণীর লোকদের মধ্যে বন্টন করে দিতেন[১১৮], আর কোনো রিওয়ায়াত থেকে জানা যায় যে, রাসূলুল্লাহ

---

১১৩. আবূ দাউদ, *আস-সুনান,* (কিতাবুল ফারা'য়িদ), হা.নং:২৫৮৫, ২৫৮৬; আহমাদ, *আল-মুসনাদ,* হা.নং: ১৬১৬৭

১১৪. 'আযীমাবাদী, *'আওনুল মা'বূদ,* খ.৮,পৃ.১৪১

১১৫. মুল্লা আল-কারী, *আল-মিরকাত,* খ.১২, পৃ.১৮৪; আলবানী, *সাহীহ ও দা'ঈফু সুনানী আবী দাউদ,* হা.নং:২৯৭৮, ২৯৭৯

১১৬. আলবানী, *সাহীহ ও দা'ঈফু সুনানী আবী দাউদ,* হা.নং:২৯৮৩

১১৭. আবূ দাউদ, *আস-সুনান,* (কিতাবুল ফারা'য়িদ), হা.নং:২৫৯০; হাকিম, *আল-মুস্তাদরাক,* (কিতাবুল জিহাদ), হা.নং: ২৫৩৮

১১৮. 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আব্বাস (রা.) থেকে এ রূপ রিওয়ায়াত বর্ণিত রয়েছে। (ইবনু কুদামাহ, *আল-মুগনী,* খ.১৪, পৃ.২৭৫)
উল্লেখ্য যে, হানাফী ইমামগণ এরূপ মত পোষণ করেন। অর্থাৎ তাঁদের মতে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর ওফাতের পর খুমুস কেবল ইয়াতীম, মিসকীন ও মুসাফির- এ তিন শ্রেণীর লোকদের মধ্যে বন্টন করে দিতে হবে। (ইবনুল হুমাম, *ফাতহুল কাদীর,* খ.১৩,পৃ.৪৩-৪৪)

(সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর আত্মীয়-স্বজনের অংশটি বাইতুল মালে জমা করতেন।"[১১৯]

সর্বজনীন করনীতি

অনেক বস্তু আছে যেগুলোকে প্রকৃতির অবদান মনে করা হয়। অর্থাৎ এ সব বস্তু প্রাকৃতিক নিয়মেই সৃষ্টি হয় এবং এতে মানুষের পরিশ্রমের কোনো প্রয়োজন পড়ে না। ইবনু খালদূন (রাহ.) এগুলোকে ' الفلاحة ' শব্দ দ্বারা ব্যাখ্যা করেছেন।[১২০] যেমন- ঘাস, বাঁশ, কাঠ, লবণ, পানি, জঙ্গলের জীব-জন্তু ও বন-বাদাড় প্রভৃতি। যদিও বর্তমান যুগের সভ্য রাষ্ট্রসমূহ এগুলোর ওপর কর ধার্য করে থাকে। কিন্তু ইসলাম এগুলোকে কর থেকে মুক্ত রেখেছে। মুসলিম ও অমুসলিম নির্বিশেষে প্রত্যেকেরই এগুলো থেকে লাভবান হওয়ার পূর্ণ স্বাধীনতা রয়েছে। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ও আবূ বাকর (রা.)-এর আমলে এসব জিনিস করমুক্ত ছিল।[১২১]

জায়গীর প্রদান

চাকরির মাইনের পরিবর্তে কিংবা কোনো কাজের পুরস্কার স্বরূপ রাষ্ট্র কর্তৃক প্রদত্ত ভূসম্পত্তির উপস্বত্ব ভোগের অধিকারকে জায়গীর বলা হয়। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর যুগে জায়গীর প্রদানের প্রচলন ছিল।

আবূ বাকর (রা.)ও এ ব্যবস্থা বহাল রাখেন। একবার রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইয়ামামার মুজ্জা'আহ ইবনু মারারাহ (রা.)-এর আবেদনের প্রেক্ষিতে একটি বিশেষ ফরমানের মাধ্যমে তাঁকে ইয়ামামার গাওরাহ, 'আওয়ানাহ ও খাবাল প্রভৃতি ভূমি দান করেন। ফরমানে তিনি এটাও লিখে দেন যে, فَمَنْ حَاجَّكَ فَإِلَيَّ . -"কেউ তোমার সাথে বিবাদ করলে আমার কাছে আসবে।" রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর ওফাতের পর মুজ্জা'আহ (রা.) আবূ বাকর (রা.)-এর খিদমাতে উপস্থিত হয়ে আরো একটি ভূমির জন্য আবেদন করেন। তখন আবূ বাকর (রা.) তাঁকে খাদরামাহ নামক একটি ভূমি প্রদান করেন।[১২২]

---

১১৯. হাসান আল-বাসরী ও কাতাদাহ (রা.) প্রমুখ থেকেও এ রূপ রিওয়ায়াত বর্ণিত রয়েছে। (ইবনু কুদামাহ, *আল-মুগনী*, খ.১৪, পৃ.২৭৫)

১২০. ইবনু খালদূন, *আল-মুকাদ্দামাহ*, পৃ. ৩২৯-৩৩২

১২১. আকবরাবাদী, *সিদ্দীকে আকবর রা.*, পৃ. ৩৪৮

১২২. ইবনু আবী 'আসিম, *আল-আহাদ ওয়াল মাছানী*, হা.নং:১৪৯৬; আবূ নু'আয়ম, *মা'আরিফাতুস সাহাবাহ*, হা.নং: ৫৭১৬; তাবারানী, *আল-মু'জামুল আওসাত*, হা.নং: ৭৩০১

ইতঃপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, আবূ বাকর (রা.) আকরা' ইবন হাবিস ও 'উয়াইনা ইবন হিস্‌ন আল-ফাযারী (রা.)-এর আবেদনের প্রেক্ষিতে তাদেরকে একটি জায়গীর প্রদান করেন এবং এর জন্য তাঁদের নামে একটি দলীল লিখে দেন। তাঁরা এ দলীল নিয়ে 'উমার (রা.)-এর নিকট যান এবং তাতে মোহর লাগিয়ে দেয়ার জন্য তাঁকে অনুরোধ করেন। কিন্তু 'উমার (রা.) তা করতে অস্বীকার করে বলেন, "অন্যান্য লোকদেরকে বাদ দিয়ে কি শুধু তোমাদেরকে এ সব ভূমি প্রদান করা হবে?" এটা শুনে তাঁরা সেখান থেকে সোজা আবূ বাকর (রা.)-কাছে আসেন এবং বলেন, 'খালীফা কি আপনি, না 'উমার ?' আবূ বাকর (রা.) বলেন, 'খালীফা 'উমার (রা.) হতেন যদি তিনি ইচ্ছে করতেন।'"[১২৩] অনুরূপ একটি ঘটনা তালহা ইবনু 'আবদুল্লাহ (রা.)-এর সাথেও সংঘটিত হয়।[১২৪]

উল্লেখ্য, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর যুগে এবং তাঁর ওফাতের পর খালীফাদের যুগেও যে ভূমি কাউকে জায়গীর প্রদান করা হতো, তা তার ব্যক্তিগত মালিকানাধীন হয়ে যেত না; বরং এর উদ্দেশ্য ছিল, এ জমি যে চাষাবাদ করবে, তা দ্বারা সে নিজে এবং তার পরিবার-পরিজন উপকৃত হবে, পাশাপাশি সর্বসাধারণ জনগণও উপকার পাবে। সুতরাং কোনো ব্যক্তি ঐ জমি অনাবাদ অবস্থায় ফেলে রাখলে তা তার কাছ থেকে ফেরত নিয়ে অন্য কাউকে দেয়া হতো। বর্ণিত রয়েছে, একবার রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মুযাইনাহ গোত্রের কয়েকজন লোককে একটি ভূমি দান করেন। কিন্তু তারা সেটা চাষাবাদের কষ্ট স্বীকার করেনি। ফলে অন্য লোকেরা তা চাষাবাদ করতে লাগে। এরপর মুযাইনাহ গোত্রের লোকেরা পুনরায় ঐ ভূমি তাদের অধিকারে নিয়ে যাবার চেষ্টা করে। ঘটনাটি 'উমার (রা.)-এর সামনে পেশ করা হয়। তিনি রায় দেন যে, যে ব্যক্তি তিন বছর পর্যন্ত কোনো জমি অনাবাদ রাখে, অতঃপর অন্য ব্যক্তি তা চাষাবাদ করে, এমতাবস্থায় দ্বিতীয় ব্যক্তিই ঐ জমির হকদার।[১২৫]

জায়গীর দানের ভিত্তিতে প্রদত্ত ভূমি যেহেতু কারো ব্যক্তিগত মালিকানাধীন সম্পদ নয়, তাই প্রত্যেক খালীফার আমলেই এর অধিকার নবায়ন করার প্রয়োজন ছিল। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তামীম ইবনু আউস আদ-দারী (রা.)কে শামের বাইতু আইনূন ও হাবরী নামক দুটি এলাকার জায়গীর প্রদান করেছিলেন এবং একটি দলীলের মাধ্যমে তা লিখে দিয়েছিলেন। যখন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মৃত্যুবরণ করেন, তখন আবূ বাকর (রা.)-এর খিলাফাত কালে তা নবায়ন করা হয় এবং তিনিও প্রায় একই রূপ একটি দলীল লিখে দেন।[১২৬]

---

১২৩. ইবনু হাজার, *আল-ইসাবাহ,* (বৈরূত : দারুল কুতুবিল 'ইলমিয়্যাহ), খ.৩/৫, পৃ. ৫৬

১২৪. আবূ 'উবাইদাহ, *কিতাবুল আমওয়াল,* পৃ.১৭৬

১২৫. আকবরাবাদী, *সিদ্দীকে আকবর রা.,* পৃ. ৩৪০

১২৬. ইবনু সা'দ, *আত-তাবাকাতুল কুবরা,* খ.১,পৃ.৩৪৪, খ.৭,পৃ.৪০৮; ইবনু 'আসাকির, *তারীখু দিমাশক,* খ.১১,পৃ.৬৩-৪; আবূ 'উবাইদাহ, *কিতাবুল আমওয়াল,* পৃ.২৭৫

মুদ্রা

আরবদেশে ইসলামের পূর্বে স্বর্ণ ও রৌপ্যের ইরানী ও রোমীয় মুদ্রা 'দীনার' ও 'দিরহাম' প্রচলিত ছিল। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ও আবূ বাকর (রা.)-এর খিলাফাত কালেও এ মুদ্রাগুলোই চালু ছিল। 'দীনার' ২০ কীরাত ওযনের স্বর্ণের তৈরি মুদ্রা বিশেষ। বর্তমানে তা ৪.২৫ গ্রামের সমান। আর দিরহাম রৌপ্যের তৈরি মুদ্রা বিশেষ। বর্তমানে তা প্রায় ৩ গ্রামের সমান।

খাইবার ও ফাদাকের ব্যাপারে আবূ বাকর (রা.)-এর ভূমিকা : পর্যালোচনা

খাইবার ও ফাদাকের প্রসঙ্গটি ছিল আবূ বাকর (রা.)-এর খিলাফাত কালের একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। এটি দীর্ঘ দিন পর্যন্ত মুসলিমদের আলোচনার বিষয়ে পরিণত হয়েছিল। তদুপরি এ ব্যাপারে ফাতিমা ও 'আলী (রা.)-এর অসন্তুষ্টি এবং 'আলী ও 'আব্বাস (রা.)-এর মধ্যে পারস্পরিক মনোমালিন্য ঘটনার গুরুত্বকে আরো বাড়িয়ে দিয়েছে। নিম্নে আমরা এ ব্যাপারে আবূ বাকর (রা.)-এর গৃহীত পদক্ষেপ ও তার যথার্থতা তুলে ধরতে প্রয়াস পাবো।

প্রকৃত ঘটনা

খাইবার বিজয়ের পর রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সেখানকার জমিগুলোকে মোট ছত্রিশ ভাগে বিভক্ত করেন। তন্মধ্যে আঠারো ভাগ ছিল হুদাইবিয়ায় অংশগ্রহণকারী মুসলিমদের। তা থেকে সাধারণ মুসলিমদের মতো রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)ও একটি অংশ পান। অবশিষ্ট আঠারো ভাগ রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মুসলিমদের জাতীয় প্রয়োজন এবং আকস্মিক কোনো সমস্যা মুকাবিলার জন্য পৃথক করে রেখেছিলেন।[১২৭] অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) খাইবারবাসীদের আবেদনের প্রেক্ষিতে এ জমিগুলোকে তাদের নিকট এ শর্তে বর্গা দিয়েছিলেন যে, এ জমিগুলোতে উৎপন্ন ফসলের অর্ধেক মুসলিমগণ পাবেন। তবে যতদিন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) চাইবেন, ততদিন তিনি খাইবারবাসীদের এ সুযোগ দেবেন, আর যখন চাইবেন এই সুযোগ প্রত্যাহার করবেন।[১২৮]

খাইবার মুসলিমদের অধিকারে আসার পর ফাদাকের অধিবাসীদের মধ্যে ভীতির সঞ্চার হয়। তারা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট খাইবারের মতো উৎপন্ন ফসলের অর্ধেক প্রদানের শর্তে সন্ধির প্রস্তাব করে। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু

---

১২৭. ইবনুল কাইয়িম, *যাদুল মা'আদ*, খ.৩,পৃ.২৯১
১২৮. মুবারাকপূরী, *আর-রাহীকুল মাখতূম*, পৃ.৩৭৪

'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাদের সে প্রস্তাব গ্রহণ করেন। অতএব, ফাদাকের জমি যেহেতু কোনো রূপ যুদ্ধবিগ্রহ ছাড়াই লব্ধ হয়েছে, তাই তা বিশেষভাবে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর জন্য নির্ধারিত থাকে।[১২৯]

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর ওফাতের পর ফাতিমাতুয যাহরা (রা.) আবূ বাকর (রা.)-এর খিদমাতে উপস্থিত হয়ে খাইবার ও ফাদাকের ভূমির যে অংশ রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর ছিল, তা ওয়ারিস সূত্রে পাওয়ার জন্য আরয করেন। এ সময় আবূ বাকর (রা.) তাঁদের বলেন,

سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا نُورَثُ مَا تَرَكْنَا فَهُوَ صَدَقَةٌ إِنَّمَا يَأْكُلُ آلُ مُحَمَّدٍ مِنْ هَذَا الْمَالِ يَعْنِي مَالَ اللهِ، لَيْسَ لَهُمْ أَنْ يَزِيدُوا عَلَى الْمَأْكَلِ، وَإِنِّي وَاللهِ لَا أُغَيِّرُ شَيْئًا مِنْ صَدَقَاتِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهَا فِي عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلَأَعْمَلَنَّ فِيهَا بِمَا عَمِلَ فِيهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

-"আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)কে এ কথা বলতে শুনেছি যে, 'আমাদের পরিত্যক্ত সম্পদের মধ্যে উত্তরাধিকারী স্বত্ব জারি হবে না। আমরা যা কিছু ছেড়ে যাই তা সাদাকাহরূপে পরিগণিত হবে।' তবে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর পরিবারবর্গ তা থেকে অবশ্যই জীবিকা অর্জন করবেন। কিন্তু প্রয়োজনের বাইরে তাঁরা কিছু পাবেন না। আল্লাহর কাসাম! রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সাদাকাতের বেলায় তাঁর অনুসৃত রীতির বাইরে আমি কিছুমাত্রও পরিবর্তন সাধন করতে পারি না। বরং এ ক্ষেত্রে তিনি যা করতেন, তা-ই আমি কার্যকর করবোই।"

এ কথা শুনে ফাতিমা (রা.) ভারাক্রান্ত মনে সেখান থেকে চলে যান।[১৩০]

প্রকৃত ঘটনা এতোটুকুই। কিন্তু এ প্রসঙ্গে বিভিন্ন গ্রন্থে আরো যে কয়েকটি রিওয়ায়াত বর্ণিত রয়েছে তা থেকে যে কোনো সুবিবেচক লোক এ কথা উপলব্ধি করতে পারবেন যে, উক্ত ঘটনা বর্ণনা করার ক্ষেত্রে অনেকের আবেগ-অনুভূতি এর সাথে জড়িত হয়েছে। আমরা ৪র্থ অধ্যায়ে 'আলী (রা.)-এর বাই'আত প্রসঙ্গে এ ব্যাপারে বিশদ আলোচনা করেছি। এখানে আমরা এতোটুকুই আলোচনা করতে চাই যে, এ ব্যাপারে আবূ বাকর (রা.)-এর সিদ্ধান্ত যথার্থ ও সঠিক ছিল।

---

১২৯. ইবনু হিশাম, *আস-সীরাতুন নাবাবিয়্যাহ*, খ.২,পৃ.৩৫৩

১৩০. বুখারী, *আস-সাহীহ*, (কিতাবুল মানাকিব), হা.নং: ৩৪৩৫, (কিতাবুল মাগাযী), হা.নং: ৩৯১৩, (কিতাবুল ফারা'য়িদ), হা.নং: ৬২৩০

আবূ বাকর (রা.)-এর সিদ্ধান্ত গ্রহণ: কারণ ও যথার্থতা

এটা অনস্বীকার্য যে, খাইবার ও ফাদাকে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর যে অংশ ছিল, তা তাঁর জন্য সুনির্ধারিত ছিল। আবূ বাকর (রা.) নিজেও এ কথা স্বীকার করেছেন যে, فَكَانَتْ هَذِهِ خَالِصَةً لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.-"এগুলো রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর জন্য সুনির্ধারিত ছিল।"[১৩১] বলাই বাহুল্য যে, একজন নাবী, একজন বাদশাহ ও রাষ্ট্রপ্রধানের জন্য দুটি উপায়ে কোনো সম্পদ নির্ধারিত হতে পারে। প্রথমত, ঐ সম্পদটি তাঁর মালিকানাধীন হবে। দ্বিতীয়ত, তা তাঁর খরচাদি নির্বাহ করার জন্য নির্ধারিত হবে। প্রথম অবস্থায় তা তাঁর ওফাতের পর তাঁর উত্তরাধিকারীদের মধ্যে বন্টন করা হবে। কিন্তু দ্বিতীয় অবস্থায় যেহেতু এটা তাঁর ব্যক্তিগত সম্পদ নয়, তাই তা তাঁর উত্তরাধিকারীদের মধ্যে বন্টন করা হবে না; বরং তাঁর পর যিনিই রাষ্ট্র প্রধান হবেন তিনিই এর উত্তরাধিকারী হবেন। আবূ বাকর (রা) ও 'উমার (রা.) দু'জনেই খাইবার ও ফাদাক রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর জন্য নির্ধারিত মনে করতেন; তবে এমনভাবে নয় যে, তাতে উত্তরাধিকারী নীতি চলবে; বরং এমনভাবে যে, তা বাধ্যতামূলকভাবে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর খালীফার নিকট হস্তান্তরিত হবে।[১৩২] আবূত তুফাইল (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর ওফাতের পর ফাতিমা (রা.) আবূ বাকর (রা.)-এর নিকট লোক পাঠিয়ে জানতে চাইলেন যে, أَنْتَ وَرِثْتَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمْ أَهْلُهُ. -"রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর উত্তরাধিকারী আপনি, না তাঁর পরিবার-পরিজন? আবূ বাকর (রা.) উত্তর দিলেন, لَا بَلْ أَهْلُهُ. -"না, আমি নই; বরং তাঁর পরিবার-পরিজন।" তখন ফাতিমা (রা.) বললেন, فَأَيْنَ سَهْمُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟-"তা হলে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর অংশ কোথায়?" আবূ বাকর (রা.) বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)কে বলতে শুনেছি যে,

> إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ إِذَا أَطْعَمَ نَبِيًّا طُعْمَةً ثُمَّ قَبَضَهُ جَعَلَهُ لِلَّذِي يَقُومُ مِنْ بَعْدِهِ، فَرَأَيْتُ أَنْ أَرُدَّهُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ.
>
> -"যখন আল্লাহ তা'আলা কোনো নাবীকে কোনো আহার্য বস্তু দান করেন, এরপর যখন তাঁকে দুনিয়া থেকে তুলে নেন, তখন নাবীর ঐ অংশ তিনি তাঁর স্থলাভিষিক্তি ব্যক্তিকে দান করেন। অতএব, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর অংশ সর্বসাধারণ মুসলিমদের নিকট ফিরিয়ে দেয়াকে আমি যথার্থ মনে করি।"

---

১৩১. বুখারী, *আস-সাহীহ,* (কিতাবুল মাগাযী), হা.নং: ৩৭২৯, (কিতাবুল ফারা'য়িদ), হা.নং: ৬২৩১
১৩২. আকবরাবাদী, *সিদ্দীকে আকবর রা.,* পৃ.৩৮৫

এরপর ফাতিমা (রা.) বললেন, فَأَنْتَ وَمَا سَمِعْتَ مِنْ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْلَمُ.-"তা হলে আপনি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট থেকে যা শুনেছেন সে ব্যাপারে আপনিই সম্যক অবগত।"[১৩৩]

তা ছাড়া 'উরওয়া ইবনু যুবাইর (রা.) থেকে বর্ণিত রয়েছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর ওফাতের পর 'উম্মুল মু'মিনীনগণ 'আয়িশা (রা.)-এর নিকট এসে খাইবার ও ফাদাকের অংশ দাবি করেন। 'আয়িশা (রা.) তখন বলেন,

> أَلاَ تَتَّقِيْنَ اللهَ، أَلَمْ تَسْمَعْنَ رَسُوْلَ اللهِ –صلى الله عليه وسلم– يَقُوْلُ : لاَ نُوْرَثُ، مَا تَرَكْنَا فَهُوَ صَدَقَةٌ، إِنَّمَا هَذَا الْمَالُ لآلِ مُحَمَّدٍ لِنَائِبَتِهِمْ وَلِضَيْفِهِمْ، فَإِذَا مُتُّ فَهُوَ إِلَى وَلِيِّ الأَمْرِ مِنْ بَعْدِي.
>
> -"তোমাদের মধ্যে কি আল্লাহর ভয় নেই? তোমরা কী রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট শুননি যে, তিনি বলেছেন, আমাদের কোনো উত্তরাধিকারী নেই। আমরা (নাবীরা) যা কিছু ছেড়ে যাবো, তা সাদাকাহরূপে বিবেচিত হবে। এ সম্পদ অবশ্যই মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর পরিবার-পরিজনের প্রয়োজন ও অতিথিদের জন্য। তবে যখন আমি মৃত্যু বরণ করবো, তখন আমার এ অংশ আমার পরবর্তী খালীফাই পাবে।"

'আয়িশা (রা.)-এর এ কথা শুনার পর উম্মুল মু'মিনীনগণ তাঁদের দাবি প্রত্যাহার করেন।[১৩৪]

আবূ বাকর (রা.)-এর পর বিষয়টি যখন 'উমার (রা.)-এর নিকট উত্থাপিত হয়, তখন তিনি বলেন,

> هُمَا صَدَقَةُ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، كَانَتَا لِحُقُوقِهِ الَّتِي تَعْرُوهُ وَنَوَائِبِهِ، وَأَمْرُهُمَا إِلَى مَنْ وَلِيَ الْأَمْرَ قَالَ : فَهُمَا عَلَى ذَلِكَ الْيَوْمَ.
>
> -"খাইবার ও ফাদাকের অংশগুলো রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর পক্ষ থেকে সাদাকাহ স্বরূপ। বস্তুত এগুলো ছিল তাঁর বিভিন্ন হক ও প্রয়োজন পূরণের জন্য। এখন এগুলোর ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব তাঁর খালীফার প্রতি সমর্পিত হবে। এ দুটি বিষয় এখনো এ অবস্থায় থাকবে।"[১৩৫]

---

১৩৩. আহমাদ, *আল-মুসনাদ*, (মুসনাদু আবী বাকর রা.), হা.নং: ১৪

১৩৪. বাইহাকী, *আস-সুনানুল কুবরা*, খ.৬,পৃ.৩০২; বালাযুরী, *ফুতূহুল বুলদান*, খ.১, পৃ.৩৪

১৩৫. বুখারী, *আস-সাহীহ*, (কিতাবু ফারদিল খুমুস), হা.নং:২৮৬২; মুসলিম, *আস-সাহীহ*, (কিতাবুল জিহাদ..), হা.নং:৩৩০৫; আহমাদ, *আল-মুসনাদ*, (মুসনাদু আবী বাকর রা.), হা.নং: ২৫

অতএব, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর এ অংশগুলোর ক্ষেত্রে রাষ্ট্রপ্রধান ও খালীফা হিসেবে আবূ বাকর (রা.)-এর এ অধিকার ছিল যে, তিনি এগুলোর আমদানী নিজের ও নিজের পরিবার-পরিজনের জন্য ব্যয় করবেন। কিন্তু রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর প্রতি তাঁর সম্মান ও শ্রদ্ধা প্রদর্শন এবং রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর পরিবার-পরিজনের সাথে তাঁর যে মাহাব্বাত ও সুসম্পর্ক ছিল সে প্রেক্ষিতে তিনি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সময়ে অনুসৃত খাইবার ও ফাদাকের ব্যয়খাত অব্যাহত রাখেন। এর কোনো অংশই নিজের বা নিজের পরিবার-পরিজনের জন্য ব্যয় করা সমীচীন মনে করেননি। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর যুগে খাইবার ও ফাদাকের আমদানী থেকে তাঁর পরিবারবর্গের সারা বছরের ব্যয় মেটানো হতো। তা ছাড়া সর্বসাধারণ মুসলিমদের প্রয়োজনেও তা ব্যয় করা হতো।[১৩৬] মালিক ইবনু আওস (রা.) বলেন, ফাদাকের পুরো আমদানীই তিনি মুসাফিরদের জন্য খরচ করতেন। আর খাইবারের আমদানীগুলোকে তিন ভাগে বিভক্ত করে দু ভাগ সর্বসাধারাণ মুসলিমদের প্রয়োজনে খরচ করতেন। অবশিষ্ট এক ভাগ দ্বারা নিজের পরিবার-পরিজনের খরচ মেটাতেন এবং যা উদ্বৃত্ত থাকতো তা তিনি দরিদ্র মুহাজিরগণকে দিয়ে দিতেন।[১৩৭] আবূ বাকর (রা.) এ নীতি অব্যাহত রাখেন। তিনি আরো বলেন,

إِنَّ النَّبِيَّ لَا يُورَثُ، وَلَكِنِّي أَعُولُ مَنْ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُولُه، وَأُنْفِقُ عَلَى مَنْ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُنْفِقُ عَلَيْهِ.

-"আমি শুনেছি যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, নাবীগণের সম্পত্তিতে কোনো উত্তরাধিকারী স্বত্ব চলে না। এতদসত্ত্বেও আমি তাঁদের ভরণপোষণের ব্যবস্থা করবো, যাঁদের ভরণপোষণের ব্যবস্থা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) করতেন এবং তাঁদের জন্য ব্যয় করবো, যাঁদের জন্য রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ব্যয় করতেন।"[১৩৮]

দায়িত্ব ও মাহাব্বাতের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধানের এর চাইতে উৎকৃষ্ট উদাহরণ আর কি হতে পারে?

উল্লেখ্য যে, খাইবার ও ফাদাকের সাথে সংশ্লিষ্ট ঘটনাটি এমন একটি ব্যাপার ছিল যে, এর সাথে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর মহান মর্যাদা ও

---

১৩৬. বুখারী, *আস-সাহীহ,* (কিতাবুল ফারা'য়িদ), হা.নং: ৬২৩১
১৩৭. আবূ দাউদ, *আস-সুনান,* (কিতাবুল খারাজ..), হা.নং: ২৫৭৭
১৩৮. তিরমিযী, *আস-সুনান,* (কিতাবুস সিয়ার), হা.নং: ১৫৩৩; আহমাদ, *আল-মুসনাদ,* (মুসনাদু আবী বাকর রা.), হা.নং: ২৫

তাঁর প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নের দিকটিও জড়িত ছিল। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নীতি এই ছিল যে, যা কিছু তাঁর নিকট ছিল তা তিনি কখনো নিজের এবং নিজের ঔরসজাত সন্তানদের জন্য নির্দিষ্ট করে যাননি; বরং এর ওপর সকল মুসলিমের অধিকার প্রতিষ্ঠা করেছেন। তিনি বলেছেন,

أَنَا أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ؛ فَمَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ وَلَمْ يَتْرُكْ وَفَاءً فَعَلَيْنَا قَضَاؤُهُ، وَمَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِوَرَثَتِهِ.

-"আমি মু'মিনদের অভিভাবক। আমার ওপর তাদের এতটুকু অধিকার রয়েছে যে, যা তাদের নিজেদের ওপরও নেই। অতএব যদি কেউ ঋণ রেখে মারা যায় এবং তা পরিশোধ করার মতো প্রয়োজনীয় অর্থ না রেখে যায়, তা হলে ঐ ঋণ পরিশোধ করে দেয়ার দায়িত্ব আমার ওপর রয়েছে। আর যদি কেউ কোনো সম্পদ রেখে মারা যায়, তবে তা তার উত্তরাধিকারীরাই পাবে।"[১৩৯]

এ কারণেই 'উমার ইবনু 'আবদিল 'আযীয (রা.) খালীফা হবার পর একবার ফাদাক সম্পর্কে কিছু লোককে উদ্দেশ্য করে বললেন, ফাদাক রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর একান্তই অধিকারভুক্ত ছিল। তিনি তা থেকে ব্যয় করতেন, বানূ হাশিমের ছোটদের পরিচর্যা করতেন এবং তাদের অবিবাহিত মেয়েদেরকে বিয়ে দিতেন।[১৪০] ফাতিমা (রা.) একবার রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট আরয করলেন, আপনি ফাদাক ওদের নামে হিবাহ করে দিন। তখন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তা অস্বীকার করেন।[১৪১]

অতএব লক্ষ্যণীয় ব্যাপার হলো যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর কর্মনীতি ছিল এই যে, তিনি যাকাত ও সাদাকাহ-খায়রাতকে নিজের বংশধরদের জন্য অবৈধ মনে করতেন। তা হলে তাঁর ব্যাপারে এটা কি করে সম্ভব যে, এ পৃথিবী থেকে বিদায় গ্রহণের সাথে সাথে তাঁর পরিত্যক্ত সম্পদ বংশের কতিপয় লোকদের মধ্যে বন্টন করে সাধারণ মুসলিমদেরকে তা থেকে বঞ্চিত রাখা হবে। তদুপরি এ অবস্থায় কারো কারো মনে এ ধরনের ধারণা সৃষ্টি হওয়াও বিচিত্র কিছু ছিল না যে, তিনি তাঁর সন্তান-সন্ততি ও আত্মীয়-স্বজনকেই অর্থসম্পদ দিয়ে প্রতিষ্ঠিত করে গেছেন। না'উযু বিল্লাহ! অতএব, "আমাদের পরিত্যক্ত সম্পদ সাদাকাহ স্বরূপ অর্থাৎ সর্বসাধারণের কল্যাণে ব্যয়িত হবে" -রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর এ সুমহান নীতিকে আবূ বাকর (রা.) যথাযথভাবে বাস্তবায়িত করেছেন এবং তা-ই যথার্থ ও সঠিক

---

১৩৯. বুখারী, *আস-সাহীহ,* (কিতাবুল ফারা'য়িদ), হা.নং:৬২৩৪; মুসলিম, *আস-সাহীহ,* (কিতাবুল ফারা'য়িদ), হা.নং:৩০৪০

১৪০. আবূ দাউদ, *আস-সুনান,* (কিতাবুল খারাজ), হা.নং: ২৫৮০

১৪১. আকবরাবাদী, *সিদ্দীকে আকবর রা.,* পৃ.৩৯০

ছিল। আহলে বাইতের মধ্যেও অনেকেই আবূ বাকর (রা.)-এর এ সিদ্ধান্তকে যথার্থ বলে মেনে নিয়েছেন। যেমন ইতঃপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে, যায়িদ ইবনু 'আলী (রা.) বলেন,

أَمَا أَنَا فَلَوْ كُنْتُ مَكَانَ أَبِي بَكْرٍ لَحَكَمْتُ بِمَا حَكَمَ بِهِ أَبُو بَكْرٍ فِي فَدَكَ.

-"আমি যদি আবূ বাকর (রা.)-এর জায়গায় হতাম, তবে আমি অবশ্যই ফাদাকের ক্ষেত্রে তা-ই ফায়সালা করতাম, যা আবূ বাকর (রা.) করেছিলেন।"[১৪২]

---

১৪২. বাইহাকী, *দালা'য়িলুন নুবুওয়াত,* (আবওয়াবু মারদি রাসূলিল্লাহ সা.), হা.নং: ৩২৭৮; ইবনু কাছীর, *আল-বিদায়াতুন ওয়ান নিহায়াতু,* খ.৫,পৃ.৩১০

অধ্যায়-৭

আবূ বাকর (রা.)-এর গুরুত্বপূর্ণ কার্যাবলি ও অবদান

পবিত্র কুর'আন সংকলন

আবূ বাকর (রা.)-এর খিলাফাত কালের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কাজ হলো পবিত্র কুর'আন গ্রন্থাবদ্ধ করা। বলাই বাহুল্য যে, পবিত্র কুর'আন নাযিলের সাথে সাথে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) প্রথমে তা নিজে বক্ষে ধারণ করতেন এবং সাহাবীগণকে তিলাওয়াত করে শুনাতেন। অতঃপর তা লিপিবদ্ধ করার ব্যবস্থা নিতেন। আরবে তখনও কাগজ তৈরির ব্যবস্থা ছিল না। তাই তখন খেজুরের ডালের গোড়ার দিকের অংশ, পাতলা ধরনের পাথর, হাড় ও চামড়ার টুকরো প্রভৃতি বস্তুতে তা লিখে রাখা হতো। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এ কাজের জন্য বিশিষ্ট সাহাবীগণের একটি দল মনোনীত করেন। তাঁদেরকে 'কাতিবীনে ওহী' (ওহী লেখকবৃন্দ) বলা হতো। এঁরা সংখ্যায় প্রায় চল্লিশজন ছিলেন। তাঁদের মধ্যে প্রসিদ্ধ হচ্ছেন যায়িদ ইবনু ছাবিত (মৃ.৪৫হি.), উবাই ইবনু কা'ব (মৃ.১৯হি.), মু'আয ইবনু জাবাল (মৃ.১৮হি.), মু'আবিয়াহ ইবনু আবী সুফইয়ান ও খুলাফা রাশিদূন (রা.)। তা ছাড়া অনেক সাহাবী ব্যক্তিগত উদ্যোগেও পূর্ণ কুর'আন, আবার কেউ কেউ বিশেষ বিশেষ অংশ লিখে রাখতেন।

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর ওফাতের পর আবূ বাকর (রা.) কয়েকটি কঠিন সমস্যার সম্মুখীন হন। এগুলোর মধ্যে প্রধান ছিল মুরতাদদের সমস্যা। এ সময় আরব দেশে বেশ কিছু লোক মুরতাদ্দ হয়ে যায়। তাদের দমন করার জন্য সাহাবা কিরাম (রা.)কে কয়েকটি যুদ্ধে লিপ্ত হতে হয়। এগুলোর মধ্যে অন্যতম ছিল ইয়ামামার যুদ্ধ। হিজরী দ্বাদশ সনে ইয়ামামার প্রান্তরে এ যুদ্ধ সংঘটিত হয়। তাতে বহু সাহাবী শাহাদাত বরণ করেন। আর তাঁদের মধ্যে সত্তর জনের অধিক ছিলেন কুর'আনের হাফিয। কারো কারো মতে, এ যুদ্ধে শাহীদ হাফিযগণের সংখ্যা ছিল পাঁচশত।

এ ঘটনায় 'উমার (রা.) অত্যন্ত বিচলিত হয়ে পড়েন। তিনি ভাবলেন, কুর'আন সংরক্ষণের একটি মাত্র মাধ্যমের ওপর নির্ভরশীল হয়ে থাকা মোটেই সমীচীন হবে না। কেবল বক্ষের মধ্যে কুর'আন মুদ্রিত থাকবে, তা যথেষ্ট হবে না; বরং কাগজের পাতায়ও কুর'আন সংরক্ষণের সুব্যবস্থা করতে হবে। তিনি খালীফা আবূ বাকর (রা.)-এর নিকট

বিষয়টি স্পষ্টভাবে প্রকাশ করেন। কিছুটা চিন্তাভাবনা করার পর তিনিও তাঁর সাথে একমত হন। এ প্রসঙ্গে যায়িদ ইবনু ছাবিত (রা.) বলেন,

যখন ইয়ামামার যুদ্ধে অনেক লোক নিহত হলেন, সে সময় আবূ বাকর (রা.) আমাকে ডেকে পাঠালেন। তখন 'উমার (রা.) তাঁর নিকট ছিলেন। আবূ বাকর (রা.) বললেন, 'উমার (রা.) আমার কাছে এসে বললেন যে,

إِنَّ الْقَتْلَ قَدْ اسْتَحَرَّ يَوْمَ الْيَمَامَةِ بِقُرَّاءِ الْقُرْآنِ، وَإِنِّي أَخْشَى أَنْ يَسْتَحِرَّ الْقَتْلُ بِالْقُرَّاءِ بِالْمَوَاطِنِ، فَيَذْهَبَ كَثِيرٌ مِنْ الْقُرْآنِ، وَإِنِّي أَرَى أَنْ تَأْمُرَ بِجَمْعِ الْقُرْآنِ.

"ইয়ামামার যুদ্ধে শাহাদাতপ্রাপ্তদের মধ্যে কারীগণের সংখ্যা অনেক। আমি আশঙ্কা করছি যে,ভবিষ্যতে যুদ্ধ বিগ্রহে আরও হাফিযে কুর'আন শাহাদাত বরণ করতে পারেন। আর তা হলে এভাবে কুর'আনের বহু অংশ হারিয়ে যাবে। অতএব আমি আপনাকে পরামর্শ দিচ্ছি, আপনি কুর'আন গ্রন্থাবদ্ধ করার নির্দেশ দিন।"

এর উত্তরে আমি 'উমার (রা.)কে বললাম, كَيْفَ نَفْعَلُ شَيْئًا لَمْ يَفْعَلْهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. -"যে কাজ রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) করে যাননি, সে কাজ আমি কিভাবে করবো?" 'উমার (রা.) উত্তর দিলেন, هَذَا وَاللهِ خَيْرٌ. -"আল্লাহর কাসাম, এটা হচ্ছে উত্তম কাজ।" 'উমার (রা.) এ ব্যাপারে আমাকে পীড়াপীড়ি করতে থাকলেন। অবশেষে আল্লাহ তা'আলা এ কাজের জন্য আমার অন্তর খুলে দিলেন। আর 'উমার (রা.)-এর মতো আমিও এর কল্যাণকর দিক উপলব্ধি করতে সক্ষম হলাম। এরপর আবূ বাকর (রা.) আমাকে বললেন,

إِنَّكَ رَجُلٌ شَابٌّ عَاقِلٌ، لَا نَتَّهِمُكَ، وَقَدْ كُنْتَ تَكْتُبُ الْوَحْيَ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؛ فَتَتَبَّعْ الْقُرْآنَ فَاجْمَعْهُ، فَوَاللهِ لَوْ كَلَّفُونِي نَقْلَ جَبَلٍ مِنْ الْجِبَالِ مَا كَانَ أَثْقَلَ عَلَيَّ مِمَّا أَمَرَنِي بِهِ مِنْ جَمْعِ الْقُرْآنِ.

-"তুমি একজন বুদ্ধিমান যুবক। তোমার সম্পর্কে আমার কোনো সংশয় নেই। তা ছাড়া তুমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর ওহী লেখক ছিলে। সুতরাং তুমি কুর'আন তালাশ কর এবং এর সবগুলো একত্রে গ্রন্থাকারে সন্নিবেশ কর। আল্লাহর কাসাম, যদি তাঁরা আমাকে একটি পাহাড় এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় সরিয়ে ফেলার নির্দেশ দিতেন, তাও আমার কাছে কুর'আন গ্রন্থাবদ্ধকরণের নির্দেশের চেয়ে কঠিন মনে হতো না।"

এরপর আমি আবূ বাকর (রা.)কে বললাম, كَيْفَ تَفْعَلُونَ شَيْئًا لَمْ يَفْعَلْهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. -"যে কাজ রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) করে যাননি, সে কাজ আপনারা কিভাবে করবেন?" আবূ বাকর (রা.) উত্তর দিলেন, - هَذَا وَاللهِ خَيْرٌ - "আল্লাহর কাসাম, এটা হচ্ছে উত্তম কাজ।" আবূ বাকর (রা.) এ ব্যাপারে আমাকে পীড়াপীড়ি করতে থাকলেন। অবশেষে আল্লাহ তা'আলা এ কাজের জন্য আবূ বাকর (রা.) ও 'উমার (রা.)-এর অন্তরের মতো আমার অন্তরও খুলে দিলেন। অতঃপর আমি কুর'আনের লিখিত অংশসমূহ সংগ্রহের কাজে আত্মনিয়োগ করলাম, যা খেজুর ডাল, পাতলা প্রস্তর খণ্ড, পশুচর্ম ও হাড় প্রভৃতিতে লিখিত ছিল অথবা বিভিন্ন লোকের মুখস্থ ছিল। এমনকি আমি সূরা আত্ তাওবার শেষাংশ ﴿لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ ...الخ﴾ আবূ খুযাইমাহ আল-আনসারী (রা.)-এর নিকট থেকে সংগ্রহ করলাম। আমি এ অংশ তিনি ব্যতীত আর কারো কাছে পাইনি। গ্রন্থাবদ্ধ এ কুর'আন আবূ বাকর (রা.)-এর নিকট সুরক্ষিত ছিল।[১]

এখানে কেউ এ প্রশ্ন উত্থাপন করতে পারে যে, কুর'আন গ্রন্থাবদ্ধকরণ একটি অতীব উপকারী ও সময়োপযোগী কাজ ছিল, এতদসত্ত্বেও আবূ বাকর (রা.) শুরুতে তা করতে দ্বিধাগ্রস্ত হলেন- এর কারণ কি? এর জবাব হলো-

ক. আবূ বাকর (রা.) আশঙ্কা করেছিলেন যে, কুর'আন মাজীদ গ্রন্থাবদ্ধ করা হলে মুসলিমগণ তা মুখস্থ করার ক্ষেত্রে অলসতা করবে এবং অতি অল্প সংখ্যক লোকই তা হিফ্য করবে। তারা কুর'আন লিখিত আকারে পাবে এবং দেখে দেখেই তিলাওয়াত করবে। আর এভাবে হিফযের গুরুত্ব কমে যাবে।

খ. আবূ বাকর (রা.) ছিলেন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর পূর্ণ অনুসারী। তাঁর ধারণা ছিল, এটি দীনের মধ্যে একটি নতুন উদ্ভাবন। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এ কাজ পছন্দ করবেন না। এ কারণেই তিনি 'উমার (রা.)কে বলেছিলেন, كَيْفَ نَفْعَلُ شَيْئًا لَمْ يَفْعَلْهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. - "আমরা এমন একটি কাজ কিভাবে করবো, যা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) করেননি।"

অবশেষে তিনি গভীরভাবে চিন্তা করার পর এটাকে একটি অত্যন্ত প্রয়োজনীয় মহৎ কাজ রূপে দেখতে পান। তিনি আরো উপলব্ধি করেন যে, এটি পবিত্র কুর'আনকে পরিবর্তন-পরিবর্ধন ও ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষার একটি উৎকৃষ্ট উপায়। তাই তিনি পরবর্তী পর্যায়ে এ কাজে ব্রতী হন।[২]

---

১. বুখারী, *আস-সাহীহ,* (কিতাবু ফাদা'য়িলিল কুর'আন), হা.নং:৪৬০৩
২. সাবূনী, *আত-তিবয়ান ফী 'উলূমিল কুর'আন,* পৃ.৫৫

কুর'আন গ্রন্থাবদ্ধকরণ সংক্রান্ত বিভিন্ন বর্ণনা

সর্বপ্রথম কুর'আন কে গ্রন্থাবদ্ধ করেন এ সম্পর্কে বিভিন্ন রিওয়ায়াত পাওয়া যায়। যেমন :

ক. হাসান আল-বাসরী (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, 'উমার (রা.)ই সর্বপ্রথম কুর'আন গ্রন্থাবদ্ধ করেন।[৩] তবে এ রিওয়ায়াতটি সঠিক নয়। এর সানাদের ধারাবাহিকতা সুরক্ষিত নেই, মুনকাতি' (বিচ্ছিন্ন)। তবে এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, 'উমার (রা.)ই সর্বপ্রথম কুর'আন সংকলন ও গ্রন্থাবদ্ধ করার ব্যাপারে মত প্রদান করেন। কিন্তু তা কার্যকর করেন আবূ বাকর (রা.)। হয়তো বর্ণনাকারী 'উমার (রা.)-এর কুর'আন একত্রিত করার প্রস্তাবকেই কুর'আন একত্রিত করা মনে করেছেন।[৪]

খ. ইবনু বুরাইদাহ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবূ হুযাইফা (রা.)-এর আযাদকৃত গোলাম কুর'আনের প্রসিদ্ধ হাফিয সালিম ইবনু মা'কিল(রা.)ই সর্বপ্রথম কুর'আন গ্রন্থাবদ্ধ করেন। তবে এ রিওয়ায়াতটিও নির্ভরযোগ্য নয়। এ রিওয়ায়াতের সানাদের ধারাবাহিকতা সুরক্ষিত নেই। সুয়ূতী (রাহ.) বলেন, এটা হতে পারে যে, আবূ বাকর (রা.)-এর নির্দেশে কুর'আন গ্রন্থাবদ্ধকারীগণের মধ্যে সালিম (রা.)ও একজন ছিলেন।[৫] তবে সুয়ূতী (রা.)-এর এ ব্যাখ্যা এ কারণে গ্রহণযোগ্য নয় যে, আবূ বাকর (রা.) কর্তৃক কুর'আন গ্রন্থাবদ্ধকরণের নির্দেশ দেয়ার আগেই অন্যান্য হাফিযে কুর'আনের সাথে সালিম (রা.)ও ইয়ামামার যুদ্ধে শাহাদাত বরণ করেন।[৬] আমার মনে হয় যে, রিওয়ায়াতটি যদি বিশুদ্ধ হয়, তা হলে হয়তো সালিম (রা.) ব্যক্তিগত পর্যায়ে আবূ বাকর (রা.)-এর পূর্বেই কুর'আনের একটি মুসহাফ তৈরি করেছিলেন।

গ. মুহাম্মাদ ইবনু সীরীন (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, 'আলী (রা.)ই সর্বপ্রথম কুর'আন গ্রন্থাবদ্ধ করেন। তবে এ রিওয়ায়াতটিও গ্রহণযোগ্য নয়। এ রিওয়ায়াতের সানাদের ধারাবাহিকতা সুরক্ষিত নেই। তা ছাড়া 'আলী (রা.) নিজেই বলেছেন যে,

أَعْظَمُ النَّاسِ أَجْرًا فِي الْمَصَاحِفِ أَبُو بَكْرٍ، رَحْمَةُ اللهِ عَلَى أَبِي بَكْرٍ ، كَانَ أَوَّلَ مَنْ جَمَعَ بَيْنَ اللَّوْحَيْنِ..

---

৩. ইবনু আবী দাউদ, *আল-মুসাহিফ,* বাব : জাম'উ 'উমার রা. আল-কুর'আনা ফিল মুসহাফ, রিওয়ায়ত নং: ২৬-৩০

৪. সুয়ূতী, *আল-ইতকান,* খ.১,পৃ.১৬২

৫. *তদেক*

৬. ইবনু 'আবদিল বারর, *আল-ইস্তি'আব,* খ.১,পৃ.১৭০

> "মুসাহিফ (কুরআন) গ্রন্থাবদ্ধ করার কাজে সর্বাপেক্ষা অধিক পুরস্কার লাভের অধিকারী হলেন আবূ বাকর (রা.)। তাঁর ওপর আল্লাহর রাহমাত বর্ষিত হোক! তিনি সর্বপ্রথম আল্লাহর কিতাব গ্রন্থাবদ্ধ করেছিলেন।"[৭]

উল্লেখ্য যে, আলী (রা.) থেকে 'আবদ্ খায়র (রা.) এ রিওয়ায়াতটি বর্ণনা করেছেন এবং এটি অধিকতর বিশুদ্ধ ও নির্ভরযোগ্য।[৮]

ঘ. ইতঃপূর্বে বর্ণিত যায়িদ ইবনু ছাবিত (রা.)-এর রিওয়ায়াত থেকে জানা যায় যে, আবূ বাকর (রা.)ই সর্বপ্রথম 'উমার (রা.)-এর পরামর্শানুযায়ী কুর'আন গ্রন্থাবদ্ধ করার নির্দেশ দেন এবং এ গুরুদায়িত্ব পালন করেন যায়িদ ইবনু ছাবিত (রা.)। এটিই সর্বাপেক্ষা বিশুদ্ধ, নির্ভরযোগ্য ও প্রসিদ্ধ অভিমত। বিভিন্ন বিশুদ্ধ রিওয়ায়াত থেকে তা-ই সুপ্রমাণিত। তা ছাড়া সাহাবীগণের মধ্যেও অনেকেই কুর'আন মাজীদ গ্রন্থাবদ্ধ করার ব্যবস্থা গ্রহণ করার কারণে আবূ বাকর (রা.)-এর ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। যেমন ইতঃপূর্বে 'আলী (রা.)-এর কথা উল্লেখ করা হয়েছে। সা'সা'আহ ইবনু সূহান [মৃ.৫৬হি.] (রা.) বলেন, "أَوَّلُ مَنْ جَمَعَ بَيْنَ اللَّوْحَيْنِ .... أَبُو بَكْرٍ." আবূ বাকর (রা.)ই সর্বপ্রথম কুর'আন গ্রন্থাবদ্ধ করেন।"[৯] 'উরওয়াহ,[১০] শিহাব ও লায়ছ ইবনু সা'দ (রা.)[১১] প্রমুখ থেকেও এরূপ রিওয়ায়াত বর্ণিত রয়েছে।

কুর'আন সংকলন ও বিন্যস্তকরণ সম্পর্কে একটি ভুল ধারণা

এ কথা অত্যন্ত স্পষ্ট যে, সম্পূর্ণ কুর'আন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর তত্ত্বাবধানেই লিখিত হয় এবং তার প্রত্যেকটি সূরা ও আয়াত যথাস্থানে সুবিন্যস্ত ছিল।

অনেকেরই ধারণা হলো যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর ওফাত পর্যন্ত কুর'আনের অনেক আয়াত অবিন্যস্ত ছিল, এগুলোর পরস্পরের মধ্যে সংযোগ ছিল না। অনুরূপভাবে সূরাসমূহও সুবিন্যস্ত ছিল না এবং তখন পর্যন্ত এগুলোর কোনো নামই নির্ধারিত হয়নি। সর্বপ্রথম আবূ বাকর (রা.)-এর খিলাফাত কালেই ঐ

---

৭. ইবনু আবী দাউদ, *আল-মুসাহিফ*, বাব : জাম'উ আবী বাকর আছ্-ছিদ্দীক রা. আল-কুর'আনা ফিল মুসাহিফ, রি. নং: ৯-১৩; ইবনু আবী শাইবাহ, *আল-মুছান্নাফ*, হা.নং: ৩০৮৫৬, ৩৬৯০১, ৩৬৯০২; সুয়ূতী, *আল-ইতকান*, খ.১,পৃ.১৬১

৮. ইবনু হাজার, *ফাতহুল বারী*, খ.৯,পৃ.১৩

৯. ইবনু আবী শায়বাহ, *আল-মুছান্নাফ*, হা.নং: ৩০৮৫৭

১০. দানী, *আল-মুকনি' ফী রাসমি মুসাহিফিল আমছার*, পৃ.৩

১১. সুয়ূতী, *আল-ইতকান*, খ.১,পৃ.১৬৩-৪

সকল সূরা ও আয়াত বিন্যস্তকরণের কাজ সুসম্পন্ন হয়। এ ধারণার ওপর ভিত্তি করে কোনো কোনো প্রাচ্যবিদ এ দাবি করেছে যে, বর্তমানে কুর'আনের যেরূপ রয়েছে, তা কুর'আনের ঐ রূপ নয় যা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর যুগে ছিল। এ ধারণা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন ও অমূলক। কেননা অসংখ্য বিশুদ্ধ হাদীস থেকে এটা সুপ্রমাণিত যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর আমলেই এবং তাঁরই নির্দেশে পবিত্র কুর'আনের আয়াত ও সূরাসমূহের বিন্যাস সুসম্পন্ন হয়েছিল। কুর'আনের শব্দ, আয়াত ও সূরাগুলো রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যেমন আল্লাহ তা'আলার নিকট থেকে ওহী দ্বারা লাভ করেছেন, তেমনি এগুলোর পর্যায়ক্রমিক বিন্যাস এবং সূরাগুলোর নামও তিনি ওহী মারফাত লাভ করেছেন, অতঃপর ঐভাবেই তা ওহী লেখকদের দ্বারা লিখিয়ে নিয়েছেন। যায়িদ ইবনু ছাবিত (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, "আমি পুরো কুর'আন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সামনে তিলাওয়াত করেছি।" আনাস ইবনু মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন,

مَنْ جَمَعَ الْقُرْآنَ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَرْبَعَةٌ، كُلُّهُمْ مِنَ الْأَنْصَارِ: أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ وَمُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ وَأَبُو زَيْدٍ.

-" রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর আমলে যাঁরা কুর'আন জমা করতেন, তাঁরা হলেন আনসারগণের মধ্য থেকে চার জন ব্যক্তি- উবাই ইবনু কা'ব, মু'আয ইবনু জাবাল, যায়িদ ইবনু ছাবিত ও আবূ যায়িদ (রা.) প্রমুখ।"[১২]

প্রকৃত ব্যাপার হলো, ওহী লিপিবদ্ধ করার জন্য রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর কয়েকজন নির্ভরযোগ্য কাতিব ছিলেন। যখনই কোনো আয়াত নাযিল হতো, তখন তিনি ঐ কাতিবদের বলে দিতেন, ضَعُوا آيَةَ كَذَا فِي مَوْضِعِ كَذَا -"এ আয়াতকে অমুক সূরার অন্তর্ভুক্ত কর।"[১৩] উপর্যুক্ত চারজন সাহাবীর কাজ ছিল, পবিত্র কুর'আন লিখা ও সংরক্ষণ করা। হাদীসের মধ্যে এটাই جمع শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করা হয়েছে। তদুপরি আনাস (রা.) যে চার ব্যক্তির কথা উল্লেখ করেছেন তার অর্থ কখনো এই নয় যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর যুগে অন্য কোনো কুর'আন জমাকারী ছিলেন না। কেননা বহু বিশুদ্ধ রিওয়ায়াত থেকে এ কথা জানা যায় যে, 'উছমান, 'আলী ও 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আমর ইবনিল 'আস (রা.) প্রমুখও এ পবিত্র দায়িত্ব পালন করতেন। তা ছাড়া আরো বহু রিওয়ায়াত দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) প্রতি বছর একবার জিবরীল ('আলাইহিস সালাম)কে নাযিলকৃত সমগ্র কুর'আন পড়ে শুনাতেন। যে বছর তিনি মৃত্যুবরণ করেন সে বছর তিনি সমগ্র কুর'আন দু'বার পড়ে

১২. বুখারী, *আস-সাহীহ,* (কিতাবু ফাদা'য়িলিল কুর'আন), হা.নং: ৪৬১৯
১৩. সুয়ূতী, *আল-ইতকান,* খ.১,পৃ.৭২

শুনিয়েছিলেন।[১৪] এ রিওয়ায়াতগুলো থেকে স্পষ্টভাবে বুঝা যায় যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর যুগে কুর'আন অবিন্যস্তভাবে ছিল না; বরং সমগ্র কুর'আন সুবিন্যস্ত ও সুশৃঙ্খল আকারে ছিল।

সূরাসমূহের নামও রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর যুগে নির্ধারণ করা হয়েছিল। বহু বিশুদ্ধ রিওয়ায়াত থেকে এ কথা জানা যায় । যেমন 'আবদুল্লাহ ইবনু মাস'উদ (রা.) বলেন, وَاللهِ لَقَدْ أَخَذْتُ مِنْ فِي رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِضْعًا وَسَبْعِيْنَ سُوْرَةً. -"আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর পবিত্র মুখ থেকে সত্তরেরও অধিক সূরা গ্রহণ করেছি।[১৫] 'উমার (রা.)-এর ইসলাম গ্রহণের ঘটনায় বর্ণিত আছে যে, তিনি তাঁর বোন ও ভগ্নিপতির বাড়িতে গিয়ে তাঁদের হাতে যে সাহীফা দেখতে পান তাতে সূরা তোয়াহা লিপিবদ্ধ ছিল। কোনো কোনো সময় অনেকগুলো আয়াত এক সাথে নাযিল হতো এবং রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তা তিলাওয়াত করার পর ওহী লেখকদেরকে বলতেন, ضَعُوا آيَةَ كَذَا فِي مَوْضِعِ كَذَا -"অমুক আয়াত অমুক সূরার অমুক জায়গায় লিপিবদ্ধ কর।[১৬] তা ছাড়া অনেক হাদীসেই উল্লেখ আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নামাযে এবং নামাযের বাইরেও পূর্ণাঙ্গ সূরা তিলাওয়াত করতেন। যেমন- আল-বাকারাহ, আলে 'ইমরান ও আন-নিসা' ইত্যাদি। তদুপরি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বিশেষ বিশেষ সূরা যেমন- আল-বাকারাহ, আল-কাহ্ফ, আর-রাহমান, ইয়াসীন প্রভৃতি তিলাওয়াতের ফাযীলাত বর্ণনা করেছেন। কোনো কোনো বিশেষ সূরা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বিশেষ বিশেষ নামাযে তিলাওয়াত করতেন। যেমন- কোনো কোনো রিওয়ায়াতে দেখা যায় যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মাগরিবের নামাযে সূরা আল আ'রাফ ও সূরা আল-ইখলাস এবং অন্যান্য নামাযে আলে 'ইমরান ও আন-নিসা তিলাওয়াত করতেন। আবার কোনো রিওয়ায়াতে দেখা যায়, তিনি মাগরিবের নামাযে সূরা আত-তূর এবং 'ইশার নামাযে সূরা আত-তীন, ফাজরের নামাযে সূরা কাফ তিলাওয়াত করতেন। এ ধরনের রিওয়ায়াতের উল্লেখ হাদীসের প্রায় কিতাবেই রয়েছে।

উপর্যুক্ত আলোচনা থেকে এ কথা স্পষ্ট হয় যে,

ক. রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর জীবিতকালেই সমগ্র কুর'আন লিখিত হয়েছিল।

খ. প্রতিটি সূরার আয়াতসমূহের বিন্যাসও রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর যুগে এবং তাঁরই নির্দেশে হয়েছিল।

---

১৪. বুখারী, *আস-সাহীহ,* (কিতাবু ফাদা'য়িলিল কুর'আন), হা.নং: ৪৬১৪

১৫. বুখারী, *আস-সাহীহ,* (কিতাবু ফাদা'য়িলিল কুর'আন), হা.নং: ৪৬১৬

১৬. সুয়ূতী, *আল-ইতকান,* খ.১,পৃ.৭২

গ. রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর যুগেই সূরার নামকরণ করা হয়েছিল।[১৭]

কুর'আন সংকলনের ক্ষেত্রে আবূ বাকর (রা.)-এর কাজের প্রকৃতি

যখন এ সকল কাজই রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর যুগে হয়েছে, তখন আবূ বাকর (রা.)-এর যুগে কুর'আন সংকলিত হওয়ার অর্থ কি? এর অর্থ এই যে, যদিও রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর যুগে পূর্ণাঙ্গ কুর'আন সংকলিত হয়েছিল; কিন্তু এর বিভিন্ন অংশ বিক্ষিপ্ত অবস্থায় ছিল এবং বিভিন্ন জনের নিকট ছিল। কারো নিকট একটি পূর্ণাঙ্গ সূরা, আবার কারো নিকট একটি সূরার কিছু অংশ। এর কারণ হলো যখন ওহী নাযিল হতো, তখন সকল ওহী লেখক উপস্থিত থাকতো না, যিনি নিকটে থাকতেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তার দ্বারাই ওহী লিখিয়ে নিতেন। এমন লোক অনেক ছিল, যাঁরা সরাসরি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে আয়াত শুনেননি। তাই তাঁদের নিকট সূরা বা আয়াত কোনো না কোনো মাধ্যমে পৌছেছে, তা আবার কখনো পূর্ণাঙ্গ এবং কখনো আংশিক। মোট কথা, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর ওফাত পর্যন্ত কুর'আন গ্রন্থাকারে বিদ্যমান ছিল না। সংকলিত ছিল বটে কিন্তু এক স্থানে ছিল না। বিভিন্ন হাফিযের নিকট বিভিন্ন অংশ ছিল। ইয়ামামার যুদ্ধে বহু হাফিয ও কারী শাহাদাত বরণ করেন। তখন 'উমার (রা.) কুর'আন হারিয়ে যাওয়ার আশঙ্কা প্রকাশ করেন। অর্থাৎ সম্ভবত যাঁরা শাহাদাত বরণ করেছেন কুর'আনের কোনো কোনো অংশ হয়তো শুধু তাদের নিকটই ছিল। অন্য কারো নিকট ছিল না। কাজেই তাঁদের শাহাদাতের পর ঐ অংশসমূহ যদি অন্য কোথাও পাওয়া না যায়, তা হলে দুনিয়া অনন্তকালের জন্য এ নি'মাত থেকে বঞ্চিত হবে।

মোট কথা, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর যুগে কুর'আন বিভিন্ন সাহীফায় লিপিবদ্ধ ছিল। কিন্তু ঐ সাহীফাগুলো বিক্ষিপ্ত ছিল। আবূ বাকর (রা.) এগুলো একস্থানে জমা করে গ্রন্থের রূপ দেন।[১৮] ইমাম সুয়ূতী (রাহ.) বলেন,

أَنَّ سَعْيَ الصَّحَابَةِ كَانَ فِي جَمْعِهِ فِي مَوْضَعٍ وَاحِدٍ لَا فِي تَرْتِيْبِهِ، فَإِنَّ الْقُرْآنَ مَكْتُوبٌ فِي اللَّوْحِ الْمَحْفُوظِ فِي اللَّوْحِ عَلَى هَذَا التَّرْتِيبِ.

কুর'আন সংকলনের ক্ষেত্রে সাহাবা কিরাম (রা.)-এর প্রয়াস ছিল তা কেবল এক জায়গায় একত্রিত করা। কুর'আন বিন্যস্ত করার ক্ষেত্রে তাঁদের কোনো ভূমিকা

---

১৭. আকবরাবাদী, *সিদ্দীকে আকবর রা.*, পৃ.৩৭৪

১৮. ইবনু হাজার, *ফাতহুল বারী*, খ.১৪, পৃ.১৯৩

ছিল না। কেননা কুর'আন লাওহে মাহফূযের মধ্যেও বর্তমান তারতীবেই লিপিবদ্ধ রয়েছে।[১৯]

কুর'আন সংকলনের জন্য যায়িদ ইবনু ছাবিত (রা.)কে মনোনীত করার কারণ

আবূ বাকর (রা.) কুর'আন সংকলনের মতো অতীব গুরুত্বপূর্ণ কাজের জন্য যায়িদ ইবনু ছাবিত (রা.)কে বাছাই করেন। এর কারণ হলো, যায়িদ ইবনু ছাবিত (রা.) এমন কতিপয় গুণ ও বৈশিষ্ট্যের অধিকারী ছিলেন, যে জন্য আবূ বাকর (রা.) তাঁকে এ গুরুদায়িত্ব পালনের জন্য সবার চেয়ে অধিকতর উপযুক্ত মনে করলেন। এ গুণগুলো হলো-

ক. এ সময় তিনি ছিলেন ২১ বছর বয়সের একজন পূর্ণ উদ্যমী ও কর্মতৎপর যুবক।

খ. তিনি ছিলেন অত্যন্ত ধীমান ও তীক্ষ্ণ স্মরণশক্তির অধিকারী।

গ. তিনি ছিলেন একজন পূর্ণ বিশ্বস্ত আমানাতদার ও পূত-পবিত্র চরিত্রের লোক।

ঘ. সর্বোপরি তিনি ছিলেন একজন অভিজ্ঞতাসম্পন্ন নিপুণ ওহী লেখক। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর যুগে প্রধান চারজন ওহী লেখকদের মধ্যে তিনি ছিলেন অন্যতম।

তাঁর এ সকল গুণ ও বৈশিষ্ট্যের দিকে ইঙ্গিত করে আবূ বাকর (রা.) বলেন,

إِنَّكَ رَجُلٌ شَابٌّ عَاقِلٌ، لَا نَتَّهِمُكَ، وَقَدْ كُنْتَ تَكْتُبُ الْوَحْيَ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

-"তুমি একজন বুদ্ধিমান যুবক। তোমার সম্পর্কে আমার কোনো সংশয় নেই। তা ছাড়া তুমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর ওহী লেখক ছিলে।"[২০]

কুর'আন মাজীদ গ্রন্থাবদ্ধ করার ক্ষেত্রে সতর্কতা অবলম্বন

যায়িদ ইবনু ছাবিত (রা.) কুর'আন মাজীদ গ্রন্থাবদ্ধ করার ক্ষেত্রে কেবল নিজের কিংবা ব্যক্তি বিশেষের স্মৃতির ওপর নির্ভর করেননি। তিনি এর জন্য সম্ভাব্য সকল ধরনের

১৯. সুয়ূতী, *আল-ইতকান*, খ.১,পৃ.৭২
২০. বুখারী, *আস-সাহীহ*, (কিতাবু ফাদা'য়িলিল কুর'আন), হা.নং:৪৬০৩

সতর্কতা অবলম্বন করেন। তিনি এক্ষেত্রে নিম্নে উল্লেখিত চারটি পদ্ধতি গ্রহণ করেন-

ক. কোনো ব্যক্তি তাঁর নিকট কুর'আন মাজীদের কোনো অংশ নিয়ে আসলে তিনি প্রথমে তা নিজের হিফযের সাথে মিলিয়ে দেখতেন।

খ. 'উমার (রা.)ও হাফিয ছিলেন। আবূ বাকর (রা.) তাঁকেও যায়িদ ইবনু ছাবিত (রা.)-এর সাথে এ কাজে নিয়োজিত করেছিলেন। যখন কোনো ব্যক্তি তাঁদের নিকট কুর'আন মাজীদের কোনো অংশ নিয়ে আসতেন, তখন 'উমার (রা.)ও তা তাঁর নিজের হিফযের সাথে মিলিয়ে যাচাই-বাছাই করতেন।

গ. কোনো লিখিত আয়াত তখনই গ্রহণযোগ্য হতো, যখন দু'জন বিশ্বস্ত ব্যক্তি সাক্ষ্য দান করতেন যে, এ আয়াত রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সামনে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। ইমাম সুয়ূতী (রাহ.) এ প্রসঙ্গে আরো বলেন, উল্লেখিত সাক্ষ্য-প্রমাণের সাথে এ সাক্ষ্যও গ্রহণ করা হতো যে, এ আয়াত রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর ওফাতের বছর তাঁর সামনে পেশ করা হয়েছিল এবং তিনি তা সাত হার্‌ফে লিপিবদ্ধ হয়েছে বলে স্বীকৃতি দিয়েছেন।[২১]

ঘ. লিপিবদ্ধ এ সকল আয়াত অন্যান্য সাহাবীর নিকট লিপিবদ্ধ ও সংগৃহীত আয়াতের সাথে মিলিয়ে যাচাই-বাছাই করা হতো।

ইমাম আবূ শামাহ (রাহ.) এ সতর্কতামূলক ব্যবস্থা সম্পর্কে মন্তব্য করে বলেন যে, এ সব ব্যবস্থা গ্রহণের মূল উদ্দেশ্য ছিল, কুর'আন মাজীদ গ্রন্থাবদ্ধ করণে সতর্কতা অবলম্বন করা। শুধু স্মৃতির ওপর নির্ভর না করে ঐ সকল আয়াত থেকে নকল করা, যা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সামনে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে।[২২]

এ সকল ব্যবস্থা গ্রহণ করার পর যখন যায়িদ ইবনু ছাবিত (রা.) কোনো আয়াত সম্বন্ধে সম্পূর্ণরূপে নিশ্চিত হতেন, তখনই তা মুসহাফে লিপিবদ্ধ করতেন। একবার 'উমার (রা.) একটি আয়াত এভাবে পাঠ করলেন,

﴿وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ (؟) الَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ﴾

যায়িদ (রা.) এটা শুনে বললেন, وَالْأَنْصَارِ শব্দের পরে এবং الَّذِينَ শব্দের আগে একটি وَ অক্ষর রয়েছে। অর্থাৎ وَالَّذِينَ পড়তে হবে। 'উমার (রা.) সন্দেহের মধ্যে পড়ে গেলেন। অতঃপর তিনি উবাই ইবনু কা'ব (রা.)কে ডেকে এ সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করলেন। উবাই (রা.) বললেন, যায়িদ (রা.)-এর কিরা'আতই শুদ্ধ। এরপর 'উমার (রা.)-এর সন্দেহ দূরীভূত হয়ে যায়।[২৩]

---

২১. সুয়ূতী, *আল-ইতকান*, খ.১, পৃ.১৮৩
২২. সুয়ূতী, *আল-ইতকান*, খ.১, পৃ.১৮৩
২৩. তাবারী, *জামি'উল বায়ান..*, খ.১৪, পৃ.৪৩৮-৯; ইবনুল 'আরাবী, *আহকামুল-কুর'আন*, খ.৪, পৃ.৪০৪

বস্তুত যায়িদ ইবনু ছাবিত (রা.) কুর'আন সংকলন করার কাজে এভাবে সতর্কতা অবলম্বন করে কুর'আন সম্বন্ধে ভবিষ্যতের সর্বপ্রকারের মতবিরোধের পথ বন্ধ করে দিয়েছেন। সুতরাং প্রত্যেক স্থিরমস্তিষ্ক ব্যক্তিই এ কথা স্বীকার করতে বাধ্য হচ্ছেন যে, চৌদ্দ শত বছর পূর্বে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর ওপর যে কুর'আন তেইশ বছর ধরে নাযিল হয়েছিল, তা যেরূপ নাযিল হয়েছিল, আজও তা অবিকল তদ্রূপই বিদ্যমান রয়েছে। এ কারণেই খ্রিস্টান ঐতিহাসিক স্যার উইলিয়াম মুরও এ কথা বলতে বাধ্য হয়েছেন যে, "আমরা জানি, দুনিয়ার এমন কোনো ধর্মগ্রন্থ নেই, যা পূর্ণ বারো শতাব্দী পর্যন্ত কুর'আনের মতো সম্পূর্ণরূপে অবিকৃত ও অপরিবর্তিত রূপে বিদ্যমান রয়েছে।"[২৪]

যায়িদ ইবনু ছাবিত (রা.) তাঁর এ বিরাট সতর্কতার মাধ্যমে পূর্ণ কুর'আন মাজীদ কাগজের বিভিন্ন সাহীফায় ক্রমানুসারে লিপিবদ্ধ করেন। প্রত্যেক সূরা পৃথক পৃথক সাহীফাতে লেখা হয়। ফলে কুর'আন মাজীদের এ নুসখাটি বহু সাহীফা সম্বলিত গ্রন্থে রূপ নেয়। এ নুসখাটির নামকরণ করা হয় 'আল-ইমাম'।

মুসহাফে ইমামের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য

ক. এ মুসহাফে প্রত্যেক আয়াত সেভাবেই বিন্যাস করা হয়, যেভাবে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁর জীবদ্দশায় তাঁর প্রত্যক্ষ নির্দেশে আয়াতগুলোকে বিন্যস্ত করেছিলেন। তবে এ মুসহাফে সূরাগুলোকে ক্রমানুসারে সাজানো হয়নি। প্রত্যেক সূরা পৃথক পৃথক কাগজে লিপিবদ্ধ ছিল।

খ. এ মুসহাফে সাত হারফ সন্নিবেশিত ছিল।

গ. এতে সে সকল আয়াতই লিপিবদ্ধ করা হয়, যার তিলাওয়াত মানসূখ হয়নি।

ঘ. উম্মাতের সকলেই এ মুসহাফের ওপর ঐকমত্য পোষণ করেন। এ মুসহাফের প্রত্যেক আয়াত মুতাওয়াতির সানাদে বর্ণিত।[২৫]

আবূ বাকর (রা.)-এর জীবদ্দশায় সংকলিত এ মুসহাফটি তাঁর নিকট সংরক্ষিত ছিল। তাঁর ওফাতের পর তা সংরক্ষিত ছিল 'উমার (রা.)-এর নিকট। 'উমার (রা.)-এর শাহাদাতের পর তাঁর অসিয়্যাত অনুসারে হাফসা (রা.)-এর নিকট তা গচ্ছিত রাখা হয়। এরপর মারওয়ান ইবনুল হাকাম তাঁর খিলাফাতকালে হাফসা (রা.)-এর নিকট থেকে এ

---

২৪. আবদুল হালিম, *সিদ্দীকে আকবর*, পৃ.১৫৬

২৫. সুয়ূতী, *আল-ইতকান*, খ.১, পৃ.১৮৩; যারকানী, *মানাহিলুল 'ইরফান*, খ.১,পৃ.২৫৩

মুসহাফটি চেয়ে পাঠান। তখন হাফসা (রা.) মুসহাফটি দিতে অস্বীকার করেন। হাফসা (রা.)-এর ওফাতের পর খালীফা মারওয়ান মুসহাফটি নিয়ে যান এবং তা আগুনে জ্বালিয়ে ফেলেন। তাঁর যুক্তি ছিল, গোটা মুসলিম জাতি 'উছমান (রা.)-এর রাসমুল খাত্ত এবং সূরাসমূহের ক্রম অনুসারে সজ্জিত মুসহাফ সর্বসম্মতিক্রমে গ্রহণ করেছেন। কাজেই 'উছমান (রা.)-এর মুসহাফ ছাড়া আর কোনো নুসখা পৃথিবীতে অবশিষ্ট থাকা বাঞ্ছনীয় নয়।[২৬]

'মুসলিম উম্মাহ' গঠন

আবূ বাকর (রা.)-এর খিলাফাতের সবচেয়ে বড় কৃতিত্ব হলো একটি শক্তিশালী ও ঐক্যবদ্ধ 'মুসলিম উম্মাহ' গঠন। ইসলামে 'উম্মাহ' বলতে কেবল বর্ণ, ভাষা ও দেশ প্রভৃতি উপাদানের ভিত্তিতে গঠিত জনসমষ্টিকে বুঝায় না; বরং 'আকীদা-বিশ্বাসের ভিত্তিতে গঠিত বৃহত্তর জনগোষ্ঠীকেই ইসলামে 'উম্মাহ' বলা হয়। এখানে বর্ণ, ভাষা ও দেশের পার্থক্যের কোনোই মূল্য নেই। মুসলিমগণ মাত্রই সকলে ভাই-ভাই। সে সাদা হোক বা কালো, আরবী হোক কিংবা অনারবী এবং তার ভাষা আরবী হোক কিংবা অনারবী। পৃথিবীর ইতিহাসে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)ই সর্বপ্রথম এরূপ ধারণার বীজ বপন করেন। তাঁর ওফাতের পর খালীফা আবূ বাকর (রা.)ই উপর্যুক্ত ধারণার ভিত্তিতে সর্বার্থে একটি সুদৃঢ় ও শক্তিশালী উম্মাহ প্রতিষ্ঠা করতে সমর্থ হন। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর তেইশ বৎসরকালীন সাধনা ও সংগ্রামের ফলে যদিও একটি উম্মাহ গঠিত হয়েছিল; কিন্তু তাঁর ওফাতের পর সে উম্মাহ এক মারাত্মক বিশৃঙ্খলার আঘাতে ছিন্নভিন্ন হয়ে যাবার উপক্রম হয়। বস্তুত রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর জীবদ্দশায় মুসলিমরা যদিও তাওহীদের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে মূর্তিপূজা পরিত্যাগ করেছিল; কিন্তু তাদের অনেকেই উম্মাহর ধারণা ও ইসলামের দীনী ঐক্য সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবহিত ছিল না। এ কারণেই তাঁর ওফাতের পরমূহূর্তেই আমরা লক্ষ্য করি যে, আরব দেশের বহু জায়গায় সে পুরাতন গোত্রবিদ্বেষ ও জাতিভেদ চাঙ্গা হয়ে ওঠেছিল। এ কঠিন পরিস্থিতিতে আবূ বাকর (রা.) তাঁর অপরিসীম যোগ্যতা ও দক্ষতার বদৌলতে পুনরায় সকল মুসলিমকে তাওহীদের ধারণায় উজ্জীবিত করে তোলেন এবং আরব-পারসিক-রোমান প্রভৃতি জাতির সমন্বয়ে একটি শক্তিশালী মুসলিম উম্মাহ গঠন করেন।

---

২৬. ইবনু কাছীর, *ফাদা'য়িলুল কুর'আন*, পৃ.৩৯; যারকানী, *মানাহিলুল 'ইরফান*, খ.১,পৃ.৪০২

পূর্ণাঙ্গ ইসলামী সমাজ প্রতিষ্ঠা

'ইসলামী সমাজ' বলতে যা বুঝানো হয় সে অর্থে আবূ বাকর (রা.)-এর সমাজ ছিল একটি পূর্ণাঙ্গ ইসলামী সমাজ। বলাই বাহুল্য যে, ইসলাম যে আদর্শিক নির্দেশনাসমূহ উপস্থাপন করেছে, তা নিছক একটি আদর্শবাদের ব্যাপার নয়; বরং তা হলো পূর্ণমাত্রায় একটি বাস্তব জীবনব্যবস্থা ও সমাজ গঠনের সফল কার্যসূচি। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর ওফাতের পর খালীফা আবূ বাকর (রা.)-এর একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল ইসলামের শিক্ষার আলোকে একটি আদর্শ সমাজ গঠন এবং এর মাধ্যমে জনগণের সার্বিক কল্যাণ সাধন। তাঁর খিলাফাতের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো- তিনি ইসলামের নির্দেশ অনুযায়ী এমন একটি ভ্রাতৃপ্রতীম সমাজ গড়ে তুলতে সমর্থ হন, যেখানে প্রতিটি মানুষ সমান মর্যাদা ও অধিকারসম্পন্ন ভাই মাত্র। 'মুসলিম'ই এদের একমাত্র পরিচয় ছিল। খালীফা, গভর্ণর ও সাধারণ মুসলিমদের জীবনযাপনের মধ্যে কোনো পার্থক্য ছিল না। অমুসলিমদেরও পূর্ণাঙ্গ ধর্মীয় স্বাধীনতা ছিল এবং মুসলিম ও তাদের মধ্যে অত্যন্ত সুসম্পর্ক বিদ্যমান ছিল। মহিলাদের পূর্ণাঙ্গ অধিকার ছিল। গোলাম ও দাসীদের প্রতিও অত্যন্ত ভদ্র ও মানবোচিত ব্যবহার করা হতো। তিনি লোকদের যাবতীয় পারস্পরিক বিরোধ ও বৈষম্য এবং সকল নৈরাজ্য ও বিশৃঙ্খলা দূরিভূত করে সমাজের সর্বত্র নিশ্ছিদ্র ঐক্য, অনাবিল শান্তি ও নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। বলতে গেলে তখন অপরাধের মাত্রা একেবারে শূন্যের কোঠায় নেমে এসেছিল। ইতঃপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, আবূ বাকর (রা.)-এর খিলাফাত কালে 'উমার (রা.) প্রধান বিচারপতির দায়িত্ব পালন করতেন; কিন্তু দু'বছর পর্যন্ত তাঁর নিকট কোনো মামলাই দায়ির করা হয়নি। উপরন্তু, জীবনের সুকুমার বৃত্তিগুলো সে সমাজের লোকদের মধ্যে অধিকতর সমৃদ্ধশালী হয়ে প্রস্ফুটিত হয়েছিল। প্রেমপ্রীতি, ভালোবাসা, স্নেহ, মায়ামমতা, সহানুভূতি, মানবতা, মহানুভবতা, সততা, সরলতা, বিশ্বস্ততা, ন্যায়নিষ্ঠা, ভ্রাতৃত্ব, সৌন্দর্য ও পরোপকার প্রভৃতি মানবীয় গুণের পূর্ণ বিকাশ ঘটেছিল। ফলে সে সমাজের প্রত্যেকেই ব্যক্তিগতভাবে যেমন এক একজন সৎ, আদর্শ, মহানুভব ও পূত-পবিত্র ব্যক্তিতে পরিণত হয়েছিলেন, তেমনি তাঁদের সমাজও পরিণত হয়েছিল একটি সুখী, সমৃদ্ধ ও আদর্শ সোনালী সমাজে।

জনগণের নৈতিক মান সংরক্ষণ

রাষ্ট্রের সাধারণ নাগরিকদের নৈতিক চরিত্র সংরক্ষণের প্রতি আবূ বাকর (রা.) বিশেষ মনোযোগ দেন। বস্তুত তিনি নিজে যেরূপ ইসলামী নৈতিকতার বাস্তব প্রতীক

ছিলেন, সমষ্টিগতভাবে গোটা মুসলিম জাতিকে এবং ব্যক্তিগতভাবে প্রতিটি মুসলিমকে অনুরূপভাবে গড়ে তোলার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে গেছেন। অশ্লীলতা, বেহায়াপনা ও বেলেল্লাগিরি যাতে সমাজের কোনো স্তরেই দানা বাঁধতে না পারে সে দিকে সদা সতর্ক দৃষ্টি রাখতেন। তৎকালে বংশীয় আভিজাত্যের ঐতিহ্যিক গৌরব এবং ব্যক্তিগত অহঙ্কার আরবদের হাড়-মজ্জায় মিশ্রিত ছিল। কিন্তু তিনি ইসলামী শিক্ষা ও নৈতিক ভাবধারার গতিপ্রবাহে এ সবের কলঙ্ক ও আবর্জনারাশি ধুয়ে মুছে নিঃশেষ করে দিয়েছিলেন।

তা ছাড়া লোকদের মধ্যে হিংসাবিদ্বেষাগ্নি দাউ দাউ করে জ্বলে ওঠে মুসলিম ভ্রাতৃত্বের সুদৃঢ় প্রাসাদকে যাতে ভস্ম করে দিতে না পারে এবং জনসাধারণ যাতে জাতীয় লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ভুলে গিয়ে আয়েশ-আরাম, জাঁকজমক, বিলাসিতা ও ভোগসম্ভোগে লিপ্ত হয়ে না পড়ে, সেদিকে তাঁর বিশেষ নজর ছিল।

মোট কথা, মুসলিমদেরকে সকল প্রকার নৈতিক পতনের হাত থেকে রক্ষা করে তাদেরকে নৈতিক চরিত্রে ভূষিত করার জন্য তিনি বিশেষ যত্ন গ্রহণ করেছিলেন। সমাজের লোকদের মধ্যে পরিপূর্ণ সাম্য ও ভ্রাতৃত্ব স্থাপন এবং তাঁদের মধ্যে আত্মসম্মানবোধ ও দায়িত্বজ্ঞান জাগ্রত করার জন্য তিনি কখনো চেষ্টার ত্রুটি করেননি। প্রাদেশিক শাসনকর্তাদেরকেও এ সম্পর্কে সর্বদা সতর্ক করতেন।

ইসলামের প্রচার ও প্রসার

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর প্রতিনিধিত্বের মর্যাদাসম্পন্ন খালীফার অত্যধিক গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব ছিল ইসলামী আদর্শের প্রচার ও প্রসার। এদিকে প্রথম থেকেই আবূ বাকর (রা.)-এর বিশেষ লক্ষ্য ও দৃষ্টি ছিল। বলতে গেলে ইসলামের বিস্তার সাধন ছিল তাঁর জীবনের একটি প্রধান লক্ষ্য। প্রত্যেক কাজেই তাঁর দৃষ্টি থাকতো ইসলামের সুনাম ও ঐতিহ্যের প্রতি। ইতঃপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, ইসলামের প্রথম পর্যায়ের শ্রেষ্ঠ মুসলিমগণের অনেকেই ছিলেন আবূ বাকর (রা.)-এর আপ্রাণ প্রচেষ্টার ফসল। তাই স্বাভাবিকভাবেই খিলাফাতের গুরুভার অর্পিত হওয়ার পর এ দিকেই তাঁর অধিক প্রবণতা ও তৎপরতা দেখা দেয়। ফলে সমস্ত আরবদেশ তাঁর সময়কালে ইসলাম প্রচারের বলিষ্ঠ ধ্বনিতে মুখরিত হয়ে ওঠে। চতুর্দিকে তাঁর প্রেরিত যুদ্ধাভিযান সমূহের একটি গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য ছিল ইসলামের প্রচার ও প্রসার। তিনি যখনই কোথাও কোনো সেনাবাহিনী প্রেরণ করতেন, তখন তাদেরকে উপদেশ দিতেন, যেন তারা শুধু তাওহীদের ঝাণ্ডা সমুন্নত রাখা এবং ইসলামের প্রচার ও প্রসারের উদ্দেশ্যে যুদ্ধ করে। তাদেরকে এ বিষয়ে সর্বাপেক্ষা তাকিদ দেয়া হতো যে, শত্রুসৈন্যরা সামনে এলেই সর্বপ্রথমে তাদেরকে ইসলামের প্রতি আহ্বান জানাবে এবং নিজেদের চরিত্র ও কার্যকলাপ দ্বারা তাদের অন্তরে প্রভাব বিস্তারের চেষ্টা করবে।

আবূ বাকর (রা.)-এর এ সকল উপদেশের ফল এ হয়েছিল যে, তাঁর শাসনামলে 'আদী ইবনু হাতিম (রা.)-এর প্রচেষ্টায় বানূ তা'ই ধর্মচ্যুত হবার পর তাওবাহ করে পুনরায় ইসলাম গ্রহণ করে এবং সেনাপতি মুছান্না ইবনু হারিছাহ (রা.)-এর দা'ওয়াতে বানূ ওয়ায়িল ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় গ্রহণ করে। সেনাপতি খালিদ (রা.)-এর প্রচেষ্টায় ইরাক ও শামের অধিকাংশ গোত্র ইসলাম গ্রহণ করে। হীরার বহু খ্রিস্টান পাদ্রী নিজে থেকেই ইসলাম গ্রহণ করেন। নুবুওয়াতের দাবীদার তুলাইহা শামে আশ্রয় নিয়ে ইসলাম গ্রহণ করে এবং ক্ষমা প্রার্থনা করে নিচের কবিতাটি লিখে পাঠান-

فهل يقبل الصديق أني مراجع ... ومعط بما أحدثت من حدثٍ يدي

و إني من بعد الضلالة شاهد ... شهادة حقٍ لست فيها بملحد

بأن إله الناس ربي و أنني ... ذليل و أن الدين دين محمد

"আবূ বাকর আছ-ছিদ্দীক (রা.) কি এটা মঞ্জুর করবেন যে, আমি ইসলামে ফিরে এসেছি এবং যা কিছু অন্যায় করেছি তার ক্ষতিপূরণ দিচ্ছি। পথভ্রষ্ট হবার পর আমি সত্যের সাক্ষ্য দিচ্ছি। আমি আর সত্য থেকে বিচ্যুত হবো না। মানুষ যাঁকে ইলাহ হিসেবে মেনে নিয়েছে তিনিই হলেন আমার রাব্ব। আমি অত্যন্ত তুচ্ছ। সত্য দীন হলো মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর দীনই।"[২৭]

তা ছাড়া তিনি বিভিন্ন অঞ্চলে বিক্ষিপ্ত আরব গোত্রসমূহের মধ্যে ইসলামের দাও'য়াত পৌঁছাবার জন্য বিশেষ প্রতিনিধি দল প্রেরণ করেন। তাঁরা পূর্ণ একাগ্রতা ও ঐকান্তিক নিষ্ঠা সহকারে এ কাজ সম্পন্ন করতেন। এর ফলে দূর-নিকটের অসংখ্য মূর্তিপূজক ও খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বী ইসলামে দীক্ষিত হয়।

ইসলামী শিক্ষার প্রসার

আবূ বাকর (রা.) তাঁর সংক্ষিপ্ত খিলাফাত কালে যদিও রাষ্ট্রের ধর্মদ্রোহীদের দমন ও বাইরের শত্রুদের মুকাবিলা করার কাজে প্রধানত ব্যস্ত ছিলেন; তবু তিনি মুসলিম জনগণের মধ্যে ইসলামের সঠিক শিক্ষা, তাহযীব ও তামাদ্দুন প্রসারের কাজের ব্যাপারেও পূর্ণ সচেষ্ট ছিলেন। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মাদীনায় মাসজিদ কেন্দ্রিক শিক্ষা-দীক্ষার যে ব্যবস্থা গড়ে তোলেন, এর আদলে আবূ বাকর (রা.) অন্যান্য অঞ্চলেও এ ব্যবস্থা সম্প্রসারিত করেন। তাঁর শাসনামলে বিজিত অঞ্চলগুলোতে বিভিন্ন মাসজিদ নির্মিত হয়। এখানে আঞ্চলিক প্রশাসকগণ সালাতের সময় ইমামাতের দায়িত্ব পালন করতেন এবং অন্যান্য সময় মু'আল্লিম ও কারীগণ লোকদেরকে কুর'আন ও

---

২৭. ইবনুল মুতাহহার, *আল-বাদউ ওয়াত তারীখ*, পৃ.৩০৫; ইয়া'কূবী, *আত-তারীখ*, পৃ.১৫৬

অপরাপর জরুরী দীনী বিষয়ের শিক্ষা দিতেন। এভাবে গোটা আরবদেশে ইসলামী শিক্ষা ও সংস্কৃতির আবহ তৈরি হয়।

তা ছাড়া আবূ বাকর (রা.) ইসলামকে তার প্রকৃত স্বরূপ ও অবস্থায় প্রতিষ্ঠিত করতে এবং ভ্রান্ত চিন্তা ও বিদ'আতসমূহের মূলোৎপাটন করতে আপ্রাণ চেষ্টা করেছেন। বলাই বাহুল্য, নাবীগণের প্রচারিত 'আকীদা-বিশ্বাস ও জীবনব্যবস্থার উত্তরকালে বিকৃত ও পরিবর্তিত হয়ে যাওয়ার মূলে সবচেয়ে বড় কারণ হলো লোকদের মধ্যে ক্রমশ বিদ'আতের প্রচলন। এর ফলে বিদ'আতী ব্যবস্থাসমূহই মূল দীনের স্থান লাভ করে ও প্রকৃত দীন বিলুপ্ত হয়ে যায়। 'আবদুল্লাহ ইবনুল 'আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন,

مَا أَتَى عَلَى النَّاسِ عَامٌ إِلا أَحْدَثُوا فِيهِ بِدْعَةً، وَأَمَاتُوا فِيهِ سُنَّةً، حَتَّى تَحْيَى الْبِدَعُ، وَتَمُوتَ السُّنَنُ.

-"লোকদের কাছে এমন সময় আসবে, যখন তারা নতুন নতুন বিদ'আত সৃষ্টি করবে এবং এক এক করে সুন্নাতগুলো ধ্বংস করে ফেলবে। অবশেষে বিদ'আতসমূহই মাথাচাড়া দিয়ে ওঠবে এবং সুন্নাতসমূহ বিলুপ্ত হয়ে যাবে।"[২৮]

এটা ঠিক যে, আবূ বাকর (রা.)-এর আমলে মুসলিম সমাজে বিদ'আতের কোনো বিশেষ সূচনা পরিলক্ষিত হয়নি; কিন্তু তা সত্ত্বেও এদিকে আবূ বাকর (রা.)-এর প্রখর দৃষ্টি ছিল। কখনও এবং কোথাও তেমন কিছু দেখা গেলেই তা অনতিবিলম্বে দূর করতে চেষ্টা করতেন। একবার হাজ্জের সময় তিনি আহ্‌মাস গোত্রের যায়নাব নাম্নী এক মহিলাকে দেখতে পান যে, সে কারো সাথে কথা বলছে না। তখন তিনি সাথে সাথে তার নিকট যান এবং বলেন, تَكَلَّمِي فَإِنَّ هَذَا لَا يَحِلُّ هَذَا مِنْ عَمَلِ الْجَاهِلِيَّةِ. -"কথা বল। কেননা কথা না বলা বৈধ নয়। এটি জাহিলিয়্যাতের একটি রীতি।"[২৯] তাঁর খিলাফাত কালে কিছু লোক যাকাত দিতে অস্বীকার করেছিল। তাদের দাবি ছিল, যাকাতের বিধান কেবল রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর আমলের জন্য প্রযোজ্য ছিল। আবূ বাকর (রা.) এ ফিতনাকে বাড়তে দেননি। তিনি তাদেরকে কঠোর হস্তে দমন করেছিলেন। যদি তিনি ঐ সময় তাদেরকে ছেড়ে দিতেন, তা হলে তাদের উক্ত দাবিই আজকে দীনের রূপ পরিগ্রহ করতো।

বলাই বাহুল্য যে, দীনের মধ্যে কোনোরূপ বাড়াবাড়ি বা সীমালঙ্ঘন মোটেই কাম্য নয়। দীনের মধ্যে যে বিষয়কে যতটুকু গুরুত্ব দেয়া হয়েছে, তাকে তার চেয়ে বেশি

---

২৮. তাবারানী, *আল-মু'জামুল কাবীর,* হা.নং: ১০৬১০

২৯. বুখারী, *আস-সাহীহ,* (কিতাবুল মানাকিব), হা.নং: ৩৫৪৭

বা কম গুরুত্ব দেয়া (যেমন নাফল বা মুস্তাহাব্বকে ওয়াজিব বা ফারযে পরিণত করা, অনুরূপভাবে ফারয বা ওয়াজিবকে নাফল বা মুস্তাহাব্বে পরিণত করা) বাড়াবাড়ির নামান্তর। এতে দীনের প্রকৃত রূপ বিকৃত হয়ে যায়। এ কারণেই রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁর উম্মাতকে কঠোরভাবে সতর্ক করে দিয়ে বলেছেন,

يَا أَيُّهَا النَّاسُ، إِيَّاكُمْ وَالْغُلُوَّ فِي الدِّيْنِ؛ فَإِنَّهُ أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمُ الْغُلُوُّ فِي الدِّيْنِ.

-"হে মানবমণ্ডলী, খবরদার! তোমরা দীনের কোনো কাজে বাড়াবাড়ি কর না। কেননা এ বাড়াবাড়িই তোমাদের পূর্ববর্তী জাতিগুলোকে ধ্বংস করে দিয়েছে।"[৩০]

দীনকে বাড়াবাড়ি ও বিকৃতির কবল থেকে রক্ষা করা এবং তাকে তার প্রকৃত রূপের ওপর টিকিয়ে রাখার ব্যাপারে আবূ বাকর (রা.) অত্যন্ত সজাগ ছিলেন। তিনি কোনো কোনো সুন্নাতকে শুধু এ কারণেই ছেড়ে দিতেন, যাতে অজ্ঞ লোকেরা তাকে ফারয কিংবা ওয়াজিবে পরিণত করে না নেয়। হুযাইফাহ ইবনু আসীদ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

لَقَدْ رَأَيْتُ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا وَمَا يُضَحِّيَانِ خَشْيَةَ أَنْ يُسْتَنَّ بِهِمَا.

-"আমি আবূ বাকর ও 'উমার (রা.)কে দেখেছি যে, (একবার) তাঁরা দু'জনেই কুরবানী করেননি, এ ভয়ে যে, লোকেরা একে বাধ্যতামূলক সুন্নাতে পরিণত করে নেবে।"[৩১]

একবার এক ব্যক্তি আবূ বাকর (রা.)কে সালাম করতে গিয়ে বললেন; السَّلَامُ عَلَيْكَ، يَا خَلِيْفَةَ رَسُولِ اللهِ। তখন তিনি সাথে সাথে বললেন, مِنْ بَيْنِ هَؤُلَاءِ أَجْمَعِيْنَ؟- "এদের সকলের মধ্যে আপনি কাকে সালাম দিলেন?"[৩২] অর্থাৎ আপনি যেভাবে সালাম দিলেন তা ঠিক হয়নি।

---

৩০. ইবনু মাজাহ, *আস-সুনান,* (কিতাবুল মানাসিক), হা.নং: ৩০২০; আহমাদ, *আল-মুসনাদ,* (মুসনাদু 'আবদিল্লাহ ইবনি 'আব্বাস রা.), হা.নং: ৩০৭৮

৩১. তাবারানী, *আল-মু'জামুল কাবীর,* হা.নং:৩০৫৮; 'আবদুর রাযযাক, *আল-মুছান্নাফ,* (বাব: আদ-দাহায়া), হা.নং:৮১৩৯
কোনো কোনো রিওয়ায়াতে وَمَا يُضَحِّيَانِ-এর পরিবর্তে وَمَا يُضَحِّيَانِ عَنْ أَهْلِهِمَا রয়েছে। এর অর্থ হলো- তাঁরা পরিবারের পক্ষ থেকে কুরবানী করতেন না। (বাইহাকী, *আস-সুনানুল কুবরা,* হা.নং:১৯৫০৮)
বিশিষ্ট মুহাদ্দিস হায়ছামী (রাহ.) বলেন, এ হাদীসের রাবীগণ সকলেই বিশ্বস্ত। (হায়ছামী, *মাজমা'উদ যাওয়া'য়িদ,* হা.নং: ৫৯৪২)

৩২. খাতীব বাগদাদী, *আল-জামি' লি-আখলাকির রাবী..,* খ.১,পৃ.২৯৩ (হা.নং:১৯৩৪)

জীবনমান উন্নয়ন

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর আমলে ও তাঁর পরে আবূ বাকর (রা.)-এর যুগেই আরবদের সামাজিক জীবনে উন্নয়ন ও আধুনিকতার পরশ লেগেছিল। পোশাকপরিচ্ছদে, আচারব্যবহারে এবং চালচলনেও ভদ্রতা ও শিষ্টাচারের আমেজ লাগে। পড়ালেখায় এতোটুকু অগ্রগতি হয় যে, ব্যক্তিগত ও সরকারী পর্যায়ে প্রায় প্রতিটি লেনদেন, কাজ-কারবার ও চুক্তি লিখিত আকারে সমাধা হতো।

জীবন জীবিকার উপায়

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর আমলে এবং তাঁর পরে আবূ বাকর (রা.)-এর যুগে মুহাজির ও আনসার এ দু দলের দ্বারাই মূল ইসলামী সমাজ গঠিত হয়েছিল এবং তাদের প্রত্যেকেরই জীবিকা উপার্জনের পৃথক পৃথক ব্যবস্থা ছিল। আবূ হুরাইরা (রা.) বলেন,

> وَإِنَّ إِخْوَتِي مِنْ الْمُهَاجِرِينَ كَانَ يَشْغَلُهُمْ الصَّفْقُ بِالْأَسْوَاقِ، وَإِنَّ إِخْوَتِي مِنْ الْأَنْصَارِ كَانَ يَشْغَلُهُمْ عَمَلُ أَمْوَالِهِمْ، وَكُنْتُ امْرَأً مِسْكِينًا أَلْزَمُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى مِلْءِ بَطْنِي.
>
> -"আমার মুহাজির ভাইয়েরা ব্যবসাবাণিজ্যের কাজে এবং আনসার ভাইয়েরা ক্ষেতখামারের কাজে ব্যস্ত থাকতেন, আর আমি সর্বদা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর খিদমাতে উপস্থিত থাকতাম।"[৩৩]

ব্যবসায়ীদের মধ্যে সুখ্যাত ছিলেন আবূ বাকর আছ-ছিদ্দীক, 'উছমান, 'আবদুর রাহমান ইবনু 'আওফ এবং সা'দ ইবনি আবী ওয়াক্কাস (রা.) প্রমুখ। মুহাজিরদের মূল পেশা যদিও ব্যবসা ছিল; কিন্তু মাদীনায় আনসারগণের সাথে ভ্রাতৃত্ব বন্ধনে আবদ্ধ হবার কারণে তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ ক্ষেতখামারের কাজও করতেন।

স্বাধীন ব্যবসা

ইসলাম পূর্বকালে 'আরবের প্রসিদ্ধ বাজার ছিল 'উকায, মাজান্নাহ ও যুলমাজায প্রভৃতি।[৩৪] ঐ সকল বাজারে বিভিন্ন গোত্রের লোকেরা তাদের পণ্যদ্রব্য নিয়ে যেতো। কিন্তু

---

৩৩. বুখারী, *আস-সাহীহ,* (কিতাবুল মুযারা'আহ), হা.নং: ২১৭৯

৩৪. বুখারী, *আস-সাহীহ,* (কিতাবুল বুয়ূ'), হা.নং:১৯০৯

তাদের ব্যবসা স্বাধীন ছিল না। তাদের নিকট কর আদায় করা হতো। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মাদীনায় অপর একটি বাজার প্রতিষ্ঠা করেন। এর বৈশিষ্ট্য ছিল এই যে, সেখানে ব্যবসায়ীদের নিকট থেকে কোনোরূপ কর আদায় করা হতো না। তিনি যখন এ বাজার প্রতিষ্ঠা করেন তখন বলেন, هَذَا سُوقُكُمْ، لَا خَرَاجَ عَلَيْكُمْ فِيهِ.-"এটা তোমাদের বাজার, এখানে ব্যবসা করতে তোমাদের কোনো কর লাগবে না।"[৩৫]

হস্তশিল্প ও স্বাধীন পেশা

মুসলিমগণ ব্যবসা ও কৃষিকাজ ছাড়া জীবিকার্জনের জন্য হস্তশিল্প এবং অন্যান্য শ্রমের কাজও করতেন। ইসলামী শিক্ষার প্রভাবে হালাল উপার্জনের জন্য ক্ষুদ্রতম কাজ করতেও তারা লজ্জাবোধ করতেন না। সালমান ফারিসী (রা.) মাদা'য়িনের গভর্ণর হিসেবে কর্মরত অবস্থায় চাটাই তৈরি করে জীবিকা নির্বাহ করতেন এবং তাঁর ভাতার যাবতীয় অর্থ গরীবদেরকে দান করে দিতেন। এ সময় একবার কয়েকজন লোক তাঁর নিকট প্রবেশ করে দেখতে পেলেন যে, তিনি চাটাই তৈরি করছেন। তাঁরা জিজ্ঞেস করলেন, لِمَ تَعْمَلُ هَذَا وَأَنْتَ أَمِيرٌ يَجْرِي عَلَيْكَ رِزْقٌ؟-" আপনি এ কাজ করছেন কেন?। আপনি তো হলেন একজন আমীর। আপনার ভাতার ব্যবস্থা রয়েছে।" তিনি জবাব দিলেন, إِنِّي أُحِبُّ أَنْ آكُلَ مِنْ عَمَلِ يَدَيَّ.-" আমি আমার কষ্টার্জিত সম্পদ ভক্ষণ করতে পছন্দ করি।"[৩৬] সা'দ আল-আনসারী (রা.) পাথর খোদাইয়ের কাজ করতেন।[৩৭] কোনো কোনো সাহাবী মৌমাছি পালন ও রক্ষণাবেক্ষণের কাজ করতেন।[৩৮] উম্মুল মু'মিনীন সাওদা (রা.) তা'য়িফে চামড়ার ব্যবসা করতেন। এ কারণে তিনি সকল উম্মুল মু'মিনীনের চেয়ে অধিক সচ্ছল ছিলেন। কোনো কোনো সাহাবী কামার এবং ছুতারের কাজ করতেন। কেউ কেউ খনির কাজে ঠিকাদারী করতেন।[৩৯]

উল্লেখ্য 'উমার (রা.) তাঁর খিলাফাত কালে মর্যাদা অনুযায়ী সকলের জন্য বেতন-ভাতা নির্ধারণ করেন। কিন্তু আবূ বাকর (রা.) এ আশঙ্কা করেছিলেন যে, বেতন-ভাতা প্রদানের কারণে লোকজন অলস হয়ে পড়বে এবং তাদের কর্মস্পৃহা হ্রাস পাবে।

---

৩৫. বালাযুরী, *ফুতূহুল বুলদান*, খ.১,পৃ.১৫
৩৬. ইবনু 'আবদিল বারর, *আল-ইস্তি'আব*, খ.১,পৃ.১৯১
৩৭. ইবনু আছীর, *উসদুল গাবাহ*, খ.১, পৃ.৪২৪
৩৮. আবূ দাউদ, *আস-সুনান*, (কিতাবুয যাকাত), হা.নং:১৩৬৫
৩৯. আকবরাবাদী, *সিদ্দীকে আকবর*, পৃ. ৩৮০-১

তাই তিনি কোনো সুস্থ লোকের জন্য বেতন-ভাতা নির্ধারণ করেননি। যা কিছু আমদানী হতো, সাথে সাথেই তা সমানভাবে সকলের মধ্যে বন্টন করে দিতেন। এ কারণেই যখন 'উমার (রা.) সকল মুসলিমের জন্য বেতন-ভাতা নির্ধারণের ইচ্ছা প্রকাশ করেন, তখন আবূ সুফইয়ান ইবনু হারব (রা.) এর প্রতিবাদ করে বলেন, إِنَّكَ إِنْ فَرَضْتَ لِلنَّاسِ اتَّكَلُوا عَلَى الدِّيْوَانِ، وَتَرَكُوا التِّجَارَةَ. -"সমাজের সকল লোকের জন্য যদি আপনি বেতন-ভাতা নির্ধারণ করে দেন, তা হলে এর ওপর ভরসা করে তারা ব্যবসা-বাণিজ্য ছেড়ে দেবে।"[৪০]

---

৪০. বালাযুরী, *ফুতূহুল বুলদান,* খ.৩,পৃ.৫৬০

অধ্যায়-৮

বিদ্রোহ দমন ও ইসলাম ত্যাগের প্রবণতা রোধ

আবূ বাকর (রা.) এক কঠিন পরিস্থিতিতে খিলাফাতের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। মিথ্যা নুবুওয়াতের দাবিদারদের ফিতনা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর জীবদ্দশায়ই মাথাচাড়া দিয়ে ওঠেছিল। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর ওফাতের পর তারা আরো অধিক উৎসাহে মেতে ওঠে। তা ছাড়া আরবের জনগণ যদিও তাওহীদের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে মূর্তিপূজা ত্যাগ করেছিল; কিন্তু ইসলামের দীনী ঐক্য ও রাজনৈতিক শাসন-সংস্থার অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক সম্বন্ধে তাদের অনেকেই অবহিত ছিল না। আরববাসীগণ এমনিতেই ছিল স্বাধীনতাপ্রিয়; কোনো প্রকার সুসংগঠিত রাষ্ট্র-সরকারের অধীনতা স্বীকার করা ও মন-প্রাণ দিয়ে তার আনুগত্য করে যাওয়া তাদের ধাতসওয়া ছিল না। এ কারণে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর ওফাতের পর মুহূর্তেই আরবের বিভিন্ন গোত্র মাদীনার সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করতে শুরু করে। এ বিদ্রোহের আগুন মাক্কা, মাদীনা ও তা'য়িফ ছাড়া অবশিষ্ট সকল আরব গোত্রে তীব্র গতিতে ছড়িয়ে পড়ে। মাদীনায়ও মুনাফিকরা বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির পাঁয়তারা শুরু করে দেয়। তা ছাড়া মাদীনার নেতৃত্ব যে সকল ক্ষমতালিপ্সু গোত্রের মনঃপূত হয়নি, তারাও এবার ওঠে পড়ে লাগলো। একই সাথে এ খবরও পৌঁছতে লাগলো যে, মাদীনার ওপর সর্বদিক থেকে হামলা করার প্রস্তুতি চলছে। মোট কথা, তখন সংকটের এক পাহাড় যেন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর খালীফা আবূ বাকর (রা.)-এর সামনে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়েছিল। এতে তাঁর মনমস্তিষ্কের ওপর এমনই চাপ সৃষ্টি হয়েছিল যে, তিনি যদি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর তত্ত্বাবধানে ধৈর্য ও দৃঢ়তার শিক্ষা না পেতেন, তা হলে মুসলিমদের ধ্বংস প্রায় নিশ্চিতই ছিল। 'আবদুল্লাহ ইবনু মাস'উদ (রা.) বলেন,

لَقَدْ قُمْنَا بَعْدَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم مَقَاماً كِدْنَا نَهْلِكُ فِيهِ لَوْلَا أَنَّ اللهَ مَنَّ عَلَيْنَا بِأَبِي بَكْرٍ رضي الله عنه.

-"রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর ওফাতের পর আমরা এমন

এক কঠিন পরিস্থিতি সম্মুখীন হই যে, যদি আল্লাহ্ তা'আলা আবূ বাকর (রা.)-এর মাধ্যমে আমাদের ওপর করুণা না করতেন, তা হলে আমরা প্রায় ধ্বংসই হয়ে যেতাম।"[১]

'আয়িশা (রা.) বলেন,

لَمَّا قُبِضَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم ارْتَدَّتِ الْعَرَبُ قَاطِبَةً، وَأَشْرَأَبَّتِ النِّفَاقَ، وَاللهِ لَقَدْ نَزَلَ بِيْ مَا لَوْ نَزَلَ بَالْجِبَالَ الرَّاسِيَاتِ لَهَاضَهَا، وَصَارَ أَصْحَابَ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه سلم كَأَنَّهُمْ مِعْزَى مَطِيْرَةٌ فِي حُشٍّ فِي لَيْلَةٍ مَطِيْرَةٍ بِأَرْضٍ مَسْبَعَةٍ.

-"রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যখন মৃত্যুবরণ করলেন, তখন আরবরা ব্যাপকহারে ধর্মত্যাগ করতে লাগল এবং নিফাক মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। আল্লাহর কাসাম, এ সময় আমার পিতার ওপর এমন বিপদ আপতিত হয় যে, যদি তা কোনো সুদৃঢ় পর্বতশ্রেণীর ওপর নাযিল হতো, তা হলে সে পবর্তশ্রেণীও চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে যেতো। মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সাহাবীগণও শ্বাপদ সমাকীর্ণ ভূখণ্ডে বর্ষণস্নাত রাতে ঝোঁপের মধ্যে বৃষ্টিভেজা মেষের মতো আচরণ করেন।"[২]

এখানেই আবূ বাকর (রা.)-এর খিলাফাতের মহাকৃতিত্ব। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর ওফাতের পর তিনি অত্যন্ত সুকৌশলে ও দৃঢ়তার সাথে উদ্ভূত সকল সংকটের আশু প্রতিবিধান করেন এবং প্রতিবিপ্লবী শক্তিসমূহের উত্তোলিত মস্তকগুলো চূর্ণ করে ইসলামী রাষ্ট্রের অস্তিত্ব রক্ষা করেন। এ কারণেই অনেক ঐতিহাসিক তাঁকে 'ইসলামের ত্রাণকর্তা', আবার অনেকেই 'ইসলামের দ্বিতীয় প্রতিষ্ঠাতা' বলে আখ্যায়িত করেছেন। আবূ বাকর (রা.)-এর চরিত্রের একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য এই ছিল যে, তিনি কোনো বিপদেই সামান্যতমও ভীত হতেন না, চিন্তান্বিতও হতেন না; বরং অত্যন্ত দৃঢ়তা ও সাহসিকতার সাথে তার মুকাবিলা করতেন। একবার জনৈক ব্যক্তি তাঁকে জিজ্ঞেস করলো; আপনার ওপর এমন সকল বিপদ আপতিত হয়েছে, যেগুলো পাহাড়ের ওপর আপতিত হলে তা নিশ্চিত চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে যেতো, আর সমুদ্রের ওপর আপতিত হলে তা শুকিয়ে যেতো; কিন্তু আপনাকে কোনো বিপদেই দুর্বল হতে দেখলাম না। এর কারণ কী? আবূ বাকর (রা.) জবাব দেন,

---

১. বালাযুরী, *ফুতূহুল বুলদান*, পৃ.১১৩; ইবনুল আছীর, *আল-কামিল..*, খ.১, পৃ.৩৬৫

২. ইবনু কাছীর, *আল-বিদায়াতু ওয়ান নিহায়াতু*, খ.৬,পৃ.৩৩৬; ইবনুল 'আরাবী, *আল-'আওয়াসিম মিনাল কাওয়াসিম*, পৃ.৫৯

مَا دَخَلَنِي إِشْفَاقٌ مِنْ شَيْءٍ، وَلَا دَخَلَنِي فِي الدِّيْنِ وَحْشَةٌ إِلَى أَحَدٍ بَعْدَ لَيْلَةِ الْغَارِ فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم حِيْنَ رَأَى إِشْفَاقِي عَلَيْهِ وَعَلَى الدِّيْنِ قَالَ لِي: هَوِّنْ عَلَيْكَ؛ فَإِنَّ اللهَ قَدْ قَضَى لِهَذَا الْأَمْرِ بِالنَّصْرِ وَالتَّمَامِ.

-"ছাওরা গুহায় রাতযাপনের পর থেকে আমার অন্তরে দীনের ব্যাপারে কখনো কোনোরূপ ভয় বা আশঙ্কা অনুপ্রবেশ করেনি। কেননা ঐ রাতে যখন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমাকে তাঁর ও দীনের ব্যাপারে আশঙ্কা করতে দেখেন, তখন তিনি আমাকে বলেন, শান্ত হও, আল্লাহ তা'আলা এ দীনকে সাহায্য করার এবং একে পরিপূর্ণ করার ফায়সালা করে রেখেছেন।"[৩]

উসামা (রা.)-এর বাহিনীর যুদ্ধযাত্রা

ইতঃপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মৃত্যু-রোগের সময় শাম ও ফিলিস্তিনের রণোন্মত্ত লোকদের খবর জানতে পেরে উসামাহ ইবনু যায়িদ (রা.)-এর নেতৃত্বে রোমানদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে শাম অভিমুখে একটি বাহিনী প্রেরণ করেছিলেন। এ বাহিনী রওয়ানা হয়ে মাদীনা থেকে তিন মাইল দূরে জুরুফ নামক স্থানে অবস্থান গ্রহণ করে। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর অসুস্থতা সম্পর্কে উদ্বেগজনক খবর পেতে থাকায় তাঁরা সামনে অগ্রসন হননি। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর ওফাতের পর আবূ বাকর (রা.) খিলাফাতের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। তখন শুরুতেই তাঁর সামনে এ প্রশ্ন অত্যন্ত জটিল রূপে দেখা দেয় যে, প্রথমে 'আরবের মুরতাদদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে তাদেরকে দমন করা হবে, না কি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) অন্তিম মুহূর্তে যে উদ্দেশ্যে উসামা (রা.) বাহিনীকে শাম অভিমুখে প্রেরণ করেছিলেন, এখন সে উদ্দেশ্যে তাঁদেরকে প্রেরণ করা হবে? তখন চতুর্দিকে যে কঠিন অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল তাতে সাধারণভাবে সাহাবা কিরাম (রা.) ভীষণ চিন্তিত ও কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়েছিলেন। এ অবস্থায় আবূ বাকর (রা.) সাহাবা কিরামকে ডেকে পরামর্শ চাইলেন। তাঁরা সকলেই আপাতত এ বাহিনী প্রেরণ স্থগিত রাখার জন্য আবূ বাকর (রা.)-এর নিকট অনুরোধ করেন। তাঁরা তাঁকে উদ্দেশ্য করে বললেন,

---

৩. ইবনু 'আসাকির, *তারীখু দিমাশক*, খ.৩০, পৃ.২১৭; মুহাম্মাদ আল-'আছিমী, *আবূ বাকর আস-সিদ্দীক*, পৃ.৬৯

إنَّ هَؤُلَاءِ جُلُّ الْمُسْلِمِيْنَ، وَالْعَرَبُ عَلَى مَا تَرَى قَدْ انْتَقَضَتْ بِكَ، فَلَيْسَ يَنْبَغِي لَكَ أَنْ تُفَرِّقَ عَنْكَ جَمَاعَةَ الْمُسْلِمِيْنَ.

-"মোটামুটিভাবে ধরতে গেলে যারা আপনার সামনে রয়েছে তারাই মুসলিম। অপর দিকে 'আরবরা আপনার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ছে, যা আপনি দেখতে পাচ্ছেন। অতএব এ সময় মুসলিমদের বিভিন্ন দলে বিভক্ত করা ঠিক হবে না।"

কিন্তু যিনি স্বয়ং রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর খালীফা, সংকটের এ পাহাড় কি তাঁকে বিরত রাখতে পারে? তাঁর সামনে সর্বপ্রথম জরুরী যে দায়িত্ব ছিল তা হলো রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁর জীবনের শেষ মুহূর্তে যে অভিযান প্রেরণ করেছিলেন তা পূর্ণ করা এবং কোনোভাবেই তা অসম্পূর্ণ না রাখা। তাই সাহাবীগণের কথার উত্তরে আবূ বাকর (রা.) বলিষ্ঠ কণ্ঠে বলেন,

وَالَّذِى نَفْسُ أَبِى بَكْرٍ بِيَدِهِ، لَوْ ظَنَنْتُ أَنَّ السِّبَاعَ تَخْطَفُنِي لَأَنْفَذْتُ بَعْثَ أُسَامَةَ كَمَا أَمَرَ بِهِ رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- وَلَوْ لَمْ يَبْقَ فِي الْقُرَى غَيْرِى لَأَنْفَذْتُهُ.

-"ঐ পবিত্র সত্তার কাসাম যাঁর হাতে আবূ বাকরের জীবন, যদিও আমার মনে হয় যে হিংস্র প্রাণীগুলো আমাকে ছিঁড়ে ফেলবে, তবুও আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নির্দেশ মতো 'উসামা (রা.)-এর অভিযান কার্যকর করবোই। মাদীনার গ্রামগুলোতে যদি আমি ছাড়া অন্য কোনো লোকও না থাকে, তবুও আমি তাঁর সে অভিযান কার্যকর করবোই।"[৪]

অন্য একটি রিওয়ায়াতে রয়েছে, এ অবস্থায় আবূ বাকর (রা.) বলেন, مَا رَدَدْتُ جَيْشًا وَجَّهَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم.-"যে বাহিনী রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) প্রেরণ করেছেন, তা আমি ফিরাতে পারবো না।"[৫]

আবূ বাকর (রা.)-এর এ অনমনীয় মনোভাব জানতে পেরে সাহাবা কিরাম (রা.)-এর মধ্যে আর কেউ কোনো কথা বললেন না, সকলেই যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হতে লাগলেন। কিন্তু কোনো কোনো সাহাবীর মনে উসামা (রা.)-এর নেতৃত্ব সম্পর্কে কুণ্ঠাবোধ দেখা দেয়। একদিকে তাঁর পিতা যায়িদ ইবনু হারিছাহ (রা.) ছিলেন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর আযাদকৃত গোলাম। অপরদিকে তখন তাঁর বয়স ছিল মাত্র

---

৪. তাবারী, *তারীখুল উমাম ওয়াল মুলূক*, খ.২,পৃ.৪৬১; ইবনু কাছীর, *আল-বিদায়াতু ওয়ান নিহায়াতু*, খ.৬,পৃ.৩৩৫-৬

৫. সুয়ূতী, *জামি'উল আহাদীছ*, হা.নং:২৭৯৪০

আঠারো বা বিশ বছর। তা ছাড়া উসামা (রা.)ও দেখলেন, তাঁর বাহিনীতে বড় বড় সকল সাহাবীই রয়েছেন। তাই তিনি 'উমার (রা.)কে আবূ বাকর (রা.)-এর নিকট এ পয়গাম দিয়ে প্রেরণ করেন যে, যাত্রা এখন মুলতবী করা হোক। কেননা বড় বড় সকল সাহাবীই আমার সাথে রয়েছেন। আমার আশঙ্কা হচ্ছে যে, মুশরিকরা হামলা করে খালীফাকে এবং মুসলিমদেরকে কষ্ট দেবে। 'উমার (রা.) যখন এ পয়গাম নিয়ে আবূ বাকর (রা.)-এর নিকট রওয়ানা হন, তখন আনসারগণও একটি পয়গাম তাঁর মাধ্যমে খালীফার নিকট পাঠান। পয়গামটি ছিল এরূপ আপনি এ বাহিনীর অধিনায়ক এমন কোনো ব্যক্তিকে নির্ধারণ করুন, যিনি হবেন উসামা (রা.) থেকে বয়সে বড় এবং অভিজাত বংশের। 'উমার (রা.) সর্বপ্রথম উসামা (রা.)-এর পয়গামটি পৌঁছে দেন। আবূ বাকর (রা.) এ অনুরোধ শুনে বললেন, لَوْ خَطَفَتْنِي الْكِلَابُ وَالذِّئَابُ لَمْ أَرُدَّ قَضَاءً قَضَى بِهِ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم. -"যদি কুকুর ও নেকড়েগুলো আমাকে তুলে নিয়ে যায়, তবুও আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সিদ্ধান্তকে ফিরিয়ে দিতে পারবো না।" এরপর 'উমার (রা.) আনসারগণের পয়গাম পেশ করলেন, "যেহেতু এ বাহিনীতে অনেক প্রবীণ ও অভিজ্ঞ সাহাবী রয়েছেন, অপরদিকে উসামা (রা.) একজন যুবক মাত্র, তাই কোনো একজন অভিজ্ঞ বয়স্ক ব্যক্তি এ বাহিনীর নেতা নির্ধারণ করে দেয়া হোক।" আবূ বাকর (রা.) এ কথা শুনে অত্যন্ত ক্রোধান্বিত হলেন এবং বললেন,

ثَكِلَتْكَ أُمُّكَ وَعَدِمَتْكَ يَا ابْنَ الْخَطَّابِ! اسْتَعْمَلَهُ رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- وَتَأْمُرُنِي أَنْ أَنْزِعَهُ.

-"হে খাত্তাবের পুত্র, ধিক তোমাকে! স্বয়ং রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) উসামা (রা.)কে বাহিনীর অধিনায়ক নিযুক্ত করে গেছেন, অথচ তুমি বলছো যে, এখন আমি তাঁকে সে পদ থেকে অপসারণ করি।"

'উমার (রা.) এ জবাব শুনে অত্যন্ত লজ্জিত হয়ে ফিরে গেলেন এবং আনসারদের নিকট এসে বললেন, امْضُوا، ثَكِلَتْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ! مَا لَقِيتُ فِي سَبَبِكُمْ مِنْ خَلِيفَةِ رَسُولِ اللهِ. - "যাও, ধিক তোমাদেরকে! আজ তোমাদের কারণেই আমাকে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর খালীফা (রা.)-এর নিকট থেকে এ অপ্রিয় কথা শুনতে হলো।"[৬]

অবশেষে আবূ বাকর (রা.) রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর ওফাতের তৃতীয় দিনই এ মর্মে নির্দেশ জারি করেন যে, উসামা (রা.) বাহিনীতে যে সকল লোক অন্তর্ভুক্ত ছিলেন, তাঁরা যেন যুদ্ধ যাত্রার প্রস্তুতি গ্রহণ করেন এবং মাদীনার বাইরে

---

৬. তাবারী, *তারীখুল উমাম ওয়াল মুলূক,* খ.২,পৃ.৪৬২; ইবনু 'আসাকির, *তারীখু দিমাশক,* খ.২,পৃ.৫০

জুর্ফে গিয়ে দ্রুত সমবেত হন। এ সময় আবূ বাকর (রা.) সকলকে উদ্দেশ্য করে একটি দীর্ঘ প্রেরণাদায়ক ভাষণ দেন। এ ভাষণটি ঐতিহাসিক ইবনু কাছীর (রাহ.) *'আল-বিদায়াতু ওয়ান নিহায়াতু'*-এর মধ্যে বিশদভাবে উল্লেখ করেছেন।[৭] অতএব, এ নির্দেশের ভিত্তিতে তৎক্ষণাৎ সকলেই শাম অভিযানে অংশ গ্রহণের জন্য জুর্ফ অভিমুখে রওয়ানা হন। আর আবূ বাকর (রা.) নিজেও উটের ওপর আরোহন করে তাঁদের বিদায় জানানোর উদ্দেশ্যে জুর্ফের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। অবশেষে উসামা (রা.) রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর ওফাতের ১৯দিন পর এক হাজার অশ্বারোহীসহ আনসার ও মুহাজিরগণের তিন হাজার সৈন্যের এক বাহিনী নিয়ে শামের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হন। এ সময় উসামা (রা.) ঘোড়ার ওপর আরোহন করে অগ্রসর হচ্ছিলেন, আর আবূ বাকর (রা.) তাঁর সাথে পায়ে হেঁটে চলতে থাকেন। এ সময় তাঁর সওয়ারীটি 'আবদুর রাহমান ইবনু 'আওফ (রা.) রশি ধরে টেনে নিয়ে যাচ্ছিলেন। উসামা (রা.) তখন ঘোড়ার ওপর থেকে আবেদন করলেন, يَا خَلِيْفَةَ رَسُوْلِ اللهِ، وَاللهِ لَتَرْكَبَنَّ أَوْ لَأَنْزِلَنَّ. -" হে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর খালীফা, আল্লাহর দোহাই! হয়তো আপনিও ঘোড়ার ওপর আরোহন করুন, নয়তো আমি নেমে পড়ি।" আবূ বাকর (রা.) বলেন,

> وَاللهِ، لَا تَنْزِلْ، وَوَاللهِ لَا أَرْكَبُ! وَمَا عَلَيَّ أَنْ أُغَبِّرَ قَدَمَيَّ فِي سَبِيْلِ اللهِ سَاعَةً، فَإِنَّ لِلْغَازِي بِكُلِّ خُطْوَةٍ يَخْطُوهَا سَبْعَمِائَةِ حَسَنَةٍ تُكْتَبُ لَهُ، وَسَبْعَمِائَةِ دَرَجَةٍ تُرْفَعُ لَهُ، وَتُرْفَعُ عَنْهُ سَبْعُمِائَةُ خَطِيْئَةٍ حَتَّى إِذَا انْتَهَى.
>
> -"আল্লাহর কাসাম, তুমি অবতরণ করো না এবং আমিও কখনো আরোহন করবো না। আল্লাহর পথে কিছু সময়ের জন্য আমার পা না হয় ধুলায় ধুসরিত হচ্ছে, তাতে কি হয়েছে! যোদ্ধাদের প্রতিটি পদক্ষেপের পরিবর্তে সাতশ' ছাওয়াব লিপিবদ্ধ করা হয়ে থাকে, সাত শ' মর্যাদার স্তর উন্নীত করা হয় এবং সাত শ' পাপ মোচন করে দেয়া হয়।"

অতঃপর তিনি উসামা (রা.)কে বললেন, তুমি যদি অসুবিধা মনে না কর, তা হলে শাসনকার্য পরিচালনায় সাহায্য করার জন্য 'উমার (রা.)কে আমার কাছে ছেড়ে যাও। আমার তাঁর পরামর্শের প্রয়োজন আছে। উসামা (রা.) সন্তুষ্টচিত্তে সম্মত হলেন।[৮] এ সময় আবূ বাকর (রা.) বাহিনীকে থামিয়ে অত্যন্ত মূল্যবান দশটি অসিয়্যাত প্রদান করলেন। তিনি বলেন,

---

৭. দেখুন, *আল-বিদায়াতু ওয়ান নিহায়াতু*, খ.৬,পৃ.৩৩৪-৫

৮. তাবারী, *তারীখুল উমাম ওয়াল মুলূক*, খ.২,পৃ.৪৬২; ইবনু 'আসাকির, *তারীখু দিমাশক*, খ.২,পৃ.৫০

يا أيها الناس، قفوا أوصكم بعشر، فاحفظوها عني، ولا تخونوا، ولا تغلوا، ولا تغدروا، ولا تمثلوا، ولا تقتلوا طفلا صغيرا، ولا شيخا كبيرا، ولا امرأة، ولا تعقروا نخلا، ولا تحرقوه، ولا تقطعوا شجرة مثمرة، ولا تذبحوا شاة ولا بقرة ولا بعيرا إلا لمأكلة، وسوف تمرون بأقوام قد فرغوا أنفسهم في الصوامع فدعوهم وما فرغوا أنفسهم له، وسوف تقدمون على قوم يأتونكم بآنية فيها ألوان الطعام فإذا أكلتم منها شيئا بعد شئ فاذكروا اسم الله عليها، وتلقون أقواما قد فحصوا أوساط رؤسهم وتركوا حولها مثل العصائب فاخفقوهم بالسيف خفقا، اندفعوا باسم الله، أقناكم الله بالطعن والطاعون.

-"হে লোক সকল, তোমরা একটু থামো। আমি তোমাদেরকে দশটি অসিয়্যাত করবো। তোমরা এগুলো স্মরণ রাখবে। ১. বিশ্বাসঘাতকতা করবে না এবং গানীমাতের মালে খিয়ানাত করবে না। ২. প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করবে না। ৩. শত্রুদের হাত পা কেটে বিকৃত করবে না। ৪. শিশু, বৃদ্ধ ও মহিলাদেরকে হত্যা করবে না। ৫. কোনো খেজুর বৃক্ষ উপড়ে ফেলবে না এবং জ্বালাবেও না। ৬. কোনো ফলের বৃক্ষ কর্তন করবে না। ৭. কোনো বকরী, গাভী ও উট খাবার প্রয়োজন ছাড়া যাব্‌হ করবে না। ৮. যাত্রাপথে তোমাদের সাথে এরূপ লোকের সাক্ষাত হবে, যারা তাদের জীবনকে 'ইবাদাতখানার মধ্যে উৎসর্গ করে দিয়েছে, তাদেরকে তাদের অবস্থার ওপর ছেড়ে দেবে। ৯. এরূপ লোকের সাথেও তোমাদের সাক্ষাত হবে, যারা তোমাদের জন্য বিভিন্ন খাবার নিয়ে আসবে, যখন তোমরা ঐ খাবার খাবে, তখন অবশ্যই আল্লাহর নাম উচ্চারণ করবে। ১০. এরূপ লোকের সাথেও তোমাদের সাক্ষাত হবে, যারা নিজেদের মাথার মধ্যাংশকে পাখির বাসার ন্যায় পরিণত করে এবং তার চতুষ্পার্শ্বে পাগড়ির মতো কাপড় ফেলে রাখে, তাদেরকে তোমরা তরবারি দিয়ে আঘাত করবে। যাও, আল্লাহর নামে অগ্রসর হও। আল্লাহ তোমাদেরকে শত্রুদের বর্শা ও মহামারী থেকে রক্ষা করুন!"[৯]

এরপর বাহিনী রওয়ানা হয়ে গেলো। আর আবূ বাকর (রা.) 'উমার (রা.)কে নিয়ে মাদীনায় ফিরে এলেন।

---

৯. তাবারী, *তারীখুল উমাম ওয়াল মুলূক*, খ.২,পৃ.৪৬৩; ইবনু 'আসাকির, *তারীখু দিমাশক*, খ.২,পৃ.৫০

উল্লেখ্য, আবূ বাকর (রা.)-এর এ সংক্ষিপ্ত অসিয়্যাতের মধ্যে ইসলামের যুদ্ধনীতির একটি উজ্জ্বল বিবরণ ফুটে ওঠেছে। আমরা দশম অধ্যায়ে আবূ বাকর (রা.)-এর যুদ্ধনীতি সংক্রান্ত আলোচনা প্রসঙ্গে এ বিষয়ে বিশদ আলোচনা করবো, ইনশা' আল্লাহ।

এখানে একটি চমকপ্রদ বিষয় হলো, সাহাবীগণ (রা.) প্রায় সকলেই যখন উসামাবাহিনী প্রেরণের ব্যাপারে আবূ বাকর (রা.)-এর বিরোধিতা করছিলেন, তখন তিনি সকলের যুক্তি অগ্রাহ্য করে তাঁদের এ কথা বুঝালেন যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সিদ্ধান্তের বিপরীতে তোমাদের যে কোনো যুক্তি ও ব্যাখ্যা কোনোক্রমেই গ্রহণযোগ্য হতে পারে না; বরং সর্বক্ষেত্রে তাঁর সিদ্ধান্তই সর্বাপেক্ষা অগ্রগণ্য এবং তা যে কোনো পরিস্থিতিতেই যথাযথরূপে কার্যকর করতে হবে। অবশেষে সকলেই তাঁর মত গ্রহণ করে নেন। এ থেকে জানা যায় যে, সর্বক্ষেত্রে সংখ্যাগুরুর মত, ইজতিহাদ ও গবেষণা সঠিক হবে এরূপ কোনো কথা নেই; বরং কোনো কোনো ক্ষেত্রে সংখ্যালঘুর মত ও ইজতিহাদও সঠিক হতে পারে।[১০] তা ছাড়া যখনই সত্য উদ্ভাসিত হবে, তখন সাথে সাথেই তা অকপটে মেনে নেয়া ঈমানের একান্ত দাবি। এ সময় সত্যকে গ্রহণ করে নিতে গড়িমসি করা কিংবা নিজের অভিমতের পক্ষে অযথা যুক্তি প্রদর্শনের চেষ্টা করা মোটেই সমীচীন নয়।

বলাই বাহুল্য যে, ইসলাম প্রতিষ্ঠার আন্দোলন ব্যক্তিবিশেষের ওপর নির্ভরশীল নয়; এটা নিত্য চলমান প্রক্রিয়া। আবূ বাকর (রা.) তাঁর কথা ও কাজের মাধ্যমে এটা বুঝাতে চেয়েছেন যে, ইসলাম প্রতিষ্ঠার আন্দোলন কারো মৃত্যু বা বিপদের কারণে অতীতে কখনো বন্ধ ছিল না এবং ভবিষ্যতেও কখনো বন্ধ হবে না; এমনকি শ্রেষ্ঠতম মানব ও নাবীগণের সর্দার মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর মৃত্যুতেও এ ধারা এক মুহূর্তের জন্যও স্তিমিত হতে পারে না। এ কারণে তাঁর মৃত্যুর অব্যবহিত পর আবূ বাকর (রা.) সকলের বিরোধিতা সত্ত্বেও সর্বাগ্রে উসামাবাহিনীকে অতি দ্রুত শামসীমান্তে প্রেরণ করেন এবং উসামা (রা.)কে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নির্দেশনাসমূহ যথাযথভাবে কার্যকর করতে নির্দেশ দেন। ইতঃপূর্বে আমরা লক্ষ্য করেছি, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর ওফাতের পর এবং তাঁর খালীফা নির্বাচিত হবার পর প্রদত্ত ভাষণগুলোতে তিনি সকলকেই নিরবচ্ছিন্নভাবে দীন প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে রত থাকার জন্য অনুপ্রাণিত করেন এবং এ ব্যাপারে নিজের অবস্থান সুদৃঢ়ভাবে তুলে ধরেন।

---

১০. ইবনু হাজার, *ফাতহুল বারী*, খ.২,পৃ.১৬৫

উসামা বাহিনী প্রেরণের উদ্দেশ্য ও গুরুত্ব

হি. ৭ম সনে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হারিছ ইবনু 'উমাইর আল-আযদী (রা.)কে এক চিঠিসহ বুসরার গভর্নরের কাছে প্রেরণ করেন। রোমের কাইসারের গভর্ণর শুরাহবীল ইবনু 'আমর আল-গাসসানী সে সময় আরব-শাম সীমান্তের বালকা' এলাকায় নিযুক্ত ছিল। এ দুর্বৃত্ত দূত হারিছ (রা.)কে গ্রেফতার এবং শক্তভাবে বেঁধে হত্যা করে।[১১] উল্লেখ্য, তখনকার সমাজ ব্যবস্থায়ও দূতদের হত্যা করা গুরুতর অপরাধ ছিল। এটা প্রকারান্তরে যুদ্ধ ঘোষণার শামিল, এমনকি এর চেয়েও গুরুতর মনে করা হতো। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) দূত হত্যার খবর শুনে খুবই মর্মাহত হন। তিনি হিজরী ৮ম সনে এ হত্যার প্রতিশোধ গ্রহণের উদ্দেশ্যে যায়িদ ইবনু হারিছাহ (রা.)-এর নেতৃত্বে তিন হাজার মুজাহিদের একটি বাহিনী ঐ এলাকায় প্রেরণ করেন। কিন্তু এ বাহিনী মারাত্মক ক্ষতির সম্মুখীন হয়। যায়িদ ইবনু হারিছাহ (রা.) এবং তাঁর স্থলাভিষিক্ত জা'ফার ইবনু আবী তালিব ও 'আবদুল্লাহ ইবনু রাওয়াহা (রা.) একের পর এক ঐ যুদ্ধে শাহাদাত বরণ করেন। পরে অবশ্য খালিদ ইবনুল ওয়ালীদ (রা.) অত্যন্ত দক্ষতার সাথে মুসলিম বাহিনীকে নিরাপদে মাদীনায় ফিরিয়ে নিয়ে আসতে সক্ষম হন। মুসলিম বাহিনীর এ পরাজয়ে আরব ও শামের সীমান্ত এলাকার নেতৃস্থানীয় খ্রিস্টান গোত্রসমূহের দুঃসাহস এমনভাবে বৃদ্ধি পায় যে, তারা মাদীনা পর্যন্ত আক্রমণের স্বপ্ন দেখতে থাকে। এমনকি মাদীনায় তাদের আক্রমণের আশঙ্কা এরূপ সাধারণ ব্যাপারে পরিণত হয়েছিল যে, একদিন 'ইতবান ইবনু মালিক (রা.) 'উমার (রা.)-এর নিকট হঠাৎ এসে বলেন, সর্বনাশ হয়ে গেছে! তখন 'উমার (রা.) আতঙ্কিত হয়ে জিজ্ঞেস করেন, কী বল! খ্রিস্টান বাহিনী কি এসে গেছে? স্বয়ং রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাবূক যুদ্ধের উদ্দেশ্যে যে বাহিনী নিয়ে গিয়েছিলেন তার পেছনেও উদ্দেশ্য ছিল শাম এলাকার রোমান বাহিনীকে দমন করা, বিশেষ করে যায়িদ ইবনু হারিছাহ (রা.) ও অন্যান্যদের হত্যার প্রতিশোধ গ্রহণ করা। কিন্তু অবস্থা এতোই প্রতিকূল হয়ে পড়েছিল যে, তিনি তাবূক থেকেই ফিরে আসেন। মোট কথা, তখন ঐ সকল গোত্রের ক্ষমতা ও দম্ভ খর্ব করার প্রয়োজন ছিল। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এটা উপলব্ধি করেছিলেন যে, এতে যতই বিলম্ব হবে, ততই ঐ সমস্ত গোত্রের সাহস বেড়ে যাবে। তাই তিনি শত প্রতিকূলতা সত্ত্বেও যায়িদ (রা.)-এর যুবক পুত্র উসামা (রা.)-এর নেতৃত্বে একটি বাহিনী প্রেরণ করেছিলেন।

উসামাবাহিনী প্রেরণের গুরুত্ব এবং এর পেছনে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি

---

১১. ইবনু সাইয়িদিন নাস, *'উয়ূনুল আছার*, খ.২,পৃ.১৬৫

ওয়া সাল্লাম)-এর যে উদ্দেশ্য ছিল আবূ বাকর (রা.) সে সম্পর্কে পরিপূর্ণভাবে পরিজ্ঞাত ছিলেন। এ কারণে তিনি যখন ঐ বাহিনীকে বিদায় দেন, তখন অন্যান্য কথার সাথে বাহিনী প্রধানকে এ কথাও স্মরণ করিয়ে দেন যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তোমাকে যে নির্দেশ দিয়েছেন হুবহু তা-ই পালন করবে। দেখো, এর মধ্যে যেন বিন্দুমাত্র ত্রুটি না হয়।[১২]

স্মর্তব্য যে, এ ক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নির্দেশ ছিল যে, أن يوطىء الخيل تخوم البلقاء والداروم من أرض فلسطين.-"ফিলিস্তিন ভূখণ্ডে বালকা' ও দারূম নামে যে অঞ্চল রয়েছে, মুসলিম অশ্বারোহী বাহিনী সেগুলোকে পর্যদুস্ত করবে।"[১৩] অন্য একটি রিওয়ায়াতে রয়েছে, أن يوطئ من آبل الزيت من مشارف الشام الأرض بالأردن.-"জর্দানের অন্তর্গত ভূখণ্ড, যা শামের উঁচুভূমির আবিলুয যায়ত এলাকায় অবস্থিত তা পদদলিত করবে।"[১৪]

ঐতিহাসিক ডব্লিউ. টি. মন্টেগোমারি বলেন, "ইসলামের নবী এ বিষয়টি অনুধাবন করেছিলেন যে, যতক্ষণ পর্যন্ত শামের দিকে সেনাবাহিনী প্রেরণ করা না হবে, ততক্ষণ পর্যন্ত আরব গোত্র পরিপূর্ণ নিরাপদে থাকতে পারবে না। আবূ বাকর (রা.) এ বিষয়টির রাজনৈতিক গুরুত্ব সম্পর্কে পরিজ্ঞাত ছিলেন। তাই এর কঠোর বিরোধিতা সত্ত্বেও তিনি উসামা (রা.)-এর নেতৃত্বে শাম অভিমুখে বিরাট সেনাবাহিনী প্রেরণ করেন।"[১৫]

যুদ্ধ ও তার ফলাফল

উসামাবাহিনী জুর্ফ থেকে রওয়ানা হয়ে মাদীনার উত্তর দিকে যেখানে কাদা'আহ গোত্র বাস করতো সেখানে পৌঁছে। সেখান থেকে রওয়ানা হয়ে যখন তারা ওয়াদিউল কুরা নামক স্থানে পৌঁছে, তখন উসামা (রা.) আগেভাগে বানূ 'উযরাহ এর দু'জন ব্যক্তিকে গুপ্তচর রূপে প্রেরণ করেন। তাঁরা অবস্থা লক্ষ্য করতে করতে ওয়াদিউল কুরা থেকে দু দিনের দূরত্বে আবনা নামক স্থানে গিয়ে পৌঁছেন। ইতোমধ্যে উসামা (রা.)ও বাহিনীসহ সেখানে পৌঁছে যান। গুপ্তচরগণ অবস্থা সন্তোষজনক বলে উসামাকে অবহিত করেন। এ সময় তিনি বাহিনীকে উদ্দেশ্য করে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভাষণ প্রদান করেন-

اجْعَلُوهَا غَارَةً، وَلاَ تُمْعِنُوا فِى الطَّلَبِ، وَلَا تَفْتَرِقُوا، وَاجْتَمِعُوا، واخْفُوا

---

১২. আকবরাবাদী, *সিদ্দীকে আকবর রা.*, পৃ.১৩১
১৩. ইবনুল আছীর, *আল-কামিল..*, খ.১,পৃ.৩৫৫
১৪. তাবারী, *তারীখুর রুসুল ওয়াল মুলূক*, খ.২,পৃ.১০৮
১৫. *ইসলামী বিশ্বকোষ*, খ.১,পৃ.১১০

الصَّوْت، وَاذْكُرُوا اسْمَ اللهِ فِي أَنْفُسِكُمْ، وَجَرِّدُوا سُيُوفَكُمْ، وَضَعُوهَا فِيْمَنْ أَشْرَفَ لَكُمْ.

-"হে ইসলামের মুজাহিদগণ, আক্রমণের জন্য তৈরি হয়ে যাও। শত্রুরা যদি পলায়ন করে, তবে তাদের পশ্চাদ্ধাবন করবে না। সকলেই ঐক্যবদ্ধ থাকবে। আস্তে কথা বলবে। আল্লাহকে অন্তরে স্মরণ রাখবে। যখন তরবারি খাপ থেকে বের করবে, তখন যে শত্রুরা তোমাদেরকে ধ্বংস করার জন্য তরবারি ওঠাবে, তাদেরকে পরাভূত না করা পর্যন্ত ঐ তরবারি খাপের মধ্যে পুনরায় ঢুকাবে না।"[১৬]

এ ভাষণের পর আক্রমণ শুরু হয়। শত্রুরা মুকাবিলা করতে সাহস করেনি। তাই সহজেই মুসলিমদের বিজয় ঘোষিত হয় এবং বিপুল পরিমাণে গানীমাতের মাল তাঁদের হস্তগত হয়। আক্রমণের সময় উসামা (রা.) 'সাবহাহ' নামক একটি ঘোড়ার ওপর সওয়ার ছিলেন। এর ওপর তাঁর পিতা যায়িদ ইবনু হারিছাহ (রা.) শাহাদাত বরণ করেছিলেন। স্থানীয় লোকদের বর্ণনার আলোকে যায়িদ (রা.)-এর হত্যাকারীকে পাকড়াও করে উসামা (রা.)-এর সামনে আনা হয় এবং তাঁর নির্দেশেই তার শিরশ্ছেদ করা হয়। এভাবে মূতা যুদ্ধের প্রতিশোধ গ্রহণ করা হয়েছিল। আবনা নামক স্থানে একদিন অবস্থান করে উসামা (রা.) বাহিনীর লোকদের মধ্যে শারী'আতের নির্দেশ অনুযায়ী গানীমাতের সম্পদ বন্টন করে দেন এবং পরদিন সেখান থেকে রওয়ানা হয়ে ওয়াদিউল কুরা হয়ে নিরাপদে মাদীনায় উপনীত হন।[১৭] এ পূর্ণাঙ্গ যুদ্ধে একজন মুসলিমেরও প্রাণহানি ঘটেনি। উসামা (রা.) ওয়াদিউল কুরা পৌঁছে যুদ্ধের সাফল্য ও নিজের প্রত্যাবর্তনের সংবাদ খালীফার দরবারে প্রেরণ করেন। এ সংবাদে মাদীনায় আনন্দের ঢেউ বয়ে যায়। যখন উসামার বাহিনী মাদীনার কাছে চলে আসে, তখন আবূ বাকর (রা.) তাঁদের অভ্যর্থনা জানানোর উদ্দেশ্যে আনসার ও মুহাজিরদের মধ্য থেকে প্রধান প্রধান সাহাবীকে নিয়ে শহরের বাইরে বহু দূরে অগ্রসর হয়ে যান এবং মহিলারাও তাঁদের সম্বর্ধনার জন্য শহরের

---

১৬. ইবনু আসাকির, *তারীখু দিমাশক*, খ.২, পৃ.৫৯

১৭. ইবনু আসাকির, *তারীখু দিমাশক*, খ.২, পৃ.৫৯
সাধারণভাবে অনেক ঐতিহাসিক লিখেছেন যে, চল্লিশ দিনের মধ্যেই এ বাহিনী মাদীনায় ফিরে আসে। আবার কেউ কেউ পঁয়ত্রিশ দিনের কথাও বলেছেন। তবে এ মতগুলো বাস্তব সম্মত নয়; বরং এ বাহিনীর গমন, অবস্থান ও প্রত্যাবর্তন মিলে মোট সত্তর দিন সময় ব্যয় হয়। ঐতিহাসিক ইবনু কাছীর (রাহ.) এরূপ একটি রিওয়ায়াত বর্ণনা করেছেন। (ইবনু কাছীর, *আল-বিদায়াতু ওয়ান নিহায়াতু*, খ.৬,পৃ.৩৩৫) ঐতিহাসিক তাবারী (রাহ.) বলেন, "উসামা (রা.) চল্লিশ দিনের মধ্যেই তাঁর মিশন শেষ করেন। তবে তাঁদের অবস্থান ও প্রত্যাবর্তনের দিন ছিল এ চল্লিশ দিনের বাইরে।" (তাবারী, *তারীখুল উমাম ওয়াল মুলূক*, খ.২, পৃ.৪৬৩)

উপকণ্ঠে দাঁড়িয়ে থাকেন। উসামা (রা.) তাঁর পিতার ঘোড়ায় আরোহন করে অতি মর্যাদার সাথে মাদীনায় প্রবেশ করেন এবং তাঁর সামনে বুরাইদাহ (রা.) পতাকা[১৮] উত্তোলন করে অগ্রসর হয়েছিলেন। এরপর উসামা (রা.) সর্বপ্রথম মাসজিদে নাবাবীতে প্রবেশ করে দু রাক'আত সালাতুশ শোকর আদায় করেন।[১৯]

এ দৃশ্য সবাইকে আত্মহারা করে ফেলে। আর কে বলতে পারে, ঐ সময় নিজ হাতে প্রাণপ্রিয় নেতার সর্বশেষ বাসনা পরিপূর্ণ হতে দেখে স্বয়ং আবূ বাকর (রা.)-এর অন্তরে কী ভাবের সৃষ্টি হয়েছিল? আনন্দের আতিশয্যে আবূ হুরাইরা (রা.)-এর এ অবস্থা হয়েছিল যে, তিনি তিনবার এ কথা বললেন, وَالَّذِيْ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَوْلَا أَنَّ أَبَا بَكْرٍ اسْتُخْلِفَ مَا عُبِدَ اللهُ. -"সে যাতের কাসাম যিনি ব্যতীত কোনো ইলাহ নেই, যদি আবূ বাকর (রা.) খালীফা না হতেন, তা হলে আল্লাহর 'ইবাদাত হতো না।"[২০]

শুরুতে এ বাহিনীর যুদ্ধযাত্রা বাহ্যত অতি ভয়াবহ মনে হয়েছিল; কিন্তু তার ফলাফল রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে ইসলাম ও মুসলিমদের জন্য খুবই ফলপ্রসূ প্রমাণিত হয়। কোনো কোনো ঐতিহাসিক এ অভিযানের সমালোচনাও করেছেন। খ্রিস্টান লেখকগণ একে একটি নিছক লুণ্ঠনমূলক আক্রমণ বলে অভিহিত করেন। তাঁদের মতে, এ অভিযান দ্বারা কোনোই গুরুতর উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়নি; বরং ক্ষতিই হয়েছে। মাদীনাকে সংকটের মুখে ফেলে রেখে রাষ্ট্রের প্রধান কেন্দ্রীয় সেনাবাহিনীকে বাইরে যেতে দেওয়া খালীফার সমীচীন হয়নি। বরং এ সেনাবাহিনীকে মাদীনায় প্রয়োজন অনুসারে এর এক অংশ উপদ্রুত অঞ্চলসমূহে প্রেরণ করলে কেউই আর মাদীনা আক্রমণের স্বপ্ন দেখতো না, ইয়াহুদী ও খ্রিস্টানরাও ষড়যন্ত্র পাকাতে পারতো না। সুসজ্জিত কেন্দ্রীয় সৈন্যবাহিনীর অনুপস্থিতি বিভিন্ন গোত্রের মনে বিদ্রোহের প্রেরণা যুগিয়েছে। এভাবে তাঁরা অনেক অভিযোগই করেছেন। কিন্তু এ হলো এক দিক বিবেচনা মাত্র। হয়তো এ সব অভিযোগের মূলে কিছুটা সত্য ছিল; কিন্তু অন্য দিক বিবেচনা করলে এ অভিযানের প্রয়োজন ও সার্থকতা অস্বীকার করা যায় না। এ অভিযান যদি প্রেরণ করা না হতো, তা হলে কী অবস্থা দাঁড়াতো সে কথাও বিবেচনায় আনা দরকার। শাম-সীমান্তের উপজাতির মধ্যে পূর্ব

---

১৮. এটা ছিল ঐ পতাকা, যা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁর ওফাতের কয়েকদিন পূর্বে উসামা (রা.)কে প্রদান করেছিলেন, আর উসামা-বাহিনী প্রেরণের বিরোধিতাকারীদের উত্তর দিয়ে এই পতাকা সম্পর্কে আবূ বাকর (রা.) বলেছিলেন, وَلَا حَلَلْتُ لِوَاءً عَقَدَهُ. -"যে পতাকা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নিজ হাতে বেঁধেছেন, তা আমি খুলতে পারবো না।"(সুয়ূতী, *জামি'উল আহাদীছ*, হা.নং: ২৭৯৪০)

১৯. ইবনু আসাকির, *তারীখু দিমাশক*, খ.২, পৃ.৬০

২০. ইবনু আসাকির, *তারীখু দিমাশক*, খ.২, পৃ.৬০; সুয়ূতী, *জামি'উল আহাদীছ*, হা.নং: ২৭৯৪০; 'আলাউদ্দীন, *কানযুল 'উম্মাল*, হা.নং: ১৪০৬৬

থেকে বিদ্রোহভাব প্রকাশ পেয়েছিল। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর ওফাতের সাথে সাথে এ মনোভাব আরো পরিপুষ্ট হয়ে ওঠে। ওদিকে রোমানরাও এ সুযোগে মাদীনা আক্রমণের জন্য আয়োজন করতে থাকে। ঠিক এ অবস্থায় উসামাবাহিনী সে অঞ্চলে অভিযান চালালো। এতো বড় সুসজ্জিত আরব বাহিনী দেখে শামের সীমান্তের যে সকল আরব গোত্র বিদ্রোহ করার জন্য প্রস্তুত হয়েছিল, তারা সম্পূর্ণ আশাহত হয়ে পড়ে। তাদের অন্তরে এ বিশ্বাস সৃষ্টি হয় যে, যদি মাদীনায় ঐক্য অত্যন্ত দৃঢ় না হতো এবং মুসলিমগণ দুর্ধর্ষ না হতেন, তা হলে এ অবস্থায় মাদীনা থেকে এতো দূরে তাঁরা সেনাবাহিনী প্রেরণ করতেন না। ফলে বিদ্রোহীদের অনেকেই মুসলিম শক্তির বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণের সংকল্প পরিত্যাগ করে এবং পুনরায় মুসলিমদের বশ্যতা স্বীকার করে নেয়।[২১] রোমানরাও মনে করলো যে, শক্তির প্রাচুর্য না থাকলে আবূ বাকর (রা.) খালীফা হবার পর পরই এতো বড় বাহিনী বাইরে পাঠাতে পারতেন না। এ সময় রোম সম্রাট হিরাক্লিয়াসের ওপর এর এরূপ প্রভাব পড়ে যে, তিনি রাজ্যের বড় বড় পাদ্রীকে একত্রিত করে বলেন,

هذا الذي حذرتكم، فأبيتم أن تقبلوه مني، قد صارت العرب تأتي من مسيرة شهر، فتغير عليكم ثم تخرج من ساعتها ولم تكلم.

-"দেখুন, এরা ঐ সমস্ত লোক যাদের সম্পর্কে আমি আপনাদের সতর্ক করেছিলাম; কিন্তু আপনারা তা মানেননি। আপনারা এ আরবদের সাহসিকতা ও বীরত্ব দেখলেন তো, এক মাসের দূরত্ব থেকে এসে এরা আপনাদের ওপর আক্রমণ করে আবার নিরাপদে ফিরে যাচ্ছে।"[২২]

অন্য একটি রিওয়ায়াতে রয়েছে, রোম সম্রাট হিরাক্লিয়াসের নিকট রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর মৃত্যু সংবাদ এবং তার ভূখণ্ডে উসামাবাহিনীর আক্রমণ করার খবর এক সাথেই পৌঁছেছিল। এ খবর পেয়ে তিনি বললেন, مَا بَالُ هَؤُلَاءِ يَمُوتُ صَاحِبُهُمْ وَأَنْ أَغَارُوا عَلَى أَرْضِنَا! -"এদের অবস্থা কী অদ্ভুত! তাঁদের নেতা মৃত্যুবরণ করেছেন, অথচ তাঁরা আমাদের ভূখণ্ডে আক্রমণ করলেন।"[২৩]

উসামা (রা.)-এর নেতৃত্ব ও নতুন ইতিহাসের সূচনা

উসামা (রা.)-এর ওপর সেনাদলের নেতৃত্বভার দান করার মূলে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর মনে যে একটা আদর্শের স্বপ্ন জেগেছিল, তাতে

---

২১. ইবনুল আছীর, *আল-কামিল*, খ.১,পৃ.৩৬২

২২. ইবনু আসাকির, *তারীখু দিমাশক*, খ.২, পৃ.৫৯

২৩. যাহাবী, *সিয়ারু আ'লামিন নুবালা'*, খ.২,পৃ.৫০৩

কোনো সন্দেহ নেই। তাঁর ওফাতের পর তাঁর সে স্বপ্নকে তাঁর খালীফা ষোলকলায় পূর্ণ করেন। 'উসামা (রা.) একে তো বয়সে তরুণ, এর ওপর একজন ক্রীতদাসের পুত্র। এ কারণে অনেক সাহাবীই তাঁর নেতৃত্বে যুদ্ধে গমন করতেও আপত্তি জানিয়েছিলেন। কিন্তু রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এবং তাঁর খালীফা আপত্তিকারীদের কোনো যুক্তিই গ্রহণ করেননি।

বস্তুত সে যুগে রোম ও পারস্যে সাধারণ মানুষ সর্বপ্রকারের মানব অধিকার থেকে বঞ্চিত ছিল। শাসক সম্প্রদায় ও ধর্মযাজকগণের উৎপীড়নে প্রজাসাধারণ অতিষ্ঠ ছিল। অন্যান্য সামাজিক অবিচার ও অনাচারও খ্রিস্টান ও পারসিক জাতিকে দিশেহারা করে তুলেছিল। কোন্ পথে তাদের মুক্তি আসবে সাধারণ মানুষ তা-ই চিন্তা করতো। ঠিক এ অবস্থায় রোমানগণ যখন আরব সেনাদলের আচরণ ও রীতিনীতি লক্ষ্য করলো, তখন তাদের মনে প্রতিক্রিয়া দেখা দিল। ইসলামের সাম্য, ভ্রাতৃত্ব ও মানবতাবোধ সকলে প্রত্যক্ষ করে অবাক হয়ে গেল। একজন ক্রীতদাস এদের সেনাপতি, সবাই এরা ভাই ভাই, এক সাথে ওঠে-বসে, এক সাথে খায়, এক সাথে নামায পড়ে, এমন সুন্দর ধর্ম ইসলাম, এ ধর্মেই তো রয়েছে বিশ্ব মানুষের মুক্তি ও কল্যাণ। এ ধরনের মুসলিমদের সাথে যুদ্ধ করে লাভ কী? এরাই তো আমাদের মুক্তিদাতা। এদের হাতে আত্মসমর্পণ করাই তো উচিত এরূপ মনোভাবই শত্রুসৈন্যদের অন্তরে জেগে ওঠলো। জনসাধারণের মন থেকেও প্রতিরোধের ভাব শিথিল হয়ে পড়লো। রোম ও পারস্য সাম্রাজ্য ধনবলে ও জনবলে এতো অধিক শক্তিশালী হওয়া সত্ত্বেও মুষ্টিমেয় আরবসৈন্যের নিকট যে পরাজয় বরণ করেছিল, তার মূল কারণ এখানে খুঁজে পাওয়া যাবে।

সাধারণভাবে দেখতে গেলেও উসামা (রা.)-এর নেতৃত্ব নতুন ইতিহাসের সূচনা করলো। দূরদর্শী রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এ নিয়োগের মাধ্যমে লাঞ্ছিত, নিগৃহীত ও অবহেলিত মানুষের জন্য সম্ভাবনার এক নতুন দুয়ার খুলে দিলেন। পরবর্তীকালে দেশে দেশে বহু ক্রীতদাস ও নিম্নবর্ণ ব্যক্তির গৌরবোজ্জ্বল পদমর্যাদা লাভে এবং দেশে দেশে মুক্তি আন্দোলনের নব নব ভূমিকায় উসামা (রা.)-এর চিত্রই যেন আমাদের মানস চক্ষে ভেসে ওঠে।[২৪]

এ ঘটনা থেকে ইসলামে যুবকদের যোগ্যতা ও কর্মক্ষমতার যথার্থ মূল্যায়নের বিষয়টিও উজ্জ্বলভাবে ফুটে ওঠেছে। ঐ সময়ে পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ শক্তিধর রোমানদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের জন্য প্রেরিত বিরাট বাহিনীর সেনাপতি পদে আঠারো কিংবা বিশ বৎসরের তরুণ উসামা (রা.)কে নিয়োগ দ্বারা এ কথা সুস্পষ্টভাবে জানা যায় যে, ইসলামে কোনো পদে নিয়োগের একমাত্র মাপকাঠি হলো ব্যক্তির যোগ্যতা ও কর্মদক্ষতা; ছোট-বড়, সাদা-কালো, সিনিয়রিটি-জুনিয়রিটি ও বংশীয় আভিজাত্য প্রভৃতির কোনোটিই

---

২৪. গোলাম মোস্তফা, *আবূ বকর রা.*, পৃ.৪৭

বিবেচনার যোগ্য নয়। 'উমার (রা.) ওফাতের সময় বলেন, لَوْ كَانَ سَالِمٌ حَيًّا، مَا جَعَلْتُهَا شُورَى. -"হুযাইফার গোলাম সালিম (রা.) যদি জীবিত থাকতো, তবে আমি নেতৃত্ব নির্বাচনের ভার শূরার কাছে ছেড়ে যেতাম না অর্থাৎ সালিমকেই আমার পরবর্তী শাসক নিযুক্ত করে যেতাম অথবা নেতা নির্বাচনের ভার তাঁর হাতেই সঁপে যেতাম।"[২৫]

তা ছাড়া উসামা (রা.)-এর এ পদে নিয়োগের মধ্যে ইসলামের খিদমাত ও প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে যুবসমাজকে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণের জন্য অনুপ্রেরণা দানের বিষয়টিও নিহিত রয়েছে।[২৬]

ইরতিদাদ[২৭] (ধর্মত্যাগ)-এর ফিতনা

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর ওফাতের পর মাক্কা ও মাদীনা ব্যতীত সমগ্র আরবদেশে বিদ্রোহের এমন প্রবল ঝড় উত্থিত হয় যে, তাতে ইসলামের ভিত প্রায় ধসে পড়েছিল। সাহাবা কিরাম অত্যন্ত বিমর্ষ ও কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়েছিলেন এবং দুর্বল ঈমানদারদের অন্তর থেকে ঈমানের আলো নিভে যাওয়ার উপক্রম হয়েছিল। অনেক সাধারণ লোকেই মনে করে যে, এ সময় মাক্কা ও মাদীনা ছাড়া আরবদেশের সকল গোত্র এভাবে মুরতাদ্দ হয়ে যায় যে, লোকেরা তাওহীদ ছেড়ে শিরকে নিমজ্জিত হয়ে পড়েছিল এবং আল্লাহর স্থলে মূর্তিপূজা শুরু করে দিয়েছিল। অথচ সামগ্রিক বিচারে এরূপ ধারণা ভুল ও বাস্তবতা বিবর্জিত। বলাই বাহুল্য যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আরবদেশ থেকে মূর্তিপূজার বীজ সমূলে নষ্ট করে

---

২৫. ইবনুল আছীর, *উসদুল গাবাহ,* খ.১,পৃ.৪০৯ ও *জামি'উল উসূল..,*খ.১২,পৃ.৪৩১ ইবনু 'আবদিল বারর, *আল-ইস্তি'আব,* খ.১,পৃ.১৬৯; নাবাবী, *তাহযীবুল আসমা' ওয়াল লুগাত,* খ.১,পৃ.২৮৮; খালিদ, *রিজালুন হাওলার রাসূলি (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম),* পৃ.১৬৮

২৬. সাল্লাবী, *আবূ বাকর আছ-ছিদ্দীক রা.,* পৃ.২০২

২৭. 'ইরতিদাদ' বা 'রিদ্দা' শব্দের আভিধানিক অর্থ হলো- যে কোনো অবস্থান থেকে ফিরে আসা। ইসলামী শারী'আতের পরিভাষায় বালিগ ও সুস্থ মস্তিষ্কসম্পন্ন মুসলিমের স্বেচ্ছায় ইসলাম থেকে কুফরীর দিকে প্রত্যাবর্তন করাকে 'ইরতিদাদ' বা 'রিদ্দা' বলা হয়। উল্লেখ্য, এ প্রত্যাবর্তন সুস্পষ্ট ঘোষণা দিয়েও হতে পারে, কোনো কুফরী বক্তব্য উচ্চারণ করেও হতে পারে এবং কোনো কুফরী কাজ সম্পাদন করেও হতে পারে। অতএব, যে কোনো মুসলিম দীনের সর্বজন জ্ঞাত ও অকাট্যভাবে প্রমাণিত কোনো বিষয় (যেমন- নুবুওয়াত, সালাত, যাকাত ও সাওম প্রভৃতি) অস্বীকার করলে অথবা কুফ্‌র ব্যতীত অন্য কোনো ব্যাখ্যা করা যায় না এরূপ কোনো বাক্য উচ্চারণ করলে কিংবা কাজ করলে, তাকে 'মুরতাদ্দ' বলা হয়।
উল্লেখ্য, ভয়ে বা একান্ত চাপে পড়ে কিংবা আর্থিক সংকটে পড়ে কেউ মুসলিম হয়ে পরবর্তীতে ইসলাম ত্যাগ করে কুফরীতে চলে গেলে তাকে ধর্মত্যাগ করেছে বলে আখ্যা দেয়া যাবে না এবং এ জন্য শাস্তিস্বরূপ তাকে হত্যাও করা যাবে না, যদি তার কথার প্রমাণ পাওয়া যায়। (বাজী, *আল-মুন্তাকা,* খ.৫,পৃ.২৮৩)

ফেলেছিলেন। তাঁর ওফাতের পরেও সাধারণত লোকেরা মূর্তিপূজাকে ঘৃণার চোখেই দেখতো।[২৮] এ কারণেই আসওয়াদ, মুসাইলামা ও তুলাইহা প্রমুখ ভণ্ড নাবীরা যদিও মিথ্যা নুবুওয়াতের দাবি করেছিল; কিন্তু তারাও তাদের ভক্ত ও অনুসারীদেরকে কখনো মূর্তিপূজা করতে অনুমতি দেয়নি। কেননা তারা ভালো করেই এ কথা উপলব্ধি করতে পেরেছিল যে, আরবদেশে পুনরায় মূর্তিপূজার প্রচলন করা সহজ ব্যাপার নয়।

কোনো কোনো ইউরোপীয় লেখক রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর ওফাতের অব্যবহিত পরে আরবে উদ্ভূত এ বিশৃঙ্খলা ও বিদ্রোহ দ্বারা এটাই প্রমাণ করতে চান যে, ইসলাম তরবারির জোরেই প্রচারিত হয়েছিল। এ কারণে তাঁর মৃত্যুর পর ইসলামী শক্তির মধ্যে বিরাট ভাঙন দেখা দেয় এবং আরবের লোকেরা বিদ্রোহের দাবানল সৃষ্টি করে। অতঃপর আবূ বাকর (রা.) তাদেরকে পুনরায় তরবারির জোরেই ইসলামে ফিরিয়ে আনেন। প্রাচ্যবিদদের এ সমালোচনার দিকে না তাকালেও ইতিহাসের যে কোনো ছাত্রের মনে এ প্রশ্ন জাগতে পারে যে, ইসলাম এমন একটি ধর্ম ছিল, যার নেশা যেমন দ্রুত বিস্তার করলো, তেমনি দ্রুত সংকুচিত হয়ে গেলো। এ ধারণার প্রধান কারণ এই যে, প্রাচীন আরব ঐতিহাসিকগণ সাধারণত এ ফিতনাকে 'ফিতনায়ে ইরতিদাদ' (ধর্মত্যাগের ফিতনা) নামে আখ্যায়িত করেছেন। পরবর্তী কালের অনেক ঐতিহাসিকও তাঁদের অনুসরণ করে 'ইরতিদাদ' শব্দ ব্যবহার করেছেন। কিন্তু বাস্তবিকপক্ষে এটা সর্বার্থে ইরতিদাদ (ধর্মত্যাগ) ছিল না। তখন যাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে হয়েছিল তাদের অধিকাংশই ছিল বেদুইন। আর তারা ছিল স্বভাবতই স্বাধীনতাপ্রিয়। কোনো কেন্দ্রীয় শাসন ক্ষমতার অধীনে কোনো দিন থাকতে তারা অভ্যস্ত হয়নি। কোনো সুনিয়ন্ত্রিত রাষ্ট্রের ধারণাও তাদের ছিল না। তদুপরি ইসলামের মহান আদর্শ ও জীবনদর্শনও তাদের মনে গভীর রেখাপাত করতে পারেনি। বলতে গেলে তাদের অধিকাংশই কোনো লোভ বা পারিপার্শ্বিক অবস্থায় প্রভাবান্বিত হয়ে ইসলাম গ্রহণ করেছিল। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর পবিত্র সুহবাত কখনো এদের ভাগ্যে জোটেনি, কেবল ইসলামের শান-শওকত দেখেই তাদের মস্তক অবনত হয়েছিল; কিন্তু তাদের অন্তকরণে আল্লাহ তা'আলার বিধানের প্রতি আত্মসমর্পণ ও বশ্যতার ভাব কখনো জন্মেনি। পবিত্র কুর'আনের ভাষায় ﴿وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ﴾ অর্থাৎ ঈমান আজো তাদের অন্তকরণে প্রবেশ করেনি।[২৯] এ দৃষ্টিকোণ থেকেই

---

২৮. 'আব্বাস ইবনু 'আবদিল মুত্তালিব (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, لَقَدْ بَرَّأَ اللهُ هَذِهِ الْجَزِيرَةَ مِنَ الشِّرْكِ.-"আল্লাহ তা'আলাহ এ দ্বীপকে শির্ক থেকে মুক্ত করেছেন।" (আল-বাযযার, *আল-মুসনাদ*, হা.নং: ১৩০৩; আবূ ই'য়ালা, *আল-মুসনাদ*, হা.নং: ৬৭০৯) অন্য একটি রিওয়ায়াতে রয়েছে, وَإِنِّي وَاللهِ لا أَخَافُ عَلَيْكُمْ أَنْ تُشْرِكُوا بَعْدِي...-"আল্লাহর কাসাম, তোমরা আমার পরে শির্ক করবে- এ ব্যাপারে আমি আশঙ্কা বোধ করছি না।..." (তাবারানী, *আল-মু'জামুল কাবীর*, হা.নং:১৪১৮৬)

২৯. আল-কুর'আন, ৪৯ (সূরা আল-হুজুরাত): ১৪

কোনো কোনো প্রাচ্যবিদ লেখকও এ সমস্ত লোককে মুসলিম বলে স্বীকার করেননি এবং তাদের বিদ্রোহকে রাজনৈতিক বিদ্রোহ বলে মনে করেন।[৩০]

প্রফেসর ফিলিপ হিট্টি বলেন, "প্রকৃত বিষয় হলো, যাতায়াতের অসুবিধা, ধর্মপ্রচারকগণের নিয়ম-শৃঙ্খলার ত্রুটি এবং সময়ের স্বল্পতা[৩১] প্রভৃতি কারণে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর জীবদ্দশায় আরব উপদ্বীপের এক তৃতীয়াংশের বেশি লোক ইসলাম গ্রহণ করতে পারেনি। হিজায, যা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর দীন প্রচারের প্রধান কেন্দ্র ছিল তার অবস্থা এই ছিল যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর ওফাতের মাত্র এক বা দু বছর পূর্বেই সেখানকার লোকেরা ইসলাম গ্রহণ করে। বাইর থেকে যে সকল প্রতিনিধি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর দরবারে আগমন করতো, তাদেরকে সমগ্র আরবের মুখপাত্র বলা যেতো না এবং কোনো প্রতিনিধি দলের ইসলাম গ্রহণের বাস্তবতা এর চেয়ে বেশি ছিল না যে, সে গোত্রের নেতৃবৃন্দ ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন।"[৩২]

প্রাচ্যবিদদের মধ্যে মি. জে ওয়েলহাসেন (Hitti J. Wellhausen) ও প্রফেসর কিতানি (Z. Caitani) -এর মতে তখন যা কিছু ঘটেছিল, তা ছিল স্রেফ রাজনৈতিক বিদ্রোহ, ধর্মের সাথে এর কোনো সম্পর্ক ছিল না।[৩৩]

প্রকৃতপক্ষে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর ওফাতের অব্যবহিত পরে সৃষ্ট বিদ্রোহ ও বিশৃঙ্খলা সর্বব্যাপীও ছিল না এবং বিদ্রোহের প্রকৃতিও একইরূপ ছিল না। কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের ব্যাপার হলো, ইতিহাসের সাধারণ গ্রন্থসমূহ পাঠ করলে যে কারো এ ধারণা জন্ম নেবে যে, আবূ বাকর (রা.)-এর খিলাফতকালে মাক্কা, মাদীনা ও তা'য়িফ ছাড়া আরবদেশের সর্বত্র বিদ্রোহ ছড়িয়ে পড়েছিল এবং সকলেই একযোগে ইসলাম ত্যাগ করে বিদ্রোহ শুরু করেছিল। ইউরোপীয় লেখকরাও এ ধারণা প্রতিষ্ঠা করতে চায়। কিন্তু এরূপ ধারণা মোটেই সঠিক নয়, সম্পূর্ণ বাস্তবতা বিবর্জিত। কোনো কোনো ঐতিহাসিক সে সময়কার বিদ্রোহীদেরকে চার প্রকারে ভাগ করেছেন। ১. যারা তাওহীদ ছেড়ে শিরকে নিমজ্জিত হয়ে পড়েছিল এবং আল্লাহর স্থলে মূর্তিপূজা শুরু করে দিয়েছিল। এ প্রকারের লোক ছিল সংখ্যায় অতি অল্প। ২. মিথ্যা নুবুওয়াতের দাবিদারদের অনুসারীরা। এ প্রকারের লোকেরা সত্যিকার অর্থে ইসলামও গ্রহণ করেনি। তাঁদের ধারণা জন্মেছিল যে, মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)কে এখন আর

---

৩০. আকবরাবাদী, *সিদ্দীকে আকবর রা.*, পৃ.১৩৬

৩১. রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ও সাহাবা কিরাম (রা.) হিজরী ৯ম সাল পর্যন্ত বিভিন্ন যুদ্ধ ও অভ্যন্তরীণ শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠায় নিয়োজিত ছিলেন। তাই মাদীনার বাইরে ধর্মপ্রচারক প্রেরণের সময় খুব কমই মিলেছে।

৩২. Hitti, *History of the Arabs*, p.141

৩৩. আকবরাবাদী, *সিদ্দীকে আকবর রা.*, পৃ.১৩৬ (সূত্র : ইসলামী বিশ্বকোষ, খ.১,পৃ.১১০)

নাবী বলে স্বীকার করে কোনো লাভ নেই। কারণ তিনি মৃত্যুবরণ করেছেন। নিজের গোত্রের বা সমাজের নাবীরাই এখন বেশি শক্তিশালী। কাজেই তাদের অনুগামী হওয়াই উচিত। ৩. যারা ইসলামের সকল বিধান ঠিকভাবে মেনে চলতো; কিন্তু যাকাত দিতে অস্বীকৃতি জানিয়েছিল। তারা মনে করতো যে, যাকাতের বিধান রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর যুগের জন্য প্রযোজ্য ছিল। ৪. যারা যাকাতের ফারযিয়্যাতকে অস্বীকার করেনি; তবে তা মাদীনায় পাঠাতে অস্বীকৃতি জানিয়েছিল। তাদের নিকট থেকে মাদীনাবাসীরা যে যাকাত আদায় করবে- এ চিন্তা তাদের নিকট একেবারেই অসহনীয় ছিল।[৩৪] এ চার প্রকারের লোক ছাড়াও প্রত্যেক দেশ ও এলাকায় এমন অনেক গোষ্ঠী, নেতা ও লোকেরা ছিল, যারা সর্বান্তকরণে ইসলামকে বিশ্বাস করতো এবং তার বিধি-নিষেধ মেনে চলতো। তবে কোথাও কোথাও তাঁরা সংখ্যায় অল্প হওয়ায় এবং পার্শ্ববর্তী গোত্রসমূহের প্রভাবে অন্যান্য মুসলিমদের সাথে যোগাযোগ স্থাপন করতে সাহস পাচ্ছিল না। কোথাও তাঁরা এলাকার বিদ্রোহীদেরকে উপদেশ দিয়ে বারণ করতেও চেষ্টা করেছেন। যেমন 'আদী ইবনু হাতিম (রা.)-এর প্রেরণায় বানূ তা'ঈ ও বানূ জাদীলা প্রভৃতি গোত্রের লোকেরা বিদ্রোহ ত্যাগ করে মাদীনার প্রতি তাদের আনুগত্য প্রকাশ করে। ইয়ামানে হামাদানের শাসক মুররান ইবনু যী 'উমাইর[৩৫] এবং 'আবদুল্লাহ ইবনু মালিক আল-আরহাবী[৩৬] (রা.) প্রমুখের প্রেরণায় হামাদান গোত্রের লোকেরা এবং বাহরাইনে

---

৩৪. 'আবদুর রাহমান আল-মাহমূদ, *আল-হুকমু বি-গায়রি মা আনযালাল্লাহ*, পৃ.২৩৯

৩৫. মুররান (রা.) রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর ওফাতের পর তাঁর শানে একটি মারছিয়্যাহ রচনা করেন। এর কয়েকটি চরণ হলো-

إن حزني على الرسول طويل ... ذاك مني على الرسول قليل

بكت الأرض والسماء عليه ... وبكاه خديمه جبريل

-"রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর ওফাতের কারণে যদিও আমি দীর্ঘকাল ধরে মর্মাঘাতে জর্জরিত; তবুও এটা তাঁর শানের বিচারে অতি অল্প। আসমান ও যমীন তাঁর বিয়োগ-ব্যথায় ক্রন্দন করছে। এমনকি তাঁর খাদিম জিবরীল ('আলাইহি সালাম)ও তাঁর জন্য কাঁদছে।" (ইবনু হাজার, *আল-ইসাবাহ*, খ.৬,পৃ.২৮২, রিজাল ক্রম: ৮৩৮৬)

৩৬. 'আবদুল্লাহ ইবনু মালিক আল-আরহাবী (রা.) রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর ওফাতের পর হামাদান গোত্রের লোকদেরকে একত্রিত করে একটি ভাষণ দেন। এ ভাষণটি একটি সময়োচিত মূল্যবান ভাষণ ছিল। এর অংশবিশেষ হলো-

يا معشر همدان، إنكم لم تعبدوا محمدا، إنما عبدتم رب محمد، وهو الحي الذي لا يموت غير أنكم أطعتم رسوله بطاعة الله، واعلموا أنه استنقذكم من النار، ولم يكن الله ليجمع أصحابه على ضلالة.

-"হে হামাদান গোত্রের লোকেরা, তোমরা তো মুহাম্মাদের 'ইবাদাত কর না। তোমরা মুহাম্মাদের রাব্বের 'ইবাদাতই করে থাকো। তিনি তো চিরঞ্জীব, কখনো মৃত্যুবরণ করবেন

জারূদ ইবনুল মু'আল্লা (রা.)-এর প্রচেষ্টায় বানূ 'আবদিল কায়স ইসলামে ফিরে আসে। আবার কোথাও কোথাও মুসলিমগণ একত্রিত হয়ে এলাকার বিদ্রোহীদের সাথে লড়াইও করেছেন। যেমন- ইয়ামানে মুসলিমগণ একত্রিত হয়ে ভণ্ড আসওয়াদ আল-'আনসীকে হত্যা করেন এবং কায়স ইবনু মাকশুহের বিদ্রোহ শক্ত হাতে দমন করেন। তা ছাড়া তিহামাহ, সারাত ও নাজরানের বিদ্রোহও স্থানীয় মুসলিমদের প্রচেষ্টায় ব্যর্থ হয়ে যায়। ইয়ামামায় বানূ হানীফাহ গোত্রের একদল লোককে নিয়ে ছুমামাহ ইবনু উছাল (রা.) মুসাইলামার বিরুদ্ধে লড়াই করেন। আমরা যথাস্থানে এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করবো, ইনশা' আল্লাহ। সম্প্রতি ড. মাহ্দী রিযকুল্লাহ তাঁর এক গবেষণায় এ কথা প্রমাণ করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর ওফাতের অব্যবহিত পরে সৃষ্ট বিদ্রোহ ও বিশৃঙ্খলা সর্বত্র ও সর্বজন ব্যাপী ছিল না; বরং তখনও প্রত্যেক গোত্র ও এলাকায় কিছু কিছু নিষ্ঠাবান লোক ঈমান ও ইসলামের ওপর অটল ছিলেন।[৩৭]

উল্লেখ্য, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর ওফাতের পরেই সমগ্র আরবদেশে বিদ্রোহ শুরু হয়- ঐতিহাসিকদের এমন কথাও সর্বার্থে সঠিক নয়; বরং রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর জীবদ্দশায় হিজরী ৯ম সন থেকেই বিদ্রোহ দানা বাঁধতে শুরু করে এবং তাঁর ওফাতের পর দ্রুত তা ছড়িয়ে পড়ে ও প্রকটরূপ ধারণ করে। হিজরী ৯ম/১০ম সনে মুসাইলামাহ নুবুওয়াতের দাবি করে এবং বানূ হানীফাহসহ ইয়ামামার আরো কিছু লোক তার অনুসারী হয়ে যায়। তুলাইহাহও রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর জীবনকালেই বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিল। বানূ আসাদ ও গাতফান গোত্রের অনেকেই তাকে সমর্থন করেছিল। বিদায় হাজ্জ থেকে ফিরে আসার পর রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর স্বাস্থ্যের কিছুটা অবনতি ঘটেছিল। আসওয়াদ আল-'আনসীর নিকট এ সংবাদ পৌঁছার পর সে নিজেই নুবুওয়াতের দাবি করে বসে এবং নাজরান ও ইয়ামান জুড়ে প্রচণ্ড বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করেছিল। ঐতিহাসিক মুহাম্মাদ ইবনু ইসহাক (রাহ.) বলেন,

أَوَّلُ رِدَّةٍ كَانَتْ فِي الْعَرَبِ مُسَيْلِمَةُ بِالْيَمَامَةِ فِي بَنِي حَنِيفَةَ وَالأَسْوَدُ بْنُ كَعْبٍ الْعَنْسِيُّ بِالْيَمَنِ فِي حَيَاةِ رَسُولِ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم–.

-"আরবদের মধ্যে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর জীবদ্দশায়

না। রাসূলুল্লাহর প্রতি তোমাদের যে আনুগত্য, তা তো আল্লাহর আনুগত্যের কারণে করা হয়ে থাকে। জেনে রেখো, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তোমাদেরকে জাহান্নাম থেকে রক্ষা করেছেন। আর আল্লাহ তা'আলা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সকল সাথীকে কখনোই গুমরাহীর ওপর একত্রিত করবেন না।..."(ইবনু হাজার, *আল-ইসাবাহ,* খ.৪,পৃ.২২৫, রিজাল ক্রম: ৪৯৩৮)

৩৭. দ্র. ড. মাহ্দী রিযকুল্লাহ বিরচিত *আছ-ছাবিতূনা 'আলাল ইসলাম আইয়ামা ফিতনাতির রিদ্দাতি*

সর্বপ্রথম ইসলাম ত্যাগ করে ইয়ামামায় বানূ হানীফাহ গোত্রের মুসাইলামাহ এবং ইয়ামানে আসওয়াদ ইবনু কা'ব আল-'আনসী।"[৩৮]

এ দু'জন ভণ্ডের অবস্থা সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলা আগেভাগেই স্বপ্নের মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)কে অবহিত করেছিলেন। তিনি বলেন,

بَيْنَا أَنَا نَائِمٌ أُتِيتُ بِخَزَائِنِ الْأَرْضِ فَوُضِعَ فِي كَفِّي سِوَارَانِ مِنْ ذَهَبٍ فَكَبُرَا عَلَيَّ فَأَوْحَى اللهُ إِلَيَّ أَنْ انْفُخْهُمَا فَنَفَخْتُهُمَا فَذَهَبَا فَأَوَّلْتُهُمَا الْكَذَّابَيْنِ اللَّذَيْنِ أَنَا بَيْنَهُمَا صَاحِبَ صَنْعَاءَ وَصَاحِبَ الْيَمَامَةِ.

-"আমি ঘুমের মধ্যে ছিলাম, এমন সময় দেখলাম যে, পৃথিবীর ভাণ্ডারসমূহ আমাকে দান করা হয়েছে। এরপর আমার হাতে স্বর্ণের দুটি কঙ্কন পরানো হলো। ক্রমে ঐগুলো বড় হতে লাগল। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা আমাকে ঐ কঙ্কন দু'টিতে ফুঁক দিতে বললেন। ফলে আমি ঐ দুটিতে ফুঁক দিলাম। অতঃপর ঐগুলো অপসৃত হয়ে গেল। এ দুটি কঙ্কন সম্পর্কে আমার ব্যাখ্যা হলো- এরা দু'জন ভণ্ড হবে। এদের একজন সান'আর নেতা এবং অপরজন ইয়ামামার নেতা।"[৩৯]

এ হাদীসে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইঙ্গিত দিলেন যে, এরা দু'জনেই ধ্বংস হবে। পরবর্তীকালে এ কথার সত্যতা সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়। এ হাদীসে তুলাইহার কথা উল্লেখ করা হয়নি। এর কারণ এটা হতে পারে যে, তুলাইহা যেহেতু পুনরায় ইসলাম গ্রহণ করবে, তাই আল্লাহ্ তা'আলা তুলাইহার বিষয়টি স্বপ্নে তাঁকে দেখাননি।

নিম্নে আমরা আরবের অবাধ্য ও বিদ্রোহী গোত্রগুলোর লোকদের ঈমান ও ইসলামের অবস্থার একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ পেশ করছি, যাতে পাঠক ভাইয়েরা বিবেচনা করে দেখতে পারেন যে, এ সকল লোককে প্রকৃতপক্ষে মুসলিম বলা যায় কি না? তাদের কার্যকলাপকে সামগ্রিক বিচারে কি ধর্মত্যাগ বলা হবে, না-কি রাজনৈতিক বিদ্রোহ?

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর ওফাতের সময় আরব গোত্রগুলোর অবস্থা[৪০]

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর ওফাতের সময় সুদৃঢ় ঈমানের অধিকারী মুসলিমগণের অধিকাংশই ছিলেন মাক্কা ও মাদীনার অধিবাসী। এ সময় মাক্কার

---

৩৮. বাইহাকী, *আস-সুনানুল কুবরা*, খ.৮,পৃ.১৭৫

৩৯. বুখারী, *আস-সাহীহ*, (কিতাবুল মাগাযী), হা.নং: ৪০২৬; মুসলিম, *আস-সাহীহ*, (কিতাবুর রু'য়া), হা.নং:৪২১৯

৪০. এ সংক্রান্ত পুরো আলোচনাটি আকবরাবাদীর *সিদ্দীকে আকবর রা.* গ্রন্থের অনুকরণে সাজানো হয়েছে।

কুরাইশ ও মাদীনার আওস ও খাযরাজ ব্যতীত যে সকল গোত্র দৃঢ় ঈমানের অধিকারী ছিলেন তারা হলো- মুযাইনাহ, গিফার, আশজা', আসলাম, জুহাইনাহ, কা'ব ও খুযা'আহ প্রভৃতি। মাক্কায়ও কিছু লোক সন্দেহের মধ্যে পড়ে গিয়েছিল; কিন্তু মাক্কার প্রশাসক 'আত্তাব ইবনু আসীদ (রা.) ও অন্যান্য মুসলিমের শক্ত অবস্থানের কারণে তারা এরূপ কিছু প্রকাশ করতে সাহস করেনি। সুহাইল ইবনু 'আমর (রা.) মাক্কার সন্দেহপ্রবণ লোকদেরকে শক্ত ভাষায় হুঁশিয়ার করে দেন এবং বলেন, إِنَّ ذَلِكَ لَمْ يَزِدْ الْإِسْلَامَ إِلَّا قُوَّةً فَمَنْ رَابَنَا ضَرَبْنَا عُنُقَهُ. -"রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর ওফাতের ফলে ইসলাম আরো অতিরিক্ত শক্তি সঞ্চয় করেছে। অতএব, যে কেউ আমাদের সাথে কোনো সন্দেহমূলক আচরণ করবে, আমরা তার গর্দান উড়িয়ে দেবো।"[৪১] তা'য়িফের ছাকীফ গোত্রও সন্দেহের মধ্যে ছিল; কিন্তু সেখানে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিয়োজিত আমীর 'উছমান ইবনু আবিল 'আস (রা.) অত্যন্ত সুকৌশলে কাজ করেন। ছাকীফ গোত্রের লোকেরা যখন ইসলাম ত্যাগ করতে ইচ্ছা করলো, তখন তিনি তাদেরকে বলেন, يَا مَعْشَرَ ثَقِيفٍ، كُنْتُمْ آخِرَ النَّاسِ إِسْلَامًا؛ فَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ النَّاسِ رِدَّةً. - "হে ছাকীফ গোত্রের লোকেরা, তোমরা সর্বশেষে ইসলাম গ্রহণ করেছো। তাই সর্বপ্রথম তোমরা তা বর্জন করো না।"[৪২] 'উছমান ইবনু আবিল 'আস (রা.)-এর এ কথা অত্যন্ত উপকারে আসে। তাঁর এ কথার কারণে ছাকীফ গোত্রের কোনো লোকই ইসলাম ত্যাগ করেনি। সত্যিকার ঈমান ও ইসলামের দিক থেকে উপর্যুক্ত গোত্রগুলো ব্যতীত অপরাপর দাবিদার মুসলিম গোত্রগুলোকে দু'ভাগে বিভক্ত করা যায়।

ক. মাদীনার পার্শ্ববর্তী বেদুইন গোত্রগুলো

প্রথম ভাগ হলো মাদীনার পার্শ্ববর্তী এলাকায় বসবাস রত বেদুইন গোত্রগুলো। তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো- 'আবস, যুব্ইয়ান, বানূ কিনানাহ, গাতফান ও ফাযারাহ প্রভৃতি। এ সকল গোত্রের লোকদের নিকট যদিও ইসলামের সুসংবাদ পৌঁছেছিল; কিন্তু রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যেহেতু তাঁর ওফাতের দেড় বা দু বছর পূর্বে একটি কর্মসূচি অনুযায়ী হিজাযের বাইরে ইসলামের দা'ওয়াত ও তাবলীগের কাজ শুরু করেছিলেন এবং এ উদ্দেশ্যে শিক্ষক ও মুবাল্লিগও নিয়োগ করেছিলেন, তাই মাদীনার পার্শ্ববর্তী এলাকার গোত্রসমূহ সুসংবাদ শুনে ইসলাম গ্রহণ করলেও সাধারণভাবে ইসলাম

---

৪১. ইবনু হিশাম, *আস-সীরাতুন নাবাবিয়্যাহ,* খ.২,পৃ.৬৬৫; ইবনু কাছীর, *আস-সীরাতুন নাবাবিয়্যাহ,* খ.৪,পৃ.৫৫৪

৪২. ইবনু 'আবদিল বারর, *আল-ইস্তি'আব,* খ.১,পৃ.৩১৮; ইবনুল আছীর, *জামি'উল উসূল..,*খ.১২,পৃ.৫৯৬; ইবনু হাজার, *আল-ইসাবাহ,* খ.৪,পৃ.৪৫১

সম্পর্কে বিশেষ কিছু জানতে পারেনি। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সুহবাতে থাকার তেমন সুযোগও তাদের মিলেনি। তাই ইসলামের প্রকৃত রূপ ও সৌন্দর্য সম্পর্কে তাঁরা খুব একটা জানতে সক্ষম হয়নি। ফলে তাদের ঈমানও সুদৃঢ় হয়নি। পবিত্র কুর'আনে এ সকল গোত্রের লোকদেরকে আ'রাব (أعراب) বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে এবং বিভিন্ন জায়গায় তাঁদেরকে সতর্ক করে বলা হয়েছে যে, তাদের ঈমান সুদৃঢ় নয়। যেমন- আল্লাহ্ তা'আলা বলেন,

﴿قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ... ﴾

-"বেদুঈনরা বলে, আমরা ঈমান আনলাম। বলে দাও, তোমরা (সত্যিকারভাবে) ঈমান আনোনি; বরং বল, আমরা বাহ্যিকভাবে আত্মসমর্পন করেছি। কারণ আজো তোমাদের অন্তরে প্রকৃত ঈমান প্রবেশ করেনি।..."[৪৩]

এ সকল আরব গোত্রই পরবর্তীকালে যাকাত প্রদানের প্রতি অনীহা প্রকাশ করে। লক্ষ্য করার ব্যাপার হলো, পবিত্র কুর'আন এ মর্মে সতর্ক করে দিয়েছে যে, এ সমস্ত আরব ইসলামের বাহ্যিক প্রভাব-প্রতিপত্তি এবং এর রাজনৈতিক ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব প্রত্যক্ষ করেই নিজেদেরকে মুসলিম বলতে আরম্ভ করেছে। অথচ তখনও ঈমান তাদের অন্তরে প্রবেশ করেনি। যেহেতু তারা এখনো পূর্ণ বিশ্বাসী হতে পারেনি, তাই তাদের অন্তরের মধ্যে ইসলাম সম্পর্কে সন্দেহ ছিল এবং তারা আল্লাহর পথে জীবন ও সম্পদ উৎসর্গ করতে প্রস্তুত ছিল না। এ কথা অন্য আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা আরো স্পষ্টভাবে বলেছেন,

﴿سَيَقُولُ لَكَ الْمُخَلَّفُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ شَغَلَتْنَا أَمْوَالُنَا وَأَهْلُونَا فَاسْتَغْفِرْ لَنَا يَقُولُونَ بِأَلْسِنَتِهِمْ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ...﴾

-"যে সকল বেদুইন যুদ্ধে অংশ গ্রহণ না করে ঘরে রয়ে গিয়েছে তারা তোমাকে বলবে, আমরা আমাদের ধন-সম্পদ ও পরিবার-পরিজনের রক্ষণাবেক্ষণে ব্যস্ত ছিলাম। অতএব, আমাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করুন। ওরা মুখ দিয়ে যা বলে তা ওদের অন্তরে নেই। ..."[৪৪]

এটাকে পবিত্র কুর'আনের অনন্য মু'জিযা ছাড়া আর কী বলা যেতে পারে যে, কুর'আন এ সকল বেদুইনের ঈমানী দুর্বলতাকেই শুধু তুলে ধরেনি; বরং এ বিষয়েরও ভবিষ্যদ্বাণী করেছে যে, আবূ বাকর (রা.)-এর খিলাফাত কালে এরা খাঁটি মুসলিম হয়ে

৪৩. আল-কুর'আন, ৪৯ (সূরা আল-হুজুরাত): ১৪
৪৪. আল-কুর'আন, ৪৮ (সূরা আল-ফাত্হ): ১১

যাবে এবং পারস্য ও রোম সাম্রাজ্যের শক্তিশালী জাতিগুলোর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য তাদেরকে প্রেরণ করা হবে। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন,

﴿قُلْ لِلْمُخَلَّفِينَ مِنَ الْأَعْرَابِ سَتُدْعَوْنَ إِلَى قَوْمٍ أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ تُقَاتِلُونَهُمْ أَوْ يُسْلِمُونَ فَإِنْ تُطِيعُوا يُؤْتِكُمُ اللهُ أَجْرًا حَسَنًا...﴾

-"যে সকল মরুবাসী বেদুইন ঘরে রয়ে গিয়েছিল তাদের বল, তোমাদেরকে অচিরেই এক প্রবল পরাক্রান্ত জাতির সাথে যুদ্ধ করতে আহ্বান জানানো হবে। তোমরা ওদের সাথে যুদ্ধ করবে, যতক্ষণ না তারা আত্মসমর্পণ করে। তোমরা এ নির্দেশ পালন করলে আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদেরকে উত্তম পুরস্কার দান করবেন।..."[৪৫]

পবিত্র কুর'আনের উপর্যুক্ত আয়াতগুলোসহ আরো অন্যান্য অনেক আয়াত থেকে এ কথা বুঝা যায় যে, মাদীনার পার্শ্ববর্তী বেদুইন গোত্রগুলোর লোকদের মধ্যে মার্জিত স্বভাব, পবিত্র মননশীলতা ও শৃঙ্খলাবোধের যথেষ্ট অভাব ছিল। সাধারণভাবে খাঁটি ও সত্য বিষয়কে যথার্থভাবে গ্রহণ ও লালন করার মতো ক্ষমতা তাঁদের ছিল না। এ সকল বেদুইন লোক দু ভাগে বিভক্ত ছিল। একভাগ ছিল- যারা মনেপ্রাণে মু'মিন হয়েছিল এবং অপর অংশটি একাধারে জাহিলী ও ইসলামী আকর্ষণ-বিকর্ষণে ছিল অস্থির। তারা নিজেদের জন্য কোনো সঠিক পথ নির্ধারণ করতে পারছিল না। আল্লাহ্ তা'আলা বেদুইনদের এ দুটি শ্রেণী সম্পর্কে পৃথক পৃথক বর্ণনা দিয়েছেন। যেমন-

﴿وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَنْ يَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ مَغْرَمًا وَيَتَرَبَّصُ بِكُمُ الدَّوَائِرَ عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوْءِ وَاللهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾

-"বেদুইনদের মধ্যে কেউ কেউ যা তারা আল্লাহর পথে ব্যয় করে তাকে বাধ্যতামূলক অনর্থক ব্যয় মনে করে এবং তোমাদের ভাগ্য বিপর্যয়ের প্রতীক্ষা করে। অশুভ কালচক্র ওদেরই হোক, আল্লাহ্ সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞ।"[৪৬]

﴿وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَنْ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ قُرُبَاتٍ عِنْدَ اللهِ وَصَلَوَاتِ الرَّسُولِ أَلَا إِنَّهَا قُرْبَةٌ لَهُمْ سَيُدْخِلُهُمُ اللهُ فِي رَحْمَتِهِ إِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾

-"আবার বেদুইনদের কেউ কেউ সত্যিকারভাবে আল্লাহ্ ও পরকালের প্রতি

৪৫. আল-কুর'আন, ৪৮ (সূরা আল-ফাত্হ): ১৬
৪৬. আল-কুর'আন, ৯ (সূরা আত-তাওবাহ): ৯৮

বিশ্বাস পোষণ করে এবং যা ব্যয় করে তাকে আল্লাহ তা'আলার নৈকট্য ও রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর দু'আ লাভের অবলম্বন মনে করে।

বাস্তবিকই তা ওদের জন্য আল্লাহর নৈকট্য লাভের একটি অবলম্বন। আল্লাহ তা'আলা ওদেরকে নিজ রাহমাতের মধ্যে শামিল করে নেবেন। আল্লাহ তা'আলা ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু।"[৪৭]

একটু চিন্তা করলে এ আয়াতগুলো থেকে এ কথা বুঝা যায় যে, প্রথম শ্রেণীর বেদুইনদের চরিত্র এই বলে বর্ণনা করা হয়েছে যে, তারা যা কিছু ব্যয় করে তাকে নিজেদের ওপর জরিমানা বলে মনে করে। এতে প্রতীয়মান হয় যে, তারা চরিত্রগতভাবে উদারহস্ত ছিল না অথবা ন্যূনপক্ষে আল্লাহর পথে ব্যয় করার গুরুত্ব তাদের অন্তরে স্থান লাভ করতে পারেনি। তারা নিজেদেরকে মুসলিম বলে বেড়াতো; তবে তাদের ইসলাম শুধু বাহ্যিক নামায-রোযারই নাম। তাদের জীবনের একটি চরম লক্ষ্য ছিল কেবল পার্থিব স্বার্থ লাভ।[৪৮]

এ ক্ষেত্রে আরো একটি বিষয় লক্ষ্যণীয় যে, মাক্কা বিজয়ের পর ৮ম হিজরীর শেষ দিকে পূর্ণাঙ্গভাবে যাকাত প্রদানের নির্দেশ নাযিল হয়। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ৯ম হিজরীর প্রথম দিকে এ নির্দেশ প্রচার করেন এবং যাকাত আদায় করার জন্য আদায়কারী কর্মকর্তাদেরকে বিভিন্ন গোত্রের নিকট প্রেরণ করেন। ফলে যাকাত সম্পর্কে ঐ সকল বেদুইন গোত্রের ধারণাও স্পষ্ট হতে পারেনি। এতে সন্দেহ নেই যে, এদের মধ্যে কিছু কপট ও দুষ্ট প্রকৃতির লোকও ছিল; কিন্তু এটাও মেনে নিতে হবে যে, এদের মধ্যে অধিকাংশ লোকই এরূপ ছিল যে, যারা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর ওফাতের পর এটা ধারণা করে নিয়েছিল যে, যাকাত আদায়ের নির্দেশ ছিল কেবল রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর জীবিত কালের সাথে সম্পর্কযুক্ত। তাঁদের বক্তব্য হলো- পবিত্র কুর'আনে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া

---

৪৭. আল-কুর'আন, ৯ (সূরা আত-তাওবাহ): ৯৯

৪৮. এ প্রকৃতির জনৈক বেদুইন একবার রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর খিদমাতে হাযির হয় এবং ইসলামের ওপর বাই'আত গ্রহণ করে। এরপর সে জ্বরে আক্রান্ত হয়ে পড়ে। তখন সে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট বললো, أَقِلْنِي بَيْعَتِي -"আমার বাই'আতকে রহিত করে দিন।" রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তা করতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করেন। বেদুইন লোকটি পুনরায় ঐ আবেদন করলো। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)ও পুনরায় তা অস্বীকার করেন। তখন ঐ বেদুইন লোকটি মাদীনা ছেড়ে চলে যায়। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তখন বলেন, الْمَدِينَةُ كَالْكِيرِ تَنْفِي خَبَثَهَا وَيَنْصَعُ طَيِّبُهَا. -"মাদীনা এমন একটি হাঁপরের মতো, যা ময়লাকে দূরিভূত করে আর খাঁটি বস্তুকে উজ্জ্বল করে তোলে।" (বুখারী, *আস-সাহীহ*, [কিতাবুল হাজ্জ], হা.নং: ১৭৫০)

সাল্লাম)কে সম্বোধন করে বলা হয়েছে-

﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾

-"তাদের সম্পদ থেকে সাদাকা গ্রহণ কর। এর দ্বারা তুমি ওদেরকে পবিত্র করবে এবং পরিশুদ্ধ করবে। তুমি তাদের জন্য দু'আ কর। কেননা তোমার দু'আ তাদের জন্য প্রশান্তির উপলক্ষ। আল্লাহ তা'আলা সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞ।"[৪৯]

তাঁদের দাবি হলো, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর ওফাতের পর এখন কেউ আর এমন নেই, যার দু'আ আমাদের জন্য প্রশান্তির উপলক্ষ হবে। তাই আমরা কাউকে যাকাত দেবো না।

আবার তাঁদের কারো কারো ধারণা ছিল, যাকাতের নির্দেশ এখনো বলবৎ থাকলেও এটা জরুরী নয় যে, আমরা আমাদের যাকাত মাদীনায় প্রেরণ করবো। ধনীদের যাকাত আদায় করে আমরা নিজেরাই তা দরিদ্রদের মধ্যে বন্টন করতে পারি। তাঁদের আরো একটি দলীল হলো, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

أَنَّ اللهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ.

-"আল্লাহ তা'আলা তাদের সম্পদের ওপর যাকাত ফারয করেছেন, যা তাদের সম্পদশালীদের নিকট থেকে আদায় করা হবে এবং তাদের দরিদ্রদের মধ্যে বন্টন করা হবে।"[৫০]

বস্তুত এ ধারণার প্রেক্ষিতেই তারা নিজেদের যাকাত একত্র করে মাদীনায় প্রেরণ করাকে নিজেদের ওপর জবরদস্তি মনে করতেন। বর্ণিত রয়েছে, একবার 'আমর ইবনুল 'আস (রা.) 'উমান থেকে ফিরে আসার পথে বানূ 'আমিরের এলাকা দিয়ে যাচ্ছিলেন। পথিমধ্যে কুররা ইবনু হুবাইরাহ (রা.)-এর কাছে তিনি অবস্থান করেন। 'আমর ইবনুল 'আস (রা.) রওয়ানা হবেন এমন সময় কুররা (রা.) তাঁকে একাকী ডেকে নিয়ে বলেন,

إِنَّ الْعَرَبَ لَا تَطِيْبُ لَكُمْ نَفْسًا بِالْإِتَاوَةِ؛ فَإِنْ أَنْتُمْ أَعْفَيْتُمُوهَا مِنْ اخْذِ أَمْوَالِهَا فَسَتَسْمَعُ لَكُمْ وَتُطِيْعُ، وَإِنْ أَبَيْتُمْ فَلَا أَرَى أَنْ تَجْتَمِعَ عَلَيْكُمْ.

-"আরবরা আপনাদেরকে সন্তুষ্টচিত্তে জরিমানা দেবে না। যদি আপনারা সম্পদের

৪৯. আল-কুর'আন, ৯ (সূরা আত-তাওবাহ): ১০৩
৫০. বুখারী, *আস-সাহীহ*, (কিতাবুয যাকাত), হা.নং: ১৩০৮

এ জরিমানা গ্রহণ করা বন্ধ করে দেন, তবেই সকলে আপনাদের কথা শুনবে ও বাধ্যগত হয়ে থাকবে। নতুবা আমার মনে হচ্ছে না যে, তারা আপনাদের সাথে মিলিত হয়ে থাকবে।"

'আমর ইবনুল 'আস (রা.) কুরাইশের প্রখ্যাত রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের অন্যতম ছিলেন। কুররা (রা.)-এর এ ধমকের উত্তরে তিনি বললেন, "তুমি কি কাফির হয়ে গিয়েছো এবং আমাদেরকে ধমক দিচ্ছো? আমি তোমাদেরকে ঘোড়া দ্বারা পদদলিত করে দেবো।" এ কথা বলে তিনি রওয়ানা হয়ে যান।[৫১]

আরবের যে সকল গোত্র ইসলাম গ্রহণ করতো, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাদেরকে স্বাধীনতা, বিশেষ করে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক স্বাধীনতা প্রদান করতেন। ইয়ামানের গভর্ণর বাযান যখন ইসলাম গ্রহণ করেন, তখন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁর কর্তৃত্ব বহাল রাখেন। বাহরাইন ও হাদরামাউতের নেতারা যখন ইসলাম গ্রহণ করেন, তখন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁদের সাথে একই রূপ আচরণ করেন এবং নির্দেশ প্রদান করেন যে, ঐ এলাকার সম্পদশালীদের থেকে যে যাকাত আদায় করা হবে, তা সেখানকার দরিদ্রদের জন্য ব্যয় করা হবে। এ সকল কারণে যতদিন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) জীবিত ছিলেন, ততদিন ঐ সকল লোক তাঁর প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করেছেন। কিন্তু তাঁর ওফাতের পর তাঁরা অনুধাবন করেন যে, এখন মাদীনায় যাকাত প্রেরণ মাদীনার মুসলিমদের বশ্যতা স্বীকারেরই নামান্তর। অতএব নিজেদের গোত্রীয় আভিজাত্যের কারণেই তাঁরা এ ব্যাপারটিকে সহজে গ্রহণ করতে পারেননি। অধিকন্তু এটি যেহেতু তাঁদের বৈষয়িক স্বার্থসংক্রান্ত ব্যাপার ছিল, তাই এ অস্বীকৃতির মধ্যে এক এক করে অনেক গোত্র শরীক হয়ে যায়। তদুপরি এটি যেহেতু একটি বিদ্রোহ ছিল, তাই নুবুওয়াতের দাবিদার ভণ্ড লোকেরা এ সকল নও-মুসলিম বিদ্রোহীদেরকে নিজেদের দিকে আকর্ষণ করার ও তাদেরকে ব্যবহার করার একটি সুযোগ পেয়ে যায়।

আরব গোত্রসমূহের মধ্যে এ শ্রেণীর লোকদেরকে অনেক মুসলিম ঐতিহাসিক মুরতাদ্দ বলে উল্লেখ করেছেন। কোনো কোনো হাদীসেও তাদের যাকাত প্রদান করতে অস্বীকার করাকে 'ইরতিদাদ' শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করা হয়েছে। আনাস ইবনু মালিক (রা.) বলেন, لَمَّا تُوُفِّيَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ارْتَدَّتْ الْعَرَبُ -"যখন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মৃত্যুবরণ করলেন, তখন আরবরা মুরতাদ্দ হয়ে গেল।"[৫২] অথচ এ হাদীসের পরবর্তী অংশ দ্বারা বুঝা যায় যে, এখানে 'ইরতিদাদ' বলে সম্পূর্ণ ধর্মত্যাগ করাকে বুঝানো হয়নি; বরং কেবল যাকাত দিতে অস্বীকার করাকেই বুঝানো হয়েছে। অতএব, বস্তুত এ শ্রেণীর লোকেরা মুরতাদ্দ হয়নি; বরং মুসলিমই ছিল।

---

৫১. তাবারী, *তারীখুল উমাম ওয়াল মুলূক*, খ.২,পৃ.৪৮৮

৫২. নাসাঈ, *আস-সুনান*, [কিতাবুল জিহাদ], হা.নং:৩০৪৩

ইসলামের সকল বিধানের প্রতি তাদের পূর্ণ বিশ্বাস ছিল। তবে উপরিউক্ত বিভিন্ন কারণে তাঁরা নিজেদের যাকাত মাদীনায় পৌঁছাতে সম্মত ছিল না। সম্ভবত এ কারণেই 'উমার ও অন্যান্য সাহাবা কিরাম (রা.) কাফির ও মুশরিকদের মতো ঐ সকল লোকের বিরুদ্ধে যুদ্ধাভিযান পরিচালনা করতে বিরোধিতা করেছিলেন। কিন্তু আবূ বাকর (রা.) তাঁদের সে অভিমত গ্রহণযোগ্য মনে করেননি; বরং তিনি দীপ্ত কণ্ঠে ঘোষণা করেন,

وَاللهِ لَوْ مَنَعُونِي عَنَاقًا كَانُوا يُؤَدُّونَهَا إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقَاتَلْتُهُمْ عَلَى مَنْعِهَا.

-"আল্লাহর কাসাম, তারা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট আদায় করতো- এরূপ একটি মেষশাবকও যদি আদায় করা থেকে বিরত থাকে, তা হলে আমি তাদের বিরুদ্ধে অবশ্যই লড়াই করবো।"

'উমার (রা.) বলেন, আবূ বাকর (রা.)-এর এ কথা শুনে আমি বুঝতে পারলাম যে, আল্লাহ তা'আলা আবূ বাকর (রা.)-এর বক্ষকে সুপ্রশস্ত করে দিয়েছেন এবং তাঁর মতটিই সঠিক।"[৫৩]

খ. দূরবর্তী বিদ্রোহী গোত্রসমূহ

উপরিউক্ত আরব গোত্রগুলো ব্যতীত মাদীনা থেকে দূরে দক্ষিণে ইয়ামান এবং উত্তর-পূর্ব দিকে আরব ও শাম সীমান্তে বসবাসকারী লোকদেরকে সাধারণত ঐতিহাসিকরা মুরতাদ্দ বলে উল্লেখ করেছেন। একটি সাধারণ ভুল ধারণা এর পেছনে কাজ করেছে। আর তা হলো- রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর ওফাতের মুহূর্তে আরবের সমগ্র লোকই মুসলিম হয়ে গিয়েছিল। অনেক ঐতিহাসিকই বর্ণনা করেন যে, বিদায় হাজ্জের সময় রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর পক্ষ থেকে বাই'আতের ঘোষণার পর সাধারণভাবে কাফিররা মুসলিম হয়ে গিয়েছিল। এ ধারণা থেকে যখনই কোথাও কোনো বিদ্রোহ ও অবাধ্যতা দেখা গেছে, অনেকেই তাকে 'ইরতিদাদ' (ধর্মত্যাগ) রূপে চিহ্নিত করেছে। প্রকৃত ব্যাপার হলো, এ গোত্রগুলো শুরু থেকেই ইসলামের মূল পরিচয় সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করতে পারেনি। মাক্কা বিজয়ের পর যখন কুরাইশরা সকলেই মুসলিম হয়ে যায় এবং মাদীনায় ইসলামের একটি শক্তিশালী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়, তখন বিভিন্ন এলাকার বহু গোত্র রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর খিদমাতে এতো অধিক সংখ্যক প্রতিনিধি দল প্রেরণ করতে শুরু করে যে, হিজরী ৯ম সন عام الوفود (প্রতিনিধি দলের বছর) নামে খ্যাতি লাভ করে। কিন্তু এ সকল

---

৫৩. বুখারী, *আস-সাহীহ*, (কিতাবুয যাকাত), হা.নং:; ১৩১২; নাসাঈ, *আস-সুনান*, [কিতাবুল জিহাদ], হা.নং:৩০৪৩

প্রতিনিধি দল রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট উপস্থিত হয়ে যেভাবে আলাপ-আলোচনা করতেন, তাতে স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, যদিও প্রত্যেক গোত্রের দু/চারজন জ্ঞানী লোক খাঁটি অন্তরে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন, কিন্তু গোত্রের সাধারণ লোকদের ধারণা ছিল এই যে, তারা একটি রাজনৈতিক শক্তির নিকট আত্মসমর্পণ করেছে এবং একজন বিজেতার সাথে নিজেদের বিষয়সমূহ সমাধান করে জীবিকা ও রাজনৈতিক সুবিধা অর্জন করেছে। এ কারণেই তাদের সাথে যে পরিমাণ ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক বিষয় নিয়ে কথা হতো, তার চাইতে পার্থিব বিষয় নিয়ে কথা হতো বেশি। এ দৃষ্টিকোণ থেকে বলা যায় যে, ঐ সকল গোত্র যদিও ইসলামের রাজনৈতিক কর্তৃত্ব গ্রহণ করে নিয়েছিল; কিন্তু গোত্রের সকলেই আন্তরিকভাবে মুসলিম হতে পারেনি। বরং তারা অপেক্ষায় ছিল যে, যখনই সুযোগ মিলবে, তখন ইসলামী রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ শুরু করবে। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর ওফাতের পরই তাদের সে সুযোগ আসে এবং দ্রুতই তারা ইসলামের বিরুদ্ধে সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়ায়।

আমরা আমাদের উপর্যুক্ত দাবি প্রমাণ করার জন্য নিম্নে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সাথে ঐ সকল গোত্রের প্রতিনিধিদের আলোচনার সংক্ষিপ্ত বর্ণনা পেশ করছি, যা থেকে পাঠক মহল চিন্তা করে দেখতে পারেন যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সাথে তাদের আলোচনার যে ধরন ছিল তাতে তাদেরকে সত্যি সত্যি মুসলিম বলা যায় কি না। যদি তারা মুসলিমই না হয়, তবে ইরতিদাদ (ধর্মত্যাগ)ই বা কিসের?

বানূ তামীম

এ বিদ্রোহ ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারী গোত্রগুলোর মধ্যে অগ্রগামী ছিল বানূ তামীম ও বানূ হানীফাহ। এদের মধ্যে বানূ তামীম গোত্রটি ছিল অত্যন্ত দুর্বিনীত। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর জীবদ্দশায় এরা এক যুদ্ধে মুসলিমদের নিকট পরাজিত হয়ে সন্ধি স্থাপন করেছিল। কিন্তু তাঁর জীবনকালেই তাঁরা সন্ধি ভঙ্গ করে। তাই তিনি হি. ৯ম সনে তাদেরকে দমন করার জন্য 'উয়াইনাহ ইবনু হিসনের নেতৃত্বে একটি বাহিনী প্রেরণ করেন। 'উয়াইনাহ তাদেরকে পরাস্ত করে তাদের অনেক নারী, পুরুষ ও সন্তান-সন্ততিকে বন্দী করে মাদীনায় নিয়ে আসেন। এরপর তাদের একটি প্রতিনিধি দল বন্দীদেরকে মুক্ত করার আশায় রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর খিদমাতে উপস্থিত হয়। এ সময় তারা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সাথে খুবই অমার্জিত আচরণ করেছিল।[৫৪] তাদের অশিষ্ট আচরণের একটি উদাহরণ

---

৫৪. ইবনু কাছীর, *আস-সীরাতুন নাবাবিয়্যাহ*, খ.৪,পৃ.৭৯-৮৩

হলো- তারা যখন মাসজিদে নাবাবীতে এসে উপস্থিত হলো, তখন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) অন্দর মহলে ছিলেন। তারা অভদ্রজনোচিত ভাষায় তাঁকে জোরে জোরে ডাকাডাকি করতে লাগলো।[৫৫] তাদের অশিষ্ট আচরণের আর একটি উদাহরণ হলো- রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাদেরকে বললেন, اِقْبَلُوا الْبُشْرَى - "তোমরা জান্নাতের সুসংবাদ গ্রহণ কর।" তখন তারা বলে, قَدْ بَشَّرْتَنَا فَأَعْطِنَا -"আপনি তো আমাদেরকে জান্নাতের সুসংবাদ দিলেন। এখন আমাদেরকে কিছু দান করুন," তাদের এ কথায় রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এভাবে মর্মাহত হন যে, তাঁর পবিত্র চেহারায় এর আভা দেখা গিয়েছিল। এরপর ইয়ামানের একটি প্রতিনিধি দল তাঁর কাছে উপস্থিত হয়। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁদের উদ্দেশ্যে বলেন, اِقْبَلُوا الْبُشْرَى إِذْ لَمْ يَقْبَلْهَا بَنُو تَمِيمٍ. -"বানূ তামীম সুসংবাদ গ্রহণ করেনি; কিন্তু তোমরা তা গ্রহণ কর। তাঁরা বললো, قَدْ قَبِلْنَا، يَا رَسُولَ اللهِ. -"ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমরা গ্রহণ করলাম।"[৫৬]

বানূ হানীফাহ

বানূ হানীফাহ গোত্র ইয়ামামার অধিবাসী ছিল। শুরু থেকেই তারা ইসলাম ও রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করতো। হিজরাতের পূর্বে 'উকাযের মেলায় একবার রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এ গোত্রের লোকদের নিকট গমন করেন এবং তাদেরকে ইসলাম গ্রহণের দা'ওয়াত দেন। কিন্তু তারা তাঁর সাথে এতোই অভদ্র আচরণ করে যে, অন্য কোনো গোত্র তাঁর সাথে এরূপ আচরণ করেনি।[৫৭] ভণ্ড মুসাইলামা ছিল এ গোত্রেরই একজন প্রভাবশালী লোক। সে পরবর্তীকালে নুবুওয়াতের দাবি করে। এ গোত্রের একটি প্রতিনিধি দল হিজরী ৯ম সনে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট আগমন করে। দুর্বৃত্ত মুসাইলামাও তাদের সাথে ছিল। সে বলেছিল যে, إِنْ جَعَلَ لِي مُحَمَّدٌ الْأَمْرَ مِنْ بَعْدِهِ تَبِعْتُهُ. -" মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যদি শাসনক্ষমতা তাঁর পরবর্তী সময়ে আমাকে ন্যস্ত করেন, তবেই আমি তাঁর আনুগত্য স্বীকার করে নেবো।" রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর হাতে তখন একটি খেজুর গাছের শাখা ছিল। তিনি তা নিয়ে মুসাইলামা ও তার সাথীদের কাছে যান এবং হাতের খেজুর শাখার প্রতি

---

৫৫. তাবারী, *জামি'উল বায়ান...*, খ.২২,পৃ.২৮৪

৫৬. বুখারী, *আস-সাহীহ*, (কিতাবুল মাগাযী), হা.নং: ৪০১৭; তিরমিযী, *আস-সুনান*, (আবওয়াবুল মানাকিব), হা.নং:৩৮৮৬

৫৭. ইবনু হিশাম, *আস-সীরাতুন নাবাবিয়্যাহ*, খ.১,পৃ.৪২৪

ইঙ্গিত করে বলেন, لَوْ سَأَلْتَنِي هَذِهِ الْقِطْعَةَ مَا أَعْطَيْتُكَهَا. -"যদি তুমি আমার কাছে আমার হাতের এ শাখাটিও চাও, তবু আমি তা তোমাকে দেবো না।"[৫৮] এ দুর্বৃত্ত ইয়ামামায় ফিরে গিয়ে প্রথমে কয়েকদিন নিজের সম্পর্কে চিন্তাভাবনা করতে থাকে। তারপর প্রকাশ্যে নুবুওয়াতের দাবি করে। তার গোত্র বানূ হানীফাহ তার ফিতনায় জড়িত হয়ে পড়ে এবং তাকে নাবী বলে বিশ্বাস করে। 'আবদুল্লাহ ইবনু মাস'উদ (রা.) বলেন, একবার ইবনু নাওয়াহাহ ও ইবনু উছাল ভণ্ড মুসাইলামার দূত হিসেবে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর খিদমাতে উপস্থিত হয়েছিল। তিনি দূতদ্বয়কে জিজ্ঞেস করলেন, أَتَشْهَدَانِ أَنِّي رَسُولُ اللهِ؟ -" আমি আল্লাহর রাসূল- তোমরা কি এ সাক্ষ্য দাও?" তারা বললো, نَشْهَدُ أَنَّ مُسَيْلِمَةَ رَسُولُ اللهِ. -"আমরা সাক্ষ্য দেই যে, মুসাইলামা আল্লাহর রাসূল।" তাদের এ কথা শুনে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, لَوْ كُنْتُ قَاتِلًا رَسُولًا لَضَرَبْتُ أَعْنَاقَكُمَا. -"যদি আমি কোনো দূতকে হত্যা করতাম, তবে আমি তোমাদের দু'জনকে অবশ্যই হত্যা করতাম।"[৫৯]

ছুমামাহ ইবনু উছাল (রা.)ও ছিলেন এ গোত্রেরই একজন প্রভাবশালী নেতা। হিজরাতের পূর্বে যদিও তিনি মাক্কায় রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সাথে ঔদ্ধত্যপূর্ণ আচরণ করেছিলেন এবং হিজরী ৪র্থ সনে তার এলাকায় 'আমির ইবনুত তুফাইল মুসলিম মুবাল্লিগগণকে ধোঁকা দিয়ে হত্যা করেছিল, তবু হিজরী ৯ম সনে তাঁকে গ্রেফতার করে মাদীনায় নিয়ে আসা হলে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁকে ক্ষমা করে দেন। এরপর তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন। তখন বানূ হানীফার জনৈক ব্যক্তি তাঁকে নিজের দীন ত্যাগ করার কারণে তিরস্কার করেন; কিন্তু তিনি জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত ইসলামের ওপর অবিচল থাকেন এবং প্রখ্যাত সাহাবীগণের মধ্যেই পরিগণিত হন।[৬০]

---

৫৮. বুখারী, *আস-সাহীহ*, (কিতাবুল মাগাযী), হা.নং:৪০২৫; বাইহাকী, *দালা'য়িলুন নুবুওয়াত*, হা.নং: ২০৭৬; ইবনু হিশাম, *আস-সীরাতুন নাবাবিয়্যাহ*, খ.২,পৃ.৫৭৬; ইবনুল কাইয়ুম, *যাদুল মা'আদ*, খ.৩,পৃ.৫৩৩
বানূ হানীফা গোত্রের হাওযাহ ইবনু 'আলী নামক এক ব্যক্তিও রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট এ মর্মে একটি পত্র লিখেছিল। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাকেও একই কথা বলে জবাব দিয়েছিলেন। সাথে সাথে তিনি এ দু'আও করেছিলেন যে, اللهم اكفنيه. -"হে আল্লাহ, তুমি আমাকে এ ব্যক্তির অনিষ্ট থেকে রক্ষা কর।" সুতরাং দেখা যায় যে, ঘটনার কয়েকদিন পরই সে মৃত্যুবরণ করে। (বালাযুরী, *ফুতূহুল বুলদান*, খ.১,পৃ.১০৫)

৫৯. আহমাদ, *আল-মুসনাদ*, (মুসনাদু 'আবদিল্লাহ ইবনি মাস'উদ রা.), হা.নং: ৩৫২৪

৬০. বুখারী, *আস-সাহীহ*, (কিতাবুল মাগাযী), হা.নং: ৪০২৪

বানূ আসাদ

বানূ আসাদ নামক গোত্রের ইসলাম গ্রহণের মূলে তাদের কোনো আন্তরিক নিষ্ঠা বা অনুরাগ ছিল না। বরং ধন-সম্পদের আকর্ষণই প্রধানত তাদেরকে ইসলামের দিকে প্রলুব্ধ করেছিল। হি. ৯ম সনে তাদের দশ ব্যক্তির একটি প্রতিনিধি দল রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর খিদমাতে উপস্থিত হয়। তাদের দলনেতা হাদরামী ইবনু 'আমির রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)কে খোঁটা দিয়ে আর্থিক সাহায্যের জন্য আবেদন করে এবং বলে,

إِنَّا شَهِدْنَا أَنَّ اللهَ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ، وَإِنَّكَ عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ، أَتَيْنَاكَ يَا رَسُولَ اللهِ نَتَدَرَّعُ اللَّيْلَ الْبَهِيْمَ، فِي سَنَةٍ شَهْبَاءَ، وَلَمْ تَبْعَثْ إِلَيْنَا بَعْثًا وَنَحْنُ لِمَنْ وَرَاءَنَا.

-"আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ হলেন একজন, তাঁর কোনো শারীক নেই। আপনি হলেন তাঁর বান্দাহ ও রাসূল। ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমরা এক কঠিন দুর্ভিক্ষের সময় আপনার নিকট গভীর অন্ধকার রাতে অতি সংগোপনে আগমন করেছি, অথচ আমাদের নিকট আপনার কোনো অভিযান পরিচালনা করতে হয়নি। অধিকন্তু আমরা আমাদের অবশিষ্ট লোকদেরও দায়িত্ব নিচ্ছি।"

এ কথা বলার পর আল্লাহ তা'আলা নাযিল করলেন,

﴿يَمُنُّونَ عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَمُوا قُلْ لَا تَمُنُّوا عَلَيَّ إِسْلَامَكُمْ بَلِ اللهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ أَنْ هَدَاكُمْ لِلْإِيمَانِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾

"তাঁরা এ কারণে তোমাকে খোঁটা দেয় যে, তারা ইসলাম গ্রহণ করেছে। তুমি বল, তোমরা ইসলাম গ্রহণ করেছো- এ জন্য আমাকে খোঁটা দিওনা; বরং আল্লাহই তোমাদের ওপর অনুগ্রহ করেছেন যে, তিনি তোমাদেরকে ঈমানের পথ দেখিয়েছেন, যদি তোমরা সত্যবাদী হও।" (আল-কুর'আন, ৪৯ [সূরা আল-হুজুরাত]: ১৭)

মিথ্যা নুবুওয়াতের দাবীদার তুলাইহাহও এ প্রতিনিধি দলের সাথে ছিল। এরা দেশে ফিরে যাবার পর সে ইসলাম ত্যাগ করে নিজেই নুবুওয়াতের দাবী করে এবং তার গোত্রের সর্বসাধারণ তার ফিতনায় জড়িত হয়ে পড়ে এবং তাকে নাবী বলে বিশ্বাস করে।[৬১]

---

৬১. ইবনু কাছীর, *আল-বিদায়াতু ওয়ান নিহায়াতু*, খ.৫,পৃ.১০২; ইবনু 'আসাকির, *তারীখু দিমাশক*, খ.২৫,পৃ.১৫৩

মুদার

মুদার হচ্ছে ইয়ামানের একটি প্রসিদ্ধ গোত্র। এরা কুফরীর ক্ষেত্রে এতোটাই কঠোর ছিল, যে কোনো লোক রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর খিদমাতে আসার চেষ্টা করতো, তারা তার পথে বাধা সৃষ্টি করতো। একবার 'আবদুল কায়স গোত্রের একটি প্রতিনিধি দল রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর খিদমাতে উপস্থিত হয়ে নিবেদন করে, يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّا لَا نَسْتَطِيعُ أَنْ نَأْتِيكَ إِلَّا فِي الشَّهْرِ الْحَرَامِ وَبَيْنَنَا وَبَيْنَكَ هَذَا الْحَيُّ مِنْ كُفَّارِ مُضَرَ.-"ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমরা হারাম মাস ব্যতীত অন্য সময় আপনার খিদমাতে উপস্থিত হতে পারি না। আমাদের এবং আপনার মধ্যে মুদার গোত্রের লোকেরা বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে।"[৬২] তাদের এ কঠোর আচরণের কারণেই রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) একবার তাদের বিরুদ্ধে এ বলে বদ দু'আ করেছিলেন. اللَّهُمَّ اشْدُدْ وَطْأَتَكَ عَلَى مُضَرَ وَاجْعَلْهَا عَلَيْهِمْ سِنِينَ كَسِنِي يُوسُفَ.- "হে আল্লাহ, আপনি মুদার গোত্রকে কঠোরভাবে পাকড়াও করুন এবং তাদের ওপর ইউসূফ ('আলাইহিস সালাম)-এর (কাওমের) দুর্ভিক্ষের সালগুলো প্রেরণ করুন,"[৬৩]

দাওস

দাওস হচ্ছে ইয়ামানের একটি গোত্র। এ গোত্রের বিশিষ্ট ব্যক্তি তুফাইল ইবনু 'আম্‌র আদ-দাওসী (রা.) মাক্কায় ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। তিনি নিজ গোত্রের নিকট গিয়ে তাদেরকে ইসলামের দা'ওয়াত দেন; কিন্তু তারা টালবাহানা করতে থাকে।[৬৪] এরপর তুফাইল ইবনু 'আমর আদ-দাওসী (রা.) কয়েকজন সাথীকে নিয়ে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর খিদমাতে উপস্থিত হয়ে আরয করেন, يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ دَوْسًا قَدْ هَلَكَتْ عَصَتْ وَأَبَتْ؛ فَادْعُ اللهَ عَلَيْهِمْ. -"ইয়া রাসূলাল্লাহ, দাওস গোত্রের লোকেরা ধ্বংস হয়ে গেছে, তারা অবাধ্যতা করেছে এবং আপনার আনুগত্য করতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করেছে। তাই আপনি তাদের জন্য বদ দু'আ করুন," কিন্তু রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বদ দু'আ না করে বললেন, اللَّهُمَّ اهْدِ دَوْسًا، وَأْتِ بِهِمْ.-"হে আল্লাহ, আপনি দাওস গোত্রকে হিদায়াত করুন এবং তাদেরকে মুসলিম বানিয়ে দিন,"[৬৫]

---

৬২. বুখারী, *আস-সাহীহ*, (কিতাবুল ঈমান), হা.নং: ৫১
৬৩. বুখারী, *আস-সাহীহ*, (কিতাবুল আযান), হা.নং: ৭৬২
৬৪. ইবনু হিশাম, *আস-সীরাতুন নাবাবিয়্যাহ*, খ.১,পৃ.৩৮৩-৪; ইবনু সাইয়্যিদিন নাস, *'উয়ূনুল আছার*, খ.১,পৃ.১৮৪-৫
৬৫. বুখারী, *আস-সাহীহ*, (কিতাবুল জিহাদ), হা.নং: ২৭২০

নাজরান জনপদ

নাজরান মাক্কা থেকে ইয়ামান যাওয়ার পথে সাত মানযিল দূরে অবস্থিত তিয়াত্তরটি জনপদ সম্বলিত এক বিরাট এলাকা। এখানকার সকল লোকই খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বী ছিল। হিজরী ৯ম সনে তাদের একটি প্রতিনিধি দল মাদীনায় আসে। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাদেরকে প্রথমে 'ঈসা (আ.) সম্পর্কে কুর'আনের বক্তব্য পাঠ করে শুনান, তারপর তাদেরকে ইসলামের দা'ওয়াত দেন, তা না হলে মুবাহালা (দু পক্ষ পরস্পরের জন্য বদ দু'আ) করতে বলেন। কিন্তু তারা ইসলামও গ্রহণ করেনি এবং মুবাহালার ঝুঁকি নিতেও সম্মত হয়নি। অবশেষে তারা জিযইয়া দানের শর্তে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সাথে চুক্তিবদ্ধ হয়।[৬৬]

হাদরামাউত

হাদরামাউত হচ্ছে ইয়ামানের একটি প্রদেশ। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর ওফাতের পর এখানেও বিদ্রোহ দেখা দেয়। এখানকার কিছু লোক যদিও সত্যিকারভাবে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন; কিন্তু অধিকাংশই কেবল ইসলাম নয়; বরং রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর প্রতিও এতো চরম বিদ্বেষ পোষণ করতো যে, যখন বানূ 'আমিরের কোনো এক ব্যক্তির মাধ্যমে তারা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর মৃত্যু সংবাদ পায়, তখন তাদের গণিকা মহিলারা আনন্দে মেতে ওঠে। তারা হাতে মেহেদি লাগায় এবং দফ বাজাতে থাকে। ঐ মহিলারা আগে থেকেই রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর মৃত্যুর জন্য প্রার্থনা করতো। ইসলামের ইতিহাসে তাদের এ অশুভ কার্যকলাপ حركة البغايا (পতিতা আন্দোলন) নামে খ্যাতি লাভ করে।[৬৭] এ সময় ইয়ামানের এক ব্যক্তি নিম্নের চরণগুলো আবূ বাকর (রা.)-এর নিকট লিখে পাঠান-

أبلغ أبا بكرٍ إذا ما جئته ... أنّ البغايا رمن شرّ مرام

أظهرن من موت النبيّ شماتةً ... وخضبن أيديهنّ بالعلاّم

فاقطع هديت أكفّهنّ بصارمٍ ... كالبرق أومض في جفون غمام.

-"যখন তুমি আবূ বাকর (রা.)-এর নিকট গমন করবে, তখন তুমি তাঁকে এ সংবাদ জানিয়ে দিও যে, গণিকারা কুমতলবে মেতে ওঠেছে।

---

৬৬. বুখারী, *আস-সাহীহ*, (কিতাবুল মাগাযী), হা.নং:৪০২৯; ইবনু কাছীর, *কাসাসুল আম্বিয়া*, খ.২,পৃ.৩৯৭-৮

৬৭. আতূম, *হারকাতুর রিদ্দাহ*, পৃ. ১১৯; আকবরাবাদী, *সিদ্দীকে আকবর রা.*, পৃ.১৪৭

> তারা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর মৃত্যুতে আনন্দ প্রকাশ করেছে এবং হাতে মেহেদীর খিযাব লাগিয়েছে।
>
> আল্লাহ আপনাকে তাওফীক দান করুন, আপনি মেঘের ক্রোড়ে প্রদীপ্ত বিজলীর মতো শাণিত কৃপাণ দিয়ে তাদের হাতগুলো কেটে দিন।"[৬৮]

এ এলাকার মহিলাদেরই যখন এ অবস্থা, তখন পুরুষেরা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর বিরুদ্ধে কিরূপ শত্রুতা পোষণ করতো, তা অনায়াসে অনুমান করা যায়।

বানূ 'আমির ইবনু সা'সা'আহ

আরবের কোনো কোনো গোত্র শুধুই যে ইসলাম ও রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করতো, তা নয়; বরং তারা প্রতারণা করে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে হত্যা করার ষড়যন্ত্রও করেছিল। হিজরী ১০ম সনে 'আমির ইবনু তুফাইল, আরবাদ ইবনু কায়স ও জাব্বার (মতান্তরে হাইয়ান) ইবনু সালমার নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধি দল রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর খিদমাতে উপস্থিত হয়। উল্লেখ্য, 'আমির ইবনু তুফাইল ইসলামের জঘন্য শত্রু ছিল। সে বি'রে মা'উনায় সত্তর জন সাহাবীকে শহীদ করেছিল। এ প্রতিনিধি দল মাদীনায় আসার সময় 'আমির ইবনু তুফাইল ও আরবাদ এ মর্মে ঐকমত্যে পৌঁছে যে, 'আমির রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)কে আলাপের মধ্যে মগ্ন করে রাখবে, আর আরবাদ সুযোগ বুঝে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)কে তরবারি দ্বারা আঘাত করবে। এ প্রতিনিধি দল মাদীনায় পৌঁছার পর কথা মতো 'আমির রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সাথে আলাপ শুরু করে। এ সময় আরবাদ ঘুরে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর পেছনে গিয়ে তরবারি এক বিঘত পরিমাণ বের করে; কিন্তু এর বেশি বের করতে পারেনি, আল্লাহ তা'আলা তার হাত থামিয়ে দেন, এভাবে তিনি তাঁর প্রিয় নাবীকে হিফাযাত করেন। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এ উভয় দুর্বৃত্তের জন্য বদ দু'আ করেন। ফলে ফেরার পথে আরবাদ ও তার উটের ওপর বজ্রপাত হয়। এতে সে পুড়ে মারা যায়। অপর দিকে 'আমির ইবনু তুফাইল বানূ সালূল এর এক মহিলার ঘরে আশ্রয় নেয়। সেখানে তার ঘাড়ে প্লেগের গুঁটি বের হয়। সেখানেই তার মৃত্যু হয়। মৃত্যুর সময় সে বলেছিল, غُدَّةٌ كَغُدَّةِ الْبَكْرِ فِي بَيْتِ امْرَأَةٍ مِنْ آلِ فُلَانٍ.-"হায়, উটের গুঁটির মতো গুঁটি আর তাও অমুক গোত্রের জনৈকা মহিলার ঘরে,"[৬৯]

---

৬৮. আবূ হাইয়ান, *আল-বাসা'য়ির ওয়ায যাখা'য়ির*, খ.১,পৃ.৪৭৪; ইবনু 'আবদিল বারর, *বাহজাতুল মাজালিস..*, পৃ.১৫৮; ইবনু কুতায়বাহ, *'উয়ূনুল আখবার*, পৃ.৩১৯

৬৯. বুখারী, *আস-সাহীহ*, (কিতাবুল মাগাযী), হা.নং:৩৭৮২; ইবনু কাছীর, *আস-সীরাতুন নাবাবিয়্যা*, খ.৪,পৃ.১০৯-১১২

উপরে যে সকল গোত্র ও এলাকার কথা বলা হলো তা ছিল দক্ষিণ আরবের অবস্থা। উত্তর-পূর্বে এবং আরব ও শাম সীমান্তে গাসসান ও কাদা'আহ্ প্রভৃতি যে সকল গোত্র বাস করতো, তাদের সৃষ্ট বিশৃঙ্খলা ও বিদ্রোহ দমন এবং তাদেরকে সমুচিত শিক্ষা দেয়ার জন্য রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) উসামাহ (রা.)-এর নেতৃত্বে একটি বাহিনী প্রেরণ করেন; কিন্তু সে বাহিনী জুরুফ নামক স্থানে থাকতেই রাসলূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মৃত্যুবরণ করেন। মোট কথা, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর ওফাত পর্যন্ত এ সকল গোত্রের অধিকাংশ লোকই পূর্ববৎ জাহিলী ধ্যান-ধারণার ওপর প্রতিষ্ঠিত ছিল।

উপর্যুক্ত আলোচনার আলোকে আমরা সহজে এ কথা বলতে পারি যে, এ সকল গোত্রকে সামগ্রিক বিবেচনায় মুসলিম বলা সমীচীন নয়। অতএব যদি তারা মুসলিমই ছিল না, তা হলে আবূ বাকর (রা.)-এর খিলাফাত কালে মুরতাদ্দ হয়ে গিয়েছিল- এমন কথা ব্যাপকভাবে বলা কি সমীচীন হবে?

স্বার্থান্বেষী মহল (!)

ইতিহাসের বিভিন্ন গ্রন্থে এমন অনেক ব্যক্তির নামও পাওয়া যায়, যারা ইসলাম ও মুসলিমদের পক্ষে বিভিন্ন অভিযানে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেছিলেন; কিন্তু পরবর্তীকালে দেখা যায় যে, তারা বিদ্রোহীদের নেতৃত্ব দান করেছেন। এখন প্রশ্ন হলো, তারাও কি দীন ইসলাম ত্যাগ করেছিল। এ ধরনের লোকদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হলো-

'উয়াইনাহ্ ইবনু হিস্ন আল-ফাযারী (রা.)

'উয়াইনাহ ইবনু হিস্ন (রা.) মাক্কা বিজয়ের পূর্বেই ইসলাম গ্রহণ করেছিল। সে মাক্কা বিজয়, গাযওয়া হুনাইন এবং তা'য়িফের অবরোধে অংশ গ্রহণ করেছিল। তা ছাড়া রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাকে বানূ তামীমের অন্যতম শাখা বানুল আম্বারের ওপর আক্রমণ পরিচালনার জন্য প্রেরণ করেছিলেন।[৭০] অনেকেই উল্লেখ করেছেন যে, আবূ বাকর (রা.)-এর আমলে সে মুরতাদ্দ হয়ে যায়।[৭১] কথাটি পরিপূর্ণ সঠিক নয়; বরং বিভিন্ন ঘটনা পরম্পরা থেকে জানা যায় যে, সে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর জীবদ্দশায় সত্যিকারভাবে ইসলামও গ্রহণ করেনি।

প্রকৃত ব্যাপার হলো, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর যুগে মুসলিমগণ ছাড়াও এরূপ কিছু লোক ছিল, যাদেরকে 'মু'আল্লাফাতুল কুলূব' বলা হতো।

---

৭০. বুখারী, *আস-সাহীহ*, (কিতাবুল মাগাযী, বাব : গাযওয়াতু 'উয়াইনাহতু ইবনি হিসন রা.)

৭১. ইবনু হাজার, *আল-ইসাবাহ*, খ.২,পৃ.৩৩৪

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাদেরকে গানীমাতের সম্পদ থেকে অংশ দিতেন এবং অন্যান্য বিষয়েও তাদের প্রতি বিশেষ অনুগ্রহ প্রদর্শন করতেন। এ সকল কিছুর পেছনে উদ্দেশ্য হতো তাদের মনস্তুষ্টি বিধান করা। এতে হয়তো তারা খুশি হয়ে একদিন খাঁটি মুসলিমে পরিণত হবে, অথবা তারা কোনো গোত্রের প্রভাবশালী ব্যক্তি হলে মুসলিমগণ তাদের এবং তাদের গোত্রের লোকদের অত্যাচার থেকে রক্ষা পাবে। এ জাতীয় লোকেরা কখনো কোনো যুদ্ধেও অংশ গ্রহণ করতো; কিন্তু ইসলামের প্রতি তাদের অনেকেরই দৃঢ় সম্পর্ক ছিল না। তারা সাথে থাকার কারণে মুসলিমদের সংখ্যা অবশ্যই অধিক দেখা যেতো। এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, রাজনৈতিক দিক দিয়ে এর প্রয়োজনও ছিল।

মোট কথা, 'উয়াইনাহ ইবনু হিস্‌ন (রা.) তার গোত্রের নেতা ছিল[৭২] এবং মু'আল্লাফাতুল কুলূবের অন্তর্ভুক্ত ছিল। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হুনাইন যুদ্ধে যে সকল মু'আল্লাফাতুল কুলূবকে প্রচুর অর্থসম্পদ দান করেছিলেন তাঁদের মধ্যে সে অন্যতম ছিল।[৭৩] 'আবদুল্লাহ ইবনু আবী বাকর (রা.) বলেন, এরা সকলেই অভিজাত শ্রেণীর লোক ছিলেন। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মনোরঞ্জনের জন্য তাদের প্রত্যেককে একশটি করে উট দান করেছিলেন।[৭৪]

'উয়াইনাহ (রা.) কি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর জীবদ্দশায় সতিকার অর্থে মুসলিম ছিল? আর যদি মুসলিম হয়েই থাকেন, তাঁর ইসলামের প্রকৃতি কিরূপ ছিল তা নিম্নের এ ঘটনা থেকে স্পষ্ট বুঝা যায়।

হুনাইন যুদ্ধে এক ব্যক্তি এসে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)কে বললেন, يَا رَسُولَ اللهِ أَعْطَيْتَ عُيَيْنَةَ بْنَ حِصْنٍ وَالْأَقْرَعَ بْنَ حَابِسٍ مِائَةً مِائَةً، وَتَرَكْتَ جُعَيْلَ بْنَ سُرَاقَةَ الضَّمْرِيَّ. -"ইয়া রাসূলাল্লাহ, আপনি 'উয়াইনাহ ইবনু হিস্‌ন ও আকরা' ইবনু হাবিসকে একশটি করে উট প্রদান করলেন, অথচ জু'আয়ল ইবনু সুরাকাহ আদ-দামরী (রা.)কে কিছুই দিলেন না।" এ কথা শুনে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন,

أَمَا وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَجُعَيْلُ بْنُ سُرَاقَةَ خَيْرٌ مِنْ طِلَاعِ الْأَرْضِ كُلِّهِمْ

---

৭২. তাঁর এক কথার প্রেক্ষিতে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁকে الأحمق المطاع (আহমাক নেতা) বলে অভিহিত করেন। (ইবনু হাজার, *আল-ইসাবাহ*, খ.২,পৃ.৩৩৪)

৭৩. তাবারী, *তারীখুল উমাম ওয়াল মুলূক*, খ.২,পৃ.৩৫৮

৭৪. তাবারী, *তারীখুল উমাম ওয়াল মুলূক*, খ.২,পৃ.৩৫৮

مِثْلَ عُيَيْنَةَ بْنِ حِصْنٍ وَالْأَقْرَعِ بْنِ حَابِسٍ؛ وَلَكِنِّي تَأَلَّفْتُهُمَا لِيُسْلِمَا، وَوَكَلْتُ جُعَيْلَ بْنَ سُرَاقَةَ إِلَى إِسْلَامِهِ.

-"যাঁর হাতে আমার প্রাণ তাঁর শপথ, 'উয়াইনাহ্ ও আকরা'র মতো জু'আয়ল (রা.)ও সমগ্র পৃথিবীর একজন শ্রেষ্ঠ আক্রমণকারী; কিন্তু আমি ঐ দু'জনের মনোরঞ্জনের চেষ্টা করছি, যাতে তারা ইসলাম গ্রহণ করে। আর জু'আয়ল (রা.)কে তো আমি তাঁর ইসলামের প্রতি সোপর্দ করেছি।"[৭৫]

এ হাদীসে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর উক্তি ' لِيُسْلِمَا ' থেকে স্পষ্টভাবে জানা যায় যে, হুনাইন যুদ্ধ পর্যন্ত ঐ দুজন ইসলামই গ্রহণ করেনি। অনুরূপভাবে একবার কয়েকজন আনসারের মধ্যে গানীমাতের সম্পদ বন্টনের ব্যাপারে কিছুটা প্রশ্ন দেখা দিয়েছিল। তাঁরা দেখলেন যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মু'আল্লাফাতুল কুলূবদেরকে গানীমাত থেকে অধিক দান করছেন, আর তাঁদেরকে বঞ্চিত করছেন। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আনসারগণের এ মনোভাব জানতে পেরে সাথে সাথে আনসারগণকে একত্রিত করে এক ভাষণ দেন। এখানে এক পর্যায়ে বললেন,

تَأَلَّفْتُ بِهَا قَوْمًا لِيُسْلِمُوا، وَوَكَلْتُكُمْ إِلَى إِسْلَامِكُمْ، أَفَلَا تَرْضَوْنَ يَا مَعْشَرَ الْأَنْصَارِ أَنْ يَذْهَبَ النَّاسُ بِالشَّاةِ وَالْبَعِيرِ، وَتَرْجِعُونَ بِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي رِحَالِكُمْ.

-"আমি এ দানের মাধ্যমে একটি দলকে আকৃষ্ট করতে চেষ্টা করছি, যাতে তারা মুসলিম হয়ে যায়। আর তোমাদেরকে তো আমি ইসলামের প্রতিই সোপর্দ করেছি। হে আনসারগণ, তোমরা কি এতে সন্তুষ্ট নও যে, লোকেরা ছাগল ও উট নিয়ে ফিরে যাবে, আর তোমরা আল্লাহর রাসূলকে নিয়ে তোমাদের দেশে ফিরে যাবে?"[৭৬]

এত কিছু দেয়ার পরেও 'উয়াইনাহ্ ছিল স্বভাবগতভাবে অকৃতজ্ঞ। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট থেকে উপর্যুক্ত সাহায্য অর্জন করার পরও সে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর কেবল ঐ নির্দেশই পালন করতো,

---

৭৫. বাইহাকী, *দালা'য়িলুন নুবুওয়াত*, হা.নং:১৯৩৮; আবূ নু'আয়ম, *মা'আরিফাতুস সাহাবাহ*, হা.নং: ১৫৮১; তাবারী, *তারীখুল উমাম ওয়াল মুলূক*, খ.২,পৃ.৩৫৯

৭৬. আহমাদ, *আল-মুসনাদ*, (মুসনাদী আবী সা'ঈদ আল-খুদরী রা.), হা.নং:১১৩০৫; তাবারী, *তারীখুল উমাম ওয়াল মুলূক*, খ.২,পৃ.৩৬১; ইবনুল আছীর, *আল-কামিল..*, খ.১,পৃ.৩৩৯; ইবনু 'আবদিল বারর, *আদ-দুরার..*, পৃ.৭৫

যা তার ব্যক্তিগত স্বার্থের অনুকূলে হতো। হুনাইন যুদ্ধে তাকে একশ উট দেয়া হয়েছিল। এতদসত্ত্বেও রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) গ্রেফতারকৃত হাওয়াযিন গোত্রের এক বৃদ্ধাকে দাসীতে পরিণত করার ব্যাপারে তাকে বারণ করলে সে ঐ নির্দেশ মেনে চলেনি; বরং অর্থের লোভে তাকেও নিজের দখলে রেখে দেয়। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নির্দেশ সত্ত্বেও সে বৃদ্ধাকে ফিরিয়ে দিতে অস্বীকৃতি জানায়।[৭৭] তা ছাড়া সে কখনো কখনো রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সাথে অসৌজন্যমূলক আচরণও করেছে। বানূ তামীম গোত্রের প্রতিনিধি দল, যারা মাদীনায় পৌঁছে অত্যন্ত অসৌজন্যমূলকভাবে চিৎকার করে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)কে অন্দর মহল থেকে বাইরে আসতে বলে, তাদের মধ্যে এ 'উয়াইনাহও ছিল। এ সকল ঘটনা থেকে আমরা সহজেই এ কথা অনুমান করতে পারি যে, 'উয়াইনাহ কোনো কোনো গাযওয়ায় অংশ গ্রহণ করা সত্ত্বেও সে জাহিলী যুগের চিন্তাচেতনা ও আচার-আচরণ পরিত্যাগ করতে পারেনি।[৭৮] এ কারণে দেখা যায় যে, যখন তুলাইহা নুবুওয়াতের দাবি করে, তখন 'উয়াইনাহ ইবনু হিসন সাথে সাথেই তার একান্ত অনুসারীতে পরিণত হয়। সে বলতে থাকে, وَاللهِ لَأَنْ نَتَّبِعَ نَبِيًّا مِنَ الْحَلِيفَيْنِ أَحَبُّ إِلَيْنَا مِنْ أَنْ نَتَّبِعَ نَبِيًّا مِنْ قُرَيْشٍ.-"আল্লাহর শপথ, মিত্র সম্প্রদায়ের যে কোনো একজন নাবীর আনুগত্য করা আমাদের নিকট কুরাইশী নাবীর আনুগত্য করার চেয়ে অধিকতর প্রিয়।"[৭৯]

কোনো কোনো রিওয়ায়াতে দেখা যায় যে, 'উয়াইনাহ নিজেও স্বীকার করেছিল যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর জীবদ্দশায় ঈমান আনেনি। অনেক ঐতিহাসিকই বর্ণনা করেন যে, তা'য়িফ অবরোধের সময় 'উয়াইনাহ মুসলিম বাহিনীর সাথে ছিল। এমন সময় কোনো এক মুসলিম তাকে মুশরিকদের প্রশংসা করতে দেখে বললেন, قَاتَلَكَ اللهُ يَا عُيَيْنَةَ! أَتَمْدَحُ قَوْمًا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ بِالْإِمْتِنَاعِ مِنْ رَسُوْلِ اللهِ وَقَدْ جِئْتَ تَنْصُرُهُ.-"'উয়াইনাহ, আল্লাহ তোমাকে ধ্বংস করুন, তুমি কি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)কে রক্ষার পরিবর্তে মুশরিকদের প্রশংসা করছো? অথচ তুমি এখানে এসেছো তাঁকে সাহায্য করতে।" 'উয়াইনাহ উত্তর দেয়,

---

৭৭. তাবারী, *তারীখুল উমাম ওয়াল মুলূক*, খ.২,পৃ.৩৬১

৭৮. 'আবদুল্লাহ ইবনুল 'আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, 'উমার (রা.)-এর খিলাফাত কালে 'উয়াইনাহ একবার তাঁর নিকট এসে বললো, فَوَاللهِ مَا تُعْطِينَا الْجَزْلَ وَلَا تَحْكُمُ بَيْنَنَا بِالْعَدْلِ.-"আল্লাহর কাসাম, আপনি আমাদেরকে প্রচুর পরিমাণে দান করেন না এবং আমাদের মাঝে ন্যায়-নীতির ভিত্তিতে ফায়সালা করেন না।" এ কথা শুনে 'উমার (রা.) অত্যন্ত রাগান্বিত হয়ে তাকে মারতে উদ্যত হন। এ অবস্থায় তার ভ্রাতুষ্পুত্র হুরর ইবনু কায়স (রা.) তার পক্ষে সুপারিশ করে বলেন, وَإِنَّ هَذَا مِنَ الْجَاهِلِيْنَ-"এ তো একজন জাহিল।" অর্থাৎ তাকে আপনি ক্ষমা করে দিন। (বুখারী, *আস-সাহীহ*, (কিতাবুল ই'তিসাম), হা.নং:৬৭৪২)

৭৯. তাবারী, *তারীখুল উমাম ওয়াল মুলূক*, খ.২,পৃ.৪৮৭; ইবনু 'আসাকির, *তারীখু দিমাশক*, খ.২৫, পৃ.১৫৭

إِنِّي وَاللهِ مَا جِئْتُ لِأُقَاتِلَ مَعَكُمْ ثَقِيفًا؛ وَلَكِنِّي أَرَدْتُ أَنْ يَفْتَحَ مُحَمَّدٌ الطَّائِفَ فَأُصِيبُ مِنْ ثَقِيفٍ جَارِيَةً أَتَبَطَّنُهَا، لَعَلَّهَا أَنْ تَلِدَ لِي رَجُلًا.

-"আল্লাহর শপথ, আমি তোমাদের সাথে মিলে ছাকীফদের সাথে যুদ্ধ করতে আসি নি। বরং আমার উদ্দেশ্য হলো, মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যদি তা'য়িফ জয় করেন, তা হলে ছাকীফ গোত্রের একজন মেয়ে আমি পাবো। আমি তাকে নিয়ে এক সাথে থাকবো। এতে আশা করছি, সে আমার জন্য একজন পুরুষ সন্তান জন্ম দেবে।"[৮০]

অন্য একটি রিওয়ায়াত থেকে জানা যায় যে, আবূ বাকর (রা.)-এর খিলাফাত কালে 'উয়াইনাহকে যখন গ্রেফতার করে মাদীনায় আনা হয়, তখন তার উভয় হাত গর্দানের সাথে বাঁধা ছিল। মাদীনায় শিশু-কিশোররা খেজুরের একটি ডাল দিয়ে তাকে হাঁকাতে হাঁকাতে বলতে থাকে, أَيْ عَدُوَّ اللهِ، أَكَفَرْتَ بَعْدَ إِيْمَانِكَ؟ - "হে আল্লাহর শত্রু, ঈমান আনার পর অবশেষে কি তুমি কাফির হয়ে গেলে," 'উয়াইনাহ জবাব দেন, وَاللهِ مَا كُنْتُ آمَنْتُ بِاللهِ طَرْفَةَ عَيْنٍ. -"আল্লাহর কাসাম, আমি তো এক মুহূর্তের জন্যও আল্লাহর ওপর ঈমান আনিনি।" এ কথা জানার পর আবূ বাকর (রা.) তাঁকে ক্ষমা করে দেন, হত্যা করেননি।[৮১] এ ঘটনা থেকে বুঝা যায় যে, 'উয়াইনাহ আবূ বাকর (রা.)-এর বিবেচনা মতো মুরতাদ্দ ছিলনা; বরং একজন বিদ্রোহীই ছিল।

'আব্বাস ইবনু মিরদাস আস-সুলামী ও আকরা' ইবনু হাবিস

'আব্বাস ইবনু মিরদাস আস-সুলামী ও আকরা' ইবনু হাবিস (রা.)ও মু'আল্লাফাতুল কুলুবের অন্তর্ভুক্ত ছিল। তারা মাক্কা বিজয় ও গাযওয়া হুনাইন প্রভৃতি যুদ্ধেও অংশ গ্রহণ করে।[৮২] কিন্তু তারা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর জীবদ্দশায় দৃঢ় ঈমানের অধিকারী মুসলিম ছিল না। গাযওয়ায়ে হুনাইনে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) 'উয়াইনাহ ও আকরা' প্রমুখকে একশটি করে উট দান করেছিলেন; কিন্তু 'আব্বাস ইবনু মিরদাস (রা.)কে কিছুটা কম দেয়া হলে সে অসন্তুষ্ট হয়ে বলে ওঠে-

---

৮০. তাবারী, *তারীখুল উমাম ওয়াল মুলূক*, খ.২,পৃ.৩৫৫; ইবনু কাছীর, *আল-বিদায়াতু ওয়ান নিহায়াতু*, খ.৪,পৃ.৪০২; ইবনুল আছীর, *আল-কামিল..*, খ.১,পৃ.৩৩৭

৮১. ইবনুল আছীর, *আল-কামিল..*, খ.১,পৃ.৩৬৮; তাবারী, *তারীখুল উমাম ওয়াল মুলূক*, খ.২,পৃ.৪৮৯; ইবনু কাছীর, *আল-বিদায়াতু ওয়ান নিহায়াতু*, খ.৬,পৃ.৩৫০

৮২. তাবারী, *তারীখুল উমাম ওয়াল মুলূক*, খ.২,পৃ.৪৮৯

أَتَجْعَلُ نَهْبِي وَنَهْبَ الْعُبَيْدِ　　بَيْنَ عُيَيْنَةَ وَالْأَقْرَعِ

فَمَا كَانَ بَدْرٌ وَلَا حَابِسٌ　　يَفُوقَانِ مِرْدَاسَ فِي الْمَجْمَعِ

وَمَا كُنْتُ دُونَ امْرِئٍ مِنْهُمَا　　وَمَنْ تَخْفِضْ الْيَوْمَ لَا يُرْفَعِ

-"আপনি কি আমার এবং আমার ঘোড়া 'উবাইদের লব্ধ সম্পদ 'উয়াইনাহ ও আকরা'র মধ্যে ভাগ করে দিয়েছেন। অথচ বাদ্‌র ও হাবিস কোনো সমাবেশেই মিরদাসের ওপর জয়ী হতে পারবে না। আমি তাদের দু'জনের চেয়ে কোনোক্রমেই নিচ নই। যাকে আপনি আজ নিচ করছেন, তাকে উন্নত করার মতো কেউ নেই।"[৮৩]

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁর এ কবিতা শুনে অত্যন্ত মর্মাহত হন এবং সাহাবা কিরামকে তার জিহ্বা কেটে ফেলতে অর্থাৎ তাঁর মুখ বন্ধ করার ব্যবস্থা করতে নির্দেশ দেন। সাহাবা কিরাম (রা.) রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নির্দেশ মতো তাঁকে একশ উট পূর্ণ করে দিয়ে তার মুখ বন্ধ করে দেন।[৮৪] ইতঃপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, আবূ বাকর (রা.)-এর খিলাফাত কালে 'উয়াইনা ও আকরা' তাঁর নিকট এসে আরয করেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমাদেরকে দান-দক্ষিণা করতেন, আপনিও তা অব্যাহত রাখুন। তাঁরা একটি ভূখণ্ডের জন্য তাঁর নিকট আবেদন করেন। আবূ বাকর (রা.) যেহেতু প্রতিটি পদে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর অনুসরণ করে চলতেন, তাই তিনি তাদের সে আবেদন কাবূল করেন। কিন্তু খালীফার এ নির্দেশ সত্যায়িত করার জন্য যখন তারা দু'জনে 'উমার (রা.)-এর নিকট যায়, তখনি তিনি এর কঠোর বিরোধিতা করেন এবং তাদেরকে উদ্দেশ্য করে বলেন,

إِنَّمَا كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَتَأَلَّفُكُمَا عَلَى الْإِسْلَامِ، فَأَمَّا الْآنَ فَاجْهَدَا جُهْدَكُمَا.

-"ইসলাম যখন দুর্বল ছিল, তখন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তোমাদের মনস্তুষ্টি বিধানের জন্য এ সকল কাজ করতেন; কিন্তু এখন ইসলাম অনেকখানি শক্তিশালী। তাই তোমাদের ব্যাপারে এখন আমাদের আর কোনো

---

৮৩. মুসলিম, *আস-সাহীহ,* (কিতাবুয যাকাত), হা.নং: ১৭৫৭
কোনো কোনো রিওয়ায়াতে কবিতাটির দ্বিতীয় চরণে 'বাদ্‌র'-এর পরিবর্তে 'হিসন'-এর নাম এসেছে। (বাইহাকী, *দালা'য়িলুন নুবুওয়াত,* হা.নং: ১৯৩৫)

৮৪. তাবারী, *তারীখুল উমাম ওয়াল মুলূক,* খ.২,পৃ.৩৫৯; ইবনু 'আছীর, উসদুল গাবাহ, খ.১,পৃ.৫৭৮; ইবনু 'আবদিল বারর, *আল-ইস্তি'আব,* খ.১,পৃ.২৪৭

উৎকণ্ঠা নেই। ইসলামের অনিষ্ট করার জন্য তোমরা এখন যা ইচ্ছে করতে পারো।"[৮৫]

ইয়াস আল-ফুজা'আহ ইবনু 'আবদিল্লাহ আস-সুলামী

ইয়াস আল-ফুজা'আহ বানূ সুলাইম নামক গোত্রের একজন বড় মুরতাদ্দ ছিল। ইরতিদাদ থেকে তাওবাহ করে ফিরে আসার পরও তার ইসলামের অবস্থা কিরূপ ছিল, তা নিম্নের এ ঘটনা থেকে বুঝা যায়। সে একবার আবূ বাকর (রা.)-এর খিদমাতে উপস্থিত হয়ে আরয করে, !إِنِّي مُسْلِمٌ، وَقَدْ أَرَدْتُ جِهَادَ مَنْ ارْتَدَّ فَاحْمِلْنِي وَأَعِنِّي - "আমি একজন মুসলিম। যারা মুরতাদ্দ হয়ে গেছে আমি তাদের সাথে যুদ্ধ করতে চাই। অতএব, আপনি আমার বাহনের ব্যবস্থা করে দিন এবং আমাকে সাহায্য করুন," আবূ বাকর (রা.) তাকে একটি সওয়ারীর ব্যবস্থা করে দিলেন এবং অস্ত্র দ্বারা সজ্জিত করেন। কিন্তু ঐ দুর্বৃত্ত ঐ অস্ত্র দ্বারা লোকদের সম্পদ ছিনিয়ে নিতে শুরু করে এবং বিরোধীদের হত্যা করতে থাকে। আবূ বাকর (রা.) এ খবর জানতে পেরে তাকে গ্রেফতার করেন এবং এ চরম বিশ্বাসঘাতকতার শাস্তি স্বরূপ তাকে জীবন্ত অগ্নি দগ্ধ করে হত্যা করেন।[৮৬]

উপর্যুক্ত আলোচনা থেকে এ কথা বুঝা যায় যে, যাদেরকে মুরতাদ্দ বলা হয় তারা মূলত সত্যিকারভাবে ইসলামই গ্রহণ করেনি। তাদের ইরতিদাদ প্রকৃতপক্ষে ঈমানী ইরতিদাদ ছিল না; বরং তা ছিল রাজনৈতিক ইরতিদাদ। অর্থাৎ তারা নিজেদের স্বার্থ চিন্তা করে কেবল রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর রাজনৈতিক আনুগত্য স্বীকার করেছিল এবং তা ছিল নিছক ধোঁকা দেওয়ার উদ্দেশ্যে। তারা সব সময়ই গোপনে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর শত্রুতায় লিপ্ত ছিল। আর যখন পরিবেশ ও পরিস্থিতি অনুকূলে আসে, তখন তারা প্রকাশ্যে বিদ্রোহে নেমে পড়ে।[৮৭]

বিদ্রোহের কারণসমূহ

এ ক্ষেত্রে কেউ এ প্রশ্ন উত্থাপন করতে পারে যে, এ সকল গোত্র ও লোক দীনে হক্বকে গ্রহণ করতে পারলো না কেন? এর জবাব হলো, নুবুওয়াতের প্রথম তেরটি বৎসর রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মাক্কায় অতিবাহিত করেন। সেখানে প্রথম দিকে হাজ্জের সময় আরবের বিভিন্ন এলাকার এবং বিভিন্ন গোত্রের লোকেরা মাক্কায় এলে

---

৮৫. ইবনু হাজার, *আল-ইসাবাহ*, খ.১,পৃ.৩৪; ইবনু 'আসাকির, *তারীখু দিমাশক*, খ.৯,পৃ.১৯৫; তাবারী, *তারীখুল উমাম ওয়াল মুলূক*, খ.২,পৃ.৩৫৯; ইবনু 'আছীর, উসদুল গাবাহ, খ.১,পৃ.৫৭৮; ইবনু 'আবদিল বারর, *আল-ইস্তি'আব*, খ.১,পৃ.২৪৭

৮৬. তাবারী, *তারীখুল উমাম ওয়াল মুলূক*, খ.২,পৃ.৪৯৩

৮৭. আকবরাবাদী, *সিদ্দীকে আকবর রা.*, পৃ.১৪৯-১৫৫

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাদের নিকট ইসলামের দা'ওয়াত দিতেন। প্রথম ঐ দা'ওয়াত ঐ সকল গোত্রের কেবল কয়েকজন লোকের নিকট পৌঁছে। আর যাদের কাছে পৌঁছে তারাও ছিল বিভিন্ন স্বভাবের লোক। তাদের কেউ কেউ এটা আন্তরিকভাবে গ্রহণ করতো এবং খাঁটি মুসলিমে পরিণত হতো। আবার কেউ কেউ এরূপও ছিল, যাদের অন্তরে ইসলামের প্রভাব পড়তো বটে, তবে যখন তারা নিজের গোত্রের কাছে ফিরে যেতো, তখন সে প্রভাব দূর হয়ে যেতো। কেউ কেউ এরূপও ছিল যে, যাদের অন্তর তা কখনো গ্রহণ করেনি। তা ছাড়া কুরাইশদের কঠোর শত্রুতার কারণে তখন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এবং তাঁর সাথীদেরকে চরম বিপদের সম্মুখীন হতে হয়। ফলে ইসলামের দা'ওয়াত পৌঁছানোর ক্ষেত্রে তখন একটি বিশ্বজনীন পদ্ধতি প্রতিষ্ঠা লাভ করতে পারেনি।

এরপর রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যখন হিজরাত করে মাদীনায় আসেন, তখন তাঁর প্রথম আটটি বৎসর বিভিন্ন যুদ্ধ ও অভিযান পরিচালনায় অতিবাহিত হয়। যদিও এর ফলে হিজাযের একটি বিরাট অংশের অনেক লোকই ইসলাম গ্রহণ করেছিল; কিন্তু এ সময় মুনাফিকদের একটি দল গোপনে মুসলিমদের বিরুদ্ধে কর্মতৎপরতা চালাতো। তা ছাড়া ইয়াহূদী ও খ্রিস্টানরা ছিল, যারা কিছুতেই ইসলামের উত্থান ও উন্নতিতে খুশি ছিল না। এটা ছিল খোদ হিজাযের অবস্থা। বাকি থাকলো ঐ সকল গোত্র, যারা মাদীনা থেকে দূর-দূরান্তে বাস করতো। যদিও রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নুবুওয়াতের শেষ দিকে ইসলামের দা'ওয়াত প্রচারের জন্য তাদের কাছে প্রতিনিধি দল প্রেরণ করেন; কিন্তু তাদের অনেকেই তখন এ দা'ওয়াত গ্রহণ ও মেনে চলার জন্য পুরোপুরি প্রস্তুত ছিল না। এর কারণগুলো হলো-

ক. গোত্রপ্রীতি ও দ্বন্দ্ব

ইসলামের আর্বিভাবের পূর্বে আরব দেশটি বিভিন্ন খণ্ডে বিভক্ত ছিল। দক্ষিণ ও উত্তর আরবের গোত্রের লোকদের মধ্যে প্রাচীন কাল থেকেই কঠোর শত্রুতা বিদ্যমান ছিল। তা ছাড়া এক গোত্র অন্য গোত্রের কোনো লোকের কর্তৃত্ব মেনে চলাকে নিজেদের আভিজাত্যের জন্য অত্যন্ত অপমানজনক মনে করতো। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যদিও তাঁর বলিষ্ঠ নেতৃত্বে বহুধা বিভক্ত আরব গোত্রগুলোকে দীনে হক্কের অধীনে শৃঙ্খলাবদ্ধ করতে পেরেছিলেন; কিন্তু তাঁর ওফাতের পর তাদের সে পুরনো জাহিলী চরিত্র আবার মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। তারা কেন মাদীনাবাসীদের শাসন মানতে যাবে? মাদীনার লোকেরা কেন তাদের ওপর কর্তৃত্ব করবে? ইত্যাদি প্রশ্ন তাদের মনে জাগলো। এ কারণে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর প্রবর্তিত শাসন-পদ্ধতি তাদের চিরাচরিত প্রথা ও সংস্কারের বিরোধী মনে হলো।

আরব গোত্রগুলোর মধ্যে গোত্রপ্রীতির অবস্থা কিরূপ মারাত্মক ছিল তা নিম্নের কয়েকজন লোকের বক্তব্য থেকে সহজেই অনুমান করা যায়। ভণ্ড মুসাইলামা যখন নুবুওয়াতের দাবি করে, তখন তার জনৈক সাথী তালহা আন-নামরী স্পষ্টভাবে এ মন্তব্য করে যে,

أَشْهَدُ أَنَّكَ الْكَذَّابُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا صَادِقٌ؛ وَلَكِنَّ كَذَّابَ رَبِيْعَةَ أَحَبُّ إِلَيْنَا مِنْ صَادِقِ مُضَرَ.

-"আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, তুমি (মুসাইলামা) একজন বড় মিথ্যাবাদী, আর মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হলেন সত্যবাদী; কিন্তু রাবী'আহ গোত্রের মিথ্যাবাদী আমাদের কাছে মুদার গোত্রের সত্যবাদীর চেয়ে অধিক প্রিয়।"[৮৮]

আবার তাদের কেউ কেউ এরূপ অশোভন মন্তব্যও করে যে, كَبْشَانِ انْتَطَحَا، فَأَحَبُّهُمَا إِلَيْنَا كَبْشُنَا -"দুই ভেড়া শিং মারামারি করছে। তাদের দু'জনের মধ্যে আমাদের নিকট আমাদের ভেড়াই অধিকতর প্রিয়।"[৮৯]

খ. ইসলামের নিয়মশৃঙ্খলার প্রতি বীতশ্রদ্ধ ভাব

আরবের যাযাবর গোত্রগুলোকে যদিও এক নতুন আকর্ষণ ইসলামের দিকে প্রলুব্ধ করেছিল; কিন্তু এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, ইসলামের মহান আদর্শ ও জীবনদর্শন তাদের মনে গভীর রেখাপাত করতে পারেনি। তাছাড়া রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর পবিত্র সুহবাতও কখনো এদের ভাগ্যে জোটেনি। তাই পরে যখন তারা দেখতে পেল যে, ইসলামের বিধিনিষেধ পালন করা অত্যন্ত কঠিন, তখন তাদের অনেকেই ইসলামের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে ওঠে। বলাই বাহুল্য যে, জুয়া ও মদ আরবদের বড়ই আমোদপ্রমোদের সামগ্রী ছিল। ইসলামের বিধানের ফলে তা বন্ধ হয়ে যায়। আর যেনা-ব্যভিচার তাদের একটি চিত্তবিনোদন ও আনন্দ উপভোগের বস্তু ছিল। ইসলামী কানূন এরূপ গর্হিত কার্যাবলির ওপর কঠোর নিষেধ আরোপ করে। তা ছাড়া একজন মুসলিম হিসেবে জীবনযাপন করতে হলে দৈনিক পাঁচবার নামায পড়তে হয় এবং যাকাত দিতে হয়, তাও তাদের পক্ষে দুঃসহ কষ্ট বলে বোধ হচ্ছিল।

---

৮৮. তাবারী, *তারীখুল উমাম ওয়াল মুলূক*, খ.২,পৃ.২৭৭; ইবনু কাছীর, *আল-বিদায়াতু ওয়ান নিহায়াতু*, খ.৬,পৃ.৩৬০; ইবনুল আছীর, *আল-কামিল..*, খ.১,পৃ.৩৭৩

৮৯. ইবনু 'আসাকির, *তারীখু দিমাশক*, খ.৫৩, পৃ.১৫৭; ইবনু হাজার, *আল-ইসাবাহ*, খ.২,পৃ.৫৩৯

গ. ইয়াহুদী, খ্রিস্টান ও মুনাফিকদের ষড়যন্ত্র

ইয়াহুদী, খ্রিস্টান, অগ্নি উপাসক ও মুনাফিকরা ছিল ইসলামের জঘন্য শত্রু। যখন তারা আরব গোত্রসমূহের মধ্যে অনৈক্য ও অস্থিরতা লক্ষ্য করলো, তখন তারা কুমন্ত্রণা দিয়ে তাদের মধ্যে সৃষ্ট বিশৃঙ্খলাকে আরো বেগবান করে তোলে। এ কারণেই দেখা যায় যে, সাজাহ বিনতু হারিছ যখন নুবুওয়াতের দাবি করে, তখন তাগলিব গোত্রের খ্রিস্টানদেরও একটি বিরাট দল তার অনুসারীদের সাথে যোগ দেয়। অনুরূপভাবে বাহরাইনে হাতামের নেতৃত্বে অগ্নি উপাসকরাও অত্যন্ত উৎসাহ-উদ্দীপনার সাথে বিদ্রোহে অংশগ্রহণ করে।

ঘ. ভণ্ড নাবীদের দৌরাত্ম্য

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর জীবনের শেষ দিকে এবং আবূ বাকর (রা.)-এর খিলাফাত কালে কয়েকজন মিথ্যা ও ভণ্ড নাবী গজিয়ে ওঠে। কোনোরূপ ধর্মসংস্কারের মোহ বা নতুন কোনো ধর্মমত প্রচারের আন্তরিক প্রেরণা থেকে এ দাবির উৎপত্তি ঘটেছে তা মোটেই নয়; বরং তারা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সাফল্য ও ক্রমোন্নতি দেখে মনে করলো যে, নুবুওয়াতের দাবি করাও পার্থিব স্বার্থ ও উন্নতি লাভের একটি প্রকৃষ্ট উপায়। বস্তুত এ ধারণাই তাদেরকে এ ভুল পথে চালনা করেছিল। গোত্রান্ধ স্বার্থপর লোকেরা অতি সহজেই এ সকল ভণ্ডের জালে আবদ্ধ হয়ে তাদের দল ভারী করে।

ঙ. রোমান ও পারস্যবাসীদের বিদ্রোহে অনুপ্রেরণা দান

দীর্ঘ দিন থেকে রোমান ও পারস্যবাসীদের মধ্যে যুদ্ধ চলে আসছিল। অপরদিকে আরবের যাযাবররা সুযোগ মতো ঐ দু রাষ্ট্রের সীমান্ত এলাকায় আক্রমণ পরিচালনা করতো। আরবদের এ আক্রমণকে প্রতিহত করার উদ্দেশ্য দুটি দেশই নিজ নিজ সীমান্তে আরবদেরই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেছিল। পারস্যবাসীরা হীরায় এবং রোমানরা দিমাশকে এরূপ রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেছিল। রোমান ও পারস্যবাসীদের মধ্যে যখন যুদ্ধ চলতো, তখন হীরা ও দিমাশকের আরবরা নিজ নিজ দেশের পক্ষে থাকতো। ফলে এক আরবকে অন্য আরবদের বিরুদ্ধে লড়তে হতো। বলাই বাহুল্য যে, রোমান ও পারস্যবাসী কর্তৃক আরবদের পৃষ্ঠপোষকতা ও সহযোগিতার প্রভাব কেবল রাজনীতির মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়ে থাকেনি; বরং তা ধর্মীয় ক্ষেত্রেও বিস্তার লাভ করে। আরবের গাসসান গোত্র শামের সীমান্তে এসে বসতি স্থাপন করেছিল। তারা খ্রিস্টান ধর্মও গ্রহণ করেছিল। বাহরাইনে বিদ্রোহীরা যখন আবূ বাকর (রা.)-এর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে, তখন ইরানের সাসানী রাষ্ট্র তাদেরকে পূর্ণ সহযোগিতা করে এবং তাদের সাহায্যে সৈন্যও প্রেরণ করে।

আরববাসীদের ওপর এ সকল রাষ্ট্রের প্রভাব কতোখানি গভীর ছিল, তা নিম্নের এ ঘটনা থেকে স্পষ্ট বুঝা যায়। মাক্কায় অবস্থানের সময় হাজ্জের মাওসূমে একবার রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আবূ বাকর (রা.)কে সাথে নিয়ে বানু যুহল ইবনু শায়বান গোত্রের লোকদের নিকট গমন করেন এবং কুর'আনের ﴿ قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ... ﴾ আয়াতটি তিলাওয়াত করে তাদেরকে ইসলাম গ্রহণ করতে দা'ওয়াত দেন। গোত্রের নেতা মাফরূক, মুছান্না ও হানী ইবনু রাবী'আহ প্রমুখ যদিও তাঁর এ দা'ওয়াত দ্বারা খুবই প্রভাবান্বিত হয়; তবে তারা এও বলে যে, وَمِنْ وَرَائِنَا قَوْمٌ نَكْرَهُ أَنْ نَعْقِدَ عَلَيْهِمْ عَقْدًا. - "আমরা স্বাধীন নই। আমরা অন্য একটি জাতি (পারস্যবাসী)র নিকট দায়বদ্ধ। আমরা চাই না যে, তাদেরকে উপেক্ষা করে আপনাদের সাথে কোনো চুক্তিতে আবদ্ধ হই।"[৯০] কোনো কোনো রিওয়ায়াতে মুছান্নার বক্তব্য এভাবে এসেছে-

> وَاسْتَحْسَنْتُ قَوْلَكَ يَا أَخَا قُرَيْشٍ، وَأَعْجَبَنِي مَا تَكَلَّمْتَ بِهِ، وَلَكِنْ عَلَيْنَا عَهْدٌ مِنْ كِسْرَى أَنْ لَا نُحْدِثَ حَدَثًا، وَلَا نُؤْوِيَ مُحْدِثًا، وَلَعَلَّ هَذَا الْأَمْرَ الَّذِي تَدْعُونَا إِلَيْهِ هُوَ مِمَّا تَكْرَهُهُ الْمُلُوكُ، فَإِنْ أَرَدْتَ أَنْ نَنْصُرَكَ وَنَمْنَعَكَ مِمَّا يَلِي بِلَادَ الْعَرَبِ فَعَلْنَا.
>
> -"হে কুরাইশী ভাই, আপনি ভালো কথাই বলেছেন। আপনার বক্তব্য আমার খুবই মনঃপূত হয়েছে। তবে পারস্যের কিসরার সাথে আমাদের এ মর্মে চুক্তি রয়েছে যে, আমরা নিজেরা নতুন কিছু উদ্ভাবন করবো না এবং যে কেউ নতুন কিছু করতে চাইলে তাকে আশ্রয়ও দেবো না। অধিকন্তু আপনি যে বিষয়ের দিকে আমাদেরকে দা'ওয়াত দিচ্ছেন, হয়তো তা বাদশাহদের নিকট অপ্রিয়ই হবে। তবে হ্যাঁ, আপনি যদি আমাদের সাহায্য চান এবং আরবের পার্শ্ববর্তী রাষ্ট্র থেকে আপনাকে রক্ষা করতে বলেন, তা হয়তো আমরা করবো।"[৯১]

ইসলামের সুখ্যাতি যখন চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ে, কয়েকটি বিশাল বিজয়ের ফলে হিজাযে এর ভিত্তি সুদৃঢ় হয় এবং মাদীনায় ইসলামের একটি শক্তিশালী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়, তখন রোম ও পারস্য সাম্রাজ্যের সম্রাটরা চিন্তাগ্রস্ত হয়ে পড়ে। তারা তাদের অধীনস্থ ও

---

৯০. ইবনু কাছীর, *আস-সীরাতুন নাবাবিয়্যাহ*, খ.২,পৃ.১৬৮; সুহায়লী, *আর-রাওদুল উনুফ*, খ.২,পৃ.২৩৭; সুয়ূতী, *জামি'উল আহাদীছ*, হা.নং:৩৩২১৯

৯১. আবূ নু'আয়ম, মা'রিফাতুস সাহাবাহ, হা.নং:৫৭৪৭

সাহায্যপ্রাপ্ত আরব গোত্রদেরকে ইসলামের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে অনুপ্রাণিত করে। এ সকল লোককে দমন করার জন্যই রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মূতার যুদ্ধ পরিচালনা করেছিলেন এবং তাঁর অন্তিম সময়ে উসামা (রা.)-এর নেতৃত্বে একটি অভিযান প্রেরণের নির্দেশ দিয়েছিলেন। কিন্তু ঐ সকল যুদ্ধের প্রকৃত উদ্দেশ্য সফল হতে না হতেই রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মৃত্যুবরণ করেন এবং এ সুযোগে ইসলামীবিদ্বেষীদের অন্তরের জ্বালা বিদ্রোহের রূপ ধারণ করে।

মিথ্যা নুবুওয়াতের দাবি

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর ওফাতের পর চতুর্দিকে যে প্রচণ্ড বিদ্রোহ দেখা দেয়, তাতে কতিপয় ইসলামবিদ্বেষী ব্যক্তি নিজেদের নেতৃত্বের খায়েশ মেটাতে এগিয়ে আসে। বিশেষ করে ইয়ামানে আসওয়াদ আল-'আনসী, ইয়ামামায় বানূ হানীফা গোত্রের মুসাইলামাহ, আসাদ ও গাতফান গোত্রের তুলাইহা ইবনু খুওয়াইলিদ আল-আসাদী এবং বানূ তামীম গোত্রের সাজাহ বিনতুল হারিছ প্রমুখ এ বিদ্রোহকে উপজীব্য করে নিজেদের নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে মাঠে নেমে পড়ে। বলাই বাহুল্য যে, এটা ছিল সম্পূর্ণ রাজনৈতিক বিদ্রোহ। দীনের সাথে এর কোনোই সম্পর্ক ছিল না। তবে এ দুর্বৃত্তরা জানতো যে, ধর্মের আবরণ বা ছত্রছায়া ছাড়া এ ধরনের বিদ্রোহে জয় লাভ করা সম্ভব নয়। তা ছাড়া তাদের সামনে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর উদাহরণও বিদ্যমান ছিল। তারা মনে করলো যে, নুবুওয়াতের দাবি করাও পার্থিব স্বার্থ ও নেতৃত্ব লাভের একটি প্রকৃষ্ট উপায়। তাই তারা ধর্মের নামে বিদ্রোহ ঘোষণা করে এবং নিজেদেরকে নাবী বলে ঘোষণা করে। এ দিকে গোত্রান্ধ স্বার্থপর লোকেরা, যাদের মধ্যে কয়েকজন রোগগ্রস্ত দুর্বল ঈমানদারের নামও পাওয়া যায়, তারা অতি সহজেই এ সকল পাপিষ্ঠের জালে আবদ্ধ হয়ে তাদের দল ভারী করে দেয়।

আসওয়াদ আল-'আনসী

আসওয়াদ আল-'আনসী ইয়ামানের মাযহিজ গোত্রের শাখা 'আনস বংশোদ্ভূত ছিল। অনেকের মতে, ইসলাম থেকে যারা মুরতাদ্দ হয়ে গিয়েছিল সে ছিল তাদের মধ্যে প্রথম।[৯২] রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর মৃত্যুর চার মাস পূর্বে সে ইসলাম ত্যাগ করেছিল।[৯৩] তার নাম ছিল 'আয়হালাহ (বা 'আবহালাহ) ইবনু কা'ব।

---

৯২. তাবারী, *তারীখুল উমাম ওয়াল মুলূক*, খ.২,পৃ.২২৪; ইবনুল আছীর, *আল-কামিল..*, খ.১,পৃ.৩৬৩

৯৩. 'উলায়মী, *আল-উনসুল জালীল বি-তারীখিল কুদসি ওয়াল খালীল*, খ.১,পৃ.২২২

'আসওয়াদ' অর্থ কালো। তার গায়ের রং নিকষ কালো হবার কারণে সে 'আসওয়াদ' নামে পরিচিতি লাভ করে। জ্যোতিষ ও যাদু বিদ্যায় তার খুবই পারদর্শিতা ছিল। সে তার যাদুকরী কথা ও অদ্ভুত কর্মকাণ্ড দ্বারা সহজেই লোকদেরকে আকৃষ্ট করতে পারতো।[৯৪] তার একটি গাধা ছিল। সেটাকে সে একটি বিষয়ের প্রশিক্ষণ দিয়েছিল। গাধাকে যখন বলা হতো, তুমি তোমার প্রভুর উদ্দেশ্যে সাজদা কর। তখন সে হাঁটু পেতে সাথে সাথে সাজদার আকৃতিতে বসে পড়তো। এ অবাক কাণ্ড দেখে লোকেরা তাকে উপাধি দিয়েছিল 'যুল হিমার' অর্থাৎ গাধার মালিক।[৯৫] তবে অনেকেই মনে করেন যে, প্রকৃতপক্ষে শব্দটি ছিল 'যুল খিমার'; 'যুল হিমার' নয়। 'খিমার' অর্থ দোপাট্টা বা উড়না। যেহেতু সে সর্বদা পাগড়ী বেঁধে সেটাকে চাদর দ্বারা আবৃত করে রাখতো, তাই তাকে 'যুল খিমার' বলা হতো।[৯৬]

আসওয়াদ আল-'আনসী ছিল একজন অতি উচ্চাভিলাষী দুষ্ট প্রকৃতির লোক। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বিদায় হাজ্জ থেকে ফিরে আসার পর যখন সে জানতে পারলো যে, তাঁর শারীরিক অবস্থার কিছুটা অবনতি ঘটেছে, তখন তার আশা-উদ্দীপনা বৃদ্ধি পায় এবং ইসলাম ত্যাগ করে নিজেই নুবুওয়াতের দাবি করে বসে। কারো কারো মতে, মুসাইলামা যেমন নিজেকে 'রাহমানুল ইয়ামামাহ' নামে পরিচয় দিতো, অনুরূপভাবে আসওয়াদও নিজেকে 'রাহমানুল ইয়ামান' বলে পরিচয় দিতো।[৯৭] সে যেহেতু জাদু জানতো এবং এ জাদু দ্বারা লোকদেরকে কিছু অবাক কাণ্ড করে দেখাতো, তাই প্রথমে তার নিজের গোত্র মাযহিজের লোকেরা তার অনুসারী হয়ে যায়। বলাই বাহুল্য যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর যুগেই সমগ্র ইয়ামান মুসলিমদের শাসনাধীনে চলে আসে। প্রথমে বাযান ছিলেন সমগ্র ইয়ামানের গভর্ণর। তাঁর মৃত্যুর পর রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইয়ামানকে বিভিন্ন অংশে ভাগ করে বিভিন্ন আঞ্চলিক শাসনকর্তা নিয়োগ করেন। আসওয়াদ সর্বপ্রথম নাজরান ও তৎসংলগ্ন এলাকায় আক্রমণ করে এবং রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর পক্ষ থেকে নিযুক্ত শাসক 'আমর ইবনু হাযম ও খালিদ ইবনু সা'ঈদ (রা.) প্রমুখকে সে সব স্থান থেকে বহিষ্কার করে সান'আর দিকে অগ্রসর হয়। এ সময় সান'আর শাসক শাহর ইবনু বাযান (রা.) তাকে বাধা দেয়ার জন্য অগ্রসর হন; কিন্তু তিনি শাহাদাত বরণ করেন। শাহর (রা.) এলাকার অত্যন্ত প্রভাবশালী লোক ছিলেন। তাঁর শাহাদাতের কারণে মুসলিমদের মধ্যে বিরাট অস্থিরতা দেখা দেয়। এ সময় আসওয়াদের প্রভাব দ্রুত চতুর্দিকে ছড়িয়ে

---

৯৪. তাবারী, *তারীখুল উমাম ওয়াল মুলূক*, খ.২,পৃ.২২৪
৯৫. বালাযুরী, *ফুতূহুল বুলদান*, পৃ.১,পৃ.১২৫
৯৬. ইবনুল আছীর, *আল-কামিল..*, খ.১,পৃ.৩৬২
৯৭. বালাযুরী, *ফুতূহুল বুলদান*, পৃ.১,পৃ.১২৫, ১২৬

পড়ে এবং অল্প কয়েক দিনের মধ্যে সে ইয়ামানের অপ্রতিদ্বন্দ্বী ব্যক্তিতে পরিণত হয়। শাহ্‌র ইবনু বাযান (রা.)-এর শাহাদাতের পর সে তাঁর বিধবা স্ত্রী আযাদকে বিয়ে করে। বলা বাহুল্য, পরবর্তীতে এ স্ত্রীর হাতেই আল্লাহ তা'আলা তাকে ধ্বংস করেন।[৯৮]

আসওয়াদ মুসলিমদের ওপর চরম নির্যাতন চালাতো। নু'মান (রা.) নামের এক মুসলিমকে সে ধরে টুকরো টুকরো করে হত্যা করে।[৯৯] এ কারণে তার কর্তৃত্বাধীন এলাকাসমূহে অনেক মুসলিমই ভয়ে নিজেদেরকে মুসলিম হিসেবেও যাহির করতেন না।[১০০]

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কর্তৃক ইয়ামানে নিযুক্ত শিক্ষক মু'আয ইবনু জাবাল (রা.) অবস্থার ভয়াবহতা দেখতে পেয়ে মা'আরিবে আবূ মূসা আল-আশ'আরী (রা.)-এর নিকট চলে যান। সেখান থেকে উভয়ে হাদরামাউতে যিয়াদ ইবনু লাবীদের নিকট পৌঁছলেন। তখন তাহির ইবনু আবী হালাহ (রা.) বানূ 'আক নামক গোত্রের মধ্যে অবস্থান করছিলেন। তাঁরা সকলে একত্রিত হয়ে আসওয়াদ আল-'আনসীর কার্যকলাপ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর খিদমাতে সংবাদ পাঠালেন।

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তার এ অবস্থা সম্পর্কে সম্যক অবগত হবার পর ওয়াবার ইবনু ইয়ুহান্নাস (রা.)কে ইয়ামানবাসীদের নিকট প্রেরণ করেন। তা ছাড়া রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কায়স ইবনু হুবাইরাহ আল-মাকশূহ (রা.)-এর নেতৃত্বে একটি বাহিনীও তার সাথে মুকাবিলা করার জন্য প্রেরণ করেন। তিনি সেখানে পৌঁছে সেখানকার আমীর ফায়রূয আদ-দায়লামী ও দাযাওয়ায়হ আল-ইস্তাখ্‌রী এবং শাহর ইবনু বাযানের বিধবা স্ত্রী আযাদের সাথে মিলে কৌশলে আসওয়াদকে হত্যা করার একটি সম্মিলিত পরিকল্পনা তৈরি করেন। তারা পরিকল্পনা অনুযায়ী এক রাতে আসওয়াদের বাড়িতে এক গোপন পথ দিয়ে ঢুকে পড়েন। সাহ্‌রীর সময় যখন আসওয়াদ নেশাগ্রস্ত অবস্থায় শায়িত ছিল, তখন ফায়রূয অগ্রসর হয়ে তাকে এতো জোরে আঘাত করেন যে, সে মারাত্মকভাবে আহত হয় এবং যাবহকৃত গরুর মতো ছটফট করতে থাকে। আসওয়াদের প্রহরীরা তার চিৎকার শুনে দৌড়ে আসে এবং জিজ্ঞেস করে, কী ঘটেছে? তখন তার স্ত্রী আযাদ উপহাস করে বলেন, "তোমাদের নাবীর ওপর ওহী নাযিল হয়েছে।" এ কথা বলার পর তারা চুপসে যায়।[১০১] আর এ সময়ের

---

৯৮. ইবনুল আছীর, *আল-কামিল..*, খ.১,পৃ.৩৬৩-৪

৯৯. ইবনু সা'দ, *আত-তাবাকাতুল কুবরা..*, খ.৫,পৃ.৫৩৫

১০০. শাজা', *আল-ইয়ামান ফি সাদরিল ইসলাম*, পৃ. ২৮৫

১০১. ড. মুহাম্মাদ হুসাইন হায়কাল আযাদের এ হত্যা-প্রচেষ্টাকে নতুন স্বামী আসওয়াদের প্রতি তাঁর গোত্রীয় বিদ্বেষের ফলরূপে চিত্রিত করেন। (হায়কাল, *আস-সিদ্দীক আবূ বাকর রা.*, পৃ.৭৯) আমি মনে করি, একজন সতী-সাধ্বী ও নিষ্ঠাবান ঈমানদার মহিলার প্রতি এরূপ ধারণা নিতান্ত

মধ্যে দাযাওয়ায়হ ও কায়স (রা.) এবং অন্যান্য মুসলিমগণ এগিয়ে এসে আসওয়াদের দেহ থেকে তার মস্তক বিচ্ছিন্ন করে ফেলেন। অতঃপর সকাল হতেই কায়স (রা.) শহরের উঁচু দেয়ালের ওপর দাঁড়িয়ে ঘোষণা করেন,

> اللهُ أَكْبَرُ ! اللهُ أَكْبَرُ !.أَشْهَدُ أَنْ لا إله إلا الله وأَشْهَدُ أَنَّ محمدًا رَسُولُ الله، وأَنَّ الْأَسْوَدَ كَذَّابٌ عَدُوُّ الله.
>
> -"আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই এবং মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আল্লাহর রাসূল। আর আসওয়াদ একজন বড্ড মিথ্যুক এবং আল্লাহর শত্রু।"

আসওয়াদের মৃত্যুর পর তার অনুসারীরা দুর্বল হয়ে পড়ে। তাদের অনেকেই পালিয়ে যায়, আর যারা বিরোধিতা করে তাদেরকে হত্যা করা হয়।[১০২]

এ ঘটনা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর ওফাতের পাঁচদিন পূর্বে সংঘটিত হয়েছিল এবং রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ওহীর মাধ্যমে এ তথ্য প্রকাশ করে যান যে, قَدْ قَتَلَ اللهُ الْأَسْوَدَ الْكَذَّابَ، قَتَلَهُ الرَّجُلُ الصَّالِحُ فَيْرُوزُ الدَّيْلَمِيُّ. -"আল্লাহ তা'আলা বড্ড মিথ্যাবাদী আসওয়াদকে ধ্বংস করেছেন। সত্যনিষ্ঠ ব্যক্তি ফায়রূয আদ-দায়লামী (রা.) তাকে হত্যা করেছেন।"[১০৩] তবে মাদীনায় এ সংবাদ পৌঁছে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর ওফাতের দশ দিন পর। যেহেতু এটা আবূ বাকর (রা.)-এর খিলাফাতের সময় প্রথম সুসংবাদ ছিল, তাই এতে তিনি স্বাভাবিকভাবেই খুবই খুশি হন।[১০৪]

ই অমূলক ও বাজে। আসওয়াদ যেহেতু তাঁর যুবক মুসলিম স্বামীকে হত্যা করে তাঁকে জোর-জবরদস্তি করে বিয়ে করেছে, তাই স্বাভাবিকভাবেই তাঁর ও আসওয়াদের মধ্যে কোনোরূপ ভালো সম্পর্ক গড়ে ওঠেনি। অধিকন্তু আসওয়াদ ছিল একজন চরম দুষ্টপ্রকৃতির লোক। এ কারণেও তিনি আসওয়াদকে বরাবরই ঘৃণা করতেন। তিনি বলেন,

> والله ما خلق الله شخصاً أبغض إلي منه، ما يقوم لله على حق، ولا ينتهي عن محرم.
>
> "আল্লাহর কাসাম, আমার নিকট আসওয়াদের চেয়ে অধিকতর ঘৃণিত কোনো ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলা সৃষ্টি করেননি। সে আল্লাহর ওয়াস্তে কারো কোনো হাক্ক তো আদায়ই করে না, উপরন্তু সে কোনো নিষিদ্ধ কাজ থেকেও বিরত থাকে না।" (ইবনুল আছীর, *আল-কামিল..*, খ.১,পৃ.৩৬৪)

১০২. তাবারী, *তারীখুল উমাম ওয়াল মুলূক*, খ.২,পৃ.৪৬৮-৪৭০; ইবনুল আছীর, *আল-কামিল..*, খ.১,পৃ.৩৬৩-৪; বালাযুরী, *ফুতূহুল বুলদান*, পৃ.১,পৃ.১২৬

১০৩. সুয়ূতী, *জামি'উল আহাদীছ*, (মুসনাদু আবী হুরায়রাহ রা.), হা.নং: ৪২২০৭; সাহারী, *আল-আনসাব*, পৃ.১৪২

১০৪. ইবনুল আছীর, *আল-কামিল..*, খ.১,পৃ.৩৬৫; বালাযুরী, *ফুতূহুল বুলদান*, পৃ.১,পৃ.১২৭

আবূ মুসলিম আল-খাওলানী (রা.)-এর কঠিন পরীক্ষা

আবূ মুসলিম আল-খাওলানী (রা.) ছিলেন একজন বিশিষ্ট মর্যাদাসম্পন্ন প্রসিদ্ধ তাবি'ঈ। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর জীবদ্দশায় তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন; কিন্তু আবূ বাকর (রা.)-এর খিলাফাত কালেই মাদীনায় আগমন করেন। ইসলাম গ্রহণ করার কারণে তাঁকে ভীষণ বিপদের সম্মুখীন হতে হয়। কিন্তু আল্লাহ তা'আলার সাহায্যে তিনি এ বিপদ থেকে এভাবে মুক্তি লাভ করেন, যা সত্যপথের অভিযাত্রীদের জন্য উজ্জ্বল আদর্শরূপে চিরভাস্বর হয়ে থাকবে। ভণ্ড আসওয়াদ যখন ইয়ামানের ওপর পুর্ণ কর্তৃত্ব লাভ করে, তখন সে আবূ মুসলিম আল-খাওলানী (রা.)কে ডেকে আনলো। সে জিজ্ঞেস করলো, "তুমি কি এ কথা সাক্ষ্য দেবে যে, আমি আল্লাহর রাসূল?" খাওলানী (রা.) জবাব দেন, "আমি শুনছি না।" এরপর সে আবার জিজ্ঞেস করলো, "তুমি কি এ কথা সাক্ষ্য দেবে যে, মুহাম্মাদ আল্লাহর রাসূল?" খাওলানী (রা.) জবাব দেন, "হ্যাঁ, অবশ্যই।" আসওয়াদ কয়েকবারই এ প্রশ্নগুলো করলো; কিন্তু খাওলানী (রা.) প্রতিবারই একই রূপ জবাব দেন। অবশেষে আসওয়াদ তাঁকে একটি জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করলো। কিন্তু আগুন তাঁর কোনোরূপ ক্ষতি করতে পারলো না।[১০৫] এ অবস্থা দেখে লোকেরা আসওয়াদকে বললো, তাঁকে দেশ থেকে বের করে দাও। নচেত সে তোমার অনুসারীদেরকে নষ্ট করে দেবে। এরপর আসওয়াদ তাঁকে ইয়ামান ছেড়ে চলে যেতে নির্দেশ দেয়। অগত্যা তিনি ইয়ামান থেকে হিজরাত করে মাদীনায় চলে আসেন। এটি ছিল রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর মৃত্যুর এবং আবূ বাকর (রা.)-এর খিলাফাত লাভের অব্যবহিত পরের ঘটনা। আবূ মুসলিম (রা.) মাদীনায় পৌঁছে তাঁর উটটি মাসজিদে নাবাবীর দরজায় বাঁধলেন, তারপর মাসজিদে প্রবেশ করে একটি খুঁটির পাশে নামায পড়তে দাঁড়ালেন। ইত্যবসরে 'উমার (রা.) তাঁকে দেখেই কাছে এসে জিজ্ঞেস করলেন, "আপনি কোথেকে?" খাওলানী (রা.) জবাব দেন, "ইয়ামান থেকে।" 'উমার (রা.) আবার জিজ্ঞেস করলেন, "ভণ্ড আসওয়াদের হাতে আগুনে দগ্ধ লোকটির কী অবস্থা?" খাওলানী (রা.) বললেন, "উনি তো 'আবদুল্লাহ ইবনু ছুব।" 'উমার (রা.) বললেন, "আল্লাহর দোহাই দিয়ে তোমাকে জিজ্ঞেস করছি, তুমিই কি সে ব্যক্তি?" খাওলানী (রা.) উত্তর দেন, "হ্যাঁ।" এ কথা শুনে 'উমার (রা.) আবেগাপ্লুত হয়ে কেঁদে ফেললেন এবং তাঁকে জড়িয়ে ধরলেন। তারপর তাঁকে আবূ বাকর (রা)-এর নিকট নিয়ে চললেন এবং এই বলে আল্লাহর প্রশংসা করলেন,

---

১০৫. কোনো কোনো রিওয়ায়াত থেকে এও জানা যায় যে, লোকেরা আবূ মুসলিম আল-খাওলানী (রা.)কে আগুনের মধ্যে দাঁড়িয়ে নামায পড়তে দেখেছেন। (সাল্লাবী, *আবূ বাকর আস-সিদ্দীক রা.*, পৃ.৩৪৪)

الْحَمْدُ للهِ الَّذِي لَمْ يُمِتْنِي حَتَّى أَرَانِي فِي أُمَّةِ مُحَمَّدٍ مَنْ فُعِلَ بِهِ مَا فُعِلَ بِإِبْرَاهِيْمَ خَلِيْلِ اللهِ صلى الله عليه وسلم.

" সকল প্রশংসা সেই আল্লাহর জন্য, যিনি আমাকে মৃত্যুর পূর্বে মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর উম্মাতের মধ্যে এমন এক ব্যক্তিকে দেখার সৌভাগ্য দান করলেন, যাঁর সাথে তিনি সেরূপ আচরণই করেছেন, যেরূপ তিনি ইবরাহীম খালীলুল্লাহ ('আলাইহি সালাম)-এর সাথে করেছিলেন।"[১০৬]

এ ঘটনা থেকে এ কথা সুপ্রমাণিত হয় যে, যদি কোনো বান্দাহ পূর্ণ ঈমান ও নিষ্ঠার সাথে সত্যের ওপর অটল থাকে এবং আল্লাহর ওপর পূর্ণ ভরসা করে, তবেই আল্লাহ তা'আলা তাঁকে বিপদাপদে রক্ষা করবেন এবং তাঁর অন্তরে অবারিত শান্তি ও স্বস্তি দান করবেন। কবি ইকবাল কতোই চমৎকার কথা বলেছেন,

"ইবরাহীমী বিশ্বাস আজো আনতে যদি পার মনে,
অগ্নিকেও পরিণত করতে পার পুষ্প বনে।"[১০৭]

তুলাইহাহ আল-আসাদী

তুলাইহাহ ইবনু খুওয়ালিদ ছিল বানূ আসাদ বংশোদ্ভূত একজন বিখ্যাত গণক ও জাদুকর। উপস্থিত কবিতা রচনা করতে এবং বক্তৃতা রাখতেও সে পারদর্শী ছিল। হিজরী ৯ম সনে স্বীয় গোত্রের এক প্রতিনিধি দলের সাথে সে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর খিদমাতে উপস্থিত হয়ে নিজেকে মুসলিম হিসেবে প্রকাশ করে; কিন্তু দেশে ফিরে গিয়ে ইসলাম ত্যাগ করে এবং নুবুওয়াতের দাবি করে বসে।[১০৮] বর্ণিত আছে, একবার তুলাইহাহ তার গোত্রের সাথে একটা মরুভূমি অতিক্রম করছিল। এমন সময় তাদের পানির অভাব দেখা দিল। কিন্তু পানি কোথায় পাওয়া যাবে তা তারা ভেবে পাচ্ছিল না। তখন তুলাইহাহ তাদের বললো, "তোমরা ঘোড়ার ওপর আরোহন করে কয়েক মাইল মাত্র পথ চল। তারপর পানি পাবে।" কাফিলা তার কথা মতো কয়েক মাইল অতিক্রম করার পর পানির সন্ধান পেল। এ ঘটনা থেকেই তুলাইহার মনে বুযর্গীর খেয়াল জন্ম নিল।[১০৯] এরপরই সে নিজেকে নাবী বলে দাবি করলো। বানূ আসাদ,

---

১০৬. ইবনুল আছীর, *উসদুল গাবাহ,* খ.৩, পৃ.২৪৬; ইবনু কাছীর, *আল-বিদায়াতু ওয়ান নিহায়াতু,* খ.৬,পৃ.২৯৯; ইবনু 'আবদিল বার্‌র, *আল-ইস্তি'আব,* খ.২,পৃ.৬৬

১০৭. ইকবাল, *শেকওয়া ও জওয়াবে-শেকওয়া,* (পদ্যে বঙ্গানুবাদঃ মওলানা তমিজুর রহমান), পৃ.১৪

১০৮. ইবনু কাছীর, *আল-বিদায়াতু ওয়ান নিহায়াতু,* খ.৫,পৃ.১০২; ইবনু 'আসাকির, *তারীখু দিমাশক,* খ.২৫,পৃ.১৫৩

১০৯. ইবনুল হিব্বান, *আছ-ছিকাত,* খ.২,পৃ.১৬৬

গাতফান ও তাঈ প্রভৃতি গোত্রের অনেক লোকই তার এ কথা বিশ্বাস ও সমর্থন করলো। তা ছাড়া কোনো কোনো ইয়াহুদী গোত্রও তার দলে শামিল হয়। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তার এ খবর জানতে পেরে দিরার ইবনু আযওয়ার (রা.)কে বানূ আসাদের শাসক হিসেবে প্রেরণ করেন এবং তুলাইহাহ ও তার অনুসারীদের দমন করার নির্দেশ দেন। দিরার (রা.) মুসলিমদের সাথে 'ওয়ারদাত' নামক জায়গায় অবস্থান করছিলেন এবং সেখানে দিন দিন মুসলিমদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছিল। অপরদিকে তুলাইহাহ তার অনুসারীদের সাথে সুমায়রা নামক স্থানে অবস্থান করছিল। কিন্তু তাদের সংখ্যা খুব বেশি ছিল না। অবশেষে দিরার (রা.)-এর জনৈক সাথী তুলাইহাকে তরবারি দ্বারা আক্রমণ করে; কিন্তু ঘটনাক্রমে সে পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়। এতে সে অপপ্রচার চালানোর সুযোগ পেয়ে যায়। সে বলতে থাকে যে, তরবারিও তার ওপর কোনো প্রভাব ফেলতে পারেনি। এতে দুর্বল ও সরল প্রকৃতির কিছু লোক তার দলে যোগদান করে। ইতোমধ্যে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর ওফাতের খবর ছড়িয়ে পড়ে। তাই দিরার (রা.) তাঁর এ অভিযান অসম্পূর্ণ রেখে তাঁর সাথীদের নিয়ে মাদীনায় ফিরে আসেন। এতে তুলাইহাহ তার শক্তি সুসংহত ও দলবল বৃদ্ধি করার সুবর্ণ সুযোগ পায়। অধিকন্তু সে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর ওফাতকেও নিজের পক্ষে প্রচারণা চালানোর উপায় হিসেবে গ্রহণ করে।[১১০] এ সময় তুলাইহাহ দাবি করে যে, মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর মতো তার নিকটও জিবরা'ঈল ('আ.)-এর মাধ্যমে ওহী প্রেরণ করা হয়ে থাকে। সে নতুন নতুন কিছু অসংলগ্ন শ্লোক রচনা করে ঐশী বাণী হিসেবে লোকদের শুনাতো। তার এরূপ বাণীসমূহের একটি নমুনা[১১১] নিম্নে প্রদত্ত হলো-

والحمام واليمام، والصرد الصوام، قد ضمن قبلكم بأعوام، ليبلغن ملكنا العراق والشام.

তুলাইহাহ তার অনুসারীদেরকে নামাযে সাজদাহ করতে নিষেধ করতো। সে বলতো, দেহের শ্রেষ্ঠতম অঙ্গ মুখমণ্ডলকে মাটিতে ঘষিয়ে ধুলায় ধুসরিত করা এবং পিঠ বাঁকা করে ধনুকের মতো করা আল্লাহ তা'আলার পছন্দনীয় নয়। 'উয়াইনাহ ইবনু হিসন আল-ফাযারী, যে তুলাইহার প্রধান সাথী ছিল, বলতে থাকে যে,

وَاللهِ لَأَنْ نَتَّبِعَ نَبِيًّا مِنَ الْحَلِيفَيْنِ أَحَبُّ إِلَيْنَا مِنْ أَنْ نَتَّبِعَ نَبِيًّا مِنْ قُرَيْشٍ، وَقَدْ مَاتَ مُحَمَّدٌ، وَبَقِيَ طُلَيْحَةُ.

---

১১০. তাবারী, *তারীখুল উমাম ওয়াল মুলূক*, খ.২,পৃ.৪৮৬-৭; ইবনুল আছীর, *আল-কামিল..*, খ.১,পৃ.৩৬৬

১১১. তাবারী, *তারীখুল উমাম ওয়াল মুলূক*, খ.২,পৃ.৪৮৯; ইবনুল আছীর, *আল-কামিল..*, খ.১,পৃ.৩৬৮

-"আল্লাহর কাসাম, কুরাইশ বংশোদ্ভূত নাবীর অনুসরণ করার চেয়ে মিত্র গোত্রের কোনো নাবীর অনুসরণ করা আমাদের নিকট অধিক প্রিয়। তা ছাড়া মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মৃত্যুবরণ করে গেছেন; কিন্তু তুলাইহা জীবিত রয়েছে।"[১১২]

সাজাহ বিনতুল হারিছ ইবনু সুয়ায়দ

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর ওফাতের পর নুবুওয়াতের দাবির প্রবণতা এতো বৃদ্ধি পায় যে, পুরুষ ছাড়া মহিলারাও এক্ষেত্রে নিজেদের ভাগ্য পরীক্ষায় অবতীর্ণ হয়। মধ্য আরবের বানূ ইয়ারবূ' নামক গোত্রের সাজাহ নাম্নী জনৈকা মহিলাও রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর ওফাতের পর নুবুওয়াতের দাবি করে বসে এবং বলে বেড়ায় যে, তার ওপর ওহী নাযিল হয়। তার স্বজাতীয়রা মেসোপটেমিয়ার বানূ তাগলিব নামক খ্রিস্টান উপজাতিদের মধ্যে বাস করতো। কাজেই সে নিজেও খ্রিস্টানরূপে লালিত-পালিত হয়েছিল। সে বড়ই তীক্ষ্ণ বুদ্ধিমতী ও নেতৃত্বের যোগ্যতা সম্পন্না নারী ছিল। তদুপরি সে একজন গণৎকারিণীও ছিল। এ সকল যোগ্যতার কারণে সে বানু তাগলিব এবং বানূ তামীম এর অনেক লোককেই তার দাবির পক্ষে আকৃষ্ট করতে সমর্থ হয় এবং তারা তার নুবুওয়াতের দাবি মেনে নেয়। খ্রিস্টান সম্প্রদায়ভুক্ত কেউ কেউ[১১৩] তাকে পৃষ্ঠপোষকতা করতে থাকে। অন্যান্য ধর্মত্যাগী ভণ্ড নাবীরাও তাকে সহায়তা করে।

মুসাইলামাহ ইবনু ছুমামাহ আল-হানাফী

ভণ্ড নাবীদের মধ্যে মুসাইলামাই ছিল সর্বাপেক্ষা প্রভাবশালী ও ব্যক্তিত্বসম্পন্ন। সে নাজদের ইয়ামামায় বসবাসকারী বানূ হানীফা নামক গোত্রের নেতা। জাহিলী যুগে তার উপাধি ছিল 'রাহমান'। সাধারণত সে 'রাহমানুল ইয়ামামাহ' (ইয়ামামার রাহমান) নামে পরিচিতি লাভ করেছিল।[১১৪] সে জাদু ও গণনা শাস্ত্রে পারদর্শী ছিল। সে বিভিন্ন ছন্দোবদ্ধ অলীক কথা বলে লোকদের আকৃষ্ট করতে পারতো।

হিজরী ৯ম সনে বানূ হানীফার যে প্রতিনিধি দলটি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর খিদমাতে উপস্থিত হয়, মুসাইলামাও সে দলে শামিল ছিল।

---

১১২. তাবারী, *তারীখুল উমাম ওয়াল মুলূক*, খ.২,পৃ.৪৮৭

১১৩. যেমন হুযাইল ইবনু 'ইমরান তাগলিব গোত্রের একজন খ্রিস্টান ছিল। সে নিজের ধর্ম ত্যাগ করে সাজাহর অনুসারী হয়ে যায়। (ইবনুল আছীর, *আল-কামিল*, খ.১,পৃ.৩৭০)

১১৪. ইবনু কাছীর, *আল-বিদায়াতু ওয়ান নিহায়াতু*, খ.৫, পৃ.৬১; সুহায়লী, *আর-রাওদুল উনুফ*, খ.৪,পৃ.৩৫৪; ইবনু মাকূলা, *আল-ইকমাল*, খ.৪,পৃ.৩৭;

কিন্তু এক বিকৃত ধারণা নিয়েই সে দেশে ফিরলো। সে মনে করলো, নাবী পদ-বাচ্য হলে মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর মতো সেও কর্তৃত্ব অর্জন করতে পারবে- এই ভেবে দেশে ফিরে গিয়ে সে নিজেকে নাবী বলে ঘোষণা করলো এবং তার সাথীরা এ মর্মে একটি সংবাদ প্রচার করে যে, মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মুসাইলামাকে তার অংশীদার হিসেবে স্বীকার করে নিয়েছেন। বানূ হানীফাসহ ইয়ামামার আরো কিছু লোক মুসাইলামার অনুসারী হয়ে যায়। সে অসংলগ্ন হেঁয়ালিপূর্ণ কতকগুলো ছন্দোবদ্ধ বাক্য রচনা করে দাবি করতো, এগুলো আল্লাহর নিকট থেকে অবতীর্ণ ওহী। নিম্নে উদাহরণস্বরূপ তার এরূপ কয়েকটি বাণী উল্লেখ করা হলো-

- سبح اسم ربك الأعلى، الذي يسر على الحبلى، فأخرج منها نسمة تسعى من بين أحشاءٍ و تبلى، فمنهم من يموت و يدس إلى الثرى، و منهم من يبقى إلى أجل مسمىً، والله يعلم السر و أخفى.[١١٥]
- والزارعات زرعا، والحاصدات حصدا، والذاريات قمحا، والطاحنات طحنا، والحافرات حفرا، والثاردات ثردا، واللاقمات لقما . لقد فضلت على أهل الوبر وما سبقكم أهل المضر ... الخ[١١٦]
- يا ضفدع بنت ضفدع نقي ما تنقين، أعلاك في الماء وأسفلك في الطين، لا الشارب تمنعين، ولا الماء تكدرين.[١١٧]
- يا وبر يا وبر، وإنما أنت أذنان وصدر وسائرك حفر نقر.[١١٨]

---

১১৫. ইবনু মুতাহ্হার, *আল-বাদ'উ ওয়াত তারীখু*, পৃ.৩০৬; ইবনু কাছীর, *আল-বিদায়াতু ওয়ান নিহায়াতু*, খ.৫.পৃ.৬১

১১৬. তাবারী, *তারীখুল উমাম ওয়াল মুলূক*, খ.২,পৃ.৫০৬

১১৭. আছীর, *আল-কামিল..*, খ.১,পৃ.৩৭৩; তাবারী, *তারীখুল উমাম ওয়াল মুলূক*, খ.২,পৃ.৫০৬

১১৮. জাওয়াদ 'আলী, *আল-মুফাছ্ছাল ফী তারীখিল 'আরব..*, খ.১৩,পৃ.২৯৬
বর্ণিত আছে যে, ইসলাম গ্রহণের পূর্বে 'আম্র ইবনুল আস (রা.)-এর সাথে একবার মুসাইলামার সাক্ষাত হয়। এ সময় মুসাইলামাহ 'আমর (রা.)কে জিজ্ঞেস করলো, মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর ওপর এ সময় কুর'আনের কী আয়াত নাযিল হয়েছে। 'আমর (রা.) জবাব দেন, আল্লাহ তা'আলা তাঁর ওপর 'সূরাতুল 'আসর' নাযিল করেছেন। এ কথা শুনে কিছুক্ষণ চিন্তা করে মুসাইলামাহ বললো, আল্লাহ তা'আলা আমার কাছেও তদনুরূপ একটি সূরা নাযিল করেছেন। এ বলে সে يا وبر يا وبر الخ পাঠ করলো। এটা শুনে 'আমর (রা.) বললেন, والله إنك لتعلم أني لأعلم إنك تكذب.-"আল্লাহর কাসাম, তুমি জানো যে, আমি তোমাকে মিথ্যাবাদীরূপেই জানি।" (ইবনু কাছীর, *তাফসীরুল কুর'আনিল 'আযীম*,

সে মু'জিযা দেখাতে পারে বলেও লোকদের নিকট প্রচার করলো। মুসাইলামাহ দেখতে অতি সুশ্রী ছিল। সমগ্র আরবের মধ্যে তাঁর মতো সুন্দর পুরুষ কয়েক জন ছিল কিনা সন্দেহ। এর ওপর নুবুওয়াতের দাবি করায় স্বাভাবিকভাবেই মানুষের মন তার দিকে আকৃষ্ট হয়। আকর্ষণের আরো কারণ ছিল। সে প্রচার করতো যে, নামায আদায় ও যাকাত দেয়ার কোনোই প্রয়োজন নেই এবং মদ পান ও যেনা নিষিদ্ধ নয়।[১১৯] এ ধরনের বিকৃত মতবাদ ও ব্যক্তিগত প্রভাব দ্বারা সে বহু লোকের হৃদয় জয় করে ফেলেছিল। ঐতিহাসিকদের মতে, তার অনুসারীদের সংখ্যা ছিল প্রায় এক লক্ষ।

এ সময় মুসাইলামার সাহস ও ধৃষ্টতা এতোটুকু বেড়ে যায় যে, সে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট এ মর্মে একটি পত্র লিখে-

مِنْ مُسَيْلَمَةَ رَسُولِ اللهِ إِلَى مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللهِ. أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ لَنَا نِصْفَ الْأَرْضِ وَلِقُرَيْشٍ نِصْفَهَا، وَلَكِنْ قُرَيْشًا لَا يُنْصِفُونَ. وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ .

-"আল্লাহর রাসূল মুসাইলামার পক্ষ থেকে আল্লাহর রাসূল মুহাম্মাদের প্রতি। আমাদের জন্য রয়েছে পৃথিবীর অর্ধেক রাজ্যের রাজত্ব, আর বাকি অর্ধেক কুরাইশের। কিন্তু কুরাইশরা ইনসাফ করছে না। আপনার ওপর শান্তি বর্ষিত হোক।"

বানূ হানীফা গোত্রের 'আম্‌র ইবনুল জারূদ এ পত্রটি লেখে ইবনুন নাওয়াহাহ 'উবাদাহ ইবনুল হারিছ ও ইবনু উছালের মাধ্যমে এটি মাদীনায় রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট প্রেরণ করা হয়। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তার এ পত্রের জবাব দেন এভাবে-

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ مِنْ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللهِ ، إِلَى مُسَيْلِمَةَ الْكَذَّابِ : أَمَّا بَعْدُ الْأَرْضُ لِلَّهِ يُورِثُهَا مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ. وَالسَّلَامُ عَلَى مَنْ اتَّبَعَ الْهُدَى .

-"পরম করুণাময় আল্লাহর নামে। আল্লাহর রাসূল মুহাম্মাদের পক্ষ থেকে বড্ড মিথ্যাবাদী মুসাইলামার প্রতি। সমস্ত পৃথিবীর মালিকানা একমাত্র আল্লাহর। তিনি তাঁর বান্দাহদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা এর উত্তরাধিকারী করেন। আর শুভ পরিণাম

খ.১,পৃ.২০৩) দেখুন! মুসাইলামার এ কথা কতোই মূল্যহীন, ঐ সময়ে একজন মূর্তিপূজকের নিকটও তা কোনোরূপ সমাদর লাভ করেনি।

১১৯. ইবনু কাছীর, *আল-বিদায়াতু ওয়ান নিহায়াতু*, খ.৫.পৃ.৬১; তাবারী, *তারীখুল উমাম ওয়াল মুলকু*, খ.২,পৃ.৩৯৪

কেবল মুত্তাকীদের জন্যই। শান্তি কেবল সে সকল লোকের ওপর, যারা হিদায়াতের অনুসরণ করে।"[১২০]

উবাই ইবনু কা'ব (রা.) রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর এ পত্রটি লিখেন এবং হাবীব ইবনু যায়িদ আল-আনসারী (রা.)-এর মাধ্যমে এটি মুসাইলামার নিকট প্রেরণ করা হয়। এখানে উল্লেখ্য, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মুসাইলামার পত্রটি পাওয়ার পর বাহকদেরকে জিজ্ঞেস করেন যে, مَا تَقُولَانِ أَنْتُمَا - "মুসাইলামার বক্তব্য সম্পর্কে তোমরা কী বল?" তারা জবাব দেয়, نَقُولُ كَمَا قَالَ-"সে যা বলেছে, তা-ই আমাদের কথা।" এ জবাব শুনে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, أَمَا وَاللهِ لَوْلَا أَنَّ الرُّسُلَ لَا تُقْتَلُ لَضَرَبْتُ أَعْنَاقَكُمَا. - "আল্লাহর কাসাম, দূতদেরকে হত্যা করা যাবে না- এ বিধান না হলে আমি তোমাদেরকে অবশ্যই হত্যা করতাম।"[১২১] অপরদিকে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর দূত হাবীব ইবনু যায়িদ (রা.) যখন পত্র নিয়ে মুসাইলামার নিকট পৌঁছে, তখন সে হাবীব (রা.)-এর নিকট জানতে চাইলো, "তুমি কি সাক্ষ্য দাও যে, মুহাম্মাদ আল্লাহর রাসূল?" হাবীব (রা.) জবাব দেন। "হ্যাঁ, অবশ্যই।" এরপর সে আবার প্রশ্ন করলো, "তুমি কি সাক্ষ্য দেবে যে, আমি আল্লাহর রাসূল?" হাবীব (রা.) উত্তর দেন, أَنَا أَصَمُّ لَا أَسْمَعُ. - "আমি বধির, শুনতে পাইনি।" মুসাইলামাহ কয়েকবারই এ প্রশ্ন করলো; কিন্তু হাবীব (রা.) কোনো বারেই তার মর্জিমতো জবাব দেননি। ফলে সে এতোই রাগান্বিত হয় যে, সে তাঁকে টুকরো টুকরো করে হত্যা করে।[১২২] পাঠক ভাইয়েরা লক্ষ্য করুন, ইসলামের সৌন্দর্য ও মহিমা কিরূপ, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আন্তর্জাতিক প্রথা ও চুক্তির প্রতি কিরূপ সম্মান প্রদর্শন করলেন, তিনি তাঁর চরম শত্রুদেরকেও কাছে পেয়ে কেবল দূত হবার কারণে হত্যা করেননি, ছেড়ে দিলেন। অপরদিকে মুসাইলামাহ আন্তর্জাতিক প্রথা ও চুক্তি রক্ষার কোনোই তোয়াক্কা করলো না; সে দূতকে হত্যা করলো, শুধু তা-ই নয়; বরং তাকে পৈশাচিকভাবে টুকরো টুকরো করে নিজের বীভৎস জিঘাংসা মেটালো। এই হলো ইসলাম ও জাহিলিয়্যাতের মধ্যে পার্থক্য। ইসলাম মানুষকে সম্মান করতে শেখায়, রীতি-নীতি মেনে চলতে নির্দেশ দেয়, অপরদিকে জাহিলিয়্যাত শুধু যমীনে বিপর্যয়ই সৃষ্টি করে এবং যেভাবে হোক প্রবৃত্তির কামনা-বাসনা পূরণ করতে প্রেরণা যোগায়।

---

১২০. বালাযুরী, *ফুতূহুল বুলদান*, খ.১,পৃ.১০৬

১২১. আবূ দাউদ, *আস-সুনান*, (কিতাবুল জিহাদ), হা. নং: ২৩৮০

১২২. ইবনুল আছীর, *উসদুল গাবাহ*, খ.১,পৃ.২৩৫; ইবনু 'আবদিল বারর, *আল-ইস্তি'আব*, খ.১,পৃ.৯৫

মুসাইলামার সমর্থন বৃদ্ধি পাওয়ার পেছনে একটি কারণ এই ছিল যে, বানূ হানীফাহর নাহারুর রাজ্জাল ইবনু 'উনফুওয়াহ নামক জনৈক ব্যক্তি হিজরাত করে মাদীনায় এসেছিল এবং রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর পবিত্র সাহচর্যে কিছু দিন অবস্থান করে কুর'আন ও ইসলামের জ্ঞান অর্জন করেছিল। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইয়ামামাবাসীদেরকে কুর'আন ও ইসলামী বিধানের তা'লীম দেয়ার জন্য তাকে ইয়ামামায় প্রেরণ করেন; কিন্তু সে ইয়ামামায় পৌঁছে মুসাইলামার প্রতিপত্তি ও প্রসার দেখে এতোই প্রভাবান্বিত হয়ে পড়ে যে, সে ইয়ামামাবাসীদেরকে ইসলামের দিকে আহ্বান করা তো দূরের কথা; নিজেই মুসাইলামার ভ্রান্তির জালে জড়িয়ে পড়লো। উপরন্তু, সে প্রচার করতে লাগলো, "সে নিজ কানে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে বলতে শুনেছে যে, মুসাইলামাহ সত্যিই একজন নাবী এবং নুবুওয়াতের ক্ষেত্রে তাঁর অংশীদার।" বলাই বাহুল্য, নাহারুর রাজ্জাল রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কর্তৃক ইসলামী শিক্ষার শিক্ষক নিযুক্ত হয়ে যখন মুসাইলামাকে নুবুওয়াতের অংশীদার বলে সমর্থন করছে, তখন মূর্খ ইয়ামামাবাসীদের বিশ্বাস আরো ঘনীভূত হলো এবং দ্রুতবেগে তার শিষ্যসংখ্যা বাড়তে লাগলো।[১২৩]

মুসাইলামার অনুসারীদের মধ্যে এমন অনেক লোকও ছিল, যারা তাকে বড্ড মিথ্যাবাদী হিসেবে জানতো এবং তার খারাপ চরিত্র ও অসৎ কার্যকলাপের কারণে তাকে ঘৃণাও করতো। তথাপি তারা কেবল গোত্রীয় সম্পর্কের কারণে তার দলে শামিল হয়েছিল। তাদের বক্তব্য ছিল-

إِنَّ مُسَيْلَمَةَ كَذَّابٌ، وَإِنَّ مُحَمَّدًا صَادِقٌ؛ وَلَكِنْ كَذَّابُ رَبِيْعَةَ أَحَبُّ إِلَيْنَا مِنْ صَادِقِ مُضَرَ.

-"মুসাইলামা বড্ড মিথ্যুক এবং মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সত্যবাদী। কিন্তু আমাদের কাছে রাবী'আ গোত্রের মিথ্যুক নাবী মুদার গোত্রের সত্য নাবী অপেক্ষা অধিক প্রিয়।"[১২৪]

---

১২৩. ইবনুল আছীর, *আল-কামিল..*, খ.১,পৃ.৩৭৩
রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নাহারুর রাজ্জালের খারাপ পরিণতি সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করে গিয়েছিলেন। আবূ হুরাইরাহ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি একবার এক মজলিসে নাহারুর রাজ্জাল সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)কে বলতে শুনেছি যে, ضِرْسُهُ فِي النَّارِ أَعْظَمُ مِنْ أُحُدٍ. -"জাহান্নামে তার দাঁত উহুদ পাহাড়ের চেয়েও বড় হবে।" আবূ হুরাইরাহ (রা.) বলেন, সে প্রথমে ইসলাম গ্রহণ করেছিল। পরে সে ইসলাম ত্যাগ করে মুসাইলামার দলে শামিল হয় এবং রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ও মুসাইলামাহ সম্পর্কে মন্তব্য করে যে, كَبْشَانِ انْتَطَحَا، فَأَحَبُّهُمَا إِلَيَّ أَنْ يَغْلِبَ كَبْشِي. -"দু ভেড়া পরস্পর শিং মারামারি করছে। আমি চাই যে, এ দু'জনের মধ্যে আমার ভেড়াই জয় লাভ করুক।" (হুমাইদী, *আল-মুসনাদ*, হা.নং:১১৭৭)

১২৪. বালাযুরী, *ফুতূহুল বুলদান*, খ.১,পৃ.১০৯; ইবনুল আছীর, *আল-কামিল..*, খ.১,পৃ.৩৭৩

তা ছাড়া মুসাইলামার মু'আযযিন হুজাইর ইবনু 'উমাইর তো আযানের মধ্যেই প্রকাশ্যে এ কথা উচ্চারণ করতো- أَشْهَدُ أَنَّ مُسَيْلَمَةَ يَزْعُمُ أَنَّهُ رَسُولُ اللهِ. -"আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুসাইলামাহ নিজেকে আল্লাহর রাসূল বলে ধারণা করে।" মজার ব্যাপার হলো, মুসাইলামাহ এ কথা শুনে বলতো- أَفْصَحَ حُجَيْر. -"হুজায়র বেশ চমৎকার কথাই বলেছে,"[১২৫] তার এ কথা থেকে স্পষ্টভাবে বুঝা যায় যে, মুসাইলামাহ কেবল স্বার্থ সিদ্ধির জন্য নুবুওয়াতের দাবি করেছিল।

নুবুওয়াতের দাবিদারদের মধ্যে আরো কয়েকজনের নাম পাওয়া যায়; তবে তারা তেমন উল্লেখযোগ্য প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হয়নি। সমগ্র আরব দেশে একই সময়ে ধর্মত্যাগ ও বিদ্রোহের যে প্রচণ্ড ঝড় প্রবাহিত হয়েছিল উপরিউক্ত তিনজন পুরুষ ও একজন মহিলাই তার নেতৃত্ব প্রদান করেছিল। 'উয়াইনা ইবনু হিসন এবং মালিক ইবনু নুওয়ায়রাহ প্রমুখ এদের কারো না কারো সাহায্যকারী ছিল। এ চার জনের মধ্যে আসওয়াদ রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর জীবদ্দশায় বা তাঁর ওফাতের পর পরই মৃত্যুবরণ করে এবং তার অনুসারীদের মধ্যে যারা জীবিত ছিল তারা মুসলিমদের আনুগত্য স্বীকার করে। তুলাইহা, সাজাহ ও মুসাইলামাকে আবূ বাকর (রা.) শক্ত হাতে দমন করেন।

বিদ্রোহ দমন

যাকাত অস্বীকারকারীদের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর ওফাতের পর বানূ আসাদ, গাতফান, তাঈ, ফাযারাহ, 'আবস, যুব্ইয়ান ও কিনানাহ প্রভৃতি মাদীনার পার্শ্ববর্তী গোত্রগুলো নামায পড়তো ও শারী'আতের অন্যান্য বিধি-বিধান মেনে চলতো; কিন্তু যাকাত দিতে অস্বীকার করে। তাদের মধ্যে যদিও কেউ কেউ কেবল কার্পণ্যবশত যাকাত দিতে অস্বীকার করেছিল কিন্তু তাদের অনেকেই নিজেরা যাকাত প্রদানের পক্ষে ছিল; তবে তা মাদীনায় পাঠাতে সম্মত ছিল না। তাঁরা এ ব্যাপারে আলোচনার জন্য মাদীনায় তাঁদের প্রতিনিধি দলও প্রেরণ করে। প্রতিনিধি দল প্রথমে বিষয়টি সম্পর্কে 'উমার, যুবাইর ও 'আব্বাস (রা.) প্রমুখ মাদীনার নেতৃস্থানীয় মুসলিমদের সাথে আলাপ-আলোচনা করে এবং তাঁদের নিকট আবেদন করে, যেন তাঁরাও এ ব্যাপারে আবূ বাকর (রা.)-এর নিকট সুপারিশ করেন।

---

১২৫. তাবারী, *তারীখুল উমাম ওয়াল মুলূক*, খ.২,পৃ.৫০৮; ইবনুল আছীর, *আল-কামিল..*, খ.১,পৃ.৩৭৩; ইবনু কাছীর, *আল-বিদায়াতু ওয়ান নিহায়াতু*, খ.৬,পৃ.৩৬০

এ সময় আরবে যে রাজনৈতিক অস্থিরতা দেখা দিয়েছিল তার প্রেক্ষিতে এবং ঐ সকল প্রতিনিধি দলের দলীল-প্রমাণ এবং যুক্তির প্রভাবে সাহাবা কিরাম (রা.) কিছুটা প্রভাবিত হয়ে পড়েন। তাঁরা আবূ বাকর (রা.)কে বলেন, এ সকল আরবের মধ্যে যারা যাকাত দিতে অস্বীকার করে, তাদের বিরুদ্ধে অস্ত্র প্রয়োগ করা উচিত হবে না। সাহাবা কিরামের ধারণা ছিল, এ সকল আরব ঈমানদার হিসেবে এখনও নতুন। যখন ঈমান তাঁদের অন্তরে সুদৃঢ় হবে, তারা আপনা থেকে যাকাত প্রদান করবে।[১২৬] 'উমার (রা.) যিনি নিজের মত প্রকাশের ক্ষেত্রে অত্যন্ত সাহসী ও স্পষ্টভাষী ছিলেন, বলেন,

كَيْفَ تُقَاتِلُ النَّاسَ وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ فَمَنْ قَالَهَا فَقَدْ عَصَمَ مِنِّي مَالَهُ وَنَفْسَهُ إِلَّا بِحَقِّهِ وَحِسَابُهُ عَلَى اللهِ.

-"আপনি কিসের ভিত্তিতে লোকদের সাথে লড়াই করবেন? রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তো বলেছেন যে, আমাকে ততক্ষণ লোকদের সাথে লড়াই করতে নির্দেশ দেয়া হয়েছে, যে যাবত না তারা لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ বলবে। আর যখন তারা এ কথা বলবে, তখন তারা নিজেদের সম্পদ ও জীবনকে আমাদের আক্রমণ থেকে নিরাপদ করে নিল। তবে হ্যাঁ, যদি তাদের কারো ওপর কোনো হক্ক থাকে তা হলে ভিন্ন কথা। অধিকন্তু তার হিসাব আল্লাহর কাছেই হবে।"

কিন্তু আবূ বাকর (রা.) সাহাবা কিরামের এ দৃষ্টিকোণ কিছুতেই সমর্থন করতে পারলেন না। তাঁর যুক্তি এই ছিল যে; ফারয হিসেবে সালাত ও যাকাতের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। এ কারণেই পবিত্র কুর'আনের বেশির ভাগ স্থানে সালাত ও যাকাতের কথা একই সাথে উল্লেখ করা হয়েছে। তা ছাড়া পবিত্র কুর'আনে বলা হয়েছে, ﴿فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ﴾- "আর যদি ঐ সকল লোক তাওবা করে, সালাত কায়িম করে ও যাকাত দান করে, তবেই তাদের পথ মুক্ত করে দাও।"[১২৭] কাজেই সালাত কায়িমের জন্য যদি যুদ্ধ করা যায়, তা হলে যাকাত অনাদায়কারীদের বিরুদ্ধে কেন লড়াই করা যাবে না? তাই তিনি খুবই জোরালো ভাষায় ঘোষণা করলেন,

وَاللهِ لَأُقَاتِلَنَّ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ فَإِنَّ الزَّكَاةَ حَقُّ الْمَالِ وَاللهِ لَوْ مَنَعُونِي عَنَاقًا كَانُوا يُؤَدُّونَهَا إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقَاتَلْتُهُمْ عَلَى مَنْعِهَا.

---

১২৬. ইবনু কাছীর, *আল-বিদায়াতু ওয়ান নিহায়াতু*, খ.৬,পৃ.৩৪২-৩

১২৭. আল-কুর'আন, ৯ (সূরা আত-তাওবাহ): ৫

-"আল্লাহর কাসাম, যারা সালাত ও যাকাতের মধ্যে পার্থক্য করবে (অর্থাৎ সালাত আদায় করবে; কিন্তু যাকাত দেবে না), আমি তাদের সাথে অবশ্যই লড়াই করবো। কেননা যাকাত হলো সম্পদের হক্ব। আল্লাহর কাসাম, যদি তারা একটি মেষশাবক[১২৮] প্রদান করতেও অস্বীকার করে, যা তারা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর যুগে আদায় করতো, তা হলেও আমি তাদের বিরুদ্ধে লড়বো।"[১২৯]

অন্য একটি রিওয়ায়াতে রয়েছে, এ সময় 'উমার (রা.) বলেন, يَا خَلِيْفَةَ رَسُوْلِ اللهِ صلى الله عليه وسلم تَأَلَّفِ النَّاسَ، وَارْفُقْ بِهِمْ. -"হে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর খালীফা, (এটা কঠোরতার সময় নয়), আপনি লোকদের মন রক্ষা করুন এবং তাদের সাথে নম্র আচরণ করুন।" 'উমার (রা.)-এর এ কথা শুনে আবূ বাকর (রা.) বলেন,

أَجَبَّارٌ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، وخَوَّارٌ فِي الْإِسْلَامِ ؟ إِنَّهُ قَدْ انْقَطَعَ الْوَحْيُ ، وتَمَّ الدِّيْنُ ، أَيَنْقُصُ وأنا حَيٌّ ؟ ؟!

-"তুমি জাহিলী যুগে খুবই শক্ত প্রকৃতির লোক ছিলে, ইসলামে এসে কি দুর্বলমতি হয়ে গেলে? শুনো, এখন ওহীর আগমন বন্ধ হয়ে গেছে, দীন পরিপূর্ণতা লাভ করেছে। তাই এটা কি সম্ভব যে, আমি জীবিত থাকতেই দীন অপূর্ণ হয়ে যাবে?"[১৩০]

আবূ বাকর (রা.)-এর এ দৃঢ়তা দেখে 'উমার (রা.) স্তব্ধ হয়ে গেলেন। মুখে তাঁর কথা সরলো না। অবশেষে তিনিও তাঁর সাথে একমত হলেন। তিনি বলেন, فَوَاللهِ مَا هُوَ إِلَّا أَنْ قَدْ شَرَحَ اللهُ صَدْرَ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فَعَرَفْتُ أَنَّهُ الْحَقُّ. -"আল্লাহর কাসাম, এ তো দেখি, আল্লাহ তা'আলা আবূ বাকর (রা.)-এর বক্ষকে সুপ্রশস্ত করে দিয়েছেন। অতঃপর আমিও এটা উপলব্ধি করতে পারলাম যে, তাঁর কথাই সঠিক।"[১৩১]

এখানে লক্ষ্য করার ব্যাপার হলো, বিদ্রোহের পরিধির ব্যাপক আকার ধারণ, মাদীনা-রাষ্ট্রের চতুর্দিকে বহুবিধ জটিল সমস্যার প্রকটরূপ লাভ এবং সর্বোপরি

---

১২৮. কোনো কোনো রিওয়ায়াতে عَنَاقًا (মেষশাবক)-এর পরিবর্তে عِقَالًا (উট বাঁধার রশি) শব্দ এসেছে। (বুখারী, *আস-সাহীহ*, [কিতাবুল ই'তিসাম], হা.নং: ৬৭৪১

১২৯. বুখারী, *আস-সাহীহ*, (কিতাবুয যাকাত), হা.নং: ১৩১২

১৩০. ইবনুল আছীর, *জামি'উল উসূল..*, হা.নং:৬৪২৬; আল-মুহিব্বু আত-তাবারী, *আর-রিয়াদুন নাদিরাতু..*,পৃ.৪৫

১৩১. বুখারী, *আস-সাহীহ*, (কিতাবুয যাকাত), হা.নং: ১৩১২

বিদ্রোহীদের প্রতি বিপুল সংখ্যক আপন লোকদের উদার নীতি অবলম্বনের পক্ষপাতী হওয়া সত্ত্বেও আবূ বাকর (রা.) এক বিন্দু দমিত হননি; বরং সমঝোতা ও উদার নীতি গ্রহণের সকল প্রস্তাবই তিনি জোরালোভাবে প্রত্যাখ্যান করেন। তিনি ভাবলেন, বিদ্রোহীরা বর্তমানে যে অবস্থায় পৌঁছেছে, তাতে তারা শুধু রাষ্ট্রের জন্যই ভীষণ হুমকি হয়ে দাঁড়ায়নি; বরং ইসলাম ও মুসলিমদের অস্তিত্ব রক্ষা করাই কঠিন হয়ে পড়েছে। এরূপ অবস্থায় তাদের প্রতি কোনোরূপ উদারতা প্রদর্শন তো নয়ই; বরং দৃঢ়হাতে তাদেরকে দমন করা ছাড়া
উপায়ান্তর নেই। কতটুকু আত্মবিশ্বাস ও আল্লাহর প্রতি অগাধ ভরসা থাকলে এরূপ সাংঘাতিক পদক্ষেপ গ্রহণ করা যেতে পারে তা সুধীমাত্রই অনুভব করতে পারেন। এ প্রসঙ্গে 'উমার (রা.) বলেন, وَاللهِ لَقَدْ رَجَحَ إِيْمَانُ أَبِي بَكْرٍ بِإِيْمَانِ هَذِهِ الْأُمَّةِ جَمِيْعًا فِي قِتَالِ أَهْلِ الرِّدَّةِ. -"ধর্মত্যাগীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার ব্যাপারে যদি আবূ বাকর (রা.) ও উম্মাতের সকলের ঈমান এক পাল্লায় মাপা হয়, তা হলে আবূ বাকর (রা.)-এর পাল্লাই ভারী হবে।"[১৩২] বস্তুত এরূপ সংকট-মুহূর্তে আবূ বাকর (রা.) যদি এরূপ অটল ও নিরাপোষ মনোভাবের পরিচয় না দিতেন; বরং ক্রমবর্ধমান বিদ্রোহ-প্রতিবিপ্লবে ভীত-শঙ্কিত হয়ে বিদ্রোহী ও ইসলাম-ত্যাগীদের সামনে অস্ত্র সংবরণ করতেন, তা হলে ইসলামী রাষ্ট্রব্যবস্থার নাম পর্যন্ত ইতিহাসের পৃষ্ঠা থেকে মুছে যেতো, তাতে একবিন্দু সন্দেহ থাকতে পারে না।

অবশেষে খালীফার নিকট থেকে সম্পূর্ণ নিরাশ হয়ে প্রতিনিধি দলের সদস্যরা তাদের গোত্রের নিকট ফিরে যায়। তারা মাদীনায় দেখে যায় যে, সাহাবা কিরামের একটি বিরাট দল উসামা (রা.)-এর নেতৃত্বে শামে যাচ্ছেন এবং মাদীনায় স্বল্পসংখ্যক সাহাবী রয়েছেন। এ সকল লোক নিজ নিজ গোত্রকে উৎসাহ প্রদান করে বলে যে, এখনই মাদীনার ওপর আক্রমণ পরিচালনার সুবর্ণ সুযোগ। এদিকে আবূ বাকর (রা.) মুহূর্তটিকে সংকটপূর্ণ বিবেচনা করে মাদীনার নিরাপত্তা ও প্রহরার দিকে মনোনিবেশ করেন। তিনি প্রাথমিকভাবে মাদীনার বিভিন্ন রাস্তায় 'আলী, 'আবদুর রাহমান ইবনু 'আওফ, সা'দ ইবনু আবী ওয়াক্কাস, যুবাইর ইবনুল 'আওয়াম, 'আবদুল্লাহ ইবনু মাস'উদ ও তালহা ইবনু 'আবদিল্লাহ (রা.) প্রমুখ নেতৃস্থানীয় সাহাবীর নেতৃত্বে নিরাপত্তা বাহিনী নিযুক্ত করেন এবং মাদীনায় অবস্থানকারী সকল যুদ্ধসক্ষম মুসলিমদেরকে মাসজিদে নাবাবীর সামনে সর্বক্ষণ

---

১৩২. সাল্লাবী, *আবূ বাকর আস-সিদ্দীক*, পৃ.২১১
কিছুটা পরিবর্তনসহ এ রিওয়ায়াতটি ইমাম আহমাদ (রা.) তাঁর *ফাদা'য়িলুস সাহাবাহ*-এর মধ্যে এবং ইবনু রাহওয়ায়হ (রা.) তাঁর *আল-মুসনাদ*-এর মধ্যে উল্লেখ করেছেন।

উপস্থিত ও প্রস্তুত থাকতে নির্দেশ দেন, যাতে হঠাৎ কোনো গণ্ডগোল দেখা দিলে সাথে সাথে তারা পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারেন। এ সময় তিনি একটি সংক্ষিপ্ত ভাষণে বলেন,

> إن الأرض كافرة، وقد رأى وفدهم منكم قلة، وإنكم لا تدرون ليلا يأتون أم نهارا، وأدناهم منكم على بريد، وقد كان القوم يؤملون أن نقبل منهم ونوادعهم وقد أبينا عليهم، فاستعدوا وأعدوا.
>
> -"দেশ তো কাফির হয়ে গেছে। তাদের প্রতিনিধি দলগুলো তোমাদের সংখ্যাল্পতা দেখে গেছে। তোমরা জানো না যে, তারা কি সকালে তোমাদের ওপর আক্রমণ করবে, না দিনে। তারা তোমাদের অতি নিকটবর্তী। এ সকল লোক তাদের অনেক চাহিদা ও আশা-আকাঙ্খা নিয়ে এসেছিল; কিন্তু আমরা তাদের দাবি-দাওয়া প্রত্যাখ্যান করেছি। তাই তোমরা প্রস্তুত হয়ে যাও ও তৈরি থেকো।"[১৩৩]

এ ছাড়া মাদীনার পার্শ্ববর্তী যে সকল গোত্র (যেমন- আসলাম, গিফার, মুযাইনাহ, আশজা', জুহাইনাহ ও কা'ব প্রভৃতি) ইসলামের ওপর অটল ছিল, তাঁদেরকেও তিনি বিদ্রোহী ও ধর্মত্যাগীদের সাথে যুদ্ধ করার উদ্দেশ্যে মাদীনায় সৈন্য পাঠাতে নির্দেশ দেন। খালীফার নির্দেশ মতো তাঁরাও দ্রুত বিপুল পরিমাণ যুদ্ধসরঞ্জামসহ মাদীনায় এসে পৌঁছেন। কেবল জুহায়নাহ গোত্র একাই চারশ যোদ্ধা এবং সে সংখ্যক উট ও ঘোড়া নিয়ে উপস্থিত হয়। 'আমর ইবনু মুররা আল-জুহানী (রা.) নিজে যুদ্ধের জন্য একশটি উট দান করেন। এগুলো আবূ বাকর (রা.) মুসলিম যোদ্ধাদের মধ্যে বন্টন করে দেন।[১৩৪]

মাদীনা আক্রমণ

দূরদৃষ্টি ও অর্ন্তদৃষ্টিসম্পন্ন আবূ বাকর (রা.) যে আশঙ্কা করেছিলেন, তা অবশেষে সঠিক প্রমাণিত হলো। প্রতিনিধি দল ব্যর্থ মনোরথ হয়ে ফিরে যাওয়ার মাত্র তিন দিনের মধ্যে তুলাইহা আল-আসাদীর নেতৃত্বে বানূ আসাদ, গাতফান 'আবস, যুবইয়ান, বাকর ও তা'ঈ গোত্র দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে মাদীনার ওপর আক্রমণ করতে এগিয়ে এলো। তাদের একভাগ যু-হুসা নামক জায়গায় অবস্থান নেয়। তাদের উদ্দেশ্য ছিল মূল বাহিনীর সাহায্য করা। অপর অংশটি মাদীনা আক্রমণ ও ধ্বংস করার জন্য প্রেরিত হয়। মাদীনার নিরাপত্তার জন্য মুসলিমদের যে দলটি নিয়োজিত ছিল তাঁরা বিষয়টি আবূ বাকর (রা.)কে অবহিত করেন। তিনি নির্দেশ দেন, "তোমরা তোমাদের জায়গায় অবস্থান করে নিজ নিজ

---

১৩৩. তাবারী, *তারীখুল উমাম ওয়াল মুলূক*, খ.২,পৃ.২৫৫; ইবনু কাছীর, *আল-বিদায়াতু ওয়ান নিহায়াতু*, খ.৬,পৃ.৩৪৪; ইবনু 'আসাকির, *তারীখু দিমাশক*, খ.২৫,পৃ.১৫৯

১৩৪. মাহদী, ড. রিযকুল্লাহ, *আছ-ছাবিতূনা 'আলাল ইসলামি আইয়্যামা ফিতনাতির রিদ্দাতি*, পৃ.২১

কর্তব্য দৃঢ়ভাবে পালন কর।" তিনি নিজে মাসজিদে নাবাবীর দিকে চলে গেলেন এবং সেখানে যে সকল সাহাবী (রা.) যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয়ে আবূ বাকর (রা.)-এর আদেশের অপেক্ষা করছিলেন, তাঁদেরকে সাথে নিয়ে শত্রুদের সাথে মুকাবিলার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হন। এ দিকে বিদ্রোহীরা মাদীনাকে যোদ্ধা শূন্য মনে করে এ ব্যাপারে স্থির নিশ্চিত হয়ে বসেছিল যে, তারা মাদীনার ওপর আক্রমণ করলে তা প্রতিহত করার মতো কেউ নেই। মুসলিমগণ কর্তৃক আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা আছে বলে তারা আদৌ মনে করেনি। কিন্তু আবূ বাকর (রা.)-এর নেতৃত্বে মুসলিমগণ যখন তাদের ওপর প্রচণ্ড আক্রমণ চালালেন, তখন তারা হতভম্ব হয়ে গেল। কর্তব্য স্থির করতে না পেরে অবশেষে তারা প্রাণভয়ে এদিক সেদিক দৌড়ে পলায়ন করতে লাগল। মুসলিমরা তাদের পশ্চাদ্ধাবন করে। বিদ্রোহীরা যু-হুসা নামক স্থানে পৌঁছলে সেখানে যারা পূর্ব থেকেই অবস্থান করছিল, তারাও তাদের সাথে পলায়ন করতে থাকে। মুসলিমগণ উটের ওপর আরোহন করে শত্রুদের পশ্চাদ্ধাবন করে চললো। এ সময় যু-হুসাবাসী একটি অভিনব কাজ করলো। তাদের সাথে চামড়ার যে থলে ছিল, সেগুলোতে ফুঁক দিয়ে বেলুনের আকৃতি বানিয়ে রশিতে বেঁধে তা উটের দিকে নিক্ষেপ করতে লাগলো। মুসলিমদের উটগুলো এ অবস্থা দেখে এমন ভয় পেলো যে, সামনে অগ্রসর হওয়া তো দূরে থাকুক, পেছনে ফিরে দ্রুতগতিতে গৃহপানে দৌড়াতে লাগলো। আল্লাহ তা'আলার বিশেষ রাহমাত, এ অবস্থায় আরোহীদের মধ্যে কেউ ভূপাতিত হননি। উটগুলো আরোহীদেরকে নিয়ে সোজা মাদীনায় এসে থামলো।[১৩৫] এ সুযোগে বিদ্রোহীরাও যুদ্ধক্ষেত্র ত্যাগ করে প্রাণ বাঁচালো।

এদিকে তাদের মিত্র 'আবস, যুবইয়ান, বানূ মুররাহ ও বানূ কিনানাহ প্রভৃতি গোত্র মনে করলো যে, মুসলিমরা পরাজিত হয়ে পালিয়ে গেছে। অতএব তাদের পশ্চাদ্ধাবন করা উচিত। তারা মাদীনা আক্রমণ করার জন্যও যুল-কাসসা[১৩৬] বাসীদেরকে তাদের সাথে অংশগ্রহণ করার জন্য আমন্ত্রণ জানায়। তারা হিবাল ইবনু তুলাইহার নেতৃত্বে মাদীনার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়। এ দিকে আবূ বাকর (রা.) মাদীনা পৌঁছে একটি মুহূর্তও অপচয় না করে যুদ্ধের প্রস্তুতি শুরু করে দেন। সৈন্যদের যথারীতি শৃঙ্খলাবদ্ধ করা হয়। সৈন্যদলের ডান দিকে নু'মান ইবনু মুকাররিন (রা.)কে, বাম দিকে 'আবদুল্লাহ ইবনু মুকাররিন (রা.)কে এবং পেছনের ভাগে সুয়াইদ ইবনু মুকাররিন (রা.)কে মোতায়েন করা হয়। রাতের শেষ প্রহরেই তাঁরা রওয়ানা হন এবং অতি প্রত্যুষেই শত্রুদের কাছে পৌঁছে

---

১৩৫. তাবারী, *তারীখুল উমাম ওয়াল মুলূক*, খ.২,পৃ.২৫৫; ইবনু কাছীর, *আল-বিদায়াতু ওয়ান নিহায়াতু*, খ.৬,পৃ.৩৪৪-৫; ইবনু 'আসাকির, *তারীখু দিমাশক*, খ.২৫,পৃ.১৫৯

১৩৬. যুল-কাসসাহ : মাদীনা থেকে ২৪ মাইল দূরত্বে নাজদের রাস্তায় অবস্থিত। এর অপর নাম বাক'আ। (হামাভী, *মু'জামুল বুলদান*, খ.১,পৃ.৩৪১)

যান। এ সময় শত্রুরা গাফিল হয়ে আরামে ঘুমোচ্ছিল। মুসলিমগণ এ সুযোগে অতর্কিত শত্রুসৈন্যদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। সম্পূর্ণ অজ্ঞাতসারে আকস্মিকভাবে আক্রান্ত হয়ে শত্রুসৈন্যরা দিশেহারা হয়ে পড়লো। যে যে অবস্থায় ছিল সে সেই অবস্থায়ই চোখ রগড়াতে রগড়াতে অস্ত্রধারণ করলো। কিন্তু অপ্রস্তুত অবস্থায় তাঁরা বীর মুজাহিদগণের সামনে বেশিক্ষণ টিকতে পারলো না। সূর্যোদয়ের সাথে সাথেই যে যেদিকে পারলো উর্ধ্বশ্বাসে পালিয়ে যেতে লাগলো। আবূ বাকর (রা.) যুল-কাসসা পর্যন্ত তাদেরকে তাড়া করেন। যখন তিনি বুঝতে পারলেন যে, শত্রুসৈন্যদের সাহস ভেঙ্গে গেছে। তারা আর পুনরায় এদিকে মাথা তুলে তাকাবার সাহস পাবে না, তখন তিনি মুজাহিদগণকে পশ্চাদ্ধাবন থেকে বিরত থাকার নির্দেশ দেন। এরপর তিনি নু'মান ইবনু মুকাররিন (রা.)-এর নেতৃত্বে একটি বাহিনী যুল-কাসসায় রেখে নিজে মাদীনায় ফিরে আসেন। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর ওফাতের পর এই প্রথমবারের বিজয়ে মাদীনায় আনন্দের হিল্লোল বয়ে যায়। ইতোমধ্যে বিভিন্ন গোত্রের যে সকল মুসলিম আমীর ছিলেন, তাঁরা নিজ নিজ গোত্রের যাকাত নিয়ে মাদীনায় এসে পৌঁছেন। সাফওয়ান ইবনু সাফওয়ান আত-তামীমী, যিবরিকান ইবনু বাদর আত-তামীমী ও 'আদী ইবনু হাতিম আত-তা'ঈ(রা.) প্রমুখ যথাক্রমে একই রাতের প্রথম, মধ্যম ও শেষ ভাগে নিজ নিজ গোত্রের যাকাত নিয়ে মাদীনায় উপস্থিত হন।[১৩৭] ফলে অতি দ্রুত মাদীনার ইসলামী রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক শক্তি বৃদ্ধি পায়। এর দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, বিদ্রোহী ও ধর্মত্যাগীদের সংখ্যাধিক্য থাকা সত্ত্বেও বাইরের বিভিন্ন গোত্রের সর্দারগণ খাঁটি ও সৎ মুসলিম ছিলেন।

যে সকল সাহাবী মাদীনার প্রহরায় নিয়োজিত ছিলেন তাঁরা বাইরে থেকে আগত যাকাত প্রদানকারী নেতাদেরকে নিয়ে মাদীনায় আসতে থাকেন। যেহেতু ঐ সকল সাহাবী মাদীনার প্রহরায় নিযুক্ত ছিলেন, তাই তাদের আসতে দেখে মাদানীর অনেকেই মনে করলো যে, বুঝি কোনো বিপদ এসে গেছে, তাই তারা তাদেরকে আসতে দেখে চিৎকার দিয়ে ওঠে- نذير -"এই তো ভয় প্রদর্শনকারী," অর্থাৎ এরা আমাদের ভয় প্রদর্শন করার উদ্দেশ্যে আসেনি তো? আবূ বাকর (রা.) এটা টের পেয়ে তাঁদেরকে সান্ত্বনা দিলেন যে, هَذَا بَشِيْرٌ، هَذَا حَامٍ، وَلَيْسَ بِوَانٍ. -"না, না, এরা কোন ভয় প্রদর্শনের জন্য আসেনি। এরা সুসংবাদ প্রদানকারী এবং ইসলামের সাহায্যকারী।" অর্থাৎ এরা তোমাদের মিত্র এবং সাহায্যকারীরূপেই তোমাদের নিকট এসেছে। এরপর লোকেরা বললো, طَالَمَا بَشَّرْتَ بِالْخَيْرِ! -"আপনি তো প্রায়ই সুসংবাদ প্রদান করে থাকেন,"[১৩৮] উল্লেখ্য, উসামা বাহিনী মাদীনা থেকে বের হওয়ার ষাট দিনের মাথায় এ ঘটনা ঘটে।

---

১৩৭. তাবারী, *তারীখুল উমাম ওয়াল মুলূক*, খ.২,পৃ.৪৭৮
১৩৮. তাবারী, *তারীখুল উমাম ওয়াল মুলূক*, খ.২,পৃ.৪৭৮

'আবস ও যুবইয়ানের বিশ্বাসঘাতকতা

আবূ বাকর (রা.) যুল-কাসসা থেকে বিজয়ী বেশে ফিরে আসার পর 'আবস ও যুবইয়ান গোত্রের লোকেরা আর কিছু করতে না পেরে সেখানে যে কয়জন মুসলিম ছিল তাদেরকে ধোঁকা দিয়ে হত্যা করলো এবং পার্শ্ববর্তী মুসলিম জনপদসমূহের ওপর অমানুষিক অত্যাচার করতে লাগলো। আবূ বাকর (রা.) ফিরে এসে এ অমানুষিক ঘটনার কথা শুনে খুবই মর্মাহত হলেন এবং শপথ করলেন যে, যতক্ষণ পর্যন্ত এ সকল গোত্রের লোকদের ওপর মুসলিমদের অন্যায় রক্তপাতের প্রতিশোধ গ্রহণ না করবো, ততক্ষণ আমি স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলবো না।[১৩৯] ইতোমধ্যে উসামা (রা.) তাঁর মিশন শেষ করে প্রচুর মালে গানীমাতসহ মাদীনায় ফিরে আসেন। তখন আবূ বাকর (রা.) আরো অধিক স্বস্তি লাভ করেন। তিনি উসামা (রা.)কে মাদীনায় নিজের স্থলাভিষিক্ত নিয়োগ করে তাঁকে ও তাঁর বাহিনীকে উদ্দেশ্য করে বলেন, . أَرِيْحُوا وَأَرِيْحُوا ظَهْرَكُمْ -"তোমরা এখন স্বস্তি লাভ কর এবং বিশ্রাম নাও।"[১৪০]

যুল-কাসসা অভিমুখে রওয়ানা

এ ব্যবস্থা সম্পন্ন করে আবূ বাকর (রা.) 'আবস ও যুবইয়ান গোত্রদ্বয়ের বিশ্বাসঘাতক লোকদের শাস্তি প্রদান এবং মুসলিমদের রক্তের প্রতিশোধ গ্রহণের উদ্দেশ্যে স্বয়ং যুল-কাসসার দিকে রওয়ানা হওয়ার উদ্যোগ নেন; কিন্তু সাহাবা কিরাম (রা.) তাঁকে আরয করলেন,

> نَنْشُدُكَ اللهَ يَا خَلِيْفَةَ رَسُوْلِ اللهِ أَنْ تَعْرِضَ نَفْسَكَ؛ فَإِنَّكَ إِنْ تُصَبْ لَمْ يَكُنْ لِلنَّاسِ نِظَامٌ، وَمَقَامُكَ أَشَدُّ عَلَى الْعَدُوِّ؛ فَابْعَثْ رَجُلًا فَإِنْ أُصِيْبَ أَمَّرْتَ آخَرَ.
>
> -"হে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর খালীফা, আমরা আপনাকে কাসাম দিয়ে বলছি যে, আপনি স্বয়ং সেখানে যাবেন না। আল্লাহ না করুন যদি আপনি কোনোভাবে আহত হন, তা হলে আমাদের মধ্যে কোনো শৃঙ্খলা থাকবে না। আপনার এখানে অবস্থানই শত্রুদের জন্য অধিক ভয়ের কারণ হবে। আপনার পরিবর্তে অন্য কাউকে সেখানে প্রেরণ করুন। যদি তিনি শাহাদাত বরণ করেন, তা হলে আপনি তার স্থলে অন্য কাউকে পাঠাতে পারবেন।"[১৪১]

'আয়িশা (রা.) বলেন, "যখন আমার পিতা ঘোড়ায় আরোহন করে খাপ থেকে

---

১৩৯. ইবনু কাছীর, *আল-বিদায়াতু ওয়ান নিহায়াতু*, খ.৬, পৃ.৩৪৫
১৪০. তাবারী, *তারীখুল উমাম ওয়াল মুলূক*, খ.২,পৃ.৪৭৮
১৪১. তাবারী, *তারীখুল উমাম ওয়াল মুলূক*, খ.২,পৃ.৪৭৯

তরবারি বের করেন এবং যুল-কাসসার দিকে রওয়ানা হন, তখন 'আলী (রা.) তার ঘোড়ার লাগাম টেনে ধরে বলেন,

إِلَى أَيْنَ يَا خَلِيْفَةَ رَسُولِ اللهِ ؟ أَقُولُ لَكَ مَا قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ أُحَدٍ: شِمْ سَيْفَكَ، وَلَا تُفْجِعْنَا بِنَفْسِكَ، وَارْجِعْ إِلَى الْمَدِيْنَةِ، فَوَاللهِ لَئِنْ فُجِعْنَا بِكَ لَا يَكُونُ لِلْإِسْلَامِ نِظَامٌ أَبَدًا.

-"হে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর খালীফা, আপনি কোথায় যাচ্ছেন? আমি এখন আপনাকে ঐ কথাই বলবো, যা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) উহুদ যুদ্ধের সময় আপনাকে বলেছিলেন। অর্থাৎ আপনার তরবারি কোষবদ্ধ করুন। নিজের জীবনকে বিপন্ন করে আমাদেরকে বিপদে ফেলবেন না। আপনি মাদীনায় ফিরে যান। আল্লাহর কসম! আপনার অনুপস্থিতিতে আমরা বিপদাপন্ন হলে ইসলামী ব্যবস্থা সম্পূর্ণরূপে ভেঙ্গে পড়বে।"[১৪২]

কিন্তু আবূ বাকর (রা.) তাঁদের কোনো আবেদনই গ্রাহ্য করেননি।[১৪৩] তাঁর স্বভাব ও প্রকৃতি এরূপ ছিল যে, তিনি যে কাজকে সময়োচিত মনে করতেন, তা যে কোনো পরিস্থিতিতেই সম্পন্ন করতে পূর্ণ চেষ্টা নিয়োগ করতেন। তিনি বললেন, وَاللهِ لَا أَفْعَلُ وَلَأُوَاسِيَنَّكُمْ بِنَفْسِي. -"আল্লাহর কাসাম, না, আমি এমন মহৎ কাজে কখনো তোমাদের পশ্চাতে থাকবো না; বরং আমি তোমাদের সাথে অবস্থান করে তোমাদের উৎসাহ-উদ্দীপনা বৃদ্ধি করবো।"[১৪৪] শেষ পর্যন্ত তিনি নিজে যু-হুসা ও যুল-কাসসার দিকে রওয়ানা হন এবং আগের মতো সৈন্যদলের ডান দিকে নু'মান ইবনু মুকাররিন (রা.)কে, বাম দিকে 'আবদুল্লাহ ইবনু মুকাররিন (রা.)কে এবং পেছনের ভাগে সুয়াইদ ইবনু মুকাররিন (রা.)কে মোতায়েন করেন। প্রথমে তিনি আবরাক নামক স্থানে রাবাযাহবাসীদের ওপর আক্রমণ করেন। হারিছ, 'আওফ ও হুতাইয়াহ সেখানকার নেতা ছিল। হারিছ ও 'আওফকে তিনি পরাজিত করেন এবং হুতাইয়াহকে গ্রেফতার করেন। এতে বানূ 'আবস ও বানূ বাকর ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পলায়ন করে। আবূ বাকর (রা.) আবরাকে কয়েকদিন অবস্থান করে

---

১৪২. ইবনু কাছীর, *আল-বিদায়াতু ওয়ান নিহায়াতু*, খ.৬,পৃ.৩৪৬

১৪৩. তাবারী, *তারীখুল উমাম ওয়াল মুলূক*, খ.২,পৃ.৪৭৯
কিন্তু কোনো কোনো রিওয়ায়াতে দেখা যায় যে, আবূ বাকর (রা.) 'আলী (রা.)-এর উক্ত আবেদন গ্রহণ করেন এবং বাহিনীকে রওয়ানা করে নিজে মাদীনায় ফিরে আসেন। (ইবনু কাছীর, *আল-বিদায়াতু ওয়ান নিহায়াতু*, খ.৬,পৃ.৩৪৬)

১৪৪. তাবারী, *তারীখুল উমাম ওয়াল মুলূক*, খ.২,পৃ.৪৭৯; ইবনু কাছীর, *আল-বিদায়াতু ওয়ান নিহায়াতু*, খ.৬,পৃ.৩৪৬

সামনে অগ্রসর হন এবং বানূ যুবইয়ানকেও পরাজিত করে তাদের এলাকা দখল করেন, অতঃপর তাদেরকে পুরো এলাকা থেকে বহিষ্কার করে দিয়ে বলেন, আজ থেকে এটা মুসলিমদের সম্পত্তি। এতে বানূ যুবইয়ানের আর কোনো অধিকার থাকবে না। কেননা এটা আল্লাহ তা'আলা মুসলিমদেরকে গানীমাতস্বরূপ দান করেছেন। এরপর আবূ বাকর (রা.) আবরাক নামক জায়গাটি মুসলিম সৈন্যদের অশ্ব-চারণভূমিতে পরিণত করেন। বিদ্রোহীরা বশ্যতা ও আনুগত্য স্বীকার করায় স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে আসার পর বানূ ছা'লাবাহ সে জায়গায় পুনরায় বসতি স্থাপনের আবেদন জানায়; কিন্তু আবূ বাকর (রা.) তা মঞ্জুর করেননি।[১৪৫]

এখানে একটি লক্ষ্য করার বিষয় হলো- আবূ বাকর (রা.)-এর কথা (وَلَأُوَاسِيَنَّكُمْ بِنَفْسِي) থেকে তাঁর অসীম সাহস, উম্মাতের প্রতি অতুলনীয় দরদ ও দায়িত্ববোধের উজ্জ্বলতম পরিচয় পাওয়া যায়। দিরার ইবনুল আযওয়ার (রা.) বলেন, আমি যখন তাঁকে তুলাইহার বিরাট সৈন্য সমাবেশের কথা জানালাম, তখন তাঁর মধ্যে কোনোরূপ চিন্তার লক্ষণই দেখতে পেলাম না। আমার মনে হলো যে, আমি তাঁকে একটি স্বাভাবিক সংবাদই শুনাচ্ছি। তিনি বলেন, فَمَا رَأَيْتُ أَحَدًا لَيْسَ رَسُولُ اللهِ – صلى الله عليه وسلم – أَمْلَأَ بِحَرْبٍ شَعْوَاءَ مِنْ أَبِي بَكْرٍ رضي الله عنه.-"আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর পরে আবূ বাকর (রা.)-এর অপেক্ষা অন্য কাউকে তুমুল যুদ্ধের সময়ও বেশি নিঃশঙ্ক দেখি নি।"[১৪৬] একজন ষাট বৎসরের বয়োবৃদ্ধ ক্ষীণকায় ব্যক্তি,. আপনজনদের বাধা উপেক্ষা করে পরপর তিনবার যুদ্ধের জন্য বের হলেন এবং বীরত্বের সাথে লড়াই করলেন। কী অদ্ভুত সাহস ও মনোবল এবং প্রচণ্ড দায়িত্বানুভূতি! বস্তুত তাঁর এ সাহসী ভূমিকা ও অনমনীয় মনোভাবের ফলে অন্যান্য সাহাবা কিরামের মধ্যেও প্রাণচাঞ্চল্য ও সাহস বৃদ্ধি পায়।

আবূ বাকর (রা.)-এর এ ধারাবাহিক কয়েকটি বিজয়ের ফলে মুসলিমগণ এখন পরম আনন্দিত। একদিকে উসামা-বাহিনী শাম-সীমান্তবর্তী যুদ্ধে বিজয়ী হয়ে সম্পূর্ণ অক্ষত অবস্থায় মাদীনায় ফিরে আসায় এখন বহিঃশত্রু কর্তৃক মাদীনা আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা এক প্রকার দূরিভূত হয়ে যায়, অপরদিকে মাদীনার পার্শ্ববর্তী এলাকাসমূহের বিদ্রোহীদের সাথে বিভিন্ন যুদ্ধে জয় লাভ করার ফলে প্রচুর গানীমাতের মাল এবং যাকাতের অর্থ-সম্পদ এসে বাইতুল মাল পরিপূর্ণ হয়ে যায়। কিন্তু অচিরেই আর এক ফিতনা মাথাচাড়া ওঠলো। যাকাত দানে অসম্মত গোত্রদের কিছু কিছু লোক যুদ্ধে

---

১৪৫. তাবারী, *তারীখুল উমাম ওয়াল মুলূক*, খ.২,পৃ.৪৭৯

১৪৬. তাবারী, *তারীখুল উমাম ওয়াল মুলূক*, খ.২,পৃ.৪৮৭; ইবনু 'আসাকির, *তারীখু দিমাশক*, খ.২৫,পৃ.২৫৭

পরাজিত হয়ে যদিও নিজেদের ভুল বুঝতে পেরেছিল; কিন্তু তাঁদের অনেককেই তা আরো উল্টো উত্তেজিত করে তুললো। ফল দাঁড়ায় এই যে, এতো দিন পর্যন্ত তারা যে কৃত্রিম আবরণ দ্বারা নিজেদের আসল চেহারা ঢেকে রেখেছিল, তা অপসারণ করে যারা প্রকাশ্য বিদ্রোহী, কাফির ও মিথ্যা নুবুওয়াতের দাবিদার ছিল তাদের দলে যোগ দেয় এবং তাদের শক্তি বৃদ্ধি করে। তাই স্বাভাবিকভাবে রিদ্দা যুদ্ধের এক নতুন অধ্যায় সূচিত হয়।

রিদ্দার যুদ্ধ

উসামা (রা.) এবং তাঁর সাথীরা কিছুদিন বিশ্রাম নেয়ার পর পুনরায় চাঙা হয়ে ওঠেন। এবার নুবুওয়াতের দাবিদার ও বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে পূর্ণাঙ্গ সংগ্রাম পরিচালনার প্রয়োজন দেখা দেয়। কেননা বানূ 'আবস, যুবইয়ান, বানূ বাকর ও অন্যান্য গোত্র রাবাযায় পরাজয় বরণ করার পর সঠিক পথে ফিরে আসার পরিবর্তে ভণ্ড তুলাইহার নেতৃত্বে মুসলিমদের বিরুদ্ধে সমবেত হয়। তা ছাড়া তাঈ, গাতফান ও সুলাইম প্রভৃতি গোত্র পূর্ব থেকেই তার সাথে ছিল। এভাবে তুলাইহার শক্তি বৃদ্ধি পায় এবং তারা ইসলামের জন্য বিপজ্জনক হয়ে দাঁড়ায়। এ অবস্থা ছিল মাদীনার পূর্ব ও উত্তর-পূর্ব দিকের। দক্ষিণ দিকেও বিদ্রোহের আগুন ছড়িয়ে পড়েছিল।

এগারটি সেনা ইউনিট

এ সকল অবস্থার প্রেক্ষিতে আবূ বাকর (রা.) দ্বিতীয়বার যুল-কাসসায় গমন করেন এবং সেখানে সমগ্র মুসলিম বাহিনীকে এগারটি ইউনিটে বিভক্ত করেন। প্রত্যেক ইউনিটের জন্য পৃথক পৃথক ঝাণ্ডা তৈরি করেন এবং এগারজন দলপতি নির্বাচিত করে প্রত্যেক দলপতির হাতে একটি করে ঝাণ্ডা সোপর্দ করেন। এরপর প্রত্যেককে এক দল সৈন্য প্রদান করে নির্দেশ দিলেন যে, যাত্রাপথে যেখানে যেখানে ইসলামের ওপর দৃঢ়পদ গোত্র পাওয়া যাবে, তাদের মধ্য থেকে কিছু লোক ঐ গোত্র ও তাদের ঘরবাড়ি রক্ষার জন্য রেখে দেবে এবং কিছু লোক নিজ বাহিনীতে শরীক করে সামনে অগ্রসর হতে থাকবে।[১৪৭] নিম্নে এ এগারটি সেনা ইউনিটের সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদত্ত হলো।

১. প্রথম ঝাণ্ডাটি খালিদ ইবনুল ওয়ালীদ (রা.)কে দেয়া হয় এবং নির্দেশ দেয়া হয় যে, সর্বপ্রথম বুযাখা নামক স্থানে তুলাইহা আল-আসাদীর ওপর আক্রমণ করবে। এ অভিযান শেষ হওয়ার পর বুতাহ নামক স্থানে মালিক ইবনু নুওয়ায়রাহর ওপর আক্রমণ করবে।

---

১৪৭. তাবারী, *তারীখুল উমাম ওয়াল মুলূক*, খ.২,পৃ.৪৭৯-৪৮০

উল্লেখ্য, আবূ বাকর (রা.) যদিও বিদ্রোহীদের দমনের জন্য বিভিন্ন এলাকায় ১১টি সেনা ইউনিট প্রেরণ করেন; কিন্তু বীরবর খালিদ ইবনু ওয়ালীদ (রা.)কেই বিভিন্ন রণাঙ্গনে অসাধারণ কৃতিত্বের জন্য রিদ্দা যুদ্ধের সাফল্যের প্রধান নায়ক বলা হয়। আবূ বাকর (রা.) যেমন নিজ বৈশিষ্ট্যে ও চরিত্র-মাহাত্ম্যে অতুলনীয় ছিলেন, তেমনি মহাবীর খালিদ (রা.)ও রণনীতি ও যুদ্ধ-কৌশলের দিক দিয়ে ছিলেন অনন্য। এরূপ বড় সমরবিশারদ সেনাপতি ঐ যুগে অন্য কোনো জাতির মধ্যেই ছিল না। আবূ বাকর (রা.) এরূপ সেনাপতিকেই দুর্ধর্ষ বিদ্রোহী ও ধর্মত্যাগীদের বিরুদ্ধে পাঠান। ওয়াহ্শী ইবনু হারব (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবূ বাকর (রা.) বিদ্রোহী ও ধর্মত্যাগীদের সাথে যুদ্ধ করার উদ্দেশ্যে খালিদ ইবনুল ওয়ালীদ (রা.)-এর হাতে পতাকা তুলে দিয়ে বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)কে এ কথা বলতে শুনেছি যে,

نِعْمَ عَبْدُ اللهِ وَأَخُو الْعَشِيرَةِ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ، سَيْفٌ مِنْ سُيُوفِ اللهِ سَلَّهُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى الْكُفَّارِ وَالْمُنَافِقِينَ.

-"আল্লাহর বান্দাহ ও কুটুম্ব খালিদ ইবনুল ওয়ালীদ (রা.) কতোই না চমৎকার ব্যক্তি, সে হল আল্লাহ তা'আলার তরবারিরগুলোর মধ্যে একটি বিশিষ্ট তরবারি, যা আল্লাহ তা'আলা কাফির ও মুনাফিকদের জন্য কোষমুক্ত করেছেন।"[১৪৮]

২. দ্বিতীয় ঝাণ্ডাটি দেয়া হয় 'ইকরামাহ ইবনু আবী জাহ্ল (রা.)কে। তাঁকে ইয়ামামার ভণ্ড মুসাইলামা ও তার গোত্র বানূ হানীফার ওপর আক্রমণ করতে নির্দেশ দেয়া হয়।

৩. তৃতীয় ঝাণ্ডাটি দেয়া হয় মুহাজির ইবনু আবী উমাইয়্যাকে। তাঁকে নির্দেশ দেয়া হয় যে, প্রথমে ইয়ামানের সান'আ নামক স্থানে ভণ্ড আসওয়াদ আল-'আনসীর অনুসারীদের ওপর আক্রমণ করবে। তারপর হাদরামাওতের বিদ্রোহীদের দমনের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হবে।

৪. চতুর্থ ঝাণ্ডাটি দেয়া হয় খালিদ ইবনু সা'ঈদ ইবনিল 'আস (রা.)কে। তাঁকে নির্দেশ দান করা হয় যে, শামের সীমান্তে পৌঁছে সেখানকার গোত্রগুলোকে শায়েস্তা করবে।

---

১৪৮. ইবনু হাম্বাল, *আল-মুসনাদ*, (মুসনাদী আবী বাকর রা.) হা.নং:৪২

৫. পঞ্চম ঝাণ্ডাটি দেয়া হয় 'আমর ইবনুল 'আস (রা.)কে। তাঁকে আরব-শাম সীমান্তের কুদা'আহ, ওয়াদী'আহ ও হারিছ প্রভৃতি গোত্রের বিদ্রোহীদের ওপর আক্রমণ করতে নির্দেশ দেয়া হয়।

৬. ষষ্ঠ ঝাণ্ডাটি দেয়া হয় হুযাইফাহ ইবনু মুহসিন (রা.)কে। তাঁকে 'আম্মানে লাকীত ইবনু মালিক আল-আযদীর বিরুদ্ধে লড়াই করতে নির্দেশ দেয়া হয়।

৭. সপ্তম ঝাণ্ডাটি দেয়া হয় 'আরফাজাহ ইবনু হারছামাহ (রা.)কে। তাঁকে ইয়ামানের মাহরা গোত্রের নিকট যেতে বলা হয়।

৮. অষ্টম ঝাণ্ডাটি শুরাহবীল ইবনু হাসানাহ (রা.)কে সোপর্দ করা হয়। তাঁকে বলা হয় যে, তুমি প্রথমে ইয়ামামায় 'ইকরামাহ (রা.)কে সাহায্য করবে, অতঃপর আরব-শাম সীমান্তে কুদা'আহর উদ্দেশ্যে রওয়ানা হবে।

৯. নবম ঝাণ্ডাটি সোপর্দ করা হয় তুরায়ফা ইবনু হাজিয (রা.)কে। তাঁকে বলা হয় যে, বানূ সুলাইম ও তাদের মিত্র বানূ হাওয়াযিনের দিকে যাত্রা কর।

১০. দশম ঝাণ্ডাটি দেয়া হয় সুওয়াইদ ইবনু মুকাররিন (রা.) কে। তাঁকে ইয়ামানের নিম্নাঞ্চল তিহামায় যাওয়ার নির্দেশ দেয়া হয়।

১১. একাদশ ঝাণ্ডাটি সোপর্দ করা হয় 'আলা ইবনুল হাদরামী (রা.)কে। তাঁকে বাহরাইনে যেতে বলা হয়।[১৪৯]

এ সকল বাহিনী হিজরী একাদশ সনের জুমাদাল উলা মাসে মাদীনা থেকে রওয়ানা হয় এবং নিজ নিজ নির্ধারিত স্থানে গিয়ে কর্মে নিয়োজিত হয়।

সমসাময়িক রাজনীতি ও পরিস্থিতির চাহিদা অনুযায়ী আবূ বাকর (রা.)-এর মাদীনায় অবস্থানই ছিল সর্বাধিক প্রয়োজনীয়। তাই তিনি প্রধান সেনাপতি হিসেবে রাজধানীতেই অবস্থান করেন এবং এখান থেকেই সৈন্যদের গতিবিধি নিয়ন্ত্রণ এবং তাদের জন্য নির্দেশাবলি প্রেরণ করতে থাকেন।

বলাই বাহুল্য, এভাবে ১১টি সেনা ইউনিট গঠনে খালীফা আবূ বাকর (রা.)কে কিছুমাত্রও বেগ পেতে হয়নি। তখনকার দিনে বেতনভোগী সৈন্য নিয়োগের কোনো প্রথা ছিল না। প্রত্যেক পুরুষই অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত থাকতো। বাঁচলে গাযী, মরলে শাহীদ- এটিই ছিল তাঁদের যুদ্ধে যোগদানের মূলে শ্রেষ্ঠ প্রেরণা।[১৫০] খালীফা এক একজন আমীর নিযুক্ত

---

১৪৯. তাবারী, *তারীখুল উমাম ওয়াল মুলূক*, খ.২,পৃ.৪৭৯-৪৮০

১৫০. সেনাপতি খালিদ ইবনুল ওয়ালীদ (রা.) সকল বিদ্রোহী ও শত্রুর কাছে এ ছোট্ট বার্তাটি পৌঁছে দিয়েছিলেন যে, لقد جئتكم بقوم يحبون الموت كما تحبون الحياة.-"আমি তোমাদের নিকট এমন একটি সম্প্রদায় নিয়ে উপস্থিত হচ্ছি, যাঁরা মৃত্যুকে সেভাবেই ভালোবাসে যেভাবে তোমরা জীবনকে ভালোবাসো।" তাঁর এ কথা থেকে প্রমাণিত হয় যে, মুসলিমগণ জীবনে বেঁচে থাকার

করে তাঁর হাতে এক একটি জাতীয় পতাকা তুলে দেন। তিনি সে পতাকা নিয়ে তাঁর যোদ্ধাদেরকে আহ্বান করেন। অস্ত্রশস্ত্র নিজেরাই সরবরাহ করে নিতেন। এ এক অতি চমকপ্রদ ব্যবস্থা, এ এক অদ্ভুত রহস্য! রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এ গূঢ় রহস্যের সন্ধান জানতেন। তাঁর খালীফা আবূ বাকর (রা.)কেও আমরা সে একই গুণে গুণান্বিত দেখলাম।

বিদ্রোহীদের প্রতি আবূ বাকর (রা.)-এর সাধারণ ফরমান

আবূ বাকর (রা.) এ বাহিনীগুলো প্রেরণ করার সময় একটি সাধারণ ফরমান লিপিবদ্ধ করে প্রত্যেক দলপতিকে দেন, যাতে তাঁরা এ ফরমান যুদ্ধের পূর্বে বিদ্রোহী ও শত্রু গোত্রগুলোকে ডেকে পড়ে শুনান। এটা শুনে যদি তারা সঠিক পথে ফিরে আসে এবং ইসলামের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করে,তা হলে তাদেরকে ক্ষমা করা হবে। নতুবা যুদ্ধের দ্বারাই পরিস্থিতির মুকাবিলা করতে হবে। আবূ বাকর (রা.)-এর এ ফরমান অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ ছিল, যা থেকে তাঁর রাজনৈতিক দূরদর্শিতা, অপরিমিত দৃঢ়তা ও সাহসিকতার পরিচয় পাওয়া যায়। ফরমানটি দীর্ঘ হওয়া সত্ত্বেও তার অপরিসীম গুরুত্বের কথা বিবেচনা করে নিম্নে আমরা তা সম্পূর্ণ তুলে ধরছি।

(بسم الله الرحمن الرحيم) من أبي بكر خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم
إلى من بلغه كتابي هذا من عامة وخاصة أقام على اسلامه أو رجع عنه سلام
على من اتبع الهدى ولم يرجع بعد الهدى إلى الضلالة والعمى فانى أحمد الله
اليكم الله الذى لا إله إلا هو وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وان
محمدا عبده ورسوله نقر بما جاء به ونكفر من أبي ونجاهده أما بعد فان الله
تعالى أرسل محمدا بالحق من عنده إلى خلقه بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله باذنه

চেয়ে আল্লাহর পথে মৃত্যুবরণ করতে পারাকে অধিক গৌরবের বিষয় মনে করে। বর্ণিত আছে যে, তুলাইহাহ বুযাখা যুদ্ধে পরাজিত হবার পর অত্যন্ত আক্ষেপ করে অনুসারীদের নিকট জিজ্ঞেস করলো, ويلكم ما يهزمكم؟-"তোমরা ধ্বংস হও! জানি না, কেন তোমরা পরাজিত হলে?" এক ব্যক্তি জবাব দিলো, أنا أحدثك ما يهزمنا أنه ليس رجل منا إلا وهو يحب أن يموت صاحبه قبله وإنا لنلقي قوما كلهم يحب أن يموت قبل صاحبه.-" আমাদের পরাজয়ের রহস্য শুন! আমি বলছি, আমাদের মধ্যে প্রত্যেকেই নিজের মৃত্যুর পূর্বে তার সাথীর মৃত্যু কামনা করে। আর আমরা যাদের সাথে লড়াই করছি, তাঁরা হলেন এরূপ যে, তাঁদের প্রত্যেকেই তাঁর সাথীর মৃত্যুর পূর্বে নিজের মৃত্যু কামনা করে।" (ইবনু 'আসাকির, *তারীখু দিমাশক,* খ.২৫,পৃ.১৬৩; যাহাবী, *তারীখুল ইসলাম,* খ.৩,পৃ.২৯)

وسراجا منيرا لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين فهدى الله بالحق من أجاب إليه وضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم باذنه من أدبر عنه حتى صار الاسلام طوعا وكرها ثم توفى الله رسوله صلى الله عليه وسلم وقد نفذ لامر الله ونصح لامته وقضى الذى عليه وكان الله قد بين له ذلك ولاهل الاسلام في الكتاب الذى أنزل فقال إنك ميت وإنهم ميتون وقال وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون وقال للمؤمنين وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزى الله الشاكرين فمن كان انما يعبد محمدا فان محمدا قد مات ومن كان انما يعبد الله وحده لا شريك له فان الله له بالمرصاد حي قيوم لا يموت ولا تأخذه سنة ولا نوم حافظ لامره منتقم من عدوه ويجزيه وانى أوصيكم بتقوى الله وحظكم ونصيبكم من الله وما جاءكم به نبيكم صلى الله عليه وسلم وأن تهتدوا بهداه وأن تعتصموا بدين الله فان كل من لم يهده الله ضال وكل من لم يعافه مبتلى وكل من لم يعنه الله مخذول فمن هداه الله كان مهتديا ومن أضله كان ضالا قال الله تعالى (من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا) ولم يقبل منه في الدنيا عمل حتى يقربه ولم يقبل منه في الآخرة صرف ولا عدل وقد بلغني رجوع من رجع منكم عن دينه بعد أن أقر بالاسلام وعمل به اغترارا بالله وجهالة بأمره وإجابة للشيطان قال الله تعالى (وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا) وقال (إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير) وانى بعثت اليكم فلانا في جيش من المهاجرين والانصار والتابعين باحسان وأمرته ان لا يقاتل

أحدا ولا يقتله حتى يدعوه إلى داعية الله فمن استجاب له وأقر وكف وعمل صالحا قبل منه وأعانه عليه ومن أبى أمرت أن يقاتله على ذلك ثم لا يبقى على أحد منهم قدر عليه وأن يحرقهم بالنار ويقتلهم كل قتلة وأن يسبي النساء والذراري ولا يقبل من أحد الا الاسلام فمن اتبعه فهو خير له ومن تركه فلن يعجز الله وقد أمرت رسولي أن يقرأ كتابي في كل مجمع لكم. والداعية الاذان فإذا أذن المسلمون فأذنوا كفوا عنهم وإن لم يؤذنوا عاجلوهم وإن أذنوا اسألوهم ما عليهم فإن أبوا عاجلوهم وإن أقروا قبل منهم وحملهم على ما ينبغي لهم.

-"পরম করুণাময় ও দয়ালু আল্লাহর নামে। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)–এর খালীফা আবূ বাকর (রা.)–এর পক্ষ থেকে ঐ সকল সাধারণ ও বিশেষ লোকদের বরাবরে, যাদের নিকট আমার পত্রখানা পৌঁছবে- চাই তারা ইসলামের ওপর অটল আছে অথবা তা থেকে ফিরে গেছে। সালাম ঐ সকল লোকের প্রতি, যারা হিদায়াতের অনুসরণ করে এবং একবার তা গ্রহণ করার পর পুনরায় ভ্রান্ত পথ ও অন্ধত্বের দিকে ফিরে যায়নি। আমি তোমাদের সকলের সামনে ঐ আল্লাহর প্রশংসা করছি, যিনি ছাড়া কোনো ইলাহ নেই। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই। তিনি একক, তাঁর কোনোই অংশীদার নেই। আর মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আল্লাহর বান্দাহ ও রাসূল। আমরা তাঁর আনিত সকল বিষয়কে স্বীকার করছি। যারা তাঁকে প্রত্যাখ্যান করেছে আমরা তাদেরকে কাফির বলে ঘোষণা করছি এবং আমরা তাদের সাথে লড়াই করবো।

পর খবর এই যে, আল্লাহ তা'আলা মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)কে নিজের পক্ষ থেকে সৃষ্টির প্রতি সুসংবাদ দাতা, ভীতিপ্রদর্শনকারী, সত্যের দিকে আহ্বানকারী এবং উজ্জ্বল প্রদীপ রূপে সত্য সহকারে প্রেরণ করেছেন, যাতে তিনি সজীব লোকদেরকে ভয় প্রদর্শন করেন এবং কাফিরদের ওপর আল্লাহর বাণীর সত্যতা সুপ্রতিষ্ঠিত করেন। আল্লাহ তা'আলা যাকে তাওফীক দান করেছেন, সে এ হক্ককে সন্তুষ্টচিত্তে গ্রহণ করেছে। আর যে ব্যক্তি এর থেকে বিমুখ হয়েছে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আল্লাহ তা'আলার নির্দেশে তার ওপর এমন শাস্তি প্রয়োগ করেছেন যে, সে ইচ্ছায় হোক বা অনিচ্ছায় ইসলামের প্রতি আনুগত্য স্বীকার করেছে। এখন আল্লাহ তা'আলা তাঁর রাসূলকে তুলে নিয়েছেন। আর তিনি আল্লাহর নির্দেশ কার্যকর করে গেছেন, তাঁর উম্মাতকে উপদেশ দিয়ে গেছেন এবং

তাঁর যা দায়িত্ব ছিল তা পূর্ণ করে গেছেন। আল্লাহ তা'আলা কুর'আনের মধ্যে তাঁর ওফাতের বিষয়টি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ও সকল মুসলিমকে জানিয়ে দিয়েছেন। তিনি বলেন, "নিশ্চয়ই তুমি মরণশীল এবং অন্যান্য সকলেই মরণশীল।" (সূরা আয্ যুমার : ৩০) তিনি আরো বলেন, "তোমার পূর্বেও আমরা কোনো মানুষকে অনন্ত জীবন দান করিনি। সুতরাং তোমার মৃত্যু হলে ওরা কি চিরজীবী হবে?" (সূরা আল-আম্বিয়া : ৩৪) উপর্যুক্ত আয়াতে কথাগুলো বিশেষভাবে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)কে উদ্দেশ্য করে বলা হয়েছে। আর আল্লাহ তা'আলা সাধারণ মু'মিনদেরকে উদ্দেশ্য করে বলেন, "মুহাম্মাদ রাসূল ব্যতীত কিছু নয়। তার পূর্বেও অনেক রাসূল অতিক্রান্ত হয়েছে। সুতরাং যদি সে মারা যায় অথবা নিহত হয়, তা হলে কি তোমরা পৃষ্ঠ প্রদর্শন করবে? আর কেউ পৃষ্ঠপ্রদর্শন করলে সে কখনোই কিছুমাত্রও আল্লাহর ক্ষতি করতে পারবে না। অচিরেই আল্লাহ তা'আলা কৃতজ্ঞদেরকে পুরস্কৃত করবেন।" (সূরা আলে-'ইমরান: ১৪৪) সুতরাং যে ব্যক্তি মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর পূজা করতো, তার জেনে নেওয়া উচিত যে, তিনি মৃত্যুবরণ করেছেন। আর যে ব্যক্তি সেই আল্লাহর 'ইবাদাত করে, যিনি একক ও যাঁর কোনোই শরীক নেই, আল্লাহই তার হিফাযাত করেন। কেননা তিনি চিরঞ্জীব ও চিরস্থায়ী। তিনি কখনো মৃত্যুবরণ করবেন না। তাঁর কোনো নিদ্রাও নেই, তন্দ্রাও নেই। তিনি তাঁর সকল কাজের হিফাযাতকারী ও তাঁর শত্রুদের থেকে প্রতিশোধ গ্রহণকারী। আমি তোমাদের অসিয়্যাত করছি, তোমরা আল্লাহকে ভয় কর। তাঁর নিকট থেকে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যা কিছু তোমাদের জন্য নিয়ে এসেছেন তা গ্রহণ কর। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর পদাঙ্ক অনুকরণ কর এবং আল্লাহর দীন শক্তভাবে আঁকড়ে ধর। কেননা যাকে আল্লাহ হিদায়াত না করেন সে পথভ্রষ্ট, যাকে ক্ষমা প্রদর্শন না করেন সে বিপন্ন এবং যাকে সাহায্য না করেন সে অপদস্থ। অপরদিকে যাকে আল্লাহ হিদায়াত করেন সে সঠিক পথপ্রাপ্ত এবং যাকে সঠিক পথ দেখান না, সে তো পথভ্রষ্টই। আল্লাহ তা'আলা বলেন, "যাকে আল্লাহ হিদায়াত দান করেন, সে সঠিক পথপ্রাপ্ত। আর যাকে তিনি সঠিক পথ দেখান না, তুমি তার জন্য কোনোই পথপ্রদর্শনকারী অভিভাবক খুঁজে পাবে না।" (সূরা আল কাহফ : ১৭) দুনিয়ায় তার কোনো 'আমালই গ্রহণযোগ্য হবে না, যে যাবত না সে আল্লাহকে স্বীকার করবে। পরকালেও তার নিকট থেকে কোনো বিনিময় বা ফিদইয়া গ্রহণ করা হবে না। তোমাদের মধ্যে যারা ইসলামকে স্বীকার করার পর এবং এর ওপর 'আমাল করার পর আল্লাহর প্রতি ভ্রান্ত ধারণা ও অজ্ঞতা এবং শাইতানের আহ্বানে সাড়া দিয়ে স্বীয় দীন থেকে ফিরে গেছে, আমার কাছে তাদের সংবাদ পৌঁছেছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, "যখন আমি ফেরেশতাদেরকে বললাম, তোমরা আদামকে সাজদা কর। তখন সকলেই সাজদা করলো ইবলীস ব্যতীত। সে ছিল জিন্নদের একজন। সে তার রাব্বের নির্দেশ অমান্য করলো। অতএব, তোমরা কি

আমার পরিবর্তে তাকে ও তার বংশধরদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করেছো? অথচ তারা তোমাদের শত্রু। সে তো যালিমদের জন্য খুবই নিকৃষ্ট বদল।"(সূরা আল কাহফ : ৫০) তিনি আরো বলেন, "শাইতান তোমাদের শত্রু। অতএব তোমরা তাকে শত্রুরূপেই গ্রহণ কর। সে তার দলবলকে আহ্বান জানায়, যাতে তারা জাহান্নামী হয়।" (সূরা ফাতির : ৬)

আমি অমুক ব্যক্তিকে দলনেতা নিযুক্ত করে মুহাজির, আনসার ও তাবি'ঈগণের সমন্বয়ে গঠিত সৈন্যবাহিনী তোমাদের দিকে প্রেরণ করছি। আমি তাঁকে নির্দেশ দিয়েছি, তিনি যেন কারো সাথে যুদ্ধ না করেন এবং কাউকে হত্যা না করেন, যে যাবত না তিনি তাকে আল্লাহর দিকে আহ্বান জানাবেন। অতএব যে ব্যক্তি তাঁর আহ্বানে সাড়া দেবে, তা স্বীকার করে নেবে, শত্রুতা থেকে বিরত থাকবে এবং সৎ কাজ করবে, তিনি তাকে গ্রহণ করে নেবেন এবং তাকে সাহায্য করবেন। আর যে ব্যক্তি তাঁর আহ্বানকে অস্বীকার করবে, আমি তাঁকে ঐ ব্যক্তির সাথে লড়াই করতে নির্দেশ দিয়েছি। এরূপ যাদেরই নাগালে পাওয়া যাবে, তাদেরকে বিনাশ করতে, আগুনে পোড়াতে, চরমভাবে হত্যা করতে এবং তাদের স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততিদের গ্রেফতার করতে বলেছি। ইসলাম ছাড়া অন্য কিছুই কারো নিকট থেকে গ্রহণ করা হবে না। সুতরাং যে-ই তা মেনে চলবে, তা তার জন্য কল্যাণকর হবে। আর কেউ তা মেনে না চললে, তার মনে রাখা উচিত যে, সে আল্লাহকে সামান্যমাত্রও দুর্বল করতে পারবে না। আমি আমার পত্রবাহককে তোমাদের প্রতিটি সমাবেশে আমার পত্রখানা পাঠ করে শুনাতে নির্দেশ দিয়েছি। আর দা'ওয়াত হলো আযান। যদি মুসলিমরা আযান দেবার পর তারাও আযানের ডাকে সাড়া দেয়, তবে (প্রতীয়মান হবে যে, তারা মুসলিম। তাই) তোমরা তাদের ওপর আক্রমণ করা থেকে বিরত থেকো। যদি তারা আযানের ডাকে সাড়া না দেয়, তবে তোমরা দ্রুত তাদের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ গ্রহণ কর। যদি তারা আযানের ডাকে সাড়া দেয়, তা হলে তোমরা তাদেরকে তাদের প্রাপ্য (যাকাত) আদায় করতে বলবে। যদি তারা অস্বীকার করে, তবে তোমরা দ্রুত তাদের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ গ্রহণ কর। যদি তারা স্বীকার করে নেয়, তবে তা তাদের নিকট থেকে গ্রহণ করা হবে এবং তাদের সাথে উপযুক্ত আচরণ কর।"[১৫১]

আবূ বাকর (রা.)-এর এ ফরমানের মধ্যে আমরা প্রধানত লক্ষ্য করছি যে, তিনি বিদ্রোহী ও ধর্মত্যাগীদেরকে পুনরায় ইসলামে ফিরে আসার জন্য উদাত্ত আহ্বান জানান।

---

১৫১. তাবারী, *তারীখুল উমাম ওয়াল মুলূক*, খ.২,পৃ.৪৮১-২

অন্যথায় তারা করুণ পরিণতির শিকার হবে- এ মর্মে তাদেরকে সতর্ক করে দেন। তা ছাড়া তিনি এ ফরমানের মধ্যে কয়েকটি সত্য কথা জোরালোভাবে উপস্থাপন করেন। এগুলো হলো-

ক. তাঁর এ ফরমান সমাজের 'আম-খাস নির্বিশেষে সকলের নিকট প্রেরণ করা হয়। উদ্দেশ্য হলো- যাতে প্রত্যেকেই নিজ নিজ অবস্থান থেকে চিন্তাভাবনা করে আল্লাহর দীনের আহ্বানে সাড়া দিতে পারে।

খ. আল্লাহ তা'আলা মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)কে সত্যসহকারে প্রেরণ করেছেন। অতএব যে ব্যক্তি তাঁকে স্বীকার করে নেবে, সে হবে মু'মিন। আর যে তাঁকে অস্বীকার করবে, সে হবে কাফির। উপরন্তু, কাফিরের সাথে লড়াই করা ঈমানদারগণের একটি ঈমানী দায়িত্ব।

গ. মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) একজন মানুষমাত্রই, মহা মানব। তিনিও অন্যান্য মানুষের মতো মৃত্যুবরণ করবেন এটাই স্বাভাবিক। কোনো ঈমানদার মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর দাসত্ব করতে পারে না। সে কেবল শাশ্বত ও চিরঞ্জীব আল্লাহরই দাসত্ব করে। কাজেই ধর্মত্যাগীদের কোনো যুক্তিই গ্রাহ্য হবে না।

ঘ. ইসলাম থেকে প্রত্যাবর্তন মূলত সত্য সম্পর্কে অজ্ঞতা ও শাইতানের ডাকে সাড়া দেয়ার নামান্তর। এটা প্রকারান্তরে শাইতানকেই বন্ধুরূপে গ্রহণ করা। এরূপ কাজ নাফসের প্রতি বিরাট যুলম। কেননা তা বান্দাহকে জাহান্নামের পথেই পরিচালিত করে।

ঙ. মুসলিমদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ লোক হলেন মুহাজির ও আনসার এবং যাঁরা তাঁদের পদাঙ্ক অনুকরণ করে দীনের শান ও মর্যাদা রক্ষার উদ্দেশ্যে বিদ্রোহী ও ধর্মত্যাগীদের সাথে প্রাণপণ লড়াই করবে।

চ. যারা নিজেদের ভুল বুঝে ইসলামে ফিরে আসবে এবং নিষ্ঠার সাথে ইসলামের বিধি-নিষেধ পালন করবে, তারা প্রত্যেকেই পুনরায় মুসলিম সমাজের একজন সদস্যরূপে যাবতীয় নাগরিক অধিকার ও মর্যাদা ভোগ করবে।

ছ. আর যারা ইসলামে ফিরে আসবে না, মিথ্যার ওপর অটল থাকবে, তারা আমাদের শত্রুরূপেই গণ্য হবে। তাদেরকে আক্রমণ করে হত্যা করা কিংবা আগুনে পুড়িয়ে মারা এবং তাদের স্ত্রী-পরিজনদেরকে দাস-দাসীতে পরিণত করা হবে।

জ. মুসলিমদের আক্রমণ থেকে ধর্মত্যাগীদের বাঁচার একমাত্র নিদর্শন হলো প্রকাশ্যে আযান দেয়া। তা না হলে যুদ্ধই হবে তাদের সাথে আচরণের একমাত্র ব্যবস্থা।

সেনাপতিদের প্রতি নির্দেশনামা

সেনাবাহিনী রওয়ানা হওয়ার পর খালীফার এ পত্র নিয়ে পত্রবাহকগণ আগে আগে যাচ্ছিলেন। আবূ বাকর (রা.)-এর এ পত্র ঐ সকল বিদ্রোহীদের উদ্দেশ্যে ছিল, যাদের সাথে যুদ্ধ করার জন্য সৈন্যবাহিনী রওয়ানা হয়েছে। তা ছাড়া আবূ বাকর (রা.) দলপতিদের নামেও পৃথক পৃথক অঙ্গীকারনামা লিখেছিলেন, যাতে তিনি যুদ্ধ সংক্রান্ত বিশেষ বিশেষ হিদায়াত, বিশেষ করে উপর্যুক্ত পত্রখানার আদেশগুলো মেনে চলতে নির্দেশ দিয়েছিলেন। অঙ্গীকার নামাটি হলো-

هذا عهد من أبي بكر خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم لفلان حين بعثه فيمن بعثه لقتال من رجع عن الاسلام وعهد إليه أن يتقى الله ما استطاع في أمره كله سره وعلانيته وأمره بالجد في أمر الله ومجاهدة من تولى عنه ورجع عن الاسلام إلى أماني الشيطان بعد أن يعذر إليهم فيدعوهم بداعية الاسلام فان أجابوه أمسك عنهم وإن لم يجيبوه شن غارته عليهم حتى يقروا له ثم ينبئهم بالذى عليهم والذى لهم فيأخذ ما عليهم ويعطيهم الذى لهم لا ينظرهم ولا يرد المسلمين عن قتال عدوهم فمن أجاب إلى أمر الله عز وجل وأقر له قبل ذلك منه وأعانه عليه بالمعروف وإنما يقاتل من كفر بالله على الاقرار بما جاء من عند الله فإذا أجاب الدعوة لم يكن عليه سبيل وكان الله حسيبه بعد فيما استسر به ومن لم يجب داعية الله قتل وقوتل حيث كان وحيث بلغ مراغمة لا يقبل من أحد شيئا أعطاه الا الاسلام فمن اجابه وأقر قبل منه وعلمه ومن أبي قاتله فإن أظهره الله عليه قتل منهم قتلة بالسلاح والنيران ثم قسم ما أفاء الله عليه الا الخمس فانه يبلغناه وإن يمنع أصحابه العجلة والفساد وأن لا يدخل فيهم حشوا حتى يعرفهم ويعلم ما هم لا يكونوا عيونا ولئلا يوتى المسلمون من قبلهم وأن يقتصد بالمسلمين ويرفق بهم في السير والمنزل يتفقدهم ولا يعجل بعضهم عن بعض ويستوصى بالمسلمين في حسن الصحبة ولين القول.

-"এ চুক্তিপত্র রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর খালীফা আবূ বাকর (রা.)-এর পক্ষ থেকে অমুক দলপতিকে প্রদান করা হচ্ছে, যখন তাঁকে বাহিনীর সাথে ধর্মত্যাগীদের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য প্রেরণ করা হচ্ছে। তাঁর সাথে এ মর্মে অঙ্গীকার রইলো যে, তিনি তাঁর প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য সকল কাজে আপন সামর্থ্য অনুযায়ী আল্লাহকে ভয় করবেন এবং আল্লাহর নির্দেশ কার্যকর করতে ধর্মত্যাগীদের বিরুদ্ধে প্রাণপণ লড়ে যাবেন। তবে প্রথমে তাদেরকে ইসলামের দা'ওয়াত দেবেন। যদি তারা সে দা'ওয়াত গ্রহণ করে, তা হলে তাদের বিরুদ্ধে কোনোরূপ পদক্ষেপ গ্রহণ করা থেকে বিরত থাকবেন। আর যদি তারা সে দা'ওয়াত প্রত্যাখ্যান করে, তবেই তাদের ওপর প্রচণ্ড আক্রমণ করবেন, যে যাবত না তারা ইসলাম কাবূল করে নেয়। অতঃপর তাদেরকে তাদের দায়িত্ব ও অধিকার সম্পর্কে অবহিত করবেন। তাদের যা দেয়া কর্তব্য, তা তাদের নিকট থেকে আদায় করবেন এবং তাদের যা প্রাপ্য তাও তাদেরকে প্রদান করবেন। এ ব্যাপারে তাদেরকে কোনোরূপ ছাড় দেবেন না। মুসলিমদেরকে শত্রুদের সাথে যুদ্ধ করতে বাধা দেয়া হবে না। যে ব্যক্তি আল্লাহর নির্দেশে সাড়া দেবে এবং তা স্বীকার করে নেবে, তার নিকট থেকে তা গ্রহণ করা হবে এবং তাকে ন্যায়ানুগভাবে সাহায্য করা হবে। আর যে ব্যক্তি আল্লাহর অবতীর্ণ বিধানসমূহ স্বীকার করার পর তাঁর সাথে কুফরী করলো, তার বিরুদ্ধে লড়াই করা হবে। তবে সে যদি দা'ওয়াত গ্রহণ করে নেয়, তবেই তার ওপর কোনোরূপ হস্তক্ষেপ করা যাবে না। সে যদি অন্তরে অন্যায় কিছু গোপনও করে রাখে, তার হিসাব আল্লাহ তা'আলাই নেবেন। যে ব্যক্তি আল্লাহর ডাকে সাড়া দেবে না, সে যেখানেই থাক না কেন তাকে হত্যা করা হবে এবং তার সাথে লড়াই করা হবে। কারো নিকট থেকে ইসলাম ব্যতীত অন্য কিছুই গ্রহণ করা হবে না। অতএব যে ব্যক্তি ইসলামের আহ্বানে সাড়া দেবে এবং তা মুখে স্বীকার করবে, তার সে 'আমাল গ্রহণ করা হবে এবং তাকে ইসলামের শিক্ষা দান করবেন। আর যে ব্যক্তি ইসলামের আহ্বান প্রত্যাখ্যান করবে, তার সাথে লড়াই করবেন। যদি আল্লাহ তা'আলা তার ওপর মুসলিমদেরকে বিজয় দান করেন, তা হলে তাকে অস্ত্র-শস্ত্র দ্বারা ও আগুনে পুড়িয়ে চরমভাবে হত্যা করবেন। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা মুসলিমদেরকে গানীমাতরূপে যে সম্পদ দান করবেন, তা বন্টন করে দেবেন। তবে তার এক-পঞ্চমাংশ আমাদের নিকট প্রেরণ করে দেবেন। আবূ বাকর (রা.) প্রত্যেক দলপতিকে আরো নির্দেশ দেন যে, তিনি যেন সাথীদেরকে তাড়াহুড়া ও নৈরাজ্য সৃষ্টি করা থেকে বিরত রাখেন এবং অপর কোনো লোককে তাঁদের মধ্যে প্রবেশ করতে না দেন, যে পর্যন্ত তাকে উত্তমরূপে জেনে-বুঝে না নেবেন। তবেই মুসলিমরা গুপ্তচরদের ফিতনা থেকে রক্ষা পাবে। তা ছাড়া মুসলিমদের সাথে

সদ্ব্যবহার করবেন। ভ্রমণ ও অবস্থানকালে তাঁদের সাথে সদয় আচরণ করবেন ও খোঁজ-খবর নেবেন। ওঠা-বসা ও কথাবার্তায় মুসলিমদেরকে একে অপরের প্রতি সৌজন্য ও নম্রতা রক্ষার জন্য নির্দেশ দেবেন।"[১৫২]

আবূ বাকর (রা.)-এর উপর্যুক্ত অঙ্গীকারনামার মধ্যে সেনাপতিদেরকে ইসলামী শিক্ষার আলোকে গড়ে তোলার জন্য তাঁর প্রচণ্ড আগ্রহ ও আপ্রাণ চেষ্টার প্রমাণ পাওয়া যায়। তিনি সব সময় সৈন্যদের নৈতিক চরিত্রের উন্নতি বিধানের দিকে খেয়াল রাখতেন। বস্তুত এ কারণেই মুসলিম বাহিনী তাঁর খিলাফাতকালে নৈতিক চরিত্রের দিক দিয়ে বিশ্বের শ্রেষ্ঠত্বের অধিকারী হয়েছিল। তাঁর এ অঙ্গীকারনামায় নিম্নের বিষয়গুলো বিশেষ গুরুত্বসহকারে ফুটে ওঠেছে।

ক. প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য সকল কাজে আল্লাহ তা'আলাকে ভয় করে চলা। এটি ইসলামী রাষ্ট্র ও সমর ব্যবস্থার সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য। কেননা রাষ্ট্রপ্রধান ও সেনাপ্রধানগণ যদি সর্বক্ষণ আল্লাহ তা'আলাকে ভয় করে চলেন, তবেই তিনি তাঁদের সাথে থাকবেন এবং তাঁদেরকে সাহায্য করবেন। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেন, ﴿إِنَّ اللهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ﴾ -"আল্লাহ সে সকল লোকের সহায় হন, যারা তাঁকে ভয় করে চলে এবং যারা সৎকর্মপরায়ণ।"[১৫৩]

খ. পূর্ণ নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সাথে আল্লাহর পথে প্রাণান্তকর প্রচেষ্টা নিয়োগ করা। বলাই বাহুল্য যে, এরূপ প্রচেষ্টাই সাফল্য ও বিজয় লাভের জন্য একান্ত প্রয়োজন।

গ. 'আকীদার প্রশ্নে কোনোরূপ আপোষ না করা। কাজেই ধর্মদ্রোহীরা হয় ইসলাম গ্রহণ করবে। অন্যথায় তাদেরকে হত্যা করা হবে। এ ছাড়া তাদের সাথে ভিন্ন কোনো আচরণের সুযোগ নেই।

ঘ. গানীমাতের অর্থ-সম্পদ সৈন্যদের মধ্যে ন্যায়ানুগভাবে বন্টন করা এবং এক-পঞ্চমাংশ কেন্দ্রে পৌঁছানোর ব্যবস্থা করা।

ঙ. সৈন্যদেরকে তাড়াহুড়া ও নৈরাজ্য সৃষ্টি করা থেকে বারণ করা, যাতে যুদ্ধ পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনার মধ্যে কোনোরূপ ত্রুটি দেখা না দেয়।

চ. কোনো অপরিচিত ব্যক্তিকে সৈন্যদের মধ্যে প্রবেশ করতে না দেয়া, যাতে এ সুযোগে কোনো গুপ্তচর তাদের মধ্যে অনুপ্রবেশ করতে না পারে।

---

১৫২. তাবারী, *তারীখুল উমাম ওয়াল মুলূক*, খ.২,পৃ.৪৮২

১৫৩. আল-কুর'আন, ১৬ (সূরা আন-নাহল): ১২৮

ছ. সৈন্যদের সাথে সব সময় সদয় ও উদার আচরণ করা এবং তাদের অবস্থার খোঁজ-খবর নেয়া।

জ. সৈন্যদেরকে একে অপরের প্রতি সৌজন্য ও নম্রতা রক্ষার জন্য নির্দেশ দেয়া।

বুযাখার যুদ্ধ

ইতঃপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে, ভণ্ড তুলাইহাহ আল-আসাদী রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর আমলে মুসলিমদের হাতে আক্রান্ত হয় এবং এ অবস্থায় সে পালিয়ে গিয়েছিল। আবূ বাকর (রা.) খালীফা হবার পর সে নাজদের বুযাখা কূপের কাছে শিবির স্থাপন করে এবং চতুর্দিকের গোত্রগুলোকে একত্রিত করে একটি বিরাট যুদ্ধের প্রস্তুতি গ্রহণ করতে থাকে। এদিকে বানূ আসাদ, গাতফান, হাওয়াযিন, তা'ই, 'আবস, যুবইয়ান ও কিনানাহ প্রভৃতি গোত্র, যারা যুল-কাসসাহ ও যু-হুসা প্রভৃতি স্থানে আবূ বাকর (রা.)-এর হাতে পরাজিত হয়ে পলায়ন করেছিল, তারাও তুলাইহার নিকট গিয়ে তার দলভুক্ত হয়েছিল। তারা মনে করলো, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর ওফাতের পর মুসলিমদের শক্তি দুর্বল হয়ে পড়েছে এবং তুলাইহাহকে পরাজিত করা তাঁদের পক্ষে সহজ হবে না।

এ সংবাদ জানতে পেরে আবূ বাকর (রা.) খালিদ ইবনুল ওয়ালীদ (রা.)-এর নেতৃত্বে একটি বাহিনী তুলাইহা ও তার বাহিনীর ওপর আক্রমণ করতে বুযাখার উদ্দেশ্যে প্রেরণ করেন। এ সময় তিনি খালিদ (রা.)কে নির্দেশ দেন, তোমরা সর্বাগ্রে বানু তা'ঈ গোত্র থেকে অভিযান শুরু করবে। এরপর বুযাখার দিকে অগ্রসর হবে। সেখানে অভিযান শেষ হবার পর বুতাহের দিকে রওয়ানা হবে। সাথে সাথে তিনি এ নির্দেশও দিয়েছিলেন যে, যখন তোমরা একটি যুদ্ধ শেষ করবে, তখন আমার অন্য নির্দেশ না পাওয়া পর্যন্ত সে এলাকায়ই অবস্থান করবে। শত্রুদেরকে ভীত-সন্ত্রস্ত করে তোলার উদ্দেশ্যে কৌশল হিসেবে আবূ বাকর (রা.) নিজের সম্পর্কে এ ঘোষণাও দিয়েছিলেন যে, আমি একদল সৈন্য নিয়ে খাইবার অভিমুখে রওয়ানা হচ্ছি। সেখানে খালিদ (রা.)-এর সৈন্যদের সাথে মিলে তাঁদেরকে সাহায্য করবো।[১৫৪]

বানূ তা'ঈ ও বানূ জাদীলার ইসলাম গ্রহণ

বানূ তা'ঈ 'আজা' (أجا) নামক স্থানে বসবাস করতো। আবূ বাকর (রা.)-এর নির্দেশ অনুযায়ী খালিদ (রা.) প্রথমে সেদিকে অগ্রসর হন। এ সময় বিশ্ববিশ্রুত হাতিম তা'ইর পুত্র 'আদী ইবনু হাতিম (রা.) তা'ই গোত্রের মুসলিমদের যাকাতের মাল নিয়ে

---

১৫৪. ইবনু কাছীর, *আল-বিদায়াতু ওয়ান নিহায়াতু*, খ.৬,পৃ.৩৪৯

মাদীনায় আগমন করেন। তিনি ইসলামের ওপর অটল ছিলেন। আবূ বাকর (রা.) তাঁকে ডেকে বললেন, أَدْرِكْ قَوْمَكَ، لَا يَلْحَقُوا بِطُلَيْحَةَ فَيَكُونُ دمَارَهُمْ. -"তুমি তোমার গোত্রের লোকদেরকে বুঝিয়ে সৎপথে ফিরিয়ে আন। তুলাইহাহর সাথে মিলতে দিও না। কেননা যুদ্ধ শুরু হয়ে গেলে তাদের সর্বনাশ হবে।" আবূ বাকর (রা.)-এর নির্দেশ মতো 'আদী (রা.) দেশে ফিরে গিয়ে বানূ তা'ই-এর লোকদেরকে বললেন, "দেখো, খালিদ (রা.) একটি দুরন্ত সেনাবাহিনী নিয়ে তোমাদের দিকে আসছেন। অপরদিকে আবূ বাকর (রা.) নিজেও একটি বাহিনী নিয়ে খাইবারে গমন করছেন। অতএব, এ সকল অবস্থার প্রেক্ষিতে তুলাইহার দল ত্যাগ করে ইসলামে ফিরে আসাই তোমাদের জন্য শ্রেয় হবে। অন্যথায় মুসলিম বাহিনী তোমাদেরকে ধ্বংস করে দেবে।" গোত্রের সাধারণ লোকেরা তাঁর এ কথা শুনে প্রথমে রসিকতা করতে থাকে, এমনকি তারা ঠাট্টার ছলে আবূ বাকর (রা.)কে আবুল ফাসীল (বাছুরের বাপ) বলে সম্বোধন করে। কিন্তু 'আদী (রা.) যখন পুনরায় জোর দিয়ে বললেন, "তোমরা কিরূপ কাল্পনিক স্বপ্নে বিভোর হয়ে রয়েছো যে, একটি সেনাবাহিনী বীরবিক্রমে তোমাদের দিকে অগ্রসর হচ্ছে, অথচ তোমরা তার নেতাকে 'আবুল ফাসীল' বলে উপহাস করছো। তিনি আবুল ফাসীল নন; বরং 'আল-ফাহলুল আকবার' (সবচেয়ে বড় ষাঁড়)। এবার তোমাদের চিন্তা তোমরাই কর।" এ কথা শুনে তারা একটু নরম হলো এবং সকলে মিলে পরামর্শ করে আদী (রা.)-এর নিকট এসে বললো, "আমরা আপনার পরামর্শ মতো কাজ করতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছি। আপনি খালিদ (রা.)-এর নিকট গিয়ে তাঁকে একটু থামিয়ে রাখুন, আমাদের যে সকল ভাই বুযাখায় গিয়ে তুলাইহার দলে যোগ দিয়েছে, আমরা তাদেরকে সুকৌশলে ফিরিয়ে নিয়ে আসি, নতুবা তুলাইহাহ আমাদের বর্তমান মনোভাব জানতে পারলে তাদের একজনকেও জীবিত রাখবে না।" 'আদী (রা.) তাদের কথা মেনে নিলেন এবং নিজ গোত্রের লোকদের শুভ-বুদ্ধির উদয় হয়েছে দেখে অত্যন্ত আনন্দিত হলেন। খালিদ (রা.) এ সময় 'সুন্হ' নামক স্থানে অবস্থান করছিলেন। 'আদী (রা.) সেখানে গিয়ে তাঁকে বললেন, "আপনি আমার গোত্রকে তিন দিনের সুযোগ দিন। এ সময়ের মধ্যে আমার গোত্রের পাঁচ শত বীর যোদ্ধা আপনার সাথে এসে মিলিত হবে। ফলে আপনার শক্তি আরো বৃদ্ধি পাবে।" খালিদ (রা.) তাঁর এ প্রস্তাব মেনে নেন। তিনি চিন্তা করলেন, তিন দিন সময় দান করলে যদি পাঁচশত লোক জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা পায়, অপরদিকে তাদের যোগদানের ফলে মুসলিম বাহিনীর শক্তিও বৃদ্ধি পায়, তা হলে তাদেরকে সময় দেয়াই প্রয়োজন। অতএব, তিনি তাদেরকে তিন দিনের সুযোগ দান করলেন।

'আদী ইবনু হাতিম (রা.) খালিদ (রা.)-এর নিকট থেকে ফিরে এসে শুনতে পেলেন যে, তুলাইহার দলে যোগদানকারী বানূ তা'ই গোত্রের লোকদেরকে এ বলে

সংবাদ দেয়া হয়েছে যে, মুজাহিদ বাহিনী বুযাখা আক্রমণ করার পূর্বে বানূ তা'ইদের এলাকা আক্রমণ করবে। অতএব, তারা যেন অতি সত্বর নিজেদের আবাসভূমি রক্ষার জন্য এলাকায় ফিরে আসে। এ সংবাদ পেয়ে তুলাইহাহ কিছুমাত্র বিচলিত না হয়ে বানূ তা'ই গোত্রের লোকদেরকে নিজেদের এলাকায় ফিরে যেতে অনুমতি দিল। তারা ফিরে এসে বাস্তব ঘটনা জানতে পারলো এবং এ সম্পর্কে 'আদী (রা.)-এর সাথে বহু কথাবার্তা হলো। শেষ পর্যন্ত তারা 'আদী (রা.)-এর কথা মেনে নিয়ে ইসলামের প্রতি তাদের আনুগত্য প্রকাশ করলো এবং ঠিক তিন দিন পর তিনি গোত্রের পাঁচশত যোদ্ধা নিয়ে খালিদ (রা.)-এর সাথে মিলিত হন। এভাবে বিনা রক্তপাতেই তা'ই গোত্রের লোকেরা ইসলামের পতাকা তলে ফিরে আসে।[১৫৫]

এরপর খালিদ (রা.) তা'ই গোত্রের অন্যতম শাখা বানূ জাদীলার আবাসস্থল 'আনসুর' অভিমুখে অগ্রসর হন। এবারও 'আদী ইবনু হাতিম (রা.) খালিদ (রা.)-এর নিকট এসে মধ্যস্থতা করতে চাইলেন এবং বললেন,

إن طيئا كالطائر، وإن جديلة أحد جناحي طيء فأجلني أياما، لعل الله أن ينتقذ جديلة كما انتقذ الغوث.

-"তা'ঈ গোত্র হলো একটি পাখির মতো। আর জাদীলাহ হলো তার একটি ডানা। তাই আমাকে কয়েক দিন সময় দিন। আশা করা যায় যে, আল্লাহ তা'আলা তা'ঈ-এর মতো জাদীলাকেও রক্ষা করবেন।"

খালিদ (রা.) তাঁর এ আরয কাবূল করেন। এরপর 'আদী (রা.) বানূ জাদীলার নিকট গিয়ে ঐ কথাই বললেন, যা বানূ তা'ইকে বলেছিলেন। এরপর তিনি তাদেরকে ইসলামের দা'ওয়াত দেন। তারা সাথে সাথে তাঁর দা'ওয়াত গ্রহণ করে এবং 'আদী (রা.)-এর হাতে ইসলাম গ্রহণ করে। এরা মুসলিম হবার পর, খালিদ (রা.)-এর সেনাবাহিনীতে আরো এক হাজার দুর্ধর্ষ অশ্বারোহী তা'ই সৈন্য বৃদ্ধি পায়।[১৫৬]

'আদী ইবনু হাতিম (রা.)-এর এ ভূমিকা এতোই সুদূরপ্রসারী কল্যাণকর ছিল যে, ঐতিহাসিকগণ স্বীকার করেছেন যে, বানূ তা'ঈ গোত্রের লোকদের মধ্যে সর্বোত্তম ও শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি হলেন 'আদী ইবনু হাতিম (রা.)। যখন সমগ্র আরবে ইসলামের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের আগুন জ্বলে ওঠেছিল, তখন কোনোরূপ যুদ্ধ-বিগ্রহ ছাড়া শুধুই একজন লোকের প্রচার ও প্রেরণায় দুটি বড় গোত্রের মুসলিম হয়ে যাওয়া এবং তাদের এক হাজার সৈন্যের

---

১৫৫. তাবারী, *তারীখুল উমাম ওয়াল মুলূক*, খ.২,পৃ.৪৮৩; ইবনু কাছীর, *আল-বিদায়াতু ওয়ান নিহায়াতু*, খ.৬,পৃ.৩৪৯

১৫৬. তাবারী, *তারীখুল উমাম ওয়াল মুলূক*, খ.২,পৃ.৪৮৩

মুসলিম বাহিনীতে যোগদান করা ইসলামের একটি বিরাট কৃতিত্বই বলা চলে। এতে আবূ বাকর (রা.)-এর অপরিসীম প্রজ্ঞা ও তাঁর রাজনৈতিক দূরদর্শিতারও পরিচয় মিলে।

তুলাইহার সাথে লড়াই

বানূ তা'ঈ ও বানূ জাদীলাহ এ দুটি বড় গোত্র বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ার কারণে তুলাইহার দল বেশ দুর্বল হয়ে পড়ে। এ কারণে তারা মুসলিম বাহিনীর সাথে মুকাবিলা করা সঙ্গত মনে করলো না; কিন্তু 'উয়াইনাহ ইবনু হিসন আল-ফাযারী, যে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর জীবদ্দশায় লোভের বশে ইসলাম গ্রহণ করেছিল, তার প্ররোচনায় নিজেদের সিদ্ধান্তের ওপর অটল থাকতে পারলো না।

অবশেষে খালিদ (রা.) তুলাইহার বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করতে বাধ্য হলেন। তিনি মূল লক্ষ্যবস্তু 'বুযাখা' অভিমুখে রওয়ানা হন। তবে এর আগেই সৈন্যদের অগ্রগামী দল হিসেবে সেখানে 'উক্কাশাহ ইবনু মিহসান ও ছাবিত ইবনু আকরাম (রা.)কে প্রেরণ করা হয়েছিল। এঁরা দু'জনেই আরবের মধ্যে বেশ সম্মানিত ও মর্যাদাবান বীরপুরুষ ছিলেন। তাঁরা পথিমধ্যে তুলাইহার ভাই হিবালকে দেখতে পেয়ে তৎক্ষণাৎ হত্যা করেন।[১৫৭] তুলাইহাহ এ খবর পাওয়ার পর অতিশয় মর্মাহত হয় এবং তার অপর ভাই সালামাহকে সাথে নিয়ে নিজেই হত্যাকারীদের অনুসন্ধানে বের হয়। কিছুদূর অগ্রসর হয়ে 'উক্কাশাহ ও ছাবিত (রা.)-এর সাথে তাদের সাক্ষাত হয়ে গেল। আত্মরক্ষার কোনো সুযোগ না দিয়েই সালামাহ ছাবিত (রা.)কে শাহীদ করে ফেললো। পরে দু ভাইয়ের মিলিত শক্তির সাথে 'উক্কাশাহ বেশিক্ষণ টিকে থাকতে পারলেন না, বীরবিক্রমে যুদ্ধ করে শাহাদাত বরণ করলেন। এরপর তারা ফিরে যায়।

এ দিকে খালিদ (রা.) নিজের সৈন্যবাহিনী নিয়ে সেখানে পৌঁছে 'উক্কাশাহ ও ছাবিত (রা.)কে নিহত দেখতে পেয়ে অত্যন্ত মর্মাহত হন। এর সামনেই ছিল বুযাখার যুদ্ধক্ষেত্র। তুলাইহার সাথে সেখানে 'উয়াইনাহ ইবনু হিসন আল-ফাযারী নিজের গোত্রের সাত শত বীর যোদ্ধা নিয়ে অবস্থান করছিল। তা ছাড়া কায়স ও বানূ আসাদ গোত্রও তাদের সাহায্যে সদা প্রস্তুত ছিল। তাই বানূ তা'ঈ-এর যে সকল সৈন্য খালিদ (রা.)-এর বাহিনীর সাথে ছিল তারা বললো, "আমরা শুধু কায়স গোত্রের সাথেই যুদ্ধ করবো। কেননা বানূ আসাদ আমাদের মিত্র।" খালিদ (রা.) বললেন, "কায়সও মোটেই দুর্বল নয়। তাই তোমরা যাদের সাথে যুদ্ধ করার ইচ্ছা কর, করতে পার।" কিন্তু এতে 'আদী ইবনু হাতিম (রা.) চুপ থাকতে পারলেন না। তিনি বলিষ্ঠ কণ্ঠে বলে ওঠলেন,

---

১৫৭. বালাযুরী, *আনসাবুল আশরাফ*, খ.৩, পৃ.৫০০

لو ترك هذا الدين أسرتي الأدنى فالأدنى من قومي لجاهدتهم عليه، فأنا أمتنع من جهاد بني أسد لحلفهم لا لعمر الله لا أفعل.

-"আল্লাহর কাসাম, যদি আমার পরিবারের নিকটবর্তী লোকেরাও এ দীন পরিত্যাগ করে, তা হলে আমি তাদের সাথেও যুদ্ধ করবো। এটা কিরূপ কথা যে, বানূ আসাদ ও বানূ তা'ঈ একে অপরের মিত্র বলে বানূ তা'ঈ বানূ আসাদের সাথে যুদ্ধ করবে না?"

খালিদ (রা.) বলেন, "দু'গোত্রের যে কোনো গোত্রের সাথে লড়াই করা জিহাদই। অতএব, এ ব্যাপারে তুমি তাদের বিরোধিতা করো না। তুমি তাদেরকে সে গোত্রের কাছে নিয়ে চল, যাদের সাথে তারা স্বচ্ছন্দে যুদ্ধ করতে চায়।"[১৫৮]

এবার মুসলিম বাহিনী এমনভাবে অগ্রসর হয় যে, বানূ তা'ঈ-এর বীর যোদ্ধারা কায়স গোত্রের সামনে সারিবদ্ধ হয় এবং অন্যান্য মুসলিম মুজাহিদগণ অবশিষ্ট গোত্রের যোদ্ধাদের সামনে গিয়ে দাঁড়ায়। তুলাইহা বাহিনীর সেনাপতি ছিল তার ভাই সালামাহ। তুলাইহা গায়ে একটি চাদর মুড়ি দিয়ে বালির একটি দুর্গে অবস্থান করছিল। এভাবে সে লোকদেরকে বুঝাচ্ছিল যে, সে ওহীর অপেক্ষায় রয়েছে। দু'পক্ষে প্রচণ্ড যুদ্ধ শুরু হয়। 'উয়াইনাহ তার যোদ্ধাদের নিয়ে খুবই গর্ব করতো। কিন্তু মুসলিম বাহিনীর তীব্র আক্রমণের সামনে সে তার বাহিনীকে পিছু হটতে দেখে ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে এবং তুলাইহার দুর্গে গিয়ে তাকে জিজ্ঞেস করে, জিবরীল কি এসেছেন? তুলাইহা বলে, এখনো আসেননি। কিছুক্ষণ পর পুনরায় সে একই প্রশ্ন করলো এবং ঐ একই জবাব পেলো। তারপর যুদ্ধক্ষেত্রে গিয়ে সে যুদ্ধ করতে লাগলো। তখন প্রতিমুহূর্তে মুসলিমদের বিজয় সূচিত হতে যাচ্ছিল এবং বিদ্রোহীদের কদম কেঁপে ওঠছিল। 'উয়াইনাহ তৃতীয়বার তুলাইহার কাছে এসে একই প্রশ্ন করলো, তখন সে জবাব দেয়, হ্যাঁ, জিবরীল (আ.) আমার নিকট এসেছিলেন। তিনি বলে গেলেন যে, إِنَّ لَكَ رَحًا كَرَحَاهُ، وَحَدِيثًا لَا تَنْسَاهُ. -" তাঁর (খালিদ রা.-এর) যাঁতাকল বা পেষণযন্ত্রের মতো তোমার জন্যও যাঁতাকল বা পেষণযন্ত্র রয়েছে। তা ছাড়া তোমার জন্য এমন ঘটনা তো রয়েছেই, যা তুমি ভুলতে পারবে না।" 'উয়াইনাহ এ হেয়ালিপূর্ণ উত্তর শুনে অত্যন্ত ক্রোধান্বিত হয়ে বললো, أَظُنُّ أَنْ قَدْ عَلِمَ اللّٰهُ أَنَّهُ سَيَكُونُ حَدِيثٌ لَا تَنْسَاهُ. -"আমার ধারণা, আল্লাহ জানেন যে, অচিরেই তোমার ওপর এমন এক বিপদ আসবে, যা চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে।" এ বলে সে তৎক্ষণাৎ স্বগোত্রের সৈন্যদের নিকট ফিরে গিয়ে বললো, فَانْصَرِفُوا، فَهٰذَا وَاللّٰهِ كَذَّابٌ. -"

১৫৮. তাবারী, *তারীখুল উমাম ওয়াল মুলূক*, খ.২,পৃ.৪৮৫

তোমরা যুদ্ধ থেকে ফিরে যাও। আল্লাহর কাসাম, এ ব্যক্তি হলো বড় ধাপ্পাবাজ, মিথ্যাবাদী।" এ বলে সে তৎক্ষণাৎ তার সৈন্য-সামন্ত নিয়ে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। তুলাইহার সবচেয়ে বড় শক্তি ছিল এই বানূ ফাযারাহ। তাদের বিচ্ছিন্ন হবার পর সে মুষ্টিমেয় সৈন্য নিয়ে পড়ে রইলো। সুচতুর খালিদ (রা.) এ সুযোগে তুলাইহার সৈন্যদেরকে আক্রমণ করে ছত্রভঙ্গ করে দেন। তুলাইহাহ পূর্বেই নিজের জন্য একটি ঘোড়া এবং নিজের স্ত্রী নাওয়ারের জন্য একটি উট প্রস্তুত করে রেখেছিল। তারা উভয়ে নিজ নিজ বাহনে আরোহন করে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পালিয়ে যায়। তুলাইহা পালিয়ে যাবার সময় বলে, "হে বানূ ফাযারাহ, তোমাদের মধ্যে যারা পারবে, তোমরাও আমার মতো স্ত্রীকে নিয়ে বাঁচতে চেষ্টা কর।"[১৫৯] এ কথা শুনেই বিদ্রোহীরা তৎক্ষণাৎ পালাতে শুরু করলো। এ সময় অনেকে নিহত, অনেকেই বন্দীও হয়েছে। আবার অনেকেই তখন মুসলিমও হয়ে যায়।

আরব উপদ্বীপের উত্তর-পূর্ব দিকে যে সকল বিদ্রোহী গোত্র ছিল, তাদের সাথে খালিদ (রা.)-এর এটাই ছিল সর্বশেষ যুদ্ধ। তিনি অতি সহজেই এ সকল গোত্রকে যুদ্ধে পরাস্ত করলেন। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় হলো, তিনি শত্রুদের ওপর কোনোরূপ শাস্তির ব্যবস্থা করলেন না। বন্দীদের কাউকে গোলাম বা দাসী বানাননি।[১৬০] সাধারণভাবে সকলের প্রতি তিনি ক্ষমা ঘোষণা করলেন। বলাই বাহুল্য, এ ক্ষমার দ্বারা তিনি যুদ্ধের চেয়ে বেশি জয় লাভ করেছিলেন। এখানকার সন্দিগ্ধ গোত্রগুলো, বিশেষ করে বানূ আসাদ, বানূ কায়স ও বানূ ফাযারাহ ইসলামের এ উদারতা লক্ষ্য করে মুগ্ধ হয়ে গেল এবং সাথে সাথে যাকাত দান করে মাদীনার কর্তৃত্ব মেনে নিল। উপরন্তু, এর প্রভাব পার্শ্ববর্তী গোত্রগুলোতেও ছড়িয়ে পড়লো।

বানূ 'আমিরের ইসলাম গ্রহণ

বানূ 'আমির যুদ্ধে কোনো পক্ষ নেয়নি। তারা দ্বিধা-সঙ্কোচের মধ্যে ছিল। যুদ্ধে কোন্ দল জয় লাভ করে সে দিকেই ছিল তাদের নযর। বুযাখা যুদ্ধে খালিদ (রা.)-এর জয় লাভ করার পর এবং বানূ তা'ঈ, জাদীলাহ, আসাদ, কায়স ও গাতফানের ইসলাম গ্রহণ করার পর তারা সম্মিলিতভাবে খালিদ (রা.)-এর খিদমাতে উপস্থিত হয়ে অঙ্গীকার করে, আমরা সবাই ইসলামে ফিরে আসলাম। এখন থেকে আমরা নামায পড়বো এবং যাকাত দেবো। খালিদ (রা.) তাদের বাই'আত গ্রহণ করেন এবং তাদেরকে নিরাপত্তার নিশ্চয়তাও দেন।[১৬১]

---

১৫৯. তাবারী, *তারীখুল উমাম ওয়াল মুলূক*, খ.২,পৃ.৪৮৫

১৬০. ইবনুল আছীর, *আল-কামিল..*, খ.১,পৃ.৩৬৮

১৬১. ইবনুল আছীর, *আল-কামিল..*, খ.১,পৃ.৩৬৮

খালিদ (রা.)-এর প্রতি আবূ বাকর (রা.)-এর পত্র

বুযাখার যুদ্ধের সময় খালিদ (রা.) শত্রু-গোত্রের কয়েকজন প্রধান প্রধান নেতা যেমন- কুররাহ ইবনু হুবাইরাহ, 'উয়াইনাহ ইবনু হিসন আল-ফাযারী ও তাদের কয়েকজন সাঙ্গপাঙ্গকে গ্রেফতার করে শৃঙ্খলাবদ্ধ অবস্থায় মাদীনায় খালীফার নিকট পাঠিয়ে দেন। তৎসাথে খালীফাকে লিখে পাঠালেন যে, তিনি তুলাইহা ও তার দলবলের সকল শক্তি ও দম্ভ চূর্ণ করে দিয়েছেন, বানূ 'আমির গোত্রের বিদ্রোহীরা পুনরায় ইসলামের প্রতি তাদের আনুগত্য প্রকাশ করেছে এবং বানূ 'আমিরসহ অন্য সকল গোত্রকেও এ শর্তে ক্ষমা করে দিয়েছেন যে, যারা নিরীহ মুসলিমদের প্রতি অমানুষিক অত্যাচার-নির্যাতন করেছে, তাদের ধরিয়ে দেবে। এ সংবাদ পেয়ে আবূ বাকর (রা.) খুবই আনন্দিত হন। তারপর তিনি খালিদ (রা.)কে লিখে পাঠান,

> ليزدك ما أنعم الله به خيرا، واتق الله في أمرك، فإن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، جد في أمرك، ولا تلن، ولا تظفر بأحد من المشركين قتل من المسلمين إلا نكلت به، ومن أخذت ممن حاد الله أو ضاده ممن بري أن في ذلك صلاحا فاقتله.
>
> -"আল্লাহ তা'আলা তোমাকে এর বিনিময়ে উত্তম পুরস্কার দান করুন, (তোমার প্রতি আমার উপদেশ এই যে,) প্রত্যেক কাজে তুমি আল্লাহর ভয় মনে জাগ্রত রেখো। কেননা আল্লাহ তা'আলা কেবল সে সকল লোকের সহায় হন, যারা তাঁকে ভয় করে চলে এবং সৎকর্মপরায়ণ। অধিকন্তু, কর্তব্যপালনে সদা সচেষ্ট হও এবং কোনোরূপ দুর্বলতা প্রদর্শন করো না। যে সকল দুর্বৃত্ত মুসলিমদেরকে হত্যা করেছে- এরূপ কারো নাগাল পেলে তাকে রেহাই দিও না, দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দেবে। আল্লাহর শত্রুদের মধ্যে যাদেরকে হত্যার উপযোগী মনে কর তাদেরকে হত্যা করতে দ্বিধা-সংকোচ করো না।"[১৬২]

দুর্বৃত্তদের দমন

খালিদ (রা.) খালীফার পত্র পাবার পর বুযাখায় এক মাস অবস্থান করেন। এ সময় তিনি বুযাখার আশে-পাশে যে সকল দুর্বৃত্ত ও বিদ্রোহী নানাভাবে মুসলিমদের অত্যাচার-নির্যাতন করতো, তাদের প্রায় প্রত্যেককেই খুঁজে বের করেন এবং তাদেরকে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তিদান করেন।[১৬৩]

---

১৬২. ইবনু কাছীর, *আল-বিদায়াতু..*, খ.৬,পৃ.৩৫১

১৬৩. *তদেব*

উম্মু যিম্‌ল আল-ফাযারিয়্যাহর বিদ্রোহ দমন

উম্মু যিম্‌ল সালমা বিনতু মালিক ছিল বানূ ফাযারাহ গোত্রের উম্মু কিরফার কন্যা। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর ওফাতের পর উম্মু কিরফাহ ইসলাম ত্যাগ করে লোকদেরকে মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য উত্তেজিত করতো। তাই এ অপরাধে তাকে গ্রেফতার করে হত্যা করা হয়।[১৬৪] উম্মু যিম্‌লও ছিল চরম মুসলিম বিদ্বেষী। তাকেও একবার গ্রেফতার করে মাদীনায় আনা হয়েছিল; কিন্তু তখন তার সাথে খুবই ভালো আচরণ করা হয়েছিল। সে গানীমাত হিসেবে 'আয়িশা (রা.)-এর ভাগে পড়েছিল। 'আয়িশা (রা.) তাকে আযাদ করে দিয়েছিলেন। এরপর সে নিজের গোত্রের কাছে চলে যায়। কিন্তু 'আয়িশা (রা.)-এর এ মহানুভবতা সত্ত্বেও সে তার মায়ের হত্যার কথা ভুলতে পারেনি।

খালিদ (রা.) বুযাখা যুদ্ধে তুলাইহাহ বাহিনীকে পরাজিত করার পর সেখানকার আসাদ, গাতফান, সুলাইম ও হাওয়াযিন প্রভৃতি গোত্রগুলোর অনেকেই পালিয়ে গিয়েছিল। আবার অনেকেই মুসলিম হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু তখনো তাদের মধ্যে এমন কিছু দুস্কৃতিকারী অবশিষ্ট ছিল, যারা বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির কাজে নিয়োজিত ছিল। এ ধরনের কিছু লোক পালিয়ে বানূ ফাযারাহ গোত্রের উম্মু যিম্‌ল আল-ফাযারিয়্যাহর নিকট সমবেত হয় এবং তার নির্দেশে যুদ্ধ করতে প্রস্তুতি গ্রহণ করতে থাকে। সে তার মায়ের পরিত্যক্ত উটের ওপর আরোহন করে অত্যন্ত জাঁকজমকের সাথে যুদ্ধের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয় এবং নিজেই সেনাপতির দায়িত্ব পালন করতে থাকে। এ সংবাদ জানতে পেরে খালিদ (রা.) উম্মু যিম্‌লের দর্প চূর্ণ করার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হন। দু পক্ষ পরস্পর সম্মুখীন হলে তুমুল যুদ্ধ শুরু হয়। উম্মু যিম্‌ল উটের পিঠে আরোহন করে জ্বালাময়ী বক্তৃতা দ্বারা তার বাহিনীকে মুসলিমদের বিরুদ্ধে চাঙা করে তোলে। ফলে তারা মরিয়া হয়ে যুদ্ধ করতে লাগলো।

মুসলিম বাহিনীর লক্ষ্যস্থল ছিল উম্মু যিম্‌ল; কিন্তু একশত বাছাই করা বীর সর্বদা উম্মু যিম্‌লকে ঘিরে থাকায় বারংবার চেষ্টা করেও মুজাহিদ বাহিনী তার নিকট ঘেঁষতে পারছিল না। অবশেষে সকলে মিলিতভাবে একচোটে উম্মু যিমলের রক্ষীবাহিনীর ওপর বিক্রমের সাথে ঝাঁপিয়ে পড়লো। এ আকস্মিক ও সম্মিলিত আক্রমণ রক্ষী বাহিনী প্রতিহত করতে পারলো না। তাদের অনেকেই নিহত হলো, বাকিরা পালিয়ে গেলো। এমন সময় একজন মুসলিম সৈন্য অগ্রসর হয়ে উম্মু যিমলের উটের পায়ে প্রচণ্ড আঘাত করা মাত্র সে মাটিতে পড়ে যায়। আর এ অবস্থায় চতুর্দিক থেকে মুসলিম সৈন্যরা এসে উম্মু যিম্‌লকে

---

১৬৪. বাইহাকী, *আস-সুনানুল* কুবরা, খ.৮,পৃ.২০৪

হত্যা করে। উম্মু যিমলের মৃত্যুর সাথে সাথে আরবের উত্তর-পূর্ব অঞ্চলের বিদ্রোহ সম্পূর্ণরূপে দমিত হয়।[১৬৫]

তুলাইহার ইসলামে প্রত্যাবর্তন

বুযাখা যুদ্ধে পরাস্ত হয়ে তুলাইহাহ পালিয়ে সোজা শামে গিয়ে পৌঁছেছিল। কিছুদিন পর যখন সে জানতে পারলো যে বানূ আসাদ, 'আমির ও গাতফান গোত্রের লোকেরা মুসলিম হয়ে গেছে, তখন বানূ কালব গোত্রের কাছে এসে সে নিজেও মুসলিম হয়ে যায় এবং বাকি জীবনে সে একজন সত্যিকার মুসলিমরূপে জীবনযাপন করে। সে তার ইসলামে প্রত্যাবর্তন এবং অতীতের কর্মকাণ্ডের জন্য অনুশোচনা প্রকাশ করে একটি কবিতা লিখে আবূ বাকর (রা.)-এর নিকট প্রেরণ করে। এর কয়েকটি চরণ হলো-

فهل يقبل الصديق أني مراجع ... و معط بما أحدثت من حدثٍ يدي

و إني من بعد الضلالة شاهد ... شهادة حقٍ لست فيها بملحد

بأن إله الناس ربي و أنني ... ذليل و أن الدين دين محمد

-"আবূ বাকর আছ্-ছিদ্দীক (রা.) কি আমার এ প্রত্যাবর্তন মঞ্জুর করবেন, আমি আমার অতীতের কর্মকাণ্ড ত্যাগ করে আনুগত্য স্বীকার করে নিয়েছি।
পথচ্যুত হবার পর এবার আমি সম্পূর্ণ ভ্রান্তিমুক্ত হয়েই সত্যের সাক্ষ্য দিচ্ছি যে,
মানুষের ইলাহই হলেন আমার রাব্ব। আমি একজন নিতান্তই তুচ্ছ ব্যক্তি। আর মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর দীনই হলো একমাত্র সঠিক দীন।"[১৬৬]

একবার সে 'উমরাহ আদায় করার আশায় মাক্কার পথ ধরে মাদীনার পার্শ্ববর্তী এলাকা দিয়ে যাচ্ছিল। এমন সময় কোনো এক ব্যক্তি আবূ বাকর (রা.)কে তার সম্পর্কে খবর জানালে তিনি বলেন, مَا أَصْنَعُ بِهِ! خَلُّوا عَنْهُ، فَقَدْ هَدَاهُ اللهُ لِلْإِسْلَامِ. -"আমি এখন কি করবো! বরং তোমরা তাকে ছেড়ে দাও। কেননা আল্লাহ তা'আলা তো তাকে ইসলাম গ্রহণের তাওফীক দান করেছেন।"[১৬৭] আবূ বাকর (রা.)-এর ওফাত পর্যন্ত তুলাইহাহ বানূ কালবের মধ্যেই অবস্থান করে। যখন সে 'উমার (রা.)-এর নিকট খিলাফাতের বাই'আত গ্রহণের জন্য আসে, তখন 'উমার (রা.) জিজ্ঞেস করেন, أَنْتَ قَاتِلُ عُكَّاشَةَ وَثَابِتٍ؟ وَاللهِ لَا

---

১৬৫. তাবারী, *তারীখুল উমাম ওয়াল মুলূক*, খ.২, পৃ.৪৯১-২; ইবনুল আছীর, *আল-কামিল..*, খ.১,পৃ.৩৬৮

১৬৬. ইবনু মুতাহহার, *আল-বাদ'উ ওয়াত তারীখু*, পৃ.৩০৫; ই'য়াকূবী, *আত-তারীখ*, পৃ.১৫৬

১৬৭. তাবারী, *তারীখুল উমাম ওয়াল মুলূক*, খ.২,পৃ.৪৮৯; ইবনুল আছীর, *আল-কামিল..*, খ.২,পৃ.৩৬৮

أُحِبُّكَ أَبَدًا. -"তুমি কি ঐ ব্যক্তি, যে 'উক্কাশাহ ও ছাবিত (রা.)কে হত্যা করেছিলে? আল্লাহর কাসাম, আমি কখনো তোমাকে পছন্দ করবো না।" তুলাইহাহ জবাব দেয়, يَا أَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ، مَا يَهُمُّكَ مِنْ رَجُلَيْنِ أَكْرَمَهُمَا اللهُ بِيَدَيَّ، وَلَمْ يُهِنِّي بِأَيْدِيْهِمَا. -"আমীরুল মু'মিনীন, এমন দু'ব্যক্তি সম্পর্কে আপনার চিন্তার কী কারণ আছে, যাদেরকে আল্লাহ তা'আলা আমার দ্বারা সম্মান (শাহাদাত) প্রদান করেছেন এবং তাঁদের উভয়ের হাত দ্বারা আমাকে লাঞ্ছিত করেনি।" এ কথা শুনে 'উমার (রা.) আর কোনো আপত্তি না করে তুলাইহার বাই'আত গ্রহণ করেন।[১৬৮]

আল-ফাজা'আত ইবনু 'আবদ ইয়ালীলের বিশ্বাসঘাতকতা

এ দিকে এ হাঙ্গামা চলছিল, আর ওদিকে বানূ সুলাইমের এক দলপতি আল-ফাজা'আত ইবনু 'আবদ ইয়ালীল আবূ বাকর (রা.)-এর নিকট উপস্থিত হয়ে নিজেকে একজন মুসলিমরূপে প্রকাশ করলো এবং বললো, আপনি যুদ্ধাস্ত্র দিয়ে আমাকে সাহায্য করুন, আমি মুরতাদ্দদের সাথে যুদ্ধ করবো। আবূ বাকর (রা.) তাকে ও তার সাথীদেরকে যুদ্ধসরঞ্জাম প্রদান করে বিদ্রোহীদের মুকাবিলায় প্রেরণ করেন। কিন্তু সে মাদীনা থেকে বের হয়েই জুওয়া' নামক স্থানে পৌঁছে বিদ্রোহ ঘোষণা করে এবং বানূ সুলাইম, বানূ 'আমির ও বানূ হাওয়াযিনের যে সকল লোক মুসলিম হয়েছিল, তাদেরকে হত্যা করার জন্য অগ্রসর হয়। আবূ বাকর (রা.) এ সংবাদ পেয়ে তাকে দমন করার উদ্দেশ্যে তারীফা ইবনু হাজিয ও 'আবদুল্লাহ ইবনু কায়স (রা.)কে প্রেরণ করেন। তারা এ বিশ্বাসঘাতককে পথিমধ্যেই পাকড়াও করলেন এবং সংঘাত ও সংঘর্ষের পর আল-ফাজা'আত 'আবদ ইয়ালীলকে বন্দী করে আবূ বাকর (রা.)-এর নিকট মাদীনায় হাযির করা হলো। তার এ চরম বিশ্বাসঘাতকতার শাস্তিস্বরূপ আবূ বাকর (রা.) তাকে আগুনে পুড়িয়ে হত্যা করেন।[১৬৯]

সাজাহ ও মালিক ইবনু নুওয়ায়রাহ-এর বিদ্রোহ দমন

বানূ তামীম ছিল আরব দেশের একটি অতি মর্যাদাবান সুপ্রসিদ্ধ ও প্রভাবশালী গোত্র। ইসলামপূর্ব যুগে এ গোত্রের লোকেরা বীরত্ব ও বদান্যতার ক্ষেত্রে বিশেষ সুখ্যাতি লাভ করেছিল। বানূ হানযালাহ, বানূ দারিম, বানূ মালিক ও বানূ ইয়ারবূ' প্রভৃতি গোত্র বানূ তামীমের শাখাগোত্র। এদের আবাসভূমি মাদীনার পূর্ব দিক থেকে পারস্য উপসাগর

---

১৬৮. তাবারী, *তারীখুল উমাম ওয়াল মুলূক*, খ.২,পৃ.৪৮৯; ইবনুল আছীর, *আল-কামিল..*, খ.১,পৃ.৩৬৮; যাহাবী, *তারীখুল ইসলাম*, খ.৩, পৃ.২৩০

১৬৯. তাবারী, *তারীখুল উমাম ওয়াল মুলূক*, খ.২, পৃ.৪৯২; ইবনুল আছীর, *আল-কামিল..*, খ.১,পৃ.৩৬৯

পর্যন্ত এবং উত্তর-পূর্ব দিকে ফুরাত নদীর মোহনা পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। যেহেতু এ গোত্র পারস্য উপসাগর ও ফোরাত নদীর মোহনায় বসবাস করতো, তাই ইরাক ভূখণ্ড ও আরব উপদ্বীপের সাথে তাদের সম্পর্ক ছিল খুবই ঘনিষ্ঠ। ইরানেও তাদের যাতায়াত ছিল। তাই তাদের অধিকাংশ লোক খ্রিস্টানদের প্রভাবান্বিত ছিল। এ সকল কারণে আরবে যখন বিদ্রোহ দেখা দেয় ও ধর্মত্যাগের হিড়িক পড়ে, তখন বানূ তামীমও তাতে প্রকাশ্যে অংশ গ্রহণ করে।

বানূ তামীমের বিভিন্ন এলাকায় রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর জীবদ্দশায় তাঁর নিযুক্ত কয়েকজন কর্মকর্তা ছিলেন। তাঁদের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য হলেন- বানূ হানযালায় মালিক ইবনু নুওয়ায়রাহ ও ওয়াকী' ইবনু মালিক, বানূ 'আমর গোত্রে সাফওয়ান ইবনু সাফওয়ান, বানূ সা'দ ইবনি তামীম গোত্রে যিবরিকান ইবনু বাদর ও মিনকার গোত্রে কায়স ইবনু 'আসিম আল-মিনকারী' প্রমুখ। এরা প্রধানত যাকাত সংগ্রহের কাজ করতেন। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর ওফাতের পর এ সকল কর্মকর্তার মধ্যে এ ব্যাপারে মতানৈক্য হয় যে, এ যাবত যে সমস্ত যাকাত আদায় করা হয়েছে তা কি করা হবে? তা কি মাদীনায় আবূ বাকর (রা.)-এর নিকট প্রেরণ করা হবে, না স্থানীয় লোকদের মধ্যে বন্টন করা হবে? যারা মাদীনায় যাকাত প্রেরণের ব্যাপারে জোরালো বিরোধিতা করেছিল মালিক ইবনু নুওয়ায়রাহ তাদের অন্যতম।[১৭০] এভাবেই সে ইসলাম থেকে বিমুখ হয়ে যায় এবং পরিশেষে ইসলামের শত্রুদের দলে শামিল হয়ে পড়ে।

বানূ তামীমের এলাকার কর্মকর্তা ও সাধারণ জনগণ পরস্পর মতানৈক্যের মধ্যে ছিল, এমন সময় সাজাহ বিনতু হারিছ[১৭১] নাম্নী জনৈকা রমণী ইরাক থেকে একটি বিরাট বাহিনী নিয়ে অত্যন্ত জাঁকজমকের সাথে সেখানে এসে পৌঁছে এবং নুবুওয়াতের দাবী করে বসে। সে ইসলামের প্রতি চরম বিদ্বেষভাবাপন্ন ছিল। ইসলামের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা অবলম্বনের জন্য সে এতো দিন সুযোগের সন্ধানে ছিল। তাই রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর ওফাতের পর যখন সে আরবের সর্বত্র বিদ্রোহ-ভাব দেখতে পায়, তখন সে সুযোগে সে পার্শ্ববর্তী খ্রিস্টান উপজাতিদের সাথে সন্ধি করে প্রভূত শক্তি সঞ্চয় করে এবং এক বিপুল সৈন্যবাহিনী নিয়ে মাদীনা আক্রমণের উদ্দেশ্যে অগ্রসর হয়। এ সময় তার পাশে প্রায় চার হাজার সৈন্য সমবেত হয়। বানূ তাগলিব নামক গোত্রের লোকেরা তাকে সমর্থন জানিয়েছিল। তা ছাড়া তার বাহিনীতে তাগলিব গোত্রের হুযাইল

---

১৭০. নাবাবী, *শারহু সাহীহি মুসলিম*, খ.১,পৃ.২০৩

১৭১. সাজাহ বিনতুল হারিছ বানূ তামীমের অন্যতম শাখা বানূ ইয়ারবূ' বংশোদ্ভূত ছিল। তার মাতামহ ছিল বানূ তাগলিব বংশোদ্ভূত। বানূ তাগলিব অধিকাংশই খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বী ছিল। সাজাহও প্রথমে খ্রিস্টান ছিল। তার যোগ্যতা, মেধা ও দূরদর্শিতার প্রমাণ এই যে, সে যুগে মহিলা হয়ে সে আরবের বিখ্যাত গোত্রসমূহের নেতৃত্বে অধিষ্ঠিত হতে সক্ষম হয়েছিল।

ইবনু 'ইমরান, নামার গোত্রের 'উকবাহ ইবনু হিলাল, বানূ ইয়াদের যিয়াদ ইবনু বিলাল ও শাইবান গোত্রের সালীল ইবনু কায়স প্রমুখ অভিজ্ঞ লোকেরাও ছিল।[১৭২]

বানূ তামীমের সাথে সাজাহ-এর যুদ্ধ

সাজাহ বানূ তামীমে পৌঁছে দেখতে পায় যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর কর্মকর্তাদের মধ্যে যাকাত আদায় ও মাদীনায় প্রেরণ নিয়ে মতবিরোধ সৃষ্টি হয়েছে। এটাকে সে সুযোগ হিসেবে গ্রহণ করে। সেখানে সে সর্বপ্রথম তার পূর্বপুরুষ বানূ ইয়ারবূ'দেরকে তার সাথে যোগ দেবার জন্য আহ্বান জানায়। তার এ আহ্বান বিফলে যায়নি। বানূ ইয়ারবূ' তাদের দলপতি মালিক ইবনু নুওয়ায়রাহকে সাথে নিয়ে তার সাথে যোগ দেয়। অবশ্য বানূ তামীমের অনেক গোত্রই সাজাহর এ আহ্বানে সাড়া দেয়নি। সাজাহ মালিক ইবনু নুওয়ায়রাহকে অতি অল্প সময়ের মধ্যে নিজের একান্ত সহযোগী করে নিতে সক্ষম হয়। মালিক ইবনু নুওয়ায়রাহ ঐ মুহূর্তে সাজাহকে মাদীনায় আক্রমণ না করতে পরামর্শ দেয়; বরং বানূ তামীমের যে সকল গোত্র তখনও সাজাহর নুবুওয়াত স্বীকার করেনি এবং তার বিরোধিতা করছিল, প্রথমে সে তাদের সাথেই যুদ্ধ করার পক্ষে মত প্রকাশ করে, যাতে বানূ তামীমকেও বাধ্য করে নিজেদের সাথে মাদীনায় নিয়ে যাওয়া সম্ভব হয়। সাজাহ তার সে পরামর্শ গ্রহণ করে এবং বলে, أَنَا امْرَأَةٌ مِنْ بَنِي يَرْبُوعٍ، فَإِنْ كَانَ مُلْكٌ فَهُوَ لَكُمْ.-"আমি তো বানূ ইয়ারবূ'-এর একজন মহিলা মাত্র। যদি কোনো রাজত্ব অর্জিত হয়, তা তো তোমাদের জন্যই।" দু ব্যক্তিই ছিল সাজাহর প্রধান শক্তি। একজন হলো মালিক ইবনু নুওয়ায়রাহ এবং অন্যজন হলো বানূ তামীমের অন্যতম শাখা বানূ হানযালার সর্দার ওয়াকী' ইবনু মালিক। এ দু'জনের পরামর্শে এবার সাজাহ তার স্বভাবসুলভ ছন্দোবদ্ধ ভাষায় বানূ তামীমের বিভিন্ন শাখার ওপর আক্রমণ করতে নির্দেশ দিয়ে বলে, أَعِدُّوا الرِّكَابَ، وَاسْتَعِدُّوا لِلنِّهَابِ، ثُمَّ أَغِيْرُوا عَلَى الرِّبَابِ، فَلَيْسَ دُوْنَهُمْ حِجَابٌ. -"তোমরা উটগুলো প্রস্তুত কর, আক্রমণ করার জন্য তৈরি হও। রাবাব গোত্রের ওপর হামলা কর। তাদের পথে তোমাদের সামনে কোনো বাধাই নেই।" এরপর সে তার বাহিনী নিয়ে বানূ রাবাবের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলো। পথিমধ্যে বানূ দাব্বাহ ও 'আব্দে মানাতের সাথে তাদের প্রচণ্ড যুদ্ধ বেঁধে যায়। এতে দু পক্ষেরই অনেক লোক হতাহত হয় এবং বন্দী হয়। তবে শেষ পর্যন্ত সন্ধির মাধ্যমে বন্দীদের বিনিময় করা

---

১৭২. তাবারী, *তারীখুর রুসূল ওয়াল মুলূক*, খ.২,পৃ.১৫০; ইবনুল আছীর, *আল-কামিল..*, খ.১,পৃ.৩৭০; ইবনু খালদূন, *কিতাবুল 'ইবার (তারীখু ইবনি খালদূন)*, খ.২,পৃ.৭২

হয়।[১৭৩] এ ঘটনায় অনুতপ্ত হয়ে কায়স ইবনু 'আসিম একটি কবিতা রচনা করেন। তিনি বলেন,

كأنك لم تشهد سماعة إذ غزا ... وما سر قعقاع وخاب وكيع

رأيتك قد صاحبت ضبة كارهاً ... على ندب في الصفحتين وجيع

ومطلق أسرى كان حمقاً مسيرها ... إلى صخرات أمرهن جميع

-" হয়তো তুমি দেখনি সামা'আহকে, যখন সে যুদ্ধ করেছে এবং কা'কা বন্দী হয়েছে এবং ওয়াকী' ব্যর্থ মনোরথ হয়েছে। আমি তো তোমাকে দেখেছি যে, তুমি বানূ দাব্বার সাথে তাদের অনিচ্ছা সত্ত্বেও লড়াইয়ে মিলিত হয়েছো। দু দলই এখন আহত এবং অনেক লোকেই বন্দী। বস্তুত তাদের পানে তোমাদের যাত্রাটিই নির্বুদ্ধিতার পরিচয় বহন করে।[১৭৪]

উল্লেখ্য, অনেক আধুনিক ঐতিহাসিক মনে করে যে বানূ তামীম-এর সকলেই দীন ইসলাম ত্যাগ করে আগের ধর্মে ফিরে গিয়েছিল। আমরা মনে করি যে এরূপ ধারণা মোটেই সঠিক নয়; বরং উপর্যুক্ত আলোচনা থেকে এ কথা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় যে, বানূ তামীম এর অনেকেই যদিও ইসলাম ত্যাগ করেছিল; কিন্তু তাদের মধ্যে এমন অনেক নিষ্ঠাবান মুসলিমও বিদ্যমান ছিলেন, যাঁরা ইসলামের ওপর অবিচল তো ছিলেনই, উপরন্তু তাদের শক্ত প্রতিরোধের সামনে সাজাহর বিশাল বাহিনী শোচনীয়ভাবে পরাস্ত হয় এবং পরবর্তীতে এ কারণেই সে মাদীনায় আক্রমণের চিন্তা পরিত্যাগ করে ইয়ামামাহ অভিমুখে রওয়ানা হয়েছিল। এ প্রসঙ্গে বর্ণিত বিভিন্ন রিওয়ায়াত আলোচনা-পর্যালোচনার পর আমার নিকট প্রতীয়মান হয়েছে যে, বানূ তামীম-এর যে সকল লোক ইসলামের ওপর অটল ছিলেন তাদের সংখ্যা ধর্মত্যাগী, বিদ্রোহী ও সন্দেহপ্রবণ লোকদের তুলনায় অনেক বেশি ছিল। বানূ তামীমের বিভিন্ন শাখা (যেমন- রাবাব, দাব্বাহ ও 'আব্দ মানাত প্রভৃতি) যে বিক্রমের সাথে মুরতাদদের বিশাল বাহিনীর মুকাবিলা করেছিলেন, তাতে তাদের সুদৃঢ় ঈমানের পরিচয় পাওয়া যায়।

ইয়ামামার ওপর সাজাহর আক্রমণের প্রস্তুতি

বানূ তামীমের পর সাজাহর অন্তরে পুনরায় মাদীনায় আক্রমণের বাসনা জাগ্রত হয়। সে মালিক ইবনু নুওয়ায়রাহ ও ওয়াকী' ইবনু মালিককে সাথে নিয়ে সামনে চললো।

---

১৭৩. তাবারী, *তারীখুর রুসূল ওয়াল মুলূক,* খ.২,পৃ.১৫০; ইবনুল আছীর, *আল-কামিল..*, খ.১,পৃ.৩৭০; ইবনুল জাওযী, *আল-মুন্তাযিম,* খ.১,পৃ.৪১৯

১৭৪. তাবারী, *তারীখুল উমাম ওয়াল মুলূক,* খ.২,পৃ.৪৯৭

কিন্তু তারা কিছু দূর গমন করে ফিরে চলে গেলো। হয়তো তারা বুঝতে পেরেছিল যে, তারা একজন ভণ্ড নাবী এবং একজন অবলা নারীর নেতৃত্ব মেনে ভুল পথে অগ্রসর হচ্ছে। এদিকে সাজাহ্ তার বাহিনী নিয়ে সামনে এগোতে থাকে। কিন্তু অসুবিধা দেখা দেয় যে, মালিক ইবনু নুওয়ায়রাহ ও ওয়াকী' ইবনু মালিক দুজনেই নিজ নিজ গোত্রকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল, সাজাহ্ মাদীনা যাওয়ার পথে তাদের পাশ দিয়ে পথ অতিক্রম করবে না। এ প্রেক্ষিতে দলপতিরা যখন সাজাহ্-এর নিকট এসে বললো,

مَا تَأْمُرِيْنَنَا، فَقَدْ صَالَحَ مَالِكٌ وَوَكِيْعٌ قَوْمَهُمَا؛ فَلَا يَنْصُرُوْنَنَا وَلَا يُرِيدُوْنَنَا عَلَى أَنْ نَجُوزَ فِي أَرْضِهِمْ.

-"এখন আপনি আমাদের কী নির্দেশ দেবেন? মালিক ইবনু নুওয়ায়রাহ এবং ওয়াকী' তো তাদের গোত্রের সাথে সমঝোতা করেছে যে, তারা আমাদের কোনোই সাহায্য করবে না, এমনকি আমরা তাদের এলাকা দিয়েও যেতে পারবো না।"

তখন সাজাহ্ বললো,

عَلَيْكُمْ بِالْيَمَامَةِ، وَدَفُّوا دَفِيْفَ الْحَمَامَةِ؛ فَإِنَّهَا غَزْوَةٌ صَرَّامَةٌ لَا يَلْحَقُكُمْ بَعْدَهَا مَلَامَةٌ.

-"ইয়ামামার দিকে অগ্রসর হও। কবুতরের মতো ক্ষিপ্রতার সাথে শত্রুদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়। সেখানে একটি তুমুল যুদ্ধ হবে। এ যুদ্ধে জয় লাভ করার পরে আর তোমাদেরকে কখনোও অনুতপ্ত হতে হবে না।"

তারা বললো, "ইয়ামামার অবস্থা বিপজ্জনক। সেখানে মুসাইলামা অত্যন্ত শক্তিশালী।" কিন্তু সাজাহ্ উত্তরে বললো, "ভয়ের কোনো কারণ নেই। ইয়ামামার ওপর অবশ্যই আক্রমণ করতে হবে।"[১৭৫]

মুসাইলামা ও সাজাহ্‌র বিবাহ

বানূ তামীমের বস্তিগুলো পার হয়ে সাজাহ্ জানতে পারলো যে, খালিদ ইবনুল ওয়ালীদ (রা.) একটি বিরাট বাহিনী নিয়ে এদিকে অগ্রসর হচ্ছেন। অপরদিকে ভণ্ড মুসাইলামার বিরাট বাহিনীর কথা শুনে তার সন্দেহ হলো, না জানি সেও নুবুওয়াতের দাবিদার হওয়ার কারণে শত্রুতা ও বিরোধিতায় লেগে যায়। ভণ্ড মুসাইলামা যখন সাজাহ্‌র বাহিনীর কথা জানতে পারলো, তখন সেও অত্যন্ত বিচলিত হয়ে পড়লো।

---

১৭৫. তাবারী, *তারীখুল উমাম ওয়াল মুলূক*, খ.২,পৃ.৪৯৮

একদিকে মুসলিম বাহিনীর আশঙ্কা, আর অপর দিকে সাজাহ বিরাট বাহিনী নিয়ে রওয়ানা করছে। তারা যদি এদিকে মনোনিবেশ করে, তবে বিরাট সংকট দেখা দেবে। তা ছাড়া 'ইকরামাহ ও শুরাহবীল (রা.)ও তাঁদের বাহিনী নিয়ে ইয়ামামার নিকটে পৌঁছে গিয়েছিলেন এবং মুসাইলামা ও সাজাহকে পরস্পর দোসর ভেবে সাবধানতা অবলম্বন করেছিলেন। এ সব চিন্তা করে মুসাইলামা সাজাহর সাথে যুদ্ধ না করে কৌশলে তাকে জয় করতে মনস্থ করলো। সে অতি চাতুর্যের সাথে সাজাহকে এ মর্মে পত্র লিখে জানালো যে, তোমার অভিপ্রায় কী? সাজাহ উত্তর দিলো, "আমি মাদীনার ওপর হামলা করতে চাই। আমি একজন নাবী এবং শুনেছি আপনিও একজন নাবী। তাই আমাদের উভয়কেই সংঘবদ্ধভাবেই মাদীনা আক্রমণ করা উচিত।" মুসাইলামা সাথে সাথে পয়গাম পাঠালো যে, যতদিন মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) জীবিত ছিলেন, ততদিন অর্ধেক রাজ্য তাঁকে ছেড়ে দিয়েছিলাম এবং অর্ধেক রাজ্য আমি আমার নিজের এলাকা মনে করতাম। এখন তাঁর ওফাতের পর গোটা রাজ্যের ওপর আমার অধিকার প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু যেহেতু তুমিও নুবুওয়াতের দাবি করছো, তাই আমি অর্ধেক নুবুওয়াত তোমাকে দিয়ে দেবো। উত্তম হবে যে, আমি কয়েকজন লোক নিয়ে তোমার নিকট যাই, আমরা এক সাথে বসে নুবুওয়াত বন্টন ও মাদীনা আক্রমণ সম্পর্কিত যাবতীয় বিষয় নিয়ে আলাপ-আলোচনা ও পরামর্শ করি।

সাজাহর সম্মতি পেয়ে মুসাইলামাহ স্বীয় গোত্রের চল্লিশজন লোককে সাথে নিয়ে সাজাহর নিকট গেলো। মুসাইলামা ও সাজাহ দুজনেই একটি তাঁবুতে মিলিত হলো। সেখানে উভয়ের মধ্যে নির্জনে অত্যন্ত অন্তরঙ্গ পরিবেশে আলাপ হয়। তারা দুজনেই ছিল গণক ও নুবুওয়াতের মিথ্যা দাবিদার। তারা দাবি করতো যে, তাদের ওপর ওহী নাযিল হয়। কিন্তু মুসাইলামা যেহেতু পুরুষ ছিল, তাই শেষ পর্যন্ত সাজাহকে বাগে আনতে সক্ষম হয় এবং এ সুযোগে সে সাজাহকে বিয়ের প্রস্তাব দিয়ে বলতে লাগলো, আমরা দুজনে বৈবাহিক সূত্রে আবদ্ধ হলে আমাদের সম্মিলিত শক্তি অজেয় হয়ে ওঠবে। সাজাহ মুসাইলামার প্রস্তাবে সম্মত হলো এবং বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে সে তিন দিন মুসাইলামার নিকট থাকলো। এরপর সেখান থেকে বিদায় হয়ে তার বাহিনীর মধ্যে ফিরে যায় এবং প্রচার করতে লাগলো যে, মুসাইলামা সত্য নাবী। কাজেই আমি তার সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হলাম। তখন তার লোকেরা জিজ্ঞেস করলো, বিবাহের মাহর কোথায়? বিনা মাহরে তুমি কিরূপে বিবাহ করলে? তারপর সে মুসাইলামার নিকট লোক পাঠিয়ে মাহর সম্পর্কে জানতে চাইলো। মুসাইলামা বলে পাঠালো, "আমি তোমার মাহরের বিনিময়ে তোমার দলের জন্য 'ইশা ও ফাজর- দুই ওয়াক্ত নামায মা'ফ করে দিলাম।" তাদের উভয়ের মধ্যে যে সকল ব্যাপারে আপোষ হয়েছিল তার মধ্যে একটি ছিল এই যে,

ইয়ামামার উৎপন্ন দ্রব্য থেকে যা আমদানি হবে, তার অর্ধেক সাজাহকে প্রদান করা হবে। সাজাহ এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য হুযাইল, 'উকবা ও যিয়াদকে সেখানে রেখে নিজে দেশের দিকে ফিরে যায়। ইত্যবসরে খালিদ ইবনুল ওয়ালীদ (রা.), যিনি বানূ তামীমের দিকে অগ্রসর হয়ে আসছিলেন, সামনে পড়ে গেলেন। খালিদ (রা.)-এর বাহিনী দেখেই সাজাহর সাথীরা পালিয়ে গেলো। আর সে অতি কষ্টে বানূ তাগলিব এর নিকট পৌঁছে অজ্ঞাত জীবন যাপন করতে লাগলো। অনেক ঐতিহাসিকের মতে, সাজাহ আমীর মু'আবিয়া (রা.)-এর শাসনামলে ইসলাম গ্রহণ করে।[১৭৬]

বুতাহে খালিদ (রা.)-এর অবতরণ ও মালিক ইবনু নুওয়ায়রাহ-এর হত্যা

এ দিকে মুসলিমদের অবিরত বিজয় সংবাদ শুনে মালিক ইবনু নুওয়ায়রার মন একেবারে ভেঙ্গে পড়লো। সে ভাবতে লাগলো, বানূ তামীমের ওপর সে যে অত্যাচার করেছে, খালিদ (রা.) সে অপরাধ কখনো ক্ষমা করবেন না। অপরদিকে তার সহযোগী কোনো কোনো আমীর যেমন- ওয়াকী' ইবনু মালিক, সামা'আহ ও যিবরিকান ইবনু বাদ্র প্রমুখ কর্মকর্তা নিজেদের কার্যকলাপের জন্য অনুতপ্ত হন। আবূ বাকর (রা.)-এর নির্দেশ অনুযায়ী যখন খালিদ (রা.) বুযাখার যুদ্ধ শেষ করে বুতাহে পৌঁছেন, তখন তাঁরা তাঁদের যাকাত নিয়ে খালিদ (রা.)-এর নিকট উপস্থিত হন এবং নিজেদের মুসলিম হবার কথাও প্রকাশ করেন। তবে মালিক ইবনু নুওয়ায়রাহ তখনও দ্বিধা-দ্বন্দ্বের মধ্যে ছিল। সে ভাবতে লাগলো, সেও কি তার সহযোগী আমীরদের পথ অনুসরণ করবে, না আরও কিছুকাল খালিদ (রা.)-এর ভবিষ্যত কর্মপন্থার প্রতি লক্ষ্য রাখবে। কিন্তু যেহেতু খালিদ (রা.)-এর সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার সাহস তার ছিল না, তাই সে নিজের সকল সাথী ও গোত্রের লোকদেরকে ডেকে বললো, খালীফার আনুগত্য স্বীকার না করা আমাদের ভুল হয়ে গেছে। মুসলিম শক্তি এখন অপরাজেয়। কাজেই তাদের সাথে মুকাবিলা করার আশা পরিত্যাগ করে যে যেদিকে পার সরে পড়। মুসলিম বাহিনী এখানে এসে কাউকে না দেখলে মনে করবে যে, তাদের বিরুদ্ধে তোমরা কখনও অস্ত্রধারণের ইচ্ছা করনি। এ বলে মালিক নিজেও সরে পড়লো।

খালিদ (রা.) বুতাহে পৌঁছে অবস্থা বিপদমুক্ত দেখতে পান। তিনি সেখান থেকে সৈন্যদেরকে কয়েকটি ছোট ছোট ইউনিটে ভাগ করে পার্শ্ববর্তী বিভিন্ন এলাকায় প্রেরণ করেন এবং তাদের এ নির্দেশ প্রদান করেন, "বিদ্রোহীদের কোনো লোক ধরা পড়লে তোমরা প্রথমে তাকে দা'ওয়াত দেবে। যদি সে তোমাদের দা'ওয়াত গ্রহণ না করে, তবেই তাকে আমাদের কাছে নিয়ে আসবে। আর যদি সে আসতে অস্বীকার করে, তবেই

---

১৭৬. তাবারী, *তারীখুল উমাম ওয়াল মুলূক*, খ.২,পৃ.৫০০

তোমরা তাকে হত্যা করবে।” ইতঃপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, আবূ বাকর (রা.) খালিদ (রা.)কে প্রেরণের সময় এ মর্মে অসিয়্যাত করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন যে,

إِذَا نَزَلْتُمْ مَنْزِلًا فَأَذِّنُوا وَأَقِيمُوا، فَإِنْ أَذَّنَ الْقَوْمُ وَأَقَامُوا فَكُفُّوا عَنْهُمْ، وإِنْ لَمْ يَفْعَلُوا فَلَا شَيْئَ إِلَّا الْغَارَةَ.

“যখন তোমরা কোনো জায়গায় অবতরণ করবে, তখন তোমরা আযান দেবে এবং নামায আদায় করবে। যদি তারাও আযান দেয় এবং নামায আদায় করে, তবে তোমরা তাদেরকে কোনোরূপ শাস্তি দেবে না। যদি তারা এরূপ না করে, তবেই তাদেরকে শাস্তি দেয়া ছাড়া অন্য কোনো উপায় নেই।”[১৭৭]

মুসলিম সৈন্যদের একটি ইউনিট মালিক ইবনু নুওয়ায়রাহ এবং তার কিছু সাথীকে গ্রেফতার করে নিয়ে আসে। এ ইউনিটের মধ্যে আবূ কাতাদাহ আল-হারিছ ইবনু রিব‘ঈ আল-আনসারী (রা.)ও ছিলেন। তিনি এবং আরো কেউ কেউ সাক্ষ্য প্রদান করেন যে, কয়েদীরা আযান দিয়েছিল এবং নামাযও পড়েছিল। তাই তাদেরকে হত্যা করা উচিত হবে না। কিন্তু সৈন্য দলের অনেক সদস্য তাদের এ কথার বিরোধিতাও করেছিল। তাঁরা বললো, তারা আযানও দেয়নি এবং নামাযও পড়েনি। তাই রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর খালীফার নির্দেশ অনুযায়ী তাদেরকে হত্যা করা ওয়াজিব। এ মতানৈক্যের কারণে খালিদ (রা.) বন্দীদের সম্পর্কে তাৎক্ষণিক কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ থেকে বিরত থাকেন। কিন্তু ঐ রাতেই মালিক ইবনু নুওয়ায়রাহ ও তার সাথীদেরকে হত্যা করা হয় এবং খালিদ (রা.) মালিক ইবনু নুওয়ায়রাহ-এর স্ত্রী উম্মু তামীমকে বিবাহ করেন। আবূ কাতাদাহ (রা.) এতে অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হন। খালিদ (রা.)-এর সাথে এ বিষয়ে তাঁর বাকবিতণ্ডাও হয়। তিনি এখানেই ক্ষান্ত হননি; বরং খালিদ (রা.)-এর অনুমতি ছাড়াই ক্রুদ্ধ হয়ে মাদীনায় চলে আসেন এবং এখানে মালিক ইবনু নুওয়ায়রাহ-এর ভাই মুতাম্মিম ইবনু নুওয়ায়রাহকে নিয়ে প্রথমে আবূ বাকর (রা.)-এর নিকট, অতঃপর ‘উমার (রা.)-এর নিকট যান এবং খালিদ (রা.)-এর বিরুদ্ধে অভিযোগ পেশ করেন। তাঁদের নিকট ঘটনার আদ্যোপান্ত শুনে আবূ বাকর (রা.) অত্যন্ত মর্মাহত হন; কিন্তু সময় ও অবস্থার প্রেক্ষিতে নিরব থাকেন। কিন্তু ‘উমার (রা.) অত্যন্ত রাগান্বিত হয়ে খালিদ (রা.)কে বরখাস্ত করার পক্ষে মত প্রকাশ করেন। একজন মুসলিমকে ইচ্ছাকৃতভাবে হত্যা করে তার স্ত্রীকে ‘ইদ্দাত পূর্ণ হওয়ার পূর্বেই বিয়ে করার অপরাধে খালিদ (রা.)কে রাজ্‌ম (প্রস্তর নিক্ষেপে হত্যা) করার জন্যও তিনি আবূ বাকর (রা.)কে সুপারিশ করেন। ‘উমার

---

১৭৭. তাবারী, *তারীখুল উমাম ওয়াল মুলূক*, খ.২,পৃ.৫০১-২

(রা.)-এর রাগ যখন চরমে গিয়ে পৌঁছলো, তখন আবূ বাকর (রা.) খালিদ (রা.)কে মাদীনায় ডেকে পাঠান এবং তাঁর সাথে আলাপ-আলোচনার পর তিনি নিশ্চিত হন যে, মালিক ইবনু নুওয়ায়রাহ-এর হত্যা ইসলামের অবস্থায় হলেও তা ইচ্ছাকৃত ছিল না; বরং ভুলবশত ছিল। তখন তিনি বাইতুল মাল থেকে মালিক ইবনু নুওয়ায়রার রক্তমূল্য পরিশোধ করে দিলেন.। আর খালিদ (রা.)-এর অনুপস্থিতিতে যুদ্ধের মাঠে যেহেতু অবস্থা অত্যন্ত সংকটাপন্ন হয়ে ওঠেছিল, তাই অতি দ্রুত তাঁকে সেখানে ফেরত পাঠিয়ে দেন। আর খালিদ (রা.)-এর অনুমতি ছাড়া তাঁর বাহিনী থেকে চলে আসার জন্য আবূ কাতাদাহ (রা.)কে অপরাধী সাব্যস্ত করেন। তাঁকে ফিরে গিয়ে খালিদ (রা.)-এর বাহিনীর সাথে শামিল হয়ে তাঁর যাবতীয় নির্দেশ পালন করতে নির্দেশ দেন। এরপর আবূ বাকর (রা.) 'উমার (রা.) ও অন্যান্য সাহাবীকে বুঝালেন যে, খালিদ (রা.)-এর ওপর বড় জোর একটি ইজতিহাদী ভুলের অভিযোগ আরোপ হতে পারে। সামরিক ব্যবস্থা ও যুদ্ধনীতি অনুযায়ী খালিদ (রা.)-এর জন্য কিসাস ও বরখাস্ত কোনো দণ্ডই প্রযোজ্য নয়। তিনি 'উমার (রা.)কে স্পষ্টভাবে বলে দেন যে, لَا يَا عُمَرُ، لَمْ اَكُنْ لاَ أَشِيمُ سَيْفًا سَلَّهُ اللهُ عَلَى الْكَافِرِيْنَ. -"'উমার, আমি তাঁকে বরখাস্ত করতে পারি না। আল্লাহ তা'আলা যে তরবারি কাফিরদের জন্য কোষমুক্ত করেছেন, তা আমি কোষবদ্ধ করতে পারি না।"[১৭৮]

এই একটি ঘটনা থেকেই অনুমান করা যায় যে, সাহাবা কিরাম (রা.) তাঁদের শত্রুদের হত্যা করার ক্ষেত্রেও কি পরিমাণ সাবধানতা অবলম্বন করতেন এবং তাঁরা একজন সাধারণ মানুষের জন্য একজন উঁচু দরের সিপাহসালারকেও সত্য ও ন্যায়ের সম্ভ্রম রক্ষার্থে হত্যা করা ও মৃত্যুদণ্ড দেয়া জরুরী মনে করতেন।

মালিকের হত্যা ও তার স্ত্রীর সাথে খালিদ (রা.)-এর বিবাহ: একটি পর্যালোচনা[১৭৯]

খালিদ (রা.)-এর 'আমাল ও চরিত্রের ওপর দুটি গুরুতর অভিযোগ আরোপ করা হয়। তদুপরি কেউ কেউ এ অন্যায়গুলো থেকে মুখ ফিরিয়ে রাখার কারণে আবূ বাকর (রা.)কেও দোষারোপ করেছেন। এ অভিযোগগুলোর মধ্যে একটি হলো- মালিক ইবনু নুওয়ায়রাহ বিদ্রোহ করার পর পুনরায় সত্যিকারভাবে ইসলামে ফিরে আসা সত্ত্বেও খালিদ (রা.) তাঁকে হত্যা করেন। অপর অভিযোগ হলো- মালিক ইবনু নুওয়ায়রাহকে হত্যা করার পর সাথে সাথে খালিদ (রা.) তার স্ত্রীকে বিবাহ করেন। বস্তুতপক্ষে এ দুটি অভিযোগ কতোখানি যুক্তিযুক্ত এবং এ ঘটনায় খালিদ (রা.) কতটুকু দায়ী, তা জানা

---

১৭৮. তাবারী, *তারীখুল উমাম ওয়াল মুলূক*, খ.২,পৃ.৫০৩; হামাভী, মু'জামুল বুলদান, খ.১,পৃ.৩২৯

১৭৯. এ পর্যালোচনাটি কিছুটা পরিবর্তন সহকারে সা'ঈদ আহমাদ আকবরাবাদী (রাহ.)-এর রচিত *'সিদ্দীক আকবর'* গ্রন্থ থেকে গ্রহণ করা হয়েছে।

একান্ত প্রয়োজন। তাই আমরা নিম্নে এ দুটি অভিযোগের ওপর বিশদভাবে আলোচনা করতে চেষ্টা করবো।

শুরুতে আমাদের জানা প্রয়োজন, প্রকৃত ঘটনা কী ঘটেছিল? এ সম্পর্কে নিম্নে ঐতিহাসিকগণের বিভিন্ন রিওয়ায়াত তুলে ধরছি।

১. এ প্রসঙ্গে প্রথম রিওয়ায়াতটি হলো, মালিক ইবনু নুওয়ায়রাহ ও তার সাথীদের ইসলাম সম্পর্কে যখন মুসলিম সৈন্যদের মধ্যে মতানৈক্য দেখা দেয়, তখন খালিদ ইবনুল ওয়ালীদ (রা.) তাৎক্ষণিক কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ থেকে বিরত থাকেন এবং আরো চিন্তা-ভাবনা করে পরবর্তী দিন এ সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন বলে বন্দীদেরকে আবদ্ধ করে রাখার নির্দেশ প্রদান করেন। ঘটনাক্রমে ঐ রাতে অত্যধিক ঠাণ্ডা পড়েছিল। তাই খালিদ (রা.) বন্দীদের সম্পর্কে নিরাপত্তারক্ষীদের নির্দেশ প্রদান করেন যে, أَدْفِئُوا أَسْرَاكُمْ -"তোমরা কয়েদীদেরকে গরম রাখ।" সাধারণ অর্থ অনুযায়ী খালিদ (রা.)-এর এ কথার বলার উদ্দেশ্য ছিল এই যে, তোমরা কয়েদীদের জন্য এমন কিছুর ব্যবস্থা কর, যাতে তারা ঠাণ্ডা থেকে রক্ষা পায়। বস্তুত খালিদ (রা.) মানবতাবোধে উদ্বুদ্ধ হয়েই এ কথা বলেছিলেন। কিন্তু নিরাপত্তারক্ষীরা এ শব্দের এ অর্থ সম্পর্কে অনবহিত ছিল। তারা বানূ কিনানার আঞ্চলিক ভাষা অনুযায়ী أَدْفِئُوا -এর অর্থ মনে করলো 'হত্যা কর'। এ কারণে তারা সকল কয়েদীকে হত্যা করে ফেলে। দিরার ইবনুল আযওয়ার (রা.) মালিককে হত্যা করেছিলেন। যখন আর্তচিৎকার শুনা গেল তখন খালিদ (রা.) জিজ্ঞেস করলেন, এটা কিসের শব্দ? যখন তিনি জানতে পারলেন যে, কয়েদীদেরকে হত্যা করা হয়েছে, তখন তিনি অত্যন্ত অনুতপ্ত হন। তবে এ কথাও বললেন যে, إِذَا أَرَادَ اللهُ أَمْرًا أَصَابَهُ. -" আল্লাহ তা'আলা যা তার ভাগ্যে নির্ধারিত রেখেছেন, তা-ই হয়েছে।"[১৮০] এ রিওয়ায়াত থেকে জানা যায় যে, খালিদ (রা.) নিজেই মালিক ইবনু নুওয়ায়রাহকে হত্যা করেননি এবং হত্যার নির্দেশও দেননি; বরং ঘটনাচক্রে রাতের বেলা একটি ভুল বুঝাবুঝির কারণে মালিক দিরার ইবনুল আযওয়ার (রা.)-এর হাতে নিহত হয়।

২. দ্বিতীয় একটি রিওয়ায়াত হলো- মালিক ইবনু নুওয়ায়রাহ ও তার সাথীদের ইসলাম সম্পর্কে যখন মুসলিম সৈন্যদের মধ্যে মতানৈক্য দেখা দেয়, তখন খালিদ ইবনুল ওয়ালীদ (রা.) কাদের বক্তব্য সঠিক তা জানার জন্য মালিক ইবনু নুওয়ায়রাহকে ডেকে পাঠান এবং তার সাথে আলাপ শুরু করেন। আলোচনার সময় মালিক ইবনু নুওয়ায়রাহ-এর মুখ থেকে কয়েকবারই এরূপ কথা বের হলো যে, তোমাদের সাহিব (সাথী) এরূপ বলেছিলেন, তোমাদের সাহিব এরূপ

---

১৮০. তাবারী, *তারীখুল উমাম ওয়াল মুলূক*, খ.২,পৃ.৫০২; ইবনু কাছীর, *আল-বিদায়াতু ওয়ান নিহায়াতু*, খ.৬,পৃ.৩৫৪

নির্দেশ দিয়েছিলেন ইত্যাদি। 'তোমাদের সাহিব' কথাটি দ্বারা সে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)কে বুঝিয়েছিল। খালিদ (রা.) এ শব্দটি শুনেই রাগান্বিত হয়ে বললেন, أَوَ مَا تَعُدُّهُ لَكَ صَاحِبًا؟ -"তুমি কি তাঁকে তোমার 'সাহিব' মনে কর না?" এরপর তিনি মালিক ও তার সাথীদের হত্যা করেন।[১৮১]

৩. এ প্রসঙ্গে তৃতীয় একটি রিওয়ায়াতও রয়েছে। তা হলো- খালিদ (রা.) ও মালিক ইবনু নুওয়ায়রাহর মধ্যে অনেক আলাপ-আলোচনা হয়। প্রসঙ্গক্রমে মালিক বলে, أَنَا آتِي بِالصَّلَاةِ دُوْنَ الزَّكَاةِ. -"আমি নামায পড়ি; কিন্তু যাকাত প্রদান করি না।" খালিদ (রা.) বলেন, أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ الصَّلَاةَ وَالزَّكَاةَ مَعاً لَا تُقْبَلُ وَاحِدَةٌ دُونَ أُخْرَى. -"তুমি কি অবগত নও যে, নামায ও যাকাত দুটিই ফারয। একটি ব্যতীত অন্যটি গ্রহণযোগ্য নয়?" মালিক রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর দিকে ইঙ্গিত করে জবাব দেয় যে, قَدْ كَانَ صَاحِبُكَ يَقُولُ ذَلِكَ - "তোমার সাথী এরূপই তো বলতেন।" এতে খালিদ (রা.)-এর নিশ্চিত ধারণা সৃষ্টি হয় যে, এ ব্যক্তি এখনো তো মুসলিমই হয়নি। সুতরাং তিনি তাকে প্রশ্ন করলেন, وَمَا تَرَاهُ لَكَ صَاحِباً؟ وَاللهِ لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَضْرِبَ عُنُقَكَ. -"তুমি কি তাঁকে তোমার 'সাহিব' মনে কর না? তা হলে তো আল্লাহর কাসাম, তোমাকে হত্যাই করতে হবে।" এতে উভয়ের মধ্যে দীর্ঘ কথা কাটাকাটি হয়। এক পর্যায়ে খালিদ (রা.) তাকে বললেন, "আমি তোমাকে হত্যা করবোই।" তখনও মালিক বললো, أَوَ بِذَلِكَ أَمَرَكَ صَاحِبُكَ؟ -"তোমার সাহিব কি তোমাকে এরূপ কিছু করতে নির্দেশ দিয়েছেন?" এ কথা শুনে খালিদ (রা.) অত্যন্ত রাগান্বিত হয়ে বললেন, وَهَذِهِ بَعْدَ تِلْكَ، وَاللهِ لَأَقْتُلَنَّكَ. -"আবারো দেখছি, তুমি এ শব্দ পুনরাবৃত্তি করছো। আল্লাহর কাসাম, আমি তোমাকে হত্যা করবোই।" শেষ পর্যন্ত খালিদ (রা.)-এর নির্দেশে দিরার ইবনুল আযওয়ার আল-আসাদী (রা.) তাকে হত্যা করেন।[১৮২]

৪. অনেক ঐতিহাসিক চতুর্থ একটি রিওয়ায়াতও বর্ণনা করেছেন। তার সারমর্ম হলো-খালিদ (রা.) দিরার ইবনুল আযওয়ার (রা.)-এর নেতৃত্বে যে অগ্রবর্তী সেনাদলটি পাঠিয়েছিলেন তাদের সাথে বুতাহ নামক স্থানে মালিক ইবনু নুওয়ায়রাহর বাহিনী মুখোমুখি হয় এবং এ সময় দিরার (রা.) মালিককে হত্যা করেন।[১৮৩]

---

১৮১. তাবারী, *তারীখুল উমাম ওয়াল মুলূক*, খ.২,পৃ.৫০২-৩

১৮২. ইবনু খাল্লিকান, *ওয়াফায়াতুল আ'ইয়ান*, খ.৬,পৃ.১৪; ইবনু কাছীর, *আল-বিদায়াতু ওয়ান নিহায়াতু*, খ.৬,পৃ.৩৫৪; 'ইসামী, *সিমতুন নুজূম..*, খ.১,পৃ.৪৪০

১৮৩. হামাভী, *মু'জামুল বুলদান*, খ.১,পৃ.৩২২; শামশাতী, *আল-আনওয়ার ওয়া মাহাসিনুল*

উপর্যুক্ত রিওয়ায়াতগুলোর মধ্যে প্রথম রিওয়ায়াতটিকে বেশি নির্ভরযোগ্য মনে হয় না। কারণ إدفاء শব্দের সাধারণ অর্থ হলো গরম পৌঁছানো। কুর'আন ও হাদীসে শব্দটি এ অর্থেই বহুল ব্যবহৃত হয়েছে। হত্যা করার অর্থে শব্দটির ব্যবহার একটি দূরবর্তী ব্যাখ্যা এবং অনুমাননির্ভর কথা মাত্র। তা ছাড়া যখন নিরাপত্তা বাহিনী এ শব্দের অর্থ করতে গিয়ে সন্দেহের মধ্যে পড়ে, তখন খালিদ (রা.)কে এ সম্পর্কে তাদের জিজ্ঞেস করা উচিত ছিল। শুধু সন্দেহের বশবর্তী হয়ে হত্যা করা, তাও কোনো সাধারণ ব্যক্তি নয়; বরং মালিক ইবনু নুওয়ায়রাহ-এর মতো একজন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিকে বিশেষ করে মুসলিম বাহিনীর পক্ষে অবিশ্বাস্য বলেই মনে হয়। আর যদি ঐ সকল লোকের দ্বারা তাড়াহুড়ার মধ্যে ঐ ঘটনাটি ঘটে গিয়ে থাকে, তা হলে খালিদ (রা.)-এর উচিত ছিল, তাদেরকে এ ব্যাপারে কঠোরভাবে জিজ্ঞাসাবাদ করা। তাঁর পক্ষে শুধু এতটুকু বলে দেয়া যে, إذَا أَرَادَ اللّٰهُ أمْرًا أصَابَهُ. -" আল্লাহ তা'আলা যা তার ভাগ্যে নির্ধারিত রেখেছেন, তা-ই হয়েছে" মোটেই যথেষ্ট নয়। যদি প্রকৃত ঘটনা এই হয়ে থাকে, তা হলে খালিদ (রা.) অবশ্যই কিছুটা অভিযুক্ত হবার মতো কাজ করেছেন। এরপর 'উমার (রা.)-এর রাগান্বিত হওয়া এবং তাঁর উত্তরে আবূ বাকর (রা.)-এর এ কথা বলা যে, تَأَوَّلَ فَأَخْطَأَ অর্থাৎ 'খালিদ (রা.)-এর ব্যাখ্যা ভুল হয়ে গেছে' মোটেই সঙ্গত হয় না। তা ছাড়া উপর্যুক্ত বিষয়সমূহের কোনো না কোনো ব্যাখ্যা দেয়া সম্ভব হলেও মুসলিম হওয়া সত্ত্বেও যে খালিদ (রা.) মালিকের স্ত্রীকে বিয়ে করলেন, এর ব্যাখ্যা কী দেওয়া হবে? তাই এ ক্ষেত্রে দ্বিতীয় ও তৃতীয় রিওয়ায়াতটি অধিকতর গ্রহণযোগ্য বলে মেনে নেয়াই উচিত।

উপর্যুক্ত রিওয়ায়াতগুলো ব্যতিত কোনো কোনো গ্রন্থে[১৮৪] এমন অনেক বর্ণনাও দেখতে পাওয়া যায়, যেগুলোতে এ ঘটনাকে একটি সুন্দর প্রেম কাহিনীরূপে উপস্থাপন করা হয়েছে এবং এতে যথেষ্ট কল্প-কথা সংযোজন করা হয়েছে। বস্তুত এ কথাগুলোর কোনোই ভিত্তি নেই। ইতিহাসের দৃষ্টিকোণ থেকে মূল ঘটনার সাথে এগুলোর কোনোই সম্পর্ক নেই।

মালিক ইবনু নুওয়ায়রাহ কি সত্যিকার মুসলিম হয়েছিল ?

ইতঃপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মালিক ইবনু নুওয়ায়রাহকে তার গোত্রের যাকাত সংগ্রহ করার জন্য নিয়োজিত করেছিলেন। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর ওফাতের সংবাদ পেয়ে সে মাদীনায় যাকাত প্রেরণ করতে অস্বীকার করে এবং সংগৃহীত যাকাত নিজের গোত্রের

আশ'আর, পৃ.২২

১৮৪. আবুল ফারয আল-ইস্পাহানী, *আল-আগানী*, খ.১৫,পৃ.২৯০

মধ্যে বন্টন করে দেয়।[১৮৫] এ প্রসঙ্গে সে একটি কবিতাও আবৃত্তি করে-

وقُلْتُ خُذُوا أَموالَكُم غير خائِفٍ ... ولا نَاظِرٍ فيما يَجِئُ به غَدِي

فإن قامَ بالأَمْرِ المُخَوِّفِ قائمٌ ... أَطَعْنا وقلنا الدِّينُ دِينُ محمَّدٍ

-"আমি বলছি, তোমরা নির্ভয়ে তোমাদের মালগুলো নিয়ে নাও। আগামী কাল কী ঘটবে তা দেখার কোনো প্রয়োজন নেই। যদি কেউ কোনো ভীতিকর পরিস্থিতির সৃষ্টি করে, তবে আমরা তার আনুগত্য করবো এবং বলবো, দীন হলো মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর দীন।"[১৮৬]

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর ওফাতের পর মালিক ইবনু নুওয়ায়রাহ নিহত হওয়া পর্যন্ত যে সকল কার্যকলাপ করেছিল, তাতে এ কথা বলা মুশকিল যে, সে বিদ্রোহ ছেড়ে দিয়ে সত্যিকার অর্থে মুসলিম হয়েছিল। নিম্নে তার কিছু কর্মকাণ্ডের বিবরণ প্রদত্ত হলো-

ক. মালিক ইবনু নুওয়ায়রাহ মাদীনায় যাকাত প্রেরণ করতে অস্বীকার করেছিল, তা শুধু নয়; বরং সাজাহ যখন মাদীনায় আক্রমণ করার উদ্দেশ্যে ইরাক থেকে বের হয়ে তামীম গোত্রে পৌঁছে, তখন মালিক তার সাথে মিলে ইসলামের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়, এমনকি সে একসময় সাজাহ-এর প্রধান সহযোগী হিসেবেও ভূমিকা পালন করেছিল।

খ. সে সাজাহকে বানূ তামীমের যে সকল শাখা গোত্র তখনো ইসলামের ওপর প্রতিষ্ঠিত ছিল, তাদের ওপর আক্রমণ করতে অনুপ্রাণিত করেছিল। সাজাহ তার পরামর্শ মতো তা-ই করেছিল এবং মালিক তাকে এ ব্যাপারে সার্বিক সহযোগিতা করে।

গ. সাজাহ পরাস্ত হয়ে ইরাকে ফিরে যাবার পর যিবরিকান, ওয়াকী' ও সামা'আহ প্রমুখ কর্মকর্তাগণ, যারা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর ওফাতের পর বিদ্রোহ করেছিল, নিজেদের ভুল বুঝতে সক্ষম হয় এবং খালিদ (রা.) বুযাখা থেকে বুতাহ নামক স্থানে পৌঁছলে তারা তাকে অভ্যর্থনা জানায় এবং নিজেদের সংগৃহীত যাকাত তাঁর নিকট সোপর্দ করে। কিন্তু মালিক তখনও দ্বিধা-দ্বন্দ্বের মধ্যে ছিল এবং নিজের লোকদের নিয়ে আপন গোত্রের কাছে চলে যায়।[১৮৭]

---

১৮৫. নাবাবী, *শারহু সাহীহি মুসলিম*, খ.১,পৃ.২০৩

১৮৬. ইবনু হাজার, *ফাতহুল বারী*, খ.৫, পৃ.৭৫৫; শামশাতী, *আল-আনওয়ার ওয়া মাহাসিনুল আশ'আর*, পৃ.২২; ইবনু সালাম আল-জুমহী, *তাবাকাতু ফুহুলিশ শু'আরা*, খ.১,পৃ.২০৬

১৮৭. ইবনুল আছীর, *আল-কামিল..*, খ.১,পৃ.৩৭১

ঘ. খালিদ (রা.) বুতাহে পৌঁছে আশেপাশে যে ছোট দলগুলো প্রেরণ করেছিলেন তাদেরকে এ মর্মে নির্দেশ প্রদান করেছিলেন যে, যদি লোকেরা নামাযের সাথে যাকাতও আদায় করে, তবেই তাদের ওপর কোনোরূপ হস্তক্ষেপ করবে না।[১৮৮] খালিদ (রা.)-এর এ সুস্পষ্ট নির্দেশ থাকা সত্ত্বেও সৈন্যদলের মালিক ইবনু নুওয়ায়রাহকে গ্রেফতার করে নিয়ে আসা এ কথা প্রমাণ করে যে, মালিক ওদের নিকট যাকাতের গুরুত্ব স্বীকার করেনি।

ঙ. ইতঃপূর্বে বর্ণিত বিভিন্ন রিওয়ায়াত থেকেও এ কথা বুঝা যায় যে, খালিদ (রা.) ও মালিকের মধ্যে যে আলাপ-আলোচনা হয়, তাতে প্রমাণিত হয় যে, মালিক যাকাতের ফারযিয়্যাতের কথা স্বীকার করেনি; বরং অস্বীকারের ওপরই অটল থাকে। তা ছাড়া রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সম্পর্কে صَاحِبُكُمْ শব্দের ব্যবহার থেকেও বুঝা যায় যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর প্রতি তার কোনো সত্যিকার ঈমান ছিল না।

এবার আসা যাক, যে সকল রিওয়ায়াতে মালিক ইবনু নুওয়ায়রাহ-এর মুসলিম হবার সাক্ষ্য রয়েছে সেগুলো নিয়ে আলোচনা করি।

আশ্চর্যের বিষয় হলো, মালিক ইবনু নুওয়ায়রাহকে গ্রেফতারকারী সৈন্য দলের মধ্যে কেবল দু/চার জন ছিলেন, তা নয়; বরং যথেষ্ট সংখ্যক মুসলিম ছিলেন। কিন্তু মালিক ইবনু নুওয়ায়রাহ-এর ইসলাম সম্পর্কে সাক্ষ্য পাওয়া যায় মাত্র দু'জন মুসলিমের। তাঁদের মধ্যে একজন হলেন মালিকের সহোদর মুতাম্মিম ইবনু নুওয়ায়রাহ। মালিকের প্রতি তার ভাই মুতাম্মিমের কিরূপ ভালোবাসা ছিল তা তার ঐ বিলাপের দ্বারা প্রকাশ পায়, যা কবি খানসার বিলাপের মতো আরবের শোকগাঁথার ইতিহাসে বিশিষ্ট স্থান দখল করে আছে। অপর জন হলেন আবূ কাতাদাহ আল-আনসারী (রা.)। এতে সন্দেহ নেই যে, তিনি একজন মর্যাদাসম্পন্ন সাহাবী ও আনসারী। তবে এ ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত দুটি বিষয় স্মরণ রাখতে হবে।

১. মালিক এবং তার সাথীদের ইসলাম সম্পর্কে আবূ কাতাদাহ (রা.) যে সাক্ষ্য দিয়েছিলেন, তাতে তার গোত্রের যাকাত আদায় সম্পর্কিত স্বীকারোক্তির কোনো উল্লেখ নেই; বরং শুধু এতটুকুই রয়েছে যে, أَنَّهُمْ أَقَامُوا الصَّلَاةَ.-"তারা নামায কায়িম করেছিল।"[১৮৯] কোনো কোনো বর্ণনায় নামাযের সাথে আযানের কথাও উল্লেখ রয়েছে; কিন্তু যাকাতের কথা উল্লেখ নেই।[১৯০]

২. খালিদ (রা.) যখন বুযাখার যুদ্ধ শেষ করে বুতাহের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হন, তখন

---

১৮৮. তাবারী, *তারীখুল উমাম ওয়াল মুলূক*, খ.২,পৃ.৫০২

১৮৯. ইবনু কাছীর, *আল-বিদায়াতু ওয়ান নিহায়াতু*, খ.৬,পৃ.৩৫৪

১৯০. ইবনু হাজার, *আল-ইসাবাহ*, খ.৩,পৃ.৩৩৭

আনসারগণ তাঁর সাথে যেতে অস্বীকার করেন এবং বলেন যে, এ ব্যাপারে আমাদের কাছে খালীফার কোনো নির্দেশ নেই। খালিদ (রা.) তাঁদেরকে অনেক বুঝালেন এবং বললেন, قَدْ عَهِدَ إِلَيَّ أَنْ أَمْضِيَ، وَأَنَا الْأَمِيْرُ.-"আমার কাছে খালীফার নির্দেশ রয়েছে। তা ছাড়া আমি দলের আমীরও বটে।" তবু তাঁরা তাঁর কথা মানলেন না। যখন তাঁরা সৈন্যদল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে কিছু দূর চলে গেলেন, তখন চিন্তা করলেন যে, যদি মুসলিম বাহিনী জয় লাভ করে, তা হলে তো আমরা গানীমাতের অংশীদার হওয়া থেকে বঞ্চিত থাকবো, আর যদি পরাজয় বরণ করে এবং মুসলিমদের ক্ষতি হয়, তা হলে লোকজন আমাদের দোষারোপ করবে এবং খারাপ বলবে। যা হোক শেষ পর্যন্ত তাঁরা অনুতপ্ত হয়ে ফিরে আসেন এবং খালিদ (রা.)-এর সাথে যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেন।[১৯১]

উপর্যুক্ত রিওয়ায়াত দ্বারা যদিও আমাদের উদ্দেশ্য এটা প্রমাণ করা নয় যে, আবূ কাতাদাহ (রা.) যেহেতু আনসারী ছিলেন, তাই খালিদ (রা.)-এর সাথে তাঁর মতানৈক্য ছিল এবং তিনি বুতাহে যেতেও তৈরি ছিলেন না; তবুও এটা তো অস্বীকার করা যায় না যে, এ ধরনের ঘটনাকে সাক্ষ্য-প্রমাণের নীতির দিক থেকে কোনো ঘটনার মূল বিষয়কে প্রমাণ করার ক্ষেত্রে সহায়ক হিসেবে উপস্থাপন করা যায়। এ ঘটনায় যদিও আবূ বাকর (রা.) খালিদ (রা.)-এর ওযর কাবূল করেছেন এবং মুসাইলামার সাথে যুদ্ধ করার জন্য দ্বিতীয়বার তাঁকে সেনাপতির পদে অধিষ্ঠিতও করেছেন, কিন্তু আবূ কাতাদাহ-এর অন্তরে খালিদ (রা.) সম্পর্কে যে বিরূপ মনোভাব তৈরি হয়েছিল, তা পরবর্তী সময়েও দূরিভূত হয়নি; বরং তিনি এ মর্মে শপথ করেন যে, "এরপর তিনি কখনো খালিদ (রা.)-এর নেতৃত্বে কোনো যুদ্ধে অংশগ্রহণ করবেন না।[১৯২]

এবার মনস্তাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে চিন্তা করে দেখা যেতে পারে যে, আবূ কাতাদাহ (রা.)-এর এ চিন্তা কোন্ বিষয়ের দিকে ইঙ্গিত করছে। যা হোক, মালিক ইবনু নুওয়ায়রাহ নিহত হওয়ার পূর্বে যদি সত্যিকার ঈমানদারে পরিণত হয়ে থাকে, তা হলে নিঃসন্দেহে সে পরকালে এর প্রতিদান লাভ করবে। তবে এ বিষয়টি নিঃসন্দেহে আল্লাহ তা'আলা ও তার মধ্যেই সীমাবদ্ধ। কিন্তু ঘটনার ক্রমধারা ও পরীক্ষা-নিরীক্ষার সাথে বিষয়টির যতটুকু সম্পর্ক রয়েছে, তাতে খালিদ (রা.)-এর ওপর একজন মুসলিমের ইচ্ছাকৃত হত্যার অভিযোগ কোনোক্রমেই আনয়ন করা যায় না। এ কারণে আবূ বাকর (রা.) এ ঘটনা আদ্যোপান্ত শুনে মন্তব্য করেন, تَأَوَّلَ فَأَخْطَأَ-"তিনি ব্যাখ্যা করতে গিয়ে ভুল করে ফেলেছেন।" খালিদ (রা.)-এর মতে, মালিক ইবনু নুওয়ায়রাহ বিদ্রোহ ত্যাগ করে পরিপূর্ণরূপে ইসলামের নিকট আত্মসমর্পণ করেনি। এ কারণে আবূ বাকর (রা.)-এর

---

১৯১. ইবনুল আছীর, *আল-কামিল..*, খ.১,পৃ.৩৭১

১৯২. তাবারী, *তারীখুল উমাম ওয়াল মুলূক*, খ.২,পৃ. ৫০৩; ই'য়াকূবী, *আত-তারীখ*, পৃ.১৫৭

নিকট তিনি বলেছিলেন, মালিক যখন আলাপের সময় রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নাম উল্লেখ করতো, তখন صَاحِبُكُمْ শব্দ ব্যবহার করতো। আবূ বাকর (রা.) খালিদ (রা.)-এর এ ওযর গ্রহণ করেন।

এখানে এসে কোনো কোনো ঐতিহাসিক এ প্রশ্ন উত্থাপন করেন যে, আচ্ছা, না হয় আমরা মেনে নিলাম, মালিক ইবনু নুওয়ায়রাহ পরিপূর্ণরূপে ইসলামের নিকট আত্মসমর্পণ করেনি। কিন্তু এর কী কারণ ছিল যে, বুযাখার যুদ্ধের সময় প্রত্যেক শত্রু গোত্রের প্রধান প্রধান নেতা যেমন- কুররাহ ইবনু হুবাইরাহ, আল-ফাজা'আত আস-সুলামী ও 'উয়াইনাহ ইবনু হিসন আল-ফাযারীকে গ্রেফতার করে তাদের সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য খালিদ (রা.) সোজা মাদীনায় পাঠিয়ে দেন; কিন্তু মালিককে পাঠালেন না। অথচ অপরাধ প্রবণতা কিংবা ব্যক্তিগত মর্যাদা ও গুরুত্বের দিক দিয়ে সে তো ঐ সকল লোকের চেয়ে কোনো অংশেই কম ছিল না।[১৯৩] তা ছাড়া কোনো কোনো রিওয়ায়াত থেকে জানা যায় যে, মালিক নিজেও আবূ বাকর (রা.)-এর নিকট তাকে পাঠিয়ে দিতে খালিদ (রা.)-এর নিকট আবেদন করেছিলেন। কিন্তু খালিদ (রা.) তার এ আবেদন গ্রহণ করেননি। উপরন্তু তিনি বলেন যে, لَا أَقَالَنِي اللهُ إِنْ أَقَلْتُكَ. -"যদি আমি তোমাকে ক্ষমা করি, তা হলে আল্লাহ আমাকে ক্ষমা করবেন না।"[১৯৪]

এ প্রশ্নের জবাব এই যে, আবূ বাকর (রা.) প্রকৃতপক্ষে এ ধরনের ব্যাপারে বাহিনীপ্রধান ও আমীরদের ওপর নির্ভর করতেন এবং তাঁদেরকে যথেষ্ট ক্ষমতাও প্রদান করতেন। তিনি কা'কা' ইবনু 'আমরকে (রা.) একটি বাহিনীর নেতা বানিয়ে 'আলকামাহ ইবনু 'উলাছাহকে তার বিদ্রোহের শাস্তি প্রদানের জন্য প্রেরণ করার সময় বলেন, سِرْ حَتَّى تُغِيْرَ عَلَى عَلْقَمَةَ بْنِ عُلَاثَةَ لَعَلَّكَ أَنْ تَأْخُذَهُ أَوْ تَقْتُلَهُ. -"যাও, আলকামাহ-এর ওপর আক্রমণ কর। হয় তোমরা তাকে বন্দী করবে, অথবা তাকে হত্যা করবে।" এরপর তিনি বললেন, وَاعْلَمْ أَنَّ شِفَاءَ النَّفْسِ الْخَوْضُ؛ فَاصْنَعْ مَا عِنْدَكَ. -"জেনে রেখো, কোনো কাজকে ভালোভাবে সমাধা করার মধ্যেই আত্মার নিরাময়। তাই তোমরা যা উত্তম মনে করবে, তা-ই করবে।"[১৯৫]

উপর্যুক্ত সাধারণ নিয়মের আওতায় আবূ বাকর (রা.) খালিদ ইবনুল ওয়ালীদ (রা.)কেও প্রয়োজনীয় ক্ষমতা প্রদান করেছিলেন। তাই কোনো অপরাধীর ক্ষেত্রে তিনিও যে ধরনের শাস্তি উপযুক্ত বিবেচনা করতেন, তাই প্রয়োগ করতেন। ইতঃপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, আবূ বাকর (রা.) একটি পত্রেও খালিদ (রা.)কে লিখেছিলেন যে,

---

১৯৩. হায়কাল, *আবূ বাকর আস-সিদ্দীক রা.*, পৃ.১৫৬
১৯৪. ইবনু খাল্লিকান, ওয়াফায়াতুল আ'ইয়ান, খ.৬,পৃ.১৪
১৯৫. তাবারী, *তারীখুল উমাম ওয়াল মুলূক*, খ.২,পৃ.৪৯০

.... وَلَا تَظْفَرَنَّ بِأَحَدٍ قَتَلَ الْمُسْلِمِيْنَ إِلَّا قَتَلْتَهُ وَنَكَّلْتَ بِهِ غَيْرَهُ، وَمَنْ أَحْبَبْتَ مِمَّنْ حَادَّ اللهَ أَوْ ضَادَّهُ مِمَّنْ تَرَى أَنَّ فِي ذَلِكَ صَلَاحًا فَاقْتُلْهُ.

"যারা মুসলিমদের হত্যা করেছে এরূপ কেউ যদি তোমার হাতের নাগালে আসে, তা হলে তাকে হত্যা কর, যাতে অন্যরা এ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে। তা ছাড়া যে সকল লোক আল্লাহ তা'আলার সাথে বিদ্রোহ করছে কিংবা অবাধ্য হয়েছে, যদি তোমার মতে তাদেরকে হত্যা করা সঠিক মনে হয় তা হলে তাকে হত্যা কর।"[১৯৬]

তা ছাড়া মালিক ইবনু নুওয়ায়রাহ সম্পর্কে একটি রিওয়ায়াত এমনও রয়েছে যে, وَعَزَمَ عَلَيْهِ لَيَقْتُلَنَّ مَالِكاً إِنْ أَخَذَهُ .-"স্বয়ং আবূ বাকর (রা.) খালিদ (রা.)কে কাসাম দিয়ে বলেন যে, যদি মালিক ধরা পড়ে, তা হলে তিনি যেন তাকে অবশ্যই হত্যা করে ফেলেন।"[১৯৭]

উপর্যুক্ত বক্তব্য থেকে এ কথা বুঝা যায় যে, খালিদ (রা.) আবূ বাকর (রা.)-এর প্রদত্ত ক্ষমতা বলেই মালিককে হত্যা করেন এবং তিনি এ বিষয়ে ন্যায়ের ওপর প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। মালিকের ভাই মুতাম্মিম ইবনু নুওয়ায়রাহ (রা.)-এর প্রসঙ্গে কথা হলো, একবার তিনি 'উমার (রা.)-এর নিকট এসে তাঁর ভাইয়ের উদ্দেশ্যে রচিত শোকগাথাটি তাঁকে পড়ে শুনান। এতে 'উমার (রা.) অত্যন্ত প্রভাবান্বিত হন এবং বলেন, وَاللهِ لَوَدِدْتُ أَنِّي أُحْسِنُ الشِّعْرَ فَأَرْثِي أَخِي زَيْداً بِمِثْلِ مَا رَثَيْتَ أَخَاكَ.-"যদি আমি কবি হতাম, তা হলে আমি আমার ভাই যায়িদের শোকগাথা রচনা করতাম।" মুতাম্মিম (রা.) তখন বলেন, لَوْ أَنَّ أَخِي مَاتَ عَلَى مَا مَاتَ عَلَيْهِ أَخُوكَ مَا رَثَيْتُهُ.-"হে আমীরুল মু'মিনীন, উভয় ঘটনা সমান নয়। যদি আমার ভাই আপনার ভাইয়ের মতো নিহত হতো, তা হলে আমি কখনো তার শোকগাথা রচনা করতাম না।" 'উমার (রা.) এ কথা শুনে বলেন, مَا عَزَّانِي أَحَدٌ عَنْ أَخِي بِأَحْسَنَ مِمَّا عَزَّانِي بِهِ مُتَمِّمٌ.-"মুতাম্মিম ইবনু নুওয়ায়রাহ আজ আমার প্রতি যেরূপ সমবেদনা জ্ঞাপন করলেন, অন্য কেউ আজ পর্যন্ত তা করতে পারেনি।"[১৯৮]

ঐতিহাসিক ইবনু শাকির [মৃ.৭৬৪হি.] ও 'ইসামী [১০৪৯-১১১১ হি.] (রাহ.) প্রমুখ উপর্যুক্ত ঘটনা দ্বারা প্রমাণ করেন যে, মালিক স্বয়ং তার ভাই মুতাম্মিম (রা.)-এর

---

১৯৬. তাবারী, *তারীখুল উমাম ওয়াল মুলূক*, খ.২,পৃ.৪৯১

১৯৭. 'আবদুল কাদির আল-বাগদাদী, *খাযানাতুল আদাব*, খ.২,পৃ.২৪

১৯৮. ইবনু আছীর, *উসদুল গাবাহ*, খ.১,পৃ.৩৯৮ ও *আল-কামিল*, খ.১,পৃ.৩৭২; ইবনু কাছীর, *আল-বিদায়াতু ওয়ান নিহায়াতু*, খ.৬, পৃ.৩৭০;

মতেও মুরতাদ্দ অবস্থায় নিহত হয়েছে।[১৯৯] উমার (রা.)-এর নিকট তিনি যা বলেছিলেন এর অর্থ ছিল এই যে, আমি তো আমার ভাইয়ের ব্যাপারে এ জন্য কাঁদি যে, সে মুসলিম হিসেবে মৃত্যুবরণ করেনি। তার পরিণতি খারাপ হয়েছে। কিন্তু আপনার ভাই যায়িদ (রা.) ইসলামের জন্য যুদ্ধ করে শাহাদাত বরণ করেছেন। সত্যের পথে মৃত্যুবরণ করেছেন। আল্লাহ তা'আলার নিকট তাঁর মর্যাদা অতি উচ্চ। অতএব, তাঁর জন্য শোক করার কী প্রয়োজন?[২০০]

মালিক ইবনু নুওয়ায়রাহ-এর স্ত্রীর[২০১] সাথে বিবাহ

উপর্যুক্ত ঘটনায় খালিদ (রা.) শুধু মালিক ইবনু নুওয়ায়রাহকেই হত্যা করেননি; বরং তার সকল সাথীকেও হত্যা করেছিলেন। কিন্তু খালিদ (রা.)-এর বিরুদ্ধে যে অভিযোগ আরোপিত হয়, তা হলো কেবল মালিক ইবনু নুওয়ায়রাহ-এর হত্যা। এর কারণ হলো, কোনো কোনো ঐতিহাসিকের ধারণা হলো, খালিদ (রা.) মালিককে হত্যা করে ঐ দিনই সাথে সাথে তার স্ত্রী উম্মু তামীমকে বিয়ে করেন।[২০২] ফলে অনেকেই এ বিয়েকে মালিক হত্যার প্রধান কারণ বলে উল্লেখ করেছেন। কেউ কেউ তো এতটুকুও বলেছে যে, জাহিলী যুগ থেকেই খালিদ (রা.)-এর সাথে উম্মু তামীমের প্রেম ছিল। এ কারণে খালিদ (রা.) তাকে স্ত্রী হিসাবে লাভ করার উদ্দেশ্যে মালিককে মুসলিম হওয়া সত্ত্বেও হত্যা করেছিলেন।[২০৩] আবার কেউ কেউ এরূপ মন্তব্য করেছেন যে, খালিদ (রা.)-এর এ বিয়ে ছিল আরবদের চিরাচরিত রীতির সুস্পষ্ট লঙ্ঘন। বিশিষ্ট ঐতিহাসিক ও সাহিত্যিক 'আক্কাদ (রাহ.) বলেন,

> قَتَلَ خَالِدٌ مَالِكَ بْنَ نُوَيْرَةَ، وَبَنَى بِامْرَأَتِهِ فِي مَيْدَانِ الْقِتَالِ عَلَى غَيْرِ مَا تَأْلَفُهُ الْعَرَبُ فِي جَاهِلِيَّةٍ وَإِسْلَامٍ، وَعَلَى غَيْرِ مَا يَأْلَفُهُ الْمُسْلِمُونَ، وَتَأْمُرُ بِهِ الشَّرِيْعَةُ.
>
> -"মালিক ইবনু নুওয়ায়রাহকে হত্যা করে তার স্ত্রীকে যুদ্ধক্ষেত্রে বিয়ে করার ব্যাপারটি জাহিলী ও ইসলামী যুগে আরবদের চিরাচরিত রীতি, এমনকি মুসলিমদের মধ্যে প্রচলিত রীতি ও শারী'আতের বিধানেরও পরিপন্থী।"[২০৪]

---

১৯৯. ইবনু শাকির, *ফাওয়াতুল ওয়াফায়াত*, খ.৩,পৃ.২৩৪; 'ইসামী, *সিমতুন নুজূম..*, খ.১,পৃ.৪৪১
২০০. আকবরাবাদী, *সিদ্দীকে আকবর রা.*, পৃ.১৯১-২০০
২০১. মালিক ইবনু নুওয়ায়রাহ-এর স্ত্রীর নাম ছিল লায়লা বিনতু সিনান আল-মিনহাল এবং উপনাম ছিল উম্মু তামীম।
২০২. আকরাম, জেনারেল, *সায়ফুল্লাহ খালিদ*, পৃ.১৯৮
২০৩. আবুল ফারজ আল-ইস্পাহানী, *আল-আগানী*, খ.১৫,পৃ.২৯০
২০৪. 'আক্কাদ, *'আবকারিয়্যাতুস সিদ্দীক রা.*, পৃ.৭০

বস্তুত এটি খালিদ (রা.)-এর প্রতি একটি জঘন্য অপবাদ। আমরা মনে করি, প্রকৃত ঘটনা হলো, মালিককে হত্যা করার পর তার স্ত্রী উম্মু তামীম যেহেতু শত্রুদলের সাথে ছিল, তাই খালিদ (রা.) তাঁকে প্রথমে বন্দী করেছিলেন, অতঃপর গানীমাতের মালের মধ্যে নিজের ন্যায্য অধিকারের বলেই তাকে পছন্দ করেন।[২০৫] এরপর যখন সে ইসলাম গ্রহণ করে, তখন তিনি তাকে আযাদ করে দিয়ে বিয়ে করেন। সম্ভবত উম্মু তামীম সাথে সাথে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। বিরুদ্ধবাদীগণ বলেন, উম্মু তামীম অত্যন্ত সুন্দরী ছিলেন। খালিদ (রা.) তাকে দেখার পর তার প্রতি আসক্ত হয়ে পড়েন এবং তাকে বিয়ে করেন। এটা সত্যও হতে পারে। তবে শারী'আতের দৃষ্টিতে যখন বিয়ে সঠিকই হয়েছে এবং মালিক ইবনু নুওয়ায়রাহ বিদ্রোহের কারণে নিহত হয়েছে, তা হলে এতে দোষের কী কারণ থাকতে পারে? এটাও তো হতে পারে যে, উম্মু তামীম যেহেতু একজন উচ্চমর্যাদা ও সম্মানিত ব্যক্তির স্ত্রী ছিলেন এবং এখনই তিনি বিধবা হয়েছেন, তাই খালিদ (রা.) তাঁকে সান্ত্বনা দান এবং তার মনস্তুষ্টির জন্যই তাকে বিয়ে করেন।

খালিদ (রা.)-এর এ বিয়ের ব্যাপারে ঐতিহাসিক 'আক্কাদ যে মন্তব্য করেছেন, তা মোটেই সঠিক নয়। কেননা প্রথমত, ইসলামপূর্ব যুগে আরবদের মধ্যে এরূপ ঘটনা অহরহ সংঘটিত হয়েছে। তারা শত্রুপক্ষের ওপর জয় লাভ করার পর প্রায়শই বন্দী মহিলাদেরকে বিয়ে করতো এবং তা নিয়ে পরস্পর গর্ববোধও করতো। এ কারণে তাঁদের মধ্যে বন্দিনী মহিলাদের সন্তানদের সংখ্যা প্রচুর পরিমাণে বেড়ে গিয়েছিল। এ প্রসঙ্গে হাতিম তা'ঈ বলেন,

وما أنكحونا طائعين بناهم ... ولكن خطبناهم بأسيافنا قسرا

وكائن ترى فينا من ابن سبية ... إذا لقي الأبطال يطعنهم شزرا

ويأخذ رايات الطعان بكفه ... فيوردها بيضا ويصدرها حمرا.

"তারা স্বেচ্ছায় তাদের মেয়েদেরকে আমাদের বিয়ে দেয়নি; কিন্তু আমরা তাদেরকে জোর প্রয়োগ করেই আমাদের তরবারির মাধ্যমে বিয়ের প্রস্তাব দিয়েছি। যুদ্ধক্ষেত্রে বীরদের তুমুল লড়াইয়ের সময় তুমি আমাদের মাঝে যুদ্ধবন্দিনীদের বহু সন্তান-সন্ততিকে দেখতে পাবে। তারা হাতে সাদা ঝাণ্ডা দিয়ে যুদ্ধে অবতরণ করে; কিন্তু শত্রুদের রক্তে সিক্ত লাল ঝাণ্ডা নিয়ে প্রত্যাবর্তন করে।"[২০৬]

দ্বিতীয়ত, শারী'আতের বিচারেও খালিদ (রা.) এক্ষেত্রে অন্যায় কিছু করেননি;

---

২০৫. কেউ এও বলেছেন, খালিদ উম্মু তামীমকে গানীমাতের মাল দ্বারা ক্রয় করেন, অতঃপর তাকে বিয়ে করেন।

২০৬. ইবনু 'আব্দ রাব্বিহি, *আল-'ইকদুল ফারীদ*, খ.২,পৃ.৪৪০

বরং তিনি শারী'আত সিদ্ধ একটি কাজই করেছেন এবং এ কারণে তাঁর ওপর কোনোরূপ দোষ চাপানো মোটেই সমীচীন নয়। উপরন্তু, আমি তো মনে করি যে, এ ক্ষেত্রে তিনি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর আদর্শই অনুকরণ করেছেন এবং রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) জুওয়ারিয়াহ বিনতুল হারিছ (রা.)কে গাযওয়া বানিল মুস্তালিকের অব্যবহিত পর বিয়ে করেন। জুওয়ারিয়াহ (রা.) মুস্তালিক গোত্রের সর্দার হারিছ ইবনু দিরারের কন্যা ছিলেন। তিনি মুস্তালিক যুদ্ধে বন্দী হন এবং বন্টনের মধ্যে ছাবিত ইবনু কায়স (রা.)-এর ভাগে পড়েন। ছাবিত (রা.) তাঁকে দাসীতে পরিণত করেন এবং নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ পরিশোধ করার শর্তে তাঁকে মুক্ত করে দেয়ার চুক্তি করেন। এরপর রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নির্ধারিত অর্থের বিনিময়ে তাঁকে মুক্ত করে বিয়ে করেন। এ বিয়ের কারণে মুসলিমগণ মুস্তালিক গোত্রের একশ জন বন্দী পুরুষকে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর শ্বশুরকুলের লোক হবার সুবাদে মুক্ত করে দেন। তদুপরি এ বিয়ের সুবাদে জুওয়ারিয়াহ (রা.)-এর পিতা হারিছ ইবনু দিরার (রা.)ও ইসলাম গ্রহণ করেন।[২০৭] তা ছাড়া রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সাফিয়্যাহ বিনতু হুওয়াইহ (রা.)কেও খাইবার যুদ্ধের অব্যবহিত পর বিয়ে করেন। সাফিয়্যাহ (রা.) খাইবারে বন্দী হন এবং রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁকে নিজের জন্য পছন্দ করেন এবং মুক্ত করে দিয়ে বিয়ে বন্ধনে আবদ্ধ হন।

এবার বাকি থাকলো, সাথে সাথে বিয়ে করার বিষয়টি। কারো কারো ধারণা হলো, খালিদ (রা.) 'ইদ্দাত পূর্ণ হওয়ার পূর্বেই উম্মু তামীমকে বিয়ে করেন, যা মোটেই সমীচীন হয়নি।[২০৮] বলাই বাহুল্য, ইসলামী শারী'আতে যুদ্ধে বন্দী মহিলাদেরকে সাথে সাথে বিয়ে বন্ধনে আবদ্ধ করতে কোনো বাধা নেই। তবে যুদ্ধবন্দীনী মহিলাটি যদি গর্ভবতী হয়, তবেই গর্ভপ্রসব করা পর্যন্ত মালিককে তার সাথে সহবাসের জন্য অপেক্ষা

---

২০৭. ইবনুল কাইয়্যিম, *যাদুল মা'আদ*, খ.২,পৃ.১১২-৩; ইবনু হিশাম, *আস-সীরাতুন নাবাবিয়্যাহ*, খ.২৮৯-৯০, ২৯৪-৫

২০৮: কোনো কোনো রিওয়ায়াত থেকে জানা যায়, এ কারণেই আবূ বাকর (রা.) খালিদ (রা.)কে উম্মু তামীমের সাথে বৈবাহিক সম্পর্ক ছিন্ন করার নির্দেশ দিয়েছিলেন। (ইবনু হাজার, *আল-ইসাবাহ*, খ.৩,পৃ.৪৮) আমার মনে হয়, এটি রাবীর অনুমান মাত্র। প্রকৃত ঘটনা এই যে, আবূ বাকর (রা.) খালিদ (রা.)কে উম্মু তামীমের সাথে তার বৈবাহিক সম্পর্ক ছিন্ন করার নির্দেশ দেননি এবং তিনি নিজেও এ সম্পর্ক ছিন্ন করেননি। তাই বানূ হানীফার সাথে খালিদ (রা.)-এর যে যুদ্ধ হয়েছিল তাতে উম্মু তামীম খালিদ (রা.)-এর সাথেই ছিলেন এবং খালিদ (রা.) একটি দুর্গে তার নিরাপত্তার জন্য মুজ্জা'আহ নামক এক ব্যক্তিকে নিয়োজিত করেছিলেন। (ইবনুল আছীর, *আল-কামিল..*, খ.১,পৃ.৩৭৩) এ থেকে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, উম্মু তামীমের সাথে খালিদ (রা.)-এর বিয়ে শারী'আত অনুযায়ী বৈধ ছিল। এ কারণে খালিদ (রা.) তার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করেননি এবং এ বিষয়ে আবূ বাকর (রা.)ও তাঁকে কোনো নির্দেশ বা পরামর্শ দেননি।

করতে হয়। আর যদি গর্ভবতী না হয়, তবে এক হায়েয অপেক্ষা করতে হয়। খালিদ (রা.) যদি বাস্তবিকই এক হায়েয অপেক্ষা না করেই উম্মু তামীমের সাথে সঙ্গম করে থাকেন, তবে তা নিঃসন্দেহে সমীচীন হয়নি। কিন্তু খালিদ (রা.) এরূপ কিছু করেছেন তা ধারণা করা কঠিন। বিশিষ্ট ঐতিহাসিকগণের মতে, উম্মু তামীম হায়েয থেকে পবিত্রতা অর্জনের পরেই খালিদ (রা.) তার সাথে সহবাস করেন। যেমন- ঐতিহাসিক তাবারী (রা.) বর্ণনা করেন, وَتَزَوَّجَ خَالِدٌ أُمَّ تَمِيمٍ ابْنَةَ الْمِنْهَالِ، وَتَرَكَهَا لِيَنْقَضِيَ طُهْرُهَا.-"খালিদ উম্মু তামীমকে বিয়ে করেন। তারপর তার পবিত্রতার নির্ধারিত সময় পূর্ণ হওয়ার জন্য তাকে ছেড়ে দেন।"[২০৯] ইবনু কাছীর (রাহ.) বলেন, فَلَمَّا حَلَّتْ بَنَى بِهَا.-"যখন সে পবিত্রতা অর্জন করলো, তখনই তিনি তার সাথে সহবাস করেন।"[২১০] আবার কেউ এমনও বলেছেন যে, উম্মু তামীম তিনটি হায়েয পর্যন্ত অপেক্ষা করেন। অতঃপর খালিদ (রা.) তার নিকট বিয়ের প্রস্তাব দেন এবং উম্মু তামীম সেটা গ্রহণ করেন।[২১১]

আমাদের যতটুকু ধারণা, এ ব্যাপারে কোনো কোনো রাবীর সন্দেহ হয়েছে। কেননা এ প্রসঙ্গে খুব সম্ভব, মালিককে হত্যা করার পর খালিদ (রা.) উম্মু তামীমকে দাসী হিসেবে আপন তাঁবুতে নিয়ে যান। এরপর সে ইসলাম গ্রহণ করে এবং এর কিছুদিন পর তিনি তাকে বিয়ে করেন। কিন্তু রাবী বিষয়টিকে উপরিউক্তভাবে বর্ণনা করেছেন।

এখন কেউ প্রশ্ন করতে পারে যে, আচ্ছা, ঘটনা যদি তা-ই হয়, তা হলে 'উমার (রা.) উপর্যুক্ত ঘটনার প্রেক্ষিতে খালিদ (রা.)কে পাথর নিক্ষেপ করে মৃত্যুদণ্ড দেবার পক্ষে কেন মত প্রকাশ করলেন? এ প্রশ্নের উত্তরে একটি ঘটনা উল্লেখ করা যেতে পারে, যা থেকে বুঝা যাবে যে, উমার (রা.) কি কারণে খালিদ (রা.)-এর শাস্তির পরামর্শ দিয়েছিলেন। ঘটনাটি হলো- একবার 'উমার (রা.) তাঁর খিলাফাত কালে দিরার ইবনুল আযওয়ার (রা.)-এর নেতৃত্বে বানূ আসাদ অভিমুখে একটি বাহিনী প্রেরণ করেছিলেন। ঐ বাহিনীটি বানূ আসাদের ওপর আক্রমণ চালিয়ে একজন সুন্দরী মহিলাকে গ্রেফতার করেন। দিরার (রা.) মুসলিমদের অনুমতি নিয়ে ঐ মহিলাকে নিজের অধিকারে নিয়ে আসেন। কিন্তু পরে তিনি অনুতপ্ত হন এবং খালিদ (রা.)-এর নিকট আবেদন করেন, যেন তিনি 'উমার (রা.)-এর নিকট এ ঘটনা পেশ করে তাঁর পক্ষে খালীফার দরবার থেকে নিয়মানুযায়ী অনুমোদন নিয়ে আসেন। খালিদ (রা.)-এর মতে যেহেতু এর কোনো প্রয়োজন ছিল না, তাই তিনি দিরার (রা.)কে বলেন, "এর প্রয়োজন নেই।" কিন্তু দিরার

---

২০৯. তাবারী, *তারীখুল উমাম ওয়াল মুলূক*, খ.২,পৃ.৫০২-৩

২১০. ইবনু কাছীর, *আল-বিদায়াতু ওয়ান নিহায়াতু*, খ.৬,পৃ.৩৫৪

২১১. আবুল ফিদা, *আত-তারীখ*, খ.১,পৃ.২৪২ ও *আল-মুখতাছার ফী আখবারিল বাশার*, খ.১,পৃ.১০৮; ইবনুল ওয়ারদী, *আত-তারীখ*, খ.১,পৃ.১৩৬; ইয়াফি'ঈ, *মির'আতুল জিনান..*, খ.১,পৃ.২৫৯

(রা.) তা মানেননি। অবশেষে খালিদ (রা.) ঘটনাটি 'উমার (রা.)-এর নিকট বর্ণনা করেন। তাতে 'উমার (রা.) অত্যন্ত ক্রোধান্বিত হয়ে সাথে সাথে খালিদ (রা.)কে নির্দেশ প্রদান করেন, যেন দিরার (রা.)কে প্রস্তরাঘাতে হত্যা করা হয়। ঘটনাক্রমে ঐ নির্দেশ পৌঁছার পূর্বেই দিরার (রা.) মৃত্যুবরণ করেন। খালিদ (রা.) এ নির্দেশ পেয়ে বলেন, مَا كَانَ اللهُ لِيُخْزِيَ ضِرَاراً.-"আল্লাহ দিরার (রা.)কে লাঞ্ছিত করতে চাননি।"[২১২]

উপর্যুক্ত ঘটনা দ্বারা বুঝা যায় যে, 'উমার (রা.) মনে করতেন যে, খালীফার অনুমতি ব্যতীত গানীমাতের মাল ব্যবহার করা অবৈধ ও হারাম। এ কারণেই তিনি উম্মু তামীমের সাথে সহবাসকে হারাম মনে করেই খালিদ (রা.)কে রাজমের যোগ্য বলে ঘোষণা করেছিলেন। অপরপক্ষে খালিদ (রা.) মুসলিমদের সম্মতিক্রমে গানীমাতের মাল ব্যবহারকে বৈধ মনে করতেন। যখন তাঁর নিকট গানীমাতের মাল আসতো, তখন তিনি সাধারণত তা যুদ্ধে অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে বন্টন করে দিতেন এবং খালীফার অনুমতি নিতেন না। এও সম্ভাবনা রয়েছে যে, খালিদ (রা.) ব্যক্তিগতভাবে এ ধরনের অধিকার বা ক্ষমতার জন্য আবূ বাকর (রা.)-এর নিকট থেকে অনুমতি নিয়েছিলেন। এ কারণে খালিদ (রা.)-এর বিরুদ্ধে আবূ বাকর (রা.) এ ব্যাপারে কোনো শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করেননি।

কয়েকটি প্রশ্নের উত্তর

ইতঃপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, আবূ কাতাদাহ আল-আনসারী (রা.) মাদীনা এসে প্রথমেই আবূ বাকর (রা.)-এর নিকট খালিদ (রা.)-এর বিরুদ্ধে অভিযোগ পেশ করেন। এটা শুনে তিনি অত্যন্ত মর্মাহত হন। তবে তিনি তার উত্থাপিত অভিযোগের প্রতি কোনোরূপ ভ্রূক্ষেপ করেননি। অবশেষে আবূ কাতাদাহ (রা.) 'উমার (রা.)-এর নিকট গিয়ে ঘটনাটি আদ্যোপান্ত বর্ণনা করেন। 'উমার (রা.) অত্যন্ত ক্রোধান্বিত হয়ে তখনই আবূ বাকর (রা.)-এর খিদমাতে উপস্থিত হন এবং আরয করেন, "খালিদের তরবারিতে গোলযোগ রয়েছে। আপনি এখনই তাঁকে পদচ্যুত করে যুদ্ধের মাঠ থেকে ফিরিয়ে নিয়ে আসেন।" এ ছাড়াও তিনি খালিদ (রা.)-এর মর্যাদা সম্পর্কে কিছু কঠোর বাক্য প্রয়োগ করেন। আবূ বাকর (রা.) তখন তাঁকে থামিয়ে দিলে বলেন, لَمْ اَكُنْ لِاَشِيمَ سَيْفًا سَلَّهُ اللهُ عَلَى الْكَافِرِيْنَ.- "যে তরবারিকে আল্লাহ তা'আলা কাফিরদের ওপর কোষমুক্ত করেছেন, আমি তাকে কোষের ভেতর আবদ্ধ করতে পারি না।" কিন্তু এ ব্যাপারে 'উমার (রা.) পীড়াপীড়ি করতে থাকেন। অগত্যা খালিদ (রা.)কে মাদীনায় ডেকে আনা হলো। খালিদ (রা.) মাদীনায় পৌঁছে মাসজিদে নাবাবীর নিকট দিয়ে যাচ্ছিলেন। সেখানে 'উমার (রা.)

---

২১২. ইবনু হাজার, *আল-ইসাবাহ*, খ.২,পৃ.৫৫-৫৬

তাঁকে দেখে অত্যন্ত কটু কথা বললেন; কিন্তু তিনি এর প্রতি কোনো ভ্রূক্ষেপ না করে সোজা আবূ বাকর (রা.)-এর খিদমাতে গিয়ে উপস্থিত হন। আলাপ-আলোচনার পর আবূ বাকর (রা.) বাইতুল মাল থেকে মুতাম্মিম ইবনু নুওয়াইরাহকে তার ভাই মালিকের রক্তপণ আদায় করেন এবং খালিদ (রা.)কে বুতাহ নামক স্থানে ফেরত পাঠিয়ে দেন। যে কোনো পাঠক এ ঘটনা জানার পর স্বাভাবিকভাবে তার অন্তরে নিম্নের দুটি প্রশ্ন জাগতে পারে।

১. যদি খালিদ (রা.) আবূ বাকর (রা.)-এর দৃষ্টিতে নির্দোষই ছিলেন, তা হলে তিনি খালিদ (রা.)-এর পক্ষ থেকে রক্তপণ আদায় করলেন কেন?

২. আবূ বাকর ও 'উমার (রা.)-এর মধ্যে এতো কঠোর মতানৈক্য হওয়ার কারণ কী?

আমরা নিম্নে এ দুটি প্রশ্নের উত্তর দিতে চেষ্টা করবো, ইনশা' আল্লাহ।

আবূ বাকর (রা.) কর্তৃক রক্তপণ আদায় করার কারণ

খালিদ (রা.)-এর সাথে আলাপ-আলোচনা ও অন্যান্য দলীল-প্রমাণের মাধ্যমে যদিও আবূ বাকর (রা.)-এর নিকট ঘটনার প্রকৃত রহস্য উদঘাটিত হয়ে গিয়েছিল; কিন্তু এটা অস্বীকার করা যায় না যে, খালিদ (রা.) অত্যন্ত দ্রুততা ও অসাবধানতাবশত কাজটি করেছিলেন। যদি তিনি মালিক ইবনু নুওয়ায়রাহকে হত্যা না করে মাদীনায় পাঠিয়ে দিতেন, তা হলে যখন মালিক মাদীনায় এসে দেখতো যে, বিভিন্ন গোত্রের নেতৃবৃন্দ ইসলামে ফিরে এসেছে, তখন সেও হয়তো সত্যিকারভাবে ইসলামে ফিরে আসতো। তা ছাড়া উম্মু তামীমের সাথে বিয়ে বৈধ হলেও তাতেও প্রয়োজনীয় সাবধানতা অবলম্বন করা হয়নি। এ দুটি কারণে শুরুতে আবূ বাকর (রা.) খালিদ (রা.)-এর ওপর অসন্তুষ্ট হয়েছিলেন। এরপর মুতাম্মিম ইবনু নুওয়াইরাহ (রা.)-এর মনস্তুষ্টি বিধান এবং 'উমার (রা.)কে সান্ত্বনা দানের জন্য তিনি বাইতুল মাল থেকে রক্তপণ আদায় করেন। তীক্ষ্ণ রাজনৈতিক বিচক্ষণতা ও অপূর্ব পরিণামদর্শিতা থেকেই তিনি এরূপ করেছিলেন। নচেত আবূ বাকর (রা.)-এর মতে খালিদ (রা.) অনিচ্ছাকৃত হত্যার দায়েও অভিযুক্ত ছিলেন না। ইরাক বিজয়ের সময়ও মুদাইয়াহ নামক জায়গায় খালিদ (রা.) 'আবদুল 'উযযা (পরবর্তী নাম 'আবদুল্লাহ) ইবনু আবী রুহম ও লাবীদ ইবনু জারীরকে শত্রুদের দুর্গে পেয়ে হত্যা করেন। কিন্তু অনুসন্ধানের পর জানা যায় যে, তাঁরা দু'জনেই মুসলিম ছিলেন এবং এ সংক্রান্ত আবূ বাকর (রা.)-এর একটি পত্রও তাঁদের নিকট ছিল। আবূ বাকর (রা.) এটা অবগত হওয়ার পর তাদের দু'জনের রক্তপণ আদায় করেন এবং সাথে সাথে খালিদ (রা.)-এর পক্ষ থেকে ক্ষমা প্রার্থনা করেন। তবে বলেন, أَمَا إِنَّ ذَٰلِكَ لَيْسَ عَلَيَّ إِذْ نَازَلَ أَهْلَ الْحَرْبِ. -"আমি তো রক্তপণ আদায় করলাম; কিন্তু মূলত এটা আমার ওপর

ওয়াজিব ছিল না। কেননা এ দু'জন নিহত ব্যক্তি মেহমান হিসেবে শত্রুদের দুর্গেই অবস্থান করছিলেন।"[২১৩]

প্রকৃত কথা হলো, অন্যান্য ঘটনার মতো এ ঘটনায়ও রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর খালীফা আবূ বাকর (রা.) ঠিক সেরূপ ব্যবস্থা গ্রহণ করেন, যেরূপ ব্যবস্থা রাসূলুল্লাহ গ্রহণ করেছিলেন, যখন তাঁর জীবদ্দশায় খালিদ (রা.)-এর হাতে বানূ জাযীমার লোকজন নিহত হয়েছিল। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এ ঘটনার কথা শুনে প্রথমে হাত তুলে দু'বারই বললেন, اَللّٰهُمَّ إِنِّي أَبْرَأُ إِلَيْكَ مِمَّا صَنَعَ خَالِدٌ.-"হে আল্লাহ্, খালিদ (রা.) যা কিছু করেছেন, আমি আপনার দরবারে সে জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করছি।"[২১৪] তারপর বানূ জাযীমার নিহতদের প্রত্যেকের অর্ধেক রক্তপণ আদায় করেন। বলাই বাহুল্য যে, এ ঘটনায় নিহতদের আত্মীয়-স্বজনের পক্ষ থেকে রক্তপণের কোনো দাবি ছিল না; তা সত্ত্বেও রাহমাতুল লিল-'আলামীন এটা পছন্দ করেননি যে, তাঁদের রক্ত বৃথা যাক। লক্ষ্যণীয় হলো, এতদসত্ত্বেও রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) খালিদ (রা.)কে পদচ্যুত করেননি; বরং যখনই কেউ তাঁর বিরুদ্ধে নালিশ করতো, তখন তিনি বলতেন,

> لاَ تُؤْذُوا خَالِدًا، فَإِنَّهُ سَيْفٌ مِنْ سُيُوفِ اللّٰهِ، عز وجل، صَبَّهُ اللهُ عَلَى الْكُفَّارِ.
>
> "তোমরা খালিদ (রা.)কে কষ্ট দিয়ো না। কেননা সে হচ্ছে আল্লাহর তরবারিগুলোর মধ্যে অন্যতম। আল্লাহ তা'আলা তাঁকে কাফিরদের জন্য উন্মুক্ত করেছেন।"[২১৫]

আবূ বাকর (রা.)-এর সাথে 'উমার (রা.)-এর মতানৈক্যের কারণ

যে ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর যুগের এবং পরবর্তী যুগের ইতিহাস সম্পর্কে অবগত রয়েছেন, তিনি নিশ্চয়ই জানেন যে, আবূ বাকর (রা.) ও 'উমার (রা.)-এর মধ্যে এ মতানৈক্য প্রথমবারের মতো ছিল না। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর যুগেও উভয়ের মধ্যে বিভিন্ন বিষয়ে অনুরূপ মতানৈক্য পরিলক্ষিত হয়েছে। খিলাফাতের শুরুতেও উসামা (রা.)-এর বাহিনী প্রেরণ এবং যাকাত প্রদানে অস্বীকৃতিজ্ঞাপনকারীদের বিরুদ্ধে জিহাদ ঘোষণা সম্পর্কেও তাঁদের মধ্যে অনুরূপ মতানৈক্য দেখা গেছে; কিন্তু এ ঘটনাগুলোতে অবশেষে 'উমার (রা.) স্বীকার করেছেন

---

২১৩. তাবারী, *তারীখুল উমাম ওয়াল মুলূক*, খ.২,পৃ.৫৮১

২১৪. বুখারী, *আস-সাহীহ*, (কিতাবুল মাগাযী), হা.নং:৩৯৯৪

২১৫. হাকিম, *আল-মুস্তাদরাক*, হা.নং:৫২৯৭; তাবারানী, *আল-মু'জামুল কাবীর*, হা.নং: ৩৮০১; বাযযার, *আল-মুসনাদ*, হা.নং: ২৮৫৭

যে, আবূ বাকর (রা.)-এর অভিমতই ছিল সঠিক। তিনি বলেছিলেন, يَرْحَمُ اللهُ أَبَا بَكْرٍ! هُوَ كَانَ أَعْلَمَ مِنِّى بِالرِّجَالِ.-"আল্লাহ তা'আলা আবূ বাকর (রা.)-এর ওপর রাহমাত করুন, তিনি লোকদের সম্পর্কে আমার চেয়ে অধিক জ্ঞান রাখেন।"[২১৬] সুতরাং বক্ষ্যমান বিষয়টিও সে দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করা যেতে পারে।

'উমার (রা.)-এর খিলাফাত কালে একবার মুতাম্মিম ইবনু নুওয়াইরাহ (রা.) তাঁর নিকট উপস্থিত হয়ে খালিদ (রা.)-এর ওপর তাঁর ভাইয়ের বদলে কিসাস দাবি করেন। তখন 'উমার (রা.) বললেন, لَا أَرُدُّ شَيْئًا صَنَعَهُ أَبُو بَكْرٍ رضي الله عنه.- "আবূ বাকর (রা.) যা কিছু করেছেন, তা আমি রদ্দ করতে পারবো না।"[২১৭]

প্রকৃত কথা হলো, 'উমার (রা.) ছিলেন দীনের ব্যাপারে অত্যন্ত আপোষহীন ও কঠোর মেযাজের। তিনি আবূ কাতাদাহ (রা.)-এর নিকট থেকে মালিকের ঘটনা শুনেন। তা ছাড়া রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর জীবদ্দশায়ও বানূ জাযীমার সাথে খালিদ (রা.) কর্তৃক এরূপ ঘটনা সংঘটিত হয়েছিল, তাই তিনি খালিদ (রা.)-এর প্রতি স্বাভাবিকভাবেই ক্রোধান্বিত হন। কেননা তাঁর মতো একজন বিজ্ঞ ব্যক্তি থেকে একই রূপ ঘটনা বারংবার সংঘটিত হবে তা তিনি কোনো ক্রমেই মেনে নিতে প্রস্তুত ছিলেন না। অপরদিকে আবূ বাকর (রা.)-এর স্বভাব ছিল প্রতিটি কাজে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর আদর্শের অনুসরণ করা। তা ছাড়া তিনি মানব চরিত্রের দুর্বলতা সম্পর্কেও অত্যন্ত সজাগ ছিলেন এবং রাজনৈতিক দূরদর্শিতা ও সৈন্য পরিচালনার ক্ষেত্রেও তাঁর যথেষ্ট অভিজ্ঞতা ছিল। তাই মালিক হত্যার ঘটনায় তিনি মনে করলেন যে, খালিদ (রা.) থেকে হয়তো কোনো ত্রুটি হয়ে গেছে, তবে তিনি এমন বিরাট কোনো অন্যায় করেননি, যার কারণে তাঁর মতো একজন অভিজ্ঞ সেনাপতি ও বীর যোদ্ধাকে সেনাপতির পদ থেকে বরখাস্ত করা হবে এবং এর পরিণাম স্বরূপ সম্মুখ যুদ্ধে মুসলিম বাহিনীকেও বিপদে ফেলা হবে। তা ছাড়া মাদীনায় আগমন করে খালীফার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করাটাই ছিল খালিদ (রা.)-এর উপর্যুক্ত ত্রুটি মার্জনা করার জন্য যথেষ্ট। বর্তমান সভ্য (!) জগতে কী না হচ্ছে? কোনো দায়িত্বশীল ব্যক্তির দ্বারা কোনো অন্যায় প্রকাশিত হলে শুধু একটি শব্দ 'আফসোস' বা 'দুঃখিত' বলে দেওয়াটাই তার ক্ষতিপূরণের জন্য যথেষ্ট হয়ে যায়। প্রকৃতপক্ষে 'উমার (রা.)-এর মেযাজ ছিল এমনিতেই কঠোর, তা ছাড়া তখন পর্যন্ত রাষ্ট্রের পূর্ণ দায়িত্বও তাঁর ওপর অর্পিত হয়নি। ওফাতের সময় আবূ বাকর (রা.) স্বীয় স্থলাভিষিক্ত হিসেবে 'উমার (রা.)-এর নাম সুপারিশ করলে তাঁর কঠোর মেযাজের কারণে কেউ কেউ আপত্তি তোলেন। তখন আবূ বাকর (রা.) ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন, যখন 'উমার (রা.) রাষ্ট্র ও খিলাফাতের দায়িত্ব গ্রহণ করবেন, তখন এমনিতেই

---

২১৬. ইবনু খালদূন, *কিতাবুল 'ইবার..*, খ.২,পৃ.১০৪
২১৭. আকবরাবাদী, *সিদ্দীকে আকবর রা.*, পৃ.২০৮

তাঁর কঠোরতা হ্রাস পেয়ে যাবে। পরবর্তীকালে আবূ বাকর (রা.)-এর ভবিষ্যদ্বাণী অক্ষরে অক্ষরে সত্য প্রমাণিত হয়েছে।

ভণ্ড মুসাইলামা ও ইয়ামামাবাসীদের বিদ্রোহ দমন

'ইকরামাহ ও শুরাহবীল (রা.)-এর নেতৃত্বে বাহিনী প্রেরণ

ইতঃপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর ওফাতের পর চতুর্দিকে যে বিদ্রোহ মাথাচাড়া দিয়ে ওঠেছিল তা দমনের জন্য আবূ বাকর (রা.) এগারোটি বাহিনী বিভিন্ন দিকে প্রেরণ করেন। 'ইকরামাহ ইবনু আবী জাহ্ল (রা.)-এর নেতৃত্বে একটি বাহিনী মুসাইলামা ও ইয়ামামাবাসীদের বিদ্রোহ দমনের জন্য প্রেরণ করা হয়েছিল। পরে যখন আবূ বাকর (রা.) মনে করলেন, শুধু এ বাহিনী যথেষ্ট নয়, তখন শুরাহবীল ইবনু হাসানাহ (রা.)-এর নেতৃত্বে অপর একটি বাহিনীও প্রেরণ করেন। 'ইকরামাহ (রা.) ইয়ামামাহ পৌঁছেই শুরাহবীল (রা.) শরীক হওয়ার পূর্বেই সহসা আক্রমণ শুরু করে দেন; কিন্তু তাতে তাঁকে পিছু হটতে হয়। এ দিকে শুরাহবীল (রা.) এ সংবাদ শুনে ইয়ামামার নিকটেই কোনো এক স্থানে ঘাঁটি স্থাপন করে অবস্থান করতে থাকেন। 'ইকরামাহ (রা.) প্রকৃত ঘটনা আবূ বাকর (রা.)কে অবহিত করলে তিনি অত্যন্ত মর্মাহত হন এবং 'ইকরামাহ (রা.)কে লিখে পাঠান, لَا أَرَيَنَّكَ، وَلَا تَرَانِي، لَا تَرْجِعَنَّ فَتُوهِنَ النَّاسَ.- " আমি তোমাকে (এখন মাদীনায়) দেখতে চাই না এবং তুমিও আমাকে দেখতে আসবে না। তুমি ফিরে এসে লোকদের মনোবল দুর্বল করে ফেলো না।" সাথে সাথে তিনি তাঁকে এ নির্দেশও দেন যে, "তুমি হুযাইফা ও 'আরফাজাহ (রা.)-এর নিকট পৌঁছে 'উমান ও মাহ্রার লোকদের বিরুদ্ধে লড়াই কর। তারপর এ অভিযান যখন শেষ হবে, তখন তোমার বাহিনীসহ ইয়ামান ও হাদরামাউতে মুহাজির ইবনু আবী উমাইয়্যা (রা.)-এর নিকট গিয়ে মিলিত হবে।" আর শুরাহবীল (রা.)কে নির্দেশ দেন, 'খালিদ (রা.) না পৌঁছা পর্যন্ত যেখানেই অবস্থান করছো সেখানেই থাকো। খালিদ (রা.) তোমার সাথে মিলিত হবার পর তাঁর নেতৃত্বে মুসাইলামার সাথে লড়াই কর। মুসাইলামাকে পরাস্ত করার পর তুমি কুদা'আহ পৌঁছে 'আমর ইবনুল 'আস (রা.)কে সাহায্য কর।"[২১৮]

ইয়ামামাহ অভিমুখে খালিদ (রা.)-এর যাত্রা

ইতোমধ্যে খালিদ (রা.) বুতাহ অঞ্চলে তাঁর অভিযান পূর্ণরূপে সম্পন্ন করে মাদীনায় ফিরে আসেন। এখানে এসে প্রথমে তাঁকে খালীফার নিকট মালিক ইবনু নুওয়াইরার ব্যাপারে আত্মপক্ষ সমর্থনে সাফাই পেশ করতে হলো। আবূ বাকর (রা.) তাঁর

---

২১৮. ইবনুল আছীর, *আল-কামিল..*, খ.১,পৃ.৩৭২

ওযর গ্রহণ করলেন, তারপর তাঁকে পুনরায় সসম্মানে বিশিষ্ট মুহাজির ও আনসারদের একটি সেনাদল প্রদান করে মুসাইলামার দিকে প্রেরণ করলেন।

বলাই বাহুল্য, বিদ্রোহীদের সাথে এ যাবত যত যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছে, মুসাইলামার সাথে যুদ্ধ তা থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। কেননা মাদীনার পার্শ্ববর্তী এলাকার যে সব বিদ্রোহী মাদীনা আক্রমণ করতে চেয়েছিল, তাদের মধ্যে কেউ নুবুওয়াতের দাবি করেনি। কেবল যাকাতের দায়ভার থেকে মুক্তি লাভের জন্যই তারা বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিল। আর ভণ্ড নাবীদের মধ্যে ইতঃপূর্বে যাদেরকে পরাস্ত করা হয়েছে, তারা নানা দিক দিয়ে দুর্বল ছিল। তাদের নিজ সম্প্রদায়ের লোকেরা তাদের মধ্যে ভাঙ্গন সৃষ্টি করে তাদেরকে দুর্বল করে দিয়েছিল। পক্ষান্তরে ইয়ামামায় যদিও ছুমামাহ ইবনু উছাল[২১৯], মা'মার ইবনু কিলাব আর-রুম্মানী[২২০], হানীফ ইবনু 'উমাইর আল-ইয়াশকুরী[২২১] ও 'আমির

---

২১৯. বানূ হানীফার সাধারণ লোকেরা যদিও মুসাইলামার অনুসারী ছিল; তথাপি তাঁদের মধ্যে এমন কয়েকজন ব্যক্তির নামও ইতিহাসে পাওয়া যায় যে, যারা ঐ সময় ইসলামের ওপর অটল ছিলেন এবং মুসাইলামার বিদ্রোহ দমনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিলেন। তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন, ১. ছুমামাহ ইবনু উছাল (রা.)। তিনি বানূ হানীফা গোত্রের একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি ছিলেন। একবার তিনি মুসাইলামার অনুসারীদেরকে উদ্দেশ্য করে বলেছিলেন,

"ওহে বানূ হানীফাহ, ধিক! তোমরা আমার কথা শোনো, তবেই তোমরা সঠিক পথ পাবে। তোমরা আমার নির্দেশ মেনে চলো, তবেই তোমরা সুপথপ্রাপ্ত হবে। জেনে রেখো যে, মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ছিলেন একজন প্রেরিত নাবী। তাঁর নুবুওয়াতের ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই। আর মুসাইলামাহ একজন বড্ড মিথ্যুক। তোমরা তাঁর কথায় ও মিথ্যাচারিতায় প্রতারিত হয়ো না।..."

কোনো কোনো রিওয়ায়াত থেকে জানা যায় যে, খালিদ (রা.)-এর আগমনের পূর্বে ছুমামাহ (রা.) 'ইকরামাহ ইবনু আবী জাহল (রা.)-এর সহায়তায় মুসাইলামার বিরুদ্ধে লড়াইও করেছিলেন। (ইবনু কাছীর, *আল-বিদায়াতু ওয়ান নিহায়াতু*, খ.৬,পৃ.৩৫২) অন্য একটি রিওয়ায়াত থেকে জানা যায় যে, তিনি বানূ হানীফা গোত্রের একদল লোক সাথে নিয়ে রাতের আঁধারে খালিদ (রা.)-এর সাথে মিলিত হন এবং তাঁরা ইয়ামামার যুদ্ধে মুসলিমদের সাথে মিলে মুসাইলামার বিরুদ্ধে লড়াইয়ে অংশ গ্রহণ করেন। (মাহদী, *আছ-ছাবিতূনা..*, পৃ.৫২)

২২০. মা'মার (রা.) ছিলেন ছুমামাহ ইবনু উছাল (রা.)-এর একজন প্রতিবেশী। তিনি মুসাইলামা ও তার অনুসারীদেরকে সৎ পথে ফিরে আনতে বহু চেষ্টা করেন এবং খালিদ (রা.)-এর সাথে ইয়ামামার যুদ্ধেও অংশগ্রহণ করেন।

২২১. হানীফ ইবনু 'উমাইর আল-ইয়াশকুরী (রা.) খালিদ (রা.)-এর সাথে ইয়ামামার যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। তিনি নিজের ও নিজের কাওমের ধর্মীয় অবস্থান সম্পর্কে একটি চমৎকার কবিতা রচনা করেন। এটি সে সময় সর্বসাধারণের মুখে মুখে ছড়িয়ে পড়েছিল। এর কয়েকটি চরণ হলো-

إن ديني دين النبي وفي القـــ ... وم رجال ليسوا لنا برجال

أهلك القوم محكم بن طفيل ... ورجال ليسوا لنا برجال

إن تكن ميتتي على فطرة اللـــ ... ه حنيفا فإنني لاأبالي

-"আমার দীন হলো রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর দীনই। কাওমের

ইবনু মুসাইলামা (রা.) প্রমুখের মতো কয়েকজন নিষ্ঠাবান মুসলিম ছিলেন; কিন্তু সর্বসাধারণ মুসাইলামার অনুসারী ছিল, তারা কখনো রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)কে নাবী বলে স্বীকার করেনি। তারা বিশ্বাস করতো, কুরাইশদের মতো নুবুওয়াত পদের অধিকার তাদেরও আছে। তারা মনোবল, ধনবল, ঐক্য-সংহতি, মর্যাদা ও প্রভাব-প্রতিপত্তিতে কুরাইশদের চেয়ে কম নয়। সেনাবলেও তারা কুরাইশদের চেয়ে অধিক বলীয়ান। তাই তারা মুসলিম বাহিনীর ওপর জয়লাভের পূর্ণ বিশ্বাস নিয়েই পূর্ণ বিক্রমের সাথে যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়। এ দিকে আবূ বাকর (রা.) মুসাইলামার শক্তি-সামর্থ্য এবং ঐক্য-সংহতি সম্পর্কে পূর্ব থেকেই অবহিত ছিলেন। সুতরাং তিনি মুসাইলামার বিরুদ্ধে সর্বশক্তি নিয়োজিত করতে যত্নবান হন। তিনি খালিদ (রা.)কে কেবল একটি সাধারণ বাহিনী দিয়ে প্রেরণ করাই যথেষ্ট মনে করেননি। তাঁর সাথে নেতৃস্থানীয় মুহাজির ও আনসার, যাঁরা বাদর ও হুনাইনের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন এবং যাঁদের মধ্যে বহু প্রখ্যাত হাফিয ও কারী ছিলেন তাঁদেরকে পাঠান।[২২২] আবূ হুযাইফা ইবনু 'উতবাহ ও যায়িদ ইবনু খাত্তাব (রা.) মুহাজিরদের দলের নেতা ছিলেন এবং ছাবিত ইবনু কায়স ইবনি শাম্মাস (রা.) ছিলেন আনসারগণের দলনেতা। অধিকন্তু আবূ বাকর (রা.) শারীক আল-ফাযারী (রা.)-এর মাধ্যমে খালিদ (রা.)কে লিখে পাঠান,

....فانظر إلى بني حنيفة إذا لقيتهم إن شاء الله، فإنك لم تلق قوماً يشبهون بني حنيفة، كلهم عليك ولهم بلاد واسعة، فإذا قدمتَ فباشر الأمر بنفسك، واجعل على ميمنتك رجلاً، وعلى ميسرتك رجلاً، واجعل على خيلك رجلاً، واستشر مَن معك من أكابر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من المهاجرين والأنصار...

"...বানূ হানীফার প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখ। ইনশা' আল্লাহ, যদি তোমার সাথে তাদের সাক্ষাত হয়, (তবে মনে রেখো যে,) তুমি আজ পর্যন্ত তাদের মতো কোনো

মধ্যে আমার মতো অনেকেই হিদায়াতের ওপর রয়েছেন। মুহাক্কাম ইবনু তুফাইল ও কয়েকজন পরজীবী গোটা জাতিকেই ধ্বংস করে দিয়েছে। যদি সত্যিকারভাবে ইসলামের ওপর আমার মৃত্যু হয়, তবে আমি কারোই পরওয়া করি না।" (ইবনু হাজার, *আল-ইসাবাহ,* খ.২,পৃ.১৮৪; জাওয়াদ 'আলী, *আল-মুফাছ্ছাল..,* খ.১৮,পৃ.৩২২)

২২২. বাদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সাহাবীদেরকে আবূ বাকর (রা.) অত্যন্ত সম্মান করতেন। তিনি তাঁদেরকে এতোই বারকাতপূর্ণ মনে করতেন যে, অন্য কোনো যুদ্ধে তাঁদেরকে পাঠানো পছন্দ করতেন না। (তাবারী, *তারীখুল উমাম ওয়াল মুলূক,* খ.২, পৃ.৫০৫) ইয়ামামার যুদ্ধের গুরুত্ব এতেই অনুমান করা যায় যে, আবূ বাকর (রা.)কে তাঁর ব্যক্তিগত চিন্তার বিরুদ্ধেই ঐ সময় বাদরী সাহাবীগণকে প্রেরণ করতে হয়েছিল।

শক্তিশালী কাওমের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হওনি। তারা সকলেই তোমার বিরুদ্ধে দলবদ্ধ। তদুপরি তাদের এলাকাও হলো সুবিস্তৃত। অতএব যখনই তুমি সেখানে পৌঁছবে, নিজেই সরাসরি সকল কাজের দায়িত্ব পালন করবে। তোমার ডানে ও বামে একজন করে নেতা মোতায়েন করে রাখবে এবং অশ্বারোহী বাহিনীর ওপরও একজন নেতা নিযুক্ত করে দেবে। সকল ব্যাপারে তোমার সমভিব্যাহারে যাত্রারত বিশিষ্ট মুহাজির ও আনসারগণের সাথে পরামর্শ করবে।..."[২২৩]

মোট কথা, আবূ বাকর (রা.)-এর নির্দেশ মতো খালিদ (রা.) অত্যন্ত সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার মধ্য দিয়ে মুসাইলামার সাথে যুদ্ধ করার জন্য ইয়ামামার দিকে রওয়ানা হন। তাঁর সৈন্য সংখ্যা ছিল সর্বমোট তেরো হাজার। তিনি প্রথমে বুতাহ যান। সেখানে যে সকল সৈন্য পূর্ব থেকে তৈরি ছিল তাদেরকে সাথে নিয়ে ইয়ামামাহ অভিমুখে যাত্রা করেন। পেছনের দিক থেকে যাতে কেউ মুসলিম বাহিনীকে আক্রমণ করতে না পারে, সে জন্য আবূ বাকর (রা.) খালিদ (রা.)-এর পেছনে সালিত (রা.)-এর নেতৃত্বে অন্য আরো একটি বাহিনী প্রেরণ করেন। এ দিকে শুরাহবীল (রা.) খালিদ (রা.)-এর আগমনের প্রতীক্ষা না করেই যুদ্ধ শুরু করে দেন এবং পরাজিত হয়ে পিছু হঠতে বাধ্য হন। খালিদ (রা.) এ কথা জানতে পেরে শুরাহবীল (রা.)-এর প্রতি খুবই রাগান্বিত হন এবং বললেন, পরাজিত হওয়ার চেয়ে পেছনে পড়ে থাকাই শ্রেয় ছিল।[২২৪]

মাজ্জা'আহ্-এর গ্রেফতার প্রসঙ্গ

খালিদ (রা.) ইয়ামামাহ থেকে এক রাতের দূরত্বে অবস্থিত 'সানিয়্যাতুল ইয়ামামাহ' নামক স্থানে পৌঁছে চল্লিশ (মতান্তর ষাট জন) লোকের একটি অশ্বারোহী দলের সাক্ষাৎ পান। এর সর্দার ছিল মাজ্জা'আহ ইবনু মুরারাহ। সে ছিল বানূ হানীফার একজন প্রভাবশালী লোক। খালিদ (রা.) তাকে ইসলামের শত্রু মনে করে তাকে ও তার সাথীদেরকে হত্যা করার নির্দেশ দেন। তখন মাজ্জা'আহ বললো, আমরা আপনাদের বিরুদ্ধে অস্ত্র চালনা করতে আসিনি। আমরা বানূ তামীম ও বানূ 'আমির থেকে আমাদের আত্মীয়দের হত্যার প্রতিশোধ নিয়ে ফিরে আসছি। খালিদ (রা.) কোনোভাবেই তাঁদের কথা বিশ্বাস করতে পারলেন না। তাঁর ধারণা হলো, এরা নিশ্চয় শত্রুপক্ষের গুপ্তচর হবে। তাই তিনি তাদের সকলকে হত্যা করতে নির্দেশ দেন। কোনো কোনো রিওয়ায়াতে রয়েছে, এ সময় খালিদ (রা.) তাদেরকে জিজ্ঞেস করলেন, "ইসলাম সম্পর্কে তোমাদের কী অভিমত?" তারা বললো, نَقُولُ : مِنَّا نَبِيٌّ وَمِنْكُمْ نَبِيٌّ. -"আমাদের কথা হলো- আপনাদের যেমন একজন নাবী আছেন, তদ্রূপ আমাদেরও একজন নাবী আছেন।"

---

২২৩. মুহাম্মাদ আল-হিময়ারী, *আর-রাওদুল মি'তার..*, পৃ.৬২০

২২৪. তাবারী, *তারীখুল উমাম ওয়াল মুলূক*, খ.২,পৃ.৫০৫

খালিদ (রা.) এ কথা শুনে তৎক্ষণাৎ তাদের হত্যা করার নির্দেশ দিলেন। এ সময় হঠাৎ মাজ্জা'আর সাথীদের মধ্যে সারিয়া নামক এক ব্যক্তি বলে ওঠলো, "সামনে ইয়ামামার যুদ্ধে যদি তোমরা কোনো কল্যাণ পেতে চাও, তবে অন্তত মাজ্জা'আহকে বাঁচিয়ে রাখো।" এ কথার গুরুত্ব অনুভব করতে পেরে খালিদ (রা.) তাকে বন্দী করেন এবং তাঁর স্ত্রী উম্মু তামীমের হিফাযাতের দায়িত্ব দেন।[২২৫]

মনস্তাত্ত্বিক চাপ সৃষ্টি

খালিদ (রা.)-এর একটি কৌশল এই ছিল যে, তিনি যুদ্ধ শুরু করার পূর্বে প্রায়ই শত্রুদের ওপর মানসিক চাপ সৃষ্টি করতে চেষ্টা করতেন। ইয়ামামার যুদ্ধেও তিনি এ কৌশল প্রয়োগ করেন। তিনি যুদ্ধ শুরু করার পূর্বে যিয়াদ ইবনু লাবীদ (রা.)কে ইয়ামামার সর্দার ও মুসাইলামার একান্ত সহযোগী মুহাক্কাম ইবনু তুফাইলের নিকট পাঠান এবং বলেন, যদি পারো, তা হলে তার মনোবল ভেঙ্গে দেবে। মুহাক্কাম ছিল যিয়াদ (রা.)-এর বন্ধু। যিয়াদ (রা.) তার কাছে একটি হুমকিজ্ঞাপক কবিতা লিখে পাঠান। এর কয়েকটি চরণ হলো-

ويل اليمامة ويل لا فراق له ... إن جالت الخيل فيها بالقنا الصادي

والله لا تنثي عنكم أعنتها ... حتى تكونوا كأهل الحجر أو عاد

-"ইয়ামামার জন্য ধ্বংস, তা নিরন্তর ধ্বংস হবে, যদি সেখানে অশ্বদল তৃষ্ণার্ত বর্শা নিয়ে ঘোরাঘুরি করে।

আল্লাহর কাসাম, ঘোড়ার লাগাম তোমাদেরকে নিস্তার দেবে না, যে যাবত না তোমরা হিজ্‌রবাসী বা 'আদ জাতির মতো ধ্বংস হও।"[২২৬]

অনুরূপভাবে খালিদ (রা.) একই উদ্দেশ্যে ইয়ামামার অধিবাসী 'উমাইর ইবনু সালিহ আল-ইয়াশকুরী (রা.)কেও যিনি ইসলামে অটল ছিলেন এবং মুসলিম বাহিনীতে যোগ দিয়েছিলেন- তাঁর নিজের গোত্রের কাছে পাঠান। তিনি গিয়ে নিজের গোত্রকে উদ্দেশ্য করে বললেন,

يا أهل اليمامة ! أظلكم خالد في المهاجرين والأنصار قد تركت القوم والله

يتبايعون على فتح اليمامة قد قضوا وطرا من أسد وغطفان وأنتم في أكفهم

---

২২৫. তাবারী, *তারীখুল উমাম ওয়াল মুলূক*, খ.২,পৃ.৫০৯-৫১০; ইবনু কাছীর, *আল-বিদায়াতু ওয়ান নিহায়াতু*, খ.৬,পৃ.৩৫৬

২২৬. সুলাইমান, *মুখতাছারু সীরাতির রাসূল (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)*, পৃ.২০৮

وقولهم : لا قوة إلا بالله إني رأيت أقواما إن غلبتموهم بالصبر غلبوكم بالنصر وإن غلبتموهم على الحياة غلبوكم على الموت وان غلبتموهم بالعدد غلبوكم بالمدد لستم والقوم سواء الإسلام مقبل والشرك مدبر وصاحبهم نبي وصاحبكم كذاب ومعهم السرور ومعكم الغرور فالآن – والسيف في غمده والنبل في جفيره قبيل أن يسل السيف ويرمي بالسهم.

-"হে ইয়ামামাবাসী, খালিদ (রা.) মুহাজির ও আনসারগণকে নিয়ে তোমাদের নিকট সমুপস্থিত। তাঁরা নিজেদের কাওমকে ছেড়ে এসেছেন। আল্লাহর কাসাম, তারা ইয়ামামা বিজয়ের জন্য অঙ্গীকারাবদ্ধ। (ইতঃপূর্বে) তাঁরা বানূ আসাদ ও গাতফান থেকে নিজেদের মনোবাঞ্ছনা পূরণ করেছেন। এখন তোমরা তাঁদের হাতের নাগালের মধ্যেই রয়েছো। তাঁদের কথা হলো- আল্লাহই হলেন সর্বশক্তির আধার। আমি তো এমন কিছু সম্প্রদায় দেখতে পাচ্ছি, যদি তোমরা যুদ্ধে ধৈর্যের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন কর, তবুও তারা (আল্লাহর) সাহায্যপুষ্ট হয়ে তোমাদেরকে পরাস্ত করবে। যদি তোমরা জীবন সংগ্রামে তাদের ওপর বিজয়ী হও, তবে তাঁরা মৃত্যুর সংগ্রামে তোমাদেরকে পরাস্ত করবে। যদি তোমরা সংখ্যাবিচারে তাদের চেয়ে প্রাধান্য লাভ কর, তবে তাঁরা মদদপুষ্ট হয়ে তোমাদেরকে পরাজিত করবে। তোমরা এবং তাঁরা মোটেই সমতুল্য নয়। ইসলাম হলো অগ্রসরমান আর শির্ক হলো পশ্চাৎপদ। তাঁদের অনুসৃত ব্যক্তি হলেন একজন নাবী, আর তোমাদের অনুসৃত ব্যক্তি হলো একজন বড্ড মিথ্যাবাদী। তাঁদের সাথে রয়েছে নিখাদ আনন্দ-আহ্লাদ, আর তোমাদের সাথে প্রবঞ্চনা। এখনো তরবারি কোষের মধ্যে এবং তীর তূণের মধ্যেই রয়েছে। অতএব, এই মুহূর্তে তোমরা নিজেদের অবস্থা বিবেচনা করে দেখো।"[২২৭]

খালিদ (রা.) ছুমামাহ ইবনু উছাল (রা.)কেও তাঁর গোত্রের নিকট পাঠান। তিনি গিয়ে তাঁর গোত্রের লোকদেরকে যুদ্ধের ব্যাপারে ভয় প্রদর্শন করে বলেন,

...بَعَثَ إِلَيْكُمْ رَجُلًا لَا يُسَمَّى بِاسْمِهِ وَلَا بِاسْمِ أَبِيْهِ، يُقَالُ لَهُ : سَيْفُ اللهِ، مَعَهُ سُيُوفٌ لِلهِ كَثِيْرَةٌ، فَانْظُرُوا فِي أَمْرِكُمْ.

২২৭. তদেব

-"..আবূ বাকর (রা.) তোমাদের নিকট এমন এক ব্যক্তিকে পাঠিয়েছেন, যিনি নিজের নামে কিংবা পিতার নামে সুপরিচিত নন। তিনি 'সাইফুল্লাহ' (আল্লাহর তরবারি) নামেই সুখ্যাত। তদুপরি তাঁর সাথে রয়েছে আরো অজস্র আল্লাহর তরবারি। অতএব, তোমরা নিজেদের অবস্থা বিবেচনা করে দেখ।"[২২৮]

প্রচণ্ড যুদ্ধ

মুসলিম বাহিনী সামনে অগ্রসর হয়ে ইয়ামামার অন্তর্গত 'আকরাবা' নামক স্থানে গিয়ে পৌঁছলো। তাঁদের সাথে বন্দী অবস্থায় মাজ্জা'আহও ছিল। সেখানে মুসাইলামা তার চল্লিশ হাজার, মতান্তরে ষাট হাজার সৈন্য নিয়ে শত্রুর প্রতীক্ষা করছিল।[২২৯] উল্লেখ্য, এ যুদ্ধ হিজরী ১১ সনের যুলহাজ্জ মাসে সংঘটিত হয়।[২৩০]

দ্বিতীয় দিন খালিদ (রা.) তাঁর সৈন্যদের পাঁচ ভাগে বিন্যস্ত করেন। সম্মুখভাগের নেতৃত্ব খালিদ আল-মাখযূমী (রা.)-এর ওপর, ডান দিকের নেতৃত্ব আবূ হুযাইফাহ ইবনু 'উতবাহ (রা.)-এর ওপর, বাম দিকের নেতৃত্ব শাজা' (রা.)-এর ওপর এবং মূল অংশের নেতৃত্ব যায়িদ ইবনুল খাত্তাব (রা.)-এর ওপর সোপর্দ করা হয়। উসামা ইবনু যায়িদ (রা.)কে অশ্বারোহী বাহিনীর দায়িত্ব দেয়া হয়। খালিদ (রা.) নিজে একদল সৈন্য নিয়ে মধ্যখানে অবস্থান গ্রহণ করেন। মুসাইলামাও তার সৈন্যদেরকে সারিবদ্ধভাবে সাজায়। বাহিনীর এক ভাগের দায়িত্ব মুহাক্কাম ইবনু তুফাইলের ওপর এবং অপর ভাগের দায়িত্ব নাহারুর রাজ্জালের ওপর অর্পণ করা হয়। দু দলই বিজয়ের দৃঢ় আশা নিয়ে যুদ্ধের জন্য পরস্পর সামনে দাঁড়িয়ে গেলো। ইয়ামান, 'উমান, বাহরাইন, হাদরামাউত ও মাহরা প্রভৃতি স্থানের বিদ্রোহীরা, এমন কি পারসিকরাও মুসাইলামার পক্ষে যুদ্ধের সুফল দেখবার জন্য ব্যাকুলভাবে প্রতীক্ষমান ছিল।

যুদ্ধ হবার পূর্বক্ষণে মুসাইলামার পুত্র শুরাহবীল তাদের বাহিনীকে উচ্চস্বরে সম্বোধন করে বললো,

يَا بَنِي حَنِيْفَةَ، قَاتِلُوا فَإِنَّ الْيَوْمَ يَوْمُ الْغَيْرَةِ، فَإِنْ انْهَزَمْتُمْ تَسْتَرْدِفُ النِّسَاءُ سَبِيَّاتٍ، وَيُنْكَحْنَ غَيْرَ خَطِيْبَاتٍ؛ فَقَاتِلُوا عَنْ أَحْسَابِكُمْ، وَامْنَعُوا نِسَاءَكُمْ.

---

২২৮. *তদেব*

২২৯. তাবারী, *তারীখুল উমাম ওয়াল মুলূক*, খ.২,পৃ.৫০৮

২৩০. ঐতিহাসিক ওয়াকিদী ও অন্যানের মতে, এ যুদ্ধ হিজরী ১২ সনে সংঘটিত হয়। এ দু'ধরনের রিওয়ায়াতের মধ্যে এভাবে সমন্বয় করা যায় যে, যুদ্ধটি শুরু হয় হিজরী ১১ সনে এবং শেষ হয় ১২ সনে। (ইবনু কাছীর, *আল-বিদায়াতু ওয়ান নিহায়াতু*, খ.৬,পৃ.৩৫৯)

-"হে বানূ হানীফা, তোমরা লড়াইয়ে অবতীর্ণ হও। কেননা আজকের দিনটি হলো আক্রমণের, মর্যাদা রক্ষার দিন। যদি তোমরা পরাজয় বরণ কর, তা হলে তোমাদের মহিলাদেরকে দাসীতে পরিণত করা হবে এবং বলপূর্বক বিয়ে দেয়া হবে। সুতরাং তোমরা বংশ মর্যাদা রক্ষার খাতিরে শত্রুদের সাথে লড়াই কর এবং তোমাদের মহিলাদের সম্মান রক্ষা কর।"[২৩১]

মুসলিম বাহিনীর পতাকা প্রথমে 'আবদুল্লাহ ইবনু হাফস ইবনি গানিম (রা.)-এর হাতে ছিল। পরে হুযাইফা (রা.)-এর গোলাম সালিম (রা.)কে এ দায়িত্ব দেয়া হয়। সালিম (রা.) ছিলেন কুর'আনের একজন হাফিয। এক ব্যক্তি তাঁকে বললো, যদি আপনি শাহাদাত বরণ করেন, তা হলে তো কুর'আনের একজন বাহক বিদায় নেবে। তিনি জবাবে বললেন, 'যদি আমি এরূপ আশঙ্কা করি, তা হলে আমার চেয়ে খারাপ কুর'আন বহনকারী আর কেউ নেই।' এমন সময় মুসাইলামার একান্ত সহকারী নাহারুর রাজ্জাল সারি থেকে বের হয়ে আহ্বান করতে লাগলো, هَلْ مِنْ مُبَارِزٍ؟ -'আমার সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার মতো কেউ কি আছে?' প্রত্যুত্তরে মুসলিম বাহিনীর পক্ষ থেকে 'উমার (রা.)-এর ভাই যায়িদ ইবনুল খাত্তাব (রা.) অগ্রসর হন এবং তাকে এমন তীব্রভাবে আক্রমণ করেন যে, সে সাথে সাথে নিহত হয়। এ সময় দু পক্ষের মধ্যেই চরম উত্তেজনা বৃদ্ধি পায়। প্রচণ্ড যুদ্ধ শুরু হয়। মুসাইলামার প্রতিটি সৈন্য পতঙ্গের মতো ঝাঁপিয়ে পড়ে নিজের জীবন বিসর্জন দিতে থাকে। কেননা এ ব্যাপারে তারা নিশ্চিত ছিল যে, যদি এ যুদ্ধে তারা পরাজিত হয়, তা হলে দক্ষিণ আরবের হাতে হিজাযের নেতৃত্ব চিরদিনের জন্য চলে যাবে। আর চরম গোত্রীয় অহমিকার কারণে এটা ছিল তাদের কাছে মৃত্যুতুল্য। ঘটনাক্রমে মুসলিমদের জন্য এটা ছিল প্রথমবারের মতো ভয়ানক ও কঠিন যুদ্ধ। বানূ হানীফার প্রথম আক্রমণে মুসলিম সৈন্যগণ তাল সামলাতে না পেরে পিছু হটতে আরম্ভ করলেন। এ অবস্থা প্রত্যক্ষ করে মুসাইলামার বাহিনীর সাহস এতো বৃদ্ধি পায় যে, তারা খালিদ (রা.)-এর তাঁবু পর্যন্ত পৌঁছে যায়। এখানে খালিদ (রা.)-এর নতুন স্ত্রী উম্মু তামীম অবস্থান করছিলেন। আক্রমণকারীরা তাঁর প্রহরায় মাজ্জা'আহকে শৃঙ্খলাবদ্ধ অবস্থায় দেখতে পেয়ে তাঁকে হত্যা করতে উদ্যত হয়। কিন্তু মাজ্জা'আহ বললো, "এ মহিলা অত্যন্ত ভালো। তোমরা তাঁকে ছেড়ে দিয়ে পুরুষদের দিকে ধাবিত হও। আমি তাকে নিরাপত্তা দান করেছি।" এ সময় যুদ্ধের অবস্থা তাদের অনুকূলে মনে করে মাজ্জা'আহকে শৃঙ্খলাবদ্ধ রেখেই তারা চলে যায়।[২৩২]

---

২৩১. তাবারী, *তারীখুল উমাম ওয়াল মুলূক*, খ.২,পৃ.৫০৯; ইবনুল আছীর, *আল-কামিল..*, খ.১,পৃ.১৭৩

২৩২. তাবারী, *তারীখুল উমাম ওয়াল মুলূক*, খ.২,পৃ.৫১২

মুসলিম সৈন্যগণ সাময়িকভাবে পশ্চাদপসরণ করলেও তাঁদের হাতে মুসাইলামা বাহিনীর বহু সৈন্য হতাহত হয়। এদের মধ্যে মুসাইলামার অন্যতম অবলম্বন মিথ্যা সাক্ষ্যদাতা নাহারুর রাজ্জাল হলো বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। কিছুক্ষণের মধ্যে মুসলিম সৈন্যগণ নিজেদের সামলে নিলেন। তাঁরা একে অপরকে ধৈর্য, সহনশীলতা ও দৃঢ়তার জন্য অনুপ্রাণিত করতে লাগলেন। খালিদ (রা.) ঘোষণা করলেন, أَيُّهَا النَّاسُ، امْتَازُوا لِنَعْلَمَ بَلَاءَ كُلِّ حَيٍّ. -"হে লোকেরা, তোমরা প্রত্যেক গোত্র পৃথকভাবে যুদ্ধ কর। আমি দেখতে চাই, আজ আমাদের মধ্যে কোন গোত্র শত্রুর মুকাবিলায় অধিক বীরত্ব দেখাতে পারে।"[২৩৩] খালিদ (রা.)-এর এ ঘোষণা বেশ কার্যকর ভূমিকা রাখলো। প্রত্যেক গোত্রের প্রত্যেক সৈন্যই দৃঢ় মনোবল সঞ্চয় করে প্রাণপণে লড়াই করতে এগিয়ে এলো। এ সময় ছাবিত ইবনু কায়স (রা.) বলে ওঠেন, بِئْسَمَا عَوَّدْتُمْ أَنْفُسَكُم يَا مَعْشَرَ الْمُسْلِمِيْنَ ... وَأَبْرَأُ إِلَيْكَ مِمَّا يَصْنَعُ هَؤُلَاءِ يَعْنِى الْمُسْلِمِيْنَ. -"হে মুসলিমগণ, তোমাদের কী যে খারাপ অবস্থা! ...হে আল্লাহ, যারা পৃষ্ঠপ্রদর্শন করেছে তাদের সাথে আমার কোনোই সম্পর্ক নেই।" যায়িদ ইবনু খাত্তাব (রা.) বলতে থাকেন, لَا وَاللهِ لَا أَتَكَلَّمُ الْيَوْمَ حَتَّى نَهْزِمَهُمْ أَوْ أَلْقَى اللهَ فَأُكَلِّمَهُ بِحُجَّتِي. -"আল্লাহর শপথ, আমি আজ ততক্ষণ পর্যন্ত কারো সাথে কথা বলবো না, যতক্ষণ না আমরা শত্রুদের পরাজিত করি কিংবা আমি শাহাদাত বরণ করি।" আবূ হুযায়ফা (রা.) উচ্চস্বরে চিৎকার করে বলতে থাকেন, يَا أَهْلَ الْقُرْآنِ، زَيِّنُوا الْقُرْآنَ بِالْفِعَالِ. -"হে আহলে কুর'আন, তোমরা তোমাদের কাজের দ্বারা কুর'আনের সৌন্দর্য বৃদ্ধি কর।" বারা' ইবনু মালিক (রা.) জীবনে কোনো দিন পৃষ্ঠপ্রদর্শন করেননি। তিনি সৈন্যদের পশ্চাদপসরণ দেখে যুদ্ধক্ষেত্রে ঝাঁপিয়ে পড়ে বললেন, أَنَا الْبَرَاءُ ابْنُ مَالِكٍ، هَلُمَّ إِلَيَّ. - "আমি বারা' ইবনু মালিক। তোমরা আমার কাছে এসো,"[২৩৪] ইসলামের এ বীর সেনানীগণ নিজ নিজ জায়গায় বাঘের মতো হুঙ্কার ছাড়ছিলেন। ইত্যবসরে খালিদ (রা.) এমন তীব্রভাবে আক্রমণ করেন যে, শত্রুরা পিছু হটতে বাধ্য হয়। কিন্তু কিছু দূর গিয়ে তারা আবার পাল্টা হামলা শুরু করে। ফলে পুনরায় প্রচণ্ড যুদ্ধ শুরু হয়। মুহাজির, আনসার, নগরবাসী, মরুবাসী তথা প্রতিটি মুজাহিদ দলবদ্ধ হয়ে বীরত্ব প্রদর্শন করছিলেন। প্রত্যেক সেনাদলকে পৃথক হওয়ার জন্য খালিদ (রা.) নির্দেশ প্রদান করেন। খালিদ (রা.) শত্রুব্যূহের প্রতি দৃষ্টিপাত করে প্রত্যক্ষ করলেন যে, মুসাইলামাহ তার স্থানে দৃঢ়ভাবে দাঁড়িয়ে আছে এবং তার সহযোগীরা তাকে ঘিরে রেখেছে। এ সময় খালিদ (রা.) ভাবলেন, যে যাবত মুসাইলামার বিশেষ দলের ওপর আক্রমণ করে তাদেরকে পরাজিত করা না হবে, ততক্ষণ পর্যন্ত শত্রুদের ব্যূহ ভেদ করা সম্ভব হবে না। সুতরাং তিনি হুঙ্কার

---

২৩৩. তাবারী, *তারীখুল উমাম ওয়াল মুলূক*, খ.২,পৃ.৫১৩

২৩৪. তাবারী, *তারীখুল উমাম ওয়াল মুলূক*, খ.২,পৃ.৫১৩

ছেড়ে মুসাইলামার দলের ওপর আক্রমণ চালান। এবার যুদ্ধের ভয়াবহতা এতো বৃদ্ধি পেলো যে, শত্রু সৈন্যরা সামনে অগ্রসর হওয়ার সাথে সাথে মাটিতে লুটিয়ে পড়তে লাগলো। এভাবে শত্রুদের বহু বীর প্রাণ হারালো। মুসাইলামা এ অবস্থা প্রত্যক্ষ করে নিজেই খালিদ (রা.)-এর সাথে যুদ্ধ করে তাকে হত্যা করার জন্য অগ্রসর হলো। কিন্তু ভীতি ও দুর্ভাবনার কারণে কিছুটা অগ্রসর হয়ে পুনরায় পেছনে ফিরে গেল। ইতোমধ্যে খালিদ (রা.) নিজের দলের সৈন্যদেরকে নিয়ে হঠাৎ এমন প্রচণ্ডভাবে আক্রমণ পরিচালনা করলেন যে, মুসাইলামার জন্য তখন পালিয়ে যাওয়া ছাড়া গত্যন্তর রইলো না। এ সময় মুসাইলামার একান্ত ভক্তরা তাকে বারংবার জিজ্ঞেস করলো, فَأَيْنَ مَا كُنْتَ تَعِدُنَا؟-"তুমি আমাদের সাথে বিজয়ের যে অঙ্গীকার করেছিলে, তা কোথায় গেল?" কিন্তু তখন এ সব কথার উত্তর দেবার সময় তার ছিল না। পালিয়ে যাবার সময় সে লোকদের বলে যাচ্ছিলো, قَاتِلُوا عَنْ أَحْسَابِكُمْ. -"এখন তোমাদের বংশের মান-মর্যাদার রক্ষার জন্য যুদ্ধ করতে থাকো।" কিন্তু বাহ্যিক দৃষ্টিতে এ অবস্থায় তার কথার কী প্রতিক্রিয়া হতে পারে? ফল হলো এই যে, তার সৈন্যদের সাহস ভেঙ্গে পড়লো এবং তারাও যুদ্ধের মাঠ থেকে পালিয়ে যেতে লাগলো। কিছু দূরে একটি বাগান ছিল। এর চারপাশ সুউচ্চ প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত ছিল।[২৩৫] সেনাপতি মুহাক্কাম ইবনু তুফাইল চিৎকার করে বললো, يَا بَنِي حَنِيْفَةَ، الْحَدِيْقَةَ! الْحَدِيْقَةَ! -"হে বানূ হানীফা, বাগান! বাগান!"[২৩৬] অর্থাৎ বাগানে গিয়ে আশ্রয় গ্রহণ কর। যা হোক তার লোকেরা দুর্গে প্রবেশ করে তার ফটক বন্ধ করে দেয়।

এবার মুসলিম সৈন্যগণ মুসাইলামার বাগান অবরোধ করলেন এবং ভেতরে প্রবেশের প্রবল চেষ্টা করতে লাগলেন; কিন্তু পথ পাওয়া গেলো না। অবশেষে দুঃসাহসী বীর বারা' ইবনু মালিক (রা.) তাঁর সাথীদের ডেকে বললেন, "হে মুজাহিদগণ, তোমরা আমাকে কাঁধে করে প্রাচীরের ওপর তোলো এবং সেখান থেকে বাগানের ভেতরে ফেলে দাও। আমি তোমাদেরকে দরজা খুলে দেবো।" প্রথমে মুসলিম সৈন্যগণ অগণিত শত্রুদের মধ্যে নিষ্ঠুরভাবে তাঁকে নিক্ষেপ করতে কিছুতেই রাযী হলেন না; কিন্তু বারা' (রা.)-এর পুনঃ পুনঃ অনুরোধে শেষ পর্যন্ত তাঁকে প্রাচীরের ওপর ওঠিয়ে দেয়া হলো। তিনি সেখান থেকে শত্রুর জনসমুদ্রের প্রতি দৃষ্টি পড়তেই প্রথমে থতমত খেয়ে গেলেন। কিন্তু পরক্ষণেই তিনি প্রাচীর থেকে লাফিয়ে পড়ে অসীম সাহসের সাথে সকল বাধা প্রতিহত করে বাগানের দরজা খুলে দিতে সক্ষম হলেন।[২৩৭]

---

২৩৫. তাবারী, তারীখুল উমাম ওয়াল মুলূক, খ.২,পৃ.৫১৪

২৩৬. এ বাগানটি বিপদের সময় কাজে লাগাবার জন্য মুসাইলামাহ পূর্ব থেকেই নির্মাণ করে রেখেছিল। সে যেহেতু নিজেকে 'রাহমানুল ইয়ামামাহ' বলতো, তাই এ বাগানটি তখন 'হাদীকাতুর রাহমান' নামে পরিচিতি লাভ করেছিল।

২৩৭. তাবারী, তারীখুল উমাম ওয়াল মুলূক, খ.২,পৃ.৫১৪

দরজা খুলে দেবার সাথে সাথে মুসলিম সৈন্যগণ স্রোতের ন্যায় প্রবল বেগে বাগানের ভেতরে প্রবেশ করেই প্রচণ্ড যুদ্ধ শুরু করে দেন। উভয় পক্ষের বহু লোক হতাহত হয়। তবে বানূ হানীফার হতাহতের সংখ্যা ছিল বেশি। এ দিকে যে ওয়াহ্‌শী ওহুদ যুদ্ধে হামযা (রা.)কে শহীদ করেছিল, সে মুসলিম হয়ে উক্ত পাপের প্রায়শ্চিত্তের উদ্দেশ্যে ছোট একটি বর্শার অব্যর্থ আঘাতে মুসাইলামাকে আহত করলো। সাথে সাথে আবূ দুজানাহ সিমাক আল-আনসারী (রা.) অগ্রসর হয়ে তরবারি দিয়ে এমন জোরে আঘাত হানে যে, তৎক্ষণাৎ সে মারা যায়। মুসাইলামার মৃত্যুসংবাদ ছড়িয়ে পড়তেই বানূ হানীফার বাহিনী ছত্রভঙ্গ হয়ে মুসলিম সৈন্যদের তরবারির শিকার হতে লাগলো এবং অল্পক্ষণের মধ্যেই যুদ্ধক্ষেত্র শত্রুশূন্য হয়ে পড়লো।

যুদ্ধ শেষ করে খালিদ (রা.) মাজ্জা'আহকে মুক্ত করে দিলেন। খালিদ (রা.) তাকে সাথে নিয়ে বের হলেন এবং বললেন, আমাকে মুসাইলামার লাশ দেখিয়ে দাও। দু'জনেই সামনে অগ্রসর হলেন। একদিকে মুহাক্কামের মৃতদেহ পড়েছিল। ঐ ব্যক্তি খুবই সুন্দর ও উজ্জ্বল চেহারা বিশিষ্ট ছিল। খালিদ (রা.) জিজ্ঞেস করলেন, ইনি কী তোমাদের নেতা মুসাইলামাহ? মাজ্জা'আহ বললো, 'না, আল্লাহর শপথ, এই ব্যক্তি তার চেয়েও বেশি উত্তম ও মর্যাদাবান। এ ব্যক্তি হলো মুহকামাল ইয়ামামাহ। সে যখন বাগানের প্রাচীর থেকে নিজের সাথীদেরকে পাহারা দিচ্ছিল, তখন 'আবদুর রাহমান ইবনু আবী বাকর (রা.) তীর নিক্ষেপ করে তাকে হত্যা করেন। এরপর খালিদ (রা.) দুর্গে প্রবেশ করলেন। সেখানে পড়ে থাকা একটি বেটে ও উজ্জ্বল গৌর বর্ণের মৃতদেহের দিকে ইঙ্গিত করে মাজ্জা'আহ বললো, এটাই হলো মুসাইলামার মৃতদেহ।[২৩৮]

আল্লাহর কী অদ্ভুত লীলা! যে বাগান মুসাইলামা আত্মরক্ষার জন্য নির্মাণ করেছিল, সে বাগানই আজ তার মৃত্যুর বাগানে পরিণত হলো।

মাজ্জা'আহ-এর প্রতারণা

যুদ্ধ শেষ হবার পর পলায়নরত সৈন্যদেরকে বন্দী করার জন্য এবং যে সকল দুর্গে শত্রুরা অবরুদ্ধ ছিল তাদেরকে আক্রমণ করার জন্য 'আবদুল্লাহ উবনু 'উমার ও 'আবদুর রাহমান ইবনু আবী বাকর (রা.) খালিদ (রা.)কে পরামর্শ দেন। ইতোমধ্যে মাজ্জা'আহ খালিদ (রা.)-এর নিকট বেশ বিশ্বাসের পাত্র হয়ে ওঠলো। মাজ্জা'আহ বললো, দুর্গের মধ্যে বানূ হানীফার বহু যোদ্ধা পুরুষ বিদ্যমান রয়েছে। তারা বিনা যুদ্ধে আত্মসমর্পণ করবে না। আপনি আমাকে অনুমতি প্রদান করলে আমি দুর্গের ভেতরে গিয়ে দেখি তাদেরকে সন্ধির জন্য সম্মত করতে পারি কি না। খালিদ (রা.) ভাবলেন, রণক্লান্ত

---

২৩৮. তাবারী, *তারীখুল উমাম ওয়াল মুলূক*, খ.২,পৃ.৫১৫

মুজাহিদগণকে আর যুদ্ধে লিপ্ত না করেই যদি অনায়াসে কিল্লা ফতেহ করা যায়, তবে তা-ই ভালো। অতএব তিনি মাজ্জা'আহকে অনুমতি দিলেন। মাজ্জা'আহ দুর্গের মধ্যে প্রবেশ করে দেখলো, সেখানে বৃদ্ধ, রমণী ও শিশুরা ছাড়া কোনো পুরুষই নেই। মাজ্জা'আহ এদেরকেই যুদ্ধের অস্ত্র-শস্ত্রে সজ্জিত করে দুর্গের চূড়ায় খাড়া করে দিলেন। এবার খালিদ (রা.) সেখানে পৌঁছে যখন লক্ষ্য করলেন যে, দুর্গের ওপর অস্ত্র-শস্ত্রে সজ্জিত হয়ে সৈন্যরা দাঁড়িয়ে আছে, তখন মাজ্জা'আহর কথার প্রতি তাঁর বিশ্বাস জন্মালো। অতএব, তিনি বানূ হানীফাহ থেকে এক-চতুর্থাংশ ধন-সম্পদ নিয়ে সন্ধি করলেন। পরে যখন খালিদ (রা.) দুর্গে প্রবেশ করে দেখলেন যে, দুর্গের মধ্যে যুদ্ধ করার উপযোগী একজন পুরুষও নেই, তখন তিনি মাজ্জা'আহকে ক্রোধভরে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি আমার সাথে এরূপ প্রতারণা করলে কেন? মাজ্জা'আহ জবাব দিলো, قَوْمِي، وَلَمْ أَسْتَطِعْ إِلَّا مَا صَنَعْتُ. -" এরা হলো আমার গোত্রের লোক। তাই তাদের প্রতি সামান্য সহানুভূতি দেখানো আমার দায়িত্ব।" খালিদ (রা.) তার এ ওযর গ্রহণযোগ্য মনে করলেন এবং সন্ধির শর্ত বহাল রাখলেন।[২৩৯]

আবূ বাকর ও খালিদ (রা.)-এর মধ্যে পত্র বিনিময়

এর পর পরই সালামাহ ইবনু সালামাহ ইবনি ওয়াক্শ (রা.) আবূ বাকর (রা.)-এর একটি পত্র নিয়ে খালিদ (রা.)-এর নিকট এসে পৌঁছলেন। তাতে তিনি লিখেছিলেন, তুমি যদি বানী হানীফার ওপর বিজয় লাভ করতে পার, তবে তাদের প্রাপ্ত বয়স্ক লোকদের হত্যা করবে, তাদের নারী ও শিশুদেরকে বন্দী করবে। কিন্তু এ পত্র পৌঁছার পূর্বেই সন্ধিপত্র লেখা সম্পন্ন হয়েছিল। সুতরাং পত্রের নির্দেশ পালন করা সম্ভব হয়নি।[২৪০] অঙ্গীকার পালন ও ওয়াদা পূরণ করার দৃষ্টান্তসমূহের মধ্যে এ ঘটনাটিও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

এ দিকে মাদীনায় খালীফা আবূ বাকর (রা.) যুদ্ধের খবর জানার জন্য খালিদ (রা.)-এর পত্রবাহকের আগমনের প্রতীক্ষায় ছিলেন। একদিন বিকালে তিনি কয়েকজন মুহাজির ও আনসারকে নিয়ে মাদীনার উপকণ্ঠে হাররাহ পর্যন্ত গমন করেন। এমন সময় আবূ খাইছামাহ আন-নাজ্জারী (রা.) খালিদ (রা.)-এর একটি পত্র নিয়ে আবূ বাকর (রা.)-এর নিকট এসে পৌঁছলেন। এ পত্রে ইয়ামামা বিজয়ের বিস্তৃত কাহিনী ও বানূ হানীফার পুনরায় ইসলাম গ্রহণের সংবাদ লিপিবদ্ধ ছিল। এ পত্র পাওয়ার পর আবূ বাকর (রা.) অত্যন্ত খুশি হন এবং সাজদাবনত হয়ে আল্লাহর শোকর আদায় করেন।

---

২৩৯. তাবারী, *তারীখুল উমাম ওয়াল মুলূক*, খ.২,পৃ.৫১৬; ইবনু কাছীর, *আল-বিদায়াতু ওয়ান নিহায়াতু*, খ.৬,পৃ.৩৫৮

২৪০. তাবারী, *তারীখুল উমাম ওয়াল মুলূক*, খ.২,পৃ.৫১৮; ইবনু খালদূন, *তারীখু ইবনি খালদূন*, খ.২,পৃ.৭৬

বন্দীদের মাদীনায় প্রেরণ

সন্ধি হবার পর খালিদ (রা.) বানূ হানীফা গোত্রের সকলের প্রতি ইসলামের দা'ওয়াত পেশ করেন। তারা সাথে সাথেই তা গ্রহণ করে। সন্ধির শর্তানুযায়ী খালিদ (রা.) তাদের থেকে যা কিছু গ্রহণ করেছিলেন তা সবই ফেরত দেন। বন্দীদের অনেককেও তিনি ফিরিয়ে দেন। তবে অবশিষ্ট কয়েকজনকে তিনি মাদীনায় খালীফার নিকট প্রেরণ করেন। এ বন্দীদের মধ্য থেকে একজন মহিলাকে 'আলী (রা.) ক্রয় করে দাসীতে পরিণত করেন। তার গর্ভে 'আলী (রা.)-এর ছেলে মুহাম্মাদের জন্ম হয়, যিনি ইতিহাসে মুহাম্মাদ ইবনুল হানাফিয়্যাহ (রা.) নামে সুপরিচিতি লাভ করেন।[২৪১]

বানূ হানীফার প্রতি আবূ বাকর (রা.)-এর সম্মান প্রদর্শন

ইতঃপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, বানূ হানীফা গোত্রের সর্বসাধারণ যদিও মুসাইলামার অনুসারী ছিল; কিন্তু তাদের মধ্যে এরূপ কিছু লোকও ছিলেন, যারা ইসলামের ওপর অবিচল ছিলেন। তাঁরা মুসাইলামাকে বিশ্বাস করতেন না। আবূ বাকর (রা.) তাদেরকে খুবই সম্মান ও মর্যাদা দান করেন। তিনি ছুমামাহ ইবুন উছাল (রা.)-এর ভ্রাতুষ্পুত্র মুতাররাফ ইবনু নু'মান (রা.)কে ইয়ামামার একজন প্রশাসক নিযুক্ত করেন।[২৪২] উল্লেখ্য, বানূ হানীফা গোত্রে যে সকল লোক ইসলামের ওপর অবিচল ছিলেন, ছুমামাহ (রা.) হলেন তাঁদের একজন।

ইয়ামামা যুদ্ধের পর বানূ হানীফা গোত্রের একটি প্রতিনিধি দল মাদীনায় আসে। আবূ বাকর (রা.) সম্মানের সাথে তাদের সাক্ষাত দান করেন এবং তাদের নিকট থেকে মুসাইলামার মিথ্যাচারিতার পুরো কাহিনী শুনেন। তার রচিত কুর'আনের বিভিন্ন মিথ্যা ও হেঁয়ালিপূর্ণ বাণী শুনে আবূ বাকর (রা.) মন্তব্য করেন- وَيْحَكُمْ! أَيْنَ كَانَ يَذْهَبُ بِقَوْلِكُمْ ؟ إِنَّ هَذَا الْكَلَامَ لَمْ يَخْرُجْ مِنْ إِلٍّ وَلَا بِرٍّ. -"ধিক তোমাদেরকে, তোমাদের বিবেক কোথায় গিয়েছিল? এ তো আল্লাহর কথা নয়; এমনকি কোনো সত্যনিষ্ঠ লোকের কথাও নয়।"[২৪৩]

যুদ্ধের গুরুত্ব ও ফলাফল

বিদ্রোহী গোত্রগুলোর সাথে যতগুলো যুদ্ধ হয়েছে তন্মধ্যে ইয়ামামার যুদ্ধ নানা দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ। এ যুদ্ধে প্রমাণিত হলো যে, মুসলিম সৈন্য তিন গুণ বিধর্মী

---

২৪১. ইবনু কাছীর, *আল-বিদায়াতু ওয়ান নিহায়াতু*, খ.৬,পৃ.৩৫৮

২৪২. মাহদী, *আছ-ছাবিতূনা..*, পৃ.৫৮

২৪৩. ইবনু কাছীর, *আল-বিদায়াতু ওয়ান নিহায়াতু*, খ.৬,পৃ.৩৫৯

সৈন্যের সাথে যুদ্ধ করেও জয়লাভ করতে পারে। তাঁদের সংখ্যার অভাব ঈমান ও মনোবলের দ্বারা পূরণ হয়। ঈমানের বলে তাঁরা দুর্দমনীয় হয়ে ওঠেন। এ যুদ্ধে সংখ্যার বিচারে মুসলিমদের জয়লাভ করবার সম্ভাবনাই ছিল না। কিন্তু মুসলিমদের আত্মত্যাগ ও দৃঢ় মনোবলের কারণে তা সম্ভব হলো।

এ যুদ্ধে এক হাজার দু'শো মুজাহিদ শাহাদাত বরণ করেন। তন্মধ্যে তিন শত ষাট জন মুহাজির, তিন শত আনসার এবং অবশিষ্ট সকলেই ছিলেন বিভিন্ন গোত্রের লোক। এ শহীদগণের মধ্যে তিনশত সত্তর জন ছিলেন কুর'আনের হাফিয ও সুদক্ষ কারী। বহু উচ্চ মর্যাদাবান সাহসী বীরও এ যুদ্ধে শহীদ হন। তাঁদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হলেন- ছাবিত ইবনু কায়স,[২৪৪] যায়িদ ইবনুল খাত্তাব,[২৪৫] মা'ন ইবনু 'আদী আল-বালাভী,[২৪৬] 'আবদুল্লাহ ইবনু সুহাইল ইবনি 'আমর,[২৪৭] আবূ দুজানাহ সিমাক,[২৪৮]

---

২৪৪. ছাবিত ইবনু কায়স (রা.): ইয়ামামার যুদ্ধে আনসারদের পতাকা তাঁর হাতে ছিল। তিনি আনসারদের খাতীব (মুখপাত্র) ছিলেন। তদুপরি হাসসান ইবনু ছাবিত (রা.) যেমন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর কবি ছিলেন, অনুরূপভাবে ছাবিত ইবনু কায়স (রা.) ছিলেন তাঁর খাতীব। তাঁর একটি বৈশিষ্ট্য হলো- আবূ বাকর (রা.) তাঁর মৃত্যুপরবর্তী অসিয়্যাত কার্যকর করেন। উল্লেখ্য, এর আগে মৃত্যুপরবর্তী অসিয়্যাত কার্যকর করার বিষয়টি কারো জানা ছিল না। বর্ণিত আছে যে, এক ব্যক্তি ছাবিত ইবনু কায়স (রা.)কে স্বপ্নে দেখলেন এবং তিনি বললেন, আমি যখন গতকাল নিহত হই, তখন জনৈক মুসলিম আমার পাশ দিয়ে গমন করছিলেন। এমন সময় সে আমার উৎকৃষ্ট লৌহবর্মটি ছিনিয়ে নিয়েছিল। তার আবাসস্থল হলো সেনাছাউনির প্রান্তিক-স্থলে, আর তার তাঁবুর পাশে একটি ঘোড়া আস্তাবলে ছুটাছুটি করছে। সে লৌহবর্মটির ওপর একটি ডেকসি উল্টো করে চাপা দিয়ে রেখেছে এবং ঐ ডেকসির ওপর একটি হাওদা রয়েছে। তুমি গিয়ে খালিদ (রা.)কে বল, তিনি যেন ঐ বর্মটি কাউকে পাঠিয়ে নিয়ে আসেন। যখন তুমি মাদীনায় খালীফার নিকট পৌঁছবে, তখন তাঁকে বলবে যে, আমার ওপর অমুক অমুক ব্যক্তির কিছু ঋণ রয়েছে এবং আমার অমুক গোলামকে আযাদ করে দিতে। খবরদার! তুমি এটা স্বপ্ন বল না। কারণ এরূপ বলা হলে তা আর কার্যকর করা হবে না। ঘুম থেকে ওঠে ঐ লোকটি প্রথম খালিদ (রা.)-এর নিকট এসে তাঁকে লৌহবর্মটির কথা জানালো। খালিদ (রা.) ঐ লোকটিকেই বর্মটি খুঁজে আনতে পাঠালেন। সে বর্মটি ছাবিত (রা.) যেভাবে বর্ণনা করেছিলেন, ঠিক সে অবস্থায় পেল। অতঃপর লোকটি মাদীনায় খালীফার নিকট এসে তাঁকে ছাবিত (রা.)-এর অসিয়্যাতের কথা জানালো। এটা শুনে আবূ বাকর (রা.) ছাবিত (রা.)-এর এ মৃত্যুপরবর্তী অসিয়্যাত কার্যকর করেন। রাবী বলেন, فَلَا نَعْلَمُ أَحَدًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ جُوِّزَ وَصِيَّتُهُ بَعْدَ مَوْتِهِ غَيْرَ ثَابِتِ بْنِ قَيْسِ بْنِ شَمَّاسٍ ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُ .-"ছাবিত ইবনু কায়স (রা.) ব্যতীত এমন কোনো মুসলিম সম্পর্কে আমাদের জানা নেই যে, যার মৃত্যুপরবর্তী অসিয়্যাত কার্যকর করা হয়েছে।" (হাকিম, *আল-মুস্তাদরাক*, (কিতাবুল মানাকিব), হা.নং: ৫০৩৬; শায়বানী, *আল-আহাদ ওয়াল মাছানী*, হা.নং: ১৯২১)

২৪৫. যায়িদ ইবনুল খাত্তাব (রা.): উমার (রা.)-এর বৈমাত্রেয় ভাই। তিনি ইসলামের প্রাথমিক পর্যায়ের মুসলিমগণের মধ্যে অন্যতম ছিলেন। ইয়ামামার যুদ্ধে তিনি মুহাজিরগণের নেতা ছিলেন এবং সৈন্যবাহিনীর ডান অংশের দায়িত্ব পালন করেন।

২৪৬. মা'ন ইবনু 'আদী আল-বালাভী আল-আনসারী (রা.): হিজরাতের পর রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁর ও যায়িদ ইবনুল খাত্তাব (রা.)-এর মধ্যে ভ্রাতৃত্বের বন্ধন তৈরি করে দিয়েছিলেন এবং ঘটনাক্রমে দু'জনেই ইয়ামামাহ যুদ্ধে শাহাদাত বরণ করেন। তিনি বাদর

'আব্বাদ ইব্‌নু বিশ্‌র[২৪৯] ও তুফাইল ইব্‌নু 'আমর আদ-দাওসী[২৫০] (রা.) প্রমুখ। পক্ষান্তরে মুসাইলামার একুশ হাজারেরও বেশি লোক নিহত হয়।[২৫১]

যদিও এ যুদ্ধে বহু নেতৃস্থানীয় সাহাবী ও হাফিযে কুর'আন শাহাদাত বরণ করেছিলেন; তবু এটা ছিল সে সময়কার ইসলামের প্রধান শত্রুর ওপর সর্বশেষ ও চূড়ান্ত বিজয়। এ যুদ্ধে জয়লাভ কেবল বিদ্রোহীদের মেরুদণ্ডই ভেঙ্গে দেয়নি; বরং ইসলামের

থেকে শুরু করে ইসলামের প্রায় সকল যুদ্ধেই অংশগ্রহণ করেন। উল্লেখ্য, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর মৃত্যুবরণ প্রসঙ্গে তাঁর একটি অতি চমকপ্রদ বক্তব্য বর্ণিত আছে। সর্বসাধারণ যখন তাঁর মৃত্যুতে কান্নাকাটি শুরু করে দিয়েছিল এবং বলতে লাগলো, والله لوددنا أنا متنا قبله، نخشى أن نفتن بعده -"আল্লাহর কাসাম, আমাদের একান্ত আশা এই ছিল যে, আমরা তাঁর পূর্বেই মৃত্যুবরণ করি। এখন আমরা তাঁর মৃত্যুর পরে ফিতনায় জড়িয়ে পড়ার আশংকা বোধ করছি।" ঠিক এ মুহূর্তে মা'ন (রা.) অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে বলে ওঠলেন, لكني والله ما أحب أن أموت قبله لأصدقه ميتا كما صدقته حيا. -"আল্লাহর কাসাম, আমি কিন্তু তাঁর মৃত্যুর পূর্বে আমার মৃত্যু কামনা করিনি, যাতে আমি যেমন তাঁর জীবদ্দশায় তাঁকে বিশ্বাস করেছি, তেমনি তাঁর মৃত্যুর পরও তাঁর প্রতি বিশ্বাস প্রকাশ করতে পারি।" (ইবনু সা'দ, *আত-তাবাকাতুল কুবরা,* খ.৩,পৃ.৪৬৫; ইবনু হাজার, *আল-ইসাবাহ,* খ.৬,পৃ.১৯১)

২৪৭. 'আবদুল্লাহ ইবনু সুহাইল (রা.): তিনি ইসলামের প্রাথমিক পর্যায়ের মুসলিমগণের মধ্যে অন্যতম ছিলেন। ইয়ামামার যুদ্ধের পর আবূ বাকর (রা.) মাক্কায় হাজ্জের সময় তাঁর পিতা সুহাইল (রা.)কে ডেকে সান্ত্বনা দেন। এ সময় সুহাইল (রা.) বলেন, আমি শুনেছি যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, يُشَفَّعُ الشَّهِيدُ فِي سَبْعِينَ مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ. -"পরিবারের সত্তর জন লোকের ব্যাপারে শাহীদের সুপারিশ গ্রহণ করা হবে।" (আবূ দাউদ, *আস-সুনান,* [কিতাবুল জিহাদ], হা.নং:২৫২৪) সুতরাং আমি আশা করি যে, সে আমাকে দিয়েই সুপারিশ শুরু করবে। (ইবনু কাছীর, *আল-বিদায়াতু ওয়ান নিহায়াতু,* খ.৬, পৃ.৩৭২; যাহাবী, *তারীখুল ইসলাম,* খ.৩,পৃ.৬১)

২৪৮. আবূ দুজানাহ সিমাক আল-আনসারী (রা.): তিনি বাদর ও উহুদসহ প্রায় সকল যুদ্ধেই অত্যন্ত বীরত্বের সাথে লড়াই করেন। উহুদ যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সাথে দৃঢ়পদে অবস্থানকারীগণের মধ্যে তিনি ছিলেন অন্যতম। ইয়ামামার যুদ্ধে তিনি অত্যন্ত বীরত্বের পরিচয় দেন। মুসাইলামার দুর্গের অভ্যন্তরে তিনি নিজে প্রাচীরের উপর থেকে লাফ দিয়ে পড়েন। এ সময় তাঁর পা ভেঙ্গে গিয়েছিল। এ ভাঙা পা নিয়েই তিনি লড়াই করতে করতে করতে শাহাদাত বরণ করেন। (ইবনুল আছীর, *উসদুল গাবাহ,* খ.১,পৃ.৪৭৮; সাফাদী, *আল-ওয়াফী..,* খ.৫,পৃ.১৪৮)

২৪৯. 'আব্বাদ ইবনু বিশর (রা.): তিনি আনসারগণের মধ্যে বিশিষ্ট মর্যাদার অধিকারী ছিলেন। মুস'আব ইবনু 'উমাইর (রা.)-এর হাতে তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন। তাঁর একটি কারামাত হলো- তিনি যখন রাতে অন্ধকারে ঘরে ফিরতেন, তখন তাঁর লাঠি জ্বলে ওঠতো। (যাহাবী, *তারীখুল ইসলাম,* খ.৩,পৃ.৬৫) ইয়ামামার যুদ্ধে তিনি এতো বীরবিক্রমে লড়াই করেন যে, এ ক্ষেত্রে তিনি প্রবাদ-পুরুষে পরিণত হন। বানু হানীফাহ যখনই কারো দেহে কোনো মারাত্মক আঘাত দেখতে পেতো, তখন বলতো, هذا ضرب مجرب القوم عباد بن بشر. -"এ বুঝি সুদক্ষ 'আব্বাদের আঘাত।" (আবুর রাবী' আল-কালা'ঈ, *আল-ইকতিফা'..,* খ.৩, পৃ.৫৩) তাঁর নিজের দেহেও এতো বেশি আঘাতের চিহ্ন ছিল যে, তাঁকে চেনাই যাচ্ছিল না। অবশেষে একটি চিহ্ন দ্বারা তাঁর পরিচয় উদঘাটন করা হয়।

২৫০. তুফাইল ইবনু 'আম্‌র আদ-দাওসী (রা.): ইয়ামানের দাওস গোত্রের একজন বিশিষ্ট মর্যাদাবান ব্যক্তি ও কবি ছিলেন। তিনি মাক্কায় ইসলাম গ্রহণ করেন।

২৫১. তাবারী, *তারীখুল উমাম ওয়াল মুলূক,* খ.২,পৃ.৫১৬

বিরোধিতার দীর্ঘস্থায়ী অবসান ঘটায়। কাজেই স্বাভাবিকভাবেই এ যুদ্ধের পর থেকে এ অঞ্চলে আর কোনো গোত্র বা উপজাতি ইসলামের বিরুদ্ধে মাথা তুলতে সাহস করেনি। এমন কি মুসাইলামার পরাজয় ও মৃত্যুতে আরবের সীমান্তবর্তী পারস্য ও রোম সম্রাটদের মনেও ত্রাসের সঞ্চার হয়েছিল।

মাজ্জা'আর মেয়ের সাথে খালিদ (রা.)-এর বিয়ে এবং আবূ বাকর (রা.)-এর অসন্তোষ

ইয়ামামার যুদ্ধে বিজয়ের পর খালিদ (রা.) মাজ্জা'আর এক কন্যাকে বিবাহ করেন এবং স্ত্রী উম্মু তামীমসহ এ নতুন স্ত্রীকে নিয়ে এক পার্বত্য অঞ্চলে কিছু দিন বিশ্রাম করেন। উল্লেখ্য, এ বিজয়ের ওপর আবূ বাকর (রা.)-এর চাইতে বেশি খুশি আর কে হতে পারে? কিন্তু বারো শ' সাহাবীর শাহাদাত বরণের শোকও তাঁর কাছে কম ছিল না। এর ওপর তিনি যখন অবগত হলেন যে, খালিদ (রা.) যুদ্ধের পর মাজ্জা'আর কন্যাকে বিয়ে করেছেন, তখন স্বভাবতই তিনি অত্যন্ত সহনশীল হওয়া সত্ত্বেও ক্রোধান্বিত হয়ে খালিদ (রা.)-এর নিকট লিখে পাঠান-

لَعَمْرِي يَا ابْنَ أُمِّ خَالِدٍ، إِنَّك لَفَارِغٌ تَنْكَحُ النِّسَاءَ، وَبِفَنَاءِ بَيْتِكَ دَمُ أَلْفٍ وَمِائَتَي رَجُلٍ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ لَمْ يُجَفَّفْ بَعْدُ.

-"আমার জীবনের শপথ, হে উম্মু খালিদের পুত্র, বুঝা যাচ্ছে যে, তোমার অন্তরে বিন্দুমাত্র মায়া-দরদ নেই। তুমি সে মুহূর্তেই মেয়েদের বিয়ে করছো, যখন তোমার ঘরের আঙিনায় বারো শ' মুসলিমের রক্তের দাগ এখনো শুকায়নি।"[২৫২]

এ পত্র পেয়ে খালিদ (রা.) বুঝতে পারলেন যে, মাজ্জা'আর সাথে সমঝোতা স্থাপন ও তার কন্যাকে বিয়ে করার কারণে খালীফা তাঁর ওপর অসন্তুষ্ট হয়েছেন। এ কারণে তিনি নিজের অবস্থান ব্যাখ্যা করে একটি পত্র লিখেন এবং আবূ বারাযাহ আল-আসলামী (রা.)-এর মাধ্যমে তা খালীফার নিকট প্রেরণ করেন। পত্রটি ছিল এরূপ-

أما بعد، فلعمري ما تزوجت النساء حتى تم لي السرور، وقرت بي الدار، وما تزوجت إلا إلى امرئ لو عملت إليه من المدينة خاطباً لم أبل، دع أني استثرت خطبتي إليه من تحت قدمي، فإن كنت قد كرهت لي ذلك لدين أو لدنيا أعتبتك، وأما حسن عزائي عن قتلى المسلمين فوالله لو كان الحزن يبقي حياً أو يرد ميتاً لأبقى حزني الحيّ ورد الميت ولقد أقتحمت حتى أيست من الحياة، وأيقنت بالموت، وأما خدعة مجاعة إياي عن رايي، فإني لم أخطئ رأيي

২৫২. তাবারী, *তারীখুল উমাম ওয়াল মুলূক*, খ.২,পৃ.৫১৯

يومي، ولم يكن لي علم بالغيب، وقد صنع الله للمسلمين خيراً: أورثهم الأرض والعاقبة للمتقين.

"আমার জীবনের দোহাই, আমি আনন্দ-ফূর্তি কিংবা ঘরের শান্তির জন্য বিয়ে করি নি। আমি এমন এক ব্যক্তির নিকট বিয়ের প্রস্তাব দিয়েছি, যদি আপনি মাদীনা থেকে তার নিকট এ প্রস্তাব দিতেন, তবে আমি মনভাঙ্গা হতাম না। আপনি এ কথা মোটেই ভাববেন না যে, আমি পরাভূত মানসিকতা নিয়ে তার নিকট বিয়ের প্রস্তাব দিয়েছি। যদি আপনি আমার এ বিয়েকে দীন কিংবা দুনিয়ার কোনো কারণে অপছন্দ করেন, তবে আমি আপনাকে সন্তুষ্ট করবোই। বাকি রইলো, শাহীদদের ব্যাপারে আমার সমবেদনা। আল্লাহর কাসাম, যদি শোকাবেগ কোনো জীবিত ব্যক্তিকে চিরঞ্জীব করতো কিংবা কোনো মৃত ব্যক্তিকে ফিরিয়ে দিতো, তা হলে অবশ্যই আমার শোকোচ্ছ্বাস জীবিতকে চিরঞ্জীব করতো এবং মৃত ব্যক্তিকে ফিরিয়ে দিতো। যুদ্ধের ভয়াবহ অবস্থায় আমি শত্রুদের ওপর এভাবে ঝাঁপিয়ে পড়ে যুদ্ধ করেছি যে, একপর্যায়ে আমি নিজের জীবনের ব্যাপারেই সম্পূর্ণ নিরাশ হয়ে পড়েছিলাম এবং দৃঢ় বিশ্বাস জন্মেছিল যে, এ যুদ্ধেই আমার মৃত্যু হবে। মাজ্জা'আহ আমার সাথে যে প্রতারণা করেছিল, সে ব্যাপারে আমি নিজে চিন্তা করেই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিলাম। ঐ দিন আমি এ সিদ্ধান্তে ভুল করিনি। আমার তো আর গায়বের জ্ঞান নেই। (যতটুকু দেখছি,) এর ফলে আল্লাহ তা'আলা মুসলিমদের কল্যাণই করেছেন। তিনি তাদেরকে ভূখণ্ডের মালিক বানিয়েছেন। শুভ পরিণাম কেবল মুত্তাকীদের জন্য হয়ে থাকে।"[২৫৩]

এ পত্র পাওয়ার পর আবূ বাকর (রা.) কিছুটা নমনীয় হন। এ সময় কুরাইশের কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তিও খালিদ (রা.)-এর পক্ষে কথা বলেন। আবূ বারাযাহ আল-আসলামী (রা.) বলেন,

يَا خليفةَ رسولِ الله، مَا يوصفُ خالدٌ بِجُبنٍ وَلَا خيانةٍ، وَلَقدْ أقْحَمَ فِي طلبِ الشهادةِ حتى أُعْذِر، وَصبَر حتى ظفرَ، وما صالَحَ القومُ إلا على رضاه، وما أخْطأَ رأيُه بصلحِ القومِ، إذْ هو لا يَرى النساءَ فِي الْحُصُونِ إلا رجالًا.

"হে রাসূলুল্লাহর খালীফা, কাপুরুষোচিত কিংবা বিশ্বাসঘাতকামূলক কোনো কাজ খালিদ (রা.) করেননি। তিনি শাহাদাত লাভের আশায় অত্যন্ত সাহসের সাথে প্রাণপণ লড়াই করেছেন। তিনি ধৈর্যের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করে সাফল্য লাভ

২৫৩. আবুর রাবী', *আল-ইকতিফা'...*, খ.২,পৃ.১৫; আবূ খালীল, *হুরুবুর রিদ্দাহ*, পৃ.৯৮

করেছেন। তিনি সন্তুষ্টচিত্তেই লোকদের সাথে সমঝোতা করেছেন। এ ব্যাপারে তিনি কোনোরূপ ভুল করেননি। তিনি তো দুর্গের মেয়েদেরকে পুরুষই মনে করেছিলেন।"

এ কথা শুনে আবূ বাকর (রা.) বলেন, صَدَقْتَ، لَكَلَامُكَ هَذَا أَوْلَى بِعُذْرِ خَالِدٍ مِنْ كِتَابِهِ إِلَيَّ-"তুমি ঠিক কথাই বলেছো। খালিদ (রা.)-এর কৈফিয়তজ্ঞাপক পত্রের চেয়ে তোমার এ কথা অধিক গুরুত্বপূর্ণ।"[২৫৪]

খালিদ (রা.)-এর আত্মপক্ষসমর্থনমূলক উপর্যুক্ত পত্র থেকে প্রমাণিত হয় যে, মাজ্জা'আর কন্যার সাথে বিয়ের ব্যাপারটি ছিল একান্তই একটি স্বাভাবিক ঘটনা। এতে তাঁর ওপর দোষ চাপানোর কিছুই নেই। কেননা-

১. ইয়ামামার যুদ্ধে পূর্ণ বিজয় ও সাফল্য অর্জনের পরেই খালিদ (রা.) মাজ্জা'আর কন্যাকে বিয়ে করেন।
২. এ বিয়ের মাধ্যমে তিনি বানূ হানীফার গোত্রের একজন বিশিষ্ট প্রভাবশালী নেতার পরিবারের সাথে বৈবাহিক সম্পর্ক গড়ে তোলেন এবং এ কারণে ঐ গোত্রের বহু লোক ইসলাম গ্রহণ করেন।
৩. এ বিয়ে দুপক্ষের পারস্পিক পূর্ণ সম্মতিতে সুসম্পন্ন হয়।
৪. এ বিয়েতে দীনের কোনো বিধানও লঙ্ঘিত হয়নি এবং দুনিয়ার কোনো রীতি-নীতির পরিপন্থী কাজও হয়নি।
৫. শাহীদদের শোকের কারণে বিয়ে থেকে বিরত থাকা কোন আবশ্যক কাজ ছিল না। কেননা শোকোচ্ছ্বাস কোনো জীবিত ব্যক্তিকে চিরঞ্জীবও করবে না এবং কোনো মৃত ব্যক্তিকে ফিরিয়েও দেবে না।
৬. জিহাদই ছিল খালিদ (রা.)-এর জীবনের চূড়ান্ত মিশন। বিয়ে তো নয়; অন্য কোনো বিষয়কেও তিনি কখনো জিহাদের ওপর প্রাধান্য দেননি।
৭. মাজ্জা'আর সাথে কৃত সমঝোতার মধ্যে তিনি মুসলিমদের কল্যাণ সাধন করতে বিন্দুমাত্রও কসূর করেননি। ইতঃপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, মাজ্জা'আহ দুর্গের ভেতরের লোকদের প্রকৃত অবস্থা তুলে ধরেননি। খালিদ (রা.) দুর্গের ওপরে সমরাস্ত্র পরিহিতা মেয়েদেরকে পুরুষই মনে করেছিলেন এবং এ কারণে তিনি তাদের সাথে সমঝোতা করতে সম্মত হয়েছিলেন। এ ক্ষেত্রে তাঁর যুক্তি হলো, তিনি একজন মানুষ মাত্র, গায়ব সম্পর্কে তাঁর কোনোই ধারণা নেই। এতদসত্ত্বেও এ সমঝোতার পরিণতি মোটেই

২৫৪. আবূ খালীল, *হুরুবুর রিদ্দাহ*, পৃ.৯৮

মুসলিমদের বিপক্ষে যায়নি; বরং এ সমঝোতার ফলে একদিকে পুরো বানূ হানীফার ভূখণ্ড মুসলিমদের অধিকার চলে আসে, অপরদিকে বানূ হানীফার সকল লোকই যুদ্ধ ছাড়া ইসলাম গ্রহণ করে নেয়।

বাহরাইনে বিদ্রোহ দমন

বাহরাইন মাদীনার দক্ষিণ-পূর্ব দিকে পারস্য উপসাগরের তীরে অবস্থিত। এখানে বানূ 'আবদিল কায়স, বানূ বাকর ইবনু ওয়া'য়িল ও তাদের শাখা-প্রশাখাসহ একটি বিরাট জনগোষ্ঠী বসবাস করতো। এ এলাকাটি পারস্য সম্রাটের শাসনাধীন ছিল এবং তাঁর পক্ষ থেকে এখানে শাসনকর্তা নিয়োগ করা হতো। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হিজরী ৮ম/৯ম সনে এখানকার শাসনকর্তা মুনযির ইবনু সাওয়া (রা.)-এর নিকট 'আলা ইবনুল হাদরামী (রা.)-এর মাধ্যমে ইসলামের দা'ওয়াত দিয়ে একটি পত্র প্রেরণ করেন। এ দা'ওয়াত পেয়ে মুনযির এবং হিজরের গভর্ণর মারযুবান দু'জনই ইসলাম গ্রহণ করেন। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মুনযিরকে বাহরাইনের শাসনকর্তা পদে বহাল রাখেন। মুনযির ইসলাম গ্রহণ করে নিজেও বাহরাইনে ইসলাম প্রচার আরম্ভ করেন। ফলে সেখানে যতগুলো আরব গোত্র বসবাস করতো, তারা সকলেই ইসলাম গ্রহণ করে। তা ছাড়া তিনি ইসলামের বিধি-নিষেধের শিক্ষা লাভ করার জন্য জারূদ ইবনুল মু'আল্লাহ (রা.)কে মাদীনায় প্রেরণ করেন। জারূদ (রা.) শিক্ষা লাভ করে দেশে এসে ইসলামী শিক্ষার বিস্তার করতে থাকেন।

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর ওফাতের কিছুদিন পর মুনযির ইবনু সাওয়া (রা.)ও মৃত্যুবরণ করেন। তখন বানূ আবদিল কায়স ও বানূ বাকর মুরতাদ্দ হয়ে যায়। তারা নু'মান ইবনু মুনযিরের পুত্র মুনযিরকে তাদের নেতা নির্বাচন করে। কিন্তু রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর বিশিষ্ট সাহাবী জারূদ ইবনুল মু'আল্লা (রা.) মুসলিমই রইলেন। তিনি তাঁর গোত্র বানূ 'আবদিল কায়সকে এক স্থানে জমায়েত করে ধর্মত্যাগের কারণ জিজ্ঞেস করলে তারা বললো, মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নাবী হলে তাঁর মৃত্যু হতো না। জারূদ (রা.) বললেন, "আদাম ('আ.) থেকে মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর পূর্ব পর্যন্ত যত নাবী এসেছিলেন, তারা কি মৃত্যুবরণ করেননি?" তারা বললো, "হ্যাঁ, সকলেই তো মৃত্যুবরণ করেছেন।" জারূদ (রা.) বললেন, "তবে মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মৃত্যু হওয়ায় তিনি নাবী হবেন না কেন?" তারা এ কথার কোনো উত্তর দিতে পারলো না। জারূদ (রা.)-এর এ কথাগুলো তাদের মনে এরূপ ক্রিয়া করলো যে, তারা তৎক্ষণাৎ তাওবা করলো এবং পুনরায় ইসলামে ফিরে আসে।[২৫৫]

---

২৫৫. তাবারী, *তারীখুল রুসুল ওয়াল মুলূক*, খ.২,পৃ.১৬৪

বানূ 'আবদিল কায়স তো জারূদ (রা.)-এর তাৎক্ষণিক প্রচেষ্টায় এভাবে বেঁচে গেল। কিন্তু বানূ বাকর তাদের ধর্ম ত্যাগের ওপর অটল থাকে। এদিকে হুতাম ইবনু দুবা'য়আহ বানূ বাকর, রাবী'আহ গোত্র ও অন্যান্য স্থানের মুরতাদ্দ ও বাহ্‌রাইনে বসবাসকারী বিভিন্ন ধর্মের লোকদের নিয়ে একটি বাহিনী গঠন করে কাতীফ ও হাজার নামক স্থানে জারূদ (রা.) ও তাঁর সাথী বানূ 'আবদিল কায়সের বিরুদ্ধে প্রেরণ করে। হুতাম মাগরূর ইবনু সুওয়াইদের নেতৃত্বেও একটি সেনাদল গঠন করে জুওয়াছা[২৫৬] নামক স্থানে প্রেরণ করে। তাকে মুসলিমদেরকে ধর্মত্যাগ করতে বাধ্য করার জন্য কিংবা তাদের সাথে লড়াই করার জন্য নির্দেশ দেয়া হয়। মাগরূর ইবনু সুওয়াইদ জুওয়াছায় পৌঁছে লোকদেরকে অবরোধ করে তাদের রসদপত্র সরবরাহ বন্ধ করে দেয়। উদ্দেশ্য ছিল, জুওয়াছাবাসী যাতে বাধ্য হয়ে ইসলাম ত্যাগ করে। কিন্তু জুওয়াছাবাসী ক্ষুধা-তৃষ্ণায় খুব কষ্টের সম্মুখীন হলেও ইসলাম ত্যাগ করতে অস্বীকার করে। এ সময় 'আবদুল্লাহ ইবনু হাযাফ (রা.) নামের জনৈক মুসলিম বলেন,

أَلاَ أَبلِغْ أبا بكرٍ رسولاً ... وفتيانَ المدينةِ أجمعينا

فهلْ لَكُمُ إلى قومٍ كرامٍ ... قُعُودٍ في جوَاثَا مُحْصَرِينا

كأنَّ دماءهُمْ في كل فَجٍّ ... شُعاعُ الشمس يُغشي الناظرينا

توكَّلْنا على الرحمن إنَّا ... وجَدْنا النَّصْرَ للمتوكلينا.

-" আবূ বাকর (রা.) ও মাদীনার যুবকদের নিকট একজন দূত পাঠিয়ে দাও (এবং তাঁদের জিজ্ঞেস কর), জুওয়াছায় অবরুদ্ধ সম্ভ্রান্ত জনপদবাসীদের প্রতি কি তোমাদের কোনো দায়িত্ব রয়েছে? প্রতিটি অলি-গলিতে তাদের রক্ত যেন সূর্যের প্রখর কিরণের মতো দর্শকদের দৃষ্টি সমাচ্ছন্ন করে রেখেছে। আমরা পরম করুণাময় আল্লাহর ওপর একান্ত ভরসা করছি। অধিকন্তু আমরা আল্লাহর ওপর ভরসাকারীদের সাহায্য পেতে দেখেছি।"[২৫৭]

আবূ বাকর (রা.) এ সংবাদ পেয়ে 'আলা ইবনুল হাদরামী (রা.)-এর নেতৃত্বে একটি বাহিনী বাহ্‌রাইনে প্রেরণ করেন। 'আলা ইবনুল হাদরামী (রা.) ইয়ামামার মধ্য দিয়ে গমন কালে বানূ হানীফা গোত্রের যে সকল ব্যক্তি সবেমাত্র ইসলাম গ্রহণ করলো তারাও তাঁর সাথে যোগদান করলো। তা ছাড়া ছুমামাহ্ ইবনু উছাল, কায়স ইবনু 'আসিম

---

২৫৬. জুওয়াছা বাহ্‌রাইনের একটি প্রসিদ্ধ গ্রাম। মাদীনার পরে এখানেই প্রথম জুমু'আর নামায আদায় করা হয়। এখানকার লোকেরা ইসলামের ওপর অবিচল ছিল। (ইবনু হাজার, *ফাতহুল বারী*, খ.৮,পৃ.৮৫; 'আয়নী, *'উমদাতুল কারী*, খ.২৬,পৃ.২৬০)

২৫৭. আবুল ফারাজ, *আল-আগানী*, খ.১৫,পৃ.২৪৮; নুওয়ায়রী, *নিহায়াতুল আরাব..*, খ.১৯,পৃ.৬২

Contents

আল-মিনকারী, 'আফীফ ইবনুল মুনযির ও মুছান্না ইবনু হারিছাহ আশ-শাইবানী (রা.) প্রমুখও নিজ নিজ এলাকার লোকদের নিয়ে তাঁর সাথে মিলিত হন। 'আলা ইবনুল হাদরামী (রা.) এই সম্মিলিত বাহিনী নিয়ে দাহনা নামক প্রান্তর অতিক্রম করার সময় সন্ধ্যা হয়ে যায়। তাই জঙ্গলে পথ হারিয়ে যাওয়ার আশঙ্কায় তিনি এক জায়গায় তাঁবু স্থাপন করেন। যখন তাঁরা তাঁবু স্থাপন করলেন, তখন ঘটনাক্রমে খাদ্যদ্রব্য বহনকারী উটগুলো হঠাৎ ক্ষেপে গিয়ে পলায়ন করে। ফলে খাদ্য ও পানীয় কিছুই অবশিষ্ট রইলো না। এতে মুসলিমগণ অত্যন্ত বিচলিত হয়ে পড়েন, এমন কি তাঁরা নিজেদের মৃত্যুর ব্যাপারে পরস্পর একে অপরকে অসিয়্যাত করতে থাকেন। এ সময় 'আলা (রা.) তাঁদেরকে সাহস প্রদান করে বলেন, أَيُّهَا النَّاسُ، لَا تراعُوا، أَلَسْتُم مُسْلِمِينَ؟ أَلَسْتُمْ فِي سبِيلِ اللهِ؟ أَلَسْتُمْ أَنْصَارَ اللهِ؟ -"হে লোক সকল, তোমরা বিচলিত হয়ো না। তোমরা কি মুসলিম নও? তোমরা কি আল্লাহর পথে নও? তোমরা কী আল্লাহর সাহায্যকারী নও?" তখন তারা বললো, হ্যাঁ। 'আলা (রা.) বললেন, فَأَبْشِرُوا، فَوَاللهِ لَا يَخْذُلُ اللهُ مَنْ كَانَ فِي مِثْلِ حَالِكُمْ. -"তা হলে তোমরা শুভ সংবাদ গ্রহণ কর। আল্লাহর কাসাম, আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে কখনো এ অবস্থায় লাঞ্ছিত করবেন না।"[২৫৮]

ফাজরের নামায শেষ করে 'আলা (রা.) আল্লাহর দরবারে দু'আ করলেন এবং তাঁর সাথে সকলেই হাত তুলে দু'আ করলেন। দু'আ শেষ হতেই তাঁরা অতি বিস্ময়ের সাথে লক্ষ্য করলেন যে, কিছু দূরে মরীচিকার মতো কী যেন দেখা যাচ্ছে। অগ্রবর্তী সৈন্যরা সেখানে গিয়ে দেখে মরীচিকা নয়; পানি। এতে তাঁরা খুবই আনন্দিত হন। এরপর তাঁরা সকলেই পানির ধারে গিয়ে পান করলেন, গোসল করলেন এবং নিজ নিজ মশক পানিতে ভর্তি করে নিলেন। সূর্য অধিক ওপরে না ওঠতেই উটগুলোও ফিরে আসলো। তাদেরকেও পানি পান করানো হলো। তখন তাঁদের খুশির অন্ত ছিল না। তাঁরা এবার নতুন উদ্যম নিয়ে বাহরাইন গিয়ে পৌছেন। পূর্ব থেকেই জারূদ (রা.) যেখানে স্থানীয় মুসলিমদের নিয়ে হাতাম ইবনু দুবাই'আর বিরুদ্ধে যুদ্ধের প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন, 'আলা (রা.) তাঁকে সেখানেই নিজের জায়গায় অবিচল থাকার জন্য সংবাদ প্রেরণ করেন। হুতামের সৈন্যসংখ্যা ছিল অনেক এবং তাদের অস্ত্র-শস্ত্রও ছিল প্রচুর। 'আলা (রা.) সামনে অগ্রসর হয়ে হুতামের সেনা ছাউনির সন্নিকটে পৌছে তাঁবু স্থাপন করলেন। তিনি লক্ষ্য করলেন যে, হুতাম তার সেনা ছাউনির চারপাশে একটি পরিখা খনন করেছে। 'আলা (রা.)ও তখন তাঁর চারপাশে পরিখা খনন করলেন। অবশেষে উভয় বাহিনীর মধ্যে যুদ্ধ শুরু হলো। দিনের বেলা তারা পরিখা হতে বের হয়ে যুদ্ধ করতো এবং রাতের বেলা

২৫৮. তাবারী, *তারীখুল উমাম ওয়াল মুলূক*, খ.২,পৃ.৫২৩

পরিখায় ফিরে যেতো। এভাবে এক মাস অতিবাহিত হলো; কিন্তু কোনো পক্ষই জয় লাভ করতে পারলো না। এক রাতে শত্রুদের মধ্যে হঠাৎ গণ্ডগোল ও মারামারির শব্দ শুনা যায়। 'আলা (রা.) 'আবদুল্লাহ ইবনুল হাযাফ (রা.)কে সংবাদ জেনে আসার জন্য প্রেরণ করেন। তিনি ফিরে এসে বর্ণনা করেন যে, শত্রু সৈন্যরা মদ পান করে মাতাল হয়ে হট্টগোল করছে। 'আলা (রা.) এ অবস্থাকে মহা সুযোগ মনে করে রাতের অন্ধকারে অতর্কিতভাবে স্বীয় বাহিনী নিয়ে তাদের ওপর চড়াও হয়ে তরবারি চালনা শুরু করেন। এতে তাদের বহু সৈন্য মারা যায়, অনেকেই গ্রেফতার হয় এবং কিছু পালিয়ে যায়। এ হামলায় কায়স ইবনু 'আসিম (রা.)-এর হাতে হুতামও নিহত হয়।[২৫৯]

দারীন আক্রমণ

বাহরাইনের যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পালিয়ে অনেক বিদ্রোহীই নৌকায় চড়ে দারীন নামক বন্দরে গিয়ে আশ্রয় গ্রহণ করেছিল। 'আলা ইবনুল হাদরামী (রা.) বাহরাইন অঞ্চলে শাসন-শৃঙ্খলা কায়িম করে দারীন আক্রমণের উদ্দেশ্যে যাত্রা করলেন। দারীন বাহরাইনের একটি সমুদ্র বন্দর। বাহরাইন থেকে মাত্র কয়েক মাইল দূরে অবস্থিত। 'আলা আল-হাদরামী সাগরের তীরে পৌঁছে দেখলেন যে, পার হওয়ার জন্য কোনো নৌকা নেই। অবশেষে 'আলা (রা.) মুজাহিদগণকে একত্রিত করে বললেন,

إِنَّ اللهَ قَدْ جَمَعَ لَكُمْ أَحْزَابَ الشَّيَاطِيْنَ، وَشَرَّدَ الْحَرْبَ فِي هَذَا الْبَحْرِ، وَقَدْ أَرَاكُمْ مِنْ آيَاتِهِ فِي الْبَرِّ لَتَعْتَبِرُوا بِهَا فِي الْبَحْرِ؛ فَانْهَضُوا إِلَى عَدُوِّكُمْ، ثُمَّ اسْتَعْرِضُوا الْبَحْرَ إِلَيْهِمْ .

-"আল্লাহ তা'আলা শাইতানের দলগুলোকে এ সমুদ্রের মধ্যে তোমাদের জন্য নিয়ে এসেছেন এবং এখানেই তাদের সাথে লড়াই হবে। আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে স্থলভাগে যথেষ্ট দয়া প্রদর্শন করেছেন। সমুদ্র যুদ্ধেও তিনি তোমাদের প্রতি যথেষ্ট দয়া বর্ষণ করতে ত্রুটি করবেন না। অতএব তোমরা নির্ভয়ে শত্রুদের বিরুদ্ধে লড়াই কর এবং সমুদ্র বক্ষে ঝাঁপিয়ে পড়।"

এরপর সকল মুসলিম সমবেতভাবে অত্যন্ত অনুনয়-বিনয়ের সাথে আল্লাহর নিকট দু'আ করলেন।[২৬০] দু'আ করার পর তাঁদের মধ্যে এমন উৎসাহ-উদ্দীপনার সৃষ্টি হয়

---

২৫৯. তাবারী, *তারীখুল উমাম ওয়াল মুলূক*, খ.২,পৃ.৫২৪-৫

২৬০. তাঁদের দু'আটি ছিল এরূপ - يا أرحم الراحمين يا كريم يا حليم يا أحد يا صمد يا حي يا محيي الموتى يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت يا ربنا (তাবারী, *তারীখুল উমাম ওয়াল মুলূক*, খ.২, পৃ.৫২৬)

যে, তাঁরা সকলেই আল্লাহর ওপর ভরসা করে ঘোড়া, উট ও খচ্চরের পিঠে আরোহন করে সমুদ্র বক্ষে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। আল্লাহ তা'আলার অনুগ্রহে ও অসীম কুদরাতের বারকাতে তাঁরা অতি সহজেই সমুদ্র অতিক্রম করে অপর পারে গিয়ে ওঠলেন। সমুদ্রে ঘোড়া, খচ্চর ও উটের মাত্র এক হাঁটু পানি হলো। সমুদ্র পার হবার সময় আবেগ আপ্লুত ভাষায় 'আফীফ ইবনুল মুনযির (রা.) গেয়ে ওঠলেন,

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللهَ ذَلَّلَ بَحْرَهُ ... وَأَنْزَلَ بِالْكُفَّارِ إِحْدَى الْجَلَائِلِ

دَعَوْنَا الَّذِي شَقَّ الْبِحَارَ فَجَاءَنَا ... بِأَعْجَبَ مِنْ فَلَقِ الْبِحَارِ الْأَوَائِلِ.

"তুমি কি লক্ষ্য করছো না যে, আল্লাহ তা'আলা সমুদ্রকে অনুগত করে দিয়েছেন এবং কাফিরদের ওপর বড় বড় বিপদ নাযিল করেছেন? আমাদের আহ্বান জানিয়েছেন সে সত্তা, যিনি সমুদ্র তো বিদীর্ণ করেছেনই। তা ছাড়া আরো আশ্চর্যজনক বিষয় আমাদের সামনে নিয়ে এসেছেন।"[২৬১]

দ্বীপে উপনীত হয়ে মুজাহিদগণ পলায়নকারী মুরতাদদের সাথে তুমুল যুদ্ধ আরম্ভ করলেন। সেখানে পলায়নকারীদের যেহেতু এখন আর পলায়নের কোনো সুযোগ নেই, তাই তারা মরণপণ যুদ্ধ করে। কিন্তু মুসলিমরাই যুদ্ধে জয় লাভ করে এবং শত্রুরা নির্মূল হয়ে যায়। শত্রুদের মধ্যে শিশু ও মহিলা ছাড়া কেউ রক্ষা পায়নি। শিশু ও মহিলাদেরকে বন্দী করা হয়। এ যুদ্ধে এতো অধিক পরিমাণে গানীমাতের সম্পদ অর্জিত হয় যে, প্রত্যেক অশ্বারোহীর ভাগে ছয় হাজার এবং প্রত্যেক পদাতিক সৈন্যের ভাগে দু হাজার দিরহাম করে পড়ে।[২৬২] যুদ্ধ শেষ করে 'আলা (রা.) ঐ দিনই বাহরাইনের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হন। সেখানে পৌঁছে বিজয়ের সুসংবাদ জানিয়ে খালীফার নিকট পত্র প্রেরণ করলেন। এভাবে বাহরাইনে ধর্মত্যাগী ও বিদ্রোহী শক্তি সমূলে ধ্বংস হয় এবং যারা রক্ষা পায় তারা সকলেই ইসলাম গ্রহণ করে। ইতোমধ্যে কেউ এ সংবাদ প্রচার করে দেয় যে, বানূ শাইবান আক্রমণের প্রস্তুতি গ্রহণ করছে। পরে খোঁজ নিয়ে জানা যায় যে, এটা নিরেট গুজব।

বাহরাইন যুদ্ধের গুরুত্ব

গুরুত্বের দিক থেকে যদিও বাহরাইনের যুদ্ধকে ইয়ামামার যুদ্ধের পরেই স্থান দেওয়া হয়; কিন্তু কোনো কোনো ক্ষেত্রে ইয়ামামার যুদ্ধের চেয়েও অধিক গুরুত্বপূর্ণ।

---

২৬১. তাবারী, *তারীখুল উমাম ওয়াল মুলূক*, খ.২,পৃ.৫২৭; ইবনু কাছীর, *আল-বিদায়াতু ওয়ান নিহায়াতু*, খ.৬,পৃ,৩৬২

২৬২. তাবারী, *তারীখুল উমাম ওয়াল মুলূক*, খ.২,পৃ.৫২৫-৬

ইয়ামামার যুদ্ধ শুধু একটি গোত্র বা দলের সাথে সংঘটিত হয়েছিল; কিন্তু বাহ্‌রাইন যেহেতু পারস্য উপসাগরে অবস্থিত, পারস্য সম্রাটের শাসনাধীন, ভারতবর্ষ ও পারস্যের ব্যবসায়ীরা সেখানে বাস করে এবং ফুরাতের মোহ্‌না থেকে 'আদন পর্যন্ত তাদের বসতি, তাই এ যুদ্ধ শুধু একটি গোত্রের সাথে ছিল না; বরং তা ছিল আন্তর্জাতিক। তা ছাড়া ঐ সকল লোকের মধ্যে যেহেতু খ্রিস্টান, ইয়াহুদী, অগ্নিউপাসক, দেব-দেবীর পূজারী প্রভৃতি বিভিন্ন ধর্মের লোক ছিল, তাই এ যুদ্ধকে আন্তঃধর্মীয় যুদ্ধ বলা যেতে পারে। এ যুদ্ধে মুসলিমদের যে অভূতপূর্ব বিজয় লাভ হয়, তাতে আরব উপদ্বীপের দক্ষিণ-পূর্বে পারস্য শাসনকর্তা ইসলামের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের যে জাল বিস্তার করে রেখেছিল তা ছিন্ন হয়ে যায়। এ সাথে মুসলিমদের জন্য ইরাক বিজয়ের পথও উন্মুক্ত হয়।

'উমানবাসীদের বিদ্রোহ দমন

'উমান ভারত মহাসাগরের উপকূলে এবং বাহ্‌রাইনের সন্নিকটে অবস্থিত। সেখানকার অধিকাংশ অধিবাসী ছিল আয্‌দ গোত্রের। তবে অন্যান্য গোত্রের অনেক লোকও সেখানে ছিল। হিজরী ৮ম সনে রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) খাযরাজ গোত্রের আবূ যায়িদ আল-আনসারী (রা.)কে ইসলাম প্রচারের জন্য সেখানে প্রেরণ করেন। তা ছাড়া তিনি 'আমর ইবনুল 'আস (রা.)-এর মাধ্যমে ইসলামের দা'ওয়াত জানিয়ে সেখানকার আমীর জায়ফার ও 'আব্বাদের নামে একটি পত্রও প্রেরণ করেন। জায়ফার পত্রটি পাওয়ার পর 'আমর (রা.)কে বলেন, ইসলাম গ্রহণে আমার কোনো আপত্তি নেই। তবে এ দেশের যাকাত মাদীনা পাঠানো হলে এ দেশের গরীবদের অধিকার নষ্ট করা হবে। 'আমর ইবনুল 'আস (রা.) বললেন, এ দেশের যাকাত এ দেশের গরীবদের মধ্যেই বণ্টন করা হবে। এরপর জায়ফার ও 'আব্বাদ দু'জনেই ইসলাম গ্রহণ করেন। তাঁদের সাথে অবশিষ্ট 'উমানবাসীও ইসলাম গ্রহণ করে।

রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর ওফাতের খবর শুনে সেখানকার অধিকাংশ লোকই ইসলাম ত্যাগ করে। তখন যুত তাজ লাকীত ইবনু মালিক আল-আযদী সুযোগ বুঝে নুবুওয়াতের দাবি করে বসে এবং ধর্মত্যাগীদের নেতৃত্ব গ্রহণ করে। এ সুবাদে সে 'উমান অধিকার করে নেয় এবং সেখানকার আমীর জায়ফার ও 'আব্বাদ (রা.)কে বের করে দেয়। তাঁরা দু'জনেই বাধ্য হয়ে পাহাড়ে গিয়ে আশ্রয় নেন। জায়ফার (রা.) এ ঘটনা উল্লেখ করে মাদীনায় খালীফার নিকট পত্র প্রেরণ করেন। আবূ বাকর (রা.) এ সংবাদ জানতে পেরে হুযাইফাহ ইবনু মুহ্‌সিন (রা.)কে 'উমানে এবং 'আরফাজাহ ইবনু হারছামাহ (রা.)কে মাহ্‌রাবাসীদের প্রতি প্রেরণ করেন। তবে তিনি

তাঁদের দু'জনকে এক সাথে থাকার নির্দেশ দেন। হুযাইফাহ ইবনু মুহসিন (রা.)কে আবূ বাকর (রা.) নির্দেশ দিয়েছিলেন, প্রথমে 'উমানে যেতে এবং সেখানকার অভিযান শেষ করে মাহরার দিকে গমন করতে। ওদিকে 'ইকরামাহ ইবনু আবী জাহল (রা.)কেও -যিনি ইয়ামামায় প্রেরিত হয়েছিলেন- নির্দেশ দান করা হয়েছিল 'উমানে গিয়ে হুযাইফা ও 'আরফাজাহ (রা.)-এর সাথে মিলিত হতে। হুযাইফা ও আরফাজাহ (রা.) 'উমানে পৌঁছার পূর্বে ইকরামাহ (রা.) তাঁদের সাথে মিলিত হন। 'উমানের নিকটে পৌঁছেই তাঁরা জায়ফার ও 'আব্বাদ (রা.)কে তাঁদের আগমনের সংবাদ দেন। তাই তাঁরাও মুসলিম বাহিনীর সাথে এসে মিলিত হন। এবার সম্মিলিত মুসলিম বাহিনী সহর নামক স্থানে তাঁবু স্থাপন করেন। এ দিকে লাকীতও মুসলিম বাহিনীর আগমনের সংবাদ পেয়ে নিজের সৈন্যসামন্ত নিয়ে দাবা শহরে অবস্থান গ্রহণ করে। মুসলিম বাহিনীতে 'ইকরামাহ ইবনু আবী জাহল (রা.) ছিলেন অগ্রবর্তী বাহিনীর, সৈন্যব্যূহের ডান পাশে হুযাইফাহ (রা.), বাম পাশে 'আরফাজাহ (রা.) এবং মাঝখানে ছিলেন 'উমানের সে সকল নেতা, যাঁরা ইসলামের ওপর অটল ছিলেন এবং মুসলিম বাহিনীর আগমনের সংবাদ পেয়ে তাদের সাথে যুক্ত হয়েছিলেন।

ফাজরের সময় যুদ্ধ শুরু হলো। মুসলিম বাহিনী ছিল নিম্নভূমিতে আর শত্রুপক্ষ সুযোগ পেয়েছিল উচ্চভূমিতে থাকার। মুসলিমরা অগ্রসর হয়ে লাকীতের ওপর আক্রমণ শুরু করে। প্রচণ্ড যুদ্ধ হয়। লাকীত খুবই বীরত্বের সাথে মুসলিমদের ওপর আক্রমণ পরিচালনা করছিল। প্রথমে যুদ্ধের গতিধারা ছিল মুসলিমদের বিপক্ষে। এ সময় তাঁদের শত্রুদের সংখ্যা অধিক মনে হয়েছিল। তাই তাঁদের মধ্যে কিছুটা দুর্ভাবনাও ছড়িয়ে পড়েছিল। ইতোমধ্যে খারীছ ইবনু রাশিদ বানূ নাজীয়ার একটি বাহিনী এবং সায়হান ইবনু সুহান বানূ 'আবদিল কায়সের একটি বিরাট বাহিনী নিয়ে সেখানে এসে পৌঁছে। এ অদৃশ্য সাহায্য প্রত্যক্ষ করে মুসলিমদের অন্তরে সীমাহীন সাহসের সঞ্চার হয়। এবার তাঁরা দিক পরিবর্তন করে বীরবিক্রমে শত্রুদের ওপর এতো প্রচণ্ড আক্রমণ পরিচালনা করেন যে, এ যুদ্ধে শত্রুদের দশ হাজার সৈন্য নিহত হয়, চার হাজার বন্দী হয় এবং প্রচুর গানীমাতের মাল মুসলিমদের হস্তগত হয়। এর পঞ্চমাংশ 'আরফাজাহ (রা.)-এর মাধ্যমে মাদীনায় প্রেরণ করা হয়। হুযাইফা (রা.) সেখানকার প্রশাসনিক ব্যবস্থা দেখাশুনা করার জন্য 'উমানেই অবস্থান করেন।[২৬৩]

---

২৬৩. তাবারী, *তারীখুল উমাম ওয়াল মুলূক*, খ.২,পৃ.৫২৯-৫৩০

মাহরাবাসীদের বিদ্রোহ দমন

মাহরায় 'উমানের কিছু লোক অবস্থান করতো। তা ছাড়া বানূ 'আবিদল কায়সও সেখানে বিদ্যমান ছিল। আযদ ও বানূ সা'দ প্রভৃতি গোত্রও সেখানে বসবাস করতো। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর ওফাতের পর এরা সকলেই ইসলাম ত্যাগ করে রাজত্ব ও নেতৃত্বের প্রশ্নে দু দলে বিভক্ত হয়ে পরস্পর দ্বন্দ্ব-কলহে লিপ্ত হয়েছিল। একদলের নেতা হলো শিখরীত এবং অন্য দলের নেতার নাম হলো মুসাব্বাহ। দু'দলের মধ্যে মুসাব্বাহর দল ছিলো অধিক শক্তিশালী। এদিকে 'ইকরামাহ (রা.) 'উমান অভিযান শেষ করে তাঁর বাহিনী নিয়ে মাহরায় পৌছেন। প্রথমে তিনি রাজনৈতিক কৌশলের মাধ্যমে দুর্বল দলটিকে নিজের পক্ষে টেনে আনার চেষ্টা করেন। এ উদ্দেশ্যে শিখরীতের সাথে আলোচনা করেন এবং তাঁকে ইসলামের দা'ওয়াত দেন। তিনি অত্যন্ত সন্তুষ্টচিত্তে 'ইকরামাহ (রা.)-এর দাওয়াতে সাড়া দিয়ে ইসলাম গ্রহণ করেন। এবার 'ইকরামাহ (রা.) মুসাব্বাহকেও ইসলাম গ্রহণের দা'ওয়াত জানান। কিন্তু সে তাঁর দা'ওয়াত গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জানায় এবং ইসলাম ত্যাগে অটল থাকতে জিদ ধরে। এ অবস্থায় 'ইকরামাহ (রা.) মুসলিম দলটিকে সাথে নিয়ে মুসাব্বাহ ও তার অনুসারীদের ওপর আক্রমণ করলেন এবং শোচনীয়ভাবে পরাজিত করে মুসাব্বাহকে হত্যা করলেন। যারা প্রাণে রক্ষা পায়, পরে তারা সকলেই ইসলাম গ্রহণ করে।[২৬৪]

এ বিজয় পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের ওপর বিশেষ প্রভাব ফেললো। ফলে আশেপাশের গোত্রগুলো সানন্দে ইসলাম গ্রহণ করলো। 'ইকরামাহ (রা.) একপঞ্চমাংশ মালে গানীমাতসহ বিদ্রোহ দমনের বিশদ বিবরণ লিখে আবূ বাকর (রা.)-এর নিকট একখানা পত্র প্রেরণ করেন। আবূ বাকর (রা.) থেকে জবাব এলো, 'তুমি ইয়ামানে গিয়ে মুহাজির ইবনু আবী উমাইয়্যার বাহিনীতে যোগদান কর।'

ইয়ামানে বিদ্রোহ দমন

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর জীবদ্দশায় ইয়ামান বিজিত হয়েছিল। ইসলাম পূর্বকালে ইয়ামান পারস্য সম্রাটের করতলগত ছিল এবং বাযান নামক এক পারসিক সেখানে পারস্য সম্রাটের অধীনস্থ শাসনকর্তা নিযুক্ত ছিলেন। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁকেই ইয়ামানের গভর্ণর পদে বহাল রাখেন। তাঁর রাজধানী ছিল সান'আয়। বাযানের মৃত্যুর পর রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইয়ামানকে কয়েক ভাগে বিভক্ত করে সান'আয় বাযানের পুত্র শাহর (রা.)কে,

২৬৪. তাবারী, *তারীখুল উমাম ওয়াল মুলূক*, খ.২,পৃ. ৫৩০-১

নাজরানে 'আমর ইবনু হাযাম (রা.)কে, নাজরান ও যুবাইদের মধ্যবর্তী এলাকায় খালিদ ইবনু সা'ঈদ (রা.)কে, হামাদানে 'আমির ইবনু শাহর (রা.)কে, 'আক ও আশ'আরীদের এলাকায় তাহির ইবনু হালাহ (রা.)কে, মা'রিবে আবূ মূসা আল-আশ'আরী (রা.)কে, জুনদে ইয়া'লা ইবনু উমাইয়্যা (রা.)কে, হাদরামাউতে যিয়াদ ইবনু লাবীদ আল-আনসারী (রা.)কে, সাকাসিক ও সাকূনে 'উক্কাশাহ ইবনু ছাওর (মতান্তরে মাওর)কে এবং কিন্দায় মুহাজির ইবনু আবী উমাইয়্যাহ (রা.)কে শাসনকর্তা নিযুক্ত করেছিলেন। মু'আয ইবনু জাবাল (রা.) ইয়ামানের বিভিন্ন অঞ্চলে ঘুরে ঘুরে ইসলাম শিক্ষা দেয়ার কাজে নিযুক্ত ছিলেন।[২৬৫]

ইতঃপূর্বে আমরা আসওয়াদ আল-'আনসীর কথা আলোচনা করেছি। সে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর জীবদ্দশায় ইয়ামানে নুবুওয়াতের দাবি করে গোটা দেশেই নৈরাজ্য সৃষ্টি করেছিল। কিন্তু তাঁর জীবদ্দশায়ই সে নিহত হয় এবং এর পর পুনরায় ইয়ামানে ইসলাম প্রসার লাভ করে চলেছিল। কিন্তু দিকচক্রবাল মেঘশূন্য না হতেই রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মৃত্যুবরণ করেন। এ সংবাদ প্রচার হওয়ার সাথে সাথেই ইয়ামানে এমন এক সাংঘাতিক সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা-হাঙ্গামার সৃষ্টি হয় যে, সেখানে মুসলিমদের জীবন ও মান-সম্মান রক্ষা করা কঠিন হয়ে পড়ে। সমগ্র ইয়ামানে ফিতনা-ফাসাদের আগুন জ্বলে ওঠে। তা ছাড়া মাদীনা ও ইয়ামানের মধ্যবর্তী রাস্তাও অত্যন্ত বিপজ্জনক হয়ে দাঁড়ায়। আসওয়াদ আল-'আনসীর বাহিনীর সেনানায়করা সান'আ ও 'আদনের মধ্যে ঘোড়া হাঁকিয়ে দৌড়াতে থাকে এবং যা ইচ্ছা করতে থাকে। তা ছাড়া ইয়ামানের প্রখ্যাত বীর ও অশ্বারোহী 'আমর ইবনু মা'দীকারাব ও কায়স ইবনু মাকশূহ দুজনেই রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর ওফাতের সংবাদ শুনেই মুরতাদ্দ হয়ে যায়। উল্লেখ্য, ইতঃপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে, কায়স ইবনু মাকশূহ আসওয়াদ আল-'আনসীর হত্যার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। সেও ইয়ামানের ক্ষমতা দখলের উদ্দেশ্যে প্রধান প্রধান বীর মুজাহিদকে প্রতারণার মাধ্যমে হত্যা করতে মনস্থ করলো। নিজের ইসলাম ত্যাগের অপরাধ ক্ষমা চাইবে এ কথা বলে সে ফায়রূয, দাযাওয়ায়হ ও জুশ্‌শায়শ আদ-দায়লামী (রা.) প্রমুখ বিশিষ্ট মুসলিমকে এক ভোজ সভায় দা'ওয়াত করলো। সেখানেই কায়স দাযাওয়ায়হ (রা.)কে শাহীদ করে ফেললো। অবশিষ্ট দুজন পালিয়ে প্রাণ রক্ষা করলেন এবং দৌড়ে খাওলান গোত্রের নিকট গিয়ে থামলেন। এভাবে কায়স পুরো সান'আ শহরে নিজের ক্ষমতা বিস্তার করে ফেললো এবং সে সেখানকার মুসলিমদের পরিবারগুলোকে নানাভাবে কষ্ট দিতে থাকে।

---

২৬৫. ইবনুল আছীর, *আল-কামিল,* খ.১,পৃ. ৩৬৩, ৩৮০; ইবনু কাছীর, *আল-বিদায়াতু ওয়ান নিহায়াতু,* খ.৬,পৃ. ৩৩৮

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর পক্ষ থেকে ইয়ামানে যে সকল কর্মকর্তা ও আমীর নিয়োগ করা হয়েছিল তাঁরা আবূ বাকর (রা.)কে প্রকৃত অবস্থা সম্পর্কে অবহিত করেন। ফায়রূয আদ-দায়লামী (রা.), যিনি আসওয়াদ আল-'আনসীকে হত্যার ক্ষেত্রে প্রধান ভূমিকা পালন করেছিলেন, তাঁকে আবূ বাকর (রা.) ইয়ামানে তাঁর প্রতিনিধি নিযুক্ত করেন এবং 'উমাইর ইবনুল আফলাহ, সা'ঈদ ইবনুল 'আকিব, সুমায়ফি' ইবনু নাকূর, হাওশাব ও শাহর প্রমুখ বিশিষ্ট নেতৃবৃন্দ, যাঁরা ইসলামের ওপর অটল ছিলেন, তাঁদের সকলকে ফায়রূয (রা.)-এর আনুগত্য ও সহযোগিতা করার নির্দেশ দেন। ফায়রূয (রা.) বানূ 'আকীল ইবনি রাবী'আহ, বানূ 'আক ও অন্যান্য গোত্র, যারা ইসলামের ওপর প্রতিষ্ঠিত ছিল তাদেরকে নিয়ে সান'আর বাইরে কায়স ইবনু মাকশুহের সাথে মুকাবিলা করেন এবং তাকে পরাস্ত করেন। ফলে যে সকল মুসলিম পরিবারকে কায়স বন্দী করে রেখেছিল এবং নানাভাবে কষ্ট দিতো তারা মুক্তি লাভ করে।[২৬৬]

ইতঃপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, আবূ বাকর (রা.) মুহাজির ইবনু আবী উমাইয়্যা (রা.)-এর নেতৃত্বে ইয়ামানের সান'আতে একটি বাহিনী প্রেরণ করেছিলেন। মুহাজির (রা.) মাদীনা থেকে রওয়ানা হয়ে পথিমধ্যে মাক্কা ও তা'য়িফ থেকে মুসলিম মুজাহিদদের সাথে নিয়ে অতি দ্রুত নাজরানে প্রবেশ করে তাঁবু স্থাপন করেন। কায়স ইবুন মাকশূহ ও 'আমর ইবনু মা'দীকারাব মুহাজির (রা.)-এর আগমনের কথা পূর্বেই অবগত হয়েছিল। তাই তারাও নাজরানে তাঁর আগমনের প্রতীক্ষায় ছিল। 'আমর একজন বিখ্যাত নেতা ছিল, যার শত্রুহত্যা ও বীরত্বগাথা তখন সারা দেশে খ্যাতি লাভ করেছিল। দু দলেই নাজরানে মুখোমুখি হলো এবং ঘোরতর যুদ্ধ হলো। শত্রুদের মধ্যে অনেকেই নিহত হলো, অনেকেই গ্রেফতার হলো। অবশিষ্টরা পালিয়ে গেল। কায়সও বন্দী হয় এবং 'আমর নিজেই মুসলিমের নিকট আত্মসমর্পণ করে। মুহাজির ইবনু আবী উমাইয়্যাহ (রা.) দু'জনকেই মাদীনায় প্রেরণ করেন। সেখানে পৌঁছে তারা দুজনেই আবূ বাকর (রা.)-এর নিকট তাদের অপরাধের জন্য অনুশোচনা প্রকাশ করে[২৬৭] এবং পুনরায় সানন্দে ইসলাম

---

২৬৬. তাবারী, তারীখুল উমাম ওয়াল মুলূক, খ.২,পৃ. ৫৩৫-৬

২৬৭. আবূ বাকর (রা.) 'আমর ইবনু মা'দীকারাবকে বলেন, أما تخزى أنك كل يوم مهزوم أو مأسور لو نصرت هذا الدين لرفعك الله. "তোমার কি লজ্জা হয় না যে, তুমি প্রত্যহ হয়তো পরাজিত হও কিংবা বন্দী হও। তুমি এ দীনের সাহায্য করলে আল্লাহ তা'আলা তোমাকে উচ্চ মর্যাদাদান করতেন।" সে বললো, لا جرم لأقبلن ولا أعود. -"আমি এবারে এমনভাবে ইসলাম গ্রহণ করবো যে, জীবনে আর কখনো ত্যাগ করবো না।" আবূ বাকর (রা.) কায়সকে বললেন, يا قيس، أعدوت على عباد الله تقتلهم وتتخذ المرتدين والمشركين وليجة من دون المؤمنين! -"হে কায়স, তুমি আল্লাহর বহু অনুগত বান্দাহকে শত্রুতাবশত হত্যা করেছো এবং মু'মিনদেরকে ত্যাগ করে মুরতাদ্দ ও মুশরিকদেরকে অন্তরঙ্গ বন্ধুরূপে গ্রহণ করেছিলে! (তাবারী, *তারীখুল উমাম ওয়াল মুলূক*, খ.২,পৃ. ৫৪১)

গ্রহণ করে। আবূ বাকর (রা.) কায়সকে দাযাওয়ায়হ (রা.)-এর কিসাস হিসেবে হত্যা করতে ইচ্ছে করেছিলেন; কিন্তু এ হত্যাকাণ্ড যেহেতু গোপনে সংঘটিত হয়েছিল এবং এর কোনো প্রত্যক্ষ সাক্ষী ছিল না, তাই তিনি কিসাস গ্রহণ থেকে বিরত থাকেন।[২৬৮] অবশেষে আবূ বাকর (রা.) তাঁদের দু'জনকেই ক্ষমা করে দেন এবং দু'জনে অনুমতি নিয়ে ইয়ামানে ফিরে আসেন।

মুহাজির (রা.) নাজরান যুদ্ধে ইয়ামানের বিদ্রোহীদের কোমর ভেঙ্গে দিয়ে সামনে অগ্রসর হন এবং সান'আয় পৌঁছেন। আঁর 'ইকরামাহ ইবনু আবী জাহল (রা.)ও 'উমান ও মাহরার যুদ্ধ শেষ করে তাঁর বাহিনী নিয়ে সেখানে এসে পৌঁছেন। এবার মুসলিমদের শক্তি এতো সুদৃঢ় হয় যে, তাঁদের সাথে মুকাবিলা করার মতো শক্তি বিদ্রোহীদের ছিল না। ফলে সামান্য যুদ্ধের পর সেখানকার বিদ্রোহীদের চরমভাবে পর্যদুস্ত করে তাঁরা পুরো এলাকা শত্রুমুক্ত করেন।

ইয়ামান যুদ্ধের গুরুত্ব

ইয়ামান যুদ্ধের গুরুত্ব ও বিশেষত্ব হলো এই যে, ফায়রূয দায়লামী, দাযাওয়ায়হ ও জুশ্‌শায়শ আদ-দায়লামী (রা.) প্রমুখ ইয়ামানে বাস করলেও আসলে তাঁরা পারস্য বংশোদ্ভূত ছিলেন। ফলে কায়স ইবনু 'আবদ ইয়াগুছ যদিও মুসলিম ছিলেন এবং আসওয়াদ আল-'আনসীর হত্যার পরামর্শেও অংশগ্রহণ করেছিলেন, কিন্তু আবূ বাকর (রা.) যখন ফায়রূয (রা.)কে ইয়ামানে তাঁর প্রতিনিধি নিযুক্ত করেন, তখন কায়সের আরবীয় বংশ মর্যাদাবোধ জাগ্রত হয়ে ওঠে এবং তিনি ধর্মত্যাগ করেন। অতঃপর তিনি একটি বিরাট বাহিনী তৈরি করে পারস্য বংশোদ্ভূত ইয়ামানবাসীদেরকে ইয়ামান থেকে বহিষ্কার করার পরিকল্পনা তৈরি করেন। কিন্তু আবূ বাকর (রা.) তাঁর এ পরিকল্পনা নস্যাৎ করে দেন। সম্ভবত এটাই ছিল ইসলামের ইতিহাসে সর্বপ্রথম ঘটনা, যখন আরবী বংশ মর্যাদাবোধের ওপর আঘাত হেনে ইসলামী ভ্রাতৃত্ব ও সাম্যের দৃষ্টান্ত স্থাপনের প্রচেষ্টা চালানো হয় এবং এর প্রতিক্রিয়া হিসেবে আরবদের চোখ খুলে যায় এবং অনারবদের মধ্যে ইসলামের প্রতি আকর্ষণ বৃদ্ধি পায়।[২৬৯]

কিন্দা ও হাদরামাউতে বিদ্রোহ দমন

কিন্দাহ এবং হাদরামাউত ইয়ামানের দুটি প্রসিদ্ধ এলাকা। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁর জীবদ্দশায় যিয়াদ ইবনু লাবীদ আল-আনসারী (রা.)কে

---

২৬৮. তাবারী, *তারীখুল উমাম ওয়াল মুলূক*, খ.২,পৃ. ৫৪১

২৬৯. আকবরাবাদী, *সিদ্দীকে আকবর রা.*, পৃ. ২২৫

হাদরামাউতে, 'উক্কাশাহ ইবনু ছাওর (রা.)কে সাকাসিক ও সাকূনে এবং মুহাজির ইবনু আবী উমাইয়্যাহ (রা.)কে কিন্দার শাসনকর্তা নিযুক্ত করে প্রত্যেককে নিজ নিজ এলাকায় পাঠিয়ে দেন। তবে মুহাজির (রা.) অসুস্থ থাকার কারণে কিন্দায় যেতে পারেননি। কিন্দা ছিল হাদরামাউতের পার্শ্ববর্তী অঞ্চল। এ কারণে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যিয়াদ (রা.)কে হাদরামাউতের পাশাপাশি কিন্দার দায়িত্বও প্রদান করেছিলেন। তিনি সেখানে যাকাত আদায় করা ছাড়াও ইসলামের বিধি-বিধান শিক্ষা দিতেন।

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর ওফাতের পর যখন সমগ্র আরবে বিদ্রোহ ও ধর্মত্যাগের হিড়িক পড়ে যায়, তখন বানূ কিন্দাহ ও হাদরামাউতেও এর ধাক্কা লাগে। বিদ্রোহ ও ধর্মত্যাগের জোয়ার যাতে প্রবল হতে না পারে, সে উদ্দেশ্যে যিয়াদ (রা.) স্থানীয় মুসলিম অধিবাসীদের সহযোগিতায় বানূ 'আম্‌র ইবনু মু'আবিয়ার ওপর অতর্কিত হামলা চালান এবং তাদেরকে পরাস্ত করেন। এ হামলায় বানূ 'আমরের অনেক শিশু ও মহিলাকে গ্রেফতার করা হয়। যিয়াদ (রা.) তাদেরকে বেঁধে আশ'আছ ইবনু কায়সের পল্লীর নিকট দিয়ে নিয়ে যাচ্ছিলেন। এমন সময় বন্দীদের মধ্যে অনেকেই চিৎকার করে আশ'আছের সাহায্য প্রার্থনা করলে আশ'আছ মুসলিম বাহিনীর ওপর আক্রমণ করে বন্দীদের ছাড়িয়ে নেন।[২৭০] আশ'আছ বানূ কিন্দাহর একজন অত্যন্ত সম্মানিত ও প্রভাবশালী ব্যক্তি ছিলেন। হিজরী দশম সনে তিনি আশি জন লোক নিয়ে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর দরবারে এমন জাঁকজমকের সাথে উপস্থিত হয়েছিলেন যে, তাদের সকলের গায়ে রেশমের পোশাক ছিল। তখন আশ'আছ ইসলাম গ্রহণ করেন। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় হলো, বন্দীদেরকে মুক্ত করার দিন থেকেই তিনি মুসলিমদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ আরম্ভ করে দেন। যিয়াদ ইবনু লাবীদ আল-আনসারী (রা.) তাঁর সাথে যুদ্ধ করেন; কিন্তু জয়লাভ করা তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়নি। তিনি মুহাজির ইবনু আবী উমাইয়্যা (রা.)কে সাহায্যের জন্য আহ্বান জানান। মুহাজির এ সংবাদ জানতে পেরে তাঁর সাথে যে সকল মুজাহিদ ছিলেন, তাঁদের মধ্য থেকে দ্রুতগামী অশ্বারোহীদের একটি ইউনিট নির্বাচন করে নিজের সাথে নিলেন এবং অবশিষ্ট সৈন্যদেরকে 'ইকরামাহ (রা.)-এর নেতৃত্বে রেখে অতি দ্রুত গতিতে যিয়াদ ইবনু লাবীদ (রা.)-এর সাথে মিলিত হন। অতঃপর উভয়ে অগ্রসর হয়ে 'মুহাজ্জারুয যারকান' নামক স্থানে আশ'আছকে চ্যালেঞ্জ করেন। দু পক্ষের মধ্যে প্রচণ্ড যুদ্ধ হয়। মুসলিম বাহিনী বীরবিক্রমে বিদ্রোহীদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েন। অবশেষে আশ'আছ পরাজয় বরণ করেন। তিনি তাঁর সাথীদের সাথে পালিয়ে গিয়ে আন-নুজায়র নামক দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করেন। মুসলিম বাহিনী দুর্গ অবরোধ করলো। দুর্গের প্রবেশ পথ ছিল তিনটি। তন্মধ্যে যিয়াদ ও

---

২৭০. ইবনুল আছীর, *আল-কামিল*, খ.১,পৃ.৩৮১

মুহাজির (রা.) দুটি দরজা পাহারা দিতেন। তৃতীয় দরজাটি উন্মুক্ত রয়ে গেল। ঐ দরজা দিয়েই আশ'আছ ও তাঁর সাথীদের রসদপত্র সংগ্রহ করা হতো। ইতোমধ্যে 'ইকরামাহ (রা.)ও তাঁর বাহিনী নিয়ে সেখানে আগমন করেন। তিনি এসেই তৃতীয় দরজাটিও বন্ধ করে দেন। এখন আশ'আছ বিপদ বুঝতে পেরে দুর্গ থেকে বের হয়ে মরণপণ যুদ্ধ করার কথা ভাবছিলেন। কিন্তু দরজার বাইরে দৃষ্টি দিয়ে মুসলিম বাহিনীর সংখ্যাধিক্য দেখেই তাঁর সেই আশা বিলীন হয়ে যায়। এবার তিনি মনে করলেন যে, তাদের মৃত্যু সুনিশ্চিত। অবশেষে তিনি নিজের সাথীদের চিন্তা পরিত্যাগ করে নিজের ও নিজের একান্ত আত্মীয়-স্বজনের জীবন রক্ষার উপায় উদ্ভাবনে ব্যস্ত হয়ে ওঠলেন এবং মুহাজির (রা.)-এর নিকট তাদের জন্য নিরাপত্তা কামনা করে সন্ধির আবেদন করলেন। তাঁর এ আবেদন এতোই বিনয় ও মিনতিপূর্ণ ছিল যে, তাঁর সম্প্রদায়ের কেবল নয়জন লোকের জন্য প্রাণভিক্ষা ও মুক্তি প্রার্থনা করলেন। মুহাজির (রা.) তাঁর এ আবেদন মঞ্জুর করলেন; কিন্তু আশ'আছ এতোটা হতবুদ্ধি হয়ে পড়েছিলেন যে, আশ্রয় প্রার্থনা করে তিনি যে নয়ব্যক্তির তালিকা পেশ করেন, তাতে তাঁর নিজের নাম লিখতে ভুলে যান। ফলে তালিকায় বর্ণিত কেবল নয় ব্যক্তিকেই নিরাপত্তা প্রদান করা হয় এবং যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী বাকি সকল পুরুষকেই হত্যা এবং নারী, শিশু ও অন্যান্যদেরকে গ্রেফতার করা হয়। বন্দীদের মধ্যে আশ'আছও শামিল ছিলেন। মুহাজির (রা.) তাঁকে গ্রেফতার করে বিচারের জন্য মাদীনায় পাঠিয়ে দেন। তাঁর সাথে বন্দিনীদেরকেও মাদীনায় পাঠানো হয়। ভাগ্যের কী পরিবর্তন! একদিন আশ'আছ বানূ 'আমর গোত্রের মহিলাদের 'ইযযাত রক্ষা করবার জন্য যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন। আর আজ নিজেই নিজের গোত্রের মেয়েদেরকে মুসলিমদের দাসী অবস্থায় মাদীনায় নিয়ে যাচ্ছেন। এ আশ'আছই একদিন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর দরবারে একজন সম্ভ্রান্ত লোক হিসেবে মাদীনাবাসীদের যথেষ্ট সম্মান লাভ করেছিলেন; কিন্তু তিনি আজ মাদীনায় সকলের নিকট অতি ধিক্কারের পাত্র। বন্দিনী মহিলারাও তাঁকে বিদ্রূপ করতে লাগলো।

মাদীনায় আবূ বাকর (রা.) ও আশ'আছের মধ্যে দীর্ঘ আলোচনা হয়। এতে আশ'আছ তাঁর অতীত কার্যকলাপের জন্য অনুশোচনা প্রকাশ করলেন এবং ভবিষ্যতে কখনো ইসলামের কোনো প্রকার বিরোধিতা করবেন না বলে প্রতিশ্রুতি দেন। ফলে অনেক চিন্তার পর আবূ বাকর (রা.) তাঁকে ক্ষমা করে দিলেন।[২৭১]

উল্লেখ্য, আশ'আছ যখন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর খিদমাতে উপস্থিত হয়ে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন, তখন আবূ বাকর (রা.)-এর বোন উম্মু ফারওয়াকে বিয়ে করার প্রস্তাব দিয়েছিলেন। কিন্তু ঐ সময় বিয়ে হয়নি। এবার ইসলাম গ্রহণের পর তিনি আবারো তাঁর সে মনোবাসনা ব্যক্ত করেন। আবূ বাকর (রা.) তাঁর সে

---

২৭১. ইবনুল আছীর, *আল-কামিল*, খ.১,পৃ.৩৮২

আশা পূরণ করেন এবং তাঁর সাথে নিজের বোনের বিবাহ কার্য সম্পন্ন করেন। অতঃপর আশ'আছ তাঁর দলবলসহ কিছু দিন মাদীনায় অবস্থান করেন। পরবর্তীকালে ইরাক ও শামের যুদ্ধগুলোতে মুসলিমদের পক্ষে তিনি উল্লেখযোগ্য অবদান রাখেন।

বিদ্রোহ দমনের ক্ষেত্রে আবূ বাকর (রা.)-এর ভূমিকার মূল্যায়ন

আবূ বাকর (রা.) খালীফা হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করার সাথে সাথেই সমগ্র আরবে ধর্মত্যাগ ও বিদ্রোহের ঝড় বইতে থাকে। তখন ইসলামের বিরুদ্ধে এমন এক দাবানলের সূচনা হয়েছিল, যার শিখা উত্তর শাম থেকে আল-জাযীরা পর্যন্ত, দক্ষিণে ভারত সাগরের উপকূল পর্যন্ত, পূর্বে ইরাক ও পারস্য উপসাগর পর্যন্ত এবং পশ্চিমে লোহিত সাগরের উপকূল এবং বাবুল মান্দুব পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। কিন্তু পৃথিবীবাসী প্রত্যক্ষ করেছে যে, হিজরী একাদশ সনের শেষাংশ এবং বারো সনের প্রথম কিয়দাংশ অর্থাৎ মাত্র এক বছরের কম সময়ের মধ্যেই[২৭২] আবূ বাকর (রা.) সীমিত সংখ্যক সৈন্য এবং স্বল্প আসবাবপত্র ও অস্ত্র-শস্ত্র দিয়ে সমগ্র আরবের যাবতীয় বিদ্রোহ ও বিশৃঙ্খলার মুলোৎপাটন করতে সমর্থ হন।

কয়েক মাস পূর্বের অবস্থা সম্পর্কে একটু চিন্তা করুন যে, মাক্কা, মাদীনা ও তা'য়িফ ছাড়া গোটা দেশের দিকচক্রবাল ছিল ধূলিতে আচ্ছন্ন। আর এই ধূলিমেঘ থেকে তরবারি-বর্শা ও তীর-ধনুকের ঝড় বইতে দেখা যাচ্ছিল। অবস্থা এতোই কঠিন ছিল যে, প্রস্তর মোমের মতো গলে যেতে পারতো এবং ইস্পাতের তার কাঁচা সুতোর মতো ছিঁড়ে যেতে পারতো। কিন্তু রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সাহচর্যে ধন্য আবূ বাকর (রা.)-এর হিম্মত ও সাহসের পরিমাপ করুন, তিনি একাকী এ সব ঝড়-ঝঞ্ঝার মুকাবিলার জন্য যে পরাক্রম ও বীরত্বের সাথে ময়দানে আত্মপ্রকাশ করেন, পৃথিবীতে তার অন্য একটি উদাহরণ খুঁজে পাওয়া যাবে না। আমরা এ ছাড়া অন্য কিছু বলতে পারি না যে, সর্বোত্তম মানব রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর কর্তব্যপরায়ণ শিষ্য এবং সর্বশেষ নাবীর প্রথম খালীফা যথার্থই তাঁর মর্যাদা মাফিক সাহস, দৃঢ়তা ও আল্লাহপ্রদত্ত যোগ্যতার প্রকাশ ঘটিয়েছেন। যে কাজ গ্রীক-সম্রাট আলেকজান্ডার, রোম সম্রাট জুলিয়াস সিজার ও পারস্য সম্রাট খসরু একত্রিত হয়েও সম্পন্ন করার সাহস করতেন না, আবূ বাকর (রা.) তা কয়েক মাসের মধ্যেই সুষ্ঠু ও সুচারুরূপে সম্পন্ন করে দেখিয়েছেন।

এ বিদ্রোহ ও নৈরাজ্য এতো দ্রুততা ও তীব্রতার সাথে উৎখাত হয়েছিল, যা প্রত্যক্ষ করে কোনো কোনো প্রাচ্যবিদ হতভম্ব হয়ে পড়েন। বিখ্যাত ইতালীয় প্রাচ্যবিদ

---

২৭২. প্রফেসর পি. হিট্টির মতে, মাত্র ছয় মাসের কম সময়ের মধ্যেই এ সকল অভ্যন্তরীণ সমস্যার পরিসমাপ্তি ঘটেছিল। (Hitti, *History of the Arabs*, p.141)

কিতানীর মতে, এ সব যুদ্ধ এক বছরে নয়; বরং দু বছরে শেষ হয়ে থাকবে। বস্তুতপক্ষে এটা তার অনুমান বৈ নয়। সকল ঐতিহাসিকই এটা লিখেছেন যে, হিজরী দ্বাদশ সনের শুরুতেই আবূ বাকর (রা.) শাম ও ইরাকের যুদ্ধ শুরু করেন। আর অভ্যন্তরীণ শক্তি অর্জন ব্যতীত আরবের বাইরে এরূপ অভিযান পরিচালনা ছিল সম্পূর্ণ অসম্ভব।[২৭৩]

এটা পৃথিবীর ইতিহাসের একটি অনন্য ঘটনা যে, মাদীনা থেকে মানব জাতির সভ্যতা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে এমন প্রচণ্ড বিপ্লব সৃষ্টি হয়, যার মূলমন্ত্র ছিল ইসলাম। আল্লাহ না করুন, যদি ইসলাম তখন নিজ দেশেই সীমাবদ্ধ হয়ে পড়তো, তা হলে বাইরের দুনিয়ায় এর কী প্রভাব পড়তো। এ সংস্কার বিপ্লবের নেতা ছিলেন আবূ বাকর (রা.), যিনি এরূপ কোমল হৃদয়ের মানুষ ছিলেন যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর স্থানে নামাযে ইমামাতি করতে গিয়ে তার চোখ দিয়ে অঝোরে অশ্রু গড়িয়ে পড়ত। প্রয়োজনের মুহূর্তে সেই কোমল মনের মানুষই রক্তের আকরে ইসলামের মর্যাদা প্রতিষ্ঠার ধারা বিবরণী লিখলেন। কঠোরতা ও কোমলতা এবং ক্রোধ ও স্নেহের এ সূক্ষ্ম সংমিশ্রণ ঘটেছিল আবূ বাকর (রা.)-এর মধ্যে, যাঁর রাজনৈতিক দর্শন ছিল মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর পরিপূর্ণ অনুকরণ।

বলাই বাহুল্য, আবূ বাকর (রা.)-এর বাহিনীতে খালিদ, 'ইকরামাহ, শুরাহবীল ও হুযাইফা (রা.) প্রমুখের মতো অতুলনীয় বীরগণ বিদ্যমান ছিলেন। কিন্তু এটাও ভেবে দেখুন, আবূ বাকর (রা.) কিভাবে মাদীনায় বসে থেকে দেশের প্রতিটি অংশ ও প্রতিটি অঞ্চলের পরিস্থিতি অবহিত ছিলেন এবং কীভাবে প্রত্যেক সেনাদলের নিকট তাঁর নির্দেশাবলি পৌঁছে যেতো। বাহ্যত মনে হচ্ছে, ঐ এগারটি সৈন্যবাহিনী সর্বত্র অভিযান চালিয়ে আরবদেশ থেকে বিদ্রোহ ও ধর্মত্যাগের সমস্যা নিরসন করে ফেলেছে। কিন্তু সত্য কথা এই যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর খালীফা মাদীনায় বসে শাম ও নাজদ থেকে মাসকাত ও হাদরামাউত পর্যন্ত এবং পারস্য উপসাগর থেকে ইয়ামান ও 'আদন পর্যন্ত গোটা রাষ্ট্রটিকে একা তাঁর কৌশল ও বুদ্ধি দ্বারা কয়েক মাসের মধ্যে যাবতীয় ময়লা-আবর্জনা ও জঞ্জালমুক্ত করেন। এই ফিতনার শুরুতে আবূ বাকর (রা.) ছাড়া এমন কোনো ব্যক্তি ছিলেন না, যিনি এর পরিণতি পূর্বেই আন্দাজ করতে পেরেছেন। আবূ বাকর (রা.)ই কেবল সেই তেজোদ্দীপ্ত ঈমানের অধিকারী ছিলেন, যার বলে তিনি না উসামা (রা.)-বাহিনী প্রেরণ মুলতবী করা সমীচীন ভাবেন, না মাসজিদে নাবাবীতে 'উমার (রা.)-এর হাত-পা অবশকারী উক্তিতে প্রভাবিত হন, না যাকাত অস্বীকারকারীদের দাবি-দাওয়াকে তিনি তৃণতুল্য মূল্য দেন।

মোট কথা, আবূ বাকর (রা.) অতি অল্প সময়ের মধ্যেই আরবের যাবতীয় বিদ্রোহ দমন করতে সমর্থ হন। সমগ্র আরব দেশ খালীফার কর্তৃত্বাধীনে চলে আসলো।

---

২৭৩. আকবরাবাদী, *সিদ্দীকে আকবর (রা.)*, পৃ.২২৯

যে চারজন প্রধান ভণ্ড নাবী অন্তর্বিপ্লব সৃষ্টি করেছিল, চিরতরে তাদের অবসান ঘটলো। ধর্মদ্রোহিতা ও অনাচার দূর হয়ে গেল। পুনরায় ইসলামের শাশ্বত আদর্শ জয়যুক্ত হলো। বস্তুত আবূ বাকর (রা.) সম্পূর্ণ নতুন করেই আরব দেশ জয় করলেন। তাঁর অপরিমেয় দূরদর্শিতা, বলিষ্ঠ মনোবল ও অসাধারণ শাসন দক্ষতা এ জয়ের পেছনে বড়ো রকমের অবদান রেখেছিলো।

এ নতুন পরিস্থিতি সম্বন্ধে বিখ্যাত ঐতিহাসিক ভন ক্রেমার (Von Kremer) যে মূল্যবান মন্তব্য করেছেন, তা প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেন,

> Islam was everywhere triumphant. To Medina the caravans wended their way loaded with booty of war, or with money paid in as taxes, or money paid as tributes. Great enough were the direct successes of Islam, but greater still were the indirect ones. Apart from the extraordinary progress of the new religion which convinced the rude sons of the desert, more than anything else of its truth, the religious war at home led to a complete transformation of the entire social conditions.
>
> -"ইসলাম সর্বত্র জয়ী হলো। গানীমাতের মাল, রাজস্ব, যাকাত ও অন্যান্য ধন-সম্পদ বোঝাই করে উটের কাফিলা মাদীনায় আসতে লাগলো। ইসলামের এ প্রত্যক্ষ বিজয় অপেক্ষা পরোক্ষ বিজয় আরো ব্যাপক ও গভীর। ধর্মদ্রোহীদের পরাজয়ে রূঢ় বেদুইনদের অন্তরে ইসলামের সত্যতা পূর্বাপেক্ষা সুদৃঢ় হলো এবং এর দ্রুত বিস্তারে সাহায্য করলো। শুধু তাই নয়; সমগ্র আরবের সামাজিক জীবনেও এটি বিপ্লব এনে দিলো।"[২৭৪]

সত্যই তা-ই। আবূ বাকর (রা.)-এর বিজয়ে সমগ্র আরব জাতির মনে নতুন মূল্যবোধ জন্মালো, দৃষ্টিভঙ্গিরও পরিবর্তন ঘটলো। তারা যে এখন আর ক্ষুদ্র আরবের চতুঃসীমার মধ্যে আবদ্ধ নয়, বহির্বিশ্বের সাথেও তাদের যে সংযোগ আছে এবং সমগ্র মানব জাতির পুনর্গঠনে তাদের যে মূল্যবান ভূমিকা রয়েছে, এ সম্বন্ধে তাদের চেতনা জন্মালো। এবার তারা নতুন উদ্যমে নতুন পৃথিবীর পানে ছুটে চললো।

---

২৭৪. Kremer, *Politics in Islam*, p.15

অধ্যায়- ৯

আবু বাকর (রা.)-এর বিজয় অভিযান

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর আবির্ভাবকালে পৃথিবীতে দু'টি সাম্রাজ্য ছিল সবচেয়ে বড়। একটি হলো আরবের উত্তরে বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্য (ইস্টার্ণ রোমান এম্পায়ার) এবং অপরটি হলো আরবের পূর্ব সীমান্তে ইরাক সংলগ্ন এলাকায় পারস্য সাম্রাজ্য। তখনকার সময়ে এ দু'টি সাম্রাজ্যে দু'টি উন্নত সভ্যতা গড়ে ওঠেছিল। আর এ সভ্যতা দুটি তখনকার গোটা পৃথিবীতে বিস্তার লাভ করেছিল। তখন আরব দেশ ছিল ঘোর অন্ধকারে নিমজ্জিত। সেখানে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)ই সর্বপ্রথম ইসলামের মাধ্যমে একটি নতুন সাম্রাজ্য ও নতুন সভ্যতার পত্তন করেন এবং এ সভ্যতা এতোই প্রভাবশালী ছিল যে, সারা পৃথিবী তাকিয়ে দেখল যে, ইসলামী সাম্রাজ্যের মুকাবিলায় বাইজেন্টাইন ও পারস্য সাম্রাজ্য শূন্যে মিলিয়ে গেল এবং গোটা দুনিয়া ইসলামী সভ্যতার ছায়াতলে জীবন যাপন করতে লাগল। এ সকল বিষয় আমরা যথাস্থানে বিস্তারিত আলোচনা করবো, ইনশা'আল্লাহ। এখন যেহেতু ইসলামী সাম্রাজ্য এবং বাইজেন্টাইন ও পারস্য সাম্রাজ্যের মধ্যে শক্তি পরীক্ষা শুরু হবে, আর অতি দ্রুত আমরা বাইজেন্টাইন ও পারস্য সাম্রাজ্যকে টুকরো টুকরো হতে দেখবো, তাই এ দু'টি বিখ্যাত সাম্রাজ্য সম্পর্কে আমাদের কিছু জ্ঞান লাভ করা একান্ত প্রয়োজন।

এক সময় পারস্য সাম্রাজ্য ভূমধ্যসাগর, কৃষ্ণ সাগর, পারস্য উপসাগর, সিন্ধুনদ, কাশ্মীর, তিব্বত, আলতাই পর্বত ও কাস্পিয়ান সাগর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। কিয়ানী বংশের রাজত্ব এবং রুস্তম যাবুলিস্তানের বীরত্ব-যুগ অতিক্রম করার পর গ্রীক আলেকজান্ডার পারস্য সাম্রাজ্যকে টুকরো টুকরো করে ফেলেছিলেন। কিন্তু পারস্য সভ্যতা তখনো অবশিষ্ট ছিল। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর আবির্ভাবের চার শ' বছর পূর্বে আর্দশের ইবনু তাবাক সাসানী বংশের পত্তন করেন। সাসানী বংশ কিয়ানীদের বিশাল সাম্রাজ্যের অধিকাংশই তাদের রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করে পারস্য উপসাগর, ফুরাত নদী, কাস্পিয়ান সাগর, সিন্ধু নদ ও জায়হুন নদের মাঝখানে একটি বিস্তৃত ও নিবিড় সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করে গোটা এশিয়া মহাদেশের নেতৃত্ব লাভ করেছিল।

রোমান সাম্রাজ্যের রাজধানী ছিল ইতালীর রোম শহর। সম্রাট জুলিয়াস সিজার প্রমুখ এ সাম্রাজ্য শাসন করেন। এ সাম্রাজ্যের মধ্যে প্রায় গোটা ইউরোপ মহাদেশ এবং মিসর ও মধ্য এশিয়া অন্তর্ভুক্ত ছিল। কিছুকাল পর এ সাম্রাজ্য দু টুকরো হয়ে গেল। পশ্চিমাংশের (ওয়েস্টার্ণ রোমান এম্পায়ার) রাজধানী রোম শহরই ছিল। কিন্তু পূর্বাংশের (ইস্টার্ণ রোমান এম্পায়ার) রাজধানী হলো কনস্ট্যানটিনোপল শহর। কনস্ট্যানটিনোপলের সম্রাটকেও রোমের সম্রাটের মতো কাইসার নামেই অভিহিত করা হতো। কনস্ট্যানটিনোপলের শাসনাধীনে ছিল মিসর, আবিসিনিয়া, ফিলিস্তিন, শাম, মধ্য এশিয়া ও বলকান রাজ্যসমূহ। এ বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্যের (ইস্টার্ণ রোমান এম্পায়ার) শান-শওকত ও শক্তি-প্রভাবের কাছে পশ্চিম রোমান সাম্রাজ্যের প্রভাব-প্রতিপত্তি ম্লান হয়ে গিয়েছিল।[১]

বাইজেন্টাইন ও পারস্য সাম্রাজ্য দু'টিই পরস্পর প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল। মধ্য এশিয়া ও ইরাকের প্রান্তরসমূহে এ দুই সাম্রাজ্যের সীমারেখায় কোনো নৈসর্গিক বস্তু (যেমন পর্বতশ্রেণী বা সমুদ্র) না থাকার দরুন এ দুটি সাম্রাজ্যের মধ্যে সর্বদা সংঘাত ও সংঘর্ষ লেগে থাকতো। তা ছাড়া ইরাক ও শাম এ দুটি রাজ্যের সীমান্ত আরবের সাথে সংযুক্ত ছিল। তাই বিভিন্ন সময় আরবের যাযাবর লোকেরা এ সকল রাজ্যে প্রবেশ করে লুঠতরাজ চালাতো। এ কারণে সাম্রাজ্য দুটিই কূটনৈতিক চালের অধীন বাফার স্টেট (Buffer state) হিসেবে আরবদেরকে তাদের নিজ নিজ রাজ্যের সীমান্তে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কয়েকটি মিত্র রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করার সুযোগ দেয়। আর এভাবে তারা আরবদের লুটতরাজ থেকে নিরাপত্তা লাভ করে। যখন পারস্য সাম্রাজ্য ও বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্যের মধ্যে যুদ্ধ সংঘটিত হতো, তখন আরব রাষ্ট্রগুলো নিজ নিজ মিত্র রাষ্ট্রকে সাহায্য করতো। সাসানী সাম্রাজ্যের অধীন যে সকল আরব রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, সেগুলোর মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ছিল হীরা বা লাখমী রাজ্য। আর শামের সীমান্তে রোমের কায়সারের অধীনে যে সকল আরব রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল সেগুলোর মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ছিল গাসসানিয়্যাহ। উল্লেখ্য, এ রাজ্যগুলোর কোনো কোনোটিতে পারস্য সম্রাট (কিসরা) এবং রোম সম্রাট (কাইসার)-এর দরবার থেকে গভর্ণর নিযুক্ত হয়ে আসতো এবং শাসন করতো।

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর জন্মগ্রহণের সময় পারস্যের সম্রাট ছিলেন সাসানী বংশের নওশীরওয়ান, যাঁর ন্যায়-নীতির কথা প্রবাদ রূপে প্রচলিত রয়েছে। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নুবুওয়াত লাভের সময় পারস্যে ক্ষমতাসীন ছিলেন নওশীরওয়ানের পৌত্র খসরু পারভেয। তখন কনস্ট্যানটিনোপলে কাইসার ফাওকার বিরুদ্ধে এক প্রচণ্ড বিদ্রোহ সংঘটিত হয়।

---

১. নজিবাবাদী, *ইসলামের ইতিহাস ১ম খণ্ড*, পৃ.২৯২-৩

সাম্রাজ্যের আমীর-উমারা ও দেশের প্রজা-সাধারণ ফাওকাকে সিংহাসন থেকে নামিয়ে হত্যা করলো এবং অধিকৃত আফ্রিকীয় অঞ্চলের গভর্ণর অর্থাৎ মিসরের শাসনকর্তাকে কনস্ট্যানটিনোপলের সিংহাসনে বসতে আহ্বান জানালো। আফ্রিকার গভর্ণর বার্ধক্যের কারণে ক্ষমতায় যেতে পারলেন না। কিন্তু সৌভাগ্যবান যুবকপুত্র হিরাক্লিয়াস কনস্ট্যানটিনোপলের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হলেন। হিরাক্লিয়াসের শাসন-কর্তৃত্ব সাম্রাজ্যের কর্মকর্তারাও সানন্দে মেনে নিলেন। নিহত কাইসার ফাওকা ও খসরু পারভেযের মধ্যে বন্ধুত্ব ও ভালোবাসার সম্পর্ক ছিল। তাই রোমান সম্রাট হিরাক্লিয়াস, যিনি উত্তরাধিকার-সূত্রে সিংহাসনের অধিকারী ছিলেন না, কাইসার ফাওকার ওপর হামলা করেছিলেন, এ অজুহাতে পারস্যবাসীরা রোমান সাম্রাজ্যের ওপর হামলা করার একটি সুযোগ পেল। সুতরাং পারস্যবাসী ও রোমানদের মধ্যে যুদ্ধ শুরু হল এবং এ যুদ্ধ ছয়-সাত বছর ধরে অব্যাহত ছিল। অবশেষে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নুবুওয়াত লাভের অষ্টম বছর পারস্যবাসীরা শাম জয় করে বাইতুল মাকদিস অধিকার করলো এবং খ্রিস্টানদের নিকট থেকে ক্রুশ[২] ছিনিয়ে নিলো। একই সাথে তারা ফিলিস্তিনের গোটা দেশ জয় করে আলেকজান্দ্রিয়া পর্যন্ত পৌঁছে গেলো।

মাক্কার মুশরিকরা পারস্যবাসীদের এ দেশ বিজয়ের খবর শুনে বেশ আনন্দ উপভোগ করলো। এর কারণ হলো, রোমানরা ছিল আহ্‌লুল কিতাব, আর পারস্যবাসীরা ছিল মুশরিক। অপরদিকে মুসলিমগণ ছিলেন মুশরিকদের বিপরীতে আহ্‌লুল কিতাবের প্রতি সহানুভূতিশীল। তাই এ খবরে মুসলিমগণ ব্যথিত হলেন। এ প্রেক্ষিতে আল্লাহ্‌ তা'আলা সূরা আর্‌ রূমের আয়াত নাযিল করলেন। তাতে তিনি জানিয়ে দিলেন যে, যদিও রোমানরা এবার পরাজিত হয়েছে; কিন্তু কয়েক বছর পরে তারা জয়লাভ করবে। আর মুসলিমগণ তখন আনন্দিত হবেন। অতপর তা-ই হলো। হিরাক্লিয়াস ছয়-সাত বৎসর পর্যন্ত অনবরত সামরিক প্রস্তুতিতে ব্যাপৃত রইলেন। এ সময়ের মধ্যে তিনি তাঁর দেশের অভ্যন্তরীণ শৃঙ্খলাবিধানেও পূর্ণ সক্ষম হন। এরপর তিনি পারস্যবাসীদের সীমান্ত অতিক্রম ও পূর্ববর্তী পরাজয়ের প্রতিশোধ নেয়ার জন্য বের হলেন এবং পরিশেষে শামের প্রান্তরে রোমান বাহিনী পারস্যবাসীদেরকে চরমভাবে পরাজিত করলো। পারস্যবাসীরা পালিয়ে গেল এবং রোমের কাইসার নিজেদের এলাকা পুনর্দখল করা ছাড়াও পারস্যবাসীদের কয়েকটি প্রদেশ অধিকার করে নেয়।

এ দিকে রোমানরা পারস্যবাসীদের ওপর বিরাট বিজয় লাভ করলো, ওদিকে বাদর প্রান্তরে মুসলিমগণ মাক্কার কাফিরদেরকে মারাত্মকভাবে পরাস্ত করলেন। আর এভাবে কুর'আনের ভবিষ্যদ্বাণী অক্ষরে অক্ষরে পূর্ণ হলো। এরপরও রোমান ও

---

২. এ ক্রুশ সম্পর্কে খ্রিস্টানদের বিশ্বাস ছিল যে, তাতেই ঈসা (আ.)কে ক্রুশবিদ্ধ করা হয়েছিল।

পারস্যবাসীদের মধ্যে লড়াই অব্যাহত ছিল। হিজরী ৭ম সনের শুরুতে রোমান ও পারস্যবাসীদের মধ্যে সন্ধি হলো এবং পারস্যবাসীরা বাইতুল মাকদিস থেকে যে ক্রুশ ছিনিয়ে নিয়েছিল, তা রোমানদের ফিরিয়ে দিলো। এই সন্ধি হিরাক্লিয়াসের দেশ বিজয়কে একদিকে সম্পূর্ণ করে দিলো, অপরদিকে পারস্যবাসীরা তাদের হারানো এলাকা ও রাজ্যগুলো রোমানদের নিকট থেকে ফেরত নিলো। সুতরাং রোমান ও পারস্য উভয় দরবারই অতি সাবধানতার সাথে অগ্রসর হতে লাগলো এবং উভয়েই নিজ নিজ উন্নতি ও শক্তি অর্জনের জন্য যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণে মশগুল হয়েছিল। এ বছরই রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বিভিন্ন রাজা-বাদশাহের নামে ইসলামের দা'ওয়াত জানিয়ে পত্র প্রেরণ করেন। এ সময় পারস্যের সাসানী বংশের রাজধানী ছিল মাদায়িন[৩]। ওদিকে হিরাক্লিয়াস তাঁর বিরাট বিজয় ও ক্রুশ ফেরত পাওয়ার আনন্দে আল্লাহ তা'আলার শোকর আদায়ের জন্য যিয়ারাতের উদ্দেশ্যে বাইতুল মাকদিস এসেছিলেন।

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর পত্র খসরু পারভেযের নিকট মাদায়িনে এবং হিরাক্লিয়াসের নিকট বাইতুল মাকদিসে পৌঁছেছিল। হিরাক্লিয়াস অতি শ্রদ্ধা ও ভক্তিসহকারে তাঁর পত্রটি গ্রহণ করলেন; কিন্তু খসরু পারভেয তাঁর পত্রটির সাথে খুবই অভদ্র ও অসৌজন্যমূলক আচরণ করলো। সে তা পাঠ না করে ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করলো এবং পত্রবাহককে তার দরবার থেকে বের করে দিলো। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) পারস্য সম্রাটের এ রূঢ় আচরণের কথা জানতে পেরে বললেন, مَزَّقَ اللهُ مُلْكَهُ-" আল্লাহ তা'আলাও তার সাম্রাজ্যকে ছিন্নভিন্ন করে দেবেন।"[৪] খসরু পারভেয কেবল রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর চিঠি ও দূতদের সাথে দুর্ব্যবহারই করলো না; বরং তার ইয়ামানী গভর্ণর বাযানকে নির্দেশ দেয়, যেন সে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)কে গ্রেফতার করে পারস্যের রাজধানী মাদায়িনে প্রেরণ করে। বাযান দুজন লোক[৫] মাদীনায় প্রেরণ করলো। তাঁরা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর দরবারে উপস্থিত হলো এবং খসরু পারভেযের আদেশ সম্পর্কে তাঁকে অবহিত করলো। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, إِنَّ اللهَ قَدْ سَلَّطَ عَلَى كِسْرَى ابْنَهُ شِيْرَوَيْه فَقَتَلَهُ. -"আল্লাহ তা'আলা এ ব্যবস্থা করছেন যে, তোমাদের কিসরাকে তার ছেলে শেরওয়াইহ হত্যা করেছে।" এ কথা শুনে তারা যখন বাযানের নিকট ফিরে গেলো, তখন সেখানে মাদায়িন থেকে খবর এলো যে, খসরু পারভেযকে তার পুত্র শিরওয়াইহ হত্যা করেছে। এ হত্যাকাণ্ডটি ঠিক সে রাতেই

---

৩. মাদায়িন : বাগদাদের দক্ষিণ-পূর্বদিকে ৯ কিলোমিটার দূরত্বে অবস্থিত একটি শহর।

৪. ইবনুল কাইয়িম, *যাদুল মা'আদ*, খ.৩,পৃ.৬০০

৫. তাদের একজনের নাম হলো কাহরুমানাহ এবং অপর জনের নাম হলো খারখারাহ বা খারখাসরু।

সংঘটিত হয়, যে রাতের কথা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন। এ অত্যাশ্চর্য ব্যাপার দেখে ইয়ামানের গভর্ণর বাযান ও তার পারস্যের বন্ধু-বান্ধব, যারা তখন ইয়ামানে উপস্থিত ছিল, সকলেই ইসলাম গ্রহণ করেন।[৬] আর এভাবেই ইয়ামানে অতি দ্রুত ইসলাম প্রসার লাভ করলো। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বাযানকেই ইয়ামানের গভর্ণর রূপে বহাল রাখলেন। শেরওয়াইহ অভ্যন্তরীণ কোন্দল মিটিয়ে আরব ও মুসলিমদের প্রতি মনোযোগ দেবার ফুরসতই পেলেন না। তিনি মাত্র দেড় বছর ক্ষমতায় ছিলেন। এর পর তাঁর পুত্র আরদেশীর সিংহাসনে বসেন। কিন্তু তিনি ছিলেন অল্পবয়স্ক। পারস্য সিপাহসালার শাহরিয়ার এ অল্পবয়স্ক আরদেশীরকে হত্যা করে নিজেই সিংহাসন আরোহন করেন। কিন্তু চল্লিশ দিনের মাথায় সাম্রাজ্যের কর্মকর্তারা তাকে হত্যা করে শেরওয়াইহ-এর বোন ও খসরু পারভেযের কন্যা বূরানকে সিংহাসনে বসায়। তিনি মাত্র এক বছর কয়েক মাস ক্ষমতায় ছিলেন। তাঁর শাসনামলে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মৃত্যুবরণ করেন এবং এ সময় সমগ্র রাজ্যে অশান্তি ও নৈরাজ্য দেখা দেয়। বূরানের পর কয়েকজন বালক ও নারী পর পর ক্ষমতাসীন হন। অবশেষে ইয়াযদগিরদ সাসানী বংশের সর্বশেষ বাদশাহ হিসেবে সিংহাসনে আরোহন করেন। তাঁর শাসনামলেই পারস্য মুসলিমদের অধিকারে আসে। মোট কথা, যে দিন খসরু পারভেয রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর পত্র ছিঁড়ে ফেলেছিল, সে দিন থেকেই পারস্য সাম্রাজ্যের উচ্চ মর্যাদা ভূলুণ্ঠিত হতে আরম্ভ করেছিল এবং পারস্যের সিংহাসনে দেশবিজয়ী ও বিক্রমশালী সম্রাটদের স্থান বালক ও নারীরা অধিকার করেছিল।

পারস্যবাসীরা মুশরিক হবার কারণে এমনিতেই খুবই অহংকারী ও উদ্ধত ছিল। তা ছাড়া মুসলিমদের সাথে তাদের বিশেষ শত্রুতা সৃষ্টি হবার কারণ ছিল এই যে, ইতোমধ্যে ইয়ামানের মতো একটি গুরুত্বপূর্ণ রাজ্য পারস্য সাম্রাজ্যের দখল থেকে বের হয়ে মুসলিমদের অধীনে চলে গেছে। তা ছাড়া তারা মনে করতো, ইসলামের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে আরবরা একটি সুশৃঙ্খল ও শক্তিশালী জাতিতে পরিণত হতে চলেছে। আর এটা তাদের সাম্রাজ্যের জন্য একটা প্রকাশ্য চ্যালেঞ্জ বৈ নয়। এ কারণে তারা মুসলিমদেরকে সমূলে বিনাশ করার সংকল্প করেছিল। কিন্তু আল্লাহর প্রাকৃতিক বিধান তাদেরকে এমনভাবে অভ্যন্তরীণ কলহ-কোন্দল ও উত্থান-পতনের মুসিবতে লিপ্ত করলো যে, আরবদেশের প্রতি তারা সহসা মনোযোগ দিতে পারলো না। মাদীনার মুনাফিক ও

---

৬. ইবনু কাছীর, *আস-সীরাতুন নাবাবিয়্যাহ*, খ.৩,পৃ.৫০৯-৫১১
ওয়াকিদীর বর্ণনা মতে, এ হত্যাকাণ্ড হিজরী ৭ম সালের জুমাদাছ ছানিয়ার ১০ তারিখ মঙ্গলবার সংঘটিত হয়।

দেশান্তরিত ইয়াহুদীরা মাদায়িনের রাজ-দরবারে তাদের বাকপটু ও চতুর দূতদের প্রেরণ করে পারস্যবাসীদেরকে মাদীনা আক্রমণের জন্য উত্তেজিত করেছিল। অপরদিকে তারা হিরাক্লিয়াসের দরবারেও একই ধরনের তৎপরতা শুরু করে দিয়েছিল।

হিরাক্লিয়াসের দরবার যেহেতু অভ্যন্তরীণ কোন্দল থেকে মুক্ত ছিল, তাই তারা সেখানে অধিক সফলতা লাভ করলো। শামের দক্ষিণাংশে আরব জাতির লোকেরা বসবাস করতো এবং তাদের অনেকগুলো ছোট ছোট স্বাধীন রাজ্য প্রতিষ্ঠিত ছিল। সেখানকার আরব লোকেরা খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করেছিল। এ কারণে তারা 'আরবখ্রিস্টান' রূপে পরিচিত ছিল। আরবখ্রিস্টানদের রাজ্যগুলোর সাথে হিরাক্লিয়াসের ছিল বন্ধুত্বপূর্ণ ও সহানুভূতিমূলক সম্পর্ক। যখনই ঐ আরব-খ্রিস্টান রাজ্যগুলো পারস্যবাসীদের দ্বারা আক্রান্ত হতো, কনস্ট্যানটিনোপলের কাইসার এসে তাদের সাহায্য ও নিরাপত্তার ব্যবস্থা করতো। এ জন্যও তারা তাদেরকে রোমের কাইসারের পৃষ্ঠপোষকতায় রাখতে বাধ্য হতো। যেহেতু আরব বংশের লোক হওয়ার কারণে এরা খুবই সাহসী ছিল, তাই রোমের কাইসার এদের অস্তিত্বকে অত্যন্ত মূল্যবান মনে করতো এবং প্রয়োজনের সময় তাদের যুদ্ধংদেহী যোগ্যতা দ্বারা ফায়দা উঠাতো।

ইতোমধ্যে আরবদেশে একটি ইসলামী রাষ্ট্র কায়েম হয়েছে। এই ইসলামী রাষ্ট্র ও বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্যের মধ্যে সীমারেখা ছিল আরব-খ্রিস্টানদের স্বাধীন রাজ্যগুলো। যেহেতু এ রাজ্যগুলো ছিল খ্রিস্ট ধর্মাবলম্বী, তাই বলা যেতে পারে যে, রোমান ও আরবদের মাঝখানে তো একটি সীমারেখা ছিল; কিন্তু ইসলামী রাষ্ট্র ও আরব খ্রিস্টান রাজ্যের মধ্যে কোনো সীমারেখা ছিল না। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর জীবদ্দশায় যখন খ্রিস্টান রাজ্যগুলোর সাথে মুসলিমদের সংঘাত শুরু হলো, তখন একদিকে আরব-খ্রিস্টানরা হিরাক্লিয়াসের নিকট সাহায্যের আবেদন করলো, অপরদিকে মুনাফিক ও ইয়াহুদীদের ষড়যন্ত্র হিরাক্লিয়াসকে মুসলিমদের মূলোচ্ছেদ করতে অনুপ্রাণিত করলো। তা ছাড়া রোমানরা যখন দেখলো যে, ইসলামের মাধ্যমে আরবদের মধ্যে জাতীয় ঐক্য ও শৃঙ্খলা দৃঢ় হচ্ছে এবং তারা বিরাট রাজনৈতিক শক্তি অর্জন করে চলেছে, তখন পারস্যবাসীদের মতো রোমানদের অন্তরের মধ্যেও মুসলিমদের সম্পর্কে ভীতির সঞ্চার হয় এবং এ বিপদ থেকে নিরাপদ থাকার জন্য তারা শামের সীমান্তে বসবাসকারী আরবদেরকে ব্যবহার করতে শুরু করে। সুতরাং দেখা যায় যে, হিজরী ৭ম সনে যখন রাসূলুল্লাহ (রা.) দাহ্ইয়া আল-কালবী (রা.)-এর মাধ্যমে হিরাক্লিয়াসের নিকট ইসলামের দা'ওয়াত প্রেরণ করেন, তখন দা'ওয়াত পৌঁছিয়ে দাহ্ইয়া (রা.) ফিরে আসার সময় জুযাম নামক স্থানে পৌঁছলে শামের আরবরা তাঁকে আক্রমণ করে ও তাঁর সমস্ত মাল ও আসবাবপত্র লুট করে। এমনিভাবে যখন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হারিছ ইবনু 'উমাইর আল-আযদী (রা.)-এর মাধ্যমে বুসরার আমীরের নিকট একটি পত্র

প্রেরণ করেন, তখন শামের সীমান্তের এক ধনাঢ্য শাসনকর্তা শুরাহবীল ইবনু 'আমর আল-গাসসানী হারিছ ইবনু 'উমাইর (রা.)কে শাহীদই করে ফেলেছিল। এর প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যায়িদ ইবনু হারিছাহ (রা.)কে তিন হাজার সৈন্যের এক বাহিনী নিয়ে শুরাহবীলের বিরুদ্ধে প্রেরণ করেন এবং মূতা যুদ্ধ সংঘটিত হয়। যায়িদ, জা'ফার ও আবদুল্লাহ ইবনু রাওয়াহাহ (রা.) প্রমুখের মতো নেতৃস্থানীয় সাহাবী এ যুদ্ধে শাহাদাত বরণ করেন। খালিদ ইবনুল ওয়ালীদ (রা.) যুদ্ধ-পরিস্থিতি সামাল দেন। এ যুদ্ধে হিরাক্লিয়াস বাহিনী শুরাহবীলের সমর্থনে মুসলিমদের মুকাবিলা করে। এরপর রোমানদের সাহস বৃদ্ধি পায় এবং মাদীনা আক্রমণ করার প্রস্তুতি গ্রহণ করে। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এ সংবাদ অবগত হওয়ার পর নিজেই একটি বড় সেনাবাহিনী নিয়ে সুদূর তাবূক প্রস্রবণের দিকে রওয়ানা হন। যদিও এ সময় যুদ্ধ সংঘটিত হয়নি, কিন্তু মুসলিমদের ক্রমাগত শক্তি বৃদ্ধি রোমানদেরকে বিচলিত করে তোলে এবং তারা মুসলিমদের অনিষ্ট করার অপচেষ্টায় লিপ্ত হয়। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর ওফাতের পূর্বে খবর এলো, হিরাক্লিয়াস আরবদেশের ওপর হামলা করার প্রস্তুতি নিচ্ছে এবং শাম সীমান্তে সৈন্য সমাবেশ ঘটাচ্ছে। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) উসামা ইবনু যায়িদ (রা.)-এর নেতৃত্বে একটি বাহিনী সে দিকে প্রেরণ করেন। কিন্তু তাঁর রোগ বৃদ্ধির কারণে এ বাহিনী মাদীনার বাইরে গিয়ে থেমে রইলো। এ বাহিনীর গুরুত্ব এতো অধিক ছিল যে, আবূ বাকর (রা.) খিলাফাতের আসন গ্রহণ করার পর হাজারো সমস্যার সম্মুখীন হওয়া সত্ত্বেও সর্বপ্রথম এ বাহিনীকে শাম অভিমুখে প্রেরণ করেন। এ বাহিনী শাম সীমান্ত পর্যন্ত গেল এবং সেখানকার অবাধ্য ও বিদ্রোহী আমীরদের দমন করে ফিরে এলো। ঐতিহাসিক উইলিয়াম মুর বলেন,

> "আবূ বাকর (রা.)-এর এ পদক্ষেপ ছিল তাঁর রাজনৈতিক দূরদর্শিতার পরিচায়ক। কেননা তিনি এর দ্বারা ইসলামের অভ্যন্তরীণ ও বাইরের শত্রুদের অন্তরে ইসলামের রাজনৈতিক শক্তি ও ক্ষমতা সম্পর্কে একটি স্পষ্ট ধারণা জন্মাতে সক্ষম হন।"[৭]

রোমান বাহিনীর সাথে মুসলিমদের মুকাবিলা না হওয়ার কারণ হচ্ছে, আরব-খ্রিস্টান আমীরদের মধ্যে কেউ কেউ সানন্দচিত্তে ইসলামকে সত্য বলে স্বীকার করে নিয়েছিল। তা ছাড়া হিরাক্লিয়াস এ ব্যাপারে দ্বিধাদ্বন্দ্বে ছিলেন যে, সীমান্ত রাজ্যগুলো ইসলাম গ্রহণ করেছে, না খ্রিস্টধর্মের ওপর বহাল থেকে মুসলিমদের মুকাবিলা করার জন্য প্রস্তুত রয়েছে। নিছক এ রাজ্যগুলোর কারণেই- যারা একাধিকবার ইসলামী শক্তির প্রদর্শনী অবলোকন করেছিল এবং ইসলামী নীতিমালা সম্পর্কে অবগত হওয়ার দরুন

---

৭. Muir, William, *The Khilafat, its rise, decline and fall*, p.42

ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট মনে হচ্ছিল- হিরাক্লিয়াস যুদ্ধের জন্য অগ্রসর হতে দ্বিধাদ্বন্দ্বে ভুগছিলেন। তা ছাড়া তিনি নিজেও ইসলামের সত্যতাকে আন্তরিকভাবে বিশ্বাস করতেন। তাই একদিকে মুসলিমদের উন্নতি ছিল তাঁর সাম্রাজ্য ধ্বংসের পয়গাম স্বরূপ এবং তিনি মুসলিমদের শক্তিকে আশঙ্কার পূর্বেই মিটিয়ে দিতে চেয়েছিলেন, অপরদিকে তাঁর পরিণাম সন্দেহপূর্ণ মনে হওয়ায় আগামীতে উত্তম সুযোগের অপেক্ষায় তিনি যুদ্ধ মুলতবী রাখতে চেয়েছিলেন। যা হোক, যে হিরাক্লিয়াস পারস্যবাসীদের বিশাল সাম্রাজ্যকে হেয় প্রতিপন্ন করেছিলেন, তিনি ইসলামী শক্তিকেও ধ্বংস করার প্রতি মনোযোগী ছিলেন এবং এ ব্যাপারে উপযুক্ত সুযোগকে হাতছাড়া করতে চাইছিলেন না।

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর ওফাতের পর গোটা আরবদেশে যে বিদ্রোহ ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয়, তা একদিকে পারস্যবাসীদের এবং অপরদিকে রোমানদের বড়ই প্রসন্নতা ও সন্তোষের উপলক্ষে পরিণত হয়েছিল। দুনিয়ায় এই প্রথমবারের মতো গোটা আরব উপদ্বীপে একটি সাম্রাজ্য ও একটি সভ্যতা একটি চরম অপ্রতিরোধ্য শক্তি আকারে নিজেকে উদ্ভাসিত করেছিল। আর এ কারণেই রোমান ও পারস্যবাসীদের রাজদরবারগুলো এ নতুন সাম্রাজ্যকে উদ্বেগ-উৎকণ্ঠার দৃষ্টিতে দেখছিল এবং এই উভয় সাম্রাজ্যই স্বস্থানে স্বতন্ত্রভাবে এই নবতর আরবশক্তিকে মিটিয়ে দিতে ও ধ্বংস করতে মানসিকভাবে প্রস্তুত ছিল। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর ওফাতের সংবাদ শুনা মাত্রই বিদ্রোহ ও ধর্মত্যাগের হিড়িক এ দু সাম্রাজ্যকে বাতলে দিয়েছিল যে, আরবদেশকে পদদলিত করা ও ভবিষ্যত আশঙ্কা দূর করার এটাই হচ্ছে মোক্ষম সুযোগ। সুতরাং একদিকে হিরাক্লিয়াস বাহিনী শামে এবং অপরদিকে পারস্যের সেনাবাহিনী ইরাকে সমবেত হতে লাগল। ইতঃপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, পারস্য সম্রাটের ইঙ্গিতেই সাজাহ মাদীনা আক্রমণ করার উদ্দেশ্যে একটি দুর্দান্ত সেনাবাহিনী নিয়ে অগ্রসর হয়েছিল। আবূ বাকর (রা.)-এর পরিণাম চিন্তা, দূরদর্শিতা, সুযোগ-সচেতনতা ও প্রয়োজনারোপতার পরিমাপ এভাবেও হতে পারে যে, তিনি অভ্যন্তরীণ বিদ্রোহ ও ধর্মত্যাগের সমস্যাকে অতি দ্রুত মিটিয়ে ফেলেন। আর এ ফিতনা দমন করার পর একটি দিনও নষ্ট না করে তৎক্ষণাৎ রোমান ও পারস্যবাসীদের প্রতিরোধ করার জন্য গোটা আরবদেশকে প্রস্তুত করে ফেলেন। যদি আবূ বাকর (রা.) অল্প সময়ের মধ্যে অভ্যন্তরীণ বিদ্রোহ ও ধর্মত্যাগের সমস্যা মিটিয়ে ফেলতে সক্ষম না হতেন কিংবা এ সমস্যা মিটে যাওয়ার পর কয়েকটি দিন নির্লিপ্ততায় কাটিয়ে দিতেন, তবে মাদীনাতুন্নাবী (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) রোমান ও পারস্যবাসীদের দ্বারা অবরুদ্ধ হয়ে মুসলিমদের জীবনকাল সংকীর্ণ করে তুলতো। স্যার উইলিয়াম মূর ঠিকই বলেছেন,

"সীমান্ত এলাকায় যে সব মুসলিম বাহিনী ছিল ইরাক ও শামের লোকদের সাথে

> যখন তাদের সংঘর্ষ শুরু হয়, তখন রোম ও পারস্যের সম্রাটগণ দু'জনেই নিজ নিজ এলাকার লোকদের সাহায্য করেন। ফলে যুদ্ধক্ষেত্র প্রশস্ত হয়ে পড়ে এবং মুসলিমদের প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের শক্তিশালী রাষ্ট্রের সাথে বাধ্য হয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নামতে হয়।"[৮]

এখানে বিস্ময়ের ব্যাপার এই যে, আবূ বাকর (রা.) কী কঠিন ও গুরুত্বপূর্ণ কাজ কিরূপ সীমিত সময়ের মধ্যে কতো সতকর্তা ও সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করলেন! আর ইসলামের আধ্যাত্মিক ও বৈষয়িক অবস্থা এবং প্রচ্ছন্ন ও প্রত্যক্ষ মাহাত্ম্যকে কতো আড়ম্বর ও শক্তিমত্তার সাথে অক্ষুণ্ন রাখলেন!

উপর্যুক্ত আলোচনা থেকে এ কথা স্পষ্ট হয়ে গেছে যে, এ সময় পারস্য ও রোমের মতো দুটি শক্তিশালী শত্রু দ্বারা ইসলামী রাষ্ট্র পরিবেষ্টিত ছিল। এরা ইসলামের জন্য পৃথক সমস্যা ছাড়াও স্বয়ং আরব জাতির ঐক্যের পথে বিরাট অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছিল। এ দৃষ্টিকোণ থেকে এ দুটি সাম্রাজ্যকে পর্যদুস্ত করা না হলে ইসলামের প্রচার ও প্রসারের কাজ সুষ্ঠুভাবে আঞ্জাম দেয়া যেতো না। না আরব জাতি শক্তিশালী হতে পারতো, আর না ইরাক ও শামের আরব সম্প্রদায়কে এ দুটি সাম্রাজ্যের দাসত্ব, অধীনতা থেকে মুক্ত করা যেতো। এ পরিস্থিতির মধ্যে আবূ বাকর (রা.)-এর দৃষ্টি ও চিন্তা সীমান্তবর্তী রাজ্যগুলোর দিকে নিবদ্ধ হবে- এটাই ছিল স্বাভাবিক। বলাই বাহুল্য, সীমান্ত এলাকা শক্তিশালী ও নিরাপদ রাখতে না পারলে কোনো দেশেই সুশাসন প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব নয়। বস্তুত এ কারণেই হিজায ও ইয়ামান থেকে ধর্মবিমুখতা ও বিদ্রোহ দূর করার সাথে সাথে আবূ বাকর (রা.) সীমান্তবর্তী ইরাক ও শামের দিকে অভিযান পরিচালনা করতে বাধ্য হন।

কোনো কোনো প্রাচ্যবিদের ধারণা হলো যে, ইরাক ও শামের ওপর মুসলিম বাহিনীর আক্রমণ করার কারণ হলো, আরবরা স্বভাবগতভাবে যুদ্ধপ্রিয় ছিল। তা ছাড়া বিদ্রোহী ও ধর্মত্যাগীদের সাথে যুদ্ধ শেষ হওয়ার পর আবারো নিজেদের মধ্যে বিদ্রোহের অগ্নি প্রজ্বলিত হওয়ার আশঙ্কা ছিল, তাই আবূ বাকর (রা.) তাদেরকে ব্যস্ত রাখার জন্যই ইরাক ও শামের প্রতি তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। আমরা মনে করি, এরূপ ধারণা একান্তই অমূলক। উপরিউক্ত আলোচনা থেকে এর অসারতা প্রমাণিত হয়। তদুপরি যদি এ সকল দেশের প্রতি প্রেরিত অভিযানগুলো তাদের ধারণা মতো ঐ উদ্দেশ্যেই পরিচালিত হতো, তা হলে তাতে কোনো উদ্যম থাকতো না এবং মুসলিমগণ কখনো একই সাথে পৃথিবীতে দু'টি বিরাট শক্তির সাথে লড়ে তাদেরকে পরাস্ত করতে পারতো না।

ইউরোপের বস্তুনিষ্ঠ গবেষকগণ এ কথা স্বীকার করেন যে, মুসলিমগণের এ বিজয় দুনিয়ার কোনো লাভ-লালসার ফল ছিল না; বরং তা ছিল ঐ আধ্যাত্মিক ক্ষমতা,

---

৮. Muir, William, *op.cit*, p.46

নির্ভীকতা, সাহসিকতা এবং শৃঙ্খলার ফল, যা ইসলাম তাদের মধ্যে সৃষ্টি করেছিল। ভন ক্রেমার যথার্থই বলেছেন,

> "আমরা ভেবে আশ্চর্য হই যে, মাদীনা থেকে স্বল্পসংখ্যক সৈন্য প্রেরণ করা হতো, তারা কিভাবে বাইজেন্টাইন ও পারস্য সাম্রাজ্যের সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় বিজয় লাভ করতো। আমাদের এটা ভুলে যাওয়া মোটেই উচিত নয় যে, ইসলাম পূর্ববর্তী বিশৃঙ্খল লোকদের মধ্যে এমন একটি নিঃশর্ত ও সাধারণ আনুগত্যের প্রেরণা সৃষ্টি করেছিল, যা আরব-মুসলিমদের মধ্যে গ্রীস ও পারস্যের স্বার্থপরদের বিরুদ্ধে যারপর নেই উদ্যমশীল করে তুলেছিল।"[৯]

প্রফেসর ফিলিপ হিট্টি বলেন, "প্রকৃত ব্যাপার হলো এই যে, ...ইসলামের অনুপ্রেরণা ও উদ্দীপনার অধীনে প্রাচ্য জাগরিত হয়ে গিয়েছিল এবং সে শত বছরের চেপে থাকা পাশ্চাত্যের জবর দখল থেকে নিজেকে মুক্ত করার আপ্রাণ চেষ্টায় লিপ্ত ছিল।"[১০]

ইরাক[১১] অভিযান

ইরাক যুদ্ধের সূত্রপাত ও মুছান্না (রা.)-এর ভূমিকা

ইরাক অভিযানের পটভূমি এভাবে তৈরি হয় যে, মুছান্না ইবনু হারিছাহ আশ-শাইবানী (রা.) বানূ বাকর ইবনু ওয়া'য়িল নামক গোত্রের একজন প্রভাবশালী ব্যক্তি ছিলেন। এ গোত্র বাহ্‌রাইনে বাস করতো। যখন আরবদেশে সাধারণভাবে বিদ্রোহ ও ধর্মত্যাগের হিড়িক পড়ে গিয়েছিল, তখন এ গোত্রও ধর্মত্যাগ করেছিল। কিন্তু মুছান্না (রা.) কয়েকজন সাথীসহ ইসলামের ওপর অটল থাকেন। সুতরাং 'আলা ইবনুল হাদরামী (রা.), যিনি বাহ্‌রাইনের যুদ্ধে মুসলিম বাহিনীর প্রধান ছিলেন, বাহ্‌রাইন যুদ্ধ শেষ করে দারীনে যাবার সময় মুছান্না (রা.)কে পত্র লিখেন, যেন তিনি রাস্তায় পাহারার ব্যবস্থা করেন।[১২] মুছান্না (রা.) অত্যন্ত যোগ্যতার সাথে এ দায়িত্ব পালন করেন এবং আট হাজার মুসলিমদের একটি বাহিনী গড়ে তুলতে সক্ষম হন। দারীনে অভিযান শেষ হবার পর মুছান্না (রা.) আবূ বাকর (রা.)-এর নিকট এসে তাঁকে তাঁর গোত্রের সর্দার নিয়োগ করার আবেদন করেন, যাতে তিনি তিনি পারস্যবাসী ও আশে-পাশের শত্রুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ

---

৯. Kremer, *The orient under the Caliphs,* (tra. Prof. Khuda Baksh), p.92

১০. Hitti, *History of the Arabs,* p.143; আকবরাবাদী, *হযরত সিদ্দীকে আকবর রা.,* পৃ.২৩৬

১১. ইরাক : মুসলিম ঐতিহাসিকগণ ইরাককে দুভাগে বিভক্ত করেছেন। এক. ইরাক-আরব। এটি আরবের সাথে সংযুক্ত। সাসানী আমলে এর রাজধানী ছিল মাদায়িন। পরে ছিল বাগদাদ। এটি দৈর্ঘ্যে তিকরিত থেকে 'আবাদান পর্যন্ত এবং চওড়ায় কাদিসিয়্যাহ থেকে হালওয়ান পর্যন্ত বিস্তৃত। কূফা, বসরা ও ওয়াসিত প্রভৃতি এ অঞ্চলের প্রসিদ্ধ শহর। দুই. ইরাক-আজম। এটি ইরাক- আরবের পূর্ব দিকে অবস্থিত। বর্তমানে এ অংশ ইরান নামে পরিচিত।

১২. তাবারী, *তারীখুল উমাম ওয়াল মুলূক,* খ.২,পৃ.৫২৬

করতে পারেন। আবূ বাকর (রা.) তাঁর এ আবেদনের প্রক্ষিতে তাঁকে তাঁর গোত্রের আমীর নিযুক্ত করলেন এবং তাঁকে ইরাক অভিযানের অনুমতি দান করেন।[১৩] মুছান্না (রা.) এলাকায় ফিরে গিয়ে নিজের গোত্রের লোকদেরকে নিয়ে দিজলা ও ফোরাত নদীর পার্শ্ববর্তী স্থানসমূহ একের পর এক জয় করতে থাকেন। এ সময় তিনি তাঁর ভাই মাস'উদ ইবনু হারিছা (রা.)কে সাহায্যের আবেদন জানাতে খালীফার দরবারে পাঠান।

ইরাক অভিমুখে খালিদ (রা.)কে প্রেরণ

মুছান্না (রা.)-এর উপর্যুক্ত আবেদনের প্রেক্ষিতে আবূ বাকর (রা.) খালিদ ইবনুল ওয়ালীদ (রা.)কে, যিনি তখন ইয়ামামায়[১৪] অবস্থান করছিলেন, লিখে পাঠালেন যে, তুমি স্বীয় বাহিনী সাথে নিয়ে ইরাকে চলে যাবে। এটা ছিল হিজরী দ্বাদশ সনের রাজাব মাসের[১৫] ঘটনা। আবূ বাকর (রা.) তাঁকে এ সময় কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশ প্রদান করেন, যা থেকে আবূ বাকর (রা.)-এর সৈন্য পরিচালনার দক্ষতা, দূরদর্শিতা ও অসাধারণ সচেতনতার প্রমাণ পাওয়া যায়। এ নির্দেশগুলো হলো-

ক. ইরাকের দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে অবস্থিত উবুল্লাহ[১৬] থেকে যুদ্ধ শুরু করবে।

খ. উঁচু ভূমি দিয়ে ইরাকে প্রবেশ করবে।[১৭]

গ. ইরাকে পৌঁছে সেখানকার লোকদের মন জয়ের চেষ্টা করবে। তাদেরকে আল্লাহর দিকে আহ্বান জানাবে। যদি তারা তোমার আহ্বানে সাড়া দেয়, তা হলে তো ভালো। নতুবা তাদের নিকট জিযইয়া প্রদানের প্রস্তাব দেবে। যদি তারা জিযইয়া প্রদান করতেও অস্বীকার করে, তবেই তাদের সাথে যুদ্ধ করবে।

ঘ. কোনো ব্যক্তি তোমার সাথে যেতে না চাইলে তাকে বাধ্য করবে না।

---

১৩. ইবনু হাজার, *আল-ইসাবাহ*, খ.৫,পৃ.৭৬৬

১৪. কোনো কোনো বর্ণনায় রয়েছে, খালিদ (রা.) ইয়ামামার যুদ্ধ শেষ করে মাদীনায় ফিরে এসেছিলেন। অতঃপর তিনি মাদীনা থেকেই ইরাকের উদ্দেশ্যে গমন করেন। এ প্রসঙ্গে ঐতিহাসিক ইবনু কাছীর (রাহ.) বলেন, খালিদ (রা.) ইয়ামামা থেকে সরাসরি ইরাকের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হন- মর্মে রিওয়ায়াতটি অধিকতর প্রসিদ্ধ। (ইবনু কাছীর, *আল-বিদায়াতু ওয়ান নিহায়াতু*, খ.৬,পৃ.৩৭৭)

১৫. কারো কারো মতে, মাসটি ছিল মুহাররাম। (ইবনু কাছীর, *আল-বিদায়াতু ওয়ান নিহায়াতু*, খ.৬,পৃ.৩৭৭)

১৬. উবুল্লাহ : এ স্থানটি দিজলা নদীর তীরে পারস্য উপসাগরের কোণায় অবস্থিত এবং বসরা পর্যন্ত বিস্তৃত।

১৭. কোনো কোনো রিওয়ায়াতে দেখা যায়, আবূ বাকর (রা.) খালিদ (রা.)কে ইরাকের নিম্নভূমি দিয়ে এবং 'ইয়াদ ইবনু গানাম (রা.)কে উঁচু ভূমি দিয়ে অগ্রসর হওয়ার নির্দেশ দিয়েছিলেন। তবে অবশ্যই দু'জনকেই উবুল্লায় মিলিত হতেও নির্দেশ দিয়েছিলেন। (তাবারী, *তারীখুল উমাম ওয়াল মুলূক*, খ.২,পৃ.৫৫৪) এ নির্দেশের উদ্দেশ্য হলো, বিভিন্ন সৈন্যদল বিভিন্ন পথে অগ্রসর হলে চার দিকে মুসলিম সৈন্যদের প্রভাব পড়বে।

ঙ. যে সকল লোক একবার ধর্মত্যাগ করেছে, আবার ফিরে এসেছে, তাদের নিকট কোনো ধরনের সাহায্য চাইবে না।

চ. যে কোনো মুসলিম তোমাদের পাশ দিয়ে গমন করবে, তাকে তোমরা সাথে নিয়ে যাবে।[১৮]

সহযোগী বাহিনী প্রেরণ ও খালিদ (রা.)কে সেনাপতির দায়িত্ব অর্পণ

খালিদ চলে যাওয়ার পর আবূ বাকর (রা.) ভাবলেন যে, ইরাকের যুদ্ধ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং একা খালিদ (রা.)-এর পক্ষে তাতে বিজয় লাভ করা সম্ভব নাও হতে পারে, তাই তিনি তাঁর সাহায্যে আরো বাহিনী প্রেরণ করলেন। এ বাহিনীগুলো হলো-

১. আবূ বাকর (রা.) 'ইয়াদ ইবনু গানাম আল-ফিহরী (রা.)কে, যিনি নিবাজ ও হিজাযের মধ্যে অবস্থান করছিলেন, লিখে পাঠালেন, যেন তিনি তাঁর বাহিনী নিয়ে ইরাকে প্রবেশ করে খালিদ (রা.)-এর সাথে মিলিত হন এবং তাঁর নেতৃত্বে যুদ্ধ করে। আবূ বাকর (রা.) তাঁকেও এ সময় কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশ প্রদান করেন। এগুলো হলো-

ক. ইরাকের উত্তর-পূর্ব দিকে অবস্থিত মুদাইয়াহ[১৯] থেকে যুদ্ধ শুরু করবে।

খ. ইরাকের উঁচু ভূমি দিয়ে প্রবেশ করে খালিদ (রা.)-এর সাথে মিলিত হবে।

গ. যে সকল লোক ফিরে যেতে চায় তাদেরকে অনুমতি দেবে এবং কাউকে যুদ্ধ করতে বাধ্য করবে না।[২০]

আবূ বাকর (রা.) খালিদ ও 'ইয়াদ (রা.) দুজনকেই লিখে পাঠান, তোমরা দু'জনেই দ্রুত হীরায় গিয়ে পৌঁছবে। যে ব্যক্তি প্রথমে পৌঁছবে, সেই হীরা যুদ্ধের আমীর হবে। হীরায় পৌঁছার পথে পারসিকদের যে সকল সেনা ছাউনি পাবে, তা ধ্বংস করে ফেলবে। তা ছাড়া পেছন দিক থেকে কেউ যেন মুসলিম বাহিনীকে আক্রমণ করতে না পারে সে ব্যাপারে সতর্ক থাকবে। হীরায় পৌঁছার পর তোমাদের দুজনের একজন হীরায় অবস্থান করবে এবং অন্যজন এগিয়ে গিয়ে পারস্যবাসী শত্রুদের ওপর আক্রমণ করবে।[২১]

২. আবূ বাকর (রা.) মুছান্না ইবনু হারিছাহ (রা.)কেও খালিদ (রা.)কে

---

১৮. ইবনু কাছীর, *আল-বিদায়াতু ওয়ান নিহায়াতু*, খ.৬,পৃ.৩৭৬

১৯. মুদাইয়াহ : ইরাকের নিকটবর্তী শামের সীমান্তে একটি স্থান।

২০. তাবারী, *তারীখুল উমাম ওয়াল মুলূক*, খ.২,পৃ.৫৫৩

২১. তাবারী, *তারীখুল উমাম ওয়াল মুলূক*, খ.২,পৃ.৫৫৪

সহযোগিতা করার ও তাঁর নেতৃত্বে যুদ্ধ করার নির্দেশ দেন। তিনি মুছান্না (রা.) কে লিখে পাঠান,

أما بعد فإني قد بعثت إليك خالد بن الوليد إلى أرض العراق فاستقبله بمن معك من قومك، ثم ساعده ووازره وكانفه، ولاتعصين له أمراً، ولاتخالفن له رأياً، ... فما أقام معك فهو الأمير، فإن شخص عنك فأنت على ماكنت عليه.

-"আমি খালিদ ইবনুল ওয়ালীদ (রা.)কে ইরাক ভূখণ্ডে তোমার কাছে প্রেরণ করেছি। তুমি তোমার গোত্রের লোকজন নিয়ে তাঁকে সাদরে বরণ করে নেবে। তাঁকে সহযোগিতা করবে এবং তাঁর সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করবে। তাঁর কোনো নির্দেশ লঙ্ঘন করবে না এবং তাঁর কোনো মতের বিরোধিতা করবে না।... তিনি যতদিন তোমার সাথে থাকবে, ততদিনই তিনি আমীর থাকবেন। তিনি তোমাকে রেখে দূরে চলে গেলে, তবেই তুমি তোমার অবস্থানে বহাল থাকবে।"[২২]

৩. আবূ বাকর (রা.) মায'উর ইবনু 'আদী (রা.)কেও খালিদ (রা.)-এর সহযোগিতা করার ও তাঁর নেতৃত্বে যুদ্ধ করার জন্য নির্দেশ দেন। উল্লেখ্য, মায'উর ও মুছান্না (রা.) একই গোত্রের লোক ছিলেন। তাঁদের মধ্যে বনিবনা না হওয়ায় মায'উর আবূ বাকর (রা.) নিকট একটি পত্র লিখেন এবং তাতে তিনি মুছান্নার পরিবর্তে তাঁকেই ইরাক যুদ্ধের নেতৃত্ব প্রদানের জন্য আরয করেন। আবূ বাকর (রা.) মায'উর (রা.)-এর এ পত্র পেয়ে তাঁকে লিখে পাঠান,

....وقد رأيت لك أن تنضم إلى خالد بن الوليد، فتكون معه، وتقيم معه ما أقام بالعراق وتشخص معه إذا شخص.

-" ... আমি তোমার জন্য ভালো মনে করছি যে, তুমি খালিদ ইবনুল ওয়ালীদের সাথে গিয়ে মিলিত হবে। তিনি যতদিন ইরাকে থাকবেন, তুমিও তাঁর সাথে থাকবে। আর যখন তিনি দূরে কোথাও যাবেন, তুমিও তাঁর সাথে যাবে।"[২৩]

৪. খালিদ (রা.) ইরাকের উদ্দেশ্যে যাত্রার সময় আবূ বাকর (রা.)-এর নিকট সাহায্যকারী বাহিনী পাঠানোর আবেদন জানান। এ সময় আবূ বাকর (রা.) কা'কা' ইবনু 'আমর আত-তামীমী (রা.)কে খালিদ (রা.)-এর সাহায্যের জন্য

---

২২. হামীদুল্লাহ, *আল-ওয়াছা'য়িকুস সিয়াসিয়্যাহ*, পৃ.৫৭১
২৩. তদেক

এবং 'আব্দ ইবনু 'আওফ আল-হিময়ারী (রা.)কে 'ইয়াদ (রা.)-এর সাহায্যের জন্য প্রেরণ করেন।[২৪]

কা'কা (রা.) একজন অতি সাহসী ও অভিজ্ঞ যোদ্ধা ছিলেন। তাঁকে যখন আবূ বাকর (রা.) খালিদ (রা.)-এর সাহায্যের জন্য প্রেরণ করেন, তখন কোনো এক ব্যক্তি বললেন, এক ব্যক্তির সাহায্য দ্বারা কী হবে? এ কথা শুনে আবূ বাকর (রা.) বললেন, لَا يُهْزَمُ جَيْشٌ فِيهِمْ مِثْلُ هَذَا -"যে দলে তাঁর মতো লোক থাকবে, সে দল কখনো পরাজিত হবে না।"[২৫]

ইরাক যুদ্ধে খালিদ (রা.)-এর অভিযানসমূহ

মুসলিম সৈন্যসমাবেশ

আবূ বাকর (রা.)-এর নির্দেশক্রমে খালিদ (রা.) মাত্র দু হাজার পরীক্ষিত সৈন্য, যাঁরা তাঁর সাথে বিদ্রোহীদের দমনে বিভিন্ন যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন, তাঁদের সাথে নিয়ে ইরাক অভিমুখে যাত্রা করেন। যাত্রা পথে রাবী'আহ গোত্র থেকে আরো আট হাজার সৈন্য সংগ্রহ করেন। তা ছাড়া তিনি ইরাকের তিনজন প্রখ্যাত আমীর মায'উর ইবনু 'আদী আল-'আজালী, সুলমা ইবনুল কায়ন আত-তামীমী ও হারমালাহ ইবনু মুরায়তাহ আত-তামীমী (রা.) প্রমুখকে লিখে পাঠান, যেন তাঁরা যুদ্ধের উদ্দেশ্যে তাদের লোকজনকে প্রস্তুত করে রাখেন। তারা সকলে মিলে আরো আট হাজার সৈন্য সংগ্রহ করেন। এভাবে মুসলিম বাহিনীর সৈন্য সংখ্যা আঠারো হাজারে গিয়ে পৌঁছে। খালিদ (রা.) ও তাঁর সহযোগীগণ এ বিষয়ে একমত হন যে, সকলেই উবুল্লায় গিয়ে সমবেত হবে। ইতঃপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, আবূ বাকর (রা.)ও খালিদ (রা.)কে উবুল্লাহ থেকে যুদ্ধ শুরু করার নির্দেশ দেন। এতে সুবিধা ছিল এই যে, উবুল্লায় পারস্য সম্রাটের সকল বাহিনীর কিছু কিছু ইউনিট ছিল এবং এর গুরুত্ব ছিল সেনানিবাসের মতো। আবহাওয়া, কাজ-কারবার ও ব্যবসার দিক দিয়েও উবুল্লাহ ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ স্থান।[২৬] তা ছাড়া এটা ছিল ব্যবসার উদ্দেশ্যে আরবদের ভারত ও সিন্ধু প্রদেশে যাতায়াতের একমাত্র বন্দর। এ কারণেই আবূ বাকর (রা.)একে 'ফারজুল হিন্দ' (ভারতের সংযোগ স্থান) নামে আখ্যায়িত করতেন।

---

২৪. তাবারী, *তারীখুল উমাম ওয়াল মুলূক*, খ.২,পৃ.৫৫৩

২৫. *তদেব*

২৬. প্রখ্যাত ভাষাবিদ আসমা'ঈ (রাহ.)-এর মতে, দুনিয়ার বেহেশত হলো তিনটি। তন্মধ্যে একটি হলো নাহরু উবুল্লাহ। অপর দুটি হলো -গুতা দামিশক ও নাহরু বাল্খ। (হামাভী, *মু'জামুল বুলদান*, খ.১,পৃ.৪৩)

১. যাতুস সালাসিলের যুদ্ধ (হুদাইরের যুদ্ধ)

'যাতুস সালাসিলের যুদ্ধ' হলো ইরাকে খালিদ (রা.)-এর পরিচালিত সর্বপ্রথম যুদ্ধ। এটি 'হুদাইরের যুদ্ধ' নামেও পরিচিত।

'হুদাইর' বাসরার পূর্বে পারস্য উপসাগরের নিকটবর্তী কাযিমাহ সীমান্তে অবস্থিত একটি রাজ্য। পারস্য সম্রাটের পক্ষ থেকে গভর্ণর হুরমুয এ এলাকা শাসন করতো। পারসিক শাসকদের মধ্যে সে ছিল অত্যন্ত মর্যাদাসম্পন্ন ও প্রভাবশালী। পারস্যবাসীদের মধ্যে একটি নিয়ম প্রচলিত ছিল যে, যে ব্যক্তি যে ধরনের মর্যাদা সম্পন্ন হতো, তার মুকুটও ততো মূল্যবান হতো। এ নিয়মানুযায়ী হুরমুয যেহেতু ঐ এলাকার শাসকদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ছিল, তাই তার মুকুটের মূল্যও ছিল এক লক্ষ দিরহাম।[২৭] সে ছিল অত্যন্ত নিষ্ঠুর ও অত্যন্ত অত্যাচারী শাসক। হুদাইরের চারদিকে ও সীমান্তে যে সকল আরব ও মুসলিম বাস করতো তাদেরকে সে এতোই জ্বালাতন করতো যে, তার এ অত্যাচার-নির্যাতন প্রবাদ বাক্যে পরিণত হয়েছিল। বলা হতো, هُوَ أَكْفَرُ مِنْ هُرْمُزَ.-"এ ব্যক্তি হুরমুযের চেয়েও অধিক অকৃতজ্ঞ।"[২৮] তার এ নির্যাতনের কারণে সীমান্তবর্তী বানূ তামীম-এর আরবরা যখনই সুযোগ পেতো, হুরমুযের এলাকায় প্রবেশ করে তাকে উত্যক্ত করতো এবং লুটপাট চালাতো। হুরমুয তাদের বিরুদ্ধে স্থলযুদ্ধ এবং ভারতবাসীদের বিরুদ্ধে নৌযুদ্ধ পরিচালনা করতো। ফলে পারস্যবাসীরা তাকে দেশের একনিষ্ঠ রক্ষাকারী ও পাহারাদার মনে করতো।[২৯]

খালিদ (রা.) উবুল্লাহ থেকে যখন হুদাইর অভিমুখে যাত্রা করলেন, তখন তাঁর বাহিনীকে তিন দলে বিভক্ত করে প্রত্যেককে ভিন্ন ভিন্ন পথে অগ্রসর হয়ে হুদাইরে গিয়ে মিলিত হবার নির্দেশ দেন। এ তিন দলের মধ্যে এক দলের নেতা ছিলেন মুছান্না ইবনু হারিছাহ (রা.) এবং দ্বিতীয় দলের নেতা ছিলেন 'আদী ইবনু হাতিম আত-তা'ঈ (রা.)। তৃতীয় দলটি নিজের অধীনে রাখলেন। খালিদ (রা.) মুছান্না ও 'আদী (রা.)-এর দল দুটিকে আগে পাঠিয়ে দেন এবং তাঁদেরকে নির্দেশ দেন, যেন তাঁরা হুদাইরে পৌঁছে তাঁর জন্য অপেক্ষা করেন। এরপর খালিদ (রা.) তাঁর বাহিনী নিয়ে অগ্রসর হন। তিনি রওয়ানা হওয়ার পূর্বে হুরমুযের নিকট এ মর্মে একটি পত্র লিখেন,

أَمَّا بَعْدُ، فَأَسْلِمْ تَسْلَمْ، أَوْ اعْتَقِدْ لِنَفْسِكَ وَقَوْمِكَ الذِّمَّةَ، وَأَقْرِرْ بِالْجِزْيَةِ، وَإِلَّا فَلَا تَلُومَنَّ إِلَّا نَفْسَكَ؛ فَقَدْ جِئْتُكَ بِقَوْمٍ يُحِبُّونَ الْمَوْتَ كَمَا تُحِبُّونَ الْحَيَاةَ.

---

২৭. মায়দানী, *মাজমা'উল আমছাল*, পৃ.২৭২
২৮. ইবনুল আছীর, *আল-কামিল*, খ.১,পৃ.৩৭৩; জাহিয, *আল-বায়ান ওয়াত-তাবয়ীন*, পৃ.৩১৭; মায়দানী, *মাজমা'উল আমছাল*, পৃ.২৭২
২৯. আকবরাবাদী, *হযরত সিদ্দীকে আকবর রা.*, পৃ.২৪১

-"ইসলাম গ্রহণ কর, তবেই তুমি নিরাপদে থাকবে। নতুবা তোমাকে এবং তোমার জাতিকে জিযইয়া দান করে বশ্যতা স্বীকার করে নিতে হবে। অন্যথায় যদি কিছু ঘটে, তবে তার জন্য তুমি নিজেকে ছাড়া অন্য কাউকে দায়ী করতে পারবে না। আমি তোমার নিকট এমন সকল লোককে নিয়ে এসেছি, যারা মৃত্যুকে ঠিক সেরূপই ভালোবাসে, যেরূপ তোমরা জীবনকে ভালোবাসো।"[৩০]

এ চরমপত্র পেয়ে হুরমুয অত্যন্ত ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠলো। নগণ্য আরবের একজন তুচ্ছ সেনাপতির এমন ধৃষ্টতা যে, প্রবল প্রতাপান্বিত পারস্য সাম্রাজ্যের শাসনকর্তার নিকট সে এমন পত্র লিখতে পারে! তাকে শায়েস্তা করতেই হবে। এটা বলেই সে খালিদ (রা.)-এর সাথে মুকাবিলা করার উদ্দেশ্যে নিজের বিরাট সৈন্যদলসহ হুদাইরের দিকে অগ্রসর হলো। এ দিকে খালিদ (রা.) যখন জানতে পারলেন যে, হুরমুয হুদাইরের দিকে অগ্রসর হয়েছে, তখন তিনি কাযিমার দিকে রওয়ানা হন। এ খবর যখন হুরমুযের নিকট পৌঁছলো, তখন সে দ্রুত গতিতে কাযিমায় গিয়ে পৌঁছলো এবং সেখানে একটি প্রস্রবণের কাছে যুদ্ধের জন্য উপযোগী স্থানে তাঁবু স্থাপন করে। এ দিকে খালিদ (রা.)ও কাযিমায় পৌঁছে সৈন্যদেরকে তাঁবু স্থাপনের নির্দেশ দেন। তবে যে জায়গায় তাঁরা অবতরণ করেছিলেন সেখানে পানির কোনো ব্যবস্থা ছিল না। খালিদ (রা.) সৈন্যদের বললেন, "তোমরা বোঝাগুলো নামিয়ে রাখ, তারপর শত্রুদের সাথে পানির দখল নিতে বীরদর্পে লড়াই কর। আমার বিশ্বাস, এ পানি অবশ্যই তোমাদের দখলে চলে আসবে।" এ দিকে আল্লাহর অসীম দয়া যে, কিছুক্ষণের মধ্যেই মুসলিমদের অবস্থান স্থলের ওপর জোরে বৃষ্টিপাত শুরু হলো এবং মাঠঘাট পানিতে ভরে ওঠলো।[৩১] এতে একটি বিষয় সুপ্রমাণিত হয় যে, আল্লাহ তা'আলা সবসময় তাঁর ঈমানদারদের পাশেই থাকেন, তাঁদেরকে সাহায্য-সহযোগিতা করেন, যদি তাঁরা পূর্ণ নিষ্ঠার সাথে তাঁর ওপর ভরসা করে তাঁর পথে বের হয়।

হুরমুয তার সৈন্যবাহিনীকে এভাবে বিন্যস্ত করে যে, রাজবংশের দুই যুবক কাবায ও আনূ শাজানকে ডান ও বাম দিকে দু বাহিনীর নেতৃত্ব দেয়া হয় এবং যোদ্ধাদের একটি বড় অংশের পায়ে জিঞ্জির বেঁধে দেয়া হয়, যাতে তারা যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পলায়ন করতে না পারে। এ কারণে এ যুদ্ধ 'যাতুস সালাসিল' (জিঞ্জির যুদ্ধ) নামে পরিচিতি লাভ করে। অবশেষে দু'পক্ষের মধ্যে যুদ্ধ শুরু হলো। হুরমুয প্রথমে অগ্রসর হয়ে খালিদ (রা.)কে প্রতিদ্বন্দ্বিতার জন্য আহ্বান জানায়। উদ্দেশ্য ছিল, খালিদ (রা.)কে নিহত করতে পারলে মুসলিমগণ আর যুদ্ধক্ষেত্রে টিকে থাকতে পারবে না। সে ময়দানে নেমে আসার পূর্বে যুদ্ধের সকল নীতি ভঙ্গ করে ধোঁকা ও চতুরতার আশ্রয় গ্রহণ করে তার কতিপয়

---

৩০. তাবারী, *তারীখুল উমাম ওয়াল মুলূক*, খ.২, পৃ.৫৫৪
৩১. ইবনু কাছীর, *আল-বিদায়াতু..*, খ.৬, পৃ.৩৭৮-৯

শ্রেষ্ঠ ও বীর যোদ্ধাকে নির্দেশ দেয় যে, যখনই খালিদ (রা.) একাকী আমার সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে আসবেন, তখন তোমরা অকস্মাৎ ঝাঁপিয়ে পড়ে তাকে হত্যা করে ফেলবে।

খালিদ (রা.) হুরমুযের পক্ষ থেকে সম্মুখ দ্বন্দ্বযুদ্ধের আহ্বান পেয়ে ঘোড়ার পিঠ থেকে নেমে হুরমুযের দিকে হেঁটে চললেন। দুর্ধর্ষ বীর কা'কা' (রা.) পূর্বেই হুরমুযের দুরভিসন্ধি বুঝতে পেরেছিলেন। কেননা দুরভিসন্ধি ছাড়া 'আল্লাহর তরবারি'কে এতো সহজেই কেউ সম্মুখ সমরে আহ্বান করতে পারে না। সুতরাং তিনিও যে কোনো আকস্মিক ঘটনার জন্য প্রস্তুত ছিলেন। যখনই তিনি পারসিক প্রতারক চক্রকে গুপ্তস্থান থেকে বের হতে দেখলেন, তৎক্ষণাৎ তিনি দ্রুতবেগে কয়েকজন মুজাহিদকে সাথে নিয়ে এমন প্রচণ্ডভাবে তাদেরকে আক্রমণ করেন যে, তারা ছত্রভঙ্গ হয়ে পালিয়ে যায়। এ দিকে খালিদ (রা.) হুরমুযের কপালে এমন প্রচণ্ড আঘাত হানেন যে, সে শেষ পর্যন্ত নিজের প্রাণ রক্ষা করতে পারেনি। যুদ্ধ ক্ষেত্রের এ অবস্থা প্রত্যক্ষ করে একদিকে মুসলিম বাহিনী উদ্দীপনার সাথে শত্রুদের ওপর প্রচণ্ড আক্রমণ শুরু করে, অপরদিকে পারসিক বাহিনী সেনাপতিকে হারিয়ে সাহস হারিয়ে ফেলে এবং পালাতে শুরু করে। মুসলিম বাহিনী তাদের পেছনে ধাওয়া করে ফোরাতের বড় সেতু পর্যন্ত তাদেরকে নিয়ে চলে। এ সময় কাবায ও আনূ শাজান কোনো মতে প্রাণ নিয়ে পালালেও তাদের অনেক সৈন্য নিহত হয়।[৩২]

এখানে একটি চমকপ্রদ বিষয় হলো, ইতঃপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, কা'কা (রা.)কে যখন আবূ বাকর (রা.) খালিদ (রা.)-এর সাহায্যের জন্য প্রেরণ করেন, তখন কেউ কেউ তাঁকে হালকা করে দেখেন। এ সময় আবূ বাকর (রা.) বলেন, যে দলে কা'কা (রা.)-এর মতো লোক থাকবে, সে দল কখনো পরাজিত হবে না। আমরা এ যুদ্ধে আবূ বাকর (রা.)-এর ঐ কথার সত্যতার প্রমাণ দেখতে পেলাম। তিনি কিরূপ দূরদর্শী ও বিজ্ঞ ব্যক্তি ছিলেন, তা এ ঘটনা থেকে সহজেই পরিমাপ করা যায়।

যুদ্ধে বিজয় লাভের পর খালিদ (রা.) মা'কিল ইবন মুকাররিন আল-মুযানী (রা.)কে গানীমাতের মাল ও যুদ্ধবন্দীদেরকে উবুল্লাহতে একত্রিত করতে নির্দেশ দেন এবং মুছান্না ইবনু হারিছাহ (রা.)কে পারস্যবাসী সৈন্যদের অনুসন্ধানের জন্য প্রেরণ করেন। মুছান্না (রা.) কিছু দূর অগ্রসর হয়ে একটি দুর্গ দেখতে পেলেন। অনুসন্ধান করে জানতে পারলেন যে, এটা পারস্য সম্রাটের কন্যার বাসস্থান 'হিসনুল মার'আহ'। আবার এর অনতিদূরেই সম্রাটের জামাতার বাসস্থান। মুছান্না তাঁর ভাই মু'আন্নাকে সম্রাট-দুহিতার দুর্গ অবরোধ করে রাখতে আদেশ দেন এবং নিজে জামাতার দুর্গ অবরোধ করে অবশেষে তাকে হত্যা করে ফেললেন। মু'আন্না অত্যন্ত সুদর্শন ও বীর যোদ্ধা ছিলেন। স্বামীর মৃত্যুর

---

৩২. তাবারী, *তারীখুল উমাম ওয়াল মুলূক*, খ.২, পৃ.৫৫৫

সংবাদ পেয়ে সম্রাট-দুহিতা মু'আন্নার সাথে সন্ধি করলেন এবং ইসলাম গ্রহণ করে তাঁকে স্বামী রূপে গ্রহণ করে নিলেন।

খালিদ (রা.) গানীমাতের সম্পদের এক-পঞ্চমাংশসহ একটি হাতি ও হুরমুযের মণি-মাণিক্য খচিত মূল্যবান মুকুটটি যার্‌র ইবনু কুলাইব (রা.)-এর মাধ্যমে মাদীনায় প্রেরণ করেন। আরবদের কাছে হাতি ছিল একটি আজব প্রাণী। তারা আবরাহার হাতি ছাড়া কোনো হাতি দেখেনি। কাজেই চতুর্দিক থেকে হাতি দেখার জন্য লোকেরা দলে দলে এসে মাদীনায় ভীড় জমাতে লাগলো। কিন্তু এ জন্তু যেহেতু রাজকীয় গৌরব ও মর্যাদার প্রতীক, তা ছাড়া হাতি রাখার কোনো উপকারিতা না দেখে আবূ বাকর (রা.) তাকে আবার যার্‌র ইবনু কুলাইব (রা.)কে দিয়ে ইরাকে ফেরত পাঠিয়ে দেন।[৩৩] মুকুটটিও তিনি খালিদ (রা.) কে তাঁর অনন্য ভূমিকার স্বীকৃতিস্বরূপ পুরস্কার দেন।[৩৪]

উবুল্লাহ্ বিজয়

যাতুস সালাসিল যুদ্ধ শেষ করে খালিদ (রা.) মা'কিল ইবন মুকাররিন আল-মুযানী (রা.)কে উবুল্লাহ প্রেরণ করে সেখানে বিজয় অভিযান পরিপূর্ণ করার নির্দেশ দেন। মা'কিল (রা.) সেখানে পৌছে শত্রুদের সাথে লড়াই করেন এবং জয়লাভ করেন।[৩৫] অধিকাংশ ঐতিহাসিকের মতে, উবুল্লাহ্ 'উমার (রা.)-এর খিলাফাতকালে হিজরী ১৪ সালে 'উতবাহ ইবনু গাযওয়ান (রা.)-এর হাতে বিজিত হয়।[৩৬] কিন্তু এ মতটি সঠিক নয় বলে মনে হচ্ছে। কেননা খালিদ (রা.) যখন বাসরা পৌছেন, তখন সুওয়াইদ ইবনু কুতবাহ আয-যুহালী (রা.) তাঁর সাথে সাক্ষাত করে বলেন, إن أهل الأبلة قد جمعوا لى، ولا أحسبهم امتنعوا منى إلا لمكانك. -"উবুল্লাহর অধিবাসীরা আমার সাথে যুদ্ধ করার জন্য সৈন্য সমাবেশ করেছে। আমার মনে হয়, তারা আপনার অবস্থান বুঝেই আমার সাথে যুদ্ধ করা থেকে বিরত রয়েছে।" এ কথা শুনে খালিদ (রা.) বলেন, "আমার মত হলো, আমি দিনেই বাসরা থেকে বের হয়ে যাবো। তারপর আবার রাতের বেলা আমার সাথীদের নিয়ে তোমার সৈন্যদের সাথে মিলিত হবো। যদি তারা সকালে আক্রমণ করে, তা হলে আমরা সকলে মিলে তাদের সাথে যুদ্ধ করবো।" এ কৌশল মতে খালিদ (রা.) তাঁর বাহিনী নিয়ে বাসরা গমন করেন। এতে উবুল্লাবাসী খালিদ (রা.) বাসরা ছেড়ে চলে গেছেন মনে করে খুবই আনন্দিত হয় এবং সুয়াইদ (রা.)-এর ওপর আক্রমণ করার প্রস্তুতি গ্রহণ করে। কিন্তু পরদিন সকালে যখন তারা আক্রমণ করে, তখন (খালিদ (রা.)-এর বাহিনী রাতে

---

৩৩. ইবনু কাছীর, *আল-বিদায়াতু..*,খ.৬, পৃ.৩৭৯
৩৪. ইবনু কাছীর, *আল-বিদায়াতু..*,খ.৫, পৃ.৩৫
৩৫. ইবনুল আছীর, *আল-কামিল..*,খ.১, পৃ.৩৭১
৩৬. ইবনুল আছীর, *আল-কামিল..*,খ.১, পৃ.৩৭১; ইবনু খালদূন, *কিতাবুল 'ইবার..*, খ.২,পৃ.১০৩

ফিরে এসে সুয়াইদের বাহিনীর সাথে মিলিত হবার কারণে) মুসলিমদের সংখ্যা বেশি দেখে ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে। শত্রুদের অবস্থা আঁচ করে খালিদ (রা.) মুসলিম বাহিনীকে দেরি না করে শত্রুদের ওপর আক্রমণ করতে নির্দেশ দেন। দু পক্ষের মধ্যে তুমুল যুদ্ধ শুরু হয়। অবশেষে উবুল্লাহবাসী পরাজয় বরণ করে। তাদের মধ্যে যারা পালিয়ে যেতে পারেনি তাদের অনেকেই নিহত হয়, আবার কেউ কেউ দিজলা নদীতে ডুবে মারা যায়।[৩৭]

এ রিওয়ায়াত থেকে স্পষ্ট জানা যায় যে, উবুল্লাহ আবূ বাকর (রা.)-এর খিলাফাত কালে বিজিত হয় এবং পূর্বাপর ঘটনাও তা-ই প্রমাণ করে। কেননা ইতঃপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, আবূ বাকর (রা.) খালিদ (রা.)কে ইরাকে প্রেরণের সময় এ নির্দেশ প্রদান করেছিলেন যে, তিনি যেন তাঁর বাহিনীকে নিয়ে উবুল্লাহ দিয়ে প্রবেশ করেন। অতএব, এটা কী করে সম্ভব যে, সেই গোটা এলাকা তাঁর হাতে বিজিত হয়েছে, অথচ উবুল্লাহর মতো একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান জয় না করেই তিনি সামনের দিকে অগ্রসর হয়েছেন। তবে এটা সম্ভাবনা রয়েছে যে, উবুল্লাহ আবূ বাকর (রা.)-এর খিলাফাতকালে বিজিত হলেও পরবর্তী সময়ে এ এলাকার অধিবাসীরা বিদ্রোহ করে এবং 'উমার (রা.)-এর শাসনামলে ঐ বিদ্রোহ দমন করে দ্বিতীয়বার উবুল্লাহ জয় করা হয়।

এখানে আরো একটি সন্দেহ এই হতে পারে যে, উপর্যুক্ত রিওয়ায়াত দ্বারা জানা যাচ্ছে যে, উবুল্লাহ সুওয়াইদ (রা.)-এর হাতে বিজিত হয়েছে। অথচ ইতঃপূর্বে বর্ণিত রিওয়ায়াত মতে, মা'কিল ইবনু মুকাররিন (রা.) তা জয় করেছেন। এর উত্তর হলো এই যে, প্রকৃতপক্ষে সুওয়াইদ (রা.)-এর সাথে উবুল্লাহবাসীর যুদ্ধ হল এবং তাঁর হাতে এটি বিজিত হয়। আর মা'কিল (রা.)-এর ব্যাপার হলো, যাতুস সালাসিল যুদ্ধের পর খালিদ (রা.) তাঁকে গানীমাতের মাল ও কয়েদীদের একত্রিত করার জন্য উবুল্লায় পাঠিয়েছিলেন।[৩৮] এতে হয়তো কারো কারো সন্দেহ সৃষ্টি হয়েছে যে, তিনি উবুল্লাহ জয় করেছেন।

২. মুযারের যুদ্ধ

যাতুস সালাসিল যুদ্ধে বিজয় লাভ করার পর মুসলিমগণ আরো আত্মপ্রত্যয়ী হয়ে উঠে। মুছান্না (রা.) খালিদ (রা.)-এর নির্দেশ অনুযায়ী অতি ক্ষিপ্রতার সাথে পারসিকদের পেছনে ধাওয়া করতে লাগলেন এবং এভাবে তিনি পারস্যের রাজধানী মাদা'য়িন পর্যন্ত পৌঁছতে চেয়েছিলেন। কিন্তু একটু অগ্রসর হয়েই তিনি জানতে পারলেন যে, হুরমুযের পরাজয় এবং মৃত্যু-সংবাদ পেয়ে পারস্য সম্রাট আরদেশীর প্রখ্যাত বীর কারিন ইবনু কারইয়ানিসের সেনাপতিত্বে একটি বিরাট অভিজ্ঞ সেনাবাহিনী প্রেরণ করেছেন। যাতুস

---

৩৭. বালাযুরী, *ফুতূহুল বুলদান*, খ.২,পৃ.২৯৬
৩৮. তাবারী, *তারীখুল উমাম ওয়াল মুলূক*, খ.২,পৃ.৫৫৬

সালাসিল যুদ্ধে পরাজয় বরণকারীরাও তাদের সাথে যোগ দিয়েছে। মুছান্না (রা.) এ সংবাদ শুনে আর সামনে অগ্রসর হলেন না এবং দিজলা ও ফুরাতের মোহনায় অবস্থিত মুযার নামক স্থানে শিবির স্থাপন করে খালিদ (রা.)কে বিস্তারিত সংবাদ জানালেন। এ দিকে পারসিক সৈন্যরা মুযারে পৌঁছে শিবির স্থাপন করে।

খালিদ (রা.) ভাবলেন যে, কারিন যে কোনো মুহূর্তে মুছান্না (রা.)-এর মুষ্টিমেয় বাহিনীর ওপর আক্রমণ চালাতে পারে। সুতরাং তিনি কালবিলম্ব না করে মুযারে এসে মুছান্না (রা.)-এর সাথে মিলিত হন। খালিদ (রা.) এসে দেখলেন যে, কারিন বাহিনীতে মুছান্না (রা.)-এর ওপর আক্রমণের প্রস্তুতি চলছে। তবে তারা যখন শুনতে পেল, খালিদ (রা.) এসে মুছান্না (রা.)-এর সাথে যোগদান করেছেন, তখনই তাদের উৎসাহে ভাটা পড়ে। কিন্তু হুরমুযের মতো অপরাজেয় এবং প্রখ্যাত বীর মুসলিমদের হাতে নিহত হওয়ায় প্রত্যেক পারস্যবাসীর মনে প্রতিহিংসার আগুন জ্বলছিল। প্রত্যেকেই হুরমুযের প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিল। এদিকে সম্রাট বংশের প্রখ্যাত বীর কাবায ও আনূ শাজানও নিজেদের পরাজয়ের কলঙ্ক মুছে ফেলার জন্য পারসিক সৈন্যদের নানাভাবে মুসলিমদের বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তুলছিল। কাবায ও আনূ শাজান মনে করেছিল, খালিদ (রা.)-এর অপ্রস্তুত বাহিনীর ওপর হঠাৎ আক্রমণ চালাতে পারলেই আমরা জয়লাভ করতে পারবো। কিন্তু সুদক্ষ ও রণনিপুণ সেনাপতি খালিদ (রা.) পারসিকদের চতুরতা পূর্বেই বুঝতে পেরে নিজের বাহিনীকে সম্পূর্ণরূপে প্রস্তুত করে রেখেছিলেন। দু পক্ষের মধ্যে যুদ্ধ শুরু হয়। পারসিক সৈন্যদের পক্ষ থেকে সেনাপতি কারিন এবং মুসলিমদের পক্ষ থেকে মা'কিল ইবনুল আ'শা (রা.) প্রতিদ্বন্দ্বিতার জন্য অগ্রসর হন। এ সম্মুখ যুদ্ধে মা'কিল (রা.)-এর হাতে কারিন নিহত হয়। এরপর মুসলিমগণ অতি ক্ষিপ্রতার সাথে পারসিক সৈন্যদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েন। শক্তির গর্বে গর্বিত বীর কাবায ও আনূ শাজান প্রমুখ একে একে মুজাহিদগণের হাতে নিহত হতে লাগলো। কাবায 'আসিম (রা.)-এর হাতে এবং আনূ শাজান আদী ইবনু হাতিম (রা.)-এর হাতে নিহত হয়।[৩৯] নামজাদা বীর সেনাপতিগণের লাশ মুজাহিদগণের তরবারির আঘাতে ভূপাতিত হতে দেখে পারসিক সৈন্যরা ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়ে। মুজাহিদগণ এ সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে মোটেই ত্রুটি করলেন না। ক্ষিপ্রতার সাথে তাঁরা পারসিক সৈন্য ধ্বংস করতে লাগলেন। সে দিন ত্রিশ হাজার পারসিক সৈন্য মুজাহিদদের হাতে নিহত হয়। যারা প্রাণে রক্ষা পায় তাদের অনেকেই নৌকায় চড়ে পালিয়ে যায়। এ সময়ও অনেকেই নদীতে ডুবে মারা যায়। যদি মাঝে নদী না হতো, তা হলে শত্রুদের একজনও প্রাণে রক্ষা পেতো না।[৪০]

---

৩৯. তাবারী, *তারীখুল উমাম ওয়াল মুলূক*, খ.২,পৃ.৫৫৭; ইবনুল আছীর, *আল-কামিল..*, খ.১,পৃ.৩৮৩

৪০. তাবারী, *তারীখুল উমাম ওয়াল মুলূক*, খ.২,পৃ.৫৫৮; ইবনু কাছীর, *আল-বিদায়াতু ওয়ান নিহায়াতু*, খ.৬,পৃ.৩৮৯

শত্রুদলকে পর্যদুস্ত করার পর খালিদ (রা.) সা'ঈদ ইবনু নু'মান (রা.)-এর মাধ্যমে বিজয়ের সংবাদ ও গানীমাতের মালের এক পঞ্চমাংশ মাদীনায় খালীফার নিকট পাঠিয়ে দেন এবং তিনি নিজে মুযারে অবস্থান করতে থাকেন। এ সময় পারসিকদের সাথে যারা যুদ্ধ করেছিল কিংবা তাদের কোনোরূপ সাহায্য করেছিল তাদেরকে বন্দী করা হল।[৪১] কিন্তু কৃষকদের প্রতি কোনো দুর্ব্যবহার করা হলো না। তারা খালিদ (রা.)-এর প্রস্তাব অনুযায়ী জিযইয়া দান করতে সম্মত হলো। এ সময় পারস্যের প্রজারা মুসলিমদের অমায়িক ব্যবহারে এমন সন্তুষ্ট হয় যে, তারা মনে করতে লাগল তারা বুঝি জাহান্নাম থেকে বের হয়ে জান্নাতে প্রবেশ করেছে।

৩. ওয়ালাজাহর যুদ্ধ

পারসিকগণ উপর্যপুরি দু বার মুসলিমদের হাতে পরাজিত ও পর্যদুস্ত হয়ে দিশেহারা হয়ে পড়লো। উপায়ান্তর না দেখে অবশেষে দিজলা ও ফোরাতের নদীর মধ্যবর্তী অঞ্চল থেকে শামের মরুপ্রান্তর পর্যন্ত বিস্তীর্ণ এলাকায় বসবাসী খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বী আরবদেরকে নিজেদের দলে ভিড়াবার চেষ্টা চালাতে থাকে। পারসিকরা প্রথমে এদেরকে অগ্নিপূজার প্রতি আকৃষ্ট করার চেষ্টা করলো; কিন্তু তাতে কৃতকার্য হলো না। শেষ পর্যন্ত স্বাধীনতার কথা বলে মুসলিমদের বিরুদ্ধে তাদের পাশে দাঁড়াবার জন্য সম্মত করলো। এই আরবদের সেনাপতি ছিল বানূ বাকর ইবনু ওয়া'য়িলের সর্দার। পারস্য সম্রাট আরদেশীর তাকে একটি শক্তিশালী বাহিনী নিয়ে মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য ওয়ালাজাহ নামক স্থানের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হবার নির্দেশ দেন। অপরদিকে প্রখ্যাত বীর ইন্দরযিগরের নেতৃত্বে পারসিকদের একটি শক্তিশালী বাহিনীও ওয়ালাজাহ অভিমুখে প্রেরণ করেন এবং এর পেছনে পেছনে প্রখ্যাত অশ্বারোহী বাহমন জাযওয়ায়হ-এর নেতৃত্বে অন্য একটি বাহিনীও ভিন্ন পথে ওয়ালাজাহ-এর দিকে যাত্রা করলো। খ্রিস্টান-আরবরা ওয়ালাজাহ এবং হীরার মধ্যবর্তী এলাকার কৃষকদের এবং অন্যান্য আরবদেরকেও নিজেদের সাথে নিল। এভাবে আরবদের একটি বিরাট বাহিনী স্বদেশবাসী মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার উদ্দেশ্যে ওয়ালাজাহর দিকে রওয়ানা হলো।

এ দিকে খালিদ (রা.) মুযারে অবস্থান করেই এ সকল সংবাদ জানতে পারলেন। তিনি তাঁর অধীনস্থ বিভিন্ন এলাকার সেনা কর্মকর্তাদেরকে এ সংবাদ জানিয়ে সতর্ক করে দিলেন যে, কেউ যেন পূর্বের বিজয় গর্বে উৎফুল্ল না হয়। সকলেই যেন আগামী যুদ্ধের চিন্তায় ও প্রস্তুতিতে মগ্ন থাকে। শত্রুদের আকস্মিক আক্রমণ সম্পর্কে কখনো যেন

---

৪১. বন্দীদের মধ্যে বিখ্যাত তাবি'ঈ আবুল হাসান আল-বাসরী, মাফান্নাহ মাওলা 'উছমান ও আবূ যিয়াদ মাওলাল মুগীরাহ ইবনু শু'বা (রা.) প্রমুখও ছিলেন। (তাবারী, *তারীখুল উমাম ওয়াল মুলূক*, খ.২,পৃ.৫৫৮; ইবনু কাছীর, *আল-বিদায়াতু ওয়ান নিহায়াতু*, খ.৬,পৃ.৩৮৯)

উদাসীন না থাকে। এরপর তিনি ওয়ালাজাহ্‌র দিকে যাত্রা করলেন এবং সেখানে গিয়ে শত্রুশিবিরের বিপরীত দিকে শিবির স্থাপন করলেন। যুদ্ধ শুরু হয়ে গেল। কয়েক দিন পর্যন্ত জয়-পরাজয়ের মীমাংসা হলো না। সমানে সমানে যুদ্ধ চলতে লাগলো। অবশেষে খালিদ (রা.) এই কৌশল অবলম্বন করলেন যে, তাঁর দু'জন অধীনস্থ সেনাপতি বুসর ইবনু আবী রুহম ও সা'ঈদ ইবনু মুররা আল-'আজালীকে দল থেকে পৃথক করে দুটি পৃথক রাস্তা দিয়ে পারসিক বাহিনীর পেছনের দিক দিয়ে যুদ্ধ ক্ষেত্রে পৌঁছার নির্দেশ দিলেন। এ কৌশল অত্যন্ত কার্যকর ভূমিকা রাখলো। প্রচণ্ড যুদ্ধ চলাকালে খালিদ (রা.) যখন তীব্র আক্রমণ চালিয়ে সম্মুখ দিকে অগ্রসর হচ্ছিল, ঠিক তখনি উপরিউক্ত দুজন সেনাপতি তাদের দল নিয়ে পারসিক সৈন্যদেরকে পেছনের দিক থেকে আক্রমণ করেন। এবার সামনে এবং পেছনের দিক থেকে সমভাবে আক্রান্ত হতে দেখে পারসিক বাহিনী চোখে সরষে ফুল দেখতে লাগলো। যুদ্ধ ক্ষেত্রে টিকতে না পেরে তারা ছত্রভঙ্গ হয়ে যেদিকে পারলো পালিয়ে যেতে লাগলো। এ সুযোগ মুজাহিদ বাহিনী মোটেই নষ্ট করলেন না। তারা পলায়নরত সৈন্যদেরকে একাধারে হত্যা করতে লাগলেন। অনেকেই পালিয়ে যেতে সক্ষম হলো। সেনাপতি ইন্দরযিগর প্রাণ নিয়ে পালাতে সক্ষম হলেও শেষ পর্যন্ত পানির পিপাসায় মৃত্যুবরণ করেন। এ যুদ্ধ হিজরী দ্বাদশ সনের সফর মাসে সংঘটিত হয়।[৪২]

এ যুদ্ধেও খালিদ (রা.) ওয়ালাজাহ্‌র কৃষক ও জনসাধারণের সাথে যথারীতি উদার ও নম্র ব্যবহার করেন। তিনি তাদের সকলকে নিরাপত্তা দান করেন এবং ইসলামী রাষ্ট্রের যিম্মায় নিসে আসেন।[৪৩]

৪. উল্লায়সের যুদ্ধ ও ইমগীশিয়া বিজয়

ওয়ালাজাহ্‌র যুদ্ধে পরাজয় বরণ করার পর একদিকে পারস্যবাসীরা চরমভাবে চিন্তিত হয়ে পড়লো। অপর দিকে নিজের দেশের লোকদের হাতে শোচনীয়ভাবে পরাজিত হবার কারণে ইরাকের আরব গোত্রসমূহের লোকদের ক্রোধাগ্নি জ্বলে ওঠে। তারা বানু 'আজালান-এর আবুল আসওয়াদ নামক ব্যক্তির নেতৃত্বে হীরা ও উবুল্লাহ্‌র মধ্যবর্তী উল্লায়স নামক স্থানে সৈন্য সমাবেশ করতে লাগলো এবং সাহায্যের জন্য পারস্য-সম্রাটের নিকট আবেদন জানালো। তিনি প্রখ্যাত অশ্বারোহী বাহমান জাযওয়ায়হকে উল্লায়সে পৌঁছে আরব-খ্রিস্টানদেরকে সাহায্য করার জন্য নির্দেশ দেন। কিন্তু বাহমান মুসলিমদেরকে সম্পূর্ণরূপে পরাজিত করার কৌশল সম্বন্ধে পরামর্শ করার জন্য নিজে আরদেশীরের সাথে সাক্ষাত করতে মাদা'য়িন অভিমুখে রওয়ানা হন এবং তার বাহিনীকে

---

৪২. তাবারী, *তারীখুল উমাম ওয়াল মুলূক*, খ.২,পৃ.৫৫৯; ইবনুল আছীর, *আল-কামিল..*, খ.১,পৃ.৩৮৪

৪৩. তাবারী, *তারীখুল উমাম ওয়াল মুলূক*, খ.২,পৃ.৫৫৯

নিজের অধীনস্থ জাবান নামক একজন সেনাপতির নেতৃত্বে উল্লায়স অভিমুখে পাঠিয়ে দেন। যাত্রার সময় বাহমান জাবানকে বলেন যে, আমি ফিরে না আসা পর্যন্ত তুমি আক্রমণ করো না। কিন্তু ঘটনাক্রমে বাহমান যখন মাদা'য়িনে পৌঁছেন, তখন আরদেশীর অসুস্থ ছিলেন। তাই তাকে সেখানে অবস্থান করতে হয় এবং তিনি জাবানকেও তার কর্তব্য সম্বন্ধে কোনো নির্দেশ দেননি। ইত্যবসরে খালিদ (রা.) এ সংবাদ পেয়ে উল্লায়সে গিয়ে পৌঁছেন। শত্রুপক্ষকে প্রস্তুতি গ্রহণের কোনো সুযোগ না দিয়েই ঝটিকা বেগে আক্রমণ করে বসলেন। প্রথম আক্রমণেই খ্রিস্টানদের পরাজয় ঘটলো। তাদের সেনাপতি মালিক ইবনু 'আব্দি কায়স নিহত হলো। বাহমানের নির্দেশ না পাওয়ায় জাবান এতক্ষণ যুদ্ধক্ষেত্রে অবতরণ করেনি। খ্রিস্টানদেরকে পরাজিত হতে দেখে জাবান সদলবলে যুদ্ধক্ষেত্রে নেমে আসলো এবং খ্রিস্টানদেরকে আশ্বাস দিতে লাগলো যে, বাহমান শীঘ্রই মাদা'য়িন থেকে পারসিক সৈন্যের বিরাট বাহিনী নিয়ে তোমাদের সাহায্যের জন্য আসছেন। তোমরা যুদ্ধক্ষেত্র ত্যাগ করো না, প্রাণপণে যুদ্ধ করতে থাক। জাবানকে দেখে খ্রিস্টানরা পুনরায় শৃঙ্খলাবৃদ্ধ হয়ে যুদ্ধ শুরু করলো। কিন্তু দীর্ঘ সময় ধরে যুদ্ধ করে যখন দেখা গেলো যে, বাহমানের আসার কোনো আলামত নেই, জাবান নিরাশ হয়ে পড়লো। মুজাহিদ বাহিনী শত্রুসৈন্যের নিহতের সংখ্যা বাড়িয়ে চললেন। অবশেষে খ্রিস্টানরা টিকতে না পেরে পালাতে লাগলো। খালিদ (রা.) পলায়নরত সৈন্যদের পশ্চাদ্ধাবন করতে নির্দেশ দেন এবং বলে দেন যে, তাদেরকে জীবিত অবস্থায় বন্দী করে আমার নিকট নিয়ে এসো। আর যাদেরকে ধরতে পারবে না কিংবা যারা ফিরে অস্ত্র ধারণ করবে, কেবল তাদেরকেই হত্যা করবে। যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পালিয়ে জাবান উল্লায়সের এক গুপ্তস্থানে আশ্রয় নেয় এবং সেনাবাহিনীর জন্য খাদ্য প্রস্তুত করে আহার করতে বসলো। এমন সময় খালিদ (রা.) সেখানেই গিয়ে তাদেরকে আক্রমণ করলেন। তারা খাদ্য ও যাবতীয় বস্তু ত্যাগ করে যে যেদিকে পারলো পালিয়ে প্রাণ রক্ষা করলো। খালিদ (রা.) নিজের বাহিনীর লোকদেরকে বললো, "এ খাদ্যদ্রব্য আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের জন্য প্রস্তুত করেছেন। তারা কেমন করে খাবে? তোমরা ইচ্ছে মতো আহার কর।"[৪৪]

উল্লায়সের অদূরে ফোরাত ও বাদাকলী নদীর সংযোগস্থলে অবস্থিত আমগীশিয়া একটি প্রসিদ্ধ জনবহুল ও সমৃদ্ধ শহর। এর অধিবাসীরা উল্লায়সের যুদ্ধে খ্রিস্টানদের সহায়তা করেছিল। খালিদ (রা.) সেদিকে অগ্রসর হয়ে শহরটি দখল করে নেন এবং এতো প্রচুর ধন-রত্ন গানীমাতের মাল রূপে পান যে, প্রত্যেক অশ্বারোহী সৈন্য নাফল (উপহার) ছাড়াও ১৫০০ দিরহাম লাভ করলেন।[৪৫]

---

৪৪. তাবারী, *তারীখুল উমাম ওয়াল মুলূক*, খ.২,পৃ.৫৬৩; ইবনুল আছীর, *আল-কামিল..*, খ.১,পৃ.৩৭৪

৪৫. তাবারী, *তারীখুল উমাম ওয়াল মুলূক*, খ.২,পৃ.৫৬৩

যুদ্ধ শেষ করে খালিদ (রা.) মালে গানীমাতের এক-পঞ্চমাংশ বানূ 'আজলান এর জান্দাল নামক এক ব্যক্তির মাধ্যমে মাদীনায় প্রেরণ করেন। জান্দাল আবূ বাকর (রা.)-এর নিকট উল্লায়স বিজয়, মালে গানীমাতের প্রাচুর্য, অগণিত বন্দী ও খালিদ (রা.)-এর রণকৌশল ও বীরত্বের কথা বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেন। খালীফা সকল ঘটনা শুনে আনন্দিত হন, عَدَا أَسَدُكُمْ عَلَى الْأَسَدِ فَغَلَبَهُ عَلَى خَرَاذِيْلِهِ، أَعْجَزَتِ النِّسَاءُ أَنْ يُنْشِئُوا مِثْلَ خَالِدٍ. -"তোমাদের সিংহ পারস্যের সিংহের ওপর চড়াও হয়ে তাদের গ্রাস কেড়ে নিয়েছে! আজকালের মহিলারা খালিদ (রা.)-এর মতো সন্তান জন্ম দিতে অক্ষম।"[৪৬]

আবূ বাকর (রা.) জান্দালকে উল্লায়সের একজন সুন্দরী যুদ্ধবন্দিনী দাসী উপহার দিলেন। খালীফা আবূ বাকর (রা.) দেশের বিভিন্ন স্থানের কবি ও সাহিত্যিকদেরকে খালিদ (রা.)-এর বীরত্বগাথা কবিতা ও প্রবন্ধ রচনা করে লোকদেরকে শুনাতে নির্দেশ দেন। শহরে শহরে ও মহল্লায় মহল্লায় তা শুনানো হতে লাগলো। কোনো কোনো ঐতিহাসিক উল্লেখ করেছেন যে, উল্লায়সের যুদ্ধে শত্রুপক্ষের নিহতের সংখ্যা ছিল ন্যূনাধিক সত্তর হাজার।[৪৭]

এরপর পারসিক শক্তি যেন কোথাও মাথাচাড়া দিয়ে ওঠতে না পারে খালিদ (রা.) সেই ব্যবস্থা করতে লাগলেন। শেষ পর্যন্ত তিনি এমন ব্যবস্থা গ্রহণ করলেন যে, পারসিকদের সকল আশা-আকাঙ্খা গুঁড়ো হয়ে গেল। পারস্যসম্রাট রোগশয্যায় থেকে এ সকল দুঃসংবাদ সহ্য করতে পারলেন না। তিনি মারা গেলেন।

৫. হীরা বিজয়

এক দিকে সম্রাটের মৃত্যু, অপর দিকে মুসলিম শক্তির শামের মরুভূমি এবং ফোরাত ও দিজলা নদীর মধ্যবর্তী অঞ্চলের দিকে ক্রমবর্ধমান অগ্রগতি পারসিকদের নিরাশ করে ফেললো। মুসলিম শক্তির বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবার শক্তিই যেন তারা হারিয়ে ফেললো। তাদের এ অবস্থা জানতে পেরে খালিদ (রা.) বিন্দুমাত্র ধোঁকায় পড়লেন না কিংবা বিজয় গর্বে কর্তব্যকর্মে অবহেলা করলেন না। তিনি এ কথা খুব ভালোভাবেই জানতেন যে, পারস্যবাসীদের প্রেরণায় উল্লায়স যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে পরাজয় বরণকারী আরব-খ্রিস্টানগণ এখন যদিও নিরব; কিন্তু এদের ধমনীতে আরব রক্ত প্রবহমান। সুযোগ

---

৪৬. তাবারী, *তারীখুল উমাম ওয়াল মুলূক*, খ.২,পৃ.৫৬৩; ইবনুল আছীর, *আল-কামিল..*, খ.১,পৃ.৩৭৪

৪৭. তাবারী, *তারীখুল উমাম ওয়াল মুলূক*, খ.২,পৃ.৫৬২
স্যার উইলিয়াম মুর অবশ্যই এ সংখ্যাকে বাড়াবাড়ি বলে আখ্যা দিয়েছেন। প্রকৃত কথা হলো, সে যুগে সংখ্যা গণনা পদ্ধতি বর্তমানে কালের মতো ছিল না। সম্ভবত এ সংখ্যা সত্তর হাজার ছিল না; বরং সংখ্যাধিক্য বুঝানোর জন্য অনুরূপ বাক্য ব্যবহার করা হয়েছিল।

পেলেই তারা এ পরাজয়ের প্রতিশোধ গ্রহণে আদৌ ত্রুটি করবে না। কাজেই তাদের শক্তিগুলো ধ্বংস করে দেয়া এবং আরবদেশের পথ কন্টকমুক্ত করা একান্ত আবশ্যক। অন্যথায় পশ্চাদ্দিক থেকে আক্রান্ত হওয়ার আশংকা প্রবল। সুতরাং অতি সত্বর তিনি হীরা অধিকার করে নেয়ার প্রয়োজন অনুভব করলেন। এটা অধিকৃত হলে পশ্চাদ্দিকের সমগ্র এলাকা মুসলিমদের অধিকারভুক্ত হয়ে যায়।

হীরার তৎকালীন গভর্ণর ছিলেন আযাযিবাহ নামক জনৈক পারসিক। হীরা নগরের সাথে ইরাকে অবস্থানকারী আরবদের প্রাণের সম্পর্ক ছিল। তাদের নেতা ছিল বানূ বাকর ইবনু ওয়া'য়িল। মুযারের যুদ্ধে পরাজিত হয়ে বানূ বাকর যদিও নিরব ছিল; তথাপি খালিদ (রা.) তাদের দ্বারা পুনরাক্রান্ত হবার আশংকাকে উড়িয়ে দেননি। তিনি সর্বদা সে দিকে সজাগ দৃষ্টি রাখতেন।

হীরাবাসীরাও খালিদ (রা.)-এর দিক থেকে মোটেই নিশ্চিন্ত হয়ে বসে থাকেনি। উল্লায়স ও ইমগীশিয়ার পতনের পর তারা মনে করেছিল যে, অচিরেই হীরাও খালিদ (রা.)-এর আক্রমণের টার্গেটে পরিণত হবে। হীরার গভর্ণর আযাযিবাহ ধারণা করেছিলেন যে, খালিদ (রা.) নৌপথে আক্রমণ করবেন। কাজেই তিনি ফোরাত নদীর পানি বন্ধ করে দিয়ে বাঁধ প্রহরাধীনে রাখার জন্য একদল সৈন্যসহ তাঁর পুত্রকে মোতায়েন করলেন।

আযাযিবাহর ধারণা সত্য প্রমাণিত হলো। খালিদ (রা.) নৌপথেই হীরা অভিমুখে রওয়ানা হলেন। কিছুদূর অগ্রসর হবার পর খালিদ (রা.) দেখতে পেলেন যে, নদীর পানি শুকিয়ে যাবার কারণে সামনে নৌকা নিয়ে অগ্রসর হওয়া সম্ভব হচ্ছে না। তিনি খোঁজ-খবর নিয়ে প্রকৃত ঘটনা জানতে পারলেন, অতঃপর বাঁধের দিকে অগ্রসর হয়ে প্রথমে আযাযিবাহর পুত্র ও তার সাথীদের হত্যা করলেন, তারপর নদীর বাঁধ ভেঙ্গে দেয়া হলো। নদী পূর্বের মতো প্রবাহিত হতে আরম্ভ করলো। মুজাহিদ বাহিনী হীরার দিকে অগ্রসর হতে লাগলো।

আযাযিবাহ তাঁর পুত্র ও সম্রাটের মৃত্যুর খবরে একেবারেই ভেঙ্গে পড়েছিলেন। এমতাবস্থায় মুজাহিদ বাহিনীর অগ্রগতির কথা শুনে তিনি ভয়ে হীরা থেকে পালিয়ে গেলেন। কিন্তু হীরাবাসীরা তাতে সাহস হারালো না।

খালিদ (রা.) নৌকা থেকে নেমে এলাকার পর এলাকা দখল করতে করতে হীরার নিকটে গিয়ে শিবির স্থাপন করলেন। এ দিকে হীরাবাসীরা চারটি দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করে যুদ্ধের প্রস্তুতি গ্রহণ করতে লাগলো। খালিদ (রা.) চারটি দুর্গই অবরোধ করতে নিম্নরূপ ব্যবস্থা গ্রহণ করেন।

১. আল-কাসরুল আবইয়াদ, এটি অবরোধ করে রাখতে দিরার ইবনুল আযওয়ার (রা.)কে দায়িত্ব দেয়া হয়।

২. কাসরুল 'আদাসিইয়িন, এটি অবরোধ করে রাখতে দিরার ইবনুল খাত্তাব (রা.)কে দায়িত্ব দেয়া হয়।
৩. কাসরু বানী মাযিন, এটি অবরোধ করে রাখতে দিরার ইবনু মুকাররিন (রা.)কে দায়িত্ব দেয়া হয়।
৪. কাসরু বানী বুকাইলাহ, এটি অবরোধ করে রাখতে মুছান্না ইবনু হারিছাহ (রা.)কে দায়িত্ব দেয়া হয়।

দুর্গ অবরোধ করে খালিদ (রা.) তাদেরকে ইসলাম গ্রহণ অথবা জিযইয়া প্রদান কিংবা যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হওয়ার আহ্বান জানালেন। তারা দুর্গের ভেতর থেকে পাথর নিক্ষেপ করতে আরম্ভ করলো। মুসলিমগণ তীর নিক্ষেপ করে এর উত্তর দিলেন। তীরের আঘাতে বহু শত্রু নিহত হলো।

পরিণাম খারাপ হবে ভেবে দুর্গের নেতারা প্রবীণ ও অভিজ্ঞ ব্যক্তি আবদুল মাসীহ (মতান্তরে 'আমর ইবনু 'আবদুল মাসীহ) ও হানী ইবনু কাবীসার মাধ্যমে খালিদ (রা.)-এর নিকট সন্ধির প্রস্তাব পাঠায়। খালিদ (রা.) তাদেরকে তাঁর সামনে হাযির হতে নির্দেশ দেন। তারা হাযির হলে তিনি তাদেরকে ধমক দিয়ে বললেন, তোমরা আরব হয়ে থাকলে কেন স্বদেশীয় লোকদের বিরুদ্ধে পাথর বর্ষণ করলে? আর অনারব হয়ে থাকলে তোমরা এমন জাতির বিরুদ্ধে কেন অস্ত্র ধারণ করলে, যারা ন্যায়বিচার ও সাম্য প্রতিষ্ঠায় জগতের সেরা? তোমরা তোমাদের দেশবাসীর মতো দীন ইসলাম গ্রহণ কর। তারা খ্রিস্টান ধর্ম ত্যাগ না করার দৃঢ় সিদ্ধান্ত জানালো। খালিদ (রা.) তাদেরকে আরও বহু উপদেশ দিলেন; কিন্তু কোনোই ফল হলো না। কেননা তারা খালিদ (রা.)-এর এই উপদেশকে অন্যের ধর্মমতের ওপর অবাঞ্ছিত হস্তক্ষেপ বলে মনে করলো। দ্বিতীয়ত মুসলিমগণ এতদঞ্চলে বেশিদিন থাকতে পারবেন বলে তারা বিশ্বাস করতে পারেনি। কাজেই তারা ইসলাম গ্রহণ করতে সম্মত হলো না। যা হোক, অবশেষে হীরার পাদরীগণ একত্রিত হয়ে খালিদ (রা.)কে অনুরোধ করলে তিনি বার্ষিক এক লক্ষ নব্বই হাজার দিরহাম জিযইয়ার বিনিময়ে সন্ধি করলেন। উপরন্তু হীরাবাসীরা মুসলিমদের পক্ষে তথ্য সংগ্রহ করার দায়িত্বও গ্রহণ করে।[৪৮]

হীরাবাসীরা জিযইয়া ব্যতীত কিছু উপঢৌকনও খালিদ (রা.)কে দান করলো। গানীমাতের এক-পঞ্চমাংশের সাথে তিনি সেই উপঢৌকনও খালীফার দরবারে পাঠিয়ে দিলেন। খালিদ (রা.)কে খালীফা লিখলেন, "এ উপঢৌকনের অর্থ জিযইয়ার অংশ হিসেবেই গণ্য হওয়া শ্রেয়। এর মূল্য নিরূপণ করে জিযইয়ার মধ্যে শামিল করে নাও।

৪৮. তাবারী, *তারীখুল উমাম ওয়াল মুলূক*, খ.২,পৃ.৫৫৩

উদ্বৃত্ত হলে তা হীরাবাসীদেরকে ফেরত দাও।" এ বিজয় হিজরী দ্বাদশ সালের রাবী'উল আউয়াল মাসে সংঘটিত হয়েছিল।

হীরা বিজয়ের পর খালিদ (রা.) এক সালামে আট রাক'আত নাফল নামায পড়েছিলেন।[৪৯] বিজয়ের পর খালিদ (রা.) হীরাকে আরবের বহিস্থ বিজিত এলাকার রাজধানী এবং প্রধান ফৌজি ঘাঁটি করলেন। এখানকার শাসনভার স্থানীয় লোকদের হাতেই অর্পণ করলেন। হীরাবাসীগণ খালিদ (রা.)-এর উদারতায় খুবই মুগ্ধ হয়।

এখানে বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয় ব্যাপার হলো, খালিদ (রা.) হীরাবাসীদের সাথে যে সন্ধি করলেন তাতে ইসলামের উদার ও নিরপেক্ষ শাসননীতির প্রকৃষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। সন্ধির শর্তানুযায়ী হীরাবাসীরা খ্রিস্টানই রয়ে গেল, তাদের ধর্ম বা সামাজিক আচার-অনুষ্ঠানের ওপর কোনোরূপ হস্তক্ষেপ করা হলো না। শুধু তাদেরকে একটি নির্দিষ্ট কর দিতে বাধ্য করা হলো এবং তার বিনিময়ে মুসলিমগণ তাদের নিরাপত্তা ও সংরক্ষণের ভার নিলেন।

খালিদ (রা.)-এর অবসর জীবনযাপন

এ সময় পারস্যের রাজধানীতে সিংহাসন নিয়ে গৃহবিবাদ আরম্ভ হলো। পর পর তাদের কয়েকজন সম্রাট শত্রু কর্তৃক নিহত হয়। এভাবে তারা ক্রমশ হীনবল হয়ে মুসলিম অধিকৃত এলাকাগুলো পুনরুদ্ধারের চেষ্টা ত্যাগ করে কেবল দিজলার অপর পার রক্ষার জন্য ব্যস্ত থাকে। খালিদ (রা.) পারসিকদের কোনো পরওয়াই করতেন না। অপরদিকে তাঁর অগ্রগতি প্রতিরোধ করার ক্ষমতা পারসিকদেরও ছিল না। কিন্তু আবূ বাকর (রা.) খালিদ (রা.)কে নির্দেশ দিয়েছিলেন যে, 'ইয়াদ ইবনু গানাম (রা.) দাওমাতুল জান্দাল জয় করে তোমার সাথে মিলিত না হওয়া পর্যন্ত তুমি আর কোনো দিকে অগ্রসর হবে না। হীরায় অবস্থান করতে থাক। কিন্তু 'ইয়াদ (রা.) এক বৎসর পর্যন্ত দাওমাতুল জান্দাল অবরোধ করে রেখেও জয় করতে পারছিলেন না। কাজেই খালিদ (রা.)কে এক বৎসর পর্যন্ত হীরায় বেকার বসে থাকতে হলো। তিনি ছটফট করতে লাগলেন। তাঁর মতে, এ সময় পারস্যের রাজধানী মাদা'য়িন জয় করা অপেক্ষা আর কোনো কাজ জরুরী নয়। কিন্তু তিনি খালীফার নির্দেশ অমান্য করতে পারলেন না।

হীরায় খালিদ (রা.)-এর কম-বেশি এক বৎসর অবস্থানের ফল এই দাঁড়ালো যে, হীরাবাসীদের সাথে মুসলিমদের উদার ও ন্যায়ভিত্তিক আচরণ এবং মুসলিমদের অধীনে তাদের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য অবলোকন করে হীরার পার্শ্ববর্তী এলাকাগুলোর বিরাট বিরাট জমিদার ও জায়গীরদাররা পারসিক শক্তির শাসনব্যবস্থার প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়লো।

---

৪৯. তাবারী, *তারীখুল উমাম ওয়াল মুলূক*, খ.২,পৃ.৫৬৯; ইবনু কাছীর, *আল-বিদায়াতু ওয়ান নিহায়াতু*, খ.৩,পৃ. ৩৮৩; ইবনুল 'আদীম, *বুগয়াতুত তালাব..*, খ.৩,পৃ.২৭২

তারা আরো দেখতে পেল যে, মুসলিম শাসনাধীনে কৃষকশ্রেণী বেশ স্বাধীনভাবে সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের সাথে বসবাস করছে, তখন তারা খালিদ (রা.)-এর সাথে সন্ধি স্থাপনে আগ্রহী হয়ে ওঠলো। কেননা পারসিক জমিদারদের অত্যাচারে তারা অতিষ্ঠ ছিল। এ কারণেই দায়রে নাতিফের পাদরী সালূবা ইবনু নাস্তুনাহ খালিদ (রা.)-এর সাথে বার্ষিক দশ হাজার দিরহাম জিযইয়ার শর্তে সন্ধি করলেন। তার দেখাদেখি পার্শ্ববর্তী এলাকার আরো কয়েক জন নেতা এসে জিযইয়ার বিনিময়ে খালিদ (রা.)-এর সাথে সন্ধি করলো।[৫০]

এভাবে দক্ষিণে পারস্য উপসাগর থেকে উত্তরে হীরা পর্যন্ত এবং পশ্চিমে আরবদেশ থেকে পূর্বে দিজলা নদী পর্যন্ত বিস্তৃত এলাকা ইসলামী রাষ্ট্রের অধীন হয়। এ সমস্ত দেশে তিনি শান্তি-শৃঙ্খলা ও নিরাপত্তা এবং জিযইয়া আদায়ের জন্য বিভিন্ন কর্মকর্তা নিযুক্ত করে দেন। তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন-

ক. ফালালীজে 'আবদুল্লাহ ইবনু ওয়াছীমাহ আন-নাছরী (রা.)

খ. বানকিয়ায় জারীর ইবনু 'আবদিল্লাহ (রা.)

গ. দিজলা ও ফোরাতের অববাহিকায় বাশীর ইবনুল খাসাসিয়্যাহ (রা.)

ঘ. তাস্‌তুরে সুওয়াইদ ইবনু মুকাররিন আল-মুযানী (রা.)

ঙ. রুযিস্তানে আত ইবনু আবী আত (রা.)।

তা ছাড়া খালিদ (রা.) দিরার ইবনুল আযওয়ার, মুছান্না ইবনু হারিছাহ, দিরার ইবনুল খাত্তার, দিরার ইবনু মুকাররিন, কা'কা' ইবনু 'আমর, বুসর ইবনু আবী রুহম ও 'উতাইবা ইবনুন নাহ্‌হাস (রা.) প্রমুখ প্রখ্যাত বীরদের নেতৃত্বে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সেনানিবাস স্থাপন করে বিজিত স্থানসমূহের ওপর মুসলিমদের নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখার এমন প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেন যে, এর পর কেউ বিদ্রোহ কিংবা কোনোরূপ বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির সাহসই পায়নি।[৫১]

পারস্য সম্রাট ও শাসকগণের প্রতি খালিদ (রা.)-এর পত্র প্রেরণ

এ অবসর সময়ে খালিদ (রা.) পারস্যের রাজন্যবর্গের নিকট একটি পত্র লিখেন এবং ইরাকের যে সকল আমীর জমিদার ও জায়গীরদারের মর্যাদা রাখতো এবং তখনো পর্যন্ত মুসলিমদের আনুগত্য স্বীকার করেনি, তাদের প্রতি একটি সাধারণ ফরমান জারি করেন। পারস্য রাজন্যবর্গের নিকটি প্রেরিত পত্রটিতে তিনি লিখেন-

أما بعد فالحمد لله الذى حل نظامكم ووهن كيدكم وفرق كلمتكم، ولو لم

৫০. তাবারী, *তারীখুল উমাম ওয়াল মুলূক*, খ.২,পৃ.৫৭০

৫১. তাবারী, *তারীখুল উমাম ওয়াল মুলূক*, খ.২,পৃ.৫৭১

يفعل ذلك بكم كان شرا لكم، فادخلوا في أمرنا ندعكم وأرضكم ونجوزكم إلى غيركم، وإلا كان ذلك وأنتم كارهون على غلب على أيدى قوم يحبون الموت كما تحبون الحياة.

-"পর কথা হলো এই যে, সকল প্রশংসা সেই আল্লাহর, যিনি তোমাদের সুব্যবস্থাপনাকে বিশৃঙ্খল করে দিয়েছেন, তোমাদের চক্রান্তকে পর্যদুস্ত করে দিয়েছেন, তোমাদের ঐক্যকে বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছেন। যদি তোমাদের সাথে এরূপ আচরণ করা না হতো, তবে তোমাদের পক্ষে অকল্যাণ হতো। সুতরাং তোমরা আমাদের নির্দেশ মেনে চল। তা হলে আমরা তোমাদের এলাকা ছেড়ে দেবো এবং অন্যত্র চলে যাবো। আর যদি তোমরা আমাদের নির্দেশ মেনে না চল, তবে তোমরা এমন লোকদের পাল্লায় পড়বে, যারা মৃত্যুকে ঠিক তেমনি ভালোবাসে, যেমন তোমরা জীবনকে ভালোবাসো।"[৫২]

সর্বসাধারণের নিকট প্রেরিত পত্রের ঘোষণা ছিল এরূপ-

أما بعد فالحمد لله الذى فض خدمتكم وسلب ملككم ووهن كيدكم ... فأسلموا تسلموا وإلا فاعتقدوا منى الذمة وأدوا الجزية وإلا فقد جئتكم بقوم يحبون الموت كما تحبون شرب الخمر.

-"পর কথা হলো এই যে, সকল প্রশংসা আল্লাহ তা'আলার জন্য, যিনি তোমাদের কর্মকাণ্ডকে বিশৃঙ্খল করে দিয়েছেন, তোমাদের রাজ্য ছিনিয়ে নিয়েছেন, তোমাদের দুরভিসন্ধি নস্যাৎ করে দিয়েছেন।... অতএব তোমরা ইসলাম কাবূল করে নাও, তবেই তোমরা শান্তিতে থাকবে। অথবা আমাদের দায়িত্বে যিম্মী বনে যাও এবং জিযইয়া প্রদান কর। নতুবা আমি তোমাদের ওপর এমন এক গোষ্ঠীকে চাপিয়ে দেবো, যারা মৃত্যুকে ঠিক তেমনি ভালোবাসে, যেমন তোমরা মদ্যপানকে ভালোবাসো।"[৫৩]

এ সকল পত্র ও ফরমানের প্রতিক্রিয়া এই হলো যে, পারস্যের রাজ-দরবারে বাদশাহ সম্পর্কে যে বিবাদ চলছিল, তা সহসা মিটে গেল এবং দরবারের আমীরগণ তৎক্ষণাৎ তাদের একজন বাদশাহ নির্বাচনে একমত হয়ে গেল, যাতে তারা সম্মিলিতভাবে আবরবাসীদের মুকাবিলা করতে পারে। তারা হীরার নিকটবর্তী আম্বার ও 'আইনুত তামারে সৈন্য সমাবেশ করতে থাকে।

---

৫২. তাবারী, *তারীখুল উমাম ওয়াল মুলূক*, খ.২,পৃ.৫৭২
৫৩. তাবারী, *তারীখুল উমাম ওয়াল মুলূক*, খ.২,পৃ.৫৫৩, ৫৭২

৬. আম্বার বিজয়[৫৪] (যাতুল 'উয়ূন যুদ্ধ)

পারসিকরা সাবাতের শাসক শিরযাদের নেতৃত্বে আম্বারে বিরাট সৈন্যসমাবেশ করলো এবং আত্মরক্ষার জন্য আম্বারের চতুর্দিকে পরিখা খনন করলো। এতো নিকটে সৈন্যসমাবেশ মুসলিমদের পক্ষে বেশ ভয়ের কারণ ছিল। এ সময় কোনো কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ না করলে বিজিত এলাকাসমূহ মুসলিমদের হাতছাড়া হওয়ার প্রবল আশঙ্কা দেখা দিয়েছিল। সুতরাং এ সৈন্য সমাবেশের কথা জানতে পেরে খালিদ (রা.) কা'কা' ইবনু 'আমর (রা.)কে হীরার শাসনভার প্রদান করে নিজে সসৈন্যে ফোরাত নদীর তীর ধরে আম্বার অভিমুখে রওয়ানা হন। আকরা' ইবনু হাবিস (রা.) অগ্রগামী সৈন্যদের সাথে ছিলেন। মুসলিম বাহিনীর আগমনের সংবাদ পেয়ে পারসিকরা দুর্গ বন্ধ করে দেয়। দুর্গের চতুর্দিকে পরিখা ছিল, তাই মুসলিমরা দুর্গ পর্যন্ত পৌঁছতে পারছিল না। মুসলিম বাহিনী চতুর্দিক থেকে দুর্গ অবরোধ করে রাখে। এ সময় অবরুদ্ধরা দুর্গের প্রাচীর থেকে একযোগে তাদের ওপর তীর বর্ষণ শুরু করলো। খালিদ (রা.) এ ঘটনা প্রত্যক্ষ করে তাঁর বাহিনীকে নির্দেশ দেন, যেন তারা শত্রুদের চোখকে নিশানা করে তীর নিক্ষেপ করতে থাকে। অভিজ্ঞ তীরন্দাজরা প্রথম হামলায় এক হাজার চোখকে উদ্দেশ্য করে তীর নিক্ষেপ করেছিলেন। এ কারণেই এ যুদ্ধকে 'যাতুল 'উয়ূন' যুদ্ধ নামেও আখ্যায়িত করা হয়।[৫৫]

যুদ্ধের পরিণতির কথা চিন্তা করে বিচক্ষণ শিরযাদ খালিদ (রা.)-এর নিকট সন্ধির প্রস্তাব পেশ করেন। কিন্তু সন্ধির শর্ত এরূপ ছিল যে, খালিদ (রা.) তা মেনে নিতে সম্মত হননি। এবার খালিদ (রা.) পর্যবেক্ষণ করে পরিখার এক দিকে সঙ্কীর্ণ পরিসরের একটি স্থান দেখতে পেলেন। তৎক্ষণাৎ তিনি নির্দেশ প্রদান করলেন, মুজাহিদদের যে কয়টি দুর্বল ও কৃশ উট রয়েছে, সেগুলো যাব্‌হ করে যেন পরিখার মধ্যে নিক্ষেপ করা হয়। ফলে পরিখা ভর্তি হয়ে গেল এবং মুসলিম বাহিনী উটের লাশের ওপর দিয়ে সহজেই পরিখা পার হয়ে গেলেন। এ দৃশ্য প্রত্যক্ষ করে শত্রুদের অনেকেই এভাবে ভীত হয়ে পড়েন যে, তারা দুর্গের মধ্যে ঢুকে পড়েছিল। তবে কেউ কেউ শুরুতে কিছুটা প্রতিরোধ করতে চেয়েছিল; কিন্তু মুসলিমদের বিপরীতে তা কোনো কাজেই আসলো না। শিরযাদ যখন দেখলো যে, শহর মুসলিমদের দখলেই চলে যাচ্ছে, তখন সে সাথে সাথে খালিদ (রা.)-এর নিকট আবারো সন্ধির প্রস্তাব পাঠাল। খালিদ (রা.) প্রত্যুত্তরে বলে পাঠালেন, শিরযাদ যদি তার কয়েকজন বিশিষ্ট সহচরসহ নিরস্ত্র অবস্থায় সামান্য রসদপত্র নিয়ে শহর থেকে বের হয়ে চলে যেতে চায়, তবে আমরা তাকে চলে যেতে দেবো। সুতরাং তা-ই

---

৫৪. আম্বার : বাগদাদের পশ্চিমে ত্রিশ মাইল দূরত্বে অবস্থিত ফোরাত নদীর উপকূলবর্তী একটি উর্বর জনপদ।

৫৫. তাবারী, *তারীখুল উমাম ওয়াল মুলূক*, খ.২,পৃ. ৫৭৫

হলো। শিরযাদ শহর ছেড়ে নিরাপদে বাহমান জাযাওয়ায়হর নিকট চলে যায় এবং আম্বার এলাকা মুসলিমদের অধিকারে চলে আসে।[৫৬]

উল্লেখ্য যে, আম্বারে আরবদের বিরাট বসতি ছিল। তাদের পূর্বপুরুষ 'বানূ ইয়াদ' বুখতেনাসরের আমলে এখানে এসে বসতি স্থাপন করেছিল। এরা আরবী লিখতে-পড়তে জানতো। তাদের নিকট থেকে সাহাবা কিরাম (রা.) আরবী লিপির জ্ঞান অর্জন করেন।[৫৭]

৭. 'আইনুত তামার বিজয়

আম্বার যুদ্ধ শেষ করে খালিদ (রা.) যিবরিকান ইবনু বাদর (রা.)কে আম্বারে রেখে নিজে একটি বাহিনী নিয়ে 'আইনুত তামার অভিমুখে রওয়ানা হন। 'আইনুত তামার কূফার পশ্চিমে আম্বারের নিকটবর্তী একটি জনপদ। তিন দিন পথ চলার পর খালিদ (রা.) সেখানে গিয়ে পৌছেন। বাহরাম জুবীনের পুত্র মাহরান ছিলেন পারস্য সম্রাটের পক্ষ থেকে সেখানকার শাসনকর্তা। তাঁর নিকট পারসিকদের একটি বিরাট বাহিনী ছাড়াও বানূ তামার, বানূ তাগলিব, বানূ ইয়াদ ও শামের মরু অঞ্চলের যাযাবর আরব গোত্রগুলোর একটি বিরাট বাহিনী ছিল। আরব বাহিনীর নেতা ছিলেন 'আক্কাহ ইবনু আবী 'আক্কাহ। খালিদ (রা.)-এর আগমনের সংবাদ পেয়ে আক্কাহ মাহরানকে বলেন, "আরবদের লড়াই সম্পর্কে আরবরাই ভালো জানে। আমরা আরবী এবং খালিদ ও তাঁর সাথীরাও সবাই আরবী। তাই আমাদের উভয়কে যুদ্ধ করতে দাও।" মাহরান ভেবেছিলেন, দুর্গের বাইরে অবস্থানকারী আরব যাযাবররাই খালিদ (রা.)-এর গতি প্রতিহত করতে সক্ষম হবে। তাই তিনি 'আক্কাহর এ প্রস্তাব সানন্দে মঞ্জুর করেন। যখন তার লোকজন তাকে এজন্য দোষারোপ করে, তখন তিনি বলেন, আমি এক বিরাট কৌশল অবলম্বন করেছি, যা তোমাদের জন্য অত্যন্ত ফলদায়ক হবে। যদি 'আক্কাহ খালিদের ওপর জয়লাভ করে, তা হলে খুবই উত্তম। নতুবা মুসলিমরা যখন আক্কাহ ও তার সৈন্যদের সাথে লড়াই করে দুর্বল হয়ে পড়বে, তখন আমরা নতুন উদ্দীপনা নিয়ে মুসলিমদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বো এবং তখন আমাদের জয় সুনিশ্চিত। যা হোক, 'আক্কাহ তাঁর বাহিনী নিয়ে খালিদ (রা.)-এর দিকে অগ্রসর হলেন। তাঁর ডানে ছিলেন বুজায়র এবং বামে ছিল হুযাইল ইবনু 'ইমরান। 'আক্কাহ একটি স্থানে পৌছে তাঁর সৈন্যদের বিন্যস্ত করতে শুরু করেন। খালিদ (রা.)ও তাঁর সৈন্যদেরকে সজ্জিত করেন। উভয় পক্ষের প্রস্তুতি সম্পন্ন হলে 'আক্কাহ অগ্রসর হয়ে খালিদ (রা.)-এর ওপর আক্রমণ করেন। একজন অপরজনের ওপর প্রচণ্ড আঘাত হানতে থাকেন। অবশেষে খালিদ (রা.) 'আক্কাহর ওপর এমন তীব্র আক্রমণ

---

৫৬. তাবারী, *তারীখুল উমাম ওয়াল মুলূক*, খ.২,পৃ. ৫৭৫

৫৭. তাবারী, *তারীখুল উমাম ওয়াল মুলূক*, খ.২,পৃ. ৫৭১; ইবনু কাছীর, *আল-বিদায়াতু..*, খ.৬,পৃ.৩৮৪

করেন যে, 'আক্কাহকে স্বীয় বাহুতে আটকিয়ে ফেলেন এবং গ্রেফতার করেন। 'আক্কাহ গ্রেফতার হওয়ার ফলে তাঁর সৈন্যরা সাহস হারিয়ে ফেলে এবং ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পালিয়ে যায়। এ অবস্থায়ও বহু সৈন্য গ্রেফতার হয়।

'আক্কাহর এ পরাজয়ের খবর পেয়ে মাহরান দুর্গের পেছনের দরজা দিয়ে সদলবলে পালিয়ে যান। এবার যুদ্ধের মাঠ ছিল খালিদ (রা.)-এর জন্য একেবারে শূন্য। তিনি সামনে অগ্রসর হয়ে দুর্গে পৌঁছে সেখানে অবস্থানকারী সবাইকে গ্রেফতার করে দুর্গ অধিকার করে নেন এবং 'আক্কাহ ও তার সাথীদের মধ্যে যারা চরম বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারী ছিল তাদেরকে হত্যা করেন।[৫৮]

এরপর খালিদ (রা.) গানীমাতের এক-পঞ্চমাংশ মালসহ ওয়ালীদ ইবনু 'উকবাহ (রা.)-এর মাধ্যমে মাদীনায় খালীফা আবূ বাকর (রা.)-এর নিকট আম্বার ও 'আইনুত তামার আক্রমণের কারণ ও বিজয়ের সংবাদ প্রেরণ করেন। ওয়ালীদ (রা.) মাদীনায় পৌঁছে খালীফা (রা.)কে জানালেন যে, পারসিক বাহিনী মুসলিমদের অতি নিকটে আম্বার ও 'আইনুত তামারে সৈন্য সমাবেশ করায় একান্ত বাধ্য হয়েই খালিদ (রা.) তাদেরকে আক্রমণ করেন। অন্যথায় তারা অতর্কিত আক্রমণ চালিয়ে মুসলিমদের নিকট থেকে বিজিত এলাকা ছিনিয়ে নেয়ার প্রবল আশংকা ছিল।

এ সময় একটি ঘটনা ঘটেছিল। খালিদ (রা.) একটি গির্জার ভেতর দিক থেকে বন্ধ দেখতে পেয়ে সেটার দরজা ভেঙ্গে ভেতরে ঢুকেন এবং দেখতে পান যে, সেখানে চল্লিশ জন বালক ইঞ্জীল পাঠ করছে। তখন খালিদ (রা.) তাদের জিজ্ঞেস করেন, তোমরা কারা? তারা বলে, "আমাদের এখানে বন্ধ করে রাখা হয়েছে।" খালিদ (রা.) তাদেরকে সেখান থেকে বের করে এনে অবস্থাপন্ন মুজাহিদদের মধ্যে বন্টন করে দেন। তখন থেকে তারা মুসলিমরূপে লালিত হতে লাগল। স্পেনের বিখ্যাত বিজেতা মূসা ইবনু নুসাইরের পিতা নুসাইর এবং বাসরার প্রখ্যাত আইনজ্ঞ মুহাম্মাদ ইবনু সীরীনের পিতা সীরীন ছিলেন এই বালকদলের অন্তর্ভুক্ত।[৫৯]

৮. দূমাতুল জান্দালের[৬০] যুদ্ধ

হিজরী ৫ম সনের রাবী'উল আউয়াল মাসে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া

---

৫৮. তাবারী, *তারীখুল উমাম ওয়াল মুলূক*, খ.২,পৃ. ৫৭৬-৭

৫৯. তাবারী, *তারীখুল উমাম ওয়াল মুলূক*, খ.২,পৃ. ৫৭৭

৬০. দূমাতুল জান্দাল : হীরা ও ইরাকের পথে, 'আইনুত তামার থেকে তিন শত মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত। এটি রোম ও পারস্য সাম্রাজ্যের সন্ধিস্থল ছিল। দু দিক থেকে দুটি রাস্তা এখানে এসে মিলিত হয়েছে এবং এটিই আরবে প্রবেশের পথ। সুতরাং এটাকে আরবের সিংহ দরজা বলা যেতে পারে। রোম ও পারস্য উভয় সাম্রাজ্যই এ পথ দিয়ে আরব আক্রমণ করতে পারে- এ কারণে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)ও দূমাতুল জান্দাল জয় করার প্রতি গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন।

সাল্লাম) সংবাদ পেলেন যে, দুমাতুল জান্দালে শত্রুদের এক বিরাট বাহিনী প্রস্তুতি নিচ্ছে। তখন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এক হাজার মুসলিমদের একটি দল নিয়ে মাদীনা থেকে রওয়ানা হন। শত্রুরা এ সংবাদ পেয়ে পালিয়ে যায়। তাই তখন কোনো যুদ্ধ সংঘটিত হয়নি। এরপর হিজরী ৯ম সনের শাওয়াল মাসে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) খালিদ (রা.)কে রোম সাম্রাজ্যের আওতাধীন আরব সর্দার উকাইদির ইবনু 'আবদিল মালিক কিন্দীর বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য প্রেরণ করেন। খালিদ (রা.) তাঁকে গ্রেফতার করে মাদীনায় নিয়ে আসেন। এখানে এসে উকাইদির ইসলাম গ্রহণ করেন। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁকে এবং দূমাবাসীদের নিরাপত্তার সনদ প্রদান করেন। কিন্তু রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর ওফাতের পর তারা যাকাত দিতে অস্বীকৃতি জানায় এবং মাদীনার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে।

ইতঃপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, আবূ বাকর (রা.) যখন খালিদ (রা.)কে দক্ষিণ ইরাকের দিকে প্রেরণ করেন, তখন 'ইয়াদ ইবনু গানাম (রা.)কে উত্তর ইরাকের দিকে প্রেরণ করেন। খালিদ (রা.) ইতোমধ্যে দক্ষিণ ইরাকের প্রায় সকল এলাকা অধিকৃত করতে সমর্থ হন; কিন্তু ইয়াদ (রা.) উত্তর ইরাকে উল্লেখযোগ্য কোনো সাফল্য দেখাতে পারেননি। খালিদ (রা.) যখন 'আইনুত তামার জয় করেন, তখন 'ইয়াদ (রা.) দূমাতুল জান্দালে শত্রুদের সাথে যুদ্ধরত ছিলেন; কিন্তু কোনোভাবেই যুদ্ধে জয়লাভ করতে পারছিলেন না। দূমাতুল জান্দালের সাধারণ জনগণ দু ভাগে বিভক্ত ছিল। একভাগের নেতা ছিলেন উকাইদির এবং অন্যদলের নায়ক ছিলেন জূদী ইবনু রাবী'আহ। এ দু'জনই একজোট হয়ে 'ইয়াদ ইবনু গানাম (রা.)-এর সাথে যুদ্ধরত ছিলেন এবং তারা আশেপাশের সকল খ্রিস্টান গোত্রগুলোকেও নিজেদের সাথে মুসলিমদের বিরুদ্ধে শরীক করে নিয়েছিলেন। তা ছাড়া বানূ কালব, বাহরা ও গাসসান গোত্রের যারা ইরাকে খালিদ (রা.)-এর হাতে পরাজিত হয়ে পলায়ন করেছিল, তারাও দূমাতুল জান্দালে এসে আশ্রয় নিয়েছিল। তারা 'ইয়াদ (রা.)-এর ওপরই খালিদ (রা.)-এর প্রতিশোধ নিতে চাচ্ছিলেন। সেখানে শত্রুদের সংখ্যা অত্যধিক বৃদ্ধি পাওয়ার কারণে 'ইয়াদ (রা.)কে অত্যন্ত বিপদের সম্মুখীন হতে হয়েছিল।

আবূ বাকর (রা.) ওয়ালীদ ইবনু 'উকবাহ (রা.)কে- যাঁকে খালিদ (রা.) আইনুত তামার বিজয়ের পর খালীফার নিকট পাঠিয়েছিলেন– আসবাবপত্র সহ সাহায্যকারী হিসেবে 'ইয়াদ (রা.)-এর নিকট প্রেরণ করেন। অবস্থা সংকটজনক লক্ষ্য করে ওয়ালীদ (রা.) 'ইয়াদ (রা.)কে পরামর্শ দেন, "খালিদ (রা.)-এর সাহায্য ছাড়া তোমার একার পক্ষে দুমাতুল জান্দাল জয় করা সম্ভব নয়। তুমি তাঁর সাহায্য চাও।" 'ইয়াদ (রা.) সাথে সাথে এ পরামর্শ গ্রহণ করেন এবং একটি পত্র লিখে ওয়ালীদ (রা.)কেই খালিদ (রা.)-এর

নিকট পাঠান। খালিদ (রা.) 'ইয়াদ (রা.)-এর পত্র পাওয়ার সাথে সাথে উত্তর দেন, إياك أريد.-"আমি তো তোমার কাছে যেতেই চাচ্ছি।" উক্ত পত্রে তিনি নিম্নের কবিতাংশটিও লিখে পাঠান-

لبث قليلا تأتك الحلائب * يحملن آسادا عليها القاشب

كتائب تتبعها كتائب

-"একটু অপেক্ষা কর, তোমার নিকট উষ্ট্রীর দল আসছে, যাদের ওপর সিংহ-সেনারা আরোহন করে আছে এবং তাদের হাতে রয়েছে তরবারি। দলের পর দল ছুটে আসছে।"

অতঃপর খালিদ (রা.) 'উয়াইমির ইবনুল কাহিন (মতান্তরে 'উয়াইম ইবনুল কাহিল) আল-আসলামী (রা.)কে 'আইনুত্ তামারে তাঁর স্থলাভিষিক্ত নিযুক্ত করে শাম ও নুফুদের বিস্তীর্ণ মরুপ্রান্তরে ঘোড়া দৌড়িয়ে দশ দিনেরও কম সময়ের মধ্যে তিন শত মাইলের দূরত্ব অতিক্রম করে দূমাতুল জান্দালে গিয়ে পৌঁছলেন। সেখানে বাহরা', কালব, তানুখ, গাসসান, দাজা'য়িম প্রভৃতি আরব গোত্রের লোকেরা মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য পুরোপুরি প্রস্তুতি নিয়েছিল।[৬১]

এ দিকে দূমাতুল জান্দালের শাসক উকাইদির যেহেতু খালিদ (রা.)-এর বীরত্ব সম্পর্কে পূর্ব থেকেই অবগত ছিলেন[৬২], তাই তাঁর আগমনের সংবাদ শুনে তার অন্তরাত্মা শুকিয়ে গেল। কাজেই তিনি যাযাবর নেতা জূদীকে বললেন, খালিদ (রা.)-এর সাথে সন্ধি করে নাও। খালিদ (রা.)কে আমি তোমার চেয়ে বেশি জানি। আজ দুনিয়ার বুকে খালিদ (রা.)ই রণবিদ্যায় সর্বশ্রেষ্ঠ। যে গোত্রই খালিদ কর্তৃক আক্রান্ত হয়েছে, তারা সংখ্যায় যতই বেশি হোক না কেন, খালিদ (রা.)-এর হাতে নিহত বা বন্দী হয়েছে অথবা পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়েছে। এখনও সময় আছে খালিদ (রা.)-এর সাথে সন্ধি কর। কিন্তু জূদী এবং আরব গোত্রগুলো যেহেতু প্রতিশোধ নিতে একত্রিত হয়েছে, তাই তারা এতো সহজেই সন্ধির প্রস্তাবে রাযী হবে কেন? কাজেই উকাইদির তার দলবলসহ সরে পড়লো।

---

৬১. ইবনু কাছীর, *আল-বিদায়াতু ওয়ান নিহায়াতু*, খ.৬,পৃ. ৩৮৬; তাবারী, *তারীখুল উমাম ওয়াল মুলূক*, খ.২,পৃ.৫৭৯

৬২. রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর জীবদ্দশায় তাবূক যুদ্ধে উকাইদির খালিদ (রা.)-এর শৌর্য-বীর্য স্বচক্ষে দেখেছিল। তখন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নির্দেশে খালিদ (রা.) মাত্র পাঁচশ সৈন্য নিয়ে দূমাতুল জান্দাল অবরোধ করেছিলেন। ঐ সময় খালিদ (রা.) উকাইদিরকে বলেছিলেন যে, "প্রাণে বাঁচতে চাও তো দুর্গের দরজা খুলে দাও।" অবশেষে সে দিনে তাকে এক হাজার উট, আটশত ছাগল, চারশত ওয়াসাক গম ও নগদ চার হাজার দিরহাম দিয়ে খালিদ (রা.)-এর সাথে সন্ধি করতে হয়েছিল। এ সকল কথাও উকাইদিরের মনে ছিল। তদুপরি সে খালিদ (রা.)-এর সাথে মাদীনায় গিয়ে ইসলামও গ্রহণ করেছিল।

তার এভাবে সরে পড়ার খবর খালিদ (রা.) পাওয়া মাত্রই 'আসিম ইবনু 'আম্‌র (রা.)কে তাঁর পশ্চাদ্ধাবণ করার নির্দেশ দেন। 'আসিম (রা.) উকাইদিরকে গ্রেফতার করে নিয়ে আসেন। যেহেতু সে বিদ্রোহী ছিল, তাই খালিদ (রা.) তাকে হত্যা করার নির্দেশ দেন।[৬৩]

খালিদ (রা.) দূমাতুল জান্দালের অদূরে পৌঁছে প্রথমে খোঁজ নিলেন যে, 'ইয়াদ (রা.) কোন দিকে যুদ্ধরত আছেন? তার বিপরীত দিক দিয়ে খালিদ (রা.) হামলা শুরু করলেন। এ দিকে জূদীও তার বাহিনীকে তৎক্ষণাৎ দুভাগে বিভক্ত করে এক ভাগ ইবনুল হাদরাজান ও ইবনুল আবহামের নেতৃত্বে 'ইয়াদ (রা.)কে মুকাবিলা করার জন্য প্রেরণ করলো আর দ্বিতীয় ভাগ নিয়ে নিজে খালিদ (রা.)-এর মুকাবিলায় অবতীর্ণ হলো। খালিদ (রা.) ব্যূহ থেকে সামনে অগ্রসর হয়ে ময়দানে সেনাপতি জূদীকে উচ্চ স্বরে ভীতি প্রদর্শন করলেন এবং নিজের সাথে লড়াই করতে আহ্বান জানালেন। জূদী ময়দানে উপস্থিত হয়ে খালিদ (রা.)-এর মুকাবিলায় অবতীর্ণ হলো। খালিদ (রা.) তৎক্ষণাৎ তাকে বন্দী করে ফেলেন। জূদীর সহচরগণ এ দৃশ্য দেখে ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পলায়ন করতে শুরু করলো। ঘটনাক্রমে সেই সময় 'ইয়াদ (রা.)ও তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী খ্রিস্টানদের পরাস্ত করে তাড়িয়ে দিলেন। উভয় দিকের পলায়নকারীরা বিতাড়িত হয়ে দুর্গের দিকে আশ্রয় গ্রহণের জন্য আসতে থাকে; কিন্তু দুর্গে সকল লোকের স্থান সংকুলান না হওয়ায় যারা ভেতরে প্রবেশ করতে সক্ষম হয়েছিল তারা দরজা বন্ধ করে দেয়। ফলে বাইরে অবস্থানকারী অসংখ্য লোক মুসলিমদের হাতে নিহত হয়। 'আসিম ইবনু 'আমর, আকরা' ইবনু হাবিস ও বানূ তামীম গোত্র বানূ কালবকে আশ্রয় দান করেন। এ কারণে খালিদ (রা.) তাদের আশ্রিত বন্দীদের প্রাণ রক্ষা করেন। এবার খালিদ (রা.) দুর্গ আক্রমণ করেন এবং যুদ্ধের মাধ্যমেই তা জয় করেন। আরব গোত্রের সর্দার জূদীকে হত্যা করা হয় এবং তার সুন্দরী কন্যা বন্দী হয়। খালিদ (রা.) প্রথমত তাকে খরিদ করেন। অতঃপর আযাদ করে দিয়ে বিয়ে করেন।[৬৪]

৯. হাসীদের যুদ্ধ

পারস্যবাসীরা যখন দেখলো যে, খালিদ (রা.) হীরা রাজ্য ত্যাগ করে দূমাতুল জান্দালে গমন করেছেন, তখন তারা হীরা ফিরে পাবার জন্য এবং ইসলামী কর্মকর্তাদের ঐ অঞ্চল থেকে বিতাড়িত করার জন্য ফন্দি আঁটতে লাগলো। হীরার আরব গোত্রগুলোও, বিশেষ করে বানূ তাগলিব তাদের নেতা 'আক্কাহ ইবনু আবী 'আক্কাহর হত্যার প্রতিশোধ নেয়ার জন্য নবোদ্যমে সামরিক প্রস্তুতি সম্পন্ন করে ফেললো। মাদা'য়িন থেকেও

---

৬৩. ইবনু কাছীর, *আল-বিদায়াতু ওয়ান নিহায়াতু*, খ.৬,পৃ. ৩৮৬; ইবনুল আছীর, *আল-কামিল..*, খ.১,পৃ.৩৮৭

৬৪. ইবনু কাছীর, *আল-বিদায়াতু ওয়ান নিহায়াতু*, খ.৬,পৃ. ৩৮৬

রুযমেহের ও রুযবাহ নামক দু'জন খ্যাতনামা সর্দার এক বিরাট বাহিনী নিয়ে আম্বার অভিমুখে রওয়ানা হলো। খালিদ (রা.) এ সম্বন্ধে অবশ্যই সজাগ ছিলেন। খালিদ (রা.) পারসিক ও আরব-খ্রিস্টানদের এ আঁতাতের কথা জানতে পেরে 'ইয়াদ (রা.) সমভিব্যাহারে হীরার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হন এবং আকরা' ইবনু হাবিস (রা.)কে অগ্রগামী দলসহ আম্বারে প্রেরণ করেন। খালিদ (রা.) হাসীদ পৌঁছেই 'ইয়াদ (রা.)কে হীরায় রেখে কা'কা'কে হাসীদে পাঠালেন। এখানেই পারসিক ও আরব-খ্রিস্টান সৈন্যরা একত্রিত হচ্ছিল।

বিদ্রোহীরা খালিদ (রা.)-এর আগমন-সংবাদ শুনেই দিশেহারা হয়ে পড়লো। মুসলিমদেরকে ইরাক থেকে বিতাড়িত করা তো দূরের কথা, নিজেদের প্রাণ রক্ষার চিন্তায়ই তারা ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়লো।

খালিদ (রা.)-এর নির্দেশ মতো কা'কা' ইবনু 'আমর (রা.) হাসীদ অভিমুখে রওয়ানা হন এবং এবং নিজের বাহিনীকে দুটি ভাগে বিভক্ত করলেন। এক ভাগের নেতৃত্ব আবূ লায়লা (রা.)কে সমর্পণ করলেন এবং অপর ভাগের নেতৃত্ব নিজেই গ্রহণ করলেন। হাসীদে দু'পক্ষের মধ্যে ভীষণ রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ হলো। পারসিক বাহিনীর উভয় সর্দার ও অর্ধেকের বেশি সৈন্য মুসলিমদের হাতে নিহত হয়। অন্যরা পালিয়ে খানাফিস নামক স্থানে চলে যায়। উল্লেখ্য যে, খানাফিসে পারস্যবাসীদের এক নামজাদা সিপাহসালার মাহবুযান এক বিরাট সেনাবাহিনীসহ অবস্থান করছিল। আবূ লায়লা (রা.) ঐ পলায়নকারীদের পেছনে ধাওয়া করতে করতে খানাফিস পর্যন্ত গমন করলে মাহবুযান খানাফিশ থেকে পালিয়ে মুদাইয়াহ (মতান্তর মুসাইয়াখ) নামক স্থানে চলে যায়, যেখানে হুযাইল ইবনু 'ইমরান অন্যান্য আরব সর্দারসহ বিরাট আরব বাহিনী নিয়ে মুসলিমদের মুকাবিলার উদ্দেশ্যে অবস্থান করছিল। এভাবে খানাফিসও বিনা রক্তপাতে মুসলিমদের হস্তগত হয়।[৬৫]

১০. মুদাইয়াহ (বা মুসাইয়াখ)-এর যুদ্ধ

মুদাইয়াহে হুযাইল ইবনু 'ইমরান ছাড়াও রাবী'আহ ইবনু বুজায়র আত-তাগলিবীও বানূ তাগলিব এর লোকদের নিয়ে মুসলিমদের মুকাবিলার জন্য প্রস্তুত ছিল। খালিদ (রা.) এ সংবাদ পেয়ে হীরায় নিয়োজিত কা'কা', হাসীদে নিয়োজিত আবূ লায়লা ও খানাফিসে নিয়োজিত উরওয়াহ ইবনুল জা'দ আল-বারিকী (রা.) প্রমুখ কর্মকর্তাকে লিখে পাঠান, যেন তাঁরা প্রত্যেকেই সদলবলে নির্দিষ্ট রাত ও সময়ে মুদাইয়াহে গিয়ে মিলিত হয়। তাঁরা নির্দিষ্ট সময়ে সেখানে পৌঁছে এক যোগে শত্রুসেনাদের নিধন করা শুরু

---

৬৫. ইবনু কাছীর, *আল-বিদায়াতু ওয়ান নিহায়াতু*, খ.৬,পৃ. ৩৮৭

করলেন। হুযাইল তো মুষ্টিমেয় লোকসহ নিজের প্রাণ নিয়ে পালিয়ে গেল; কিন্তু অপরাপর অনেক সর্দার ও অসংখ্য লোক নিহত হলো। রাবী'আহ ইবনু বুজায়র আত-তাগলিবীও প্রাণে রক্ষা পেয়েছিল এবং পালিয়ে 'ছানয়ি' নামক স্থানে চলে গিয়েছিল। হুযাইল পলায়ন করে বিশর নামক স্থানে 'আত্তাবের নিকট চলে গিয়েছিল। এখানে 'আত্তাবও মুসলিমদের বিরুদ্ধে বিপুল সংখ্যক লোক জড়ো করেছিল। খালিদ (রা.) হুযাইলের পশ্চাদ্ধাবনে নিজেই সদলবলে রওয়ানা হন এবং 'আত্তাব ও হুযাইল দু'জনকেই তাদের অধিকাংশ সাথীসহ হত্যা করেন।

যেহেতু বিদ্রোহজনিত ঐ সব বিশৃঙ্খলা বানু তাগলিবই সৃষ্টি করেছিল এবং পারসিকরা যা কিছু করেছিল তা ওদেরই সহযোগিতায় করেছিল, তাই খালিদ (রা.) শপথ করলেন যে, বানূ তাগলিবকে ধ্বংস না করে তিনি ক্ষান্ত হবেন না। এ কারণে তিনি মুদাইয়াহ থেকে অবসর হয়ে কা'কা' এবং আবূ লায়লা (রা.)কে দুটি ভিন্ন পথে রওয়ানা করেন। তিনি তাঁদেরকে একটি রাত নির্ধারণ করে দিয়ে বলেন, তোমরা ঐ রাতেই বানূ তাগলিব এর ওপর আক্রমণ করবে। তিনি প্রথমে ছানয়ি নামক স্থানে পৌঁছেন, অতঃপর যুমাইয়াল নামক স্থানে পৌঁছে তিন দিক থেকে বানূ তাগলিবের ওপর প্রচণ্ড আক্রমণ পরিচালনা করেন যে, তাদের অপর কোনো ব্যক্তির কাছে এই পরাজয়ের সংবাদ পৌঁছানোর মতো একজন লোকও রক্ষা পায়নি। এ যুদ্ধে যে সকল মহিলা গ্রেফতার হয়েছিল তাদের মধ্যে রাবী'আ ইবনু বুজাইরের এক কন্যাও ছিল।[৬৬] তার নাম ছিল সাহবা'। খালিদ (রা.) নূ'মান ইবনু 'আওফ আশ-শাইবানী (রা.)-এর মাধ্যমে গানীমাতের মালের এক-পঞ্চমাংশ ও গ্রেফতারকৃত মহিলাদেরকে মাদীনা পাঠিয়ে দেন। 'আলী (রা.) সাহবা'কে খরিদ করে নেন। তাঁর গর্ভে 'আলী (রা.)-এর ছেলে 'উমার ও মেয়ে রুকাইয়া (রা.) জন্মগ্রহণ করেন।

এখান থেকে খালিদ (রা.) জানতে পারলেন যে, রুদাবে হিলাল ইবনু 'উকবাহ নিজের আশেপাশে মুসলিমদের বিরুদ্ধে একটি বিরাট বাহিনীর সমাবেশ ঘটিয়েছে। খালিদ (রা.) এ সংবাদ পেয়ে দ্রুত বিশর থেকে রুদাব অভিমুখে রওয়ানা করলেন। সেখানে খালিদ (রা.)-এর আগমন সংবাদ শুনে শত্রুপক্ষ পলায়ন করে ফারাদের দিকে চলে যায়।[৬৭] এ স্থানগুলো দূমাতুল জান্দালের সংলগ্ন এবং পারস্য, শাম ও আরবের সংযোগ স্থলে ছিল। এখানে বানূ তাগলিব, বানূ তামার ও বানূ ইয়াদের পূর্ব থেকেই সমাবেশ ছিল

---

৬৬. ঐতিহাসকি বালাযুরী সাহবা'র পরিচয় দানের ক্ষেত্রে বিনতু রাবী'আর পরিবর্তে বিনতু হাবীব ইবনি বুজাইর লিখেছেন। তা থেকে জানা যায় যে, সাহবা' রাবী'আর কন্যা ছিলেন না; বরং ভাতিজী ছিলেন। (বালাযুরী, *ফুতূহুল বুলদান*, খ.১, পৃ.১৩১)

৬৭. তাবারী, *তারীখুল উমাম ওয়াল মুলূক*, খ.২,পৃ.৫৮০-২

এবং রোমক বাহিনী তাদের সাহায্যার্থে আগমন করে অদূরেই তাঁবু স্থাপন করেছিল। এভাবে ইরাকের নিম্নভূমিতে যে যুদ্ধের ধারা শুরু হয়েছিল, তা পারসিক বাহিনী অতিক্রম করে মধ্যবর্তী গোত্রগুলোর মাধ্যমে রোমক বাহিনী পর্যন্ত চলে গেল।

ভুলক্রমে দুজন মুসলিমকে হত্যা

মুদাইয়াহের যুদ্ধে নিহতদের মধ্যে 'আবদুল 'উযযা ইবনু আবী রুহম এবং লাবীদ ইবনু জারীর (রা.)ও ছিলেন। এরা দুজন মুসলিম হয়েছিলেন; কিন্তু চাপে পড়ে শত্রুদের সাথে ছিলেন। তাঁদের কাছে আবূ বাকর (রা.)-এর দেয়া একটি নিরাপত্তা-পত্রও ছিল; কিন্তু মুসলিম সৈন্যগণ তা জানতেন না। এ দু'জন নিহত হবার খবর যখন আবূ বাকর (রা.) জানতে পারলেন, তখন তিনি উভয়ের রক্তপণ পরিশোধ করলেন। আর তাঁদের পরিবার-পরিজনের সাথে সদ্ব্যবহারের কড়া নির্দেশ দিলেন। 'উমার (রা.) মালিক ইবনু নুওয়াইরাহ (রা.)কে হত্যা করার জন্য পূর্ব থেকেই খালিদ (রা.)-এর প্রতি অসন্তুষ্ট ছিলেন। তাই তিনি এ জন্য খালিদ (রা.)কে দায়ি করেন। কিন্তু এ ক্ষেত্রে খালিদ (রা.)-এর সবচেয়ে গ্রহণীয় ও যুক্তিসঙ্গত জবাব ছিল এই যে, এ দু ব্যক্তি মুসলিম হওয়া সত্ত্বেও শত্রুদের শিবিরে অবস্থান করছিল এবং হুযাইলের সাথেই ছিল। আবূ বাকর (রা.) খালিদ (রা.)-এর নিকট এ ব্যাপারে কোনো কৈফিয়ত তলব করলেন না। অধিকন্তু, যখন 'উমার (রা.) আবূ বাকর (রা.)-এর নিকট খালিদ (রা.)-এর বিরুদ্ধে নিজের অসন্তুষ্টির কথা প্রকাশ করেন, তখন আবূ বাকর (রা.) স্পষ্টভাষায় জবাব দেন, كَذٰلِكَ يَلْقَى مَنْ يُسَاكِنُ أَهْلَ الْحَرْبِ فِي دِيَارِهِمْ.-"শত্রুদের সাথে তাদের দেশে অবস্থানকারী মুসলিমদের ভাগ্যে এরূপ কিছু হওয়া অস্বাভাবিক কিছু নয়।"[৬৮] কোনো কোনো রিওয়ায়াতে এও দেখা যায় যে, আবূ বাকর (রা.) যখন এ দু ব্যক্তির রক্তপণ আদায় করেন, তখন তিনি সাথে সাথে এটাও বলেন যে, أَمَا إِنَّ ذٰلِكَ لَيْسَ عَلَى إِذْ نَازَلَا أَهْلَ الْحَرْبِ.-"কিন্তু এটা আমার ওপর ওয়াজিব ছিল না। কেননা এরা দু'জনই শত্রুসৈন্যের নিকট অবস্থান করছিল।[৬৯]

১১. ফারাদের যুদ্ধ

'ফারাদ' ফোরাত নদীর উত্তরে ইরাক ও শামের দক্ষিণ সীমান্তে অবস্থিত। সমগ্র ইরাক ও শাম মুসলিমদের করতলগত হওয়া আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছা ছিল। তাই খালিদ (রা.) ফারাদ পর্যন্ত এসে পড়েন। নতুবা সমগ্র ইরাক ও শাম অধিকার করা আপাতত

৬৮. ইবনু কাছীর, *আল-বিদায়াতু..*, খ.৬,পৃ.৩৮৭; ইবনুল আছীর, *আল-কামিল..*, খ.১,পৃ. ৩৮৮
৬৯. তাবারী, *তারীখুল উমাম ওয়াল মুলূক*, খ.২,পৃ. ৫৮১

খালীফার ইচ্ছা ছিল না। তিনি শুধু চেয়েছিলেন আরবদেশকে রোমানদের আক্রমণের আশংকা থেকে মুক্ত রাখা। তাই শুধু সে সকল স্থানই তাঁর লক্ষ্যস্থল ছিল, যেখানে শাম ও ইরাকের সীমানা আরবদেশের সীমানার সাথে মিলিত হয়েছে। এ সমস্ত এলাকায় শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখতে পারলে রোমানদের দ্বারা আরবদেশ আক্রান্ত হবার আশঙ্কা থাকে না। যা হোক, আল্লাহ তা'আলার অভিপ্রায় অনুযায়ী খালিদ (রা.) ফারাদ পর্যন্ত পৌঁছে গেলেন এবং সেখানে ফোরাত নদীর তীরে শিবির স্থাপন করেন।

এখন মুসলিমদের জন্য দক্ষিণ প্রান্ত থেকে শাম এবং ইরাক সীমান্ত থেকে রোমানদের ওপর আক্রমণ করা সহজ হয়ে পড়লো।

খালিদ (রা.) যখন ফারাদে পৌঁছেন, তখন রামাদান মাস এসে গিয়েছিল। তাই তিনি অন্য কোথাও না গিয়ে সেখানেই পুরো রামাদান মাস অবস্থান করেন। এখানে তিনি পূর্ব ও পশ্চিম দিক থেকে যথাক্রমে পারসিক ও রোমানদের দ্বারা পরিবেষ্টিত ছিলেন। তারা ভেতরে ভেতরে যোগাযোগ করে যৌথ আক্রমণ করে এখানেই খালিদ (রা.)-এর বাহিনীকে পর্যদুস্ত করতে ফন্দি আঁটলো। রোমক শক্তি ও খালিদ (রা.)-এর বাহিনীর মধ্যে শুধু পার্থক্য ছিল ফোরাত নদী। তা ছাড়া চতুর্দিকে পরাজিত আরব গোত্রসমূহ যাদের নেতৃবৃন্দ খালিদ (রা.)-এর হাতে নিহত হয়েছিল, তারা সকলেই ছিল সুযোগানুসন্ধানী। তারা আত্মরক্ষার জন্য মাত্র সাময়িকভাবে সন্ধি করেছিল। এই বিপজ্জনক অবস্থা সম্বন্ধে খালিদ (রা.) মোটেই বেখবর ছিলেন না। তিনি ইচ্ছা করলে হীরায় ফিরে গিয়ে সৈন্যসংখ্যা বাড়িয়ে আসতে পারতেন; কিন্তু তিনি তা করলেন না। কেননা শত্রুকে নিকটে দেখে তিনি আর আক্রমণের লোভ সামলাতে পারলেন না। শত্রুসৈন্যের সংখ্যাধিক্যকে তিনি কোনো দিনই পরওয়া করেননি; এবারও করলেন না। তিনি ধীরস্থিরভাবে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হতে লাগলেন।

রোমানরা এখনও খালিদ (রা.)-এর বিক্রম ও রণকৌশল সম্বন্ধে পরিচয় লাভ করেনি। সুতরাং পূর্ণ একটি মাস খালিদ (রা.)-এর বাহিনীকে এখানে অকর্মণ্য অবস্থায় বসে থাকতে দেখে তারা অত্যন্ত ক্রোধান্বিত হয়। তারা আশেপাশে অবস্থানকারী পারসিকদের নিকটও সাহায্য প্রার্থনা করে। তা ছাড়া খালিদ (রা.)-এর হাতে পরাজিত বিভিন্ন আরব গোত্র (যেমন- তাগলিব, নামির ও ইয়াদ প্রভৃতি)ও রোমানদের সাহায্যার্থে এগিয়ে আসলো। এভাবে রোমানরা একটি বিরাট বাহিনী নিয়ে খালিদ (রা.)-এর দিকে অগ্রসর হলো। মিত্রশক্তির বিরাট বাহিনী নদীর অপর পারে এসে খালিদ (রা.)কে বার্তা পাঠালো, হয়তো তোমরা নদী পার হয়ে এপারে এসো, অথবা আমাদেরকে ওপারে যেতে দাও, যাতে আমরা দু পক্ষই একে অপরের মুখোমুখি হতে পারি। খালিদ (রা.) উত্তর দিলেন, তোমরাই এপারে এসো। এ ঘটনাটি ছিল হিজরী দ্বাদশ সনের ১৫ যুলকা'দাহ।

শত্রুপক্ষ নদী পার হতে আরম্ভ করলো। এদিকে খালিদ (রা.) সৈন্যবিন্যাসে মনোনিবেশ করলেন। খালিদ (রা.) মুজাহিদগণকে নির্দেশ দিলেন, তোমরা সর্বদা শত্রুর গোটা বাহিনীকে বেষ্টন করে রাখবে, তারা যেন পৃথক হয়ে অস্ত্র চালনার সুযোগ না পায়। ওদিকে মিত্র শক্তির সেনাপতি বিভিন্ন গোত্রকে পৃথক পৃথকভাবে মুসলিমদেরকে আক্রমণ করতে নির্দেশ দেন। সুতরাং প্রত্যেকেই পৃথক পৃথক আক্রমণের জন্য প্রস্তুত হলো। এদিকে শত্রুবাহিনী ময়দানে আসা মাত্রই মুজাহিদ বাহিনী তাদেরকে বেষ্টন করে ফেললো। তারা মুসলিমদের প্রতি অস্ত্র চালনার সুযোগই পেলো না। চতুর্দিক থেকে মুজাহিদগণ একতরফা তাদেরকে হত্যা করতে লাগলো। মুজাহিদদের সামনে টিকতে না পেরে তারা পালিয়ে যেতে শুরু করলো। ঐতিহাসিকগণ এ যুদ্ধে পারসিক, রোমান ও বেদুঈনদের নিহতের সংখ্যা প্রায় এক লক্ষ বলে উল্লেখ করেছেন।[৭০] পক্ষান্তরে মুসলিম পক্ষের নিহতের সংখ্যা ছিল মাত্র চারশ সত্তর।

খালিদ (রা.)-এর গোপনে হাজ্জ আদায়

ফারাদ যুদ্ধে বিজয় লাভের পর খালিদ (রা.) সেখানে দশ দিন অতিবাহিত করে হিজরী দ্বাদশ সনে ২৫শে যুল কা'দাহ 'আসিম ইবনু 'আম্‌র ও শাজারাহ ইবনু আ'আয্‌য (রা.)-এর সাথে গোটা বাহিনীকে হীরা অভিমুখে ফেরত পাঠালেন এবং নিজে কয়েকজন সহচরসহ গোপনে ফারাদ থেকে হাজ্জের উদ্দেশ্যে মাক্কাতুল মুকাররামা অভিমুখে রওয়ানা হন।[৭১]

গোপনে এ হাজ্জ সম্পাদনের কারণ হলো, খালিদ (রা.)-এর প্রতি আল্লাহ তা'আলার অপার অনুগ্রহ এই যে, তিনি যে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছেন, আল্লাহ তা'আলা তাঁকে বিজয় দান করেছেন। আল্লাহ তা'আলার এ অনুগ্রহের কথা স্মরণ হওয়া মাত্র কৃতজ্ঞতায় তাঁর মাথা নত হয়ে আসতো। ফারাদের যুদ্ধে জয় লাভের পর আল্লাহ তা'আলার প্রতি শোকর আদায়ের উদ্দেশ্যে তাঁর অন্তরে হাজ্জ আদায় করার ইচ্ছা প্রবলভাবে জাগ্রত হলো। অথচ এ আশঙ্কাও তাঁর মনে জাগ্রত ছিল যে, তাঁর অনুপস্থিতিতে ইরাকবাসীরা বিদ্রোহী হয়ে মুসলিমদের ক্ষতি সাধন করতে পারে; কিন্তু তাতেও তাঁর হাজ্জস্পৃহা প্রদমিত হয়নি। উভয় দিক রক্ষা করার জন্য তিনি অতি গোপনে হাজ্জ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন। মুসলিম বাহিনীর বিশিষ্ট কয়েকজন সেনাপতি ছাড়া তিনি এ গোপন সফরের কথা আর কাউকে জানতে দিলেন না। জরুরী কাজের অজুহাত দেখিয়ে

---

৭০. অনেকেই মনে করেন, এখানেও এ সংখ্যা দ্বারা নিহতদের সংখ্যাধিক্য বুঝানো হয়েছে। নতুবা ঐ যুগে কোনো দলের পক্ষে এত অধিক সংখ্যক সৈন্য যুদ্ধের মাঠে একত্রিত করা খুবই কঠিন ছিল। (আকবরাবাদী, *হযরত সিদ্দীকে আকবর রা.*, পৃ.২৬২)

৭১. তাবারী, *তারীখুল উমাম ওয়াল মুলূক*, খ.২,পৃ. ৫৮২-৩

তিনি কয়েকজন সাথীসহ পেছনে রয়ে গেলেন। সৈন্যগণ মনে করলো যে, তিনি শীঘ্রই তাদের সাথে যোগ দেবেন। ওদিকে খালীফার বিনা অনুমতিতে যুদ্ধক্ষেত্র পরিত্যাগ করার অধিকার যে তাঁর নেই, তা তিনি জানতেন; কিন্তু অনুমতি নিতে গেলে সেনাবাহিনীর নিকট তাঁর অনুপস্থিতি গোপন থাকতো না। পক্ষান্তরে তাঁর এতোটুকু আত্মবিশ্বাস ছিল যে, তিনি খালীফাকে মানিয়ে নিতে পারবেন। তাই সেনাবাহিনীকে হীরার দিকে পাঠিয়ে হাজ্জের অদম্য স্পৃহা পূরণ করণার্থে তিনি অল্প কয়েকজন সাথী নিয়ে হাজ্জের উদ্দেশ্যে যাত্রা করলেন।

শহর ও প্রকাশ্য রাস্তা থেকে সরে তিনি অপ্রকাশ্য পথে মাক্কা শারীফ যাত্রা করলেন। সেনাপতি হিসেবে তিনি বহু পাহাড়-পর্বত, মরুপ্রান্তর ও বনজঙ্গলের রাস্তায় চলতে অভ্যস্ত ছিলেন। কাজেই পথ চিনতে তাঁর অসুবিধা হলো না। পথে কোনো স্থানে কোনো পরিচিত লোকের সাথে তাঁর সাক্ষাতও হলো না। হাজ্জের পূর্বেই তিনি মাক্কাতুল মুকাররামায় পৌঁছলেন।

হাজ্জ সম্পন্ন করে তৎক্ষণাৎ তিনি সেখান থেকে এতো দ্রুতই আবার হীরার উদ্দেশ্যে যাত্রা করলেন যে, ফারাদের যুদ্ধ শেষ হওয়ার পর যে বাহিনীকে তিনি হীরা প্রেরণ করেছিলেন, সে বাহিনীর সাথে একত্রে তিনি হীরায় প্রবেশ করেন। বাহিনীর কেউ এ সংবাদ জানতেই পারেননি, তিনি ইতোমধ্যে হাজ্জ করে ফিরে এসেছেন। এর চেয়ে আশ্চর্যের বিষয় হলো এই যে, এক বর্ণনা অনুযায়ী ঐ বছর স্বয়ং আবূ বাকর (রা.) হাজ্জের আমীর ছিলেন। অন্য একটি রিওয়ায়াত অনুযায়ী হাজ্জের আমীর ছিলেন 'উমার (রা.)। মোট কথা আমীরুল হাজ্জের সামান্যতম খোঁজ মিলেনি যে, ইরাক যুদ্ধে নিয়োজিত খালিদ (রা.) হাজীদের দলে রয়েছেন।

এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, খালিদ (রা.)-এর এ কাজ আল্লাহর প্রতি তাঁর নিষ্ঠা ও ভালোবাসার প্রমাণ বহন করে। কিন্তু খালীফার অনুমতি ব্যতীত যুদ্ধক্ষেত্র থেকে এভাবে চলে যাওয়াটা নিশ্চয়ই শৃঙ্খলাবিরোধী কাজ ছিল। তাই আবূ বাকর (রা.) এ সম্পর্কে অবগত হওয়ার পর খালিদ (রা.)কে ভবিষ্যতে এ ধরনের কাজ করতে নিষেধ করলেন এবং কিছুটা অসন্তুষ্টিও প্রকাশ করলেন।[৭২]

ইরাকে খালিদ (রা.) হিজরী দ্বাদশ সনের মুহার্‌রাম মাস থেকে হিজরী ত্রয়োদশ সনের সফর মাস পর্যন্ত কম-বেশি এক বছর দু মাস অবস্থান করেছিলেন; কিন্তু এ অল্প সময়ের মধ্যে তিনি পায়ে পায়ে শত্রুর মুকাবিলা করেন এবং ছোট-বড় বিশটি রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ পরিচালনা করেন। প্রতিটি যুদ্ধেই তাঁর সৈন্য সংখ্যা ছিল কম এবং শত্রুপক্ষের সৈন্য কয়েকগুণ বেশি ছিল। তা ছাড়া আসবাবপত্র ও অস্ত্রশস্ত্রের দিক দিয়েও মুসলিম বাহিনীর

---

৭২. তাবারী, *তারীখুল উমাম ওয়াল মুলূক*, খ.২,পৃ. ৫৮২-৪

চাইতে তারা ছিল অনেক উন্নত। এতদসত্ত্বেও প্রতিটি যুদ্ধেই তিনি বিজয় লাভ করেন। কোনো স্থানেই তিনি পরাস্ত ও পরাভূত হননি। এ সকল যুদ্ধক্ষেত্র পারস্য উপসাগর থেকে শামের সীমান্ত ফারাদ পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। তা ছাড়া শুধু একটি গোত্রের সাথে যুদ্ধ হয়নি; বরং পারসিক, রোমান এবং আরব গোত্রসহ তিনটি সম্মিলিত বাহিনীর সাথেই যুদ্ধ হয়েছিল। এ অতি অল্প সময়ের মধ্যে তিনি যে বিশাল বিজয় লাভ করেছেন, তা যুদ্ধ-বিগ্রহের ইতিহাসে একটি অভূতপূর্ব ঘটনা। এটি নিঃসন্দেহে খালিদ (রা.)-এর দৃঢ় সংকল্প, সাহস, বীরত্ব, পৌরুষ, বিচক্ষণতা, অভিজ্ঞতা, ঔদার্য ও শক্তির প্রমাণ বহন করে। কিন্তু এ কথা ভুলে গেলে চলবে না যে, এ সমুদয় খালিদী কৃতিত্বের একটি মূল চালিকা ও প্রাণশক্তি রয়েছে। সে চালিকা ও প্রাণশক্তিও আমাদের খুঁজে বের করা উচিত। সেটা হলো, ছিদ্দীকী নির্বাচন, ছিদ্দীকী প্রশিক্ষণ ও ছিদ্দীকী দিক-নির্দেশনা। মাদীনা ও মুসলিম বাহিনীর মধ্যে নিয়মিত অহরহ চিঠিপত্রের আদান-প্রদান চলতো। প্রত্যেকটি ঘটনার খবরাখবর অতি দ্রুত খালীফার নিকট পৌঁছে যেতো। আর সামান্য থেকে সামান্যতর প্রতিটি ব্যাপারেও খালীফার তরফ থেকে দিক-নির্দেশনা পৌঁছান হতো।

এ ছাড়া এটাও লক্ষ্যণীয় যে, খালিদ (রা.) যে শহর বা রাজ্যই বিজয় করতেন, সেখানে নিয়ম-শৃঙ্খলাও প্রতিষ্ঠা করতেন। একজন আমীরকে সমগ্র এলাকার শাসক নিয়োগ করা হতো। তাঁর অধীনে যাকাত ও রাজস্ব সংগ্রহকারী লোকেরা থাকতেন। কৃষকদের সাথে সর্বদা অনুগ্রহ ও সহানুভূতি প্রদর্শন করা হতো। জমিদার ও জায়গীরদারদের অত্যাচার থেকে তাদেরকে রক্ষা করা হতো। এ থেকে বুঝা যায় যে, খালিদ (রা.) শুধু একজন বিখ্যাত বিজয়ীই ছিলেন না; বরং একজন দক্ষ সমাজ সংগঠকও ছিলেন।

খালিদ (রা.) এখন ইরাক বিজয় সম্পন্ন করেছেন। ওদিকে মনের অদম্য বাসনা হাজ্জও সমাধা করে ফিরেছেন। তাঁর মন এখন খুবই শান্ত। অতএব, তিনি এখন পারস্যের রাজধানী মাদা'য়িন জয় করার আশা পোষণ করতে লাগলেন। কিন্তু তাঁর এ মনোবাঞ্ছনা পূর্ণ করার ইচ্ছা আল্লাহ তা'আলার ছিল না। মহা মহিম আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছা ছিল তখন তাঁর দ্বারা রোম সাম্রাজ্যকে ইসলামের পদানত করে দেওয়া। এ সময় খালীফা তাঁকে হীরা ছেড়ে শামের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হতে নির্দেশ দেন।

খালিদ (রা.)-পরবর্তী ইরাকে মুছান্না (রা.)-এর ইতিবৃত্ত

খালিদ (রা.) খালীফার নির্দেশে মুছান্না (রা.)-এর হাতে ইরাক রক্ষার ভার অর্পণ করে অর্ধেক সৈন্য সাথে নিয়ে হীরা থেকে শামের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হন। মুছান্না (রা.) খালিদ (রা.)কে বিদায় দেয়ার পর বিজিত এলাকা ও শহরগুলো রক্ষণাবেক্ষণের কাজে

মনোনিবেশ করলেন, বিভিন্ন এলাকায় দুর্গ স্থাপন করেন। কেননা, এ কথা তিনি ভালো করেই জানতেন যে, ইরাকের অর্ধেক সৈন্যসহ খালিদ (রা.) শামে চলে যাওয়ার সংবাদ পারস্যবাসীদের নিকট কখনো অজ্ঞাত থাকবে না। এ কথা জানতে পারা মাত্রই তারা মুসলিমদের হাত থেকে বিজিত এলাকাগুলো পুনরুদ্ধারের জন্য ওঠেপড়ে লাগবে এবং তাঁদেরকে পারস্যের এলাকা থেকে বিতাড়নের জন্য সর্বশক্তি নিয়োগ করতে কোনো ত্রুটি করবে না।

অপর দিকে খালিদ (রা.)-এর বীরত্ব ও সাহসিকতার কাছে পদানত ইরাকে অবস্থানকারী বেদুইন খ্রিস্টান আরবরা বাহ্যত বশ্যতা স্বীকার করলেও প্রকৃতপক্ষে ভেতরে ভেতরে মুসলিমদের প্রতি তেলেবেগুনে জ্বলছিল এবং সর্বদা প্রতিশোধ গ্রহণের সুযোগ খুঁজছিল। তা ছাড়া পারস্যবাসীরাও ইরাকে মুসলিমদের অবস্থানকে মাথার ওপর খড়গ মনে করছিল। তারা মুসলিমদের কোনো দুর্বল মুহূর্তের প্রতীক্ষা করছিল। এরূপ সুযোগ পেলে মুসলিমদেরকে ইরাক থেকে বিতাড়িত করে দিতে তারা এক মুহূর্তও বিলম্ব করবে না।

খালিদ (রা.) নিজের দূরদর্শিতায় বুঝতে পেরেছিলেন যে, তাঁর অনুপস্থিতির সুযোগে পারস্যবাসীরা প্রতিশোধ গ্রহণের চেষ্টা অবশ্যই করবে। সুতরাং তিনি শাম অভিমুখে যাত্রা করার পূর্বে মুসলিম মহিলা, শিশু, দুর্বল ও অসুস্থ পুরুষদেরকে মাদীনায় পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। ইরাক অভিযানের জন্য আবূ বাকর (রা.) প্রথমে মুছান্নাকেই প্রেরণ করেছিলেন। অতঃপর খালিদ (রা.) ও অন্যান্য মুজাহিদগণ তাঁর সাহায্যার্থে প্রেরিত হন। এমতাবস্থায় খালিদ (রা.)-এর অনুপস্থিতির সময় পারস্যবাসীদের দ্বারা আক্রান্ত হয়ে পরাজয় বরণ করা তাঁর পক্ষে ছিল একেবারেই দুঃসহ।

তা ছাড়া আরো একটি ব্যাপার মুছান্না (রা.)-এর চিন্তার কারণ হয়েছিল। তা এই যে, বহু দিনের গৃহবিবাদ ও বিশৃঙ্খলার পর পারস্যবাসীরা ঐক্যমতের ভিত্তিতে শাহরিয়ার[৭৩] ইবনু আরদেশীরকে নিজেদের সম্রাট মেনে নিয়ে তাঁর আনুগত্যে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়েছে।

সদ্য নির্বাচিত সম্রাটের প্রথম দৃষ্টিই পতিত হয় ইরাকের ওপর। তিনি ভাবলেন, সাম্রাজের এই অপহৃত অঞ্চলের পুনরুদ্ধার আমার জন্য অপরিহার্য। অর্ধেক সৈন্যসহ খালিদ শাম গমন করেছেন, সম্রাট এ খবর জানতে পেরে একে মুসলিম শক্তির উৎখাত সাধনের সুবর্ণ সুযোগ মনে করলেন। অতএব, তিনি মুছান্না (রা.)-এর বিরুদ্ধে হুরমুয

---

৭৩. শাহরিয়ার ইবনু আরদেশীর ইবনি শাহরিয়ার। (ইবনুল আছীর, *আল-কামিল..*, খ.১,পৃ. ৩৯৪) ঐতিহাসিক তাবারী (রা.) তাঁর নাম শাহরিয়ারের পরিবর্তে শাহরবরায উল্লেখ করেছেন। (তাবারী, *তারীখুল উমাম ওয়াল মুলূক*, খ.২,পৃ. ৬০৭) আবার কেউ শাহরেইরানও উল্লেখ করেছেন।

জাযাওয়ায়হর নেতৃত্বে দশ হাজার সৈন্যের একটি বাহিনী প্রেরণ করলেন। পারসিক বাহিনীর সাথে হাতিও ছিল। হুরমুয একটি বিরাটকায় হাতির ওপর আরোহণপূর্বক ইরাক থেকে মুসলিম বাহিনীকে বিতাড়িত করার উদ্দেশ্যে হীরা অভিমুখে যাত্রা করলো।

হুরমুয মুসলিমদের অধিকৃত এলাকা অতিক্রম করে হীরা পর্যন্ত পৌঁছবে, মুছান্না (রা.) এটা মোটেই পছন্দ করলেন না। সুতরাং তিনি একটি মুজাহিদ বাহিনী সাথে নিয়ে ইরাক সীমান্তের বাইরে বাবেল নামক স্থানের অদূরে একটি অনাবাদ ময়দানে গিয়ে ছাউনি স্থাপন করলেন। এখানে পৌঁছে তিনি পারস্য-সম্রাটের পক্ষ থেকে এ মর্মে একটি পত্র পেলেন-

إني قد بعثت إليكم جنداً من وحش أهل فارس، إنما هم رعاء الدجاج والخنازير ولست أقاتلك إلا بهم.

-"তোমার মুকাবিলার জন্য আমি একটি পারসিক বাহিনী প্রেরণ করছি। এরা মুরগী ও শূকরের রাখাল। তোমাদের মর্যাদা অনুযায়ীই আমি তাদের দ্বারা তোমার সাথে লড়াই করবো।"

পত্রটি পাঠ করে মুছান্না পারসিক দূতের হাতে নিম্নরূপ উত্তর প্রদান করলেন,

إنما أنت أحد رجلين: إما باغٍ فذلك شر لك وخير لنا، وإما كاذبٌ فأعظم الكاذبين فضيحة عند الله في الناس الملوك، وأما الذي يدلنا عليه الرأي فإنكم إنما أضررتم إليهم، فالحمد لله الذي رد كيدهم إلى رعاة الدجاج والخنازير.

-"অবশ্যই তুমি দুজনের যে কোনো একজন হবে। হয়তো উদ্ধত অত্যাচারী। এটা তোমার পক্ষে ধ্বংসের কারণ হলেও আমাদের জন্য ভালো। অথবা মিথ্যুক। আল্লাহর নিকট সবচেয়ে অপমানিত মিথ্যুক হলো মিথ্যাবাদী বাদশাহ। কিন্তু তোমার কথাবার্তায় মনে হচ্ছে, তুমি তোমার মুরগী ও শূকরের রাখালদের ক্ষতি সাধনই করছো। আল্লাহ তা'আলার প্রশংসা এ জন্য যে, তিনি তোমার মুরগী ও শূকরের রাখালদেরকে তোমার অশুভ চক্রান্তের শিকার করেছেন।"[৭৪]

পারস্যবাসীরা মুছান্নার এ রূপ জবাব এবং সীমান্তের দিকে অগ্রসর হওয়ার কথা জানতে পেরে অত্যন্ত চিন্তান্বিত হলো। খালিদ (রা.) অর্ধেক সৈন্যসহ শামে চলে যাওয়ার পরেও মুসলিমদের মধ্যে পারস্যের সাথে যুদ্ধ করার সাহস থাকতে পারে, এমন ধারণা তারা কখনো করেনি। কেউ কেউ সম্রাটকে মুছান্নার নিকট এরূপ ভাষায় পত্র লেখার জন্য তিরস্কার করলো এবং ভবিষ্যতে সকলের সাথে পরামর্শ করা ছাড়া মুছান্নার নিকট কোনো পত্র লিখতে নিষেধ করল।

---

৭৪. ইবনুল আছীর, *আল-কামিল*.., খ.১,পৃ. ৩৯৪

যা হোক, হুরমুয নিজের বিরাট বাহিনী নিয়ে মুছান্না (রা.)-এর শিবিরের বিপরীত দিকে বাবেল এসে পৌঁছলো। হুরমুয ধারণা করছিল, মুসলিমরা এবার তার হাতে সমূলে ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে। হুরমুযের বাহন ভয়ঙ্কর দৃশ্য হাতিটি তার দীর্ঘ শুঁড় জোরে জোরে দু দিকে নাড়াচাড়া করছিল। উপস্থিত আরব সৈন্যরা ইতঃপূর্বে কখনো হাতি দেখেনি। কাজেই হুরমুযের হাতি যে দিকেই রওয়ানা হতো, মুসলিম বাহিনী সে দিকে বিশৃঙ্খল হয়ে যেতো। মুছান্না (রা.)-এর জন্য এই অবস্থা ছিল অত্যন্ত অপ্রীতিকর। তিনি ভাবলেন, হাতিটি ধ্বংস করে মুজাহিদ বাহিনীর অন্তরকে নিঃসঙ্কোচ করতে না পারলে পারস্যবাসীদের সাথে মুকাবিলা করা যাবে না। সুতরাং হাতির প্রতি এ ভীতি নিরসনের উদ্দেশ্যে তিনি কয়েকজন সাথীকে নিয়ে সামনে অগ্রসর হয়ে একই সময়ে সম্মিলিতভাবে হাতির ওপর আঘাতের পর আঘাত হানতে লাগলেন। এভাবে আহত করে হাতিটিকে ধরাশায়ী করে ফেললেন।

হাতি ধ্বংস হওয়ার পর মুজাহিদগণের অন্তর থেকে ভীতি চলে গেল। তাঁরা পূর্ণ উদ্যমে মহা বিক্রমে পারসিক সৈন্যদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন। এ প্রবল আক্রমণ সহ্য করতে না পেরে পারসিক সৈন্যরা যে যেদিকে পারলো পালাতে শুরু করলো। মুজাহিদগণ তাদের পেছনে পেছনে দৌড়ে তাদেরকে হত্যা করতে লাগলেন এবং পলাতক সৈন্যদেরকে পশ্চাদ্ধাবন করে মাদা'য়িনের সীমান্তে পৌঁছে দিলেন।[৭৫]

হুরমুযের পরাজয় সংবাদ শুনেই সম্রাট শাহরিয়ার অসুস্থ হয়ে পড়লেন এবং অল্প দিনের মধ্যেই প্রাণত্যাগ করলেন। তারপর পারসিকরা সম্রাট পারভেযের কন্যা বূরানকে সিংহাসনে বসালো। তিনি সমাজে শান্তি ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার প্রতি বেশ মনোযোগী হয়ে ওঠেছিলেন; কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে তিনি এক বছর সাত মাসের মাথায় মারা যান। এরপর পারসিকরা তার বোন আযরমীদখ্ত যনানকে সিংহাসনে বসালো। কিন্তু গৃহবিবাদের কারণে তিনি অল্প দিনের মধ্যেই সিংহাসন ত্যাগ করতে বাধ্য হলেন। এবার পারসিকরা শাহরিয়ারের পুত্র সাবূরকে সিংহাসনে বসালো। সাবূর ফরখযাদ ইবনু বান্দাওয়ানকে নিজের মন্ত্রী বানালো। তিনি সম্রাটের কন্যা আযরমীদখ্তকে ফরখযাদের সাথে বিয়ে দিতে মনস্থ করলেন; কিন্তু আযরমীদখ্ত তাতে অত্যন্ত ক্রোধান্বিত হন এবং বলেন, إِنَّمَا هَذَا عَبْدٌ مِنْ عُبَيْدِنَا، أَتُزَوِّجُنِي عَبْدِيْ.-"এ তো আমাদের এক জন গোলাম। তুমি কি আমাকে আমার গোলামের সাথে বিয়ে দিতে চাও?" অর্থাৎ তুমি কি আমাকে এক গোলামের সাথে বিয়ে দিতে চাও? তা কখনো হতে পারে না। কিন্তু সাবূর শেষ পর্যন্ত আযরমীদখ্তকে ফরখযাদের সাথে বিয়ে দিলেন। ফরখযাদকে আযরমীদখ্ত কিছুতেই বরদাশত করতে পারলেন না। সিয়াওয়াখ্শ নামক জনৈক সাংঘাতিক হামলাবাজকে আযরমীদখ্ত নিজের পক্ষে ভিড়ালেন। বাসর রাত্রে ফরখযাদ ঘরে প্রবেশ করতেই সিয়াওয়াখ্শ অতর্কিতভাবে আক্রমণ করে তরবারির এক আঘাতেই তাকে হত্যা করল।

---

৭৫. তাবারী, *তারীখুল উমাম ওয়াল মুলূক*, খ.২,পৃ. ৬০৬

এরপর আযরমীদখ্তের সাহায্যকারীরা সাবূরের অন্দর মহলে প্রবেশ করে তাঁকেও হত্যা করলো এবং আযরমীদখ্ত সিংহাসন দখল করে বসলেন।[৭৬]

এদিকে মুছান্না পারস্যের গৃহবিবাদের কথা জানতে পেরে একে সুবর্ণ সুযোগ মনে করলেন। তিনি ভাবলেন, পারস্যবাসীদেরকে সমুচিত শিক্ষা দেয়ার এটাই উপযুক্ত সময়। তিনি এ সুযোগের সদ্ব্যবহার করার জন্য ওঠে পড়ে লাগলেন এবং মাদা'য়িন অধিকারের জন্য সামনের দিকে অগ্রসর হলেন। পথে পথে কয়েকটি খণ্ড যুদ্ধের সম্মুখীন হয়েছিলেন বটে; কিন্তু সকল যুদ্ধেই জয়লাভ করেই মাদা'য়িনের সিংহদ্বারে গিয়ে পৌঁছলেন। এরপর তাঁর মনে ভাবনা জাগ্রত হলো, মাদা'য়িন আক্রমণ করতে হলে বহু সৈন্যের প্রয়োজন। অথচ মাদীনা থেকে এ সময় তেমন কোনো সাহায্য পাওয়ার আশা নেই। কেননা মাদীনার ও পার্শ্ববর্তী স্থানসমূহের যুদ্ধক্ষম সমস্ত লোকই এখন শামের যুদ্ধে লিপ্ত। বহু চিন্তা-ভাবনার পর মুছান্না খালীফার দরবারে পত্র লিখলেন। তাতে তিনি বিভিন্ন যুদ্ধে পারসিকদের বিরুদ্ধে জয়লাভ করার সুসংবাদও প্রদান করলেন। তদুপরি ধর্মত্যাগীদের মধ্য থেকে যারা পুনরায় মুসলিম হয়েছেন, তাঁরা একদিকে নিজেদের কৃতকর্মের জন্য খুবই অনুতপ্ত এবং লজ্জিত, অপরদিকে মুজাহিদ বাহিনীতে যোগদান করে নিজেদের অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত করার জন্য অতিশয় আগ্রহান্বিত।

বেশ কিছু দিন খালীফার পক্ষ থেকে এ পত্রের উত্তর পাওয়ার অপেক্ষায় ছিলেন; কিন্তু কোনো উত্তর আসলো না। কাজেই তিনি তাঁর বাহিনী ইরাকের সীমান্তে 'যীরীন' নামক স্থানে ফিরিয়ে এনে নিজে খালীফার দরবারে যাত্রা করলেন এবং সাময়িকভাবে বাশীর ইবনুল খাসাসিয়্যাহ (রা.)কে ইরাকে নিজের স্থলাভিষিক্ত এবং সা'ঈদ ইবনু মুররা আল-'আজালী (রা.)কে সেনাবাহিনীর দায়িত্বশীল নিযুক্ত করে গেলেন।[৭৭]

মাদীনা পৌঁছেই মুছান্না (রা.) জানতে পারলেন যে, আবূ বাকর (রা.) খুবই অসুস্থ। তিনি খালীফার সাথে এমতাবস্থায় সাক্ষাত করবেন কি না, ইতস্তত করলেন; কিন্তু আবূ বাকর (রা.) মুছান্না (রা.)-এর আগমন সংবাদ পাওয়া মাত্র তাঁকে নিজের কাছে ডেকে আনলেন। মুছান্না (রা.) তাঁর বক্তব্য বর্ণনা করলে খালীফা তা খুব মনোযোগের সাথে শুনলেন। এরপর 'উমার (রা.)কে ডেকে এনে খালীফা বললেন,

اِسْمَعْ يَا عُمَرُ مَا أَقُولُ لَكَ، ثُمَّ اعْمَلْ بِهِ، إِنِّي لَأَرْجُو أَنْ أَمُوتَ يَوْمِيْ هَذَا، فَإِذَا مِتُّ فَلَا تُمْسِيَنَّ حَتَّى تَنْدُبُ النَّاسَ مَعَ الْمُثَنَّى، وَلَا تَشْغَلَنَّكُمْ مُصِيبَةٌ عَنْ أَمْرِ دِيْنِكُمْ وَوَصِيَّةِ رَبِّكُمْ، فَقَدْ رَأَيْتَنِي مُتَوَفَّى رَسُولِ اللهِ، صلى الله عليه

---

৭৬. তাবারী, *তারীখুল উমাম ওয়াল মুলূক*, খ.২,পৃ. ৬০৭; ইবনু কাছীর, *আল-বিদায়াতু..*, খ.৭,পৃ.২১

৭৭. ইবনু কাছীর, *আল-বিদায়াতু..*, খ.৭,পৃ.২১

وسلم، وَمَا صَنَعْتُ وَمَا أُصِيْبُ الْخَلْقُ بِمِثْلِهِ، وَبِاللهِ لَوْ آنِي إِنِّي عَنْ أَمْرِ اللهِ وَأَمْرِ رَسُوْلِهِ لَخَذَلْنَا وَلَعَاقَبْنَا، فَاضْطَرَمَتِ الْمَدِيْنَةُ نَارًا، وَإِنْ فَتَحَ اللهُ عَلَى أُمَرَاءِ الشَّامِ، فَارْدُدْ أَصْحَابَ خَالِدٍ إِلَى الْعِرَاقِ؛ فَإِنَّهُمْ أَهْلُهُ وَوُلَاةُ أَمْرِهِ وَحْدَهُ، وَأَهْلُ الضَّرَاوَةِ بِهِمْ وَالْجَرَاءَةِ عَلَيْهِمْ.

-"'উমার, আমি যা বলি, মনোযোগের সাথে শুন এবং তদনুযায়ী কাজ কর। আমার একান্ত আশা যে, আমি আজকেই মৃত্যুবরণ করবো। কাজেই আমি যখন মারা যাই, তবে তুমি কাল বিলম্ব না করেই মুছান্নার সাথে লোকদের পাঠিয়ে দেবে। আল্লাহর আদেশ পালনে এবং দীনী কর্তব্য সম্পাদনের ক্ষেত্রে কোনো বিপদই যেনো তোমার জন্য বাধা হয়ে না দাঁড়ায়। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর ওফাতের পর আমি কী কী কাজ করেছি, তা তুমি স্বচক্ষে দেখেছো। অথচ তখন মুসলিমদের ওপর কতো বড় বিপদ বিদ্যমান ছিল, তাও তোমার অজানা নয়। আল্লাহর কাসাম! তখন যদি আমি আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর আদেশ পালনে বিন্দুমাত্র অলসতা করতাম কিংবা কোনো প্রকার দুর্বলতা প্রদর্শন করতাম, তাহলে আমরা নিশ্চিত লাঞ্ছিত হতাম এবং পরিণামে মাদীনায় আগুন জ্বলে ওঠতো। সমগ্র শাম মুসলিম রাষ্ট্রের করতলগত হলে খালিদ (রা.)-এর সহকর্মীদেরকে ইরাকে ফিরিয়ে দেবে। কেননা তারা ইরাকের অধিবাসী এবং তারাই ইরাকের শাসন-কর্তৃত্ব করবার অধিকতর হকদার।[৭৮]

'উমার (রা.) আবূ বাকর (রা.) অন্তিমকালীন নির্দেশানুযায়ী কাজ করবেন বলে প্রতিশ্রুতি দিলেন। কেননা তখন ইসলাম শক্তিশালী হয়ে ওঠেছে। সর্বপ্রকারের অন্ত বিদ্রোহের অবসান হয়েছে। মাদীনায় প্রতি আক্রমণের কোনোরূপ আশংকাই ছিল না।[৭৯]

শাম বিজয়

শাম সীমান্তে রোমানদের সৈন্যসমাবেশ

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর জীবদ্দশায় সংঘটিত মূতার যুদ্ধ ও তাবূক অভিযানের মাধ্যমে রোমানরা এ বার্তা পেয়ে যায় যে, মুসলিমগণ শামের

---

৭৮. তাবারী, *তারীখুল উমাম ওয়াল মুলূক*, খ.২,পৃ. ৬০৭; ইবনুল আছীর, *আল-কামিল..*, খ.১,পৃ.৩৯৪

৭৯. আবদুল হালিম, *সিদ্দীকে আকবর হযরত আবূ বাকর রা.*, পৃ.১৪৮-১৫১

ওপর উপর্যুপরি আক্রমণ পরিচালনা করতে পারে। তা ছাড়া আবূ বাকর (রা.)-এর খিলাফাতের শুরুতে শাম অভিমুখে উসামা (রা.) বাহিনী প্রেরণ ও অত্যন্ত সাফল্যের সাথে তাঁদের প্রত্যাবর্তনের ফলে রোম সম্রাটের ওপর এর এরূপ প্রভাব পড়ে যে, তিনি দিমাশকের 'বালকা'য় একটি শক্তিশালী সৈন্যবাহিনী সার্বক্ষণিক নিয়োজিত করে রাখেন।[৮০]

অতঃপর ইরাকে খালিদ (রা.)-এর রণকৌশল, শৌর্যবীর্য এবং যুদ্ধবিদ্যায় পারদর্শিতা যে ইতিহাস সৃষ্টি করেছিল, রোমানদের অন্তঃকরণে এর প্রতিক্রিয়া ভীষণভাবে দেখা দেয়। ইরাকের সীমান্তে যেমন বানূ তাগলিব, ইয়াদ ও নামির প্রভৃতি আরব গোত্রসমূহের বসতি ছিল, তদ্রূপ শামের সীমান্তেও আযরা', বাহ্‌রা', তানুখ, কালব, লাখম, জুযাম ও গাসসান নামক আরব গোত্রগুলোর বসতি ছিল। রোমানদের প্রবল ধারণা ছিল যে, মুসলিমগণ রোমান সাম্রাজ্য আক্রমণ করলে এ যাযাবর আরব গোত্রগুলো খ্রিস্টান হওয়া সত্ত্বেও পারস্যের আরব গোত্রগুলোর মতো মুসলিমদের সাথে হাত মিলাবে। সুতরাং আরব সীমান্তের সংলগ্ন শাম সীমান্তকে সুরক্ষিত করার জন্য রোমানরা তাদের একটি বিরাট সৈন্যবাহিনী শামের সীমান্তে এনে সমবেত করে।

আশ্চর্যের ব্যাপার হলো, এতো দিন রোমানরা আক্রমণ করতে পারে এ ভয়ে শামের সংলগ্ন আরব সীমান্তকে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ও আবূ বাকর (রা.) বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করে আসছিলেন, অল্প সময়ের ব্যবধান অবস্থার মোড় এভাবেই দ্রুত ঘুরে যায় যে, এখন খোদ রোমানরাই মুসলিমদের ভয়ে শামের সীমান্ত মযবুত করার প্রতি মনোযোগ দেয়।

আবূ বাকর (রা.)-এর নিকট রোমানদের এ প্রস্তুতির খবর ঠিক সময়েই পৌঁছে যায়; কিন্তু মুসলিম শক্তি এতো দিন বিদ্রোহী ও ধর্মত্যাগীদের শায়েস্তা করার কাজে এবং ইরাক অভিযানে ব্যস্ত থাকায় তিনি এদিকে মনোযোগ দিতে পারেননি। কিন্তু অল্প সময়ের মধ্যে অতি সফলভাবে বিদ্রোহ দমন ও ইরাক অভিযান শেষ হবার পর এবার আবূ বাকর (রা.) শাম অভিযানের কথা চিন্তা করতে লাগলেন।

শামে অভিযান পরিচালনার ব্যাপারে আবূ বাকর (রা.)-এর মনে যে দ্বিধা ছিল, দূমাতুল জান্দাল জয় করার পর তাও আর রইলো না। আবূ বাকর (রা.) পূর্বেই শামের সংলগ্ন সীমান্ত মুসলিম সর্দারদেরকে নির্দেশ দিয়ে রেখেছিলেন যে, তাঁরা যেন মাদীনা থেকে কোনো নির্দেশ না পাওয়া পর্যন্ত রোমানদের সাথে কোনো সংঘর্ষ না বাধায়। পক্ষান্তরে মুসলিমদের অবিরত বিজয় বার্তা শুনে হয়তো রোমানরাও মুসলিম এলাকায় আক্রমণ চালাতে সাহস পাচ্ছিল না। রোমানদের ভয়ের কারণ এ ছিল যে, আবূ বাকর (রা.) বিদ্রোহী ও ধর্মত্যাগীদেরকে দমন এবং সীমান্ত এলাকা সুদৃঢ় করার জন্য যতগুলো

---

৮০. ইবনু 'আসাকির, *তারীখু দিমাশক*, খ.২,পৃ.৫৯

অভিযান পরিচালনা করেছেন, বিশেষ কোনো ক্ষতির সম্মুখীন না হয়েই তাঁরা সব কয়টি অভিযানেই জয় লাভ করেছেন। এ অবস্থায় যদি তারা মুসলিমদের ওপর আক্রমণ পরিচালনা করে, তা হলে তাদেরও বিরাট পরাজয় বরণ করতে হবে। তা ছাড়া রোমানরা হয়তো এরূপ চিন্তাও করেছিল যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর ওফাতের পর সমগ্র আরবদেশে বিদ্রোহ ও ধর্মত্যাগের যে ঝড় প্রচণ্ডবেগে বইতে শুরু করেছিল, তাতে ইসলামের মূল ভিত্তিই দ্রুত ধ্বসে পড়ে যাবে। যা হোক, এ ধরনের কোনো না কোনো কারণে রোমানরা তাদের সীমান্তে যে সৈন্যদল নিয়োজিত করে রেখেছিল, তারা সেখানেই শিবির স্থাপন করেই অপেক্ষা করতে থাকে এবং সামনে অগ্রসর হয়ে মুসলিমদের ওপর আক্রমণ করেনি।

খালিদ ইবনু সা'ঈদ (রা.)-এর নেতৃত্বে শাম-সীমান্ত প্রহরা

আবূ বাকর (রা.) যখন শাম-সীমান্তে রোমানদের উপর্যুক্ত প্রস্তুতি ও সৈন্য সমাবেশের কথা জানতে পারলেন, তখনি তিনি সীমান্তের নিরাপত্তা রক্ষার জন্য একটি সৈন্যদল নিয়োজিত করেন। বিশেষ করে এর প্রয়োজন এজন্য ছিল যে, কিছু সংখ্যক মুসলিম যখন বিদ্রোহীদের সাথে জড়িত হয়ে পড়ে, তখন ঐ সুযোগকে নিজ স্বার্থে ব্যবহার করার জন্য রোমানরা আরবের ভেতরে প্রবেশ করে মুসলিমদের ওপর আক্রমণ করার পরিকল্পনা করে। আর এ পরিকল্পনাকে বানচাল করার জন্য বিদ্রোহী ও ধর্মত্যাগীদের সাথে যুদ্ধচলাকালীন সময়েই আবূ বাকর (রা.) খালিদ ইবনু সা'ঈদ (রা.)-এর নেতৃত্বে একটি সৈন্যবাহিনী শামের সীমান্ত এলাকা তায়মা' অভিমুখে প্রেরণ করেন।[৮১] এ সময় আবূ বাকর (রা.) তাঁকে এ নির্দেশ দেন যে, "আমার পরবর্তী নির্দেশ না আসা পর্যন্ত তুমি অন্য কোথাও যাবে না। সেখানকার পার্শ্ববর্তী লোকদেরকেও যারা ধর্মত্যাগ করেনি, তোমাদের নিজেদের সাথে একত্রিত করার চেষ্টা করবে। আর শত্রু কর্তৃক আক্রান্ত না হলে নিজে কোনো আক্রমণ চালাবে না।"[৮২] খালিদ (রা.) খালীফার নির্দেশ সম্পূর্ণরূপে মেনে চলতে লাগলেন। ফলে সীমান্ত অঞ্চলের বহু লোক তাঁর বাহিনীতে যোগদান করলো।

রোমানদের রণপ্রস্তুতি ও আবূ বাকর (রা.)-এর পরামর্শ

রোমানরা নিজেদের সাম্রাজ্যের সংলগ্ন সীমান্তে মুসলিমদের সৈন্য সমাবেশের তোড়জোড় দেখেই শঙ্কিত হয়ে পড়ে এবং পূর্ণ উদ্যমে যুদ্ধের প্রস্তুতি নিতে থাকে। তারা বাহরা', কালব, সালীহ, তানুখ, লাখম, জুযাম ও গাসসান প্রভৃতি আরব গোত্রের, যারা

---

৮১. ইবনু হাজার, *আল-ইসাবাহ*, খ.১,পৃ.২৭৯; তাবারী, *তারীখুল উমাম ওয়াল মুলূক*, খ.২,পৃ.৪৮০
৮২. তাবারী, *তারীখুল উমাম ওয়াল মুলূক*, খ.২,পৃ.৫৮৭

শাম সীমান্তে বাস করতো এবং রোম সম্রাটকে কর দিতো, তাদের সমন্বয়ে ইসলামের বিরুদ্ধে এক বিরাট বাহিনী গড়ে তুলে যুদ্ধের প্রস্তুতি নেয়।

এ সংবাদ জানতে পেরে খালিদ ইবনু সা'ঈদ (রা.) খালীফার নিকট যুদ্ধের অনুমতি চেয়ে লিখলেন যে, রোমানরা সম্পূর্ণরূপে প্রস্তুত হয়ে গেছে। আমরা পূর্বে আক্রমণ না চালালে তাদের আক্রমণে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারি। আবূ বাকর (রা.) এ চিঠি পেয়ে খুবই চিন্তিত হয়ে পড়লেন। ঘটনাক্রমে যেদিন এ চিঠি খালীফার নিকট এসে পৌঁছলো, ঐ দিনই দক্ষিণ আরবের বিদ্রোহ দমনে রত 'ইকরামাহ ইবনু আবী জাহল (রা.) বিদ্রোহী ও মুরতাদদেরকে শায়েস্তা করে মাদীনায় ফিরে আসেন। আবূ বাকর (রা.) তৎক্ষণাৎ 'ইকরামাহ (রা.)কে খালিদ ইবনু সা'ঈদ (রা.)-এর সাহায্যে প্রেরণ করেন। কিন্তু তিনি ভাবতে থাকেন, এ স্বল্পসংখ্যক মুজাহিদই কি শামের অভিযানের জন্য যথেষ্ট? পারস্যবাসীদের সংখ্যাধিক্য সত্ত্বেও বিভিন্ন ধরনের বৈজ্ঞানিক যন্ত্রবলে রোমানরা পারসিকদের সমুদ্র সদৃশ বিরাট বাহিনীকেও পরাজিত করে দিয়েছিল। সে সকল আধুনিক অস্ত্র-শস্ত্রের সামনে আমাদের এ অল্পসংখ্যক মুজাহিদ টিকতে পারবে কি? অবশ্যই একটু ক্ষীণ আশার আলো এই দেখা যায় যে, দক্ষিণ আরবের যে সকল গোত্র মুরতাদ্দ হয়নি, সর্বদা ইসলামের ওপর অটল রয়েছে, তাদের দ্বারা একটি বাহিনী গঠন করত শাম অভিযানে প্রেরণ করা যেতে পারে। তা হলে মুজাহিদ বাহিনীর সংখ্যা একেবারে নগণ্য হবে না।

যেহেতু এটি একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ ও অত্যন্ত কঠিন সিদ্ধান্ত নেবার ব্যাপার ছিল, তাই তিনি এ ব্যাপারে বিশিষ্ট সাহাবা কিরামের সাথে পরামর্শ করার এবং তাঁদের মতামত নেবার প্রয়োজনীয়তা তীব্রভাবে অনুভব করেন। সুতরাং হিজরী ত্রয়োদশ সনের সফর মাসে আবূ বাকর (রা.) একটি পরামর্শ সভা আহ্বান করেন। এখানে মাদীনায় অবস্থানরত প্রধান ও প্রবীণ সাহাবা কিরামগণ যেমন 'উমার, 'উছমান, 'আলী, তালহাহ, যুবাইর, 'আবদুর রাহমান ইবনু 'আওফ, সা'দ ইবনু আবী ওয়াক্কাস, আবূ 'উবাইদাহ ইবনুল জাররাহ (রা.) প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। আবূ বাকর (রা.) প্রথমে তাঁদের সামনে বর্তমান পরিস্থিতি বর্ণনা করে বললেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আরবদেরকে রোমানদের আক্রমণ থেকে রক্ষা করতে চেয়েছিলেন। এ জন্য তিনি যে ব্যবস্থা অবলম্বন করেছিলেন, তা কার্যকর করার আগেই তিনি মৃত্যুবরণ করেছেন। বর্তমানে রোমান সম্রাট হিরাক্লিয়াস আরবদেশ আক্রমণ করার জন্য শামের সীমান্তে বহু সৈন্য সমাবেশ করেছে বলে খবর পাওয়া গেছে। আমি মনে করি, তাদের মুকাবিলার জন্য আমাদেরও সর্বশক্তি নিয়োগ করা উচিত। এ যুদ্ধে যারা মৃত্যুবরণ করবে, তারা নির্ঘাত শাহীদ হবে, যারা বাঁচবে তারা গাযী হবে। তাদের জন্য আল্লাহ তা'আলার নিকট অফুরন্ত পুরস্কার রয়েছে। এই হলো আমার অভিমত। এখন আপনারা নিজেদের অভিমত পেশ করুন।" 'উমার

(রা.) বললেন, "আমরা সকল নেককাজে আপনাকে অগ্রগামী পেয়েছি। আপনার সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আমাদের বলার কিছুই নেই। আমার মনে হয়, আমাদের শাম জয় করা আল্লাহ তা'আলারও ইচ্ছা। আপনি শাম অভিযানে প্রেরণের জন্য আরও অধিক সংখ্যক মুজাহিদ সংগ্রহ করুন, আল্লাহ তা'আলা অবশ্যই ইসলামের সাহায্য করবেন।" 'আবদুর রাহমান ইবনু 'আওফ (রা.) অনেক চিন্তা-ভাবনা করার পর বললেন, "হে আমীরুল মু'মিনীন, রোমানগণ আমাদের চেয়ে বহুগুণে শক্তিশালী। একেবারে ব্যাপকভাবে তাদের ওপর আক্রমণ করা আমাদের পক্ষে সঙ্গত বলে মনে হয় না। প্রথমে তাদের সীমান্ত অঞ্চলে ক্ষুদ্র বাহিনী দ্বারা সীমান্তের অরক্ষিত এলাকাসমূহে আকস্মিক আক্রমণ চালানো হোক এবং এর প্রতিক্রিয়ার প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখা হোক। এতে দুটি উপকারিতা রয়েছে। এক. আমাদের পুনঃ পুনঃ আক্রমণে রোমানগণ আতঙ্কগ্রস্ত হবে। দুই. সীমান্তের আরবরা যখন দেখবে যে, মুসলিমগণ আক্রমণ করে প্রচুর গানীমাতের মাল নিয়ে ফিরছে, তখন রোমানদের প্রতি তাদের আক্রমণ ইচ্ছাও প্রবল হয়ে ওঠবে। অবশেষে তাদের সহযোগিতায় আপনি রোমানদের ওপর ব্যাপক আক্রমণ চালাতে সক্ষম হবেন।

এরপর আবূ বাকর (রা.) অন্যান্য সকলের মতো জিজ্ঞেস করলেন। 'উছমান (রা.) বললেন, "আপনি সর্বদা ইসলামের কল্যাণই চিন্তা করে থাকেন। কাজেই আপনি ইসলাম তথা মুসলিমদের কল্যাণ ও উন্নতির জন্য যে-ই সিদ্ধান্ত করবেন, কেউ তার বিরোধিতা করবে না। আপনার সিদ্ধান্তের ফলাফল যা হোক, আমরা তাকে দেশের জন্য কল্যাণকরই মনে করি। আপনি আপনার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কাজ করুন।" এরপর তালহা, সা'দ, যুবাইর, আবূ 'উবাইদাহ ও সা'ঈদ ইবনু যায়িদ এবং উপস্থিত সকল আনসার-মুহাজিরই 'উছমান (রা.)-এর কথায় সায় দিয়ে বললেন, আপনি আমাদেরকে যে কোনো আদেশ প্রদান করবেন, আমরা সর্বান্তকরণে তা পালন করে যাবো। অবশেষে আবূ বাকর (রা.) সকলের মতামত পেয়ে শাম অভিযানের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে বললেন,

....فتجهزوا –عباد الله– إلى غزو الروم بالشام؛ فإني مؤمر عليكم أمراء وعاقد لهم، فأطيعوا ربكم، ولا تخالفوا أمراءكم لتحسن نيتكم وسيرتكم وأطعمتكم ف {إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ}.

-"...আল্লাহর বান্দাহরা, তোমরা শামে রোমানদের সাথে যুদ্ধ করার জন্য প্রস্তুত হও। আমি তোমাদের ওপর কয়েকজন আমীর নিযুক্ত করে দিচ্ছি। তোমরা কখনো তাদের বিরোধিতা করো না। তোমাদের নিয়াত, আচার-ব্যবহার ও খানাদানা পবিত্র ও নির্মল রাখতে হবে। কেননা আল্লাহ তা'আলা কেবল মুত্তাকী ও সৎকর্মশীল লোকদেরই সহায় হয়ে থাকেন।"[৮৩]

---

৮৩. ইবনু 'আসাকির, *তারীখু দিমাশক*, খ.২,পৃ.৬৪

বিভিন্ন গোত্রের প্রতি যুদ্ধে অংশগ্রহণের নির্দেশ

আবূ বাকর (রা.) শাম অভিযানে রওয়ানা হবার জন্য মাদীনায় সাধারণ জনগণকে আহ্বান জানালেন। যেহেতু রোমানদের প্রতাপ ও প্রভাবে আরববাসীদের মন পূর্ব থেকেই সংকুচিত ছিল, তাই প্রথমে অনেকেই নিরব হয়ে রইলেন। কেউ কোনো সাড়া দিলেন না। 'উমার (রা.) এ অবস্থা প্রত্যক্ষ করে বললেন,

يَا مَعْشَرَ الْمُسْلِمِينَ، مَا لَكُمْ لَا تُجِيْبُونَ خَلِيْفَةَ رَسُولِ اللهِ (صلى الله عليه وسلم)، وَقَدْ دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيْكُم.

-"হে মুসলিমগণ! তোমাদের কী হলো যে, তোমরা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর খালীফার আহ্বানে সাড়া দিচ্ছো না? অথচ তিনি এমন বিষয়ের দিকেই আহ্বান জানাচ্ছেন, যা তোমাদের জীবন রক্ষা করবে।"

এ কথা সকলের মনেই প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করল, ক্রমে ক্রমে তাদের মনের ভয় কেটে গেল এবং সকলেই শাম অভিযানের জন্য প্রস্তুত হতে লাগল।

মাদীনাবাসীদের পক্ষ থেকে নিশ্চিন্ত হয়ে খালীফা ইয়ামানবাসীদের উদ্দেশ্যে লিখেন-

سلام عليكم فإني أحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هو. أما بعد. فإن الله تعالى كتب على المؤمنين الجهاد وأمرهم أن ينفروا خفافاً وثقالاً ويجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله. والجهاد فريضة مفروضة، والثواب عند الله عظيم، وقد استنفرنا المسلمين إلى جهاد الروم بالشام وقد سارعوا إلى ذلك. وقد حسنت في ذلك نيتهم وعظمت حسبتهم، فسارعوا عباد الله إلى ما سارعوا إليه ولتحسن نيتكم فيه، فإنكم إلى إحدى الحسنيين، إما الشهادة وإما الفتح والغنيمة، فإن الله تبارك وتعالى لم يرض من عباده بالقول دون العمل، ولا يزال الجهاد لأهل عداوته حتى يدينوا بدين الحق ويقروا بحكم الكتاب. حفظ الله لكم دينكم، وهدى قلوبكم، وزكا أعمالكم، ورزقكم أجر المجاهدين الصابرين.

"...আল্লাহ মু'মিনদের ওপর জিহাদ ফারয করেছেন। সংখ্যার প্রাচুর্য এবং যুদ্ধ সরঞ্জামের আধিক্য থাকুক বা না থাকুক যে কোনো অবস্থায় আল্লাহ তা'আলা

তাদেরকে তাঁর পথে বের হবার এবং জান-মাল দিয়ে লড়াই করার নির্দেশ দিয়েছেন। জিহাদ একটি ফারয 'ইবাদাত। আল্লাহর নিকট এর বিরাট পুরস্কার রয়েছে। আমরা মুসলিমদেরকে শামে রোমানদের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য আহ্বান জানিয়েছি। তারা সাথে সাথেই ডাকে সাড়া দিয়েছে। এ ক্ষেত্রে তাদের নিয়্যাত ও আশা-আকাঙ্খা বড়ই ভালো ও উত্তম। অতএব, হে আল্লাহর বান্দাহগণ, তোমরাও তাদের মতো আমার আহ্বানে দ্রুত সাড়া দাও এবং তোমাদের নিয়াত পরিশুদ্ধ কর। এ ক্ষেত্রে দুটি কল্যাণের যে কোনো একটি অবশ্যই তোমরা লাভ করবে। হয়তো শাহাদাত, নতুবা বিজয় ও গানীমাত। আল্লাহ তা'আলা তাঁর বান্দাহদের কেবল কথায় সন্তুষ্ট হন না; কাজও দেখতে চান। শত্রুদের বিরুদ্ধে জিহাদ চলতে থাকবে, যে যাবত না তারা সত্য দীন গ্রহণ করবে এবং আল্লাহর কিতাবের ফায়সালা স্বীকার করে নেবে। আল্লাহ তা'আলা তোমাদের দীন হিফাযাত করুন! তোমাদের অন্তকরণগুলোকে হিদায়াত করুন এবং তোমাদের 'আমালগুলো পূতপবিত্র করুন! ধৈর্যশীল মুজাহিদদের পুরস্কার তোমাদেরকে দান করুন!"

উল্লেখ্য, আবূ বাকর (রা.) আনাস ইবনু মালিক (রা.)-এর মাধ্যমে ইয়ামানবাসীদের নিকট এ চিঠি পাঠান।[৮৪] যুল কিলা' আল-হিময়ারী (রা.) চিঠির এ বক্তব্য শুনেই অত্যন্ত উৎসাহ-উদ্দীপনার সাথে নিজের এবং ইয়ামানের অন্যান্য গোত্রের বহু সংখ্যক লোক নিয়ে মাদীনা অভিমুখে রওয়ানা হন। এভাবে মুযহাজ গোত্রের কায়স ইবনু হুবাইরা আল-মুরাদী, আযদ গোত্রের জুন্দব ইবনু 'আমর আদ-দাওসী, তা'ই গোত্রের হারিছ ইবনু মুস'ইদ আত-তাঈ (রা.) প্রমুখ নিজ নিজ গোত্রের বহু সংখ্যক লোককে সাথে নিয়ে মাদীনা অভিমুখে যাত্রা করলেন। এরপর মাইসারাহ ইবনু মাসরূক আল-'আবাসী (রা.)-এর নেতৃত্বে বানূ 'আবস এবং গায়ছাম ইবনু আসলাম আল-কিনানী (রা.)-এর নেতৃত্বে বানূ কিনানা, অতঃপর ইয়ামানের অন্যান্য গোত্র একের পর এক মাদীনায় আসতে থাকে।[৮৫] এদিকে আনাস ইবনু মালিক (রা.) ইয়ামান থেকে দ্রুত ফিরে এসে আবূ বাকর (রা.)কে সুসংবাদ দেন যে, আপনার জিহাদের আমন্ত্রণ পেয়ে ইয়ামানের গোত্রসমূহ যে অবস্থায় ছিল, ঐ অবস্থায়ই নিজেদের স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততি এবং জমাকৃত পুঁজি নিয়ে রওয়ানা দিয়েছে। এটা শুনে তিনি অত্যন্ত আনন্দিত হন এবং মাদীনাবাসীদের নিয়ে বহিরাগত ঐ সকল মুজাহিদের অভ্যর্থনার জন্য মাদীনার বাইরে আসেন। সর্বপ্রথম ইয়ামানের হিমইয়ার গোত্র অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত অবস্থায় সেখানে উপস্থিত হয়। যুলকিলা' একটি পাগড়ি বেঁধে ঐ গোত্রের নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন। আবূ বাকর (রা.) তাঁদেরকে অভ্যর্থনা

---

৮৪. ইবনু 'আসাকির, *তারীখু দিমাশক,* খ.২,পৃ.৬৫

৮৫. ওয়াকিদী, *ফুতুহুশ শাম,* খ.১,পৃ.৭

জানান। ক্রমে ক্রমে বিভিন্ন গোত্রের মুজাহিদগণ মাদীনায় পৌঁছতে থাকে। মাদীনার নিকটবর্তী জুর্‌ফ নামক স্থানে এ সকল গোত্রের জন্য তাঁবু স্থাপন করা হয় এবং সেখানেই তাঁদের থাকার ব্যবস্থা করা হয়।

রোম সম্রাটের নিকট আবূ বাকর (রা.)-এর দূত

ইত্যবসরে চূড়ান্ত ব্যবস্থা হিসেবে আবূ বাকর (রা.) ইসলামের দা'ওয়াতসহ রোম সম্রাটের নিকট একজন দূত প্রেরণ করে বলেন, "এ অঞ্চল আল্লাহ তা'আলা আমাদের পিতামহ ইবরাহীম ('আলাইহিস সালাম)-এর বংশধরকে দান করেছেন। তুমি দীর্ঘ দিন এ অঞ্চল অধিকার করে রেখেছো। একটি চুক্তির মাধ্যমে তা আমাদেরকে ফেরত প্রদান কর। অতঃপর আমরা তোমাদের রাজ্যে আসবো না।" রোম সম্রাট তা অস্বীকার করেন এবং বলেন, "এ রাজ্য হলো আমার, তোমাদের অংশ হলো বিস্তীর্ণ মরুভূমি। তোমরা সেখানে গিয়েই শান্তিতে বসবাস কর।"[৮৬]

বিভিন্ন গোত্রের অস্থিরতা

এ চূড়ান্ত চেষ্টার পর আবূ বাকর (রা.) সৈন্যদের শৃঙ্খলা এবং তাদের অস্ত্র-শস্ত্রের ব্যবস্থাপনায় নিয়োজিত হন। বিষয়টি যেহেতু অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, তাই আবূ বাকর (রা.) গভীর চিন্তা-ভাবনা, দূরদর্শিতা ও সাবধানতার সাথে অগ্রসর হন। ফলে সৈন্যদের রওয়ানা হতে কিছুটা বিলম্ব ঘটে। এতে ইয়ামান ও হিজাযের যে সকল গোত্র জুর্‌ফ নামক স্থানে অবস্থান করছিল, তারা অস্থির হয়ে ওঠে। এমনকি কিছু দিন অতিবাহিত হওয়ার পর তারা কায়স ইবনু হুবাইরাহ আল-মুরাদী (রা.)কে নিজেদের প্রতিনিধি হিসেবে আবূ বাকর (রা.)-এর নিকট পাঠিয়ে আরয করে যে, "আমাদের ধৈর্য সীমা ছাড়িয়ে গেছে। হয় আমাদেরকে শামে প্রেরণ করুন, নতুবা নিজ নিজ ঘরে ফিরে যাবার অনুমতি দিন।" আবূ বাকর (রা.) তাঁদের সান্ত্বনা দিয়ে বলেন, وَاللهِ مَا أُرِيْدَ لَكُمُ الْإِضْرَارَ، وَإِنَّمَا أَرَدْنَا تَكَامُلَكُمْ.-"আল্লাহর কাসাম, আমি তোমাদের কোনোরূপ ক্ষতি হোক- তা চাচ্ছি না। তোমাদের পূর্ণাঙ্গ ব্যবস্থাপনার জন্যই এ বিলম্ব হচ্ছে।"[৮৭]

শাম অভিমুখে বিভিন্ন বাহিনী প্রেরণ

শাম অভিমুখে বাহিনী রওয়ানা হওয়ার প্রাক্কালে আবূ বাকর (রা.) একটি টিলার

---

৮৬. আকবরাবাদী, *হযরত সিদ্দীকে আকবর রা.*, পৃ.২৬৯
৮৭. ওয়াকিদী, *ফুতূহুশ শাম*, খ.১,পৃ.৭

ওপর ওঠে যোদ্ধাদের প্রতি এক নজর তাকান এবং তাঁদের উৎসাহ-উদ্দীপনা দেখে অত্যন্ত আনন্দিত হন। তিনি গোটা মুসলিম বাহিনীকে চারভাগে[৮৮] বিভক্ত করেন এবং প্রত্যেক ভাগে তিন থেকে চার হাজার সৈন্য ছিল। পরে অবশ্যই সৈন্য সংখ্যা বাড়ানো হয়। আবূ বাকর (রা.) এ বাহিনীগুলো হিজরী ত্রয়োদশ সনের মুহাররাম ও সফর মাসে পৃথক পৃথকভাবে শামের চার দিকে প্রেরণ করেন এবং তাদেরকে বিদায় সম্বর্ধনা জানানোর জন্য মাদীনার বাইরে পদব্রজে গমন করেন। বিদায় জানানোর পূর্বে তিনি প্রত্যেক বাহিনীকে বিশেষ বিশেষ নির্দেশ ও উপদেশ দেন। অতঃপর তাঁদের জন্য আল্লাহর দরবারে বিনয় সহকারে দু'আ করেন, তারপর বিদায় জানান। এ সকল বাহিনীকে যে সকল নির্দেশ প্রদান করা হয়েছিল তন্মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশ এ ছিল যে, তাঁরা সকলেই একই রাস্তা দিয়ে গমন না করে যেন ভিন্ন ভিন্ন রাস্তা দিয়ে গমন করেন। সৈন্যদের চারটি ইউনিট হল-

ক. ইয়াযীদ ইবনু আবী সুফইয়ান (রা.)-এর বাহিনী

শাম অভিমুখে প্রেরিত চারটি বাহিনীর মধ্যে ইয়াযীদ ইবনু আবী সুফইয়ান (রা.)-এর বাহিনীটি ছিল সর্ববৃহৎ এবং সর্বপ্রথম প্রেরণ করা হয়। মাক্কা ও ইয়ামানের সম্মানিত ব্যক্তিবর্গ এ বাহিনীর অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। এ বাহিনীর দায়িত্ব ছিল দিমাশ্‌ক বিজয় করা এবং প্রয়োজনে অন্য তিনটি বাহিনীকে সহযোগিতা করা। এ বাহিনীর সৈন্যসংখ্যা ছিল প্রথমে তিন হাজার। পরে খালীফা যখন অবগত হলেন যে, রোম সম্রাট অত্যন্ত ব্যাপক আকারে যুদ্ধের প্রস্তুতি গ্রহণ করেছেন, তখন তিনি পরবর্তী সময়ে আরো প্রায় সাড়ে চার হাজার সৈন্য ইয়াযীদ (রা.)-এর সাথে প্রেরণ করেন। সেনাপতি ইয়াযীদ ইবনু আবী সুফ্ইয়ান (রা.) শামের দিকে রওয়ানা হবার সময় আবূ বাকর (রা.) তাঁকে বিস্তারিত হিদায়াত দান করেন। এ হিদায়াত যদিও একটু দীর্ঘ, তবুও এতে পৃথিবীবাসীর জন্য শিক্ষা রয়েছে বিধায় এখানে তা সম্পূর্ণ উদ্ধৃত করা হলো-

إني قد وليتك لأبلوك وأجربك وأخرجك، فإن أحسنت رددتك إلى عملك وزدتك، وإن أسأت عزلتك، فعليك بتقوى الله فإنه يرى من باطنك مثل الذي من ظاهرك، وإن أولى الناس بالله أشدهم توليًا له، وأقرب الناس من

---

৮৮. ঐতিহাসিক ওয়াকিদী তিনভাগের কথা উল্লেখ করেছেন। তবে অন্যান্য ঐতিহাসিক চারভাগের কথা বলেছেন।

الله أشدهم تقرباً إليه بعمله، وقد وليتك عمل خالد فإياك وعبية الجاهلية، فإن الله يبغضها ويبغض أهلها، وإذا قدمت على جندك فأحسن صحبتهم وابدأهم بالخير وعدهم إياه، وإذا وعظتهم فأوجز فإن كثير الكلام ينسي بعضه بعضاً، وأصلح نفسك يصلح لك الناس، وصل الصوات لأوقاتها بإتمام ركوعها وسجودها والتخشع فيها، وإذا قدم عليك رسل عدوك فأكرمهم وأقلل لبثهم حتى يخرجوا من عسكرك وهم جاهلون به ولا ترينهم فيروا خللك ويعلموا علمك، وأنزلهم في ثروة عسكرك، وامنع من قبلك من محادثتهم، وكن أنت المتولي لكلامهم، ولا تجعل سرك لعلانيتك فيخلط أمرك، وإذا استشرت فاصدق الحديث تصدق المشورة، ولا تخزن عن المشير خبرك فتؤتى من قبل نفسك، واسمر بالليل في أصحابك تأتك الأخبار وتنكشف عندك الأستار، وأكثر حرسك وبددهم في عسكرك، وأكثر مفاجأتهم في محارسهم بغير علم منهم بك، فمن وجدته غفل عن محرسه فأحسن أدبه وعاقبه في غير إفراط، وأعقب بينهم بالليل، واجعل النوبة الأولى أطول من الأخيرة فإنها أيسرهما لقربها من النهار، ولا تخف من عقوبة المستحق، ولا تلجن فيها، ولا تسرع إليها، ولا تخذلها مدفعاً، ولا تغفل عن أهل عسكرك فتفسده، ولا تجسس عليهم فتفضحهم، ولا تكشف الناس عن أسرارهم، واكتف بعلانيتهم، ولا تجالس العباثين، وجالس أهل الصدق والوفاء، واصدق اللقاء، ولا تجبن فيجبن الناس، واجتنب الغلول فإنه يقرب الفقر ويدفع النصر، وستجدون أقواماً حبسوا أنفسهم في الصوامع فدعهم وما حبسوا أنفسهم له.

-"আমি তোমাকে যাচাই ও অভিজ্ঞতা লাভের জন্য অধিনায়ক নিযুক্ত করলাম। যদি তুমি ভালো কাজ কর, তবেই আমি তোমাকে এ পদে স্থায়ী করবো এবং পদোন্নতিও প্রদান করবো। আর যদি খারাপ কিছু কর, তাহলে তোমাকে পদচ্যুত করবো।

অতএব, তুমি আল্লাহকে ভয় কর। কেননা তিনি তোমার ভেতর-বাইর একইভাবে দেখতে পান। এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, আল্লাহর নিকট সর্বাধিক উত্তম হলেন ঐ ব্যক্তি, যে আল্লাহকে সর্বাধিক ভালোবাসে। আল্লাহর সর্বাধিক নৈকট্য অর্জনকারী হলো ঐ ব্যক্তি, যে তার 'আমালের দ্বারা আল্লাহর নৈকট্য লাভ করেছে। খালিদ ইবনু সা'ঈদ (রা.)-এর (অসমাপ্ত) কাজের দায়িত্ব আমি তোমাকে প্রদান করছি। তুমি জাহিলিয়্যাতের কাজ ও কথা থেকে দূরে থেকো! কেননা আল্লাহ তা'আলা এরূপ কাজ ও এ ধরনের লোকদেরকে ঘৃণা করেন। যখন তুমি তোমার সৈন্যদের নিকট পৌঁছবে, তখন তাদের সাথে উত্তম ব্যবহার করবে, ভালোভাবে কাজের সূচনা করবে এবং তাদের থেকে ভালো কাজের অঙ্গীকার নেবে। যখন তাদেরকে উপদেশ দেবে, তখন সংক্ষিপ্তভাবে তা শেষ করবে। কেননা অধিক কথা মানুষ ভুলে যায়। নিজেকে সংশোধন কর, তা হলে লোকজন তোমার অনুগত থাকবে। নির্ধারিত সময়ে পূর্ণাঙ্গ রুকূ', সাজদার সাথে এবং বিনয় সহকারে নামায আদায় কর। যখন শত্রুদের দূত তোমার নিকট আগমন করবে, তখন তাকে সম্মান প্রদর্শন কর এবং তাকে খুব অল্প সময় অবস্থান করতে দাও। যেন সে তোমাদের সৈন্যদের অবস্থা অবগত হতে না পারে। তোমরা তাদেরকে সৈন্যবাহিনী দেখতে দেবে না, নতুবা সে তোমাদের দুর্বলতা দেখে ফেলবে এবং তোমাদের অবস্থা সম্পর্কে অবগত হয়ে যাবে। এ সকল দূতকে উত্তম জায়গায় অবস্থান করতে দাও এবং তাদেরকে তোমাদের লোকদের সাথে আলাপ করতে দিও না। তুমি নিজেই তাদের সাথে আলাপ কর। নিজের গোপন বিষয় কারো নিকট প্রকাশ করো না। নতুবা কাজে বিশৃঙ্খলা দেখা দেবে। সত্য কথা বল, তা হলে তোমার পরামর্শ সঠিক হবে। পরামর্শ দাতাদের নিকট কোনো বিষয় গোপন রেখো না, নতুবা দায়িত্ব তোমার ওপর এসে পড়বে। রাতে সাথীদের সাথে আলাপ কর, তা হলে বিভিন্ন বিষয় অবগত হতে পারবে এবং অনেক গোপন বিষয়ের সংবাদ পাবে। নিরাপত্তা রক্ষীর সংখ্যা অধিক করে তাদেরকে বাহিনীর মধ্যে ছড়িয়ে দাও এবং কোনো কোনো সময় তাদের অজ্ঞাতে হঠাৎ করে তাদের পাহারার স্থানে গিয়ে পরিস্থিতি যাচাই করো। তাদেরকে কর্তব্য কাজে গাফিল দেখলে ভালোভাবে সতর্ক করে দাও এবং সামান্য পরিমাণ শাস্তিও দাও। রাতে তাদের দায়িত্ব পালাক্রমে বন্টন করে দাও। প্রথম পালা দ্বিতীয় পালার চেয়ে দীর্ঘ করবে। কেননা এটা দিনের সাথে জড়িত বলে অধিক সহজ হবে। অপরাধীকে শাস্তি প্রদানে দয়া প্রদর্শন করবে না। শাস্তির ব্যাপারে অধিক কালক্ষেপণ করবে না এবং তাড়াহুড়াও করবে না। স্বীয় বাহিনীর ব্যাপারে গাফিল হবে না, নতুবা তুমি তাদেরকে খারাপ করে ফেলবে। আর তাদের খোঁজ-খবর নিতে গিয়ে চর নিয়োগ করো না। কেননা এরূপ করা হলে তুমি তাদেরকে লাঞ্ছিত করবে। লোকদের গোপন তথ্য জানার চেষ্টা করবে না। তাদের বাহ্যিক অবস্থাকে মেনে নেবে। বেকার ও অকর্মণ্য লোকদের সাথে বসবে না। সত্যবাদী লোকদের সাথে ওঠাবসা করবে। সাহসিকতার সাথে যুদ্ধ করবে, দুর্বলতা প্রদর্শন করবে না। নতুবা লোকজন

তোমাকে দুর্বল মনে করবে। খিয়ানাত থেকে বেঁচে থেকো। কেননা খিয়ানাত দারিদ্র্যের কারণ হয়ে থাকে। এমন- লোকদের সাথে তোমার সাক্ষাত হবে, যারা উপাসনালয়ে বসে আছে, তোমরা তাদেরকে তাদের অবস্থার ওপর ছেড়ে দেবে।"[৮৯]

এটি একটি অতীব গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশনা। এতে শাসক ও দায়িত্বশীল লোকদের জন্য রয়েছে বহু শিক্ষণীয় বিষয়। যেমন-

- ❖ কর্মদক্ষতা ও সুকর্মই হলো শাসনক্ষমতা অর্জন এবং তাতে স্থায়িত্ব ও পদোন্নতি লাভের মানদণ্ড।
- ❖ তাকওয়াই হলো কর্মে সাফল্য অর্জনের একমাত্র চালিকা শক্তি।
- ❖ স্বজনপ্রীতি একটি চরম জাহিলী মানসিকপ্রবণতা। এটি মানুষকে সত্যচ্যুত ও বিপথগামী করে।
- ❖ সংক্ষিপ্ত উপদেশ অধিক উপকারী ও কার্যকর ভূমিকা রাখে।
- ❖ দায়িত্বশীল লোকদের আত্মসমালোচনা ও সংশোধন অধীনস্থদের চরিত্র সংশোধনের জন্য একটি বড় উপলক্ষ।
- ❖ ঐকান্তিকতা ও পূর্ণ বিনয় সহকারে রীতিমতো সালাত আদায় করা আত্মিক প্রশান্তি লাভ ও বিপদে দৃঢ়তা অর্জনের জন্য একটি বড় মাধ্যম।
- ❖ শত্রুবাহিনীর দূতদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন ও মানবিক আচরণ ইসলামী চরিত্রের একটি বিরাট বৈশিষ্ট্য।
- ❖ শত্রুবাহিনীর দূতদের প্রতি সদা সজাগ দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন, যাতে তারা মুসলিমদের কোনো গোপন বিষয় কিংবা দুর্বলতা সম্পর্কে জানতে না পারে।
- ❖ গোপন বিয়ষগুলো রক্ষার প্রতি মনোযোগী হওয়া উচিত। তা না হলে গোটা পরিকল্পনাই ভণ্ডুল হতে পারে।
- ❖ পরামর্শদাতার নিকট বাস্তব বিষয়গুলো নিখুঁতভাবে তুলে ধরা উচিত। এক্ষেত্রে কোনোরূপ গোপনীয়তা রক্ষা কিংবা মিথ্যার আশ্রয় গ্রহণ করা উচিত নয়।
- ❖ অধীনস্থদের সার্বক্ষণিক খোঁজ-খবর রাখা এবং তাদের প্রতিটি সমস্যার সামর্থ্যানুযায়ী সমাধানের চেষ্টা করা প্রয়োজন।
- ❖ সৈন্যদের নিশ্ছিদ্র প্রহরার ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। তা ছাড়া সময়ে সময়ে প্রহরীদের তদারকিও করা উচিত।
- ❖ শান্তি-শৃঙ্খলা ভঙ্গকারী কিংবা দায়িত্বে অবহেলাকারীদের ন্যায়ানুগ শাস্তির ব্যবস্থা করা প্রয়োজন।
- ❖ অধিনায়ককে তাঁর দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্বন্ধে সদাসচেতন থাকতে হবে। তবে কারো দোষত্রুটি বের করার জন্য পেছনে লেগে থাকা মোটেই সমীচীন নয়।

---

৮৯. ইবনুল আছীর, *আল-কামিল*, খ.২,পৃ.৩৯০

- ❖ অধিনায়ককে সর্বদা সত্যপরায়ণ, ন্যায়নিষ্ঠ ও বুদ্ধিমান লোকদের সাহচর্যে থাকতে চেষ্টা করা উচিত। স্বার্থপর ও বাজে লোকদেরকে প্রশ্রয় দেয়া সমীচীন নয়।
- ❖ অধিনায়ককে সবার চেয়ে বেশি সাহসিকতা, ধৈর্য ও দৃঢ়তার পরিচয় দিতে হবে, যাতে অধীনস্থদের মধ্যে কোনোরূপ হতাশা সৃষ্টি হতে না পারে।
- ❖ গানীমাতের সম্পদ আত্মসাৎ করা থেকে বিরত থাকতে হবে।

খ. শুরাহ্‌বীল ইবনু হাসানাহ (রা.)-এর বাহিনী

ইয়াযীদ (রা.)-এর বাহিনী রওয়ানা হবার তিনদিন পর আবূ বাকর (রা.) শুরাহ্‌বীল (রা.)-এর বাহিনীটি বিদায় দেন এবং তাঁকেও ইয়াযীদ (রা.)-এর মতো একই রূপ উপদেশ প্রদান করেন। তদুপরি তাঁকে আরো কয়েকটি বিষয়ে সতর্ক করেন। তিনি বলেন,

....وَأُوْصِيْكَ بِخِصَالٍ أَغْفَلْتُ ذَكْرَهُنَّ لِيَزِيْدَ، أُوْصِيْكَ بِالصَّلَاةِ فِي وَقْتِهَا، وَبِالصَّبْرِ يَوْمَ الْبَأْسِ حَتَّى تَظْفُرَ، أَوْ تُقْتَلَ، وَبِعِيَادَةِ الْمَرْضَى وَبِحُضُوْرِ الْجَنَائِزِ، وَذِكْرِ اللهِ كَثِيراً عَلَى كُلِّ حَالٍ.

-"আমি তোমাকে আরো কয়েকটি বিষয়ে উপদেশ দিচ্ছি, যেগুলো ইয়াযীদকে বলতে আমি ভুলে গিয়েছিলাম। সময় মতো সালাত আদায় করবে, যুদ্ধের সময় ধৈর্য ধরবে, যে যাবত না তুমি বিজয়ী হবে কিংবা শাহাদাত বরণ করবে, রুগ্ন ব্যক্তিদের সেবা-শুশ্রূষা করবে, জানাযায় উপস্থিত হবে এবং সর্বাবস্থায় বেশি বেশি আল্লাহর যিকর করবে।"[৯০]

তাঁর বাহিনীর সৈন্য সংখ্যা ছিল তিন থেকে চার হাজার। আবূ বাকর (রা.) তাঁকে প্রথমে তাবূক ও বালকা'র দিকে, অতঃপর বুসরার দিকে গমন করতে নির্দেশ দেন।

শুরাহ্‌বীল (রা.) খালীফার নির্দেশ অনুযায়ী প্রথমে বালকা'য়, অতঃপর বুসরায় গিয়ে পৌঁছেন। পথে তিনি কোনোরূপ বাধার সম্মুখীন হননি। বুসরায় পৌঁছে তিনি দীর্ঘ সময় ধরে তা অবরোধ করে রাখেন; কিন্তু জয়লাভ করতে পারেননি।

গ. আবূ 'উবাইদাহ ইবনুল জাররাহ (রা.)-এর বাহিনী

এরপর আবূ বাকর (রা.) আবূ 'উবাইদাহ (রা.)-এর বাহিনী শাম অভিমুখে প্রেরণ করেন। তাঁকে হিম্‌স বিজয়ের দায়িত্ব দেয়া হয়। তাঁর সৈন্য সংখ্যাও ছিল তিন

---

৯০. আযদী, *ফুতূহুশ শাম*, পৃ.১৫

থেকে চার হাজার। তিনি মাদীনা থেকে বের হয়ে ওয়াদিউল কুরা, হিজর, যাতু মানার ও যীযাহ্ প্রভৃতি জায়গা অতিক্রম করে মা'মু'ওয়াব নামক জনপদে গিয়ে পৌঁছেন। এখানে শত্রুদের সাথে তাঁর প্রথম যুদ্ধ হয়। এ যুদ্ধে শত্রুরা পরাস্ত হয়ে সন্ধি করে। এটিই ছিল শামে সর্বপ্রথম চুক্তির ঘটনা। অতঃপর তিনি জাবিয়াহ্ অভিমুখে অগ্রসর হন।

ঘ. 'আমর ইবনুল 'আস (রা.)-এর বাহিনী

সেনাপতি 'আমর ইবনুল 'আস (রা.) বিদ্রোহীদের দমন করার পর কুদা'আহ নামক স্থানে অবস্থান করছিলেন তাঁকে জিজ্ঞেস করা হয়, এখন তুমি কি বিশ্রাম নেবে, নাকি যুদ্ধে চালিয়ে যেতে চাও? তিনি লিখে জানান, "আমীরুল মু'মিনীন, আমি হলাম ইসলামের তূণে তীর বিশেষ। আপনি হচ্ছেন তীরন্দাজ। আপনি আপনার খুশি মতো যে দিকে ইচ্ছা তা ছুঁড়বেন।"[৯১] অতএব তাঁকেও মাদীনায় আগমনের নির্দেশ প্রদান করা হয়। অতঃপর আবূ বাকর (রা.) তাঁর নেতৃত্বে একটি শক্তিশালী বাহিনী দক্ষিণ শামে ফিলিস্তিন অভিমুখে প্রেরণ করেন। তাঁর সৈন্য সংখ্যা ছিল ছয় থেকে সাত হাজার। এটি ছিল মাদীনা থেকে শাম অভিমুখে প্রেরিত সর্বশেষ বাহিনী।

এভাবে খালীফার নির্দেশ অনুযায়ী চারজন সেনাপতিই নিজ নিজ বাহিনী নিয়ে গন্তব্যস্থানের দিকে রওয়ানা হলেন। ইয়াযীদ (রা.) দিমাশকে, শুরাহবীল (রা.) বালকায়, 'আমর ইবনুল 'আস (রা.) ফিলিস্তিনের আইলায় এবং আবূ 'উবাইদাহ (রা.) হিমসের জাবিয়ায় পৌঁছে শিবির স্থাপন করলেন।

এ দিকে আবূ বাকর (রা.) এ চারটি বাহিনী প্রেরণ করে কিছুটা নিশ্চিন্ত হলেন। কেননা এ যুদ্ধে গমনকারী সৈন্যবাহিনীর একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য হলো, এ বাহিনীতে ইয়ামান ও হিজাযের প্রখ্যাত বীর ও যুদ্ধপ্রিয় গোত্রসমূহ ছাড়াও বাদর ও উহুদ যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী নেতৃস্থানীয় সাহাবা কিরাম অংশগ্রহণ করেছিলেন, যাঁদের সাহায্যার্থে আল্লাহ তা'আলা আসমান থেকে ফেরেশতা বাহিনী নাযিল করেছিলেন। এ ধরনের সাহাবীর সংখ্যা ঐতিহাসিকগণ তিন শত পর্যন্ত বর্ণনা করেছেন।

উল্লেখ্য, আবূ বাকর (রা.)-এর খিলাফাত কালে শামে যে সকল যুদ্ধবিগ্রহ সংঘটিত হয়েছিল, এগুলোর কালক্রম সঠিক করে বলা মুশকিল। বিশেষ করে দিমাশক, আজনাদাইন ও ইয়ারমুক যুদ্ধগুলোর মধ্যে কোনটি কখন ঘটেছিল, তা নিশ্চিত করে বলা অসম্ভব। আরব ঐতিহাসিকগণ এ সম্পর্কিত যে বর্ণনাগুলো নকল করেছেন, তা এতোই

---

৯১. তাবারী, *তারীখুল উমাম ওয়াল মুলূক*, খ.২,পৃ.৩৩২; ইবনু কাছীর, *আল-বিদায়াতু ওয়ান নিহায়াতু*, খ.৭, পৃ.৫

অবিন্যস্ত ও জটিল যে, তা থেকে কোনো সঠিক ও চূড়ান্ত উত্তর বের করে আনা সম্ভব নয়। কোনো কোনো ঐতিহাসিকের মতে, আবূ বাকর (রা.)-এর জীবদ্দশায় দিমাশক বিজিত হয়, তারপর ঘটে আজনাদাইন ও ইয়ারমুকের যুদ্ধ। ইয়ারমুক যুদ্ধ যখন চলতে থাকে, তখন আবূ বাকর (রা.)-এর মৃত্যু হয়। আজনাদাইন ও দিমাশক যুদ্ধ আগে, না ইয়ারমুকের যুদ্ধে আগে- তা নিয়েও মতভেদ আছে। প্রফেসর হিট্টি বলেন, ইয়ারমুকের যুদ্ধ 'উমার (রা.)-এর আমলে হিজরী ১৫/৬৩৬ খি. সনে সংঘটিত হয় এবং এ সময় তিনি খালিদ (রা.)কে পদচ্যুত করেন। এরপর আবূ 'উবাইদাহ (রা.)-এর নেতৃত্বে দিমাশক বিজিত হয়। কিন্তু স্যার উইলিয়াম মুর ও গিবনের মতে, এ সকল যুদ্ধ আবূ বাকর (রা.)-এর খিলাফাত কালেই সংঘটিত হয়। আমি আরব ঐতিহাসিকগণের বিভিন্ন গ্রন্থকে সামনে রেখে শামের ঘটনাগুলোকে একটি বিশেষ পদ্ধতিতে বিন্যস্ত করতে চেষ্টা করেছি, যা থেকে ঘটনার শৃঙ্খলা বজায় থাকে।

শাম অভিমুখে খালিদ ইবনু সা'ঈদ (রা.)-এর যাত্রা ও পরাজয়

ইতঃপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে, খালিদ ইবনু সা'ঈদ (রা.) প্রথম থেকেই তাইমা' নামক স্থানে নিয়োজিত ছিলেন। আবূ বাকর (রা.) তাঁকে অনুমতি ব্যতীত যুদ্ধে লিপ্ত হতে কড়াভাবে নিষেধ করেছিলেন। অতএব যখন তিনি সীমান্তে রোমান সৈন্যদের বিরাট আয়োজনের তোড়জোড় প্রত্যক্ষ করেন, তখন তিনি আবূ বাকর (রা.)-এর নিকট রোমানদের ওপর আক্রমণ চালাবার অনুমতি চেয়ে পত্র লিখেন। এ সময় আবূ বাকর (রা.) শাম অভিযানে সৈন্য প্রেরণের কাজে ব্যস্ত ছিলেন। তিনি খালিদ ইবনু সা'ঈদ (রা.)কে লিখেন, "তোমাকে সামনে অগ্রসর হওয়ার অনুমতি দেয়া গেল। কিন্তু খবরদার, কখনো রাজ্যের অভ্যন্তরীণ পথে গমন করবে না। নতুবা শত্রু তোমার পেছনের দিক থেকে আক্রমণ করতে পারে।"[৯২]

খালিদ ইবনু সা'ঈদ (রা.)-এর সৈন্যসংখ্যা ছিল সামান্য; সাথে ছিল সীমান্তের বেদুইন গোত্রসমূহের একটি দল। ওদিকে এদেরই মুকাবিলার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিল রোমানদের একটি বিরাট বাহিনী। শত্রুর সংখ্যাধিক্য দেখে মুজাহিদগণ ভীত হননি; বরং শত্রুদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্য অধৈর্য হয়ে ওঠলেন। খালিদ ইবনু সা'ঈদ (রা.) খালীফার নির্দেশ পাওয়া মাত্র কালবিলম্ব না করে সীমানা অতিক্রম করে গেলেন। সীমান্তে প্রহরী রোমান সৈন্যরা মুজাহিদ বাহিনীকে সীমানা অতিক্রম করতে দেখে ভয়ে পালিয়ে যায়। খালিদ ইবনু সা'ঈদ (রা.) সামনে অগ্রসর হতে থাকেন। সীমান্ত রক্ষীবাহিনীকে

---

৯২. তাবারী, *তারীখুল উমাম ওয়াল মুলূক*, খ.২, পৃ.৫৮৭

পশ্চাদপসরণ করতে দেখে রোমানরা আরো অধিক আয়োজন ও প্রস্তুতি গ্রহণ করতে লাগলো।

খালীফা খালিদ (রা.) থেকে এ সংবাদ পেয়ে তাঁকে নির্দেশ দিলেন, সামনের দিকে অগ্রসর হতে থাক; কিন্তু আক্রান্ত না হওয়া পর্যন্ত আক্রমণ করো না। 'কামতান' নামক স্থানে রোমানগণ তাদের বাধা দিলো বটে; কিন্তু পরাজিত হয়ে পালিয়ে যেতে বাধ্য হলো। খালিদ ইবনু সা'ঈদ (রা.) আবার অগ্রসর হতে লাগলেন। সামনে রোমানদের বিরাট বাহিনী অপেক্ষা করছে- এ সংবাদ পেয়ে খালিদ (রা.) খালীফার নিকট সাহায্যকারী সৈন্য চেয়ে পাঠালেন। ইতোমধ্যে সাহায্যকারী বাহিনী মাদীনা থেকে রওয়ানা হয়ে গিয়েছিল।

আবূ বাকর (রা.) খালিদ ইবনু সা'ঈদ (রা.)-এর সাহায্যার্থে 'আমর ইবনুল 'আস ও ওয়ালীদ ইবনু 'উকবাহ (রা.)কে পাঠালেন। ওয়ালীদ 'আমরের পূর্বে খালিদ (রা.)-এর নিকট পৌঁছে মাদীনা থেকে আরো সৈন্য তাঁর সাহায্যার্থে রওয়ানা হয়েছে বলে সংবাদ দেন। এ সংবাদ পেয়ে খালিদ (রা.) অত্যন্ত খুশি হলেন। নিজে একাকী রোমানদেরকে পরাজিত করার গৌরব অর্জনের জন্য ওয়ালীদকে সাথে নিয়ে রোমান সেনাপতি বাহানের বিরাট বাহিনীকে আক্রমণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন। বাহান ছিলেন সে সময়ের প্রখ্যাত ও অভিজ্ঞ যোদ্ধা। রোমান সেনাপতি খালিদ (রা.)-এর অভিপ্রায় বুঝতে পারলেন। তিনি খালিদ (রা.)কে বাধা না দিয়ে দিমাশকের দিকে রওয়ানা হলেন। তখন খালিদ (রা.) সেনাবাহিনী নিয়ে অভ্যন্তরে ঢুকে পড়েন ও তার পশ্চাদ্ধাবন করেন। তাঁর ইচ্ছা ছিল ওয়াকূসাহ ও দিমাশকের মধ্যবর্তী মারহুস সাফার নামক স্থানে গিয়ে বিশ্রাম নেবেন এবং সে স্থানটিকেই সেনা ছাউনিতে পরিণত করবেন। কিন্তু বাহানের ঐ পশ্চাৎমুখিতা প্রকৃতপক্ষে যুদ্ধের কূট-কৌশল ছাড়া কিছু ছিল না। অথচ এ জাতীয় বিপদ সম্বন্ধে আবূ বাকর (রা.) তাঁকে পুনঃ পুনঃ সাবধান করেছিলেন; কিন্তু গৌরব অর্জনের মোহে খালীফার উপদেশ ভুলে বসলেন। খালিদ ইবনু সা'ঈদ (রা.) যে মাত্র বুহাইরা-ই তাবারিয়্যার পূর্ব দিকস্থ মারহুস সাফারের নিকটবর্তী হন, অমনি বাহান হঠাৎ রাস্তা পরিবর্তন করে মুসলিম বাহিনীকে পেছনের দিক থেকে এমনভাবে ঘিরে ফেলে যে, তখন খালিদ (রা.)-এর পেছনে ফিরে যাওয়ার কোনো সুযোগই বাকি ছিল না। খালিদ ইবনু সা'ঈদ (রা.)-এর পুত্র সা'ঈদ পিতার দল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে মুসলিমদের একটি দলের সাথে বাইরে অবস্থান করছিলেন। বাহান সুযোগ পেয়ে তাদের সবাইকে হত্যা করেন।

খালিদ ইবনু সা'ঈদ (রা.) একদিকে আপন পুত্রের মর্মান্তিক মৃত্যু এবং অপর দিকে নিজেকে শত্রু কর্তৃক বেষ্টিত দেখে এতোই ভীত-সন্ত্রস্ত হন যে, 'ইকরামার হাতে সৈন্যদের ভার ছেড়ে দেন এবং নিজে যুদ্ধক্ষেত্র ত্যাগ করে মাদীনার নিকটবর্তী যুল

মারওয়াহ নামক স্থানে ফিরে এসে বিশ্রাম গ্রহণ করেন। আবূ বাকর (রা.) এটা অবগত হয়ে অত্যন্ত মর্মাহত হন এবং খালিদ ইবনু সা'ঈদ (রা.)কে এ মর্মে পত্র লিখেন যে, "যা হবার হয়ে গেছে। তুমি মাদীনায় প্রবেশ করো না। তুমি যেখানে আছো, সেখানেই অবস্থান কর।" খালীফা আশঙ্কা করছিলেন যে, মাদীনাবাসী যদি জানতে পারে যে, খালিদ (রা.) দলত্যাগ করে ফিরে এসেছেন, তা হলে শাম অভিযানে গমনেচ্ছু মুজাহিদগণের মনোবল হ্রাস পেয়ে যেতে পারে। আবূ বাকর (রা.) পত্রে এটাও বলেন যে, "যদি আমি খালিদ ইবনু সা'ঈদ (রা.) সম্পর্কে 'উমার ও 'আলী (রা.)-এর মতামত মেনে নিতাম, তা হলে এ দিন আমাকে প্রত্যক্ষ করতে হতো না।"[৯৩] উল্লেখ্য যে, 'উমার ও 'আলী (রা.) দু'জনেই শামে খালিদ (রা.)-এর নিয়োগের বিরোধিতা করেছিলেন এবং তাকে পদচ্যুত করার দাবি জানিয়েছিলেন।[৯৪]

এ দিকে 'ইকরামাহ ও যুল কিলা' সুকৌশলে মুজাহিদ বাহিনীকে অদ্ভুত নৈপুণ্য বলে অক্ষত অবস্থায় শাম সীমান্তে পৌঁছে একটি সুরক্ষিত স্থানে আশ্রয় নিলেন এবং মাদীনা থেকে সাহায্য আসার অপেক্ষায় দিন গুণতে লাগলেন।

বিভিন্ন ফ্রন্টে রোমান বাহিনী নিয়োগ

রোম সম্রাট যখন জানতে পারলেন যে, মুসলিম বাহিনীগুলো শাম সীমান্তে চলে এসেছে এবং তারা চারভাগে বিভক্ত হয়ে চার জায়গায় হামলার করার পরিকল্পনা করেছে, তখন তিনি সাথে সাথে ব্যাপকভাবে নিজের বাহিনীকে সুসজ্জিত করেন। তিনিও চেয়েছিলেন যে, মুসলিম বাহিনীকে কোনো একটি রণাঙ্গণে একত্রিত হতে না দেওয়া। যেহেতু তাদের অসংখ্য সৈন্য ছিল, মুসলিম বাহিনী বিভিন্ন রণাঙ্গনে বিভক্ত হয়ে থাকলে তাদের সাথে মুকাবিলা করতে সক্ষম হবে না। এ প্রেক্ষিতে রোম সম্রাট প্রথমে হিম্‌স আগমন করেন। সেখানে শামের একটি বিরাট দুর্গ ছিল। তিনি সেখানে নিজের সৈন্যদের বিন্যস্তকরণ এবং তাদের আসবাবপত্র, অস্ত্র-শস্ত্র প্রভৃতি সরবরাহের কাজে আত্মনিয়োগ করেন। যখন এ কাজ সম্পন্ন হয়, তখন তিনি মুসলিমদের চারটি বাহিনীর সাথে পৃথক পৃথকভাবে মুকাবিলার করার জন্য তাঁর বাহিনীকে নিম্নলিখিত চারটি ভাগে বিভক্ত করেন।

ক. নব্বই হাজার বীর যোদ্ধার সমন্বয়ে গঠিত বিশাল এক বাহিনী 'আমর ইবনু আস (রা.)-এর মুকাবিলা করার জন্য ফিলিস্তিনের দিকে প্রেরণ করা হয়। ঐ বাহিনীর নেতৃত্বে ছিলেন রোম সম্রাটের সহোদর থিউডর। এ নব্বই হাজারের মুকাবিলায় 'আমর ইবনুল 'আস (রা.)-এর সৈন্য সংখ্যা সাত/আট হাজারের অধিক ছিল না।

---

৯৩. তাবারী, *তারীখুল উমাম ওয়াল মুলূক*, খ.২, পৃ.৫৮৯
৯৪. তাবারী, *তারীখুল উমাম ওয়াল মুলূক*, খ.২, পৃ.৫৮৬, ৫৮৯

খ. ষাট হাজার সৈন্যের সমন্বয়ে গঠিত দ্বিতীয় বাহিনী আবূ 'উবাইদাহ (রা.)-এর সাথে মুকাবিলার জন্য হিমস অভিমুখে প্রেরণ করা হয়। ঐ দলের নেতৃত্বে ছিলেন পিটার। এ ষাট হাজারের মুকাবিলায় আবূ 'উবাইদাহ (রা.)-এর সৈন্য সংখ্যাও সাত/আট হাজারের অধিক ছিল না।

গ. চল্লিশ হাজার সৈন্যের সমন্বয়ে গঠিত তৃতীয় দলটি সারজীসের নেতৃত্বে ইয়াযীদ ইবনু সুফইয়ান (রা.)-এর বিরুদ্ধে মুকাবিলা করার জন্য দিমাশকে প্রেরণ করা হয়।

ঘ. পঞ্চাশ হাজার সৈন্যের সমন্বয়ে গঠিত চতুর্থ দলটি দারাকুসের নেতৃত্বে শুরাহ্বীল ইবনু হাসানাহ (রা.)-এর মুকাবিলা করার জন্য জর্দানের দিকে প্রেরণ করা হয়।

এভাবে রোম সম্রাট তাঁর চারজন সেনাপতির অধীনে সর্বমোট দু লাখ চল্লিশ হাজার সৈন্য মুসলিমদের মুকাবিলার উদ্দেশ্য প্রেরণ করলেন। অথচ মুসলিমদের বাহিনী চতুষ্টয়ের সর্বমোট সৈন্য ছিল সর্বোচ্চ ত্রিশ হাজারের কাছাকাছি। এ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, রোম সম্রাট হিরাক্লিয়াস মুসলিমদের মূলোচ্ছেদ করার জন্য কতো বিরাট আয়োজন করে রেখেছিলেন। কোনো কোনো ঐতিহাসিক লিখেছেন যে, হিরাক্লিয়াস ব্যক্তিগতভাবে মুসলিমদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে আগ্রহী ছিলেন না। তিনি যুদ্ধ পরিহার এবং যতটা সম্ভব মুসলিমদের সাথে কোনোরূপ দ্বন্দ্বে না গিয়ে থাকতে চাইতেন; কিন্তু এ বিষয়ে তাঁর সভাসদ, মন্ত্রীবর্গ, সেনাপতিগণ ও গভর্ণরদের মধ্যে কেউ তাঁর সাথে ঐকমত্য পোষণ করেননি। তাঁরা সকলেই আরবদেশ আক্রমণ করার জন্য উদগ্রীব ছিলেন। অন্য কথায় হিরাক্লিয়াস যুদ্ধ করতে না চাইলেও রোমান পরিপূর্ণরূপে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত ছিল। সুতরাং রোমানদের প্রধান হিসেবে হিরাক্লিয়াসকে সব ধরনের উদ্যোগ ও আয়োজন একজন বুদ্ধিমান ও অভিজ্ঞ পরিচালকের মতোই করতে হয়েছিল।

ইয়ারমুকে[৯৫] মুসলিম বাহিনীগুলোর জমায়েত

মুসলিম সেনাপতিগণ যদিও পরস্পর থেকে পৃথক হয়ে যাত্রা করেছিলেন; কিন্তু আবূ বাকর (রা.)-এর নির্দেশ অনুযায়ী তাঁরা পারস্পরিক খবরাখবর আদান-প্রদানের ব্যবস্থা চালু রেখেছিলেন। শাম সীমান্তে প্রবেশ করার পর যখন তাঁরা জানতে পারলেন যে, প্রতিটি মুসলিম বাহিনীর মুকাবিলায় তার আটগুণ রোমান সৈন্য সব রকম অস্ত্র-শস্ত্রে সুসজ্জিত হয়ে আগমন করেছে, তখন তাঁদের মনে কিছুটা আশঙ্কার সৃষ্টি হয়। তখন

---

৯৫. ইয়ারমুক প্রকৃতপক্ষে শামের দক্ষিণ-পূর্ব প্রান্তে অবস্থিত একটি ক্ষুদ্র নদীর নাম, যা হুরানের পাহাড় থেকে প্রবাহিত হয়ে বিভিন্ন পাহাড়ের মধ্য দিয়ে জর্ডান নদী ও মৃত সাগরে পতিত হয়েছে।

একদিকে তাঁরা খালীফা আবূ বাকর (রা.)কে এ সংবাদ প্রদান করলেন, অপরদিকে তাঁরা এক জায়গায় একত্রিত হয়ে শত্রুর মুকাবিলা করা সমীচীন মনে করলেন। খালীফা রোমান সৈন্যের বিপুল সংখ্যাধিক্য ও প্রস্তুতির কথা শুনে সেনাপতিদের নিকট লিখে পাঠান, "তোমরা সকলেই একত্রিত হয়ে একটি সম্মিলিত বাহিনী তৈরি কর। তোমরা সংখ্যায় অল্প হলেও চিন্তা করো না। তোমরা তোমাদের সামর্থ্য নিয়ে যুদ্ধে অবতীর্ণ হও। তোমরা আল্লাহর দীনের সাহায্যকারী। তাই তিনি অবশ্যই তোমাদের সাহায্য করবেন।"[৯৬] এরপর চারজন সেনাপতিই নিজ নিজ বাহিনী নিয়ে ইয়ারমুকের এক জায়গায় সমবেত হন।

ইয়ারমুকে মুসলিম ও রোমান বাহিনীর মুখোমুখি অবস্থান

ওদিকে রোম সম্রাট দেখলেন যে, মুসলিম বাহিনী চতুষ্টয় এক জায়গায় জমায়েত হয়েছেন, তখন তিনিও তাঁর সেনাপতি চতুষ্টয়কে এক জায়গায় জমায়েত হয়ে মুসলিম বাহিনীর মুকাবিলা করার নির্দেশ দেন। রোমান বাহিনী চতুষ্টয় একত্রিত হয়ে ইয়ারমুক নদীর অপর পারে ওয়াকূসাহ[৯৭] নামক এমন এক বিস্তীর্ণ নিম্ন এলাকায় তাঁবু ফেললো, যা পেছনের দিকে থেকে পাহাড় ও সামনের দিক থেকে পানি বেষ্টিত ছিল। এ সময় দু লাখ চল্লিশ হাজার রোমান বাহিনীর প্রধান সেনাপতি ছিলেন থিউডর। বাহিনীর অগ্রভাগে ছিলেন সারজীস, ডানে ও বামে বাহান ও দারাকুস এবং রণাঙ্গনের দায়িত্বশীল ছিলেন পিটার। মুসলিম বাহিনী এপারে খোলা ময়দানে পড়েছিল, যা অবস্থানগত দিক থেকে অনেকটা সুবিধাজনক ছিল। বলতে গেলে রোমানরা একটা সংকীর্ণ স্থানের মধ্যে একপ্রকার অবরুদ্ধ হয়ে পড়েছিল। তাদের সামনে যে পথটি ছিল তার ওপর মুসলিম বাহিনী অবস্থান গ্রহণ করেছিল। সুতরাং এ কুদরাতী অবস্থা প্রত্যক্ষ করে 'আমর ইবনুল 'আস (রা.) খুবই খুশি হলেন এবং বললেন, "শত্রুরা বেড়াজালে আটকা পড়েছে, আর কেউ বেড়াজালে আটকা পড়লে বাঁচতে পারে না।" কিন্তু তাঁরা নিজেদের সংখ্যাল্পতার দরুন রোমানদের ওপর আক্রমণের সাহস করতে পারছিলেন না। ওদিকে এক প্রাকৃতিক প্রাচীরে ঘেরা রোমান বাহিনীও বাইরে বের হয়ে মুসলিমদের ওপর আক্রমণ করতে দ্বিধা করছিল। এভাবে উভয় পক্ষ দু মাস বসে দিন কাটালো। ঠিক এ সময়ে খালিদ (রা.) তাঁর সৈন্যদল নিয়ে মুসলিম বাহিনীতে যোগ দিলেন।

সেনাপতি রূপে খালিদ ইবনুল ওয়ালীদ (রা.)-এর শাম যাত্রা

ইয়ারমুকে মুসলিম ও রোমান বাহিনী হিজরী ত্রয়োদশ সনের সফর, রাবী'উল

---

৯৬. তাবারী, *তারীখুল উমাম ওয়াল মুলূক*, খ.২,পৃ.৫৯০
৯৭. মতান্তরে দাকূসাহ বা ইয়াকূসাহ

আউয়াল ও রাবী'উছ ছানীর কিছু অংশ পরস্পর মুখোমুখি হয়ে থাকে। এ সময় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র যুদ্ধ ছাড়া উন্মুক্তভাবে কোনো যুদ্ধ সংঘটিত হয়নি। সেনাপতিগণ আবূ বাকর (রা.)কে সম্যক অবস্থা অবহিত করে অতিরিক্ত সাহায্য চেয়ে পত্র লিখেন। আবূ বাকর (রা.) এ সংবাদ জেনে চিন্তিত হয়ে পড়েন। তবে তাঁর এ কথা বুঝতে দেরি হয়নি যে, সৈন্য বলের অভাব নয়; অভাব হচ্ছে দৃঢ় মনোবল, রণকৌশল ও সুদক্ষ সেনাপতিত্বের। সেনাপতিদের একজনের মধ্যেও এ সকল যোগ্যতা পূর্ণভাবে ছিল না। 'আমর ইবনুল 'আস (রা.) চিন্তাশীল ও সুবিবেচক ছিলেন বটে; কিন্তু সমরবিশারদ ছিলেন না। আবূ 'উবাইদাহ (রা.) ছিলেন শান্ত ও ধীর প্রকৃতির। সর্বোপরি ঐক্য ও সংহতির অভাবে সৈন্যদের কোনো চেষ্টাই আশানুরূপ ফলপ্রসূ হচ্ছিল না। ইতোমধ্যে আবূ বাকর (রা.) দেখেছেন যে, খালিদ ইবনুল ওয়ালীদ (রা.) পারসিক বাহিনীকে কিভাবে পরাভূত করে এক বিশাল এলাকা পারস্য সাম্রাজ্য থেকে ছিনিয়ে এনেছিলেন। অতএব, তিনি মনে করলেন যে, এ ভয়াবহ অবস্থায় সার্থকভাবে রোমানদের মুকাবিলা করার জন্য খালিদ ইবনুল ওয়ালীদ (রা.)-এর চেয়ে উপযুক্ত লোক আর কেউ নেই। তিনিই পারবেন মুসলিম সৈন্যদের মধ্যে সেই ঐক্য, সংহতি ও দৃঢ় মনোবল ফিরিয়ে আনতে। কাজেই তিনি তৎক্ষণাৎ ইরাকে মুছান্না ইবনু হারিছাহ (রা.)কে নিজের স্থলাভিষিক্ত নিযুক্ত করে খালিদ ইবনুল ওয়ালীদ (রা.)কে অর্ধেক সৈন্য নিয়ে শাম গমন করতে নির্দেশ দেন।

এদিকে খালিদ ইবনুল ওয়ালীদ (রা.) যদিও হীরায় অবস্থান করে পারস্যের রাজধানী মাদা'য়িন আক্রমণের পরিকল্পনা করছিলেন; কিন্তু খালীফার নির্দেশের কারণে শামের রণাঙ্গনের গুরুত্ব তাঁর কাছে বেড়ে যায়। এমতাবস্থায় তাঁর শাম রওয়ানা হওয়া ছাড়া গত্যন্তর ছিল না। তিনি ইরাকের মুজাহিদ বাহিনী থেকে বেছে বেছে অর্ধেক সৈন্য (অর্থাৎ নয় হাজার)[৯৮] সাথে নিয়ে শাম অভিমুখে যাত্রা করেন।

এখানে একটি চমকপ্রদ বিষয় হলো, এ সফরে খালিদ (রা.) এক অসম্ভবকে সম্ভব করে তোলেন। তিনি দেখতে পেলেন, তাঁর সামনে রয়েছে দুস্তর মরুভূমি। কাজেই তিনি কী করে এ বন্ধুর পথ অতি দ্রুত অতিক্রম করে শামের রণ-প্রান্তরে উপস্থিত হবেন, এটি তাঁর চিন্তার বিষয় হয়ে দাঁড়াল। মরুভূমির উত্তর দিক দিয়ে যাওয়ার পথ আছে বটে; কিন্তু সে পথে যাওয়া তিনি সঙ্গত মনে করলেন না। কারণ সে পথে বহু বিদ্রোহী গোত্রের বাস এবং একাধিক বাইজেন্টাইন দুর্গ অবস্থিত। কাজেই তিনি এক কঠিন সিদ্ধান্ত নিলেন।

---

৯৮. শামে রওয়ানা হবার সময় খালিদ (রা.)-এর সাথে কতজন সৈন্য ছিল তা নিয়ে ঐতিহাসিকগণের বিভিন্ন মত দেখা যায়। অধিকাংশের মতে নয় হাজার, তবে কারো কারো মতে ছয় হাজার, আবার কেউ আটশত, কেউ ছয় শত, আবার কেউ পাঁচ শতও বলেছেন। (ইবনুল আছীর, *আল-কামিল..*, খ.২,পৃ.৩৯১) ঐতিহাসিক বালাযুরী (রাহ.) আটশত থেকে পাঁচশত সংখ্যা উল্লেখ করেছেন। (বালাযুরী, *ফুতূহুল বুলদান*, পৃ.১১৬)

উত্তর দিক দিয়ে না গিয়ে তিনি দক্ষিণ দিক দিয়ে অতর্কিতে শত্রুসেনার পশ্চাদ্ভাগে অথবা পার্শ্বদেশে উপস্থিত হতে মনস্থ করলেন। এ উদ্দেশ্যে তিনি এক নতুন পথ ধরে অগ্রসর হলেন। দূমাতুল জান্দালে পৌঁছে তিনি কোন্ পথ দিয়ে অগ্রসর হবেন সে বিষয়ে তাঁর সহচরদের সাথে পরামর্শ করলেন। রাফি' ইবনু 'উমাইরাহ আত-তা'ঈ (রা.) নামক জনৈক বেদুঈন পথপ্রদর্শককেও পরামর্শসভায় ডাকা হলো। রাফি' (রা.) বললেন, একটি মাত্র পথ আছে, তবে সে পথ সম্পূর্ণ জনশূন্য, পাঁচ দিনের মধ্যে সে পথে কোথাও পানি পাওয়া যাবে না। কোনো দ্রুতগামী অশ্বারোহীও সে পথ ধরে চলতে সাহস করে না। অমনি খালিদ (রা.) বলে ওঠলেন, সে পথ ধরেই আমরা যাবো। রাফি' (রা.) পুনরায় পথের দুর্গমতা ও বিপদের কথা স্মরণ করিয়ে দেন। তখন খালিদ (রা.) উত্তর দিলেন, "আল্লাহর অনুগ্রহ এবং দৃঢ় সংকল্প থাকলে কোনো পথই দুর্গম নয়, কোনো পথই বিপদসঙ্কুল নয়।" এ কথা সকলের মনে প্রেরণা সঞ্চার করলো। তাঁরা সকলে একবাক্যে বলে ওঠলেন, নিশ্চয়ই আমরা এ পথ ধরেই যাবো। তখন রাফি' (রা.) বললেন, তা হলে এক কাজ করুন। যতগুলো উট পারেন, জড়ো করুন। অনেকক্ষণ তাদের পানি পান করতে দেবেন না। তারপর প্রত্যেক উটকে পেট পুরে পানি পান করানোর পর তাদের কান ও মুখ বন্ধ করে দিন, যাতে তারা জাবর কাটতে না পারে। প্রত্যেক মঞ্জিলে পৌঁছে দশটি করে উট জবাই করবেন এবং তাদের উদরস্থ পানি ঘোড়াগুলোকে খেতে দেবেন।

এ কঠিন বিপদ মাথায় নিয়ে সকলেই যাত্রা করলেন। পঞ্চম দিনে তাঁরা দুস্তর মরুভূমির ভেতর এসে পড়লেন। এখানে এসে তাঁদের পানি পাওয়ার কথা ছিল; কিন্তু আশেপাশে কোথাও পানির চিহ্নমাত্র দেখা গেল না, এদিকে সমস্ত উটের পেটের পানিও পাঁচ দিনে নিঃশেষ হয়ে গেছে। নিজেদের জন্য মশকে করে যে পানি আনা হয়েছিল, তাও ফুরিয়ে গেছে। একবিন্দু পানিও আর সৈন্যদের নিকট অবশিষ্ট ছিল না। বেদুঈন রাফি' (রা.) নানা দিক সন্ধান করে এসে বললো, আশেপাশে জঙ্গলে জাম জাতীয় একপ্রকারের ফল গাছ আছে। সে ফল খেলে কিছুটা তৃষ্ণা নিবারিত হয়। কাজেই সে গাছের সন্ধান করা যেতে পারে। যদি তাও পাওয়া না যায়, তবে আর আমাদের জীবন ধারণের কোনোই আশা নেই। তখন সৈন্যরা চারদিকে সে গাছের অনুসন্ধানে বের হলো। এ সময় তাঁরা একটি গুপ্ত পথের সন্ধান পেয়ে উল্লসিত হয়ে ওঠলো। সেখানে খুঁড়ে প্রচুর পানি পাওয়া গেল। এভাবে মুসলিম সৈন্যরা নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা পেল। খালিদ (রা.)-এর সাথে এ কঠিন সফরের বর্ণনা দিতে গিয়ে জনৈক সৈন্য বলেন,

لله عينا رافعٍ أنى اهتدى ... فوز من قراقرٍ إلى سوى

خمساً إذا ما سارها الجيش بكى ... ما سارها قبلك إنسيٌّ أرى

-"আল্লাহর কী মহিমা! রাফি'র প্রদর্শিত দুটি প্রস্রবণ আমি খুঁজে পেয়েছি। আমি

প্রথমে ফাওয়ায থেকে কারাকির, তারপর সাওয়াতে এসে পৌঁছেছি। ইতোমধ্যে পাঁচটি দিন সৈন্যবাহিনী এভাবে কেঁদে কেঁদে পথ অতিক্রম করলেন যে, ইতঃপূর্বে কোনো মানুষকেই আমি এরূপ কেঁদে কেঁদে পথ চলতে দেখিনি।"[৯৯]

এ ঘটনা থেকে এ কথাই প্রমাণিত হয় যে, সুদক্ষ সেনাপতিগণ কোনো বিপদেই মুষড়ে পড়েন না। তাঁরা যে কোনো পরিস্থিতিতে উদ্দেশ্যে পৌছার জন্য আল্লাহর ওপর ভরসা করে দৃঢ় মনোবল নিয়ে সম্মুখ পানে অগ্রসর হন।

খালিদ ইবনুল ওয়ালীদ (রা.) পঞ্চম দিনে সাওয়া নামক স্থানে পৌছেন এবং বুঝতে পারেন যে, এখন তিনি শাম সীমান্তের নিকটে চলে এসেছেন। পরদিন সকালে তিনি নিকটবর্তী বসতিসমূহে অতর্কিত আক্রমণ করে চতুর্দিকে আতঙ্ক সৃষ্টি করলেন। অতঃপর আরো অগ্রসর হয়ে তাদমুর আক্রমণ করে তা দখল করে নেন। এরপর তিনি তাদমুর থেকে ছানিয়্যাতুল 'উকাব[১০০] এবং সেখান থেকে মারজা রাহিত (مرج راهط) নামক স্থানে পৌছেন। দিমাশক থেকে পনের মাইল দূরে অবস্থিত মারজা রাহিত ছিল খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বী গাসসানীদের একটি বিরাট কেন্দ্র। খালিদ (রা.) হামলা চালিয়ে তাদেরকে পরাজিত করেন।

শাম যুদ্ধে খালিদ (রা.) কি প্রধান সেনাপতি ছিলেন

খালিদ (রা.) ইরাক থেকে যে অর্ধেক সৈন্য নিয়ে শাম আক্রমণ করেছিলেন, তিনি কেবল তাঁদেরই সেনাপতি ছিলেন, না নিজের বাহিনীসহ শামে অবস্থিত সকল মুজাহিদ বাহিনীর অধিনায়ক ছিলেন? এ নিয়ে ঐতিহাসিকগণের মধ্যে মতবিরোধ দেখা যায়। কোনো কোনো ঐতিহাসিকের ধারণা হলো, খালিদ (রা.)কে শুধু শামে যুদ্ধরত মুসলিম বাহিনীকে সাহায্য করার জন্য প্রেরণ করা হয়েছিল। তাঁকে সেখানে প্রধান সেনাপতি নিয়োগ করা হয়নি। ঐতিহাসিক তাবারী (রাহ.)-এর মতে, খালিদ (রা.) কেবল ইরাক থেকে তাঁর সাথে আগত মুজাহিদ বাহিনীরই সেনাপতি ছিলেন। শুধু ইয়ারমুকের যুদ্ধের দিন সঙ্কটময় অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে মুজাহিদ বাহিনীর সেনাপতিগণের সাথে পরামর্শক্রমে তিনি মাত্র এক দিনের জন্য সর্বাধিনায়কের পদ গ্রহণ করেছিলেন।

এ ধারণা সঠিক নয়। কেননা শামের রণাঙ্গনে মুসলিম বাহিনীতে যে অভাব ছিল তা হলো খালিদ (রা.)-এর মতো বিজ্ঞ সেনাপতিরই অভাব। আর সে অভাব পূরণের জন্য

---

৯৯. ইবনু কাছীর, *আল-বিদায়াতু ওয়ান নিহায়াতু*, খ.৭, পৃ.১০; ইবনুল আছীর, *আল-কামিল..*, খ.১,পৃ. ৩৯১

১০০. 'উকাব ছিল রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর একটি পতাকার নাম, যা তিনি খালিদ (রা.)কে দান করেছিলেন। এখানে পৌছে খালিদ (রা.) পতাকাটি স্থাপন করেছিলেন বলে এ জায়গাটির নাম হয়ে যায় 'ছানিয়্যাতুল 'উকাব'। (হামাভী, *মু'জামুল বুলদান*, খ.১,পৃ.৪৫৫)

খালিদ (রা.)কে ইরাক থেকে শামে যাওয়ার নির্দেশ দেয়া হয়েছিল। বালাযুরী, আযদী ও ওয়াকিদী (রাহ.) প্রমুখ ঐতিহাসিকের বর্ণনা থেকে বুঝা যায় যে, আবূ বাকর (রা.) শামে অবস্থানকারী সকল মুজাহিদ বাহিনীর ওপর প্রধান সেনাপতি করেই খালিদ (রা.)কে ইরাক থেকে শামে পাঠিয়েছিলেন।[১০১] এ মর্মে তিনি আবূ 'উবাইদাহ ও খালিদ (রা.)-এর নিকট পৃথক পৃথক দুটি পত্রও লিখেছেন।

শামের যুদ্ধক্ষেত্রে রোমানরা একের পর এক বিরাট বিরাট বাহিনী নিয়ে সমবেত হতে থাকলে আবূ 'উবাইদাহ (রা.) তাঁর বর্তমান কর্তব্য সম্বন্ধে খালীফার নির্দেশ চেয়ে বারংবার পত্র লিখতে লাগলেন। এতে খালীফা বিরক্ত হয়ে খালিদ (রা.)কে শামে পাঠাতে মনস্থ করেন এবং একটি পত্র তাঁকে লিখলেন,

... أَمَّا بَعْدُ، فَإِنِّي قَدْ وَلَّيْتُكَ عَلَى جُيُوشِ الْمُسْلِمِيْنَ، وَأَمَرْتُكَ بِقِتَالِ الرُّومِ، وَأَنْ تُسَارِعَ إِلَى مَرْضَاةِ اللهِ عز وجل وَقِتَالِ أَعْدَاءِ اللهِ، وَكُنْ مِمَّنْ يُجَاهِدُ فِي اللهِ حَقَّ جِهَادِهِ ...، وَقَدْ جَعَلْتُكَ الْأَمِيْرَ عَلَى أَبِي عُبَيْدَةَ وَمَنْ مَعَهُ.

-" ... আমি তোমাকে মুসলিম সৈন্যবাহিনীর অধিনায়ক নিযুক্ত করলাম এবং তোমাকে রোমানদের সাথে লড়াই করতে নির্দেশ দিচ্ছি। আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের মহান মানসে তুমি দ্রুত আল্লাহর শত্রুদের সাথে লড়াই করতে অগ্রসর হও এবং সে সকল লোকের মধ্যে শামিল হও, যারা আল্লাহর পথে মরণ-পণ লড়াই করে।... আমি তোমাকে আবূ 'উবাইদাহ ও তাঁর সাথীদের ওপর আমীর নিযুক্ত করলাম।"[১০২]

আবূ বাকর (রা.) পত্রটি নাজম ইবনু মুকাদ্দাম আল-কিনানীর মাধ্যমে খালিদ (রা.)-এর নিকট পাঠান। আর একই সময় তিনি আবূ 'উবাইদাহ (রা.)কে লিখে পাঠালেন,

أَمَّا بَعْدُ، فَإِنِّي قَدْ وَلَّيْتُ خَالِداً قِتَالَ الرُّومِ بِالشَّامِ، فَلَا تُخَالِفْهُ وَاسْمَعْ لَهُ وَأَطِعْ أَمْرَهُ. فَإِنِّي وَلَّيْتُهُ عَلَيْكَ وَأَنَا أَعْلَمُ أَنَّكَ خَيْرٌ مِنْهُ، وَلَكِنْ ظَنَنْتُ أَنَّ لَهُ فِطْنَةً فِي الْحَرْبِ لَيْسَتْ لَكَ، أَرَادَ اللهُ بِنَا وَبِكَ سَبِيْلَ الرَّشَادِ...

"রোমানদের সাথে চূড়ান্ত যুদ্ধ করার জন্য আমি খালিদ ইবনুল ওয়ালীদ (রা.)কে প্রধান সেনাপতি করে শামে পাঠালাম। তুমি তাঁর বিরোধিতা করো না; বরং সর্বান্তকরণে তাঁর নির্দেশ মান্য করে পূর্ণ উদ্যমে আল্লাহর পথে জিহাদ কর। এ কথা আমার অজানা নয় যে, দীনী মর্যাদার প্রেক্ষিতে তোমার শান খালিদ (রা.)-

---

১০১. ওয়াকিদী, *ফুতূহুশ শাম*, খ.১, পৃ.১৫
১০২. ওয়াকিদী, *প্রাগুক্ত*, খ.১, পৃ.২২; শারকাভী, *আস-সিদ্দীক আওয়াউলুল খুলাফা'*, পৃ.১৬৯

এর চেয়ে অনেক উর্ধ্বে। কিন্তু যুদ্ধবিদ্যায় খালিদ (রা.) যতটা পারদর্শী, তুমি ততটা নও। আল্লাহ আমাদের সকলকে সরল-সঠিক পথে চলার তাওফীক দান করুন! ..."

খালীফার পত্র পাওয়া মাত্রই খালিদ ইবনুল ওয়ালীদ (রা.) আবূ 'উবাইদাহ (রা.)কে লিখেছিলেন,

فقد آتاني كتاب خليفة رسول الله يأمرني فيه بالمسير إلى الشام، وبالمقام على جندها والتولّي على أمرها والله ماطلبت ذلك ولا أردته، ولاكتبت إليه فيه، وأنت رحمك الله على حالك الذي كنت به: لايُعصَى في أمرك ولايخالف رأيك، ولايقطع أمر دونك، فأنت سيد من سادات المسلمين لاينكر فضلك، ولايستغنى عن رأيك، تمّم الله مابنا وبك من نعمة الإحسان ورحمنا وإياك من عذاب النار.

-"খালীফা আমাকে একটি পত্র লিখে শামে গমন করতে এবং সেখানে পৌঁছে সেখানকার প্রধান সেনাপতির পদ গ্রহণ করতে নির্দেশ দিয়েছেন। আল্লাহর শপথ, আমি কোনো দিন কোনো প্রকারে খালীফাকে এ বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিতও করিনি এবং এরূপ ইচ্ছাও করিনি। এমন কি এ কথা কোনো দিন আমার কল্পনায়ও আসেনি। আমি আপনাকে নিশ্চয়তা দিচ্ছি যে, আপনি আজ যে মর্যাদার পদে অধিষ্ঠিত রয়েছেন, ভবিষ্যতেও আমার দৃষ্টিতে আপনি সে মর্যাদায় থাকবেন। আমি কখনো আপনার কোনো নির্দেশ অমান্য করবো না, আপনার পরামর্শ ছাড়া কোনো সময় কোনো কাজ করবো না। আপনি মুসলিম জাতির একজন সর্বজনীন বরেণ্য নেতা। এতে কোনো মুসলিমের দ্বিমত নেই। আল্লাহ তা'আলা অজস্র ধারায় আমাদের সকলের প্রতি তাঁর দয়া বর্ষণ করুন এবং জাহান্নামের শাস্তি থেকে আমাদেরকে রক্ষা করুন!"[১০৩]

১. ইয়ারমুকের যুদ্ধ

খালিদ ইবনুল ওয়ালীদ (রা.) হিজরী ত্রয়োদশ সনের রাবী'উছ ছানীতে ইয়ারমুকে মুজাহিদ বাহিনীর সাথে এসে মিলিত হন। তিনি এসেই প্রথমে একজন অভিজ্ঞ সেনাধ্যক্ষ হিসেবে গোটা পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করলেন। তিনি দেখলেন যে, রোমান সেনাপতি মুসলিমদেরকে আক্রমণের উদ্দেশ্যে তাঁর সমস্ত সেনাদলকে একত্রিত করেছেন।

---

১০৩. হামীদুল্লাহ, *মাজমূ'আতুল ওয়াছা'য়িকুস সিয়াসিয়্যাহ,* পৃ.৩৯২-৩

অপরদিকে মুজাহিদ বাহিনীগুলোর নেতৃবৃন্দের কেউ অপর কোনো নেতার অধীনতা স্বীকার করতে সম্মত নন। প্রত্যেকেই নিজের বাহিনী নিয়ে পৃথকভাবে যুদ্ধ করার জন্য প্রস্তুত হয়ে রয়েছেন। রণকৌশলী খালিদ (রা.) ভাবলেন যে, শত্রুরা সংখ্যায় মুজাহিদগণের চেয়ে বহুগুণে বেশি। এমতাবস্থায় পৃথক পৃথকভাবে আক্রমণ করলে শত্রুর দল মুজাহিদ বাহিনীগুলোর ভেতরে প্রবেশ করে এক দলকে অন্য দল থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলবে এবং চতুর্দিক থেকে বেষ্টন করে নিঃশেষ করে দেওয়ার সুযোগ পাবে। অতএব, তিনি সেনাপতিগণকে একত্রিত করে পরামর্শ দিলেন,

إن هذا يوم من أيام الله لا ينبغي فيه الفخر ولا البغي، أخلصوا جهادكم وأريدوا الله بعملكم، فإن هذا يوم له ما بعده، ولا تقاتلوا قوماً على نظام وتعبية وأنتم متساندون؛ فإن ذلك لا يحل ولا ينبغي، وإن من وراءكم لو يعلم علمكم حال بينكم وبين هذا، فاعملوا فيما لم تؤمروا به بالذي ترون أنه رأي من واليكم ومحبته.

"আজকের দিনটি আল্লাহ তা'আলার দিনসমূহের মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ দিন। আজকের এ দিনটি নেতৃত্বের গর্বে গর্বিত হবার দিনও নয় এবং অন্যের অবাধ্য হওয়ার দিনও নয়। তোমরা একনিষ্ঠভাবে একমাত্র আল্লাহ তা'আলাকে খুশি করার জন্য জিহাদ কর। স্মরণ রাখতে হবে যে, আজকার দিনটি এতো গুরুত্বপূর্ণ যে, এর পরেও আরো কঠিন দিন আসবে। অতএব, তোমরা পৃথক পৃথক থেকে কোনো সুবিন্যস্ত ও সুশৃঙ্খল জাতির বিরুদ্ধে লড়াই করো না। কেননা এরূপ করা বৈধও নয়, সমীচীনও নয়। তদুপরি তোমাদের এ পার্থক্যের কথা শত্রুপক্ষের লোকেরা জানতে পারলে তারা তোমাদের মধ্যে প্রবেশ করে প্রত্যেকটি দলকে পৃথক পৃথকভাবে বেষ্টন করে ফেলবে। অতএব, খালীফা তোমাদেরকে একত্রিত হয়ে এক নায়কের অধীনে থেকে যুদ্ধ করতে যে নির্দেশ দিয়েছেন, তোমরা তা-ই মেনে চল।"[১০৪]

সেনাপতিগণ খালিদ (রা.)কে জিজ্ঞেস করলেন, আপনার কী অভিমত? তিনি পরামর্শ দিলেন, শুধু একজন নেতাই হবেন। আর অবশিষ্ট সকল নেতাই তাঁর নির্দেশ মেনে চলবেন। সে প্রধান সেনাপতির সেনাপতিত্ব শুধু আজকের দিনের জন্যই হবে। এ কথার ওপর সকলেই সে দিনের জন্য খালিদ (রা.)কে প্রধান সেনাপতি হিসেবে মেনে নেন।

---

১০৪. তাবারী, *তারীখুর রুসুল ওয়াল মুলূক*, খ.২, পৃ. ২০৫; ইবনু কাছীর, *আল-বিদায়াতু ওয়ান নিহায়াতু*, খ.৭,পৃ.১১

তখন খালিদ (রা.) এক সম্পূর্ণ অভিনব প্রণালীতে সমগ্র সেনাবাহিনীকে সজ্জিত করলেন। সমস্ত সৈন্যকে তিনি ৪০টি দলে বিভক্ত করে প্রত্যেক দলের ওপর একজন বিশিষ্ট বীর যোদ্ধাকে অধিনায়ক করে দিলেন। এতে অল্প সংখ্যক সৈন্যদল বিস্তৃত হয়ে দ্বিগুণাকার ধারণ করলো। আরব বীর নারীদেরকে সেনাদলের পশ্চাতে রাখা হলো। তীর, ধনু ও বর্শা নিয়ে তারা প্রস্তুত ছিলেন। কোনো মুসলিম সৈন্য হটে আসলে তাকে প্রেরণা দিয়ে কিংবা আঘাত করে সামনের দিকে ঠেলে দেওয়াই ছিল তাদের কাজ। দিরার (রা.)-এর বোন খাওলা বিনতুল আযওয়ার ও আবূ সুফইয়ানের কন্যা জুওয়াইরাহ (রা.)কে এ নারী বাহিনী পরিচালনার দায়িত্বে নিয়োজিত করা হয়। মধ্যভাগে সৈন্যদের আঠারোটি ইউনিট ছিল। এগুলোর ভার দেওয়া হলো আবূ 'উবাইদাহ, 'ইকরামাহ ও কা'কা' ইবনু 'আম্‌র (রা.)-এর ওপর। দক্ষিণ ভাগে ইউনিট ছিল সৈন্যদের ১০টি। এখানে রইলেন শুরাহবীল ও 'আমর ইবনুল 'আস (রা.)। আর বাম দিকেও সৈন্যদের ১০টি ইউনিট ছিল। এগুলোর ভার দেওয়া হলো ইয়াযীদ ইবনু আবী সুফইয়ান (রা.)কে। বৃদ্ধ আবূ সুফইয়ান (রা.)ও এ যুদ্ধে শামিল হয়েছিলেন। তাঁকে দেওয়া হলো সৈন্যদের মনে উৎসাহ ও প্রেরণা দেয়ার ভার। মিকদাদ ও আবুদ দারদা (রা.) হলেন কুর'আনের কারী। তাঁরা ঘুরে ঘুরে লোকদেরকে সূরা আল আনফাল ও জিহাদের আয়াতগুলো পড়ে শুনাতেন।[১০৫]

উভয় পক্ষ যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হলো। খালিদ (রা.) সৈন্যদেরকে যথাযথ সজ্জিত করার পর কা'কা' ইবনু 'আমর এবং 'ইকরামাহ ইবনু আবী জাহল (রা.)কে অগ্রসর হয়ে যুদ্ধ আরম্ভ করতে নির্দেশ দিলেন। সাথে সাথে বীর মুজাহিদগণ কাফিরদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন। ঠিক এ মুহূর্তে একটি আশ্চর্যজনক ঘটনা ঘটলো। রোমান সেনাপতি থিওডরের পুত্র জর্জ (রা.) এগিয়ে এসে খালিদ ইবনুল ওয়ালীদ (রা.)-এর সাথে ইসলাম সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ আলাপ করলেন।[১০৬]

---

১০৫. তাবারী, *তারীখুর রুসুল ওয়াল মুলূক,* খ.২, পৃ. ২০৬; ইবনু কাছীর, *আল-বিদায়াতু ওয়ান নিহায়াতু,* খ.৭,পৃ.১১; ইবনুল আছীর, *আল-কামিল..*, খ.১,পৃ.৩৯২

১০৬. জর্জের সাথে খালিদ (রা.)-এর আলাপের ঘটনাটি হলো- জর্জ যুদ্ধক্ষেত্রের সম্মুখভাগে এসে বলতে লাগলেন খালিদ, কোথায়? তিনি এসে আমার সাথে সাক্ষাত করুন! এ আহ্বানে খালিদ (রা.) তৎক্ষণাৎ সাড়া দিলেন। আবূ 'উবাইদাহ (রা.)-এর ওপর যুদ্ধ চালনার ভার দিয়ে তিনি জর্জের দিকে অগ্রসর হলেন। উভয়ের সাক্ষাত হলে জর্জ খালিদ (রা.)কে বলেন, "আমাকে সত্য কথা বলুন। মিথ্যা বলবেন না। স্বাধীন মানুষেরা মিথ্যা কথা বলে না। আমার সাথে প্রতারণা করবেন না। কারণ মহৎ ব্যক্তিরা কাকেও প্রতারিত করেন না। আমি জানতে চাই যে, সত্যই আপনাদের রাসূল আল্লাহর নিকট থেকে কোনো তরবারি পেয়েছেন কি না? যার শক্তি বলে আপনি অবলীলাক্রমে সমস্ত যুদ্ধেই জয় লাভ করে চলেছেন।" খালিদ (রা.) উত্তর দিলেন, "না।" জর্জ জিজ্ঞাসা করলেন, "তা হলে আপনাকে 'আল্লাহর তরবারি' বলা হয় কেন?" খালিদ (রা.) উত্তর দিলেন, "সর্বশক্তিমান আল্লাহ তা'আলা তাঁর রাসূল মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)কে আমাদের মধ্যে পাঠিয়েছেন। তিনি দীন ইসলাম প্রচার করেছিলেন; কিন্তু আমরা প্রথমত কেউ তাঁর কথায় কর্ণপাত করিনি; বরং বিরুদ্ধাচরণ করেছিলাম। আমিও তাঁর ও তাঁর দীনের ঘোর বিরোধী ছিলাম। ধীরে ধীরে আমাদের মধ্যে কেউ কেউ ইসলাম গ্রহণ করতে

খালিদ (রা.)-এর আলোচনায় মুগ্ধ হয়ে তিনি তৎক্ষণাৎ ইসলাম গ্রহণ করলেন।

যখন এ কথা জানাজানি হয়ে গেল যে, রোমান সেনাপতি থিউডরের পুত্র জর্জ মুসলিমদের পক্ষে যোগদান করেছেন, তখন শত্রুরা ক্ষিপ্ত হয়ে সমবেতভাবে মুসলিমদেরকে আক্রমণ করলো। খালিদ ও জর্জ (রা.) যখন শিবির থেকে বের হলেন, তখন দেখলেন যে, রোমান সৈন্যরা আরবদের ব্যূহ ভেদ করে অনেক দূরে চলে এসেছে। খালিদ (রা.) তখন চিৎকার করে আরব সৈন্যদেরকে আহ্বান করলেন। খালিদ (রা.)-এর কণ্ঠস্বরে অমনি মুসলিম সৈন্যদের প্রাণে বিদ্যুৎ খেলে গেল। তাঁরা তীব্র বেগে প্রতি-আক্রমণ করে রোমানদের হটিয়ে দিলেন। খালিদ (রা.) নিজেও তুমুল যুদ্ধে লিপ্ত হয়ে পড়লেন। আর জর্জ তাঁর পার্শ্বে দাঁড়িয়ে রোমানদের বিরুদ্ধে লড়াই করলেন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, কিছুক্ষণ যুদ্ধ করার পর তিনি শাহাদাত বরণ করলেন।

রোমান বাহিনীকে পেছনে হটতে দেখে খালিদ (রা.) তাঁর বাহিনীকেও সামনে অগ্রসর হয়ে আক্রমণ করতে আদেশ প্রদান করলেন। ‘ইকরামাহ (রা.)-এর বাহিনীর চাপ

শুরু করলো। কিন্তু বিরোধীরা তখনও প্রবল বাধা দিতে লাগলো। অবশেষে আমাদের ওপর আল্লাহর করুণা বর্ষিত হলো। তিনি আমাদেরকে সত্য পথে চালিত করলেন। আমি যখন ইসলাম গ্রহণ করে শত্রুদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করলাম, তখন আমার শক্তি দ্বিগুণ বেড়ে গেল। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তখন আমার বীরত্বে মুগ্ধ হয়ে একদিন আমাকে ডেকে বললেন, “খালিদ, বিধর্মীদের বিলোপ সাধনে তুমি সত্যই আল্লাহর তরবারি।” সে থেকেই আমি ‘আল্লাহর তরবারি' রূপে পরিচিত।” জর্জ বললেন, “খালিদ, আপনি সত্য কথাই বলেছেন। এখন বলুন, ইসলামের মূল শিক্ষা কী?” খালিদ (রা.) বললেন, “ইসলামের মূল শিক্ষা হচ্ছে এই যে, একমাত্র আল্লাহ ছাড়া অন্য কেউ উপাস্য নেই এবং মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁর প্রেরিত রাসূল।” জর্জ জিজ্ঞেস করলেন, “যদি কেউ এ কথা বিশ্বাস না করে।” খালিদ (রা.) বললেন, “যারা এ কথা বিশ্বাস করবে না, তাদেরকে জিযইয়া দিতে হবে।” জর্জ জিজ্ঞেস করলেন, “যদি জিযইয়া দিতে কেউ অস্বীকার করে?” খালিদ (রা.) উত্তর দিলেন, “তা হলে আমরা তার সাথে লড়াই করবো।” জর্জ তখন জিজ্ঞেস করলেন, “কোনো বিধর্মী ইসলাম গ্রহণ করলে সমাজে তাকে কিরূপ স্থান দেয়া হয়?” খালিদ (রা.) বুঝিয়ে বললেন যে, সকল মুসলিমের মর্যাদা একই রূপ। সকলেই ভাই ভাই, চাই সে উচ্চ শ্রেণী হতে আসুক বা নিম্ন শ্রেণী হতে আসুক।” জর্জ তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, “আজ যদি কেউ ইসলাম গ্রহণ করে, তবে তার মর্যাদা কিরূপ হবে?” খালিদ (রা.) উত্তর দিলেন, “অন্যান্য মুসলিমের মতো সেও সমান অধিকার পাবে। অগ্র-পশ্চাতের দরুন কোনো তারতম্য ঘটবে না।” জর্জ তখন ব্যগ্র কণ্ঠে বললেন, “খালিদ, আপনি কি শপথ করে বলতে পারেন যে, আপনি সত্য ছাড়া মিথ্যা বলেননি এবং আমাকে প্রবঞ্চিত করেননি বা আমার মন ভুলাবার জন্য এ সব কথা বলেননি।” খালিদ (রা.) জবাব দিলেন, “আল্লাহর শপথ, আমি মিথ্যা কথা বলিনি।” জর্জ বললেন, “আমি বিশ্বাস করি, আপনি সত্য কথাই বলেছেন।” অতঃপর তাঁর ঢাল দূরে নিক্ষেপ করে তিনি খালিদ (রা.)কে বললেন, “আমাকে ইসলামে দীক্ষিত করুন!” খালিদ (রা.) তখন জর্জকে নিজ শিবিরে নিয়ে আসলেন এবং গোসল করানোর পর খালিদ (রা.) তাঁকে কালিমা শাহাদাত পড়ালেন, তারপর নিজে ইমাম হয়ে তাঁর সাথে দুরাক'আত সালাত আদায় করলেন।” (ইবনু কাছীর, *আল-বিদায়াতু..*, খ.৭,পৃ.১৬-৭; ,ইবনুল আছীর, *আল-কামিল..*, খ.১,পৃ.৩৯৩)

সহ্য করতে না পেরে রোমানরা পশ্চাদপসরণ করতে আরম্ভ করলো। এখন খালিদ (রা.)-এর বাহিনীর প্রচণ্ড আক্রমণে পরাজয় ও মৃত্যুর ছায়া তাদের চোখের সামনে ভাসতে লাগলো।

মুসলিম সেনাপতিদের বিস্ময়কর বীরত্ব মুসলিমদের সংখ্যাল্পতা সত্ত্বেও কোনো সৈন্যের অন্তরে হিম্মতহারা ও হতোদ্যম হওয়ার কল্পনা পর্যন্ত উদয় হতে দিলো না। উৎসাহ-উত্তেজনার অবস্থা এরূপ ছিল যে, মহিলারাও খুব সাহসিকতা ও তেজস্বিতার পরিচয় দিয়েছিলেন। তাঁরা পুরুষদের পাশে থেকে পুরুষদের মতো তরবারি চালিয়েছেন। আবূ সুফইয়ান (রা.) রাজায (রণসংগীত) পাঠ করে করে সৈন্যদের অন্তরে জোশ ও যুদ্ধের উন্মাদনা সৃষ্টি করছিলেন। 'ইকরামাহ (রা.) উচ্চকণ্ঠে বললেন, "কে আছো, আমার হাতে মৃত্যুর জন্য বাই'আত করবে? হয়তো আমরা শহীদ হয়ে যাবো, অথবা বিজয়ী বেশে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে ফিরে আসবো।" মিকদাদ (রা.) উচ্চকণ্ঠে সূরা আল আনফাল তিলাওয়াত করে মুসলিম যোদ্ধাদের মনে শাহাদাতের উদ্দীপনা সৃষ্টি করছিলেন। সেদিন খালিদ, আবূ 'উবাইদাহ, শুরাহবীল, 'আমর ইবনুল 'আস, হারিছ, দিরার ও জর্জ (রা.) প্রমুখ মুসলিম বীরগণ যে কীর্তি আঞ্জাম দিলেন, তা এক কথায় অতুলনীয় ছিল। সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত তরবারি ও খঞ্জর এবং তীর ও বর্শার ব্যবহার অতি তীব্র ও ক্ষিপ্রতার সাথে চালু ছিল। যুহর ও 'আসরের নামায মুজাহিদরা নিছক ইশারা-ইঙ্গিতেই যুদ্ধক্ষেত্রে যুদ্ধ করতে করতে আদায় করেছেন।

রোমানরাও দেশের স্বাধীনতা এবং নিজেদের জান-মাল ও 'ইযযাত রক্ষার্থে প্রাণপণে যুদ্ধ করছিল। এ দিনেই যুদ্ধের পরিসমাপ্তি ঘটাবার উদ্দেশ্যে দু পক্ষই প্রাণ হাতে রেখে যুদ্ধ করছিলেন। সূর্য অস্তমিত হলো; কিন্তু জয়-পরাজয়ের কোনো মীমাংসা হলো না। সূর্যাস্তের পর রোমানদের মধ্যে পরাজয়ের লক্ষণ পরিস্ফুট হয়ে ওঠলো। তারা সারা দিনের কষ্ট-ক্লেশে ক্লান্ত ও শ্রান্ত হয়ে মুসলিমদের মুকাবিলায় তিষ্টাতে পারলো না। পেছনে হটে পালিয়ে যাবার চেষ্টা করলো; কিন্তু পালাবার পথ পেলো না। তাদের পেছনের দিকে ছিল উঁচু উঁচু পাহাড়। আর সামনে যে দিকটা খোলা ছিল তা হলো ইয়ারমুক নদীর গভীর খাদ।

রণকুশলী খালিদ (রা.) মনে করলেন যে, রোমানদের কিছুসংখ্যক সৈন্যকে পালাবার সুযোগ দিলে মুজাহিদগণের বলবিক্রম দ্বিগুণ বৃদ্ধি পাবে। পক্ষান্তরে শত্রুদের অবশিষ্ট সৈন্যরা একেবারে হতাশ হয়ে পড়বে। সুতরাং তিনি তাঁদের বাহিনীকে এক পাশে সরিয়ে এনে রোমানদের জন্য পলায়নের রাস্তা করে দিতে আদেশ দিলেন। রাস্তা খোলাসা হয়েছে দেখতে পেয়ে রোমান বাহিনীর অশ্বারোহী সৈন্যগণ দ্রুত ঘোড়া দৌড়িয়ে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পালিয়ে প্রাণ রক্ষা করলো। ময়দান এখন অশ্বারোহী শূন্য। খালিদ (রা.) এই সুযোগে তাঁর পদাতিক বাহিনীকে গোটা শত্রু বাহিনীর ওপর মহাবিক্রমের সাথে ঝাঁপিয়ে

পড়তে আদেশ দিলেন। আদেশ পাওয়া মাত্রই মুজাহিদ বাহিনী ক্ষুধার্ত ব্যাঘ্রের মতো রোমানদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লো এবং অবিরত তাদেরকে নিহত করে চললো। রোমানদের পালাবার আর কোনো পথ রইলো না। কাজেই তারা বীর-মুজাহিদগণের তরবারি ও বর্শার আঘাত সহ্য করতে না পেরে পেছনের গিরি গহ্বরে গিয়ে পতিত হতে লাগলো এবং স্বেচ্ছায় প্রাণ বিসর্জন দিতে লাগলো। ওদিকে তাদের একটি বাহিনী, যাতে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পলায়ন করতে না পারে; বরং শেষ মুহূত পর্যন্ত যুদ্ধ করতে বাধ্য হয়, নিজেদের পায়ে বেড়ি লাগিয়ে নিয়েছিল। এ বাহিনীটি সমূলে ধ্বংস হলো। ঐতিহাসিকগণের মতে, ইয়ারমুক যুদ্ধে শত্রুপক্ষের নিহতের সংখ্যা এক লক্ষ বিশ হাজার। হিরাক্লিয়াসের ভাই থিওডর এবং আরো বহু সেনানায়ক ইয়ারমুকের ময়দানে নিহত হয়।

যে ময়দানে আজ সকালে দু লক্ষাধিক রোমান শত্রুসৈন্য পরিপূর্ণ ছিল; চব্বিশ ঘন্টা শেষ না হতেই তা সম্পূর্ণরূপে শত্রুশূন্য। এক রাতের ব্যবধানে অদ্ভুত পরিবর্তন ঘটে গেল। এটা দেখে আল্লাহ তা'আলার প্রতি কৃতজ্ঞতায় খালিদ (রা.)-এর দু চক্ষু অশ্রু প্লাবিত হয়ে ওঠলো। তিনি আল্লাহ তা'আলার শোকর আদায় করতে লাগলেন।

এ যুদ্ধে মুসলিমদের শহীদগণের সংখ্যাও নিতান্ত কম ছিল না। কোনো কোনো ঐতিহাসিক বলেছেন, তিন হাজার, আবার কেউ কেউ বলেছেন, বারো হাজার। এঁদের মধ্যে মুহাজির ও আনসার শ্রেণীর প্রধান প্রধান সাহাবা কিরাম এবং বহু বীর মুজাহিদও ছিলেন। এ যুদ্ধে 'ইকরামাহ ও তাঁর পুত্র 'আমর (রা.) যে অসাধারণ বীরত্বের পরিচয় দিয়েছিলেন, ইতিহাসে তার তুলনা নেই। চার শত বাছা বাছা বীরকে নিয়ে তিনি একটি স্বতন্ত্র দল গঠন করেছিলেন। তাঁরা প্রত্যেকেই মৃত্যুর শপথ নিয়ে যুদ্ধ করেছিলেন। এরা খালিদ (রা.)-এর সাথে রণক্ষেত্রের সম্মুখভাগে ছিলেন। এঁদের মধ্যে প্রায় সকলেই নিহত হন। যুদ্ধ শেষে খালিদ (রা.) আহত 'ইকরামাহ ও তাঁর পুত্র 'আমরকে নিজ শিবিরে নিয়ে আসলেন। তখন তাঁদের উভয়ের অবস্থা ছিল সঙ্কটজনক। খালিদ (রা.) পিতা ও পুত্রের মাথা নিজের জানুর ওপর রেখে অশ্রুসজল নয়নে তাঁদের মুখের ধুলিবালি মুছে দিলেন এবং একটু একটু করে পানি তাঁদের মুখে দিতে লাগলেন। এর একটু পরেই পিতা ও পুত্র জান্নাতবাসী হলেন। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজি'উন।

এ যুদ্ধে একটি চমকপ্রদ ঘটনা সংঘটিত হয়েছিল, যাকে আত্মত্যাগের চরম পরাকাষ্ঠা বলা যায়। ঘটনাটি হলো- ইয়ারমুক যুদ্ধক্ষেত্রে কয়েকজন মুজাহিদ শত্রুদের আঘাতে মারাত্মকভাবে আহত হয়ে মাটিতে পড়ে গিয়েছিলেন এবং তাঁরা পানি পানি বলে চিৎকার করছিলেন। এমন সময় প্রথমে একজন আহত মুজাহিদের নিকট পানি নিয়ে যাওয়া হলো। ঠিক সে মুহূর্তে তাঁর কাছে অপর একজন লোকের আর্তনাদ শুনা গেল। প্রথম লোকটি বললেন, ঐ লোকটির কাছে আগে নিয়ে যাও। দ্বিতীয় লোকটির কাছে গিয়ে পৌছলে আবার একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি হলো এবং সে মুমূর্ষাবস্থায়ও লোকটি নিজের

সাথীর প্রয়োজনকে অগ্রাধিকার দিলেন। এভাবে ষষ্ঠ ব্যক্তি পর্যন্ত একই অবস্থার পুনরাবৃত্তি ঘটলো এবং প্রত্যেকেই নিজের ওপর অন্যের প্রয়োজনকে অগ্রাধিকার দিতে লাগলেন। কিন্তু ষষ্ঠ ব্যক্তির কাছে গিয়ে দেখা গেলো, তাঁর জীবনপ্রদীপ ইতোমধ্যে নিভে গেছে। এভাবে প্রথম লোকটির কাছে ফিরে আসতে আসতে একে একে সবারই জীবনাবসান হলো এবং তাঁদের কারো পানি পান করার সুযোগ হলো না।[১০৭]

ইয়ারমুক যুদ্ধ রোম সম্রাট হিরাক্লিয়াসকে স্তম্ভিত করে দিয়েছিল। ইয়ারমুকের পলাতক সৈন্যরা যখন হিম্‌সে হিরাক্লিয়াসের নিকট- যেখানে তিনি যুদ্ধের ফলাফলের জন্য অপেক্ষা করছিলেন- পৌঁছলো, তখন তাঁর কয়েক লক্ষ লৌহ সৈনিকের মুষ্টিমেয় মুসলিমের হাতে তছনছ হওয়ার কথা শুনে হতভম্ব হয়ে পড়লেন এবং তৎক্ষণাৎ হিম্‌স থেকে রওয়ানা হয়ে অন্যত্র কোথাও চলে যান। যাওয়ার সময় এ নির্দেশ দিয়ে গেলেন যে, দিমাশক ও হিম্‌স শহরকে ভালোভাবে দুর্গবেষ্টিত ও সুদৃঢ় করতে হবে। বস্তুত হিরাক্লিয়াসের কোমর ইয়ারমুকেই ভেঙ্গে গিয়েছিল। এখন আরবের দিকে চোখ তুলে তাকাবার চাইতে রোমানদের চোখে স্বয়ং নিজেদের মৃত্যু ও ধ্বংসই ভেসে ওঠছিল।

উল্লেখ্য, ঐতিহাসিক তাবারী ও ইবনুল আছীর (রাহ.) প্রমুখের বর্ণনা অনুযায়ী ইয়ারমুকের ঘটনা আবূ বাকর (রা.)-এর খিলাফাত কালে আজনাদাইনের যুদ্ধের পূর্বেই সংঘটিত হয়েছে। আমিও তাঁদের অনুসরণ করেই ইয়ারমুকের ঘটনাটি এখানে উল্লেখ করলাম। কিন্তু ঐতিহাসিক আযদী, ওয়াকিদী ও বালাযুরী (রা.) প্রমুখের মতে, আবূ বাকর (রা.)-এর খিলাফাতকালে শামে যে বিরাট যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল তা হলো আজনাদাইনের যুদ্ধ। ইয়ারমুকের যুদ্ধ হিজরী ১৫ সনে 'উমার (রা.)-এর খিলাফাত কালে সংঘটিত হয়েছিল।

অনেক বিশ্লেষকের মতে, এ ক্ষেত্রে তাবারী ও ইবনুল আছীর (রাহ.) প্রমুখের মতের চাইতে অন্যান্য ঐতিহাসিকের মতটি অধিকতর গ্রহণযোগ্য। তাঁরা মনে করেন যে, প্রকৃত ঘটনা হলো, খালিদ (রা.) ইরাকে রওয়ানা হওয়ার পূর্বে রোম সম্রাট তার সেনাবাহিনীকে ইয়ারমুকের নিকটবর্তী ওয়াকুসাহ নামক স্থানে একত্রিত করেন। উদ্দেশ্য ছিল, এখানে একটি যুদ্ধের মাধ্যমে শামের ভাগ্য পরীক্ষা করা। মুসলিম ও রোমান বাহিনী প্রায় দু মাস পর্যন্ত পরস্পরকে সামনে রেখে সেখানে অবস্থান করেন। এ সময়ে সাধারণ বা ক্ষুদ্র আক্রমণ ছাড়া বিরাট আকারে কোনো যুদ্ধ হয়নি। আবূ বাকর (রা.) এ অবস্থা মুসলিমদের জন্য বিপজ্জনক বলে মনে করেন। তিনি ইরাকের রণাঙ্গন মুছান্নার হাতে সোপর্দ করে খালিদ (রা.)কে শাম অভিমুখে রওয়ানা হওয়ার নির্দেশ দেন। খালিদ (রা.) অবিলম্বে শামের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হন। পথিমধ্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র যুদ্ধ সংঘটিত হয় এবং খালিদ (রা.) তাতে জয় লাভ করে দক্ষিণ-পূর্ব দিক থেকে শামের সীমান্তে প্রবেশ করেন।

---

১০৭. ওয়াকিদী, *ফুতূহুশ শাম*, খ.১,পৃ.২৭-৮; ইবনু কাছীর, *আল-বিদায়াতু..*, খ.৭,পৃ.১৫

সেখানে তিনি উপলব্ধি করেন যে, রণকৌশলের দৃষ্টিতে ওয়াকূসাকে রণাঙ্গন রূপে নির্বাচন করা সঠিক হবে না। ইতঃপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, এ স্থানটি তিন দিকে পাহাড় বেষ্টিত ও একদিকে উন্মুক্ত ছিল। এটা প্রত্যক্ষ করে 'আমর ইবনুল 'আস (রা.) সন্তোষ প্রকাশ করে বলেছিলেন, এবার শত্রুরা অবরুদ্ধ হয়ে পড়েছে। এটি ছিল 'আমর ইবনুল 'আস (রা.)-এর ব্যক্তিগত অভিমত। কিন্তু অভিজ্ঞ খালিদ (রা.) জানতেন যে, শত্রুদেরকে এভাবে ঘেরাও করা, বিশেষ করে যখন তারা অত্যন্ত জাঁক-জমকের সাথে যাবতীয় আসবাবপত্র নিয়ে এসেছে- বুদ্ধিমত্তার কাজ হবে না; বরং শত্রুদের পলায়নের পথ খোলা রেখে যুদ্ধ করা উচিত। তাই খালিদ (রা.) প্রথমত ওয়াকূসার পরিবর্তে দিমাশক অভিমুখে রওয়ানা হন। এবার রোমানদের রাস্তা ওয়াকূসায় অবস্থানরত মুসলিম বাহিনী স্থানান্তরিত হওয়ায় রোমান বাহিনী আজনাদাইনে দুর্গ স্থাপন করে এবং সমস্ত সৈন্য সেখানে নিয়ে যায়। খালিদ (রা.) এ সম্পর্কে অবহিত হওয়ার পর দিমাশক ত্যাগ করে আজনাদাইনে চলে যান এবং এখানেই রোমানদের সাথে মুসলিমদের সবচেয়ে বড় যুদ্ধটি সংঘটিত হয়।

উপর্যুক্ত বক্তব্যের আলোকে উভয় বর্ণনার মধ্যে এভাবে সমতা বিধান করা যায় যে, প্রকৃতপক্ষে আবূ বাকর (রা.)-এর খিলাফাত কালে ইয়ারমুকের ইতিহাসখ্যাত বড় যুদ্ধটি সংঘটিত হয়নি; বরং সেখানে তখন উভয় পক্ষের সৈন্যের সমাবেশ হয়েছিল মাত্র। ঐ সময় শামের আজনাদাইনের যুদ্ধই ছিল সর্ববৃহৎ। ইয়ারমুকের যে ঘটনাকে ঐতিহাসিক তাবারী ও ইবনুল আছীর (রাহ.) আবূ বাকর (রা.)-এর খিলাফাতকালের বলে ইঙ্গিত করেছেন, তাতে ওয়াকূসার সৈন্য সমাবেশকেই ইয়ারমুকের যুদ্ধ মনে করা হয়েছে। প্রকৃত যুদ্ধের ওপর যাদের দৃষ্টি রয়েছে তারা ইয়ারমুককে হিজরী ১৫ সনের ঘটনা বলেই ইঙ্গিত করেছেন। আল্লাহ তা'আলাই ভালো জানেন।

২. বুসরা বিজয়

অতঃপর খালিদ (রা.) বুসরা হয়ে দিমাশকের দিকে যাত্রা করলেন। এ সংবাদ জানতে পেরে বুসরার গভর্ণর রোমান্‌স এক বিরাট সেনাদল নিয়ে মুসলিমদের সাথে যুদ্ধ করার উদ্দেশ্যে নগর থেকে বের হন। যুদ্ধ আরম্ভ হবার পূর্বে খালিদ (রা.) রোমান্‌সকে দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান করলেন। কিন্তু আরবদের শৃঙ্খলা, আড়ম্বরহীনতা, গাম্ভীর্য ও সহজ-সরল বেশভূষা দেখে তিনি অভিভূত হলেন। ইসলামের প্রতি তাঁর মনের অলক্ষ্যে অনুরাগ জন্মালো।[১০৮] তখন তিনি যুদ্ধ না করে নগরে ফিরে গেলেন এবং নগরবাসীকে মুসলিমদের

১০৮. ঐতিহাসিক ওয়াকিদীর বর্ণনা অনুযায়ী রোমান্‌স পূর্ববর্তী আসমানী কিতাবসমূহ সম্পর্কে জ্ঞান রাখতেন। একজন আরব নাবীর হাতে যে রোমানদের পতন হবে- এ কথা তিনি পূর্ব থেকেই জানতেন। এ কারণে তিনি যুদ্ধ না করে মুসলিমদের সাথে সন্ধি করতে চেয়েছিলেন এবং নিজে মুসলিম হওয়ার আশায় ছিলেন। (ওয়াকিদী, *ফুতূহুশ শাম*, খ.১,পৃ.২৫-৭)

সাথে সন্ধি করে নিতে পরামর্শ দিলেন; কিন্তু সেনানায়ক ও রাজ্যের প্রধানগণ তাঁর পরামর্শ গ্রহণ করলো না। অধিকন্তু তারা তাঁকে বিশ্বাসঘাতক ও কাপুরুষতার অভিযোগে বন্দী করে রাখলো এবং তাঁর স্থলে অন্য শাসনকর্তা নির্বাচন করে নিল। এ নব নির্বাচিত শাসনকর্তা ছিল অত্যন্ত তেজস্বী। সে নিজেই অস্ত্রে সজ্জিত হয়ে দুর্গের বাইরে এসে মুসলিমদের ওপর আক্রমণ করে বসলো। কিন্তু 'আবদুর রাহমান ইবনু আবী বাকর (রা.) রোমান সৈন্যদের মধ্যে সসৈন্যে ঢুকে পড়লেন এবং তুমুল যুদ্ধ চলতে লাগলো। অপর দিকে খালিদ ইবনুল ওয়ালীদ (রা.) নিজের বাহিনী নিয়ে বিপুল বিক্রমে রোমান সৈন্যদের ওপর আক্রমণ চালালেন। কেউ সে আক্রমণ রোধ করতে পারলো না। এ বিপদসঙ্কুল অবস্থা দেখে বুসরা নগরীতে কান্নার রোল পড়ে গেল। গির্জাসমূহে ঘন্টা ধ্বনি করে লোক সংগ্রহ পূর্বক প্রার্থনা করা হতে লাগলো। ঘরে ঘরে স্ত্রীলোক, শিশু এবং বৃদ্ধরা রোদন জুড়ে দিল। রোমান সৈন্যরা মুজাহিদগণের সামনে টিকতে না পেরে পালিয়ে যেতে আরম্ভ করলো। বিশৃঙ্খলভাবে পলায়নরত অবস্থায় দলে দলে নিহত হতে লাগলো। অবশিষ্ট যারা ছিল পুনরায় দৌড়িয়ে দুর্গে প্রবেশ করে দুর্গের দরজা বন্ধ করে দিল।

মুসলিমগণ বাইরের দিক থেকে দুর্গ তোরণের ওপর ইসলামী ঝাণ্ডা উড়িয়ে দিলেন এবং দুর্গের পাদদেশে একটি মুজাহিদ বাহিনী মোতায়েন করে দিলেন।

রোমান্‌সকে রোমান্‌রা দুর্গের প্রাচীর সংলগ্ন একটি কামরায় আবদ্ধ করে রেখেছিল। তিনি রাতের বেলা দুর্গপ্রাচীরের গাত্রে একটি ছিদ্র করে উক্ত ছিদ্র পথে খালিদ (রা.)-এর শিবিরে পৌঁছলেন এবং বললেন, "আমার সাথে কিছু সংখ্যক বীর মুজাহিদকে যেতে দিন। তাঁরা আমার সাথে ছিদ্রপথে দুর্গে প্রবেশ করে দুর্গের দরজা খুলে দিতে পারবেন।" সেনাপতির নির্দেশক্রমে 'আবদুর রাহমান ইবনু আবী বাকর (রা.) একশ বীর মুজাহিদের একটি বাহিনীসহ রোমান্‌সের সাথে দুর্গে প্রবেশ করলেন, তারপর তাকবীর ধ্বনি উচ্চারণ করতে করতে দুর্গের দরজা খুলে দিলেন। সাথে সাথে মুজাহিদগণ বন্যার স্রোতের মতো দুর্গে প্রবেশ করলেন। দুর্গবাসীরা ভয়ে আত্মসমর্পণ করলো। রোমান্‌স স্বেচ্ছায় ইসলাম গ্রহণ করলেন। এভাবে বুসরা শহর মুসলিমদের অধিকারে চলে আসলো।

খালিদ ইবনুল ওয়ালিদ (রা.) রোমানদের সাথে অতিশয় নম্র ও সদ্ব্যবহার করলেন। তিনি কাকেও হত্যা করলেন না, সকলকেই ক্ষমা করে দিলেন। মুসলিম সেনাপতির এ নম্র ও সদ্ব্যবহার রোমানদেরকে অভিভূত করলো। তাঁদের অধিকাংশই ইসলাম গ্রহণ করলো। খালিদ (রা.) রোমান্‌সকে তাঁর মর্যাদার প্রেক্ষিতে অর্থ দফতরের সর্বোচ্চ কর্মকর্তারূপে নিযুক্ত করলেন।[১০৯]

---

১০৯. ওয়াকিদী, *ফুতূহুশ শাম*, খ.১,পৃ.২৭-৮; আবদুল হালিম, *সিদ্দীকে আকবর হযরত আবূ বকর (রা.)*, পৃ.১৪০-১

৩. দিমাশক অবরোধ

বুসরা বিজয়ের পর খালিদ ইবনুল ওয়ালীদ (রা.) চল্লিশ হাজার মুজাহিদের একটি বাহিনী নিয়ে দিমাশকের দিকে অগ্রসর হন। দিমাশক অঞ্চলটি ছিল অত্যন্ত সুজলা-সুফলা ও শস্য-শ্যামলা। এমন বৃক্ষলতায় সুশোভিত, নানা জাতীয় উদ্ভিদে পরিপূর্ণ সবুজ ভূমিতে মুজাহিদগণের এই প্রথম পদক্ষেপ। তাঁরা দিমাশকের দিকে অগ্রসর হতেই দেখতে পেলেন যে, ইযরাঈল এবং কায়কূস নামক দুজন রোমান সেনানায়ক দুটি বিরাট বাহিনী নিয়ে তাঁদেরকে বাধা প্রদানের উদ্দেশ্যে এগিয়ে আসছে। নিকটে আসতেই যুদ্ধ আরম্ভ হয়ে গেল। বীর মুজাহিদগণ মৃত্যুকে উপেক্ষা করে শাহীদ বা গাযী হওয়ার অদম্য আকাঙ্খা নিয়ে এমন প্রাণপণ যুদ্ধ করলেন যে, রোমান সৈন্যরা সেই আক্রমণের তীব্রতা সহ্য করে যুদ্ধক্ষেত্রে টিকতে পারলো না। তাদের অধিকাংশ সৈন্যই নিহত হলো এবং অবশিষ্ট সকলেই ছত্রভঙ্গ হয়ে পালিয়ে গেল। দুজন রোমান সেনাপতিও মুসলিমদের হাতে বন্দী হলো। খালিদ (রা.) উভয় সেনাপতিকে ইসলাম গ্রহণ করতে বললেন। তারা এতে অসম্মতি জ্ঞাপন করা মাত্র উভয়কে হত্যা করা হলো। মুসলিম সেনাপতি নির্দেশ প্রদান করলেন, "এদের উভয়ের মস্তক দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন করে শহর প্রাচীরের ওপর ঝুলিয়ে দাও।" আদেশ পাওয়া মাত্র তা কার্যকর করা হলো। অতঃপর মুসলিম বাহিনী শহরটিকে চতুর্দিক থেকে অবরোধ করে ফেললো।

মুজাহিদ বাহিনী কর্তৃক দিমাশক শহর অবরোধ হওয়ায় রোমানরা অত্যন্ত ঘাবড়িয়ে গেল। দীর্ঘকাল পর্যন্ত অবরুদ্ধ অবস্থায় থাকা, রসদপত্রের অভাব এবং বহু সংখ্যক রোমান সৈন্য নিহত হওয়ার কারণে তারা নিজেদের মৃত্যু সুনিশ্চিত মনে করতে লাগলো। কতিপয় খ্রিস্টান দুর্গের ওপর দাঁড়িয়ে খালিদ (রা.)-এর নিকট এ প্রস্তাব পেশ করলো, "আমরা আপনাকে প্রচুর পরিমাণে স্বর্ণমুদ্রা এবং রেশমী বস্ত্রের থান উপহার দিচ্ছি, আপনি আমাদের ওপর থেকে অবরোধ উঠিয়ে নিন।" খালিদ (রা.) বললেন, "মুজাহিদগণকে টাকার বিনিময়ে খরিদ করা যায় না। তোমাদের নিকট আমাদের একটি কথা, হয়তো ইসলাম গ্রহণ কর, নতুবা জিযইয়া প্রদানের চুক্তিতে আবদ্ধ হও।" খ্রিস্টানরা নিরব হয়ে গেলো; কিন্তু আর ধৈর্য ধরে থাকা তাদের পক্ষে সম্ভব ছিল না। তারা তখন মৃত্যু ভিন্ন কোনো কিছুই কল্পনা করতে পারছিল না। ঠিক সে সময়ে সম্রাট হিরাক্লিয়াস খ্রিস্টানদের উপর্যুপরি পরাজয় এবং দিমাশক দুর্গে তাদের অস্থিরতা দেখে হিমসের গভর্ণরের অধীনে একলক্ষ রোমান সৈন্যের একটি বাহিনী দিমাশক অভিমুখে প্রেরণ করে। খালিদ (রা.) এই সংবাদ পাওয়া মাত্র দিরার ইবনুল আযওয়ার (রা.)কে একটি ক্ষুদ্র বাহিনীর অধিনায়ক করে রোমানদের এই বিরাট বাহিনীকে পথিমধ্যে কিছু সময়ের জন্য বাধা দিয়ে রাখবার চেষ্টা করার জন্য পাঠিয়ে দিলেন। এদিকে খালিদ (রা.) তাদের

বিরুদ্ধে দস্তুর মতো যুদ্ধের পূর্ণ প্রস্তুতি গ্রহণ করতে লাগলেন। দিরার (রা.) অতিশয় তেজস্বী এবং অত্যন্ত সাহসী বীরপুরুষ ছিলেন। তিনি নিজের এক হাজার মুজাহিদসহ সামনের দিকে অগ্রসর হলেন। কিন্তু তিনি যুদ্ধের উন্মাদনায় এতো উন্মত্ত হয়ে পড়েছিলেন যে, সাময়িকভাবে বাধা প্রদান করতে গিয়ে তিনি রোমানদের সাথে রীতিমতো যুদ্ধ আরম্ভ করে দিলেন এবং সম্পূর্ণ রূপে প্রাণের মায়া ত্যাগ করে রোমান বাহিনীর ভেতরে ঢুকে পড়লেন। দিরার (রা.) সামান্য কয়েকজন বীর মুজাহিদ নিয়ে প্রবল বিক্রমের সাথে যুদ্ধ করতে করতে রোমান সৈন্যদের পতাকাবাহীর নিকট পৌঁছে তার হাত থেকে ক্রুসচিহ্নিত পতাকা ছিনিয়ে নিলেন। এতে খ্রিস্টানরা ক্রোধে অগ্নিশর্মা হয়ে পড়লো এবং এমনভাবে মুসলিমদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লো যে, মুজাহিদগণ অসাধারণ বীরত্বের সাথে যুদ্ধ করেও রোমানদের সামনে টিকতে পারলো না। দিরার (রা.)-এর বর্শা ভেঙ্গে গেল। খ্রিস্টানরা সাথে সাথে তাঁকে বন্দী করে শৃঙ্খলাবদ্ধ অবস্থায় হিমসে পাঠাবার ব্যবস্থা করলো। মুজাহিদগণ তখন রোমান বাহিনী কর্তৃক পরিবেষ্টিত দিরার (রা.)-এর সাথী রাফি' ইবনু 'উমাইরাহ (রা.) দিরার (রা.)-এর বন্দীদশা বরদাশত করতে পারলেন না। তিনি মুষ্টিমেয় মুজাহিদগণকে নিয়ে পুনরায় ক্ষিপ্ত ব্যাঘ্রের মতো রোমানদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন এবং রোমানদেরকে হত্যা করে চললেন। এ সঙ্কটময় মুহূর্তে খালিদ (রা.)ও বহু সংখ্যক মুজাহিদসহ এসে রোমানদের ওপর আক্রমণ করলেন। খালিদ (রা.)-এর বিশ সহস্র সাথী মুহূর্তের মধ্যে যুদ্ধক্ষেত্রের চিত্র পাল্টে দিলেন। এখন খ্রিস্টান সৈন্যরা আত্মরক্ষা করতে ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়লো। এ সময় রাফি' (রা.) অগ্রসর হয়ে দিরার (রা.)কে মুক্ত করে নিলেন। খালিদ, রাফি' এবং দিরার (রা.) একত্রিত হয়ে যুদ্ধক্ষেত্রের অবস্থা সম্বন্ধে ক্ষণিক চিন্তা করে তিন সেনাপতি তিন দিক থেকে রোমান বাহিনীর ওপর প্রবল বেগে আক্রমণ চালালেন। রোমান বাহিনীর অধিনায়ক ওয়ার্দান মুজাহিদগণের তীব্র আক্রমণ সহ্য করতে অক্ষম হয়ে পলায়ন করলো। রোমান বাহিনীর ন্যূনাধিক পঞ্চাশ হাজার সৈন্য নিহত হলো। অবশিষ্ট সকলে পালিয়ে প্রাণ রক্ষা করলো। যুদ্ধক্ষেত্র এখন শত্রুমুক্ত। খালিদ (রা.) অসংখ্য যুদ্ধ সরঞ্জাম এবং গানীমাতের মাল নিয়ে দিমাশক অবরোধকারীদের নিকট ফিরে আসলেন।

পরাজিত ও পলাতক ওয়ার্দান সম্রাট হিরাক্লিয়াসের নিকট পৌঁছলে খ্রিস্টান বাহিনীর পরাজয় সংবাদে সম্রাট অতিশয় চিন্তান্বিত হলেন। কিন্তু তিনি সাহস হারালেন না। পুনরায় তিনি ওয়ার্দানের অধীনে সত্তর হাজার সৈন্যের একটি নতুন বাহিনী দিমাশক অভিমুখে প্রেরণ করলেন।

রোমানদের এ নতুন বাহিনীর আগমন সংবাদ পেয়ে খালিদ ইবনুল ওয়ালীদ (রা.) কিছুটা চিন্তিত হয়ে পড়েন। তিনি ভাবলেন যে, এ অল্প সংখ্যক মুসলিমদের দ্বারা

যুগপৎ নতুন সৈন্যদের সাথে যুদ্ধ করা এবং দিমাশক অবরোধ করে রাখা সম্ভব হবে না। দিমাশক অবরোধ করে বসে থাকলে ওয়ার্দানের সৈন্যদল এসে পশ্চাৎ দিক থেকে তাঁদেরকে আক্রমণ করবে। পক্ষান্তরে অবরোধ তুলে ওয়ার্দানকে বাধা দিতে গেলে দিমাশক দুর্গ থেকে শত্রুসৈন্যরা বের হয়ে পশ্চাদ্ভাগ আক্রমণ করবে। উভয় দিকেই সঙ্কট। খালিদ (রা.) ভালো-মন্দ দু দিক বিবেচনা করে ঠিক করলেন যে, তাঁরা আপাতত দিমাশক থেকে অবরোধ তুলে নিয়ে পথিমধ্যে ওয়ার্দানের খ্রিস্টান বাহিনীর সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হবেন। দিমাশক দুর্গ থেকেও মুসলিম সৈন্যের পশ্চাদ্ভাগে যে আক্রমণ হতে পারে এ সম্ভাবনাকেও তিনি চিন্তার বাইরে রাখতে পারলেন না। কিন্তু তাঁর অমিত মনোবল ও বুদ্ধিমত্তার কাছে কোনো চিন্তা-ভাবনাই টিকলো না। অবশেষে অবরোধ তুলে নিয়ে ওয়ার্দানের খ্রিস্টান বাহিনীকে পথিমধ্যে বাধা দিতে সামনে অগ্রসর হলেন।

মুসলিম সৈন্যরা কিছুদূর যেতে না যেতেই বিপদ ঘটলো। সৈন্যদলের পশ্চাদ্ভাগে ছিলেন আরব রমণীগণ। তাঁরা স্বেচ্ছাসেবিকারূপে মুসলিম সেনাদলের সাথে এসেছিলেন। তাঁরা তরবারি, বর্শা ও তীর নিক্ষেপে সুদক্ষা ছিলেন। যুদ্ধক্ষেত্রে পুরুষদের পাশে দাঁড়িয়ে তাঁরা যুদ্ধ করতেও পারতেন। সাধারণত তাঁরা অস্ত্রশস্ত্র ও রসদপত্র রক্ষণাবেক্ষণ করতেন। তাঁরা পদাতিক সৈন্যদের সাথে অগ্রসর হচ্ছিলেন। আবূ ‘উবাইদাহ (রা.) ছিলেন এ সেনাদলের অধিনায়ক। খালিদ (রা.)-এর ইচ্ছা ছিল, একজন অধিকতর শক্তিশালী সাহসী বীরকে পশ্চাদ্ভাগের ভার অর্পণ করেন; কিন্তু আবূ ‘উবাইদাহ (রা.) ইচ্ছা করেই নিজেই দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন। খালিদ (রা.) যখন অশ্বারোহী সেনাদলসহ অনেকদূর অগ্রসর হয়ে গিয়েছেন, এমন সময় দিমাশকের দুর্গবাসীরা একে সুবর্ণ সুযোগ মনে করলো এবং তাদের ছয় হাজার অশ্বারোহী ও দশ হাজার পদাতিক সৈন্য দুর্গ থেকে বের হয়ে এসে মুসলিম সেনাদলের পশ্চাদ্ভাগ আক্রমণ করলো। আবূ ‘উবাইদাহ (রা.) তাদের সে আক্রমণ প্রতিহত করতে পারলেন না। এ সময় তারা বহু মুসলিম সৈন্যকে হত্যা করলো এবং মহিলা ও শিশুদেরকে বন্দী করে দুর্গের ভেতরে নিয়ে গেল। তা ছাড়া তাদের বহু রসদ ও আসবাবপত্র হস্তগত হলো।

কিছুক্ষণ পরেই এ বিপর্যয়ের সংবাদ খালিদ (রা.)-এর নিকট পৌঁছলে তৎক্ষণাৎ তিনি, দিরার, ‘আবদুর রাহমান ও অন্যান্য বীর মুজাহিদ তাঁদের অশ্বারোহী সেনাদলসহ পশ্চাৎ দিকে ছুটে আসলেন এবং অল্পক্ষণের মধ্যে চক্র দিয়ে রোমান অশ্বারোহী সেনাদলকে ঘিরে ফেললেন। উভয় দলের মধ্যে তুমুল যুদ্ধ শুরু হলো। আরবদের রণচাতুর্যের নিকট রোমানরা বেশিক্ষণ তিষ্টাতে পারলো না। তাদের ছয় হাজার অশ্বারোহীর মধ্যে মাত্র একশ জন কোনোরূপে পালিয়ে গিয়ে দিমাশক দুর্গে তাদের এ শোচনীয় পরাজয়ের সংবাদ দিল।

ইত্যবসরে পিটারের নেতৃত্বে রোমান পদাতিক সৈন্যদল মুসলিম বন্দী ও রসদপত্রসহ দিমাশকের পথে অনেকদূর অগ্রসর হয়ে গেছে। নিজেদেরকে নিরাপদ মনে করে তারা তখন একটি নিভৃত স্থান দেখে বিশ্রাম করছিল। আরব রমণীদেরকে একটি স্বতন্ত্র শিবিরে রাখা হয়েছিল। বন্দিনী মহিলাদের মধ্যে খাওলা বিনতুল আযওয়ার (রা.) নাম্নী একজন পরমা সুন্দরী বীর নারী ছিলেন। তিনি ছিলেন বীরবর যিরার (রা.)-এর বোন। তিনিও ভাই দিরার (রা.)-এর মতো তেজস্বিনী ও অসাধারণ সাহসী ছিলেন। তিনি এক সাথে বন্দি হওয়া মহিলাদেরকে সম্বোধন করে বললেন,

يا بنات حمير بقية تبع أترضين بأنفسكن علوج الروم ويكون أولادكن عبيدا لأهل الشرك فأين شجاعتكن وبراعتكن التي نتحدث بها عنكن فيا أحياء العرب ومحاضر الحضر ولا أراكن إلا بمعزل عن ذلك وإني أرى القتل عليكن أهون من هذه المصائب وما نزل بكم من خدمة الروم الكلاب.

-"হে হিময়ার গোত্রের মেয়েরা, তুব্বা'র বংশধরেরা, তোমরা কি বিনা বাধায় রোমান নরাধমদের হাতে আত্মসমর্পণ করবে? তোমরা কি চাও যে, তোমাদের ছেলেমেয়েরা মুশরিকদের গোলামে পরিণত হবে? তোমাদের বীরত্ব ও নৈপুণ্য আজ কোথায় গেল? তোমাদের শিরায় কি আরব গোত্র ও স্বাধীন অভিজাত লোকদের রক্ত প্রবাহিত হচ্ছে না? আমি তো মনে করি, রোমান পাপিষ্ঠদের হাতে মান-'ইযযাত নষ্ট করার চেয়ে তাদের সাথে যুদ্ধ করতে করতে শাহীদ হয়ে যাওয়াই আমাদের জন্য অধিকতর উত্তম।"

খাওলা (রা.)-এর উত্তেজনাপূর্ণ বক্তৃতা শুনেই সকলেই অনুপ্রাণিত হলেন। সকলেই একবাক্যে বলে ওঠলেন, " আপনার কথা অতি সত্য। কিন্তু বোন, উপায় কী? তরবারি, তীর অথবা বর্শা কিছুই তো আমাদের হাতে নেই।" তদুত্তরে খাওলা (রা.) বললেন, "শিবিরের এ সব দণ্ডগুলো তো আছে। এসো, প্রত্যেকে এদের এক একটি হাতে নাও। তা দ্বারা আমরা যুদ্ধ করবো। বৃত্তাকারে দাঁড়িয়ে যাও। যে কেউ দণ্ডসীমার মধ্যে আসবে, তারই মাথা লক্ষ্য করে আঘাত করবে।"

যে কথা সে-ই কাজ। একজন প্রহরীকে নিকটে আসতে দেখে তৎক্ষণাৎ খাওলা (রা.) এমন জোরে মাথায় আঘাত করলেন যে, তাতে বেচারার মাথা চূর্ণ হয়ে গেল।

গোলযোগ শুনে পিটার তাড়াতাড়ি ছুটে আসলো। এ দৃশ্য দেখে তার চক্ষু স্থির হয়ে গেল। সে দূরে দাঁড়িয়ে মিষ্টি বাক্যে সকলকে শান্ত করতে প্রয়াস পেলো। খাওলার অসামান্য রূপ-লাবণ্য দেখে সে পূর্বেই মুগ্ধ হয়েছিল এবং বন্দিনীদেরকে ভাগ করার সময় খাওলা (রা.)কে সে নিজের ভাগে রেখেছিল। তাই সে নানাবিধ প্রণয়-বাক্যে খাওলা (রা.)কে ভুলাতে চেষ্টা করলো। তদুত্তরে খাওলা (রা.) বললেন,

يَا مَلْعُونُ، وَيَا ابْنَ أَلْفِ مَلْعُونٍ، وَاللهِ لَئِنْ ظَفَرْتُ بِكَ لَأَقْطَعَنَّ رَأْسَكَ، وَاللهِ مَا أَرْضَى بِكَ أَنْ تَرْعَى لِي الْإِبْلَ فَكَيْفَ أَرْضَاكَ أَنْ تَكُونَ لِي كُفُوًا.

-"ওহে অভিশপ্ত, হাজারো অভিশপ্তের সন্তান, আল্লাহর কাসাম, যদি আমি তোমাকে কাবু করতে পারি, তবে আমি অবশ্যই তোমার মাথা চূর্ণ করে দেবো। আল্লাহর কাসাম, আমি তো তোমাকে আমার উটের রাখাল বানাতেও রাজি নই, তা হলে আমি কি করে এটা মেনে নিতে পারি যে, তুমি আমার সমতুল্য ও উপযোগী হবে?"[১১০]

পিটার একটু হেসে তার সেনাদলকে আক্রমণ করতে নির্দেশ দেন। সৈন্যরা যখন আক্রমণ করার জন্য ধেয়ে আসলো, তখন পিটার ইঙ্গিতে তাদেরকে থামিয়ে দিয়ে পুনরায় খাওলা (রা.)কে বলতে লাগলো, "আত্মসমর্পণ কর। তা না হলে এ মুহূর্তে সব আস্ফালন চিরতরে থেমে যাবে।" খাওলা (রা.) জবাব দিলেন, "মৃত্যুর ভয় দেখাচ্ছো। মুসলিম নারী মৃত্যুকে ভয় করে না।" তিনি আরো বললেন,

نَحْنُ بَنَاتُ تُبَّعٍ وَحِمْيَر ...وَضَرْبُنَا فِي الْقَوْمِ لَيْسَ يُنْكَر

لِأَنَّنَا فِي الْحَرْبِ نَارٌ تُسَعَّرُ... الْيَوْمَ تَسْقَوْنَ الْعَذَابَ الْأَكْبَر

-"আমরা হলাম তুব্বা' ও হিময়ার বংশোদ্ভূতা তনয়া। আমরা আমাদের সম্প্রদায়ের মধ্যে এমন অনেক সাহসী ভূমিকা রেখেছি, যা সর্বজন জ্ঞাত। যুদ্ধক্ষেত্রে আমরা হলাম প্রজ্বলিত আগুন সদৃশ। আজকে তোমরা সবচেয়ে বড় শাস্তি ভোগ করবে।"[১১১]

পিটার যখন দেখলো, কোনো উপায়েই এদেরকে শান্ত করা যাচ্ছে না, তখন সে চিন্তিত হয়ে পড়লো। অপরদিকে বন্দিনী নারীরা যদি তাদের ওপর জয়লাভ করে, তবে সেনাদলের মনোবলই নষ্ট হয়ে যাবে। কাজেই এদের ওপর বলপ্রয়োগ করা ছাড়া গত্যন্তর নেই। এরূপ ভেবে সে তখন পুনরায় তার সৈন্যদেরকে আক্রমণ করতে নির্দেশ দিল। এমন সময় হঠাৎ তারা দূরে ঘোড়ার পদধ্বনি ও তাকবীর ধ্বনি শুনতে পেলো। তাদের বুঝতে দেরি হলো না যে, মুসলিম সৈন্যরা তাদের দিকে ছুটে আসছে। তাই পিটার তাড়াতাড়ি খাওলা ও তাঁর সঙ্গিনীদেরকে বললো, "তোমাদেরকে মুক্ত করে দিলাম। আমাদেরও মা, বোন, স্ত্রী, কন্যা আছে, তাই তোমাদেরকে কিছু করলাম না। এ সদয় ব্যবহারের কথা তোমরা তোমাদের সেনাপতিকে বলো।" এই বলে পিটার ঘোড়ায় চড়ে তার সৈন্যদল নিয়ে পালিয়ে যেতে চাইলো। কিন্তু মুহূর্তের মধ্যেই মুসলিম সৈন্যরা এসে

---

১১০. ওয়াকিদী, *ফুতূহুশ শাম,* খ.১, পৃ.৪৭-৮
১১১. ওয়াকিদী, *ফুতূহুশ শাম,* খ.১, পৃ.৪৮

তাদেরকে ঘেরাও করে ফেললেন। তাঁদের মধ্যে খাওলা (রা.)-এর ভাই দিরার (রা.)ও ছিলেন। পিটার দিরার (রা.)কে দেখেই বলে ওঠলো, "তোমার বোনকে ফিরিয়ে দিলাম। সে একজন ভাগ্যবতী মহিলা। এ-ই হলো তোমার প্রতি আমার উপঢৌকন। এ সদয় ব্যবহারের কথা তুমি মনে রেখো।" তদুত্তরে দিরার (রা.) ব্যঙ্গ স্বরে বললেন,

قَدْ قَبِلْتُ هَدِيَّتَكَ، وَشَكَرْتُهَا، وإِنِّي لَا أجِدُ لَكَ عَلَى ذَلِكَ إِلَّا سِنَانَ رُمْحِي فَخُذْ هَذِهِ مِنِّي إِلَيْكَ.

"বেশ ভালো কথা, আমি তোমার উপঢৌকন গ্রহণ করলাম এবং এ জন্য তোমাকে কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। তবে এর প্রতিদানস্বরূপ আমার তো দেওয়ার মতো আর কিছুই নেই; শুধু এই তীক্ষ্ণ বর্শা ফলকই রয়েছে। কাজেই এটা গ্রহণ কর।"

এ বলেই দিরার (রা.) পিটারের মস্তক লক্ষ্য করে বর্শা ছুঁড়লেন। পিটার তৎক্ষণাৎ মাটিতে পড়ে গেল। এতে বন্দিনী মহিলাদের সাহস ও বিক্রম দ্বিগুণ বেড়ে গেল। এবার মুজাহিদ মহিলা ও পুরুষদের যৌথ আক্রমণের প্রচণ্ড চাপে রোমান সৈন্যরা ছত্রভংগ হয়ে পালাতে লাগলো। এ অবস্থায় তাদের দশ হাজার পদাতিক সৈন্যের মধ্যে তিন হাজার নিহত হলো, বাকি সকলকে মুজাহিদরা দিমাশকের দুর্গ-প্রাচীর পর্যন্ত তাড়িয়ে নিয়ে গেলেন।[১১২]

বলাই বাহুল্য, মুসলিমদের এ বিজয় খালিদ (রা.)-এর রণকৌশলেই সম্ভব হলো। দিমাশক থেকে অবরোধ তুলে না নিলে রোমান সৈন্য বাইরে আসতো না। কাজেই তাদেরকে পরাজিত করার এমন সুযোগও হয়তো পাওয়া যেত না। দিমাশকের রোমান সৈন্যদের এই শোচনীয় পরাজয়ের ফলে মুসলিম সেনাদলের পশ্চাদ্ভাগ এখন নিরাপদ হলো। অনেক অস্ত্রশস্ত্র ও রসদপত্রও তাঁদের হস্তগত হলো।

৪. আজনাদাইনের[১১৩] যুদ্ধ

মুজাহিদগণ দিমাশক অবরোধ করে রেখেছেন; এমন সময় খালিদ (রা.) খবর পেলেন যে, আজনাদাইনে রোম সম্রাট এক লাখ সৈন্যের এক বাহিনী একত্রিত করেছেন। তা ছাড়া খ্রিস্টান ধর্মের নেতৃবৃন্দ, পাদ্রী এবং বিশপগণ সমস্ত রাজ্য পরিভ্রমণ করে মুসলিমদের বিরুদ্ধে বিদ্বেষের অগ্নি প্রজ্বলিত করেছে। ফলে বিভিন্ন এলাকা থেকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দল মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য আজনাদাইনে আসছে। উল্লেখ্য, অস্ত্রশস্ত্র ও সাজসজ্জায় এ সৈন্যদল অতুলনীয় ছিল। রোমানদের পারস্য অভিযানের পর এতো বড়

---

১১২. ওয়াকিদী, *ফুতূহুশ শাম*, খ.১, পৃ.৪৯-৫০

১১৩. আজনাদাইন: দিমাশক থেকে জেরুসালেম পর্যন্ত যে রাস্তা গেছে সে রাস্তার ধারে রামলাহ থেকে বাইতু জিবরীন পর্যন্ত সুবিস্তৃত এলাকা।

সেনাবাহিনী সে যুগে আর কোথাও দেখা যায়নি। এ সংবাদ পেয়ে খালিদ (রা.) বিভিন্ন দলে বিভক্ত এবং বিভিন্ন রণাঙ্গনে নিয়োজিত মুসলিম বাহিনীর আমীরদেরকে আজনাদাইনের রণাঙ্গনে এসে একত্রিত হবার নির্দেশ দেন।

খালিদ (রা.) যখন আজনাদাইনে পৌঁছেন, ঠিক তখনি হিমসের গভর্ণর ওয়ার্দান একটি বাহিনী নিয়ে আজনাদাইনে এসে পৌঁছেন। অপরদিকে 'আমর ইবনুল 'আস, ইয়াযীদ ইবনু আবী সুফইয়ান ও শুরাহবীল ইবনু হাসানাহ (রা.)ও নিজ নিজ বাহিনী নিয়ে খালিদ (রা.)-এর আহ্বানে আজনাদাইনে এসে উপস্থিত হন।

তাঁবু স্থাপনের পর খালিদ (রা.) তাঁর বিশ্বস্ত সহচর বীরবর দিরার (রা.)কে শত্রুদের গতিবিধি ও পথঘাট সংক্রান্ত সংবাদ সংগ্রহের জন্য গুপ্তচর বেশে পাঠান। এ সময় দিরার (রা.) এক অসাধ্য সাধন করেন। গুপ্তচর বেশে ঘুরতে ঘুরতে তিনি এক জায়গায় ত্রিশ জন রোমান সৈন্যের সম্মুখীন হন। তিনি তাদের সতেরো জনকেই বর্শা দ্বারা কাউকে নিহত, কাউকে আহত করে নিজ শিবিরে নিরাপদে ফিরে আসেন। এ দুঃসাহসিকতার জন্য খালিদ (রা.) তাঁকে মৃদু তিরস্কার করেন। দিরার (রা.) তাঁকে বললেন, "আমি তো তাদেরকে আগে আক্রমণ করতে যাইনি। তারা যখন আমাকে আক্রমণ করতে আসলো, তখন কি করে আমি তাদেরকে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করি? সে রূপ করলে আল্লাহর নিকট আমি কি বলে জবাবদিহি করতাম?" এ কথা শুনে খালিদ (রা.) খুশি হলেন।

এবার খালিদ (রা.) সমগ্র মুসলিম বাহিনীকে বিন্যস্ত করেন। তিনি প্রত্যেকটি দলের কাছে গিয়ে তাদেরকে জিহাদের গুরুত্ব সম্পর্কে অবহিত করেন। অনেক মুসলিম মহিলাও এ যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন। তাঁদের মধ্যে দিরার (রা.)-এর বোন খাওলাহ এবং 'উফাইরাহ বিনতু গিফার (রা.)-এর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তাঁদেরকে পুরুষদের পেছনে সারিবদ্ধভাবে সজ্জিত করা হয়েছিল এবং নির্দেশ দেয়া হয়েছিল, "যদি কোনো মুসলিম রণাঙ্গন থেকে তোমাদের নিকট দিয়ে পলায়ন করে, তা হলে তোমরা তাকে বুঝাবে এবং পরাজয়ের অপমানের কথা স্মরণ করিয়ে দেবে।"

সাধারণত যুহরের নামাযের পর যুদ্ধ শুরু করা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর রীতি ছিল। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর আদর্শ অনুসরণ করেই খালিদ (রা.) যুহর পর্যন্ত যুদ্ধ মুলতবী রাখতে চেয়েছিলেন; কিন্তু রোমানরা আগে বেড়ে আক্রমণ করে বসে। মুসলিম বাহিনীর ডানে ছিলেন মু'আয ইবনু জাবাল (রা.) এবং বামে ছিলেন 'উমার (রা.)-এর ভাইপো সা'ঈদ ইবনু যায়িদ (রা.)। রোমানরা মুসলিম বাহিনীর উভয় দিকে এমন প্রচণ্ডভাবে তীর নিক্ষেপ করে যে, মুজাহিদদের ঘোড়াগুলো লাফাতে শুরু করে এবং মুসলিম বাহিনীর মধ্যেও বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয়। খালিদ (রা.) এ অবস্থা প্রত্যক্ষ করে অশ্বারোহীদেরকে আক্রমণ করার নির্দেশ দেন এবং নিজে

সে আক্রমণের নেতৃত্ব প্রদান করেন। খালিদ (রা.)-এর আক্রমণের সাথে সাথে মুসলিম বাহিনী প্লাবনের মতো শত্রুদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। সর্বপ্রথম বীরপুরুষ দিরার (রা.) তাঁর দলবল নিয়ে বেশ কিছুক্ষণ লড়াই করলেন। তাঁদের তীব্র আক্রমণে খ্রিস্টানরা টিকে থাকতে পারছিল না। নিশ্চিত পরাজয় মনে করে তারা পালাতে চেষ্টা করতে লাগলো। খাওলাহ ও 'উফাইরাহ (রা.) ঠিক সে পথেই সশস্ত্র অবস্থায় দণ্ডায়মান ছিলেন, যে পথে খ্রিস্টানদের পলায়ন করার সম্ভাবনা ছিল। তাঁরা এ উদ্দেশ্যে সেখানে দাঁড়িয়ে রইলেন যে, পলায়নরত খ্রিস্টানদেরকে তাঁরা হত্যা করবেন।

রোমান বাহিনীর এ পর্যুদস্ত অবস্থা প্রত্যক্ষ করে ওয়ার্দানের সাহস ভেঙ্গে গেল। সে নিজের পরাজয় সুনিশ্চিত মনে করে মুসলিমদেরকে ধোঁকা দিয়ে সেনাপতি খালিদ (রা.)কে হত্যা করার ষড়যন্ত্র করলো। সে খালিদ (রা.)-এর নিকট দূত পাঠিয়ে প্রস্তাব করলো যে, "আগামী কালের জন্য যুদ্ধ স্থগিত রাখা হোক এবং আগামী ভোরে আমার শিবিরে মুসলিম সেনাপতি আগমন করে সন্ধি সম্বন্ধে আলোচনা করুন।" খালিদ (রা.) উত্তর পাঠালেন, "সন্ধির প্রস্তাব আমি আগ্রহের সাথে মঞ্জুর করছি। কাজেই আগামী কালের জন্য যুদ্ধ বন্ধ করে দেয়া হলো।"

ভোরে ওয়ার্দানের শিবিরেই সন্ধির শর্তাবলি সম্বন্ধে আলোচনা হবে বলে স্থিরীকৃত হলো। ওয়ার্দানের মনে ছিল দুরভিসন্ধি। সে নিজের শিবিরের বাইরে ঝোঁপের মধ্যে দশজন সৈন্য মোতায়েন করলো এবং তাদেরকে নির্দেশ দিয়ে রাখলো যে, খালিদ (রা.) আমার শিবিরে প্রবেশ করে যখন আলোচনা আরম্ভ করবে, তখন আমার ইঙ্গিত পাওয়া মাত্রই তোমরা শিবিরে প্রবেশ করে খালিদ (রা.)কে হত্যা করে ফেলবে। ওয়ার্দানের বিবেচনায় তার চাল ঠিকই ছিল এবং সে নিজের মনে নিজের এ ষড়যন্ত্রের জন্য খুব গর্বিত ছিল। কিন্তু খালিদ (রা.) ধূর্ত ওয়ার্দানের সমস্ত ষড়যন্ত্র বুঝতে পেরেছিলেন। তিনি রাতের অন্ধকারে গোপনে দিরার ও অন্য নয় জন বীর মুজাহিদকে পাঠিয়ে বলে দিলেন যে, ওয়ার্দানের শিবিরের পাশে ঝোঁপের মধ্যে আত্মগুপ্ত দশজন সিপাহীকে হত্যা করে তোমরা তাদের ইউনিফরম পরিধান করে সেখানে দাঁড়িয়ে থাকবে। তাঁরা চুপি চুপি সেই ঝোঁপের মধ্যে প্রবেশ করে দেখলেন যে, দশ জন রোমান সৈন্য মাতাল হয়ে পড়ে আছে। তৎক্ষণাৎ দিরার (রা.) ও তাঁর সাথীরা রোমান সৈন্যদেরকে হত্যা করে তাদের ইউনিফরমগুলো নিজেরা পরিধান করলেন এবং সেই ঝোঁপের মধ্যে আত্মগোপন করে রইলেন।

পরবর্তী ভোরে খালিদ (রা.) ওয়ার্দানের শিবিরে গমন করলেন। ওয়ার্দান খুব গম্ভীর ও শান্তভাবে খালিদ (রা.)-এর দিকে দৃষ্টি করে মুসলিমদেরকে অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করতে লাগলো। অতঃপর সে তার গুপ্ত সৈন্যদের প্রতি সঙ্কেত-ধ্বনি করলেন। তৎক্ষণাৎ ঝোঁপের মধ্য থেকে রোমান বেশধারী দিরার (রা.) বর্শা হাতে

মূর্তিমান 'আজরা'ঈলের মতো ওয়ার্দানের সামনে এসে দাঁড়ালেন। তাঁর পশ্চাতে আরো নয়জন অনুরূপ বেশধারী আরব বীর দেখা দিলেন। ব্যাপার বুঝতে ওয়ার্দানের একটুও বিলম্ব হলো না। ওয়ার্দান তখন ভয়-বিহ্বল চিত্তে খালিদ (রা.)কে বললেন, "দোহাই আপনার, আমাকে এ নররাক্ষসের হাতে সমর্পণ করবেন না। সে ইতঃপূর্বে আমার পুত্র হামদানকে নিহত করে এসেছে।" কিন্তু খালিদ (রা.) তাতে কর্ণপাত করলেন না। দিরার (রা.) ওয়ার্দানের সামনে এসে বললেন, "ওরে নরাধম! কী জঘন্য ষড়যন্ত্র-জালই না তুমি বিস্তার করে রেখেছিলে! তার প্রতিফল গ্রহণ কর।" বলতে বলতেই দিরার (রা.) তাঁর বর্শার দ্বারা ওয়ার্দানকে ভূপাতিত করলেন এবং সাথে সাথে তরবারির দ্বারা তার মস্তক দ্বিখণ্ডিত করে খালিদ (রা.)কে উপহার দিলেন। খালিদ (রা.) তাঁর সেই মুণ্ড রোমান সৈন্যদের সামনে ফেলে দিলেন। রোমান সৈন্যরা ওয়ার্দানের ছিন্ন মস্তক দেখে দিশেহারা হয়ে পড়লো।[১১৪]

পরদিন আবারো দুপক্ষের সৈন্যরা যুদ্ধক্ষেত্রে এসে পরস্পরের সম্মুখীন হলো। কিন্তু যুদ্ধ শুরু হবার পূর্বে একজন সম্ভ্রান্ত বৃদ্ধ রোমান দূত সন্ধির প্রস্তাব নিয়ে খালিদ (রা.)-এর নিকট উপস্থিত হলেন। বৃদ্ধ এসে খালিদ (রা.)কে বললেন,

> "আপনারা শাম বিজয়ের স্বপ্ন আকাশ-কুসুম বলে ধরে রাখুন। এ স্বপ্ন কখনো সফল হবে না। এ যাবত কেউ কখনো শাম বিজয় করতে পারেনি। রোমানদের ওপর আপনাদের সাময়িক বিজয় আপনাদেরকে যেন বিভ্রান্ত করতে না পারে। এ যাবত যারাই শাম বিজয় করতে এসেছে, সমাধি লাভ করেছে। সিংহাসন লাভ করতে পারেনি। কাজেই এ দুরাশা পরিত্যাগ করে আপনারা আমাদের সাথে সন্ধি স্থাপন করুন! যদি আপনারা যুদ্ধ না করে ফিরে যান, তবে আমরা আপনাদের প্রত্যেক সৈন্যকে এক একটি নতুন পোশাক ও পাগড়ী দেবো এবং প্রত্যেককে একশত করে দীনার (স্বর্ণমুদ্রা) উপহার দেবো। আপনাকে দেবো দশটি পোশাক, দশটি পাগড়ী ও দশ হাজার দীনার। আর আপনাদের খালীফা পাবেন একশতটি পোশাক ও পাগড়ী এবং এক লক্ষ দীনার।"

এ প্রস্তাবে খালিদ (রা.) উত্তেজিত হয়ে উত্তর দিলেন,

> "আপনি কতোই না নির্বোধ! এ সব প্রলোভনে আমাদের মন ভুলাতে পারবেন না। আমরা ভিক্ষা করতে আসিনি। আমাদের প্রস্তাব হচ্ছে তিনটি। ১. কুর'আন, ২. জিযইয়া ও ৩. তরবারি। হয় ইসলাম গ্রহণ করুন, নয় জিযইয়া দিন, নয়তো যুদ্ধ করুন। আপনাদের সংখ্যাধিক্য দেখে আমরা ভয় করি না। আমরা সত্যের সৈনিক। আল্লাহর শক্তিতে আমরা শক্তিমান। সামান্য পোশাক ও স্বর্ণমুদ্রা নিয়ে আমরা কী করবো! অল্পক্ষণের মধ্যে তো আপনাদের দেশ, ধনরত্ন ও স্ত্রী-পুত্র-

---

১১৪. ওয়াকিদী, *ফুতূহুশ শাম,* খ.১, পৃ.৫৯-৬০

> কন্যা আমাদের হস্তগত হবে। অতএব, ফিরে যান। আমরা সন্ধি করতে রাযী নই।"

রোমান দূত নিরাশ হয়ে ফিরে গেল। খালিদ (রা.) মুজাহিদদেরকে উদ্দেশ্য করে বললেন,

> "ওহে ভাইয়েরা, তোমাদের সামনে অগণিত শত্রুসেনা তোমাদেরকে ধ্বংস করার জন্য দাঁড়িয়ে আছে। কিন্তু শত্রুসেনার সংখ্যা দেখে ভয় করবার কিছু নেই। আমরা আল্লাহর সৈনিক, সত্যের সৈনিক। আমরা কেন বিধর্মীদেরকে ভয় করবো? তোমরা আল্লাহর নামে প্রাণপণ লড়াই কর। তোমরা যদি সন্ধ্যার পূর্ব পর্যন্ত কোনোমতে শত্রুদের আক্রমণ রোধ করে রাখতে পার, তবে তোমাদের জয় সুনিশ্চিত। কারণ রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁর সমস্ত যুদ্ধে সন্ধ্যাকালেই জয় লাভ করতেন।"

এ বলে তিনি সৈন্যদেরকে উদ্বুদ্ধ করলেন। ওদিকে রোমান সেনাপতি একটি সুন্দর সুসজ্জিত সাদা ঘোড়ার পিঠে চড়ে তার সৈন্যদের সামনে এসে দাঁড়ালেন। দু/চারটি উত্তেজনাপূর্ণ কথা বলার পর তিনি আরমেনিয়ান তীরন্দাজদেরকে হুকম দিলেন, "আক্রমণ কর।" অমনি যুদ্ধ শুরু হয়ে গেল। শত্রুরা বৃষ্টিধারার মতো তীর বর্ষণ করতে লাগল। মুজাহিদগণ অতি নৈপুণ্যের সাথে ঢালের আড়ালে থেকে সেই তীরধারা থেকে আত্মরক্ষা করতে লাগলেন। কোনো সময়ের জন্যই তাঁরা হটে যাননি। সে এক অপূর্ব শৃঙ্খলা! মরণ-পণ করে সকলে শত্রুদের তীর অঙ্গে ধারণ করতে লাগলেন। খালিদ (রা.) ও তাঁর অশ্বারোহী সৈন্যদলও আত্মরক্ষার ভূমিকাই গ্রহণ করলেন। সারাদিন এভাবেই কেটে গেল। সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসলো। ইতঃপূর্বেই শত্রুরা ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল। তাদের তুনীরও তীরশূন্য হয়ে এসেছিল। সেই অনুকূল মুহূর্তে রোমান সৈন্যদেরকে আক্রমণ করার জন্য খালিদ (রা.) মুসলিম সৈন্যদেরকে হুকম দিলেন।

কিছুক্ষণের মধ্যেই রোমানরা যুদ্ধের আশা ত্যাগ করে উর্ধ্বশ্বাসে পালাতে লাগলো। খাওলাহ ও 'উফাইরা (রা.) এ সুযোগে বহু পলায়নরত খ্রিস্টান সৈন্যকে হত্যা করলেন। এ বাহিনীর অধিকাংশ সৈন্যই নিহত হয়। কোনো কোনো ঐতিহাসিকের মতে, এ যুদ্ধে পঞ্চাশ হাজারেরও অধিক শত্রুসৈন্য নিহত হয়।[১১৫] অবশিষ্ট সৈন্যদের মধ্যে অনেকেই দুর্গে প্রবেশ করলো আর কিছু কায়সারিয়্যাহ-এর দিকে পালিয়ে গেল। এভাবে রোমান বাহিনী নিজেদের জালে নিজেরা আটকা পড়ে অপমান ও লাঞ্ছনার হার গলায় পরলো। এ যুদ্ধ হিজরী ১৩ সনে ১৮ জুমাদাল উলা, সোমবার, মতান্তরে জুমাদাউছ ছানিয়ার ২৮ তারিখ সংঘটিত হয়।[১১৬]

---

১১৫. ওয়াকিদী, *ফুতূহুশ শাম*, খ.১, পৃ.৬০
১১৬. বালাযুরী, *ফুতূহুল বুলদান*, পৃ.১৩৬

বিজয় লাভের পর খালিদ (রা.) আবূ বাকর (রা.)-এর নিকট একটি পত্র লিখে জানান যে, "আমাদের ও মুশরিকদের মধ্যে যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছে। তারা আমাদের বিরুদ্ধে একটি বিরাট বাহিনী আজনাদাইন নামক স্থানে সমবেত করে এবং শপথ গ্রহণ করে যে, রণাঙ্গন থেকে কখনো পলায়ন করবে না এবং আমাদেরকে দেশ থেকে বহিষ্কার করেই তবে নিঃশ্বাস গ্রহণ করবে। আমরা আল্লাহর ওপর নির্ভর করে তাদের বিরুদ্ধে অগ্রসর হয়েছি। প্রথমত তীর দ্বারা, পরে তরবারির সাহায্যে যুদ্ধ করি। শেষ পর্যন্ত আল্লাহ তা'আলা আমাদের জয়ী করে তাঁর অঙ্গীকার পূর্ণ করেছেন।"

এটা ছিল আবূ বাকর (রা.)-এর ওফাতের চব্বিশ দিন পূর্বের ঘটনা। তিনি খালিদ (রা.)-এর পত্রটি পেয়ে অত্যন্ত খুশি হন এবং বলেন, اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِي نَصَرَ الْمُسْلِمِيْنَ، وَأَقَرَّ عَيْنِي بِذَلِكَ. -"সকল প্রশংসা সে আল্লাহর জন্য যিনি মুসলিমদেরকে সাহায্য করেছেন এবং তা দ্বারা আমার চক্ষুদ্বয়কে শীতল করেছেন।"[১১৭]

ইসলামের প্রাচীন যুগের ইতিহাসে আজনাদাইনের যুদ্ধ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এ যুদ্ধে বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্যের ভিত্তিভূমি মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হলো। রোমান সৈন্যদের মনোবল একেবারে ভেঙ্গে পড়লো। এ যুদ্ধের পর থেকে তাদের মধ্যে এ ধারণা বদ্ধমূল হয়ে গেল যে, সংখ্যাবল, অস্ত্র, কৌশল ও রসদপত্রের প্রাচুর্য কোনো কিছুর দ্বারাই দুর্ধর্ষ মুসলিমদের বিজয় গতি রোধ করা যাবে না। ভবিষ্যতের কোনো যুদ্ধেই তারা এ মনোভাবকে অতিক্রম করতে পারেনি। অপরদিকে আজনাদাইনের যুদ্ধ মুসলিমদের মনে নতুন আশা, নতুন উদ্দীপনা ও নতুন স্বপ্ন রচনা করলো। তারা যে অপরাজেয় এবং বিশাল পৃথিবী যে তাদের সামনে পড়ে আছে- এ অনুভূতি ও প্রত্যয় তাদের মনে সুদৃঢ় হলো। যুদ্ধের প্রেরণা তাদের মধ্যে আরো বেড়ে গেল। রাষ্ট্রের প্রাপ্য এক-পঞ্চমাংশ মূল্যবান ধনরত্নাদি যখন মাদীনায় খালীফার নিকট পৌঁছলো, তখন সাধারণ লোকেরা তা দেখে যুদ্ধের প্রতি আকৃষ্ট না হয়ে পারলো না। দলে দলে তারা সৈন্যশ্রেণীতে ভর্তি হবার জন্য এগিয়ে আসতে লাগলো। এ বিজয়ে মুসলিমদের আরো একটি বিশেষ সুবিধা হলো। যুদ্ধাস্ত্র ও সৈন্যদের খোরাক-পোশাকের প্রশ্নও সহজ হয়ে গেল। বস্তুত আজনাদাইনের যুদ্ধেই শাম তথা রোমান সাম্রাজ্যের ভাগ্য সুনির্ধারিত হয়ে গেল।

৫. দিমাশক বিজয়

মুসলিম সৈন্যদের হাতে আজনাদাইনের পতনের পর দিমাশক দুর্গের প্রাচীরভূমি থেকে নগরবাসীরা দেখতে পেলো, পরাজিত রোমান সৈন্যরা দলে দলে দিমাশকের দিকে ছুটে আসছে। এ অবস্থা দেখে তারা অত্যন্ত হতাশ হয়ে পড়লো। দিমাশকের দশাও যে

---

১১৭. আযদী, *ফুতূহুশ শাম*, পৃ.৮১

অনুরূপ হবে এ আশঙ্কাই তাদের মনে জাগতে লাগলো। ইতোমধ্যে মুজাহিদ বাহিনীও প্রচুর গানীমাতের মাল ও শত্রুদের পরিত্যক্ত যুদ্ধ সরঞ্জামসহ দিমাশকের দুর্গপ্রান্তে ফিরে আসলেন এবং যেহেতু শত্রুরা এ সময়ে নতুন করে নিঃশ্বাস গ্রহণ করার এবং পুনঃ যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হওয়ার সুযোগ পেয়েছিলেন, তাই মুসলিমগণ পুনরায় দিমাশক অবরোধ করলেন। এবার মুসলিম সেনাদলের সম্মুখ ভাগে রইলেন বীরবর 'আমর ইবনুল 'আস (রা.)। তাঁর ওপর নয় হাজার অশ্বারোহী সৈন্য পরিচালনার ভার ন্যস্ত করা হয়। পশ্চাৎ ভাগে থাকলেন সেনাপতি খালিদ (রা.) নিজেই। বাইর থেকে যাতে কোনোরূপ সাহায্য বা রসদপত্র না আসতে পারে, অথবা ভেতর থেকে কোনোরূপ সংবাদ আদান-প্রদান না হতে পারে- এ উদ্দেশ্যে বীরবর দিরার (রা.) দু হাজার অশ্বারোহী সৈন্য নিয়ে নগরীর চতুর্দিকে টহল দিয়ে ফিরতে লাগলেন। দুর্গের সাতটি সদর দরজায় সাতজন সেনানায়ককে মোতায়েন করা হলো। এভাবে দিমাশক নগরী বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়লো।

খালিদ (রা.) আক্রমণ দ্বারা নগর অধিকৃত করা অপেক্ষা অবরোধ করে সময় ক্ষেপণ করা যুক্তিযুক্ত ও নিরাপদ মনে করলেন। তিনি ভাবলেন, এতে দুটি ফল হবে। প্রথমত, দুর্গস্থিত সৈন্যদের মনোবল ক্রমেই ভেঙ্গে পড়বে। দ্বিতীয়ত, খাদ্যাভাবে নগরে দুর্ভিক্ষ দেখা দেবে। তখন সহজেই দিমাশক নগরীর পতন ঘটবে।

দিমাশকবাসীদের মনে শীঘ্রই প্রতিক্রিয়া দেখা দিল। বিপদ যে ঘনিয়ে আসছে- এ কথা বুঝতে তাদের দেরি হলো না। হিরাক্লিয়াসের জামাতা টমাস নগরবাসীকে উত্তেজিত করে মুসলিমদেরকে আক্রমণ করার মতলব করলেন। সে উদ্দেশ্যে তিনি একদিন রাতের বেলা নগরের সদর দরজার সম্মুখভাগে খুব ঘটা করে আলোক-উৎসব করলেন। বড় বড় ক্রুশচিহ্ন অঙ্কিত নিশান উড়িয়ে বিশপ ও পাদ্রিগণ শোভাযাত্রায় বের হলেন এবং যীশুর ক্রুশবিদ্ধ মূর্তির পাদদেশে একখণ্ড বাইবেল রেখে খ্রিস্টানদের উদ্দেশ্যে তারা বলতে লাগলেন, "এই তো স্বয়ং ঈশ্বরের পুত্র যীশু তোমাদের সামনে উপস্থিত। তিনিই তোমাদেরকে রক্ষা করবেন।"

পরদিন টমাস এক বিরাট বাহিনী নিয়ে মুসলিমদেরকে আক্রমণ করলো। দু'পক্ষের মধ্যে তুমুল যুদ্ধ শুরু হলো। এটিই ছিল দিমাশকের ভাগ্য নির্ণয়ে সর্বশেষ রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম। এখানে অনেক মুসলিম সৈন্যও নিহত হন। অবশেষে একজন মুসলিম বীরাঙ্গনা এসে যুদ্ধের গতিস্রোত ফিরিয়ে দেন। আব্বান ইবনু যায়িদ (রা.)-এর স্ত্রী এ যুদ্ধে স্বামীর সাথে এসেছিলেন। আব্বান টমাসের এক তীরের আঘাতে মারাত্মকভাবে আহত হন। তাঁকে যখন শিবিরে আনা হলো, তখন তাঁর স্ত্রী মুমূর্ষু স্বামীকে আলিঙ্গন করে বলতে লাগলেন,

> "প্রিয়তম, তুমি যাও সেই করুণাময় আল্লাহর নিকট, যিনি আমাদের মিলন ঘটিয়েছিলেন এবং তিনিই আবার আমাদেরকে বিচ্ছিন্ন করলেন। আমি শীঘ্রই

তোমার সাথে মিলিত হবো। আমি প্রতিজ্ঞা করছি, তোমার হত্যার প্রতিশোধ আমিই নেবো। আজ থেকে কেউ আমার দেহ স্পর্শ করতে পারবে না। আমি আল্লাহর সেবায় আত্মনিয়োগ করলাম।"

স্বামীর দাফন-কাফানের পর বিধবা বীর নারী আব্বানের অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে যুদ্ধক্ষেত্রে আসলেন। তাঁর প্রথম তীরে রোমানদের ঝাণ্ডাবরদারের পতন হলো। দ্বিতীয় তীর টমাসের একটি চক্ষুতে গিয়ে এমনভাবে আঘাত করলো যে, সেও ভূতলশায়ী হলো। তবু রোমানরা পিছু হটলো না। সন্ধ্যা পর্যন্ত তারা প্রাণপণে যুদ্ধ চালিয়ে গেল। রাতে যুদ্ধ স্থগিত রইলো এবং দু পক্ষই বিশ্রাম করতে গেল। মধ্য রাতে হঠাৎ নগরীর মধ্যে বিপদের ঘন্টা বেজে ওঠলো। রোমান সৈন্যরা দুর্গের সকল দরজা খুলে দেয় এবং দুর্গ থেকে একসাথে বের হয়ে নিদ্রিত মুসলিম শিবির আক্রমণ করলো। খালিদ (রা.)ই সর্বপ্রথম সজাগ হলেন এবং মুহূর্তের মধ্যেই তিনি তাঁর অধীন চারশ অশ্বারোহীসহ অকুস্থলে ছুটে গেলেন। কাতরকণ্ঠে তিনি বলতে লাগলেন, "হে চিরজাগ্রত আল্লাহ, তোমার সেবকদেরকে কাফিরদের হাতে সমর্পণ কর না।" বিপদের সঙ্কেত পেয়ে মুসলিম সৈন্যগণ মুহূর্তের মধ্যে স্ব স্ব স্থানে এসে দাঁড়ালেন এবং পাল্টা আক্রমণ করে রোমানদের হটিয়ে দিলেন। অবশেষে রোমান সৈন্যরা রণে ভঙ্গ দিয়ে দুর্গের মধ্যে আশ্রয় নিল। অতঃপর তারা সুযোগ মতো দুর্গ থেকে বাইরে এসে কিংবা দুর্গপ্রাচীরের ওপর থেকে মুজাহিদ বাহিনীর প্রতি তীর ছুঁড়তে থাকলো। দু মাস পর্যন্ত এভাবে যুদ্ধ চললো। এরপর রোমান বাহিনীর সাহস ও বলবিক্রম লোপ পেলো। তা ছাড়া দীর্ঘ দিন অবরোধের ফলে দুর্গে খাদ্যাভাবও দেখা দেয়। সুতরাং তারা এবার সন্ধির চেষ্টায় লেগে গেল। প্রথমে তারা খালিদ (রা.)-এর নিকট সন্ধির প্রস্তাব পাঠালো। কিন্তু খালিদ (রা.) তাঁদের সে প্রস্তাব মেনে নিতে সম্মত হলেন না। অবশেষে একদিন গভীর রাতে তাদের একশত জন পুরোহিত ও প্রতিনিধি আবূ 'উবাইদাহ (রা.)-এর শরণাপন্ন হলো। কোমলহৃদয় আবূ 'উবাইদাহ (রা.) দীর্ঘদিন ধরে যুদ্ধ করতে করতে মুজাহিদ বাহিনী ক্লান্ত হয়ে পড়েছে মনে করে সন্ধির প্রস্তাব মঞ্জুর করে নিলেন। উভয় পক্ষের ক্লান্তির প্রতি লক্ষ্য করে তিনি এতো কোমল হয়ে পড়েছিলেন যে, খালিদ (রা.)-এর সাথে যোগাযোগ না করেই তিনি সন্ধিপত্র লিপিবদ্ধ করে ফেললেন। সন্ধির শর্তাবলি ছিল নিম্নরূপ-

"দিমাশক মুসলিমদের অধিকারে ছেড়ে দেওয়া হলো। উভয় পক্ষ বিরোধিতামূলক যাবতীয় কার্যকলাপ পরিহার করবে। স্বেচ্ছায় যে ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণ করবে, মুসলিম জাতির সাথে তার ভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হবে। আর যে ইসলাম গ্রহণ করবে না, সে মুসলিম রাষ্ট্রকে জিযইয়া দিতে বাধ্য থাকবে। যারা দিমাশক ত্যাগ করে চলে যেতে চাইবে, তারা নির্বিঘ্নে চলে যেতে পারবে। আজ থেকে তিন দিনের মধ্যে তাদের কার্য সমাধা করতে হবে। তিন দিনের পর তাদের এ স্বাধীনতা থাকবে না।"

সন্ধিপত্রে উভয়পক্ষের স্বাক্ষর না হতেই আবূ 'উবাইদাহ (রা.) শহর অধিকার করার জন্য আনন্দিত চিত্তে দুর্গের মধ্যে প্রবেশ করলেন। খালিদ ইবনুল ওয়ালীদ (রা.) আবূ 'উবাইদাহ (রা.)-এর এ সন্ধিপত্র সম্বন্ধে কিছুই জানতেন না। এ সময় তিনি আবূ 'উবাইদাহ (রা.)-এর ঠিক বিপরীত দিকে অবস্থান করছিলেন এবং ওদিকে শহর দখল করার উপায় উদ্ভাবনে ব্যস্ত ছিলেন। ইয়াসূ নামক জনৈক পাদ্রীর সহযোগিতায় কয়েকজন বীর মুজাহিদ এক গুপ্তপথে দুর্গে প্রবেশপূর্বক দুর্গের পূর্বের দিকের দরজা খুলে দিলেন। সাথে সাথে খালিদ (রা.) তাঁর বাহিনী নিয়ে দুর্গের ভেতরে প্রবেশ করলেন এবং খ্রিস্টানদের ওপর এমন প্রবল আক্রমণ করলেন যে, খ্রিস্টানরা দিশেহারা হয়ে ইতঃস্তত ছুটাছুটি করে মুজাহিদ বাহিনীর হাতে পঙ্গপালের মতো মারা পড়তে লাগলো। খালিদ (রা.) খ্রিস্টানদেরকে হত্যা করতে করতে সামনের দিকে অগ্রসর হয়ে হঠাৎ দেখতে পেলেন যে, ধীর ও শান্তভাবে আবূ 'উবাইদাহ (রা.) তরবারি কোষবদ্ধ অবস্থায় দাঁড়িয়ে রয়েছেন। আর তাঁর চতুর্দিকে খ্রিস্টান রমণী, শিশু ও অক্ষম বৃদ্ধরা তাঁকে বেষ্টন করে রয়েছে। তিনি তাদের সাথে সদয় ও নম্র ব্যবহার করছেন। এটা দেখে খালিদ (রা.)-এর বিস্ময়ের অবধি রইলো না।[১১৮]

আবূ 'উবাইদাহ (রা.)ও খালিদ (রা.)-এর রণমূর্তি দেখে কম বিস্মিত হননি। অবশেষে তিনি অগ্রসর হয়ে ক্রোধভরে খালিদ (রা.)-এর তরবারি ধরে ফেললেন এবং বলতে লাগলেন, হত্যা বন্ধ কর। আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে এ শহর সন্ধির দ্বারা দান করেছেন। যেহেতু সন্ধি সম্বন্ধে খালিদ (রা.) কিছুই জানতেন না; তাই তিনি কিছুক্ষণ পর্যন্ত আবূ 'উবাইদাহ (রা.)-এর সাথে তর্ক-বিতর্ক করলেন। একপর্যায়ে তিনি বললেন, وَكَيْفَ صَالَحْتَهُمْ مِنْ غَيْرِ أَمْرِيْ، وَأَنَا صَاحِبُ رَايَتِكَ وَالْأَمِيْرُ عَلَيْكَ؟ - "আপনি কিভাবে আমার নির্দেশ ছাড়া তাদের সাথে সন্ধি করলেন? অথচ আমিই হলাম যুদ্ধের ঝাণ্ডা বরদার ও অধিনায়ক।" কিন্তু অবশেষে যখন তিনিও দেখলেন যে, আবূ 'উবাইদাহ (রা.) যা কিছু করেছেন ইসলামের কল্যাণের জন্যই করেছেন, তখন তিনিও সন্ধি মেনে নিলেন। অতঃপর তাঁরা উভয়ে ঘোষণা করে দিলেন যে, "যারা ইসলাম গ্রহণ করতে কিংবা জিযইয়া দিতে সম্মত নয়, তারা তিন দিনের মধ্যে শহর ত্যাগ করে চলে যাবে।"[১১৯] এ ঘোষণার পর টমাস, তার স্ত্রী ও বহু সংখ্যক সেনানায়ক নিজ সৈন্যদের একটি বিরাট বাহিনী নিয়ে দিমাশক থেকে আনতাকিয়ার দিকে যাত্রা করলেন। এভাবে দিমাশক সম্পূর্ণরূপে মুসলিমগণের অধিকৃত হলো।

খালিদ, রাফি' ইবনু 'উমাইরাহ, 'আবদুর রাহমান ইবনু আবী বাকর ও দিরার (রা.) প্রমুখ মোটেই এতে সন্তুষ্ট হতে পারলেন না যে, মুজাহিদগণ দুর্গের মধ্যে প্রবেশ

---

১১৮. ওয়াকিদী, *ফুতূহুশ শাম*, খ.১, পৃ.৭৩
১১৯. ওয়াকিদী, *ফুতূহুশ শাম*, খ.১, পৃ.৭৩-৫

করার পরও তাঁদের সামনে থেকেই খ্রিস্টানরা মুসলিমদের এতো ক্ষতি করা সত্ত্বেও সশরীরে, নিরাপদে ও অক্ষত অবস্থায় সমস্ত মূল্যবান আসবাবপত্রসহ দুর্গ থেকে বের হয়ে গেল। কিন্তু তাঁরা আবূ 'উবাইদাহ (রা.)-এর সন্ধি মেনে নিয়েছেন, এখন আর কী করতে পারেন? কিন্তু সন্ধির শর্তানুযায়ী তিন দিন অতীত হওয়ার পর তাঁরা টমাসের পেছনে ধাওয়া করলেন। সংবাদ পেয়ে টমাস তাঁর পাঁচ সহস্রাধিক সৈন্যসহ ফিরে দাঁড়ালো। উভয় পক্ষে তুমুল যুদ্ধ শুরু হলো। মুজাহিদ বাহিনীর প্রবল আক্রমণে খিস্টানরা পরাজিত হলো। টমাস ও তার বহু সেনানায়ক নিহত হলো। অতি অল্প সংখ্যক সৈন্যই প্রাণ নিয়ে পালিয়ে যেতে সক্ষম হলো। টমাসের পত্নী সম্রাট হিরাক্লিয়াসের কন্যা বন্দী হয়ে খালিদ (রা.)-এর শিবিরে নীত হলো। কিন্তু জনৈক পাদ্রীর অনুরোধক্রমে তাকে মুক্তি দেয়া হয়।

এ সময় একটি চিত্তাকর্ষক ঘটনা ঘটলো। জোনাস নামক জনৈক রোমান যুবকের সাথে ইউডোসিয়া নাম্নী একটি সুন্দরী কন্যার বাগদত্তা হয়েছিল। সুযোগের অভাবে তাদের বিবাহকার্য তখনো সম্পন্ন হয়নি। জোনাস যখন মুসলিমদের হাতে বন্দী হলো, তখন মৃত্যুর হাত এড়াবার জন্য সে ইসলাম গ্রহণ করলো। কিন্তু ইউডোসিয়া তার মাতাপিতার সাথে খ্রিস্টান ধর্মই পালন করতে লাগলো। সন্ধির শর্তানুসারে খ্রিস্টানদেরকে যখন ইসলাম গ্রহণ, জিযইয়া প্রদান অথবা দেশত্যাগের স্বাধীনতা দেওয়া হলো, তখন ইউডোসিয়া ধর্মকেই প্রেমের ওপর স্থান দিল এবং মাতাপিতার সাথে দিমাশক পরিত্যাগ করে গেল। জোনাস খালিদ (রা.)কে সকল কথা খুলে বললো এবং ইউডোসিয়াকে জোর করে আটকে রাখতে অনুরোধ করলো। কিন্তু সন্ধির শর্ত ভঙ্গ হয় বলে খালিদ (রা.) তাতে রাজী হলেন না। তবে তিন দিন পরে অভিযান করে উদ্ধার করবেন বলে আশা দিলেন।

তিনদিন পর বীরবর দিরার (রা.) ও জোনাসকে সাথে নিয়ে খালিদ (রা.) একটি ক্ষুদ্র বাহিনীসহ ইউডোসিয়ার সন্ধানে বের হলেন। বহু পথ অতিক্রম করে এসে অনেক অনুসন্ধানের পর অভিযাত্রী দল ইউডোসিয়ার সন্ধান পেলো। জোনাস তাকে সাগ্রহে আলিঙ্গন করতে গেলেন। কিন্তু ইউডোসিয়া ঘৃণাভরে তার সে আলিঙ্গন প্রত্যাখ্যান করলো। অবশেষে সে যখন আত্মরক্ষা করা অসম্ভব মনে করলো, তখন সে নিজে বুকে ছুরি বসিয়ে আত্মহত্যা করলো। দিমাশক থেকে প্রায় দেড়শত মাইল দূরে এ কাণ্ড ঘটলো। এরপর খালিদ (রা.) আবারো তাঁর দলবলসহ দ্রুতগতিতে দিমাশকে ফিরে আসলেন। পরবর্তী এক যুদ্ধে জোনাস শাহাদাত বরণ করেছিলেন।

৬. অন্যান্য অভিযান

আজনাদাইন ও দিমাশক বিজয়ের পর রোমানদের মেরুদণ্ড একেবারেই ভেঙ্গে গেল। এরপর ছোট ছোট কয়েকটি স্থানে কয়েকটি খণ্ডযুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল বটে; কিন্তু সেগুলো জয় করতে খালিদ (রা.)-এর একটুও বেগ পেতে হয়নি। বা'লাবাক্ক, হিম্স ও হামাহ প্রভৃতি নগর একটির পর একটি করে খালিদ (রা.)-এর নিকট বশ্যতা স্বীকার

করতে লাগলো। শাজারের অধিবাসীরা বাদ্যযন্ত্রসহ গান গাইতে গাইতে খালিদ (রা.)কে সাদর অভিনন্দন জানালো।

ঐতিহাসিক বালাযুরীর মতে, আজনাদাইনের পর রোমানরা ওয়াকূসা নামক স্থানে সৈন্য সমাবেশ করে। খালিদ (রা.) এ সংবাদ পাওয়ার পর ওয়াকূসা পৌঁছে তাদের সাথে যুদ্ধে করেন। রোমানরা পরাজিত হয়ে পলায়ন করে এবং শামের প্রধান প্রধান শহরগুলোতে ছড়িয়ে পড়ে। বালাযুরীর বর্ণনা মতে, মুসলিম বাহিনী ওয়াকূসায় অবস্থানকালেই খালিদ (রা.) খালীফার মৃত্যু সংবাদ পান।[১২০]

মুসলিমদের বিজয়ের কারণ

বলাই বাহুল্য যে, পারস্য ও রোম ঐ যুগে অত্যন্ত প্রভাবশালী এবং উন্নত সাম্রাজ্য ছিল। ধন-সম্পদ, আসবাবপত্র ও সৈন্য-সামন্ত প্রভৃতির ক্ষেত্রে উক্ত দুটি সাম্রাজ্যের সাথে মুসলিমদের কোনো তুলনাই হতে পারে না। অস্ত্র-শস্ত্রের দিক দিয়েও উভয় বাহিনীর সাথে মুসলিমদের বিরাট পার্থক্য ছিল। তারা সে যুগের সর্বাধুনিক অস্ত্র-শস্ত্রের মালিক ছিল, অথচ মুসলিমদের অস্ত্র-শস্ত্রের মধ্যে তরবারি, বর্শা, ছোট খঞ্জর ও তীর ছাড়া তেমন অন্য কিছু ছিল না। শামে ইয়ারমুক যুদ্ধে মুসলিমদের মোট সংখ্যা ছিল ৪৬ হাজার এবং এর বিপরীতে রোমানদের সংখ্যা ছিল ২ লক্ষ ৪০ হাজার। এতো বড় অসম যুদ্ধেও রোমানদের ২ লক্ষ লোক নিহত হয়; পক্ষান্তরে মুসলিমদের নিহতের সংখ্যা ছিল মাত্র ৩ হাজার। হিসাব করলে দেখা যাবে যে, মুসলিম ও রোমান সংখ্যার অনুপাত ছিল ১:৫ এবং মৃত্যুর অনুপাত ছিল ১:৫০। অন্য কথায় প্রত্যেক মুসলিম গড়ে পাঁচ জন শত্রুর সাথে যুদ্ধ করেছে এবং ৫০ জন করে নিহত করেছে। এতো সব কিছু থাকা সত্ত্বেও কেন তাদের এমন শোচনীয় পরাজয় ঘটলো এবং কিভাবে কয়েক হাজার মরুবাসী আরব ভূমি থেকে বের হয়ে উভয় সাম্রাজ্যের সিংহাসন উল্টিয়ে দিলো, রোম ও পারস্যের জাঁকজমকপূর্ণ রাজপ্রাসাদ ধুলায় ধূসরিত করে দিলো? যে কোনো ইতিহাস পাঠকের মনে স্বভাবতই এ প্রশ্নগুলো উদিত হতে পারে।

এর কারণ অবশ্য ছিল। একদিকে পারস্য ও রোমান উভয় সাম্রাজ্য পরস্পরের বিরুদ্ধে দীর্ঘ দিন ধরে যুদ্ধ করার কারণে তাদের প্রতিরক্ষা ও নিরাপত্তার ব্যবস্থা দুর্বল হয়ে পড়েছিল। অপর দিকে তখন পারসিক ও রোমানদের নৈতিক চরিত্রের চরম অবনতিও ঘটেছিল। নিজেদের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য প্রশাসনের লোকজন জনসাধারণকে যুলম নির্যাতন করা এবং তাদের ওপর বেশি বেশি ট্যাক্স নির্ধারণ করাকে নিজেদের স্বাভাবিক অধিকার বলে মনে করতো। ফলে তাদের অত্যাচার-অনাচার দেশবাসীর অন্তরকে পূর্ব

---

১২০. বালাযুরী, *ফুতূহুল বুলদান*, পৃ.১৩৬

থেকেই তিক্ত ও বিষাক্ত করে রেখেছিল। তাদের সৈন্যদের মধ্যে অনেকেই ছিল দুর্বৃত্ত কয়েদী। তাদেরকে জেল থেকে মুক্তি দিয়ে যুদ্ধক্ষেত্রে পাঠানো হয়েছিল। যুদ্ধক্ষেত্র থেকে যাতে তারা পালাতে না পারে অথবা যাতে একস্থানে দাঁড়িয়ে যুদ্ধ করতে পারে এ উদ্দেশ্যে তাদের অনেকের পায়ে শিকল বাঁধা ছিল। এর দ্বারা বুঝা যায় যে, দেশ ও জাতির প্রতি তাদের কোনো মমত্ববোধ ছিল না। তা ছাড়া খ্রিস্টান ও পারসিক সৈন্যদের মধ্যে ধর্ম বিরোধও ছিল। কাজেই তাদের মধ্যে ঐক্য, শৃঙ্খলা ও নৈতিক মনোবল ছিল না। পাদ্রী-পুরোহিত ও সাধু সন্ন্যাসীরা যখন ঘটা করে বড় বড় ক্রুশচিহ্ন অঙ্কিত নিশান দুলিয়ে 'খ্রিস্টধর্ম বিপন্ন, প্রাণপণে লড়াই কর' এ আবেদন জানাচ্ছিলেন, তখন তাদের মনে ধর্মভাব অপেক্ষা বিরক্তি ও অশ্রদ্ধার ভাবই বেশি জাগছিল। পারসিক ও রোমান সেনাদলের সাথে আরব বেদুঈনরাও ছিল; কিন্তু তারা খ্রিস্ট ধর্মে দীক্ষিত হলেও প্রাণ দিয়ে সে ধর্মকে কোনো দিন গ্রহণ করতে পারেনি। কেননা তারা অন্যান্য খ্রিস্টানের চোখে চিরদিনই ঘৃণা ও অবজ্ঞাই পেয়ে এসেছিল। পারস্য ও রোমের শাসনের অধীনে এসে তাই তারা দারুন অস্বস্তি ও অসুবিধা বোধ করছিল। আরব বেদুঈনদের প্রতি রক্তের টান থাকায় মনে মনে তারা মুসলিমদের বিজয় কামনা করছিল। জার্মান ঐতিহাসিক ভন ক্রেমার বলেন,

> "আরব, ইরাক ও শামের সীমান্তে যে সকল আরব গোত্র বাস করতো, তারা তাদের সমর্থক বা পৃষ্ঠপোষক সাম্রাজ্যের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে স্বগোত্রীয় আরবদের সাথে ধর্মীয় সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করার মধ্যেই নিজেদের কল্যাণ দেখতে পায়। তা ছাড়া এতে মালে গানীমাতে অংশীদার হওয়ার সুযোগও রয়েছে। দেখা যায়, একটি ক্ষুদ্র মুসলিম বাহিনী ইরাক ও শামে প্রবেশ করার পর স্থানীয় আরবদের পৃষ্ঠপোষকতায় তা একটি বিচ্ছুরণশীল অগ্নির পাহাড়ে পরিণত হয়েছে।"[১২১]

পক্ষান্তরে মুসলিম সৈন্যদের অবস্থা ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন। মুসলিম সৈন্যগণ আন্তরিকভাবে বিশ্বাস করতেন যে, জীবনের শ্রেষ্ঠতম লক্ষ্য হলো জান্নাতের সুখ-শান্তি। আর তা লাভ করার শ্রেষ্ঠতম উপায় হলো আল্লাহর পথে আন্তরিকতার সাথে লড়াই করে শাহাদাত বরণ। সেনাপতি খালিদ ইবনুল ওয়ালীদ (রা.) সকল শত্রুর কাছে এ ছোট্ট বার্তাটি পৌঁছে দিয়েছিলেন যে, لَقَدْ جِئْتُكُمْ بِقَوْمٍ يُحِبُّوْنَ الْمَوْتَ كَمَا تُحِبُّوْنَ الْحَيَاةَ.-"আমি তোমাদের নিকট এমন একটি সম্প্রদায় নিয়ে উপস্থিত হচ্ছি, যাঁরা মৃত্যুকে সেভাবেই ভালোবাসে যেভাবে তোমরা জীবনকে ভালোবাসো।" তাঁর এ ছোট্ট কথা থেকে প্রমাণিত হয় যে, মুসলিমগণ জীবনে বেঁচে থাকার চেয়ে আল্লাহর পথে মৃত্যুবরণ করতে পারাকে অধিক গৌরবের বিষয় মনে করেন। এ কারণে মুসলিম সৈন্যদের মধ্যে যেরূপ

---

১২১. Kremer, *The orient under the Caliphs*, p.97

নিঃস্বার্থপরতা, অকৃত্রিম প্রচেষ্টা, সাহসিকতা ও ঐক্য বিদ্যমান ছিল, তা আর কারো মধ্যে ছিল না। তা ছাড়া ইরাক ও শাম বিজয় সংক্রান্ত কুর'আন মাজীদের আয়াত ও রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর বাণী মুসলিমদের মধ্যে এমন বিশ্বাস, প্রশান্তি, নির্ভরতা ও ঐক্য সৃষ্টি করে যে, ভয়ানক বিপদের মধ্যেও তারা কখনো ভেঙ্গে পড়েননি, হিম্মাত হারা হননি। তাছাড়া সহনশীলতা, কঠোরতা এবং বিপদে ভীত না হওয়ার যে গুণ আরব-মুসলিমদের মধ্যে ছিল তা পারস্য ও রোমের আরামপ্রিয় সৈন্যদের কাছ থেকে কখনো আশা করা যেতো না। তদুপরি রোমান ও পারসিক শাসকদের অত্যাচার-নির্যাতনে তিক্ত-ক্লিষ্ট লোকেরা মুসলিমদের উদার ও সুন্দর আচরণে অভিভূত হয়ে তাঁদের দিকে ঝুঁকে পড়েছিল। প্রখ্যাত ওলন্দাজ সমালোচক দাখুই বলেন,

> "প্রকৃতপক্ষে শামের লোকজন আরবদের দিকে ঝুঁকে পড়েছিল। আর এটা হওয়াই অনিবার্য ছিল। কেননা আরবরা বিজিত এলাকার জনসাধারণের সাথে যে ব্যবহার করেছে তার সাথে সেখানকার যদি পূর্ববর্তী বাদশাহদের নীতিহীন যুলমের তুলনা করা যায়, তা হলে আসমান-যমীন ফারাক পরিলক্ষিত হবে। শামের যে সমস্ত খ্রিস্টান কালসী ডনকে মানতো না, রোম সম্রাটের নির্দেশে তাদের নাক কান কর্তন করা হতো, ঘরবাড়ি ধ্বংস করা দেয়া হতো। অথচ আরবের নতুন শাসকরা আবূ বাকর (রা.)-এর হিদায়াত অনুযায়ী স্থানীয় বাসিন্দাদের মনপ্রাণ কেড়ে নিয়েছিল। তারা নিজেদের কথা ও প্রতিশ্রুতির মূল্য দিতেন।..."[১২২]

ইতঃপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, ইয়ারমুকের পলাতক সৈন্যরা যখন হিম্‌সে হিরাক্লিয়াসের নিকট পৌঁছলো, তখন তিনি তাঁর কয়েক লক্ষ লৌহ সৈনিকের মুষ্টিমেয় মুসলিমের হাতে তছনছ হওয়ার কথা শুনে হতভম্ব হয়ে পড়েন। তিনি পালিয়ে আসা সৈন্যদেরকে জিজ্ঞেস করলেন, "তোমরা ধ্বংস হও! আমাকে বল যে, যাদের সাথে তোমরা লড়াই করেছো তারা কি তোমাদের মতোই মানুষ নয়?" সৈন্যরা জবাব দিলো, "হ্যাঁ, অবশ্যই।" সম্রাট আবার জিজ্ঞেস করলেন, "তা হলে তারা কি তোমাদের চেয়ে সংখ্যায় অনেক বেশি ছিল?" সৈন্যরা জবাব দিলো, "না, আমরা সবক'টি যুদ্ধক্ষেত্রে তাদের চেয়ে সংখ্যায় অনেক বেশি ছিলাম।" সম্রাট জিজ্ঞেস করলেন, " তা হলে তোমাদের পরাস্ত হবার কারণ কী?" একজন বিজ্ঞ সৈন্য জবাব দিল,

> "এর কারণ হলো, তারা রাতে আল্লাহর 'ইবাদাত করে, দিনে রোযা রাখে, অঙ্গীকার রক্ষা করে, সৎ কাজের আদেশ দেয়, মন্দ কাজ থেকে বারণ করে এবং নিজেদের মধ্যে সুবিচার প্রতিষ্ঠা করে। আর আমাদের অবস্থা হলো, আমরা মদ্য

---

১২২. হাবীবুল্লাহ, ড. *হুযুরে আকরাম কী সিয়াসী যিন্দেগী*, পৃ. ২৮১ (*'ফুতুহাতে শাম'* গ্রন্থের সূত্রে বর্ণিত)

পান করি, যিনা করি, হারামে লিপ্ত হই, অঙ্গীকার ভঙ্গ করি, অযথা রাগ করি, অন্যায়-অবিচার করি, ক্ষোভের বশে নির্দেশ দেই এবং যমীনে ফাসাদ সৃষ্টি করি।"

এ কথা শুনে সম্রাট মন্তব্য করলেন, "তুমি সত্য কথাই বলেছো।"[১২৩]

এ সকল আধ্যাত্মিক ও চারিত্রিক গুণ ছাড়াও বিষয়টির সাথে যতটুকু বস্তুগত সম্পর্ক রয়েছে তাতে এ কথা মেনে নেয়া ছাড়া গত্যন্তর নেই যে, উপর্যুক্ত বিজয়ে খালিদ (রা.)-এর অসাধারণ বীরত্ব, সৈন্য পরিচালনার আশ্চর্যজনক দূরদর্শিতা এবং যুদ্ধের নিপুণতা ও কৌশলেরও যথেষ্ট অবদান ছিল। ইতঃপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, ইয়ারমুকে মুসলিম ও রোমান সেনাবাহিনী প্রায় তিন মাস পর্যন্ত পরস্পরের মুখোমুখি হয়ে অবস্থান করছিল; কিন্তু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আক্রমণ ছাড়া বিরাট আকারের কোনো আক্রমণ সেখানে সংঘটিত হয়নি। কিন্তু খালিদ (রা.) সেখানেই পৌঁছতেই রণাঙ্গনের অবস্থা পাল্টে যায় এবং মোট ছেচল্লিশ হাজার সৈন্য দু'লক্ষ চল্লিশ হাজার সৈন্যকে পরাজিত করে।

এক্ষেত্রে ইরাক ও শামের উর্বর ও শ্যামল ভূমি জয় করার একটি প্রেরণাও হয়তো কিছুটা ভূমিকা রেখেছিল। ওয়ালাজার যুদ্ধে খালিদ (রা.) যে বক্তব্য পেশ করেন, তাতে তিনি লোকদেরকে অনারব দেশগুলোর প্রতি আগ্রহান্বিত করার চেষ্টা চালান। তিনি ইরাকের সবুজ শ্যামল মাঠের কথা উল্লেখ করে বলেন,

ألا ترون إلى الطعام كرفغ التراب، وبالله لو لم يلزمنا الجهاد في الله والدعاء إلى الله عز وجل ولم يكن إلا المعاش لكان الرأي أن نقارع على هذا الريف حتى نكون أولى به ونولى الجوع والاقلال من تولاه ممن أثاقل عما أنتم عليه.

-"তোমরা কি দেখো না যে, সেখানে মাটির গোলার মতো খাদ্যের স্তূপ রয়েছে। আল্লাহর কাসাম, যদি আমাদের উদ্দেশ্য আল্লাহর পথে জিহাদ এবং লোকদেরকে তাদের দীনের পথে আহ্বান করা না হতো; বরং শুধু জীবিকা অর্জন হতো, তা হলেও দূরদৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তির অভিমত হতো, আমরা এ শস্য-শ্যামল এলাকার জন্য জন্য যুদ্ধ করবো, আমরা এর মালিক হবো এবং ক্ষুধা ও খাদ্যাভাব ঐ সকল লোকের জন্য ছেড়ে দেবো, যারা আলস্য ও দুর্বলতার জন্য আমাদের সাথে জিহাদে আসেনি।"[১২৪]

এমনিভাবে জারীর ইবনু 'আবদিল্লাহ আল-বাজালী (রা.) স্বীয় গোত্রের সাত শ লোক নিয়ে 'উমার (রা.)-এর খিদমাতে হাযির হয়ে বলেন, আমরা সবাই শামে বসবাস

---

১২৩. ইবনু কাছীর, *আল-বিদায়াতু ওয়ান নিহায়াতু*, খ.৭,পৃ.২০
১২৪. তাবারী, *তারীখুল উমাম ওয়াল মুলূক*, খ.২,পৃ.৫৫৯

করতে চাই। সেখানে আমাদের পূর্বপুরুষরা ছিল এবং বর্তমানে তাদের বংশধররা রয়েছে। 'উমার (রা.) বলেন,

قَدْ كَفَيْتُمُوهُ: العراق العراق ذَرُوا بَلْدَةً قَدْ قَلَّلَ اللهُ شَوْكَتَهَا وَعَدَدَهَا، وَاسْتَقْبِلُوا جِهَادَ قَوْمٍ قَدْ حَوَوْا فُنُونَ الْعَيْشِ، لَعَلَّ اللهَ أَنْ يُورِثَكُمْ بِقِسْطِكُمْ مِنْ ذَلِكَ فَتَعِيْشُوا مَعَ مَنْ عَاشَ مِنَ النَّاسِ.

-"তোমরা শামে অবস্থান করে কী করবে? আল্লাহ তা'আলা তাদের মান-মর্যাদা হ্রাস করে দিয়েছেন। হ্যাঁ, তবে ইরাকে যাও। ইরাকবাসী এবং ঐ সকল গোত্রের বিরুদ্ধে জিহাদ কর, যারা জীবনের সকল উপকরণ নিয়ে সেখানে বাস করছে। হয়তো আল্লাহ তা'আলা তোমাদের ন্যায়পরায়ণতার কারণে ঐ সকল জীবিকার উপকরণে তোমাদেরকে তাদের অংশীদার করে দেবেন এবং তোমরাও তাদের সাথে জীবনযাপন করতে পারবে।"[১২৫]

খালীফার ওফাত ও খালিদ (রা.)-এর অপসারণ

শামে অভিযান চলার সময় ইসলামের ইতিহাসে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটে যায়। এগুলো হলো- খালীফা আবূ বাকর (রা.)-এর ওফাত, 'উমার (রা.)-এর খিলাফাতের আসন লাভ এবং প্রধান সেনাপতির পদ থেকে খালিদ ইবনুল ওয়ালীদ (রা.)-এর অপসারণ।

অনেক ঐতিহাসিকের মতে, ইয়ারমুকের যুদ্ধ যখন প্রচণ্ড আকার ধারণ করেছিল, ঠিক তখনি মাহমিয়্যা ইবনু যানীম নামক একজন দূত মাদীনা থেকে ইয়ারমুকে এসে পৌঁছলেন। মাদীনা থেকে বিশেষ কোনো গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ আসছে মনে করে বহু মুজাহিদ এসে তাঁকে ঘিরে দাঁড়ালেন। মাহমিয়্যাহ সকলকে মাদীনার কুশল সংবাদ প্রদান করলেন। অতঃপর তিনি খালিদ (রা.)-এর নিকট গমন করে তাঁর হাতে একখানা পত্র প্রদান করলেন। খালিদ (রা.) তা খুলে দেখলেন, 'উমার (রা.)-এর লিখিত। আবূ বাকর (রা.) মৃত্যুবরণ করেছেন এবং খিলাফাতের দায়িত্ব হাতে নিয়েই সর্বপ্রথম কর্তব্য হিসেবে খালিদ ইবনুল ওয়ালীদ (রা.)কে মুজাহিদ বাহিনীর প্রধান সেনাপতির পদ থেকে অপসারণ করে তাঁর স্থলে আবূ 'উবাইদাহ ইবনুল জাররাহ (রা.)কে মুজাহিদ বাহিনীর প্রধান সেনাপতি নিযুক্ত করেছেন। পত্রটি একবার মাত্র পড়েই তিনি তা তূনীর মধ্যে রেখে দিলেন। এ বিষয়ে কারো নিকট কিছুই প্রকাশ করলেন না। কেননা তাঁর অপসারণের সংবাদ জানতে

---

১২৫. তাবারী, *তারীখুল উমাম ওয়াল মুলূক*, খ.২,পৃ.৬৪৭

পারলে মুজাহিদগণের মন ভেঙ্গে যাবে এবং শত্রুপক্ষ সাহসী হয়ে ওঠবে বলে তিনি মনে করেছিলেন। বস্তুত তা মুসলিমদের জন্য একটি বিশেষ ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়াতো।

অতঃপর খালিদ (রা.) গোপনে আবূ 'উবাইদাহ (রা.)-এর সাথে সাক্ষাত করে 'উমার (রা.)-এর পত্র তাঁর হাতে অর্পণ করলেন এবং সাথে সাথে প্রধান সেনাপতির শিরস্ত্রাণ ও পোশাকাদিও তাঁকে পরিয়ে দিয়ে নিজে ঐ দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি নিলেন।[১২৬]

কোনো কোনো ঐতিহাসিকের মতে, খালিদ (রা.)-এর অপসারণ এবং প্রধান সেনাপতির পদে আবূ 'উবাইদাহ (রা.)-এর নিয়োগ সংক্রান্ত পত্রটি খালিদ (রা.)-এর নামে না এসে আবূ 'উবাইদাহ (রা.)-এর নামেই এসেছিল। আবার কোনো কোনো ঐতিহাসিক বলেন, খালিদ (রা.)-এর পদচ্যুতিপত্র দিমাশক বিজয়পর্ব সমাপ্ত হওয়ার পরে এসে পৌঁছেছিল। কেউ কেউ বলেন, পূর্বে এ সংবাদ আবূ 'উবাইদাহ (রা.)-এর নিকট এসেছিল; কিন্তু দিমাশক বিজয়ের কাজ সম্পূর্ণরূপে সমাধা না হওয়া পর্যন্ত তিনি তা গোপন করে রেখেছিলেন। দিমাশক সম্পূর্ণরূপে মুসলিম শক্তির অধিকার এসে যাবার পরেই তিনি এ সংবাদ খালিদ (রা.)কে জানান।

ঐতিহাসিক ওয়াকিদী ও আযদী (রাহ.) প্রমুখের মতে, মুজাহিদ বাহিনী দিমাশক অবরোধ করে থাকা কালে আবূ বাকর (রা.)-এর ওফাত হয় এবং 'উমার (রা.) খিলাফাতের আসন গ্রহণ করেন। 'উমার (রা.) খালীফা হবার পর প্রথম কাজ হিসেবে তিনি খালিদ ইবনুল ওয়ালীদ (রা.)কে প্রধান সেনাপতির পদ থেকে অপসারণ করে আবূ 'উবাইদাহ (রা.)কে উক্ত পদ প্রদান করেন। আবূ 'উবাইদাহ (রা.) খালীফার পক্ষ থেকে এ পত্র পেয়ে খালিদ (রা.)কে তা অবগত করলেন। কিন্তু খালিদ (রা.) তাতে কোনো প্রকার মনঃক্ষুণ্ন না হয়ে খালীফার আদেশ সর্বান্তকরণে মেনে নিলেন। তিনি ইতঃপূর্বে যেভাবে আন্তরিকতার সাথে ইসলামের খিদমাত করে আসছিলেন, প্রধান সেনাপতির পদ থেকে অপসারিত হওয়ার পরও তাঁর সে খিদমাতে কোনো প্রকার পার্থক্য বা শৈথিল্য দেখা যায়নি। অপরদিকে আবূ 'উবাইদাহ (রা.) নিতান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও খালীফার এ আদেশ মেনে নিলেন। খালিদ (রা.) যে কতো বড় সামরিক প্রতিভা তা তিনি জানতেন। মনে মনে তিনি তাঁকে যথেষ্ট শ্রদ্ধা করতেন, ভালোও বাসতেন। কাজেই তাঁর এ মর্যাদাহানিতে তিনি অন্তরে অন্তরে যথেষ্ট দুঃখ অনুভব করলেন। তিনি সেনাপতির পদ গ্রহণ করলেন বটে; কিন্তু খালিদ (রা.)কে এ আশ্বাস দিলেন, প্রকাশ্যে তিনি সেনাপতি না থাকলেও কার্যত তিনিই মুসলিম বাহিনীকে পরিচালনা করবেন এবং তাঁর পরামর্শ ছাড়া আবূ 'উবাইদাহ (রা.) কিছুই করবেন না।

---

১২৬. তাবারী, *তারীখুর রুসুল ওয়াল মুলূক*, খ.২,পৃ.২০৭; ইবনুল আছীর, *আল-কামিল..*, খ.১,পৃ.৩৯৩; ইবনু 'আসাকির, *তারীখু দিমাশক*, খ.৫৭, পৃ.১৩০

নৈতিক শৃঙ্খলা ও নিয়মানুবর্তিতার যে আদর্শ সে দিন খালিদ (রা.) দেখিয়েছিলেন, তা এক কথায় অতুলনীয়। এতো বড় অপমানসূচক পত্র পেয়েও তিনি বিন্দুমাত্র বিচলিত হলেন না। রাষ্ট্রের প্রতি কী অবিচল নিষ্ঠা ও আনুগত্য! ইসলামের প্রতি কী অগাধ শ্রদ্ধা ও অনুরাগ! সপ্তম শতাব্দীতে মরুচারী আরব চরিত্রে এমন উচ্চমানের ত্যাগ, স্বদেশ-প্রেম, ধর্মনিষ্ঠা ও মানবতাবোধ কোথা থেকে আসলো? খালিদ (রা.) ছিলেন মহাবীর! অসংখ্য যুদ্ধকে তিনি হেলায় জয় করেছেন। কিন্তু সেদিনকার এ আত্মসমর্পণের মধ্যেই তাঁর চরম বীরত্বের প্রকাশ পেয়েছে। একমাত্র মহাবীর ছাড়া এ হীনতা কেউ মেনে নিতে পারে না। আধুনিক যুগে কোনো বিজয়ী সেনাপতিকে এরূপ আদেশ দিলে তার ফল কী হতে পারে সহজেই অনুমেয়। সেনাপতি হয়তো বিদ্রোহ ঘোষণা করেই বসবেন। কিন্তু খালিদ (রা.) একেবারেই শান্ত; বরং পূর্বের মতো অতি সন্তুষ্টচিত্তে ইসলামের সেবা করে যাচ্ছিলেন। এ চরিত্রের সত্যই কোনো তুলনা নেই।

ঐতিহাসিকগণ সকলেই এ বিষয়ে একমত যে, সমগ্র ইরাক আবূ বাকর (রা.)-এর খিলাফত কালেই মুসলিমদের অধিকারে এসেছিল। শামের অভিযান এবং এর জন্য সর্বপ্রকার সাহায্যও আবূ বাকর (রা.)ই প্রেরণ করেছিলেন। প্রথম খালীফার খিলাফত কালে ইরাক ও শামে মুজাহিদ বাহিনী যে বিজয় লাভ করেছিলেন, তার ওপরই ইসলামী রাষ্ট্রের ভবিষ্যত বিজয়সমূহের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপিত হয়েছিল। আবূ বাকর (রা.)-এর শাসনকালেই খালিদ ইবনুল ওয়ালীদ (রা.) ইরাক ও শামের যুদ্ধসমূহে যে বীরত্ব প্রদর্শন করেছিলেন এবং ছোট-বড় প্রত্যেকটি যুদ্ধে যেভাবে বিজয় লাভ করেছিলেন, তাতে প্রতিবেশী রোম ও পারস্য সাম্রাজ্যের মেরুদণ্ড ভেঙ্গে পড়েছিল এবং তাদের অন্তরে এরূপ ভীতি ও ত্রাসের সৃষ্টি হয়েছিল যে, তারা ভবিষ্যতে আর কোনো দিনই মুসলিমদের সামনে দাঁড়াবার বা নিজেদের অস্তিত্ব টিকে রাখার সাহস অর্জন করতে পারেনি।

অধ্যায়-১০

আবূ বাকর (রা.)-এর বিদেশ নীতি ও সামরিক ব্যবস্থা

ক. বিদেশ নীতি

ইসলামী রাষ্ট্র যেমন রাজ্যের অভ্যন্তরে সামাজিক সুবিচার, ভারসাম্যপূর্ণ অর্থব্যবস্থা ও জনকল্যাণমূলক প্রশাসন নিশ্চিত করে থাকে, তেমনি আন্তর্জাতিক অঙ্গনেও ন্যায়নীতি প্রতিষ্ঠার জন্য বলিষ্ঠ ভূমিকা গ্রহণ করে থাকে। আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে অনৈসলামী রাষ্ট্রগুলো প্রায়ই ধোঁকা, প্রতারণা ও অস্পষ্ট ভূমিকার আশ্রয় গ্রহণ করে; কিন্তু ইসলামী রাষ্ট্র শত্রু-মিত্র কারো সাথেই ধোঁকা ও প্রতারণামূলক নীতি অবলম্বনে বিশ্বাসী নয়। শত্রু-মিত্র সকলের প্রতি ইসলামী রাষ্ট্রের অনুসৃত নীতি অত্যন্ত স্পষ্ট ও পরিচ্ছন্ন। এখানে আমরা আবূ বাকর (রা.)-এর খিলাফাতের সময় অনুসৃত বিদেশনীতির কয়েকটি দিক তুলে ধরবো।

রাষ্ট্রের স্বাধীনতা রক্ষায় শত্রুদের বিরুদ্ধে সুদৃঢ় পদক্ষেপ গ্রহণ

ইসলামী রাষ্ট্র একটি আদর্শবাদী রাষ্ট্র। তাই এটি আন্তর্জাতিক অঙ্গনে সর্বদা ন্যায় ও ইনসাফের পৃষ্ঠপোষকতা করে এবং সব ধরনের যুলম ও অন্যায়ের প্রতিবাদ করে। এ ক্ষেত্রে এটি কোনো বৃহৎ শক্তির খোশ-নাখোশ হওয়ার তোয়াক্কা করে না। কিন্তু তার এ আচরণ স্বার্থান্ধ বস্তুবাদী রাষ্ট্রগুলো পছন্দ করবে না- এটাই স্বাভাবিক। এমতাবস্থায় ন্যায় ও ইনসাফের পৃষ্ঠপোষক ইসলামী রাষ্ট্রকে সমূলে উৎখাত করার লক্ষ্যে বৃহৎ শক্তিগুলো চক্রান্ত শুরু করে এবং সুযোগ বুঝে এ রাষ্ট্রটির ওপর যুদ্ধ চাপিয়ে দেয়। এ কঠিন অবস্থার সম্মুখীন হওয়ার আগেই ইসলামী রাষ্ট্রকে আগাম প্রস্তুতি নিয়ে রাখতে হয় এবং এমন দৃঢ়তা ও সাহসিকতা প্রদর্শন করতে হয়, যাতে শত্রুরা ইসলামী রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে কোনোরূপ ষড়যন্ত্র করতে কিংবা যুদ্ধ করতে সাহস না পায়। এ দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করেই আল্লাহ তা'আলা বলেন,

(وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِنْ دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ)

-"মুকাবিলার জন্য যত বেশি সম্ভব শক্তি অর্জন কর এবং সদা প্রস্তুত অশ্ববাহিনী সংগ্রহ করে রাখ। এ সব নিয়ে তোমরা আল্লাহর শত্রুদের, তোমাদের শত্রুদের এবং তারা ছাড়া আরো কিছু লোককে- যাদের তোমরা চেন না, আল্লাহ চেনেন- ভীত ও সন্ত্রস্ত করে দিতে পারবে। এ লক্ষ্য অর্জনের জন্য তোমরা আল্লাহর পথে যা কিছু ব্যয় করবে, তা তোমরা পুরোপুরি ফেরত পাবে। তোমাদের ওপর কোনোক্রমেই যুলম করা হবে না।"[১]

ইতঃপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর ওফাতের পর পর ইসলামী রাষ্ট্রে ভেতরে ও বাইরে বিভিন্ন রূপ ফিতনা মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। মাক্কা, মাদীনা ও তা'য়িফ ছাড়া অবশিষ্ট সকল আরব অঞ্চলে ধর্মত্যাগের প্রবণতা প্রচণ্ড আকার ধারণ করে। একই সাথে বাইরের বৃহৎ শক্তিগুলোও মাদীনার ওপর হামলা করার পরিকল্পনায় মেতে ওঠে। কিন্তু আবূ বাকর (রা.)-এর সময়োচিত দৃঢ় পদক্ষেপের কারণে সকল ষড়যন্ত্র নস্যাৎ হয়ে যায়। তিনি খালীফা নির্বাচিত হবার পর উদ্বোধনী ভাষণেই জনসাধারণকে জিহাদের গুরুত্বের কথা স্মরণ করে দিয়ে বলেন, لَا يَدَعُ قَوْمٌ الْجِهَادَ فِي سَبِيلِ اللهِ إِلَّا ضَرَبَهُمُ اللهُ بِالذّلِّ. -"যে জাতি আল্লাহর পথে জিহাদ করা ছেড়ে দেয়, আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে লাঞ্ছিত ও অপমানিত করেন।" তিনি খালীফা রূপে দায়িত্ব গ্রহণ করেই সর্বপ্রথম রোমানদের সাথে মুকাবিলার জন্য উসামাহ ইবনু যায়িদ (রা.)-এর নেতৃত্বে সৈন্যদল প্রেরণ করেন। অথচ অনেক সাহাবী অভ্যন্তরীণ গোলযোগের কথা বিবেচনা করে তাঁর এ সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করেছিলেন। কিন্তু এ যুদ্ধে রোমান বাহিনীর ওপর মুসলিমদের জয় ও তাঁদের নিরাপদে বিপুল পরিমাণ গানীমাতসহ মাদীনায় ফিরে আসা এবং এ সংবাদ দেশে দেশে ছড়িয়ে পড়ার কারণে সকল ধর্মত্যাগী ও বিদ্রোহীরা চরমভাবে আশাহত হয়। বাইরের বৃহৎ শক্তিগুলো যেমন- পারস্য ও রোম মুসলিমদের নির্মূলের চিন্তা বাদ দিয়ে নিজেদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার চিন্তা করতে শুরু করে।

চুক্তি প্রতিপালন

ইসলামী রাষ্ট্রের বিদেশনীতির অন্যতম বুনিয়াদ হলো চুক্তি প্রতিপালন। অঙ্গীকার-চুক্তি ভঙ্গের কারণে ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে যেমন অসন্তোষ, অবিশ্বাস ও কলহের সৃষ্টি হয়, আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রেও তেমনটি হয়ে থাকে। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে চুক্তি লঙ্ঘনের কারণে

---

১. আল-কুর'আন, ৮ (সূরা আল-আনফাল) : ৬০

কোটি কোটি মানুষের জীবনে দুর্ভোগ নেমে আসে। দুনিয়ায় এমন বহু চুক্তি স্বাক্ষরিত হতে দেখা যায়, যা আসলে প্রতিপালনের জন্য করা হয় না। সাময়িকভাবে কোনো রাষ্ট্রকে ধোঁকায় ফেলার জন্যই এমনটি করা হয়। আবার যখন খুশি, তখনই তার পরিপন্থী কর্মপন্থা অবলম্বন করা হয়। ইসলাম চুক্তি নিয়ে এ ধরনের তামাশার ঘোর বিরোধী। ইসলামী রাষ্ট্র অপর কোনো রাষ্ট্রের সাথে কোনো চুক্তি সম্পাদন করলে তা অক্ষরে অক্ষরে প্রতিপালন করে থাকে। অপর পক্ষ থেকে চুক্তির প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করা না হলে ইসলামী রাষ্ট্র কখনোই তা ভঙ্গ করে না। কারণ আল্লাহ তা'আলার নির্দেশ হচ্ছে ﴿وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا﴾ -"তোমরা অঙ্গীকার পূরণ কর। কেননা এ সম্পর্কে তোমরা জিজ্ঞাসিত হবে।"[২]

আরবের বিভিন্ন গোত্রের সাথে কৃত চুক্তিগুলোর প্রতি সম্মান প্রদর্শন ও যথাযথভাবে প্রতিপালনকে আবূ বাকর (রা.) তাঁর একটি নৈতিক দায়িত্ব মনে করতেন। তিনি নিজে কখনো কোনো চুক্তি ভঙ্গ করেননি এবং তাঁর সকল প্রাদেশিক গভর্ণরদেরকেও বিভিন্ন গোত্রের সাথে কৃত চুক্তিগুলো যথাযথ প্রতিপালনের নির্দেশ দিয়ে রেখেছিলেন। উসামা (রা.)কে শাম অভিমুখে প্রেরণ করার সময় যে দশটি মূল্যবান নির্দেশ দান করেছিলেন, তন্মধ্যে দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশ হলো- চুক্তি প্রতিপালন করা। তিনি বলেন- وَلَا تَغْدِرُوا -"তোমরা প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করো না।" তিনি যখনই কোনো বাহিনীকে কোথাও প্রেরণ করতেন, তখন এ নির্দেশ দিয়েই প্রেরণ করতেন।

অন্যান্য জাতির মধ্যে ইসলামের প্রচার

ইসলাম হলো বিশ্বজনীন দীন। পৃথিবীর সকল মানুষের নিকট ইসলামের দাওয়াত পৌঁছে দিতে হবে- এটি হলো মুসলিমদের প্রতি ইসলামের একটি প্রধান দাবি। তবে কাউকে ইসলাম গ্রহণ করতে বাধ্য করা যাবে না। এতদুদ্দেশ্যে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁর জীবদ্দশায় বিভিন্ন গোত্র ও রাজ্যের নিকট বহু অভিযান ও প্রতিনিধি দল প্রেরণ করেন। তাঁর ওফাতের পর আবূ বাকর (রা.) ইসলাম প্রচারের এ ধারা অব্যাহত রাখেন। তিনিও সত্যের আলো চতুর্দিকে ছড়িয়ে দেবার উদ্দেশ্যে বিভিন্ন গোত্রে ও রাজ্যে বিশেষ প্রতিনিধি দল প্রেরণ করেন। তাঁরা পূর্ণ একাগ্রতা ও ঐকান্তিক নিষ্ঠা সহকারে এ কাজ সম্পন্ন করতেন। এর ফলে দূর-নিকটের অনেক মুশরিক ও খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বী ইসলামে দীক্ষিত হয়। আবূ বাকর (রা.) যখন কোথাও সেনাবাহিনী প্রেরণ করতেন তখন তাদেরকে নির্দেশ দিতেন, যদি শত্রুরা তাওহীদের বাণী প্রচার করতে এবং নির্বিঘ্নে ইসলাম প্রচার করতে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ায় কিংবা লোকদের প্রতি অন্যায়-অবিচার করে, তবেই তাদের সাথে লড়াই করবে। ইসলামী রাষ্ট্র কখনোই

---

২. আল-কুর'আন, ১৭ (সূরা আল-ইসরা') : ৩৪

দিগ্বিজয়ের স্বপ্ন-সাধ পূরণ করা কিংবা কোনো রাজ্যের ধন-সম্পদ লুট করে নেয়ার উদ্দেশ্যে যুদ্ধ করে না। বিভিন্ন অঞ্চল ও রাজ্যে আবূ বাকর (রা.)-এর প্রেরিত সেনাপতিদের প্রচেষ্টায় বহু গোত্র ও লোক ইসলাম গ্রহণ করে। সেনাপতি খালিদ (রা.)-এর দা'ওয়াতে সাড়া দেয় 'ইরাক, 'আরব ও শামের সীমান্তবর্তী 'আরব গোত্রসমূহ। তা ছাড়া মুছান্না ইবনু হারিছাহ (রা.)-এর দা'ওয়াতে বানু ওয়ায়িল ও বহু মূর্তিপূজক ও খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বী ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় গ্রহণ করে।

বিজিত এলাকার জনগণের প্রতি উদার আচরণ

অনৈসলামী রাষ্ট্রগুলো সংখ্যালঘু ও ভিন্ন দেশের ক্ষেত্রে খুব কমই ন্যায়নীতির তোয়াক্কা করে। এ ক্ষেত্রে সুবিধাবাদই তাদের আসল নীতি। জাতীয় স্বার্থে ভিন্ন গোত্র ও দেশের অধিকার দলন করতে তারা বিন্দুমাত্র কুণ্ঠিত হয় না। কিন্তু ইসলামী রাষ্ট্র এ ধরনের স্বার্থপরতাকে মোটেই প্রশ্রয় দেয় না; বরং পৃথিবীর যে কোনো এলাকায় ন্যায়-ইনসাফ প্রতিষ্ঠার জন্য বলিষ্ঠভাবে অগ্রসর হয়। যালিমের যুলমের হাত প্রতিহত করে মাযলূমের মুক্তি ও কল্যাণ সাধনে ইসলামী রাষ্ট্র সক্রিয় ভূমিকা পালনে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

বিজিত রাজ্যসমূহে আবূ বাকর (রা.)-এর কর্মনীতি ছিল যে, সমাজের সর্বক্ষেত্রে ন্যায়নীতি প্রতিষ্ঠা, শান্তি ও নিরাপত্তার বিস্তার সাধন এবং যুলম ও অন্যায়ের সকল পথ রুদ্ধ করা, যাতে সর্বসাধারণ সহজেই একটি ইসলামী রাষ্ট্র ও একটি অনৈসলামী রাষ্ট্রের মধ্যে পার্থক্য অনুধাবন করতে পারে এবং কেউ যেন এ কথা মনে করতে না পারে যে, একজন যালিম প্রতাপশালী বাদশাহ তাদের ঘাড়ের ওপর সওয়ার হয়ে বসেছে। আবূ বাকর (রা.) বরাবরই তাঁর সেনাপতিদেরকে বিজিত এলাকার লোকদের প্রতি উদার ও ন্যায়ানুগ আচরণ করতে এবং তাদের সাথে যে কোনোরূপ নির্দয় ও কঠোর আচরণ করা থেকে বিরত থাকতে নির্দেশ দিতেন। বলাই বাহুল্য যে, তাঁর সেনাপতিগণও তাঁর এ নির্দেশ অত্যন্ত নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সাথে পালন করেছিলেন। তখন পৃথিবীর বিভিন্ন জাতি প্রত্যক্ষ করেছে, বিজয়ী মুসলিমগণ তাদের সাথে কোনোরূপ নির্দয় আচরণ করা তো দূরের কথা; বরং তাদের সব ধরনের অধিকার যথাযথভাবে নিশ্চিত করেছে। এভাবে ইসলাম তাদের মনপ্রাণ কেড়ে নেয়। ফলে অতি দ্রুতই বিভিন্ন জাতি ইসলাম গ্রহণ করে ও তার ছায়াতলে আশ্রয় নেয়। প্রখ্যাত ওলন্দাজ সমালোচক দাখুই স্বীকার করেছেন যে, আবূ বাকর (রা.) সৈন্যদেরকে যে হিদায়াত প্রদান করেছেন, তার মধ্যে সংযমতার যে জীবন্ত শিক্ষা রয়েছে সেজন্য তাঁকে ধন্যবাদ না দিয়ে পারা যায় না। তিনি আরো বলেন,

> "প্রকৃতপক্ষে শামের লোকজন আরবদের দিকে ঝুঁকে পড়েছিল। আর এটা হওয়াই অনিবার্য ছিল। কেননা আরবরা বিজিত এলাকার জনসাধারণের সাথে যে ব্যবহার

করেছে তার সাথে যদি সেখানকার পূর্ববর্তী বাদশাহদের নীতিহীন যুলমের তুলনা করা যায় তা হলে আসমান-যমীন ফারাক পরিলক্ষিত হবে। ... আরবের নতুন শাসকরা আবূ বাকর (রা.)-এর হিদায়াত অনুযায়ী স্থানীয় বাসিন্দাদের মনপ্রাণ কেড়ে নিয়েছিল। তারা নিজেদের কথা ও প্রতিশ্রুতির মূল্য দিতেন।..."[৩]

হীরার সন্ধিপত্র

আবূ বাকর (রা.)-এর নির্দেশে হীরাবাসীদের সাথে যে চুক্তিপত্র লিপিবদ্ধ করা হয়েছিল তা ছিল অতি দীর্ঘ। আমরা নিম্নে এর গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি দফা তুলে ধরছি।

১. এ সকল লোকদের গির্জা বা উপাসনালয় অথবা যে ইমারতকে তারা যুদ্ধের সময় দুর্গের মতো ব্যবহার করতো তা ধ্বংস করা যাবে না।

২. নাকূস বাজনা থেকে তাদেরকে বাধা প্রদান করা যাবে না।

৩. কোনো ধর্মীয় পর্বের সময় ক্রুশের মিছিল বের করতে তাদেরকে বাধা দেয়া হবে না।

৪. এরা জিযইয়া আদায় করতে থাকলে চুক্তি অনুযায়ী তাদের সাথে ব্যবহার করা হবে এবং তাদের হিফাযাত করা আমাদের ওপর ফারয হবে।

৫. তাদের ধর্মীয় নেতা এবং উপাসক ও সন্যাসীদেরকে জিযইয়া আদায় থেকে মুক্তি দেয়া হবে।

৬. তাদের মধ্যকার বৃদ্ধ, অকর্মণ্য ও পঙ্গুলোকদের ব্যয়ভার বাইতুল মাল বহন করবে।

৭. মুসলিম সেনাবাহিনীর পোশাক ব্যতীত অন্য যে কোনো পোশাক পরিধানের স্বাধীনতা তাদের থাকবে।

৮. তাদের কোনো গোলাম ইসলাম গ্রহণ করলে তাদেরকে কোনোরূপ ক্ষতিগ্রস্ত করা ছাড়া বাজারের সর্বোচ্চ মূল্যে তাকে ক্রয় করা হবে এবং এই মূল্য তার মালিককে প্রদান করা হবে।

৯. যদি তারা মুসলিমদের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করে, তা হলে তাদেরকে বাইতুল মাল থেকে সাহায্য প্রদান করা হবে।

সন্ধির এ সকল শর্তের সাথে এ কথাও স্মরণ রাখা উচিত যে, এগুলো কত টাকার বিনিময়ে সম্পাদিত হয়েছিল বা ওদের সংখ্যা কত ছিল? তাদের মোট সংখ্যা ছিল সাত হাজার। তাদের মধ্যে পঙ্গু, অর্কমণ্য ও ধর্মীয় নেতা মিলে প্রায় মোট এক হাজার

---

৩. হাবীবুল্লাহ, ড. *হুযুরে আকরাম কী সিয়াসী যিন্দেগী*, পৃ. ২৮১ ('ফুতূহাতে শাম' গ্রন্থের সূত্রে বর্ণিত)

লোক ছিল। এদের বাদ দিলে মাত্র ছয় হাজার অবশিষ্ট থাকে। তাদের ওপর বাৎসরিক জিযইয়া নির্ধারণ করা হয়েছিল মোট ষাট হাজার দিরহাম। অর্থাৎ মাথাপিছু দশ দিরহাম।[৪] উদারতা ও শত্রুদের সাথে উত্তম ব্যবহারের এর চেয়ে সর্বোত্তম দৃষ্টান্ত আর কী হতে পারে? এটাও স্মরণ রাখা উচিত যে, সন্ধি বা নিরাপত্তা প্রদানের এ পদ্ধতি ব্যক্তিগত বা সমষ্টিগত উভয় অবস্থায় সমান হতো।

মুসলিম বাহিনীর এই উদার ব্যবহারের প্রতিক্রিয়া হতো এই যে, যুদ্ধ শেষ হওয়ার পর শহরের নাগরিক জীবনে পূর্ণ নিরাপত্তা ফিরে আসতো। ফসলাদি, ফসলের ক্ষেত, খেজুর বাগান কোনো কিছুই ক্ষতিগ্রস্ত হতো না। স্থায়ী বাসিন্দারা স্বাধীনভাবে নিজ নিজ কাজে মগ্ন হয়ে যেতো। মুসলিমদের পক্ষ থেকে তাদের কোনো প্রকার ভয়ভীতি বা অশান্তির আশংকা থাকতো না।

বিজিত এলাকার লোকদের ধর্মকর্ম পালনের স্বাধীনতা দান

বিজিত এলাকার লোকদের ব্যাপারে আবূ বাকর (রা.)-এর অন্যতম কর্মনীতি এই ছিল যে, তিনি কাউকে ইসলাম গ্রহণ করতে বাধ্য করতেন না; বরং সকলকেই নিজ নিজ ধর্মকর্ম পালন করতে সুযোগ দিতেন। এ ব্যাপারে ইসলামের নির্দেশনা হলো, আল্লাহ তা'আলা বলেন, ﴿لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ﴾ -"দীনের ব্যাপারে কোনো জোর-জবরদস্তি নেই।"[৫] অন্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)কে উদ্দেশ্য করে বলেন, ﴿أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ﴾ -"তুমি কি লোকদেরকে মু'মিন হবার জন্য বাধ্য করবে?"[৬] অর্থাৎ জোর করে কাউকে মু'মিন বানানো তোমার কাজ নয়। লোকদের নিকট আল্লাহর বাণী পৌঁছে দেয়াই হল তোমার একান্ত দায়িত্ব। তবে তাদের কেউ ইসলামের সৌন্দর্যের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে স্বেচ্ছায় ইসলাম গ্রহণ করলে তা ভিন্ন কথা। পবিত্র কুর'আনের এ নির্দেশনার ভিত্তিতে উসামাহ (রা.)-এর নেতৃত্বে শাম অভিমুখে অভিযান প্রেরণের সময় তাঁর প্রতি আবূ বাকর (রা.)-এর একটি গুরুত্বপূর্ণ হিদায়াত এই ছিল যে,

وَسَوْفَ تَمُرُّونَ بِأَقْوَامٍ قَدْ فَرَّغُوا أَنْفُسَهُمْ فِي الصَّوَامِعِ، فَدَعُوهُمْ وَمَا فَرَّغُوا أَنْفُسَهُمْ لَهُ.

---

৪. আবূ ইউসূফ, *কিতাবুল খারাজ*, পৃ.১৪৩-৪
৫. আল-কুর'আন, ২ (সূরাতুল বাকারাহ)ঃ ২৫৬
৬. আল-কুর'আন, ১০ (সূরা ইউনূস)ঃ ৯৯

-"যাত্রাপথে তোমাদের সাথে এরূপ অনেক লোকের সাক্ষাতও হবে, যারা তাদের জীবনকে উপাসনালয়ের মধ্যে উৎসর্গ করে দিয়েছে। তাদেরকে তোমরা তাদের অবস্থার ওপর ছেড়ে দেবে।"[৭]

খ. যুদ্ধনীতি

যুদ্ধের উদ্দেশ্য সামাজিক সুবিচার প্রতিষ্ঠা

রাজ্য বিজয়ের স্বপ্নসাধ পূরণ কিংবা অন্য দেশের সম্পদ ছিনিয়ে নিয়ে নিজ দেশের সম্পদ বাড়াবার উদ্দেশ্যে যুদ্ধ করা ইসলাম মোটেই পছন্দ করে না। ইসলামে যুদ্ধ হল মানুষকে মানুষের দাসত্ব থেকে মুক্তি দেয়া, যুলম-অত্যাচার-নির্যাতন থেকে বের করে ন্যায় ও সুবিচারমূলক ব্যবস্থার অধীনে নিয়ে আসার প্রচেষ্টা। অর্থাৎ এমন একটা ব্যবস্থা করা, যাতে শক্তিশালীরা দুর্বলদের ওপর অত্যাচার করতে না পারে; বরং স্বৈরাচারী ও অত্যাচারীদের দুর্বল করে উৎপীড়িত ও দরিদ্রদের অধিকার প্রতিষ্ঠাই হচ্ছে ইসলামে যুদ্ধের একান্ত উদ্দেশ্য।

ইসলামী রাষ্ট্র শান্তিচুক্তি সম্পাদনকারী এবং সেই চুক্তি অনুসরণকারী কোনো রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হয় না। কোনো রাষ্ট্র যদি তার ওপর আক্রমণ চালায়, কোনো রাষ্ট্র যদি সেই দেশে বসবাসকারী মুসলিমদের ওপর নির্যাতন চালায় ও সেই মুসলিমগণ যদি সাহায্যপ্রার্থী হয় কিংবা কোনো সন্ধিচুক্তি সম্পাদনকারী দেশ যদি গোপনে ইসলামী রাষ্ট্রের সাথে শত্রুতা চালাতে থাকে, তখনই ইসলামী রাষ্ট্র যুদ্ধে নামতে বাধ্য হয়। এমতাবস্থায় দুনিয়ায় ন্যায় ও সুবিচার প্রতিষ্ঠা এবং ফাসাদ, যুলম ও নির্যাতন নির্মূল করার মহান লক্ষ্য বাস্তবায়নের তাকিদে তার যুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়া ছাড়া আর কোনো উপায় থাকে না। বলাই বাহুল্য, পৃথিবীতে একটি সৎ ও সত্যনিষ্ঠ সমাজ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠাই হল আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছা এবং এজন্য তিনি যুগে যুগে নাবী-রাসূলগণকে পাঠিয়েছিলেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ﴾

-"আমি আমার রাসূলগণকে সুস্পষ্ট নিদর্শনসহ প্রেরণ করেছি এবং তাঁদের সাথে অবতীর্ণ করেছি কিতাব ও মীযান (মানদণ্ড), যাতে মানুষ ন্যায়ের ওপর প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়।"[৮]

---

৭. তাবারী, *তারীখুল উমাম ওয়াল মুলূক*, খ.২,পৃ.৪৬৩; সুয়ূতী, *জামি'উল আহাদীছ*, হা.নং: ২৭৬৬৩; 'আলী আল-মুত্তাকী, *কানযুল 'উম্মাল*, হা.নং: ৩০২৬৮

৮. আল-কুর'আন, ৫৭ (সূরাতুল হাদীদ)ঃ ২৫

বস্তুত ইসলামী রাষ্ট্রের যুদ্ধ এ পথেই পরিচালিত হয়। ইরাক অভিযানের সময় সেনাপতি খালিদ (রা.)-এর প্রতি আবূ বাকর একটি উপদেশ এই ছিল যে, وَتَأَلَّفْ أَهْلَ فَارِسَ وَمَنْ كَانَ فِي مُلْكِهِمْ مِنَ الْأُمَمِ.-"পারস্যবাসীদের এবং তাদের রাজ্যে আরো যে সকল জাতি বসবাস করে তাদের মনোরঞ্জনের চেষ্টা করবে।"[৯] আবূ বাকর (রা.)-এর এ কথা থেকে সুস্পষ্টভাবে জানা যায় যে, ইসলামে যুদ্ধের উদ্দেশ্য মোটেই রাজ্য জয় কিংবা কারো সম্পদ ছিনিয়ে নেয়া নয়; বরং সামাজিক শান্তি ও সুবিচার প্রতিষ্ঠাই হলো এর একান্ত উদ্দেশ্য।

এ কথা সত্য যে, আবূ বাকর (রা.) খালীফা হবার পর বিভিন্ন দেশ ও এলাকায় তাঁর সৈন্যবাহিনী প্রেরণ করেন এবং তাঁরা বহু রাজ্য ও এলাকা জয় করেন। আমরা নিরপেক্ষ দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে দেখতে পাবো যে, তিনি যে সকল রাজ্য ও এলাকা অভিমুখে সেনাঅভিযান পরিচালনা করেছিলেন, তা সবই ইসলামী রাষ্ট্রের জন্য বিরাট হুমকি হয়ে দাঁড়িয়েছিল। তারা নবগঠিত এ ইসলামী রাষ্ট্রকে পৃথিবীর মানচিত্র থেকে মুছে দিতে চেয়েছিল এবং মুসলিমদেরকে নানাভাবে নির্যাতন করতো। এতদসত্ত্বেও আবূ বাকর (রা.) যখনই কোনো বাহিনী কোথাও প্রেরণ করতেন, তখন অধিনায়ককে এ মর্মে কঠোর নির্দেশ দিতেন যে,

> আক্রান্ত না হলে প্রথমেই আক্রমণ করবে না। শুরুতে শত্রুদের ইসলামের দা'ওয়াত জানাবে, যদি ইসলাম গ্রহণ করে, তা হলে তো ভালোই। নতুবা তাদেরকে শত্রুতা পরিত্যাগ করে ইসলামী রাষ্ট্রের বশ্যতা স্বীকার করতে আমন্ত্রণ জানাবে। যদি শত্রুরা এ দুটি প্রস্তাবের যে কোনো একটি গ্রহণ করতে সম্মত না হয়, তবেই তোমরা আক্রমণ করবে।[১০]

পোড়ামাটি নীতি অবলম্বন না করা

ইসলাম নাশকতাকে মোটেই সমর্থন করে না। ইসলামে যুদ্ধের লক্ষ্য থাকে শত্রুদের সামরিক শক্তি খর্ব করা। এ কারণে রণক্ষেত্রে সামরিক ব্যক্তিদের ওপর আক্রমণ করার অধিকার ইসলাম দিয়েছে। কিন্তু শত্রু পক্ষের সম্পদ বিনাশ করা, মুসলিম সৈন্যদের চলার পথে যে সব ঘরদোর, বাগান এবং ফসল সামনে পড়বে সেগুলো পুড়িয়ে দেয়া ইসলামের দৃষ্টিতে চরম গর্হিত কাজ। গুরুতর সামরিক প্রয়োজন দেখা দিলে সীমিত পরিমাণে গাছপালা কাটা বা পোড়ানোর অনুমতি রয়েছে বটে; কিন্তু তা মোটেই ধ্বংসযজ্ঞ চালাবার অনুমতি নয়।

---

৯. তাবারী, *তারীখুর রুসুল ওয়াল মুলূক*, খ.২,পৃ.১৮২
১০. ইবনু কাছীর, *আল-বিদায়াতু ওয়ান নিহায়াতু*, খ.৬,পৃ. ৩৭৬; ইবনু আছীর, *আল-কামিল*, খ.১,পৃ.৩৮৬

আবূ বাকর (রা.) ইসলামের নামে কোনোরূপ নাশকতা সৃষ্টি করাকে মোটেই প্রশ্রয় দিতেন না। ইতঃপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, খাইবারের যুদ্ধে সাধারণ মুসলিমগণ যখন শত্রুদের বাগান কর্তন ও পোড়ানোর জন্য উদ্যত হয়, তখন আবূ বাকর (রা.) তাদের বাধা দেন। উসামাহ (রা.)কে শাম অভিমুখে প্রেরণ করার সময় যে দশটি গুরুত্বপূর্ণ হিদায়াত দান করেছিলেন, তন্মধ্যে তিনটি নির্দেশ ছিল নাশকতা সৃষ্টির বিরুদ্ধে। তিনি বলেন,

وَلَا تَعْقِرُوا نَخْلًا، وَلَا تُحْرِقُوهُ، وَلَا تَقْطَعُوا شَجَرَةً مُثْمِرَةً، وَلَا تَذْبَحُوا شَاةً وَلَا بَقَرَةً وَلَا بَعِيرًا إِلَّا لِمَأْكَلَةٍ.

-"১. কোনো খেজুর বৃক্ষ উপড়ে ফেলবে না এবং জ্বালাবেও না। ২. কোনো ফলের বৃক্ষ কর্তন করবে না। ৩. কোনো বকরী, গাভী ও উট খাবার প্রয়োজন ছাড়া যাব্হ করবে না।"

এমনিভাবে তিনি যখনই কোনো বাহিনীকে কোথাও প্রেরণ করতেন, তখন তাকে এ নির্দেশগুলো দিয়েই প্রেরণ করতেন।

বেসামরিক লোকদের হত্যা না করা

অনৈসলামী দেশের সেনাবাহিনী যুদ্ধের জন্য কোনো দেশে প্রবেশ করলে নির্বিচারে হত্যাকাণ্ড চালাতে দেখা যায়। নিরস্ত্র বেসামরিক লোকেরাও তাদের আক্রমণ থেকে বাঁচতে পারে না। কিন্তু ইসলামে যুদ্ধে কোনো নারী, শিশু, বৃদ্ধ, রুগ্ন, উপাসনালয়ের সেবক ও মজুর ব্যক্তিকে হত্যা করা চরমভাবে নিষিদ্ধ। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, لَا تَقْتُلَنَّ امْرَأَةً، (وفي رواية ذُرِّيَّةً) وَلَا عَسِيفًا.-"কোনো নারী, সন্তান-সন্ততি ও মজুরকে হত্যা করো না।"[১১] রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর এ নির্দেশের প্রতিধ্বনি করেই আবূ বাকর (রা.) তাঁর সেনাবাহিনীকে নির্দেশ দিয়েছিলেন, وَلَا تَقْتُلُوا طِفْلًا صَغِيرًا، وَلَا شَيْخًا كَبِيرًا، وَلَا امْرَأَةً.- "তোমরা কোনো ছোট্ট শিশু, বৃদ্ধ ও মহিলাকে হত্যা করবে না।"[১২]

বেসামরিক ব্যক্তিদের প্রতি এমন সুসভ্য আচরণ ইসলামী রাষ্ট্র ছাড়া অন্য কোনো রাষ্ট্র থেকে আশা করা যায় না।

---

১১. আবূ দাউদ, *আস-সুনান,* (কিতাবুল জিহাদ), হা.নং: ২২৯৫; ইবনু মাজাহ, *আস-সুনান,* (কিতাবুল জিহাদ), হা.নং:২৮৩২

১২. তাবারী, *তারীখুল উমাম ওয়াল মুলূক,* খ.২,পৃ.৪৬৩; ইবনু 'আসাকির, *তারীখু দিমাশক,* খ.২,পৃ.৫০

লাশ বিকৃত না করা

অনৈসলামী দেশ বা জাতির মধ্যে এটা প্রায়ই দেখা যায় যে, শত্রুপক্ষের কেউ নিহত হলে তার হাত, পা ও মাথা কেটে ফেলে উল্লাস করা হয়। উহুদের যুদ্ধে যে সকল মুসলিম শাহীদ হয়েছিলেন এবং যাঁদের লাশ মুশরিকদের নাগালের মধ্যে ছিল তাঁদের অবমাননা করা হয়। কিন্তু রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সুস্পষ্টভাবে লাশ বিকৃত ও অবমাননা করতে নিষেধ করেছেন।[১৩] রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর এ নির্দেশের প্রতিধ্বনি করেই আবূ বাকর (রা.) তাঁর সেনাবাহিনীকে নির্দেশ দিয়েছিলেন, وَلَا تُمَثِّلُوا. -"তোমরা লাশের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কেটে বিকৃত করো না।"[১৪]

ইমাম বাইহাকী (রাহ.) বলেন, অনারবরা যখন কোনো যুদ্ধে জয়লাভ করতো, তখন তারা রাজ্যের সকল কিছুই নিজেদের জন্য বৈধ মনে করে নিতো এবং বিজয়ের নিদর্শন ও গর্ব প্রকাশের মানসে শত্রুদের খণ্ডিত মস্তক বাদশাহদের নিকট প্রেরণ করতো। রোমানদের সাথে সংঘটিত যুদ্ধে মুসলিম সেনাপতিগণও তাদের সাথে একই রূপ আচরণ করতে প্রবৃত্ত হন। এরই প্রেক্ষিতে 'আমর ইবনুল 'আস ও শুরাহবীল ইবনু হাসানাহ (রা.) প্রমুখ সেনাপতিগণ শামের বিখ্যাত ব্যক্তি ইয়ান্নাকের খণ্ডিত মস্তকটি 'উকবাহ ইবনু 'আমির (রা.)-এর মাধ্যমে আবূ বাকর (রা.)-এর নিকট প্রেরণ করেন। 'উকবাহ (রা.) যখন
মস্তকটি নিয়ে আবূ বাকর (রা.)-এর খিদমাতে উপস্থিত হন, তখন তিনি তাদের এ কাজকে অত্যন্ত অপছন্দ করলেন। এ সময় 'উকবাহ (রা.) তাঁকে বললেন, يَا خَلِيفَةَ رَسُولِ الله –صلى الله عليه وسلم– فَإِنَّهُمْ يَصْنَعُونَ ذَلِكَ بِنَا. -"হে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর খালীফা, তারা তো আমাদের সাথে এরূপই আচরণ করে।" এ কথা শুনে আবূ বাকর (রা.) বললেন,

أَفَاسْتِنَانٌ بِفَارِسَ وَالرُّومِ لاَ يُحْمَلُ إِلَيَّ رَأْسٌ فَإِنَّمَا يَكْفِي الْكِتَابُ وَالْخَبَرُ.

> -"তবে কি পারসিক ও রোমানদের কর্মকেই আমাদের আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করতে হবে?! আমার নিকট যেন কোনো মস্তক বহন করে আনা না হয়। আমাদের জন্য কুর'আন ও হাদীসের নির্দেশনাই যথেষ্ট।"[১৫]

---

১৩. মুসলিম, *আস-সাহীহ,* (কিতাবুল জিহাদ), হা.নং: ৩২৬১
১৪. তাবারী, *তারীখুল উমাম ওয়াল মুলূক,* খ.২,পৃ.৪৬৩; ইবনু 'আসাকির, *তারীখু দিমাশক,* খ.২,পৃ.৫০
১৫. বাইহাকী, *আস-সুনানুল কুবরা,* হা.নং:১৮৮১৩

যুদ্ধকালে শত্রুপক্ষের সত্যসন্ধানী ব্যক্তিকে আশ্রয় দান

যুদ্ধ এমনই এক ব্যাপার যে, সেই সময় এক পক্ষের লোক অপর পক্ষের কাউকে পেলে প্রাণ নিয়ে ফেরার সুযোগ দেবার কথা নয়। কিন্তু এ উত্তপ্ত পরিবেশেও মু'মিনদেরকে মহানুভবতার সর্বোচ্চ মান অক্ষুণ্ণ রাখতে হয়। যুদ্ধ চলাকালেও যদি শত্রুপক্ষের কোনো ব্যক্তি এসে মুসলিমদের সাথে অবস্থান করে ইসলামের জীবনাদর্শ সম্পর্কে জানার সুযোগ প্রার্থনা করে, তা হলে তাকে সে সুযোগ দিতে হবে। নিজেদের মাঝে রেখে তার সামনে ইসলামের সুমহান শিক্ষাগুলো তুলে ধরতে হবে। যদি সে ইসলামের সৌন্দর্য ও শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে ওয়াকিবহাল হয়ে মুসলিম হয়ে যায়, তা হলে তো বড়ই আনন্দের কথা। কিন্তু সে যদি ইসলাম সম্পর্কে জানার পরও মুসলিম হতে সম্মত না হয়, তা হলে তাকে নিরাপদ স্থানে পৌঁছে দিতে হবে। আমরা ইতঃপূর্বে ইয়ারমুক যুদ্ধ প্রসঙ্গে উল্লেখ করেছি যে, যখন খালিদ (রা.) তাঁর মুষ্টিমেয় সহচর নিয়ে সামনে অগ্রসর হয়ে রোমান বাহিনীকে বিতাড়িত করলেন, ঠিক সে মুহূর্তে জারজা ইবনু যায়িদ নামক একজন রোমান সেনাপতি খালিদ (রা.)-এর সাথে কথা বলতে আগ্রহ ব্যক্ত করলেন। খালিদ (রা.) তৎক্ষণাৎ তাঁর ডাকে সাড়া দিয়ে জারজার নিকট উপস্থিত হলেন এবং জারজা তাঁর নিকট ইসলাম সম্পর্কে কিছু প্রশ্ন জিজ্ঞেস করলেন। খালিদ (রা.)-এর জবাবে মুগ্ধ হয়ে তিনি তৎক্ষণাৎ ইসলাম গ্রহণ করলেন এবং একা মুসলিম বাহিনীর সাথে শরীক হয়ে রোমান বাহিনীর ওপর হামলা করলেন।

গ. সামরিক ব্যবস্থা

আরবরা জন্মগতভাবে বীর যোদ্ধা। কিন্তু তাদের মধ্যে নিয়মিত কোনো সামরিক বাহিনী ছিল না। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) অন্যান্য বিভাগের মতো সামরিক বিভাগের মধ্যেও কিছু নিয়ম-কানূন প্রতিষ্ঠা করেন। তবে তাঁর সময়ে কোনো নিয়মিত সামরিক বাহিনী গড়ে ওঠেনি। যুদ্ধের আহ্বান শুনার সাথে সাথেই মুসলিমগণ তাতে যোগদানের জন্য প্রবল উৎসাহের সাথে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সামনে সমবেত হতেন। আবূ বাকর (রা.)-এর শাসনামলের প্রথম দিকেও মোটামুটি এ প্রথাই চালু ছিল; কিন্তু ইরাক ও শামের যুদ্ধের সময় তিনি উপলব্ধি করতে পারলেন যে, মাদীনায়ও কিছু সংখ্যক সেনা মজুদ থাকা আবশ্যক, যাতে প্রয়োজনের সময় বাইরের সাহায্যার্থে মাদীনা থেকে সৈন্য প্রেরণ করা সম্ভব হয়। সুতরাং তিনি এ উদ্দেশ্যে মাদীনা শহরের বাইরে একটি সেনানিবাস স্থাপন করেন। এরপর যখনই কোনো যুদ্ধক্ষেত্র থেকে সাহায্যকারী সৈন্য চেয়ে আবেদন পাঠানো হতো, তখন তিনি এ সেনানিবাস থেকে সৈন্যদের প্রেরণ করতেন। তা ছাড়া তিনি একটি নতুন ব্যবস্থাও চালু করেছিলেন। তা হলো- যখন তিনি কোনো বাহিনীকে কোনো বিশেষ অভিযানে প্রেরণ করতেন, তখন সমগ্র

সৈন্যদেরকে বিভিন্ন ইউনিটে ভাগ করে প্রতিটির জন্য পৃথক পৃথক আমীর নিযুক্ত করে দিতেন। এভাবে প্রধান সেনাপতি বা 'কমাণ্ডার ইন চীফ' নিয়োগের প্রথাও তাঁর আমলেই সূচিত হয়েছিল এবং খালিদ ইবনুল ওয়ালীদ (রা.)ই সর্বপ্রথম এ গুরুত্বপূর্ণ ও অত্যধিক সম্মানিত পদে নিযুক্ত হয়েছিলেন।

বস্তুত সৈন্যবাহিনীকে এভাবে সুসংবদ্ধ করার ফলে আবূ বাকর (রা.)-এর খিলাফাত কালে মুসলিম সৈনিকগণের পক্ষে ঐ যুগের সবচেয়ে শক্তিশালী রাষ্ট্র রোমের সুসংবদ্ধ ও সুশৃঙ্খল সৈন্যদের মুকাবিলা করা সহজ হয়েছিল।

সৈন্যদেরকে বিভিন্ন ইউনিটে বিভক্তকরণ

সৈন্য বাহিনী সংগঠনের ব্যাপারে আবূ বাকর (রা.)-এর আমলে যথেষ্ট উন্নতি সাধিত হয়। প্রাক-ইসলামী যুগে আরবরা শত্রুপক্ষকে কখনো সারিবদ্ধভাবে, আর কখনো বিচ্ছিন্নভাবে মুকাবিলা করার জন্য অগ্রসর হতো। প্রথমে উভয় পক্ষ থেকে এক-দুজন বীর পুরুষ সম্মুখ-সমরে লিপ্ত হতো, তারপর সাধারণ হামলা পরিচালিত হতো এবং শেষ পর্যন্ত এলোমেলোভাবে আক্রমণ ও অস্ত্র পরিচালনা করা হতো। মুসলিমগণও প্রথম পর্যায়ে এ রীতিরই অনুসরণ করেছিলেন। কিন্তু উত্তরকালে তাঁরা যখন পারস্য ও রোমানদের সুসংগঠিত সৈন্যবাহিনীর মুখোমুখি হতে আরম্ভ করলেন, তখন তাঁরা সুস্পষ্টরূপে বুঝতে পারলেন যে, আধুনিক পদ্ধতিতে এ সুসংগঠিত সৈন্যবাহিনী ও সমরকৌশলের মুকাবিলা করতে হলে প্রাচীন কৌশল পাল্টাতে হবে। সর্বপ্রথম আবূ বাকর (রা.) নতুনভাবে নিজের সৈন্যবাহিনী গড়ে তোলেন। যুদ্ধক্ষেত্রে তিনি সৈন্যবাহিনীকে সুষ্ঠুরূপে সারিবদ্ধভাবে দাঁড়াতে নির্দেশ দেন, যাতে কেউ সামনে বা পেছনে পড়ে না থাকে। তবে এ সারিগুলো প্রয়োজনানুপাতে কম-বেশি হতো।[১৬] এ সময় বড় বড় যুদ্ধগুলোতে গোটা সেনাবাহিনীকে মোটামুটি পাঁচটি ভাগে বিভক্ত করা হতো। সকলের অগ্রবর্তী বাহিনীকে 'মুকাদ্দামাতুল জায়শ' (مقدمة الجيش) বলা হতো। যুদ্ধ শুরু করাই ছিল এদের দায়িত্ব। মধ্যবর্তী বাহিনীকে 'কালব' (قلب) বলা হতো। মূল সেনাধ্যক্ষ এদের দ্বারা পরিবেষ্টিত থাকতেন। সেনাপতি বা বাহিনী প্রধানের ডান দিকের ভাগকে 'মাইমানাহ' (ميمنة) এবং বাম দিকের ভাগকে 'মাইসারাহ' (ميسرة) বলা হতো। আর সকলের পশ্চাতে অবস্থিত বাহিনীকে 'সাকাহ' (ساقة) বলা হতো। যে সৈন্যবাহিনী এই পাঁচটি উপবাহিনীতে বিভক্ত হতো,

---

১৬. সাল্লাবী, *আবূ বাকর আস-সিদ্দীক রা...*, পৃ.৪১৫

তাকে 'খামীস' (خميس) বলা হতো।[১৭] এর প্রত্যেক অংশেরই একজন করে আমীর হতেন এবং তিনি মূল সেনাধ্যক্ষের ফরমান অনুসারে নিজ নিজ বাহিনী পরিচালনা করতেন। সৈন্যদেরকে দু ভাবে সাজানো হতো। একটিতে সকল দল পরস্পর নিকটবর্তী থাকতো। এটাকে বলা হতো 'তাবি'আহ' (تابعة)। অপরটিতে এক দল অন্য দল থেকে কিছুটা দূরে অবস্থান করতো। এ দলের প্রত্যেক অংশকে 'কুরদূস' (كردوس) বলা হতো। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর যুগে তাবি'আর প্রচলন ছিল। কিন্তু আবূ বাকর (রা.)-এর যুগে খালিদ (রা.) শামে পৌঁছে যখন প্রত্যক্ষ করলেন যে, শত্রু সংখ্যা দু লাখ চল্লিশ হাজার এবং এর তুলনায় মুসলিমদের সংখ্যা মাত্র ছত্রিশ হাজার, তখন তিনি মুসলিম বাহিনীকে ছত্রিশ থেকে চল্লিশ দলে বিভক্ত করেন। প্রতি দলে এক হাজার মুজাহিদ ছিল এবং প্রতি দলের পৃথক পৃথক আমীরও ছিলেন। কালবের আমীর ছিলেন আবূ 'উবাইদাহ ইবনুল জাররাহ (রা.), মাইমানাহর আমীর ছিলেন 'আম্‌র ইবনুল 'আস ও শুরাহবীল ইবনু হাসানাহ (রা.) এবং মাইসারাহর আমীর ছিলেন ইয়াযীদ ইবনু আবী সুফইয়ান (রা.)। আবার প্রতিটি অংশকে কয়েকটি উপদলে ভাগ করা হয় এবং প্রত্যেক উপদলের পৃথক পৃথক আমীর ছিলেন। সাহসিকতা ও বীরত্বের দিক দিয়ে তাঁরা সকলেই ছিলেন বিখ্যাত। যেমন কা'কা' ইবনু 'আমর, 'আবদুল্লাহ ইবনু মাস'উদ ও কাবাছ ইবনু 'আশয়াম (রা.) প্রমুখ।[১৮] শত্রুর সংখ্যাধিক্য প্রত্যক্ষ করে জনৈক খ্রিস্টান আরব উক্তি করেন, مَا أَكْثَرَ الرُّوْمِ، وَأَقَلَّ الْمُسْلِمِيْنَ! -"হায়! রোমানদের সংখ্যা কতো বেশি, আর মুসলিমদের সংখ্যা কতো কম!" এ সময় খালিদ (রা.) এতো আত্মপ্রত্যয়ী ছিলেন যে, তিনি এ কথা শুনেই সাথে সাথে বললেন,

> مَا أَكْثَرَ الْمُسْلِمِيْنَ وَأَقَلَّ الرُّوْمَ، وَإِنَّمَا تَكْثُرُ الْجُنُوْدُ بِالنَّصْرِ، وَتَقِلُّ بِالْخِذْلَانِ، لَا بِعَدَدِ الرِّجَالِ.
>
> -"না, মুসলিমদের সংখ্যা অনেক বেশি এবং রোমানদের সংখ্যা অনেক কম। কেননা যারা জয় লাভ করে তারাই বেশি হয় এবং যারা পর্যদুস্ত হয় তারা কম হয়। সৈন্যসংখ্যা দিয়ে কম-বেশি নির্ণয় করা যায় না।"[১৯]

---

১৭. এটা خمس শব্দ থেকে উদ্ভূত। এর অর্থ পাঁচ। তখনকার সেনাবাহিনী পাঁচ ভাগে বিভক্ত হতো বলে তাকে 'খামীস' বলা হতো।

১৮. তাবারী, *তারীখুল উমাম ওয়াল মুলূক*, খ.২,পৃ.৫৯৩; ইবনুল আছীর, *আল-কামিল..*, খ.১,পৃ.৩৯২

১৯. তাবারী, *তারীখুল উমাম ওয়াল মুলূক*, খ.২,পৃ.৫৯৪;ইবনুল আছীর, *আল-কামিল..*, খ.১,পৃ.৩৯৩; ইবনু কাছীর, আল-বিদায়াতু.., খ.৭,পৃ.১৩

Contents

প্রধান সেনাপতি নিয়োগ

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর যুগে তিনি স্বয়ং অধিকাংশ যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতেন। ফলে সৈন্যদের পরিচালনা, পর্যবেক্ষণ ও নির্দেশ প্রদান ইত্যাদি তিনি নিজেই করতেন। কিন্তু আবূ বাকর (রা.) তাঁর খিলাফাত কালে স্বয়ং যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতেন না। এ কারণে রণাঙ্গনের জন্য তিনি প্রধান সেনাপতির পদ সৃষ্টি করেন। সকল সৈন্য সেনাপতির নির্দেশ ও নেতৃত্বে যাবতীয় কাজ করতো। শামের যুদ্ধে আবূ বাকর (রা.) প্রতিটি সৈন্য দলের প্রতিটি ইউনিটের জন্য পৃথক পৃথক আমীর নিযুক্ত করেন; কিন্তু খালিদ (রা.)কে সামগ্রিকভাবে আমীর বা প্রধান সেনাপতি নিয়োগ করা হয়।[২০]

খালিদ (রা.)-এর ওপর আবূ বাকর (রা.)-এর যে বিরাট ভরসা ছিল তা একটি ঘটনা দ্বারা অনায়াসে বুঝা যায়। শামের যুদ্ধে মুসলিম ও রোমান বাহিনী যখন দীর্ঘ দিন যাবত মুখোমুখি হয়ে অবস্থান করে এবং কারো পক্ষ থেকে প্রথম আক্রমণ শুরু হয়নি, তখন আবূ বাকর (রা.) বলেন,.وَاللهِ لَأُنْسِيَنَّ الرُّوْمَ وَسَاوِسَ الشَّيْطَانِ بِخَالِدِ بْنِ الْوَلِيْدِ - "আল্লাহর কাসাম, রোমানদের অন্তরে শাইতানের যে প্ররোচনা রয়েছে তা আমি খালিদ (রা.)কে (ইরাক থেকে শামে) প্রেরণ করে ভুলিয়ে দেবো।"[২১]

সৈন্য বাছাইয়ে সতর্কতা

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এবং আবূ বাকর (রা.)-এর যুগে সৈন্যদের জন্য কোনো পৃথক বিভাগ ছিল না এবং সৈন্যদের প্রশিক্ষণেরও কোনো ব্যবস্থা ছিল না। তখন সমগ্র জাতি যেন ছিল একটি সেনাবাহিনী। প্রয়োজনানুযায়ী যুদ্ধের কথা ঘোষণা করা হতো এবং যারা স্বেচ্ছায় প্রণোদিত হয়ে এগিয়ে আসতো, তাদেরকে যোদ্ধা হিসেবে গ্রহণ করা হতো। কিন্তু আবূ বাকর (রা.)-এর আমলে সন্দেহভাজন লোকদেরকে যোদ্ধা হিসেবে গ্রহণ করা হতো না। শামের যুদ্ধের সময় তিনি যখন সেনাবাহিনী গড়ে তুলেছিলেন, তখন প্রথম দিকে মুরতাদ্দ হওয়ার অপরাধে অভিযুক্ত ব্যক্তিদেরকে তাতে অংশগ্রহণ করার অনুমতি দেননি। তিনি খালিদ ইবনু সা'ঈদ (রা.)কে যুদ্ধে প্রেরণ করার সময় নির্দেশ প্রদান করেন,.وَأَنْ يَدْعُوَ مَنْ حَوْلَهُ مِنَ الْعَرَبِ إِلَّا مَنْ ارْتَدَّ - "মুরতাদ্দ ব্যতীত তোমাদের আশেপাশের সকল আরবকে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করার দা'ওয়াত দেবে।"[২২]

---

২০. তাবারী, *তারীখুল উমাম ওয়াল মুলূক*, খ.২,পৃ.৬০৩

২১. তাবারী, *তারীখুল উমাম ওয়াল মুলূক*, খ.২,পৃ.৬০৩; ইবনু কাছীর, *আল-বিদায়াতু..*, খ.৭,পৃ.৮; ইবনু 'আসাকির, *তারীখু দিমাশক*, খ.২,পৃ.৮৪; আকবরাবাদী, *হযরত সিদ্দীকে আকবর রা.*, পৃ.৩৫৩

২২. ইবনুল আছীর, *আল-কামিল..*, খ.১,পৃ.৩৮৯

যুদ্ধে মহিলাদের অংশগ্রহণ

আহত সৈন্যদের পট্টি বাঁধা, পানি পান করানো ইত্যাদি কাজের জন্য কোনো কোনো অভিযানে মহিলারাও সৈন্যদের সাথে থাকতেন। সৈন্যদের মধ্যে উৎসাহ-উদ্দীপনা বৃদ্ধির জন্য তারা দফ বাজাতেন। সাধারণত তাঁরা সরাসরি লড়াইয়ে অবতীর্ণ হতেন না। তবে সংকট-মুহূর্তে কোনো কোনো মহিলা লড়াই করতেন বলেও বিভিন্ন রিওয়ায়াত থেকে জানা যায়। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর আমলে এ ধরনের ঘটনা ঘটেছে। ইতঃপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, আবূ বাকর (রা.)-এর শাসনামলে ইয়ারমুক যুদ্ধে মুসলিম মহিলাগণও খুব সাহসিকতা ও তেজস্বিতার পরিচয় দেন। তাঁদের কেউ কেউ পুরুষদের পাশাপাশি থেকে পুরুষদের মতোই তরবারি চালান। তাঁদের মধ্যে দিরার ইবনুল আযওয়ার (রা.)-এর বোনা খাওলাহ (রা.) ছিলেন অন্যতম। ইয়ামামার যুদ্ধে নুসাইবাহ বিনতু কা'ব (রা.)ও অত্যন্ত বীরত্বের পরিচয় দেন। তিনি নিজে সরাসরি যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন এবং এ মর্মে শপথ করেন যে, বানূ হানীফার দাজ্জাল যতক্ষণ না নিহত হবে, ততক্ষণ তিনি অস্ত্র রেখে দেবেন না। এ যুদ্ধে তিনি বর্শা ও তরবারির মিলে মোট বারোটি আঘাত পান।[২৩]

সেনাপতিদেরকে যুদ্ধসংক্রান্ত প্রয়োজনীয় নির্দেশনা দান

আবূ বাকর (রা.) সেনাপতিদেরকে যুদ্ধ সম্পর্কে এরূপ অনেক নির্দেশনা দিতেন, যা দ্বারা তাঁর রণকৌশল সম্পর্কিত দূরদর্শিতা ও প্রখর বুদ্ধিমত্তার পরিচয় ফুটে ওঠতো।

উসামা ও ইয়াযীদ ইবনু আবী সুফইয়ান (রা.)কে তিনি যে হিদায়াত প্রদান করেছিলেন তা ইতঃপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। খালিদ (রা.) একজন বিখ্যাত সেনাপতি ছিলেন। এতদসত্ত্বেও যখন তাঁকে মুরতাদদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য যুলকাসসার দিকে প্রেরণ করা হয়, আবূ বাকর (রা.) তাঁকে সমর কৌশল সম্পর্কিত নিম্নরূপ নির্দেশ প্রদান করেন-

> "তোমাদের লক্ষ্য বুযাখাহ হলেও প্রথমে তোমার সামনে বানূ তাই পড়বে। অতএব প্রথমে বানূ তাই এর লোকদের সাথে মুকাবিলা করো, অতঃপর বুযাখাহ হয়ে বুতাহ যাও। বুতাহ বিজয়ের পর আমার সাহায্য না পাওয়া পর্যন্ত সেখানে অবস্থান করো।"

আবূ বাকর (রা.) একদিকে খালিদ (রা.)কে এই নির্দেশ প্রদান করেন এবং তাদের রওয়ানা করে দেন, অন্য দিকে তিনি কৌশলে প্রচার করে দেন যে, তিনি নিজে খাইবারে যাচ্ছেন এবং সেখান থেকে তিনি আকনাফে সুলমায় খালিদ (রা.)-এর

---

২৩. ইবনু সা'দ, *আত-তাবাকাতুল কুবরা..*, খ.৮,পৃ.৪১৫

সেনাবাহিনীর সাথে মিলিত হবেন। এ সংবাদ প্রচার হওয়ার ফলে শত্রুদের মধ্যে ভীতির সঞ্চার হয়। তাই গোত্রের বিদ্রোহীরা প্রথম ধাক্কায় বশ্যতা স্বীকার করে।[২৪]

ইরাকের যুদ্ধে খালিদ ও ইয়াদ ইবনু গানাম (রা.)-কে প্রেরণ করার সময় তিনি খালিদ (রা.)কে নিম্নভূমি দিয়ে এবং ইয়াদ (রা.)কে উঁচু ভূমি দিয়ে অগ্রসর হওয়ার নির্দেশ দিয়ে বলেন, তোমাদের দুজনের মধ্যে যে ব্যক্তি প্রথমে হীরা পৌঁছবে, সেই হীরা যুদ্ধের আমীর হবে। এরপর তিনি বলেন, তোমরা দু'জন যখন হীরায় একত্রিত হবে, তখন সেখানে পারস্যের যে সকল সেনা ছাউনি রয়েছে, সেগুলো ধ্বংস করে ফেলবে। তবেই তোমরা আশ্বস্ত হতে পারবে যে, মুসলিম বাহিনীকে পেছন দিক থেকে আর কেউ আক্রমণ করতে পারবে না। হীরায় পৌঁছার পর তোমাদের দু'জনের এক জন হীরায় অবস্থান করবে এবং অন্যজন এগিয়ে গিয়ে শত্রুদের ওপর আক্রমণ চালাবে।"[২৫]

আবূ বাকর (রা.)-এর তীক্ষ্ণ বুদ্ধি, জ্ঞানের প্রখরতা ও ভূগোল বিষয়ক জ্ঞান এরূপ ছিল যে, তিনি মাদীনায় অবস্থান করলেও হাজার হাজার মাইল দূরবর্তী রণাঙ্গণের চিত্র যেন তাঁর চোখে ভাসতো। তিনি মাদীনায় বসেই প্রয়োজন অনুযায়ী সেনাবাহিনীকে নির্দেশও প্রদান করতেন। খালিদ ইবনু সা'ঈদ (রা.)কে তাইমা' প্রেরণ করার সময় তিনি নির্দেশ প্রদান করেন, যতক্ষণ আমার অনুমতি পৌঁছবে না, ততক্ষণ সামনে অগ্রসর হবে না। কিন্তু তাঁর এ নির্দেশ খালিদ ইবনু সা'ঈদ (রা.) পালন করতে পারেননি বলে তাঁকে পরাজয়ের সম্মুখীন হতে হয়। কিন্তু খালিদ ইবনুল ওয়ালীদ (রা.) আবূ বাকর (রা.)-এর সঠিক সিদ্ধান্তের ব্যাপারে জ্ঞাত ছিলেন। তাই আবূ বাকর (রা.)-এর কোনো নির্দেশ বা সিদ্ধান্ত স্বভাব বিরুদ্ধ হলেও তিনি তা পালন করতেন। তাই হীরা বিজয়ের পর আবূ বাকর (রা.) তাঁকে এ মুহূর্তে অগ্রসর না হওয়ার নির্দেশ প্রদান করেন। খালিদ (রা.) এই নির্দেশ পালন করতে গিয়ে এক বছর পর্যন্ত কর্মহীন হয়ে বসে থাকেন। এতে তিনি এতো বিরক্ত হন যে, ঐ বছরকে তিনি سنة نساء (মহিলাদের বছর) বলে আখ্যায়িত করেন। কিন্তু খালীফার নির্দেশ তিনি অমান্য করেননি। এ বিষয়ে যখন লোকদের মধ্যে কিছু বিরূপ মনোভাব লক্ষ্য করলেন, তখন খালিদ (রা.) বলেন, এটা খালীফার সিদ্ধান্ত এবং তাঁর সিদ্ধান্ত সমগ্র জাতির সিদ্ধান্তের সমান।[২৬]

আবূ বাকর (রা.) শামের দিকে একই সময় কয়েকটি বাহিনী প্রেরণ করেছেন।

---

২৪. তাবারী, *তারীখুল উমাম ওয়াল মুলূক*, খ.২,পৃ.৪৮৩; আকবরাবাদী, *হযরত সিদ্দীকে আকবর রা.*, পৃ.৩৫৬

২৫. তাবারী, *তারীখুল উমাম ওয়াল মুলূক*, খ.২,পৃ.৫৫৪, ৫৭৩-৪

২৬. তাবারী, *তারীখুল উমাম ওয়াল মুলূক*, খ.২,পৃ. ৫৭৩

তিনি রোমানদের রণ-কৌশল এবং তারা কোথায় কোথায় ঘাঁটি তৈরি করেছে, সে খবর রাখতেন বলে মুসলিম সেনাপতিদেরকে কোন্ পথে অগ্রসর হতে হবে সে সম্পর্কে নির্দেশ প্রদান করেন। এরপর তিনি বলেন,

أن الروم ستشغلهم فأحب أن يصعد المصوب ويصوب المصعد لئلا يتواكلوا.

-"একটি ঘাঁটিতে আবদ্ধ করে রোমানরা তোমাদেরকে আক্রমণ করতে চাইবে। তাই আমার ইচ্ছা হলো, তোমাদের মধ্যে নিচু পথ দিয়ে গমনকারীরা উঁচু পথ দিয়ে যাবে, আর উঁচু পথ দিয়ে গমনকারীরা নিচু পথ দিয়ে যাবে। (অর্থাৎ রাস্তা পরিবর্তন করে যাবে) যেন রোমান বাহিনী তোমাদের বিরুদ্ধে একত্র হওয়ার সুযোগ না পায়।"

রাবী 'উরওয়াহ (রা.) বলেন, আবূ বাকর (রা.) যা কিছু বলেছেন তা অক্ষরে অক্ষরে সত্য প্রতিপন্ন হয়েছে।[২৭]

সামরিক ঘাঁটি পরিদর্শন

আবূ বাকর (রা.) কেবল সৈন্যদেরকে শুধু হিদায়াত ও নির্দেশ প্রদান করেই ক্ষান্ত হতেন না; বরং মাঝে মাঝে নিজেও সেনা ছাউনি ও ঘাঁটিসমূহ পরিদর্শন ও পর্যবেক্ষণ করতেন এবং সৈনিকদের মধ্যে বাস্তবতা ও নৈতিকতার দিক দিয়ে কোনো ত্রুটি-বিচ্যুতি দেখতে পেলে সাথে সাথে তা সংশোধনও করে দিতেন। একবার কোনো একটি বিশেষ অভিযান উপলক্ষে 'জুরূফ' নামক স্থানে বিপুল সংখ্যক সৈন্য সমাবেশ করা হয়। আবূ বাকর (রা.) পরিদর্শনের জন্য সেখানে যান। তিনি যখন বানূ ফাযারার সেনা ছাউনিতে পৌছেন, তখন তাঁরা তাঁকে দাঁড়িয়ে সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করেন। আবূ বাকর (রা.) তাঁদেরকে স্বাগত জানান। এরপর লোকজন বললো, হে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর খালীফা, আমরা ঘোড়দৌড়ে খুবই অভিজ্ঞ। তাই সাথে ঘোড়া নিয়ে এসেছি। আপনি আমাদের হাতে বড় পতাকাটি দিন। তিনি বললেন, আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে আরো শক্তি ও বারকাত প্রদান করুন! কিন্তু বৃহৎ পতাকা তোমাদের হাতে দেয়া হবে না। সেটা বানূ 'আবস পাবে। একজন ফাযারী দাঁড়িয়ে বললো, আমরা বানূ 'আবস থেকে উত্তম। আবূ বাকর (রা.) রাগান্বিত হয়ে বলেন, "বে তমীয, চুপ থাক! 'আবস তোমাদের চেয়ে উত্তম।" এ সময় অন্য একজন 'আবসী ব্যক্তি কিছু বলতে চেয়েছিল; কিন্তু আবূ বাকর (রা.) তাঁকেও ধমক দিয়ে বসিয়ে দেন এবং বলেন, আমি তোমাদের পক্ষ থেকে যা বলার বলেছি।[২৮]

---

২৭. তাবারী, *তারীখুল উমাম ওয়াল মুলূক*, খ.২,পৃ. ৫৮৯

২৮. 'আলী আল-মুত্তাকী, *কানযুল 'উম্মাল*, হা.নং:১৪০৯২

এ ঘটনা থেকে জানা যায় যে, আবূ বাকর (রা.) সৈন্যদের অবস্থা পরিদর্শন করে অনুভব করলেন যে, বিভিন্ন গোত্র থেকে আগত সৈনিকদের মধ্যে পারস্পরিক আভিজাত্য ও শ্রেষ্ঠত্বের অহমিকা রয়ে গেছে। তাই তিনি উপদেশ ও শাসনের মাধ্যমে বংশীয় ও গোত্রীয় আভিজাত্য এবং পারস্পরিক হিংসা-দ্বেষ অবদমিত করে সকলের মধ্যে ইসলামী সহনশীলতা ও ভ্রাতৃত্ববোধ জাগাবার চেষ্টা করলেন।

সেনাপতিদের সাথে সার্বক্ষণিক যোগাযোগ রক্ষা করা

আবূ বাকর (রা.) যুদ্ধরত সেনাপতিদের সাথে সার্বক্ষণিক যোগাযোগ রক্ষা করতেন। কখনো সেনাপতিগণ প্রয়োজনীয় নির্দেশনা চেয়ে খালীফার নিকট চিঠি লিখতেন, আবার কখনো খালীফা নিজেই সেনাপতিদের নিকট প্রয়োজনীয় নির্দেশনা দিয়ে চিঠি লিখতেন। বলাই বাহুল্য যে, খালীফা ও সেনাপতিগণের মধ্যে এ চিঠি যোগাযোগ অতি দ্রুত, গোপন ও নিরাপদে চলতো। শত্রুদের পক্ষে তাঁদের চিঠির কোনো বিষয় সম্পর্কে জানা সম্ভবপর ছিল না। কেন্দ্র ও সেনা ইউনিটগুলোর মধ্যে যাঁরা নিয়মিত এই যোগাযোগের কাজ করতেন, তাঁদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হলেন- আবূ খাইছামাহ আন-নাজ্জারী, সালমাহ ইবনু সালামাহ, আবূ বারাযাহ আল-আসলামী, সালামাহ ইবনু ওয়াক্‌শ ও শারীক ইবনু 'আবদাহ আল-'আজালানী (রা.) প্রমুখ।[২৯]

সৈন্যদের সাথে নাসাহীতকারী ও কুর'আন তিলাওয়াতকারী প্রেরণ

আবূ বাকর (রা.) প্রতিটি অভিযানে সেনাবাহিনীর সাথে এ ধরনের কিছু লোকও প্রেরণ করতেন, যাঁরা মুজাহিদদের কুর'আন তিলাওয়াত করে শুনাতেন এবং তাঁদের আকর্ষণীয় বক্তৃতা দ্বারা মুজাহিদদের মধ্যে উৎসাহ-উদ্দীপনার সৃষ্টি করতেন। শামের যুদ্ধে প্রেরণাদায়ক বক্তব্য দানের দায়িত্ব আবূ সুফইয়ান ইবনু হারব (রা.)-এর ওপর অর্পিত হয়েছিল। তা ছাড়া পবিত্র কুর'আন তিলাওয়াতকারী ছিলেন মিকদাদ (রা.)।[৩০] ঐতিহাসিক তাবারী (রা.) বলেন, বাদর যুদ্ধের পর থেকে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর এটা নিয়ম ছিল যে, শত্রুদের সামনে সারিবদ্ধ হওয়ার পর তিনি সূরা আল আনফাল তিলাওয়াত করতেন। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর পরও এ নিয়ম জারি ছিল।[৩১]

---

২৯. ইবনু সা'দ, *আত-তাবাকাতুল কুবরা,* খ.৭, পৃ.৩৯৭; আবূ খালীল, *ফিত-তারীখিল ইসলামী,* পৃ.২২৬-৭

৩০. তাবারী, *তারীখুল উমাম ওয়াল মুলূক,* খ.২,পৃ.৫৯৪; ইবনুল আছীর, *আল-কামিল..,* খ.১,পৃ.৩৯২

৩১. তাবারী, *তারীখুল উমাম ওয়াল মুলূক,* খ.২,পৃ.৫৯৪

রণকৌশল

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর যুগে মুসলিম সৈন্যদের প্রশিক্ষণের তেমন কোনো পদ্ধতি ছিল না, আর বাস্তবে তার প্রয়োজনও ছিল না। কেননা আরবরা পারিবারিক ও গোত্রীয় ব্যবস্থাপনায় তরবারি চালনা, বর্শা নিক্ষেপ ও তীর নিক্ষেপ করা শিখতো। আম্বারের যুদ্ধে সেনাপতি শেরযাদের নেতৃত্বে ইরানের অত্যন্ত অভিজ্ঞ ও প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত বিরাট বাহিনী অত্যন্ত জাঁকজমকের সাথে যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হয় বটে; কিন্তু যখন যুদ্ধ শুরু হয়, খালিদ (রা.) যুদ্ধক্ষেত্রটি একটি চক্কর দিয়ে এসে তীরন্দাজ দলের নিকট গিয়ে বলেন, আমার মনে হয় শত্রুদল রণকৌশল সম্পর্কে অনভিজ্ঞ, তোমরা তাদের চোখ লক্ষ্য করে তীর নিক্ষেপ করো। মুসলিম তীরন্দাজরা তখন এমনিভাবে তীর নিক্ষেপ করলো যে, শত্রুদের এক হাজার সৈন্যের চোখ মুহূর্তের মধ্যে নষ্ট হয়ে গেলো। শত্রুদল এ দৃশ্য প্রত্যক্ষ করে চিৎকার দিয়ে ওঠে। সাথে সাথে ছড়িয়ে পড়ে যে, আম্বারের সকল যোদ্ধা অন্ধ হয়ে গেছে। এ কারণে এ যুদ্ধকে ذات العيون (চোখওয়ালা) যুদ্ধ বলা হয়। এ অবস্থায় শেরযাদ ভীত হয়ে সন্ধির প্রস্তাব পেশ করে।[৩২]

যুদ্ধে ব্যবহৃত অস্ত্র-শস্ত্র

সেনাবাহিনীর মধ্যে অশ্বারোহী ও পদাতিক উভয় ধরনের সৈন্য ছিল। তারা যুদ্ধে যে সকল অস্ত্র সাধারণত ব্যবহার করতো সেগুলো হলো- তরবারি, বর্শা ও তীর প্রভৃতি। এগুলো ছাড়া আরো যে সব অস্ত্র রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ও আবূ বাকর (রা.)-এর যুগে ব্যবহৃত হয়েছে সেগুলো হলো-

মিনজানিক (mangonel) : এটি দেখতে তোপ বা কামানের মতো। এ দ্বারা শত্রুদের ওপর পাথর নিক্ষেপ করা হতো। ইসলামে সর্বপ্রথম রাসলূল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)ই হিজরী ৮ম সনে তা'য়িফবাসীদের বিরুদ্ধে মিনজানিক ব্যবহার করেছেন।[৩৩]

দাব্বাবাহ (tank) : এর একটি বিরাট খোল ছিল। কয়েক জন সৈন্য এর ভেতর বসতে পারতো। এটা ধাক্কা দিয়ে শত্রুদের দুর্গের দেয়াল পর্যন্ত নিয়ে যাওয়া হতো। এর উপকারিতা হলো, শত্রুদের দুর্গ থেকে যে তীর নিক্ষেপ করা হতো, তা এর অভ্যন্তরে অবস্থানকারীদের কোনো ক্ষতি করতে পারতো না। এর মাধ্যমে নিরাপদে দুর্গের দেয়াল পর্যন্ত পৌঁছে শত্রুদের ওপর আক্রমণ চালানো যেতো। এ অস্ত্রটিও রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ব্যবহার করেছেন।

---

৩২. তাবারী, *তারীখুল উমাম ওয়াল মুলূক*, খ.২,পৃ.৫৭৫
৩৩. ইবনু হিশাম, *আস-সীরাতুন নাবাবিয়্যাহ,* খ.২,পৃ.৪৮৩

আদ-দাবুর : এটাও দাব্বাবাহর মতো; তবে লাকড়ি দিয়ে এমনভাবে তৈরি করা হতো, যার ওপর চামড়ার আবরণ থাকতো। এর খোলে বসেও নিরাপদে শত্রুদের দুর্গে পৌঁছা যেতো। এ অস্ত্রটিও রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ব্যবহার করেছেন।

যুদ্ধাস্ত্র সরবরাহ

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর যুগে নিজ নিজ অস্ত্র নিয়েই লোকেরা যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতো। যাদের অস্ত্র থাকতো না, চাঁদার মাধ্যমে তাদের অস্ত্রের ব্যবস্থা করা হতো। অবশ্য আবূ বাকর (রা.) যুদ্ধের সরঞ্জাম সংগ্রহের জন্য একটি নির্দিষ্ট পরিকল্পনা কার্যকর করেছিলেন। বিভিন্ন খাত থেকে বাইতুল মালে যা কিছু জমা হতো, তার একটি বড় অংশ তিনি যুদ্ধাস্ত্র ও বাহন ক্রয়ের কাজে ব্যয় করতেন। তা ছাড়া পবিত্র কুর'আনে গানীমাতের সম্পদে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের যে অংশ নির্ধারিত রয়েছে, তা সবই তিনি যুদ্ধ সরঞ্জাম সংগ্রহের কাজে ব্যয় করতেন।

মাদীনায় নাকী' নামক একটি প্রসিদ্ধ চারণভূমি ছিল। এটাকে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যুদ্ধে ব্যবহৃত তাঁর ঘোড়াগুলোর জন্য নির্ধারণ করে দিয়েছিলেন।[৩৪] আবূ বাকর (রা.)ও এ ব্যবস্থা বহাল রাখেন।[৩৫] পরবর্তীকালে 'উমার (রা.) শারাফ ও রাবাযার চারণভূমিকেও সাদাকা ও যাকাতের উট এবং ঘোড়ার জন্য নির্ধারণ করে দিয়েছিলেন।[৩৬] অবশ্য আবূ বাকর (রা)ও সাদাকাহ ও যাকাতের জীর্ণ-শীর্ণ উটগুলোকে রাবাযাহ ও তার আশেপাশে প্রেরণ করতেন।[৩৭]

ঘ. সৈন্যদের প্রতি অসিয়্যাত

মূলত যুদ্ধের সাফল্য যে বিষয়ের ওপর নির্ভর করে, তা হলো তাদের জীবনের মহান লক্ষ্য ও তাদের উন্নত চরিত্র। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর আমলে সংঘটিত প্রতিটি যুদ্ধ-সংগ্রাম আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ ও ইসলামী রাষ্ট্রের প্রতিরক্ষার উদ্দেশ্যে চালিত হয়েছে। এ কারণে এ উদ্দেশ্যে আত্মোৎসর্গীকৃত ব্যক্তিদের নৈতিক চরিত্রের উন্নতি বিধানের দিকে তখন বিশেষ গুরুত্ব সহকারে দৃষ্টি দেওয়া হতো। ফলে মুসলিম বাহিনী নৈতিক চরিত্রের দিক দিয়ে সমগ্র বিশ্বের শ্রেষ্ঠত্বের অধিকারী হয়েছিল।

---

৩৪. আহমাদ, *আল-মুসনাদ*, (মুসনাদু 'আবদিল্লাহ ইবনি 'উমার রা.), হা.নং:৫৩৯৭, ৬১৪৯
৩৫. 'আলী আল-মুত্তাকী, *কানযুল 'উম্মাল*, হা.নং: ১৪০৮৮
৩৬. বুখারী, *আস-সাহীহ*, (কিতাবুল মুসাকাত) হা.নং: ২১৯৭; বাইহাকী, *আস-সুনানুল কুবরা*, খ.৬,পৃ.১৪৬
৩৭. 'আলী আল-মুত্তাকী, *কানযুল 'উম্মাল*, হা.নং: ১৪০৮৮

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর পর আবূ বাকর (রা.)ও সামরিক প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে এ দিকে বিশেষ লক্ষ্য রেখেছেন। ইতঃপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, যখন সেনাবাহিনী রওয়ানা হতো, তখন তিনি তাদেরকে বিদায় সম্বর্ধনা জানানোর জন্য মাদীনার বাইরে বহু দূর পর্যন্ত পদব্রজে গমন করতেন। সেনাপতিদের শত অনুরোধ সত্ত্বেও তিনি তাদেরকে বাহন থেকে নামতে দিতেন না এবং তিনি নিজেও কোনো বাহনে আরোহন করতেন না। যখন সৈন্য রওয়ানা হতো তখন তিনি তাদেরকে প্রয়োজনীয় অসিয়্যাত ও নির্দেশনা প্রদান করতেন। তাতে তিনি জিহাদের উদ্দেশ্য ও গুরুত্বসহ সেনাপতি, সৈন্যদল, শত্রুবাহিনী ও সাধারণ নাগরিকের সাথে সংশ্লিষ্ট নানা প্রয়োজনীয় বিষয় অত্যন্ত মর্মস্পর্শী ভাষায় বর্ণনা করতেন।

❖ আল্লাহর হাক্ব রক্ষার অসিয়্যাত

মুকাবিলার সময় ধৈর্যধারণ

আবূ বাকর (রা.) যে কোনো যুদ্ধাভিযান প্রেরণ করার সময় বাহিনীর সকলকে শত্রুদের সাথে মুকাবিলার সময় ধৈর্যধারণের নির্দেশ দিতেন। যেমন- আবূ বাকর (রা.) 'ইকরামাহ ইবনু আবী জাহল (রা.)কে 'উমানে প্রেরণ করার সময় যে সকল নির্দেশ প্রদান করেছিলেন তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো- وَاتَّقِ اللهَ، فَإِذَا لَقِيْتَ الْعَدُوَّ فَاصْبِرْ. "তুমি আল্লাহকে ভয় করো। যখন শত্রুদের সাথে সম্মুখযুদ্ধে অবতীর্ণ হবে, তখন ধৈর্যধারণ করো।"[৩৮] অনুরূপভাবে আবূ বাকর (রা.) হাশিম ইবনু 'উতবাহ ইবনি আবী ওয়াক্কাস (রা.)কে শামের সৈন্যবাহিনীর সাহায্যার্থে প্রেরণ করার সময় অসিয়্যাত করেন-

إِذَا لَقِيْتَ عَدُوَّكَ فَاصْبِرْ، وَصَابِرْ، وَاعْلَمْ أَنَّكَ لَا تَخْطُو خُطْوَةً، وَلَا تُنْفِقُ نَفَقَةً، وَلَا يُصِيْبُكَ ظَمَأٌ وَلَا مَخْمَصَةٌ فِي سَبِيْلِ اللهِ إِلَّا كَتَبَ اللهُ لَكَ بِهِ عَمَلاً صَالِحاً، إِنَّ اللهَ لَا يُضِيْعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِيْنَ.

-"যখন তুমি তোমার শত্রুর সাথে যুদ্ধে মিলিত হবে, তখন ধৈর্যধারণ করো ও দৃঢ়তা প্রদর্শন করো। জেনে রেখো যে, আল্লাহর রাস্তায় তোমার প্রতিটি পদক্ষেপ, ব্যয়, তৃষ্ণা ও ক্ষুধার বিনিময়ে আল্লাহ তা'আলা তোমার জন্য এক একটি পুরস্কার লিপিবদ্ধ করে রাখবেন। আল্লাহ তা'আলা সৎকর্মশীল লোকদের প্রতিদান নষ্ট করেন না।"[৩৯]

---

৩৮. ইবনু কুতায়বাহ, *'উয়ূনুল আখবার*, খ.১,পৃ.৪৫
৩৯. আযদী, *ফুতূহুশ শাম*, পৃ.৩৪

নিয়াতের বিশুদ্ধতা ও নিষ্ঠা

আবূ বাকর (রা.) যে কোনো যুদ্ধাভিযান প্রেরণ করার সময় প্রায়শ বাহিনীর লোকদেরকে তাঁদের নিয়াত বিশুদ্ধ করতে, অত্যন্ত নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সাথে লড়াই করতে এবং আত্মম্ভরিতা ও দম্ভ প্রকাশ থেকে বিরত থাকতে নির্দেশ দিতেন। তিনি নিজের যে কোনো সুকৃতির মাধ্যমে আল্লাহর প্রতি খোঁটা দিতেও বারণ করতেন। বরং আল্লাহ তা'আলাই যেহেতু সকলকে যে কোনো ভালো 'আমাল সম্পাদন করার তাওফীক দান করে থাকেন, তাই যে কোনো ভালো কাজের জন্য তাঁর শোকর আদায় করতে নির্দেশ দিতেন। যেমন তিনি একবার সেনাপতি খালিদ (রা.)কে অসিয়্যাত করতে গিয়ে বলেন,

فَلْيَهْنِئك –أبا سليمان– النيةَ والْحظوةَ، فَأَتْمِمْ يُتَمِّمِ اللهُ لَكَ، وَلَا يَدْخُلَنَّكَ عُجْبٌ فَتَخْسرَ وَتَخْذلَ، وَإِيَّاكَ أَنْ تَدُلَّ بِعَمَلٍ فَإِنَّ اللهَ لَهُ الْمَنُّ، وَهُوَ وَلِيُّ الْجَزَاءِ.

-"আবূ সুলাইমান, তুমি সুখী হও! নিয়াত ও ভূমিকাকে পরিপূর্ণরূপে বিশুদ্ধ করে নাও, তবেই আল্লাহ তা'আলা তোমাকেও পূর্ণ প্রতিদান দেবেন। কোনো ধরনের অহমিকা যেন তোমার মাঝে স্থান দখল করতে না পারে। নচেত তুমি ক্ষতিগ্রস্ত ও লাঞ্ছিত হবে। খবরদার! কোনো 'আমালের কারণে তুমি গর্ব করোনা এবং কাউকে খোঁটা দিও না। কেননা খোঁটা দেওয়ার অধিকার একমাত্র আল্লাহর। তিনিই প্রতিদান দেওয়ার মালিক।"[৪০]

আবূ বাকর (রা.) ইরাকের যুদ্ধে খালিদ ও ইয়াদ ইবনু গানাম (রা.)কে প্রেরণ করার সময় উপদেশ দেন,

....وَاسْتَعِيْنُوا بِاللهِ، وَاتَّقُوهُ، وَآثِرُوا أمْرَ الآخِرَةِ عَلَى الدُّنْيَا يَجْتَمِعَا لَكُمْ، وَلَا تُؤْثِرُوا الدُّنْيَا فَتَسْلُبُوهُمَا، واحْذَرُوا مَا حَذَّرَكُمُ اللهُ بِتَرْكِ الْمَعَاصِي وَمُعَاجَلَةِ التَّوْبَةِ، وَإِيَّاكُمْ وَالْإِصْرَارَ وَتَأْخِيْرَ التَّوْبَةِ.

-"....তোমরা আল্লাহর নিকট সাহায্য প্রার্থনা কর, তাঁকে ভয় কর এবং আখিরাতকে দুনিয়ার ওপর অগ্রাধিকার দাও। তবে দুনিয়া ও আখিরাত দুটিই তোমরা পাবে। দুনিয়াকে প্রাধান্য দিও না। এরূপ করলে দুটিই হারাবে। আল্লাহ তা'আলা তোমাদের যে সকল ব্যাপারে সতর্ক করেছেন, তা থেকে বেঁচে থাকবে। পাপ ও অন্যায়ে লিপ্ত হবে না। যদি কোনো পাপ ও অন্যায় হয়ে যায়, তা হলে

---

৪০. তাবারী, *তারীখুল উমাম ওয়াল মুলূক*, খ.২,পৃ.৫৭৪, ৬০২

সাথে সাথে তাওবা করো। কোনো পাপ পুনঃপুনঃ করো না এবং তাওবা করতে দেরি করো না।"[৪১]

আবূ বাকর (রা.) সেনাপতি 'আমর ইবনুল 'আস (রা.)কে ফিলিস্তিনে প্রেরণের সময় উপদেশ দেন,

اتق الله في سرك وعلانيتك، واستحيه في خلواتك؛ فإنه يراك في عملك، وقد رأيت تقدمي لك على من هو أقدم منك سابقة وأقدم حرمة، فكن من عمال الآخرة، وأرد بعملك وجه الله ، وكن والداً لمن معك، والصلاة ثم الصلاة، أذن بها إذا دخل وقتها، ولاتصل صلاة إلا بأذان يسمعه أهل العسكر، واتق الله إذا لقيت العدو، والزم أصحابك قراءة القرآن، وأنهم عن ذكر الجاهلية وماكان منها؛ فإن ذلك يورث العداوة بينهم، وأعرض عن زهرة الدنيا حتى تلتقي بمن مضى من سلفك، وكن من الأئمة الممدوحين في القرآن إذ يقول الله تعالى: {وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ}(سورة الأنبياء، آية:٧٣).

-"তুমি আল্লাহকে ভয় করো, গোপনেও এবং প্রকাশ্যেও। নির্জন অবস্থায়ও তাঁকে লজ্জা করো। কেননা তিনি তো তোমার কাজ প্রত্যক্ষ করছেন। তোমার চেয়ে অধিক মর্যাদা ও সম্মানের অধিকারী লোকদের ওপর তোমাকে আমি অগ্রাধিকার দিয়েছি। তাই তুমি আখিরাতের চেতনা নিয়ে 'আমাল করো এবং তোমার 'আমালের মাধ্যমে আল্লাহর সন্তুষ্টি কামনা করো। তুমি তোমার সাথীদের সাথে পিতৃতুল্য আচরণ করো। সালাতের প্রতি বিশেষ যত্ন নিও। সময় প্রবেশ করতেই আযান দিয়ে সালাত আদায় করে নিও। বাহিনীর লোকেরা শুনতে পায় না এভাবে আযান দিয়ে কোনো সালাত আদায় করো না। আল্লাহকে ভয় করো, যখন তুমি শত্রুদের সাথে লড়াইয়ে মুখোমুখি হবে। তোমার সাথীদের কুর'আন তিলাওয়াত করতে বাধ্য করো এবং কোনো জাহিলী কথাবার্তা বলতে ও অশোভনীয় আচরণ করতে বারণ করো। কেননা তা তাদের মধ্যে শত্রুতা জন্ম দেবে। দুনিয়ার জাঁকজমক এড়িয়ে চলো, তবেই তুমি তোমার পূর্বসূরীদের সাথে যুক্ত হতে

---

৪১. তাবারী, *তারীখুল উমাম ওয়াল মুলূক*, খ.২,পৃ. ৫৭৪

পারবে। পবিত্র কুর'আনে প্রশংসিত ইমামগণের সারিতে অন্তর্ভুক্ত হও। আল্লাহ তা'আলা বলেন, "আমি তাদেরকে নেতা করলাম। তারা আমার নির্দেশ অনুসারে পথ প্রদর্শন করতো। আমি তাদের প্রতি ওহী নাযিল করলাম সৎকর্ম করার, সালাত কায়িম করার এবং যাকাত দান করার। তারা আমার 'ইবাদাতে ব্যাপৃত থাকতো রয়েছে।" (সূরা আল আম্বিয়া : ৭৩)[৪২]

যুদ্ধলব্ধ সম্পদ জমা দেয়া

ইসলামী রাষ্ট্রের সৈন্যগণ সম্পদ লাভ বা লুণ্ঠনের জন্য যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে না। যুদ্ধের ময়দানে শত্রুপক্ষের পরিত্যক্ত সম্পদ সংগ্রহ করার দায়িত্ব তাদেরই। কিন্তু সে সম্পদ আত্মসাৎ করার সুযোগ তাদের নেই। প্রত্যেকেই শত্রুর কাছে প্রাপ্ত ছোট-বড়, বেশি দামী-কম দামী প্রত্যেকটি জিনিস গানীমাতের ভাণ্ডারে জমা দেবে। ব্যক্তিগতভাবে একটি সূঁই পর্যন্ত নিজের দখলে রাখবে না।

আবূ বাকর (রা.) সেনাপতি ও সৈন্যদেরকে যুদ্ধলব্ধ সম্পদের আমানাত গানীমাতের ভাণ্ডারে যথাযথভাবে জমা দিতে এবং এক্ষেত্রে যে কোনোরূপ খিয়ানাত করা থেকে বিরত থাকতে নির্দেশ দিতেন, যাতে তা সকল যোদ্ধার মধ্যে ন্যায্য হারে বন্টন করা যায়। যেমন- আবূ বাকর (রা.) সেনাপতি উসামা (রা.)কে শাম অভিমুখে প্রেরণ করার সময় যে দশটি অসিয়্যাত করেছিলেন তন্মধ্যে অন্যতম হলো- لَا تَخُونُوا، وَلَا تَغُلُّوا. - "তোমরা খিয়ানাত করো না, যুদ্ধলব্ধ সম্পদ আত্মসাৎ করো না।"[৪৩] অনুরূপ অন্যান্য সেনাপতিদেরকেও নির্দেশ দেন।

❖ সেনাপতির অধিকার রক্ষার অসিয়্যাত

আবূ বাকর (রা.) তাঁর বিভিন্ন অসিয়্যাতের মধ্যে সৈন্য ও প্রজাসাধারণের ওপর সেনাপতিদের অধিকারসমূহের বর্ণনা দান করেছেন। এ অধিকারগুলো হলো-

সেনাপতির নির্দেশ মেনে চলা

আবূ বাকর (রা.) খালীফা হিসেবে নিযুক্ত হবার পর প্রদত্ত প্রথম ভাষণের মধ্যে তিনি সর্বসাধারণকে আনুগত্যের কথা স্মরণ করে দেন। তিনি বলেন, واعْلَمُوا أنَّ مَا أَخْلَصْتُمْ لله مِنْ أعْمَالَكُمْ فَطَاعَةٌ اَتَيْتُمُوهَا. -"জেনে রেখো, তোমরা যে সকল কাজ নিরেট

---

৪২. ইবনু 'আসাকির, *তারীখু দিমাশক*, খ.২,পৃ.৬৬; ওয়াকিদী, *ফুতূহুশ শাম*, খ.১,পৃ.১৪; কান্দালভী, *হায়াতুস সাহাবাহ*, খ.২,পৃ.২৪৮

৪৩. মালিক, *আল-মুওয়াত্তা*, (কিতাবুল জিহাদ), হা.নং:৮৫৮; বাইহাকী, *আস-সুনানুল কুবরা*, হা.নং:১৭৯২৭

আল্লাহর ওয়াস্তে সম্পাদন করে থাক, তা হলো নেতৃত্বের প্রতি তোমাদের প্রদর্শিত আনুগত্য... ।"[৪৪] তাছাড়া তিনি সেনাপতিদেরকে একে অপরের নির্দেশ মেনে চলার নির্দেশ দিতেন। যেমন- তিনি সেনাপতি মুছান্না ইবনু হারিছা আশ-শাইবানী (রা.)কে লিখে পাঠান-

فإني قد بعثت إليك خالد بن الوليد إلى أرض العراق، فاستقبله بمن معك من قومك، ثم ساعده ووازره وكانفه، ولاتعصين له أمراً، ولاتخالفن له رأياً.

-"আমি খালিদ ইবনুল ওয়ালীদ (রা.)কে তোমার সাহায্যার্থে ইরাক ভূমিতে পাঠিয়েছি। তুমি তোমার দলবলসহ তাকে সাদরে বরণ করে নেবে, তাকে সহযোগিতা করবে এবং তার সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করবে। তার কোনো নির্দেশ অমান্য করবে না এবং তার কোনো মতের বিরোধিতা করবে না।..."[৪৫]

অনুরূপভাবে আবূ বাকর (রা.) শাম অভিমুখে প্রেরিত সৈন্যদেরকেও নেতাদের নির্দেশ মেনে চলার অসিয়্যাত করতে গিয়ে বলেন-

أيها الناس، إن الله قد أنعم عليكم بالإسلام، وأكرمكم بالجهاد، وفضلكم بهذا الدين على كل دين، فتجهزوا –عباد الله– إلى غزو الروم بالشام؛ فإني مؤمر عليكم أمراء، وعاقد لهم ألوية؛ فأطيعوا ربكم، ولا تخالفوا أمراءكم لتحسن نيتكم وشربكم وأطعمتكم ف– " إن الله مع الذين أنفقوا والذين هم محسنون ".

-"হে লোকেরা, আল্লাহ তা'আলা ইসলামে দীক্ষিত করে তোমাদের প্রতি অনুগ্রহ করেছেন, জিহাদের মাধ্যমে তোমাদের সম্মানিত করেছেন এবং এ দীনের মাধ্যমে তোমাদেরকে সকল দীনের ওপর মহিমান্বিত করেছেন। অতএব, হে আল্লাহর বান্দাহগণ, তোমরা শামে রোমানদের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য প্রস্তুত হয়ে যাও। আমি কয়েকজনকে তোমাদের নেতা বানিয়ে দেবো এবং তাদের হাতে ঝাণ্ডা তুলে দেবো। তোমরা তোমাদের রাব্বের আনুগত্য করো এবং তোমাদের নেতাদের নির্দেশ অমান্য করো না। তবেই তোমাদের নিয়্যাত শুভ হবে এবং তোমরা স্বচ্ছন্দে পানীয় ও আহার্য লাভ করবে। কেননা আল্লাহ তা'আলা সে সকল লোকের সহায় হন, যারা আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় করে এবং সৎকর্মশীল।"[৪৬]

লোকেরা তাঁর এ কথার উত্তরে বলে,

---

৪৪. তাবারী, *তারীখুল উমাম ওয়াল মুলূক*, খ.২,পৃ. ৪৬০
৪৫. আযদী, *ফুতূহুশ শাম*, পৃ.৬০-১
৪৬. ইবনু 'আসাকির, *তারীখু দিমাশক*, খ.২,পৃ.৬৪; কান্দালভী, *হায়াতুস সাহাবাহ*, খ.১,পৃ.৪৬৮

أَنْتَ أَمِيْرُنَا وَنَحْنُ رَعِيَّتُكَ، فَمِنْكَ الْأَمْرُ وَمِنَّا الطَّاعَةُ، فَنَحْنُ مُطِيْعُونَ لِأَمْرِكَ، وَحَيْثُمَا تَوَجَّهْنَا نَتَوَجَّهْ.

-"আপনি হলেন আমাদের আমীর, আর আমরা হলাম আপনার প্রজা। অতএব আপনার দায়িত্ব নির্দেশ প্রদান করা, আর আমাদের দায়িত্ব হলো আনুগত্য করা। আমরা আপনার নির্দেশের অনুগত। আপনি আমাদের যেখানেই পাঠাবেন, আমরা সেখানেই যাবো।"[৪৭]

আবূ বাকর (রা.) যখন রণকুশলী খালিদ ইবনুল ওয়ালীদ (রা.)কে শামের যুদ্ধ পরিচালনার দায়িত্বে নিয়োজিত করলেন, তখন তিনি সেনাপতি আবূ 'উবাইদাহ (রা.)কে খালিদ (রা.)-এর কথা শুনতে ও মেনে চলতে নির্দেশ দেন। খালিদ (রা.) শামে পৌঁছে আবূ 'উবাইদাহ (রা.)কে বললেন, তিনি যেন প্রত্যেক সেনা ইউনিট প্রধানের নিকট এ মর্মে খবর পৌঁছে দেন যে, সকলেই যেন তাঁর আনুগত্য করে চলে। আবূ 'উবাইদাহ (রা.) দাহহাক ইবনু কায়স (রা.)কে ডেকে এ দায়িত্ব দেন। দাহহাক (রা.) লোকদের নিকট গিয়ে নতুন সেনাপতি খালিদ (রা.)-এর নির্দেশ মেনে চলার কথা বলেন। সকল লোকই তাঁর কথা শুনার ও মেনে চলার অঙ্গীকার প্রদান করেন।[৪৮]

সিদ্ধান্ত গ্রহণের দায়িত্ব সেনাপতির হাতে অর্পণ

সৈন্যদের দায়িত্ব হলো- কোনো বিষয়কে তারা সঠিক মনে করলে দ্রুত তা সেনাপতিকে অবহিত করা এবং তাকে প্রয়োজনীয় পরামর্শ দান করা। অপরদিকে সেনাপতির দায়িত্ব হলো, যুদ্ধের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলোতে অভিজ্ঞ সৈন্যদের থেকে পরামর্শ গ্রহণ করা এবং তাদের মতামতের ভিত্তিতে সঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছার চেষ্টা করা। আবূ বাকর (রা.) শাম অভিমুখে সৈন্যবাহিনী প্রেরণের সময় প্রধান সেনাপতি ও ইউনিট প্রধানদেরকে উদ্দেশ্য করে বললেন,

يا أبا عبيدة ويامعاذ وياشرحبيل، ويايزيد، أنتم من حماة هذا الدين، وقد فوضت إليكم أمر هذه الجيوش، فاجتهدوا في الأمر، واثبتوا، وكونوا يداً واحدة في مواجهة عدوكم.

-"হে আবূ 'উবাইদাহ, হে মু'আয, হে শুরাহবীল, হে ইয়াযীদ, তোমরা হলে এ দীনের সংরক্ষক। আমি তোমাদের নিকট এ বাহিনীর দায়িত্বভার সোপর্দ করেছি।

---

৪৭. ইবনু আ'তাম, *আল-ফুতূহ*, খ.১,পৃ.৮২

৪৮. আযদী, *ফুতূহুশ শাম*, পৃ.১৮৯

অতএব তোমরা দায়িত্বপালনে প্রাণান্তকর চেষ্টা চালাবে, অবিচল থাকবে এবং এক সাথে শত্রুদের মুকাবিলা করবে।"[৪৯]

অতঃপর আবূ বাকর (রা.) তাঁদেরকে সৈন্যদের অবস্থার প্রতি লক্ষ্য রাখতে, তাদের কাজের মূল্যায়ন করতে এবং তাদের মধ্যে ঐক্য ও সংহতি বজায় রাখতে নির্দেশ দেন। তিনি আরো বলেন,

فإذا قدمتم البلد ولقيتم العدو واجتمعتم على قتالهم فأميركم أبو عبيدة بن الجراح، وإن لم يلقكم أبو عبيدة وجمعتكم حرب فأميركم يزيد بن أبي سفيان.

-"যখন তোমরা শাম ভূখণ্ডে পৌঁছে শত্রুদের সাথে মিলিত হবে এবং শত্রুদের সাথে একত্রিত হয়ে লড়াই করবে, তখন তোমাদের আমীর হবে আবূ 'উবাইদাহ ইবনুল জাররাহ (রা.)। যদি আবূ 'উবাইদাহ (রা.)-এর সাথে তোমাদের দেখা না হয়, অপরদিকে তোমরা কোনো যুদ্ধে লিপ্ত হয়ে পড়ো, তবে তোমাদের আমীর হবে ইয়াযীদ ইবনু আবী সুফইয়ান (রা.)।"[৫০]

এভাবে আবূ বাকর (রা.) সৈন্যবাহিনী পরিচালনার দায়িত্বভার কেবল একজন সেনাপতির হাতেই ন্যস্ত করেন, যাতে তাদের মধ্যে কোনোরূপ মতবিরোধ দেখা দিতে না পারে। ঐ অভিযানে তিনি 'আমর ইবনুল 'আস (রা.)কে উদ্দেশ্য করে বললেন,

أنت أحد أمرائنا هناك فإن جمعتكم حرب فأميركم أبو عبيدة بن الجراح.

-"তুমিও সেখানে একজন আমীর। তবে যখনই তোমরা সম্মিলিতভাবে যুদ্ধ করবে, তখন তোমাদের আমীর হবে আবূ 'উবাইদাহ ইবনুল জাররাহ (রা.)।"[৫১]

ইরাক অভিযানের সময়ও তিনি অনুরূপ নির্দেশ প্রদান করেন। তিনি মুছান্না ইবনু হারিছা (রা.)কে উদ্দেশ্য করে বলেন,

فإني قد بعثت إليك خالد بن الوليد إلى أرض العراق .....، فما أقام معك فهو الأمير، فإن شخص عنك فأنت على ماكنت عليه.

-"আমি খালিদ ইবনুল ওয়ালীদ (রা.)কে তোমার সাহায্যার্থে ইরাক ভূমিতে পাঠিয়েছি।... সে যতদিন তোমার সাথে থাকবে, ততদিনই সে-ই আমীর থাকবে। যদি সে তোমার থেকে দূরে চলে যায়, তবেই তুমি দায়িত্ব পালন করবে।"[৫২]

৪৯. আযদী, *ফুতূহুশ শাম*, পৃ.৭
৫০. আযদী, *ফুতূহুশ শাম*, পৃ.৭
৫১. আযদী, *ফুতূহুশ শাম*, পৃ.৪৮; আল-মুহিব্ব আত-তাবারী, *আর-রিয়াদুন নাদিরাতু..*, পৃ.৩৩৪
৫২. আযদী, *ফুতূহুশ শাম*, পৃ.৬০-১

খালীফার নির্দেশ দ্রুত পালন

রিদ্দার যুদ্ধে আবূ বাকর (রা.) খালিদ ইবনুল ওয়ালীদ (রা.)-এর নিকট ভণ্ড মুসাইলামার ব্যাপারে একটি পত্র প্রেরণ করেন। এখানে আবূ বাকর (রা.) তাঁকে দ্রুত মুসাইলামার উদ্দেশ্যে অভিযান পরিচালনা করতে নির্দেশ দেন। এ পত্র পাওয়ার পর খালিদ (রা.) তাঁর সহযোদ্ধাদের একত্রিত করে চিঠিটি পাঠ করে শোনান এবং তাদের অভিমত জানতে চান। তারা বললো, الرَّأْيُ رَأْيُكَ، وَلَيْسَ فِيْنَا أَحَدٌ يُخَالِفُ أَوَامِرَكَ. - "আপনার অভিমতই হলো যথার্থ অভিমত। আপনার নির্দেশের বিরোধিতা করবে- এমন কেউ আমাদের মধ্যে নেই।"[৫৩] আবূ বাকর (রা.) খালিদ ইবনুল ওয়ালীদ (রা.)কে ইরাকে অবস্থান কালে লিখে পাঠান যে, তিনি যেন অর্ধেক লোককে ইরাকে মুছান্না ইবনু হারিছা (রা.)-এর নেতৃত্বে রেখে বাকি অর্ধেক সৈন্য নিয়ে শামের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হন। খালিদ (রা.) সাথে সাথেই তাঁর এ নির্দেশ পালন করেন এবং সৈন্যদলকে দুভাগে বিভক্ত করে একভাগ মুছান্নার নেতৃত্বে ইরাকের রেখে দেন এবং বাকি অর্ধেক নিয়ে শামের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হন।"[৫৪] অনুরূপভাবে আবূ বাকর (রা.) সেনাপতি 'আমর ইবনুল 'আস (রা.)কে কুদা'আহ থেকে ইয়ারমুক অভিমুখে যাত্রার নির্দেশ দেন। তিনি সে নির্দেশ দ্রুত পালন করেন। সেনাপতি আবূ 'উবাইদাহ ও ইয়াযীদ (রা.)কে নির্দেশ দেন, তাঁরা যেন শামে প্রবেশ না করে, যাতে শত্রুবাহিনী মুসলিমদেরকে কোনো দিকে ঘিরে ফেলতে না পারে। এভাবে সকল সেনাপতি ও সৈন্যরা আবূ বাকর (রা.)-এর নির্দেশাবলি ও আদেশসমূহ দ্রুত যথাযথভাবে পালন করতেন।

গানীমাতের বন্টন নিয়ে ঝগড়া না করা

আবূ বাকর (রা.) তাঁর খিলাফাতকালে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর প্রদর্শিত নিয়মানুযায়ী গানীমাতের সম্পদ বন্টন করতেন। সেনাপতি খালিদ ইবনুল ওয়ালীদ (রা.) ইয়ামামার যুদ্ধ শেষ করে বিজয় সংবাদ ও যুদ্ধলব্ধ সম্পদ সম্পর্কে অবহিত করে আবূ বাকর (রা.)-এর নিকট পত্র লিখেন। আবূ বাকর (রা.) তাঁর এ পত্রের জবাবে লিখে পাঠান-

اجْمَعِ الْغنائمَ والسبْيَ وما أفاء الله عليك من مال بني حنيفة، فأخْرِجْ من ذلك الْخُمُسَ، وَوَجِّهْ به إلينا ليقسم فيمن بحضرتنا من المسلمين، وادْفعْ إلى كل ذي حق حقه .

৫৩. ইবনু আ'তাম, *আল-ফুতূহ*, খ.১, পৃ.২৯

৫৪. তাবারী, *তারীখুর রুসুল ওয়াল মুলূক*, খ.২,পৃ.২১২; ইবনুল আছীর, *আল-কামিল*, খ.১,পৃ.৩৯১

-"বানূ হানীফা থেকে লব্ধ যাবতীয় সম্পদ- গানীমাত ও ফাই এবং বন্দীদের জমা কর। অতঃপর তা থেকে এক পঞ্চমাংশ আলাদা কর এবং তা আমার নিকট পাঠিয়ে দাও, যাতে তা আমার সামনে উপস্থিত মুসলিমদের মধ্যে বণ্টন করা যায়। আর প্রত্যেককেই তার ন্যায্য পাওনা আদায় কর।"[৫৫]

এভাবে আবূ বাকর (রা.)-এর নিযুক্ত সকল সেনাপতিই রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর প্রদর্শিত ব্যবস্থা অনুযায়ী গানীমাতের মাল বণ্টন করতেন। তা নিয়ে কখনো সৈন্যদের মধ্যে কোনোরূপ বিরোধ দেখা দেয়নি।

❖ সেনাপতিদের প্রতি সৈনিকদের অধিকার রক্ষার অসিয়্যাত

আবূ বাকর (রা.) বিভিন্ন অসিয়্যাত ও পত্রের মাধ্যমে সেনাপতিদেরকে সৈন্যদের বিভিন্ন অধিকার রক্ষার নির্দেশ দিতেন। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য অধিকারগুলো হলো-

সৈনিকদের অবস্থার খোঁজ-খবর রাখা

আবূ বাকর (রা.) নিজে সর্বদা সৈনিকদের খোঁজ-খবর নিতেন এবং সেনাপতিদেরকেও সবসময় সৈন্যদের প্রতি লক্ষ্য রাখার ও তাদের খোঁজ-খবর রাখার নির্দেশ দিতেন। শাম অভিমুখে প্রেরিত বাহিনী যখন রওয়ানা হয়, তখন আবূ বাকর (রা.) ঘোড়ায় আরোহণ করে দ্রুত তাদের নিকট পৌঁছেন। তিনি প্রথমে তাদের অবস্থান পর্যবেক্ষণ করলেন, তারপর তাদেরকে ডেকে ডেকে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা দেন ও দু'আ করতে থাকেন। এভাবে তাদের পেছনে পেছনে প্রায় দু'মাইল পথ হেঁটে চলেন।

সৈনিকদের সাথে নম্র ও উদার আচরণ করা

আবূ বাকর (রা.) রিদ্দার যুদ্ধে খালিদ ইবনুল ওয়ালীদ (রা.)কে যাত্রা পথে সৈন্যদের সাথে বিনম্র ও উদার আচরণ করতে এবং পথ সম্পর্কে অভিজ্ঞ লোকদের সাথে রাখতে নির্দেশ দেন। অনুরূপভাবে তিনি তাঁর সকল সেনাপতিকেও এ নির্দেশ প্রদান করেন। সেনাপতি খালিদ (রা.) যখন আবূ বাকর (রা.)-এর নির্দেশক্রমে ইরাক থেকে শামের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হন, তখন তিনি পথ সম্পর্কে অভিজ্ঞ লোকদের ডেকে আনেন এবং পথ সম্পর্কে তাদের পরামর্শ চাইলেন। খালিদ (রা.) তাঁদের পরামর্শানুযায়ী সংক্ষিপ্ত পথ দিয়ে দ্রুত শামে পৌঁছেন।[৫৬] সেনাপতি ইয়াযীদ ইবনু আবী সুফইয়ান (রা.)কে শাম

---

৫৫. ইবনু আ'তাম, *আল-ফুতূহ*, খ.১, পৃ.৪১

৫৬. ইবনুল আছীর, *আল-কামিল*, খ.১,পৃ.৩৯১; তাবারী, *তারীখুল উমাম ওয়াল মুলূক*, খ.২,পৃ.২১৪;

অভিমুখে প্রেরণের সময় আবূ বাকর (রা.) বলেন, إِذَا سِرْتَ فَلَا تُضَيِّقْ عَلَى نَفْسِكَ، وَلَا عَلَى أَصْحَابِكَ فِي مَسِيْرِكَ.-"যখন তুমি পথ চলবে, তখন তুমি নিজের ও তোমার সাথীদের সাথে কোনো রূপ সংকীর্ণ আচরণ করবে না।"[৫৭] আবূ বাকর (রা.) সেনাপতি 'আমর ইবনুল 'আস (রা.)কেও ফিলিস্তিন অভিমুখে প্রেরণের সময় বলেন, وَكُنْ وَالِدًا لِمَنْ مَعَكَ، وَارْفَقْ بِهِمْ فِي السَّيْرِ؛ فَإِنَّ فِيْهِمْ أَهْلَ ضَعْفٍ.-"তুমি তোমার সাথীদের সাথে পিতার ন্যায় আচরণ করো এবং যাত্রাপথে তাদের সাথে সদয় ব্যবহার করো। কেননা তাদের মধ্যে দুর্বল লোকও রয়েছে।"[৫৮]

সেনাপতিগণ আবূ বাকর (রা.)-এর এ নির্দেশ যথাযথ মেনে চলতেন। তাঁরা যাত্রাপথে সৈন্যদের সাথে সদয় আচরণ করতেন। পথের কষ্ট ও ক্লান্তি যাতে সৈন্যদেরকে মানসিকভাবে দুর্বল করতে না পারে, সেদিকে সেনাপতিগণ বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখতেন। বিজ্ঞ পথপ্রদর্শকগণ তাদেরকে সহজ রাস্তা দিয়ে লক্ষ্যস্থলে পৌঁছে দিতেন। এ কারণে সেনাপতি ইয়াযীদ (রা.) শামের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হবার সময় যখন দেখলেন যে, তার সাথীরা দ্রুত পথ চলছে, তখন তিনি তাদেরকে আবূ বাকর (রা.)-এর অসিয়্যাত স্মরণ করে দেন এবং ধীরে-সুস্থে পথ চলার নির্দেশ দেন।[৫৯]

পরিচয়জ্ঞাপক সংকেত ধ্বনি নির্ধারণ করা

রোমানদের বিরুদ্ধে উসামা (রা.)-এর নেতৃত্বে প্রেরিত অভিযানে সৈন্যদের পরস্পরের পরিচয়ের ধ্বনি ছিল يَا مَنْصُوْرُ، أَمِتْ أَمِتْ. (হে সাহায্যপ্রাপ্ত, মারো মারো!)।[৬০] ইয়ামামার যুদ্ধে যাত্রাপথে খালিদ ইবনুল ওয়ালীদ (রা.)-এর বাহিনীর সংকেত ধ্বনি ছিল ! يَا مُحَمَّدَاه (হে মুহাম্মাদ!)।[৬১] 'ইরাক অভিযানে তানুখ গোত্রের সৈন্যদের সংকেত ধ্বনি ছিল !يَا آلَ عِبَادَ الله (হে আল্লাহর বান্দাহদের পরিজন!)। ইয়ারমুক যুদ্ধে প্রত্যেক সেনা ইউনিট ও গোত্রের জন্য পৃথক পৃথক সংকেত নির্ধারণ করা হয়। যেমন-আবূ 'উবাইদাহ (রা.)-এর সংকেত ধ্বনি ছিল أَمِتْ أَمِتْ (মারো! মারো!), খালিদ ইবনুল ওয়ালীদ ও তাঁর সাথীদের (রা.)-এর সংকেত ধ্বনি ছিল !يَا حِزْبَ الله (হে আল্লাহর

জাওয়াদ 'আলী, *আল-মুফাছ্ছাল ফী তারীখিল 'আরব..*, খ.১০, পৃ.১১০

৫৭. ওয়াকিদী, *ফুতূহুশ শাম*, পৃ.৩

৫৮. ওয়াকিদী, *ফুতূহুশ শাম*, পৃ.৮

৫৯. ওয়াকিদী, *ফুতূহুশ শাম*, পৃ.৩

৬০. ইবনু সা'দ, *আত-তাবাকাতুল কুবরা*, খ.২,পৃ.১৯১

৬১. তাবারী, *তারীখুর রুসুল ওয়াল মুলূক*, খ.২,পৃ.১৬০; ইবনুল আছীর, *আল-কামিল..*, খ.১,পৃ.৩৭৪

দল!), 'আবস গোত্রের সংকেত ধ্বনি ছিল !يا لعبس (হায়, 'আবস!), ইয়ামানের বিভিন্ন গোত্রের সৈন্যদের সংকেত ধ্বনি ছিল !يَا أَنْصَارَ الله (হে আল্লাহর সাহায্যকারীগণ!), হিময়ার গোত্রের সংকেত ধ্বনি ছিল !الْفَتْح (বিজয়!), দারিম ও সাকাসিক গোত্রের সংকেত ধ্বনি ছিল !الصَّبْرُ الصَّبْرُ (ধৈর্য! ধৈর্য!) ও বানূ মুরাদের সংকেত ধ্বনি ছিল يَا نَصْرَ الله أنْزِل! (হে আল্লাহর সাহায্য, অবতরণ করো!)।[৬২]

নিরাপদে যাত্রার ব্যবস্থা করা

আবূ বাকর (রা.) রিদ্দার যুদ্ধে রওয়ানা হবার সময় সেনাপতিদের অসিয়্যাত করেন,

> وأن يمنع أصحابه العجلة والفساد، وأن لا يدخل فيهم حشوا حتى يعرفهم ويعلم ما هم، لئلا يكونوا عيونا.
>
> -"তারা যেন সৈন্যদেরকে তাড়াহুড়া করতে ও যে কোনো রূপ ফাসাদ সৃষ্টি করতে বারণ করেন। তাদের মধ্যে যেন কোনো বাজে লোক প্রবেশ করতে না পারে। কেননা সে তাদের অবস্থা সম্পর্কে সম্যক অবগত হবে এবং গোয়েন্দাগিরি করবে।"[৬৩]

অনুরূপভাবে সৈন্যদের নিরাপত্তার কথা বিবেচনা করে আবূ বাকর (রা.) শত্রুদের সাথে লড়াইয়ের সময় ধর্মত্যাগীদের থেকেও কোনোরূপ সাহায্য গ্রহণ করা থেকে সেনাপতিদের বারণ করেন।[৬৪] শাম অভিযানের সময় আবূ বাকর (রা.) সেনাপতিদেরকে শত্রুদের দূতদের ব্যাপারে সতর্ক থাকতে নির্দেশ দেন, যাতে তারা সৈন্যদের কোনো ত্রুটি ও দুর্বলতা দেখতে না পায়। তিনি তাঁদের আরো নির্দেশ দেন যে, দূতরা যেন কোনোভাবেই সৈন্যদের সাথে মিশতে না পারে ও আলাপ করতে না পারে। যেমন আবূ বাকর (রা.) সেনাপতি ইয়াযীদ ইবনু আবী সুফইয়ান (রা.)কে উদ্দেশ্য করে বলেন,

> وإذا قدَمَتْ عليك رسل عدوك فأكرم منزلتهم، فإنه أول خيرك إليهم، وأقلل حَبْسَهم حتى يخرجوا وهم جاهلون بما عندك، وامنع من قبلك من محادثتهم، وكن أنت الذي تلي كلامهم، ولا تجعل سرك مع علانيتك فيمرج عملك.
>
> -"যখন শত্রুর দূতরা তোমার কাছে আসবে, তুমি তাদের সম্মান করবে। কেননা এটিই হলো তাদের প্রতি তোমার প্রথম ভালো আচরণ। খুব অল্প সময় তাদের

---

৬২. ওয়াকিদী, *ফুতূহুশ শাম*, পৃ.২০১
৬৩. তাবারী, *তারীখুর রুসুল ওয়াল মুলূক*, খ.২,পৃ.৪৮২
৬৪. তাবারী, *তারীখুর রুসুল ওয়াল মুলূক*, খ.২,পৃ.৫৩৩

থাকতে দেবে, যাতে তারা তোমার অবস্থা সম্পর্কে অনবগত থাকে। তোমার পক্ষ থেকে কাউকে তাদের সাথে আলাপ করতে দেবে না। তুমি নিজেই তাদের সাথে আলাপ করার দায়িত্ব নেবে। তোমার গোপন ও প্রকাশ্য বিষয়গুলোকে জড়িয়ে ফেলবে না। তা হলে তোমার কাজই ভণ্ডুল হয়ে যেতে পারে।"[৬৫]

সৈনিকদেরকে আকস্মিক আক্রমণের হাত থেকে বাঁচানোর ব্যবস্থা করা

আবূ বাকর (রা.) খিলাফাতের দায়িত্ব গ্রহণ করার পর মাদীনার গিরিপথগুলোতে সার্বক্ষণিক প্রহরী নিযুক্ত করেন, যাতে ধর্মত্যাগীরা আকস্মিকভাবে মাদীনার ওপর কোনোরূপ আক্রমণ চালাতে না পারে। তা ছাড়া আবূ বাকর (রা.) খালিদ ইবনুল ওয়ালীদ (রা.)কে রিদ্দার যুদ্ধে প্রেরণ করার সময় শত্রুদের আকস্মিক আক্রমণের ব্যাপারে সতর্ক থাকার নির্দেশ দিয়ে বলেন, وَاحْتَرِسْ مِنَ الْبَيَاتِ؛ فَإِنَّ فِي الْعَرَبِ غِرَّةً. - "রাতের গভীরে ঝটিকা হামলা থেকে বাঁচার জন্য প্রহরী নিযুক্ত করো। কেননা আরবদের মধ্যে ঝটিকা আক্রমণের স্বভাব রয়েছে।"[৬৬] শামের যুদ্ধেও আবূ বাকর (রা.) তাঁর সেনাপতিদেরকে প্রহরী নিযুক্ত করবার এবং প্রহরীদেরকে রাতের বেলা তদারকির করার নির্দেশ দেন। যেমন তিনি সেনাপতি ইয়াযীদ ইবনু আবী সুফইয়ান (রা.)কে বলেন, وَأَكْثِرْ حَرَسَكَ، وَأَكْثِرْ مُفَاجَأَتَهُمْ فِي لَيْلِكَ وَنَهَارِكَ. -"প্রহরীদের সংখ্যা বেশি করে বাড়াও এবং রাতে ও দিনে বেশি করে ঝটিকা হামলা কর।"[৬৭] সেনাপতি 'আমর ইবনুল 'আস (রা.)কে বলেন,

> واحْذَرْ مِنْ عَدُوِّكَ، وأْمُرْ أَصْحَابَكَ بِالْحَرَسِ، وَلْتَكُنْ أَنْتَ بَعْدَ ذلك مُطَّلِعاً عَلَيْهِمْ، وَأَطِلِ الْجُلُوسَ بِاللَّيْلِ عَلَى أَصْحَابِكَ، وَأَقِمْ بَيْنَهُمْ، وَاجْلِسْ مَعَهُمْ .
>
> -"শত্রুদের ব্যাপারে সতর্ক থাকবে এবং সাথীদেরকে পাহারা দিতে নির্দেশ দেবে। তা ছাড়া তুমি প্রহরীদের ব্যাপারে খোঁজ-খবর নেবে এবং রাতে দীর্ঘক্ষণ তাদের সাথে বসবে, তাদের মাঝে অবস্থান করবে।"[৬৮]

আবূ বাকর (রা.)-এর নির্দেশ অনুযায়ী সেনাপতিগণ বিভিন্ন অভিযানে যাত্রার সময় ও অবস্থানস্থলে সার্বক্ষণিক প্রহরী নিযুক্ত করতেন।

প্রয়োজনীয় খাবার ও বাহনের সুব্যবস্থা করা

আবূ বাকর (রা.)-এর খিলাফাত কালে বিভিন্ন যুদ্ধে মুসলিমগণ শত্রুদের থেকে

---

৬৫. মাস'উদী, *মুরূজুয যাহাব*, খ.১, পৃ.২৯০
৬৬. নুওয়ায়রী, *নিহায়াতুল 'আরব ফী ফুনূনিল আদাব*, খ.২,পৃ.২১৫
৬৭. মাস'উদী, *মুরূজুয যাহাব*, খ.১, পৃ.২৯০
৬৮. ওয়াকিদী, *ফুতূহুশ শাম*, খ.১,পৃ.৮

গানীমাত রূপে বহু সমর উপকরণ অর্জন করেন[৬৯], এর পাশাপাশি আবূ বাকর (রা.) নিজেও যুদ্ধের জন্য বহু উট, ঘোড়া ও সমরাস্ত্র ক্রয় করেন।[৭০] খালিদ ইবনুল ওয়ালীদ (রা.) যখন মুরতাদদের সাথে লড়াইয়ের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হন, তখন আবূ বাকর (রা.) তাঁকে যে সকল অসিয়্যাত করেন, তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো, وَاسْتَظْهِرْ بِالزَّادِ.-" পাথেয় থেকে সাহায্য নাও।"[৭১] সেনাপতিগণও শত্রুদের সাথে সমঝোতার সময় প্রায় এই শর্ত আরোপ করতেন যে, তাদের পাশ দিয়ে মুসলিমগণ যখনই পথ অতিক্রম করবে, তারা তাদের খাদ্য ও পানীয় দ্বারা আতিথেয়তা করবে।[৭২] তা ছাড়া আবূ বাকর (রা.) শামের সৈন্যদের উদ্দেশ্যে যে অসিয়্যাত করেন তাতে তাদেরকে এ অনুমতিও দেয়া হয় যে, খাবারের প্রয়োজনে শত্রুদের থেকে লব্ধ যে কোনো বকরী বা উট যাবহ করা যাবে।[৭৩]

যুদ্ধ ও শাহাদাতের জন্য উদ্বুদ্ধ করা

আবূ বাকর (রা.) যোদ্ধাদেরকে বীরত্ব ও সাহসিকতার সাথে লড়তে এবং বিজয় ও সাফল্য অর্জনের জন্য প্রয়োজনীয় গুণ ও বৈশিষ্ট্য অর্জন করতে উদ্বুদ্ধ করতেন। তিনি সেনাধ্যক্ষ খালিদ (রা.)কে রিদ্দার যুদ্ধের সময় লড়াইয়ের প্রতি উৎসাহিত করতে গিয়ে বলেন, احْرِصْ عَلَى الْمَوْتِ تُوْهَبْ لَكَ الْحَيَاةُ.-"তুমি মরতে চাও, তবেই তোমাকে জীবন দান করা হবে।"[৭৪] তা ছাড়া শাম অভিযানের সময় সেনাপতিদের জন্য বিভিন্ন ঝাণ্ডা তৈরির সময় তাঁদেরকে আল্লাহর রাস্তায় লড়তে উৎসাহিত করেন এবং তাঁদের সাফল্যের জন্য আল্লাহর নিকট দু'আ করেন।[৭৫] তিনি তাঁদের উদ্দেশ্য করে আরো বলেন,

وإنَّ فِي كتابِ اللهِ مِنَ الثَّوابِ عَلَى الْجِهَادِ فِي سبيلِ اللهِ لِمَا يَنْبَغِي لِلْمُسْلِمِ أَنْ يُحِبَّ أَنْ يَخُصَّ بِهِ هِيَ التِّجَارَةُ الَّتِي دَلَّ اللهُ عليها، وَنَجَّى بِهَا مِنَ الْخِزْيِ، وَأَلْحَقَ بِهَا الْكَرَامَةَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ.

-"আল্লাহর কিতাবের মধ্যে আল্লাহর পথে জিহাদের পুরস্কারের কথা বর্ণিত রয়েছে। মুসলিমদের সে ব্যবসায় মনোযোগ দেয়া একান্তই সমীচীন, যা করতে

---

৬৯. আবূ ইউসূফ, *আল-খারাজ*, পৃ.২৮৬-৭
৭০. সুলাইমান, *আল-ইদারাতুল 'আসকারিয়্যাহ..*, খ.১,পৃ.১৯৬
৭১. নুওয়ায়রী, *নিহায়াতুল 'আরব ফী ফুনূনিল আদাব*, খ.২,পৃ.২১৫
৭২. আবূ ইউসূফ, *আল-খারাজ*, পৃ.২৮৯
৭৩. নুওয়ায়রী, *নিহায়াতুল 'আরব ফী ফুনূনিল আদাব*, খ.২,পৃ.২১৫
৭৪. জাহিয, *আর-রাসা'য়িল*, পৃ.১৫৯, *আল-বায়ান ওয়াত তাবয়ীন*, পৃ.২৬৭; নুওয়ায়রী, *নিহায়াতুল 'আরব ফী ফুনূনিল আদাব*, খ.২,পৃ.২৫০; ইবনু খাল্লিকান, *ওয়াফায়াতুল আ'ইয়ান*, খ.৩,পৃ.৬৭
৭৫. আযদী, *ফুতূহুশ শাম*, পৃ.১১-১৫

আল্লাহ তা'আলা তাদের নির্দেশ দিয়েছেন, যার বিনিময়ে তিনি তাদেরকে অপমান থেকে মুক্তি দান করবেন এবং দুনিয়া ও আখিরাতে মর্যাদা দান করবেন।"[৭৬]

বিজ্ঞ সৈনিকদের সাথে পরামর্শ করা

আবূ বাকর (রা.) নিজে যুদ্ধের ব্যাপারে এবং রাষ্ট্রের যে কোনো গুরুত্বপূর্ণ কাজ সমাধা করার ক্ষেত্রে বিজ্ঞ লোকদের সাথে পরামর্শ করেই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতেন। সেনাপতিদের থেকেও তিনি এরূপ আচরণ আশা করতেন। রিদ্দার যুদ্ধে তিনি 'আমর ইবনুল 'আস (রা.)কে ডেকে পরামর্শ চাইলেন, হে 'আমর, তুমি কুরাইশের একজন বিজ্ঞ লোক! তুলাইহা তো নুবুওয়াতের দাবি করেছে। খালিদ (রা.)-এর নেতৃত্ব সম্পর্কে তোমার কী অভিমত? 'আমর (রা.) জবাব দেন, بَسُوسٌ لِلْحَرْبِ، نَصِيْرٌ لِلْمَوتِ. لَهُ أَنَاةُ الْقَطَاةِ، وَوُثُوبُ الْأَسَدِ.-"তিনি তো একজন রণকুশলী ও মৃত্যুঞ্জয়ী। তাঁর রয়েছে তিতির পাখির অসীম ধৈর্য ও সিংহের দুর্দান্ত আক্রমণ।"[৭৭] সেনাপতির দায়িত্ব পাবার পর খালিদ (রা.)ও যুদ্ধ পরিকল্পনা তৈরির জন্য সৈন্যদের পরামর্শ গ্রহণ করেন।[৭৮] আবূ বাকর (রা.) যখন রোমানদের সাথে লড়াই করতে এবং শাম জয়ের জন্য সৈন্যবাহিনী প্রস্তুত করতে ইচ্ছে করলেন, তখন বিশিষ্ট সাহাবা কিরাম থেকে পরামর্শ নেন। তাঁরা সকলেই মত দেবার পর তিনি সৈন্যদেরকে শাম অভিযানের জন্য প্রস্তুত হতে নির্দেশ দেন।[৭৯] তা ছাড়া শাম অভিযানের উদ্দেশ্যে গঠিত সেনাপতি ও আমীরদেরও পরামর্শের ভিত্তিতে কার্যক্রম পরিচালনা করতে নির্দেশ দেন। যেমন আবূ বাকর (রা.) সেনাপতি ইয়াযীদ ইবনু আবী সুফইয়ান (রা.)কে বলেন,

هذا ربيعة بن عامر من ذوي العلى والمفاخر، قد علمت صولته، وقد ضممته إليك، وأمرتك عليه؛ فاجعله في مقدمتك، وشاوره في أمرك، ولا تخالفه.

-"ইনি হলেন রাবী'আহ ইবনু 'আমির, বিশিষ্ট মর্যাদা ও গৌরবের অধিকারী। আমি তাঁর আক্রমণ সম্পর্কে অবগত রয়েছি। আমি তাঁকে তোমার সাথে সংযুক্ত করে দিলাম এবং তোমাকে তাঁর নেতা বানালাম। তুমি তাঁকে তোমার সামনে রাখবে এবং তোমার কাজে তাঁর পরামর্শ নেবে ও তাঁর কোনো মতের বিরোধিতা করবে না।"

---

৭৬. তাবারী, *তারীখুল উমাম ওয়াল মুলূক,* খ.২,পৃ.৫৮৮
৭৭. ইয়া'কূবী, *আত-তারীখ,* পৃ. ১৫৬
৭৮. ইবনু আ'তাম, *আল-ফুতূহ,* খ.১, পৃ.২৯
৭৯. আযদী, *ফুতূহুশ শাম,* পৃ.২; ইবনু আ'তাম, *আল-ফুতূহ,* খ.১, পৃ.৮১

ইয়াযীদ (রা.) বললেন, حباً وكرامة.-"তাঁর প্রতি আমার ভালোবাসা ও সম্মান থাকবে।" আবূ বাকর (রা.) তাঁকে উদ্দেশ্য করে আরো বললেন,

> إذا سرت فلا تضيق على نفسك، ولا على أصحابك في مسيرك، ولا تغضب على قومك، ولا على أصحابك، وشاورهم في الأمر، واستعمل العدل، وباعد عنك الظلم والجور؛ فإنه لا أفلح قوم ظلموا ولا نصروا على عدوهم.
>
> -"যখন তুমি পথ চলবে, তখন তোমার ও তোমার সাথীদের প্রতি কোনোরূপ সংকীর্ণ আচরণ করো না, তোমার গোত্র ও সাথীদের সাথে রাগারাগি করো না, গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে তাদের পরামর্শ গ্রহণ করো এবং ন্যায়-ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করো, অন্যায়-অবিচার থেকে দূরে থেকো। কেননা যালিমরা না সাফল্য অর্জন করতে পারে, না শত্রুদের ওপর সাহায্যপ্রাপ্ত হয়।"[৮০]

আবূ বাকর (রা.) তাঁকে আরো বললেন,

> وإذا استشرت فاصدق الخبر تصدق لك المشورة، ولا تكتم المستشار فتؤتي المستشار فتؤتي من قبل نفسك.
>
> -"আর যখন তুমি পরামর্শ চাইবে, তখন সত্য খবরই জানাবে। তা হলেই তোমার পরামর্শ যথার্থ হবে। পরামর্শগ্রহীতার নিকট কোনো কথাই গোপন করবে না। কেননা তখন তোমার কাজের জন্য তুমি নিজেই দায়ী থাকবে।"[৮১]

সেনাপতিগণ আবূ বাকর (রা.)-এর এ নির্দেশ যথাযথভাবে পালন করেন। তাঁরা পরস্পর একে অপরের সাথে পরামর্শ করেই গুরুত্বপূর্ণ কার্য পরিচালনা করতেন। যেমন- সেনাপতি আবূ 'উবাইদাহ (রা.) 'আমর ইবনুল 'আস (রা.)কে বলেন,

> مرحباً بك يا أبا عبد الله رب يوم قد شهدته مباركاً للمسلمين فيه برأيك ومحضرك، وإنما أنا رجل منكم، لست وإن كنت الوالي عليكم بقاطع أمراً دونكم فاحضرني برأيك في كل يوم بما ترى، فإنه ليس لي عنك غنى.
>
> -"হে আবূ 'আবদিল্লাহ, তোমাকে স্বাগতম! অনেক যুদ্ধেই আমি তোমার মতকে যথার্থ পেয়েছি। ঐ যুদ্ধগুলোতে তোমার সুচিন্তিত অভিমত ও উপস্থিতির কারণে আল্লাহ তা'আলা মুসলিমদেরকে বারকাত দান করেছেন। আমি তো কেবল

---

৮০. ওয়াকিদী, *ফুতূহুশ শাম*, পৃ.৩

৮১. মাস'উদী, *মুরূজুয যাহাব*, খ.১, পৃ.২৯০

তোমাদের মধ্যকার একজন ব্যক্তিই। যদিও আমি তোমাদের দায়িত্বশীল নিযুক্ত হয়েছি; কিন্তু আমার কথাই চূড়ান্ত নয়। প্রত্যহ তুমি আমাকে পরামর্শ দেবে। তা ছাড়া আমার কোনো উপায় নেই।"[৮২]

তা ছাড়া সেনাপতিগণ বরাবরই যুদ্ধের সময় কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব থেকে যে কোনো জটিল বিষয়ে, যেমন নতুন যুদ্ধের পরিকল্পনা গ্রহণ, বাস্তবায়ন এবং বন্দীদের সাথে আচরণ প্রভৃতি বিষয়ে, পরামর্শ চাইতেন।

❖ শত্রুদের সাথে ব্যবহার

শত্রু সৈন্যদের সাথে ব্যবহার

একটি জাতির উন্নত চরিত্র ও উত্তম কার্যকলাপের দিকটি প্রতিপক্ষের সৈন্যদের সাথে তাদের ব্যবহারের মাধ্যমে সঠিকভাবে নিরূপণ করা যায়। যুদ্ধে জয়লাভ করার পর বিজয়ীরা কী ব্যবহার করে এবং প্রতিপক্ষ দল সন্ধির প্রস্তাব দিলে সন্ধির শর্তাবলি কী ধরনের করা হয় এবং তা কতটুকু পালন করা হয়, এগুলোর দ্বারা তা বিশেষভাবে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। প্রাচীনকালে পারস্য ও রোম শত্রুদের সাথে যুদ্ধে কী ব্যবহার করতো, তা উল্লেখের কোনো প্রয়োজন নেই। বিগত দুটি মহাযুদ্ধে জাতিসংঘ জার্মানির সাথে কী ব্যবহার করেছে, ইতালি ও জাপানের সাথে কী ব্যবহার করা হয়েছে, যখন তাদের সাথে সন্ধি করা হয়, তখন কী কী শর্ত আরোপ করা হয়েছে, বিজিত এলাকার নাগরিক স্বাধীনতা কতটুকু অবশিষ্ট ছিল, তাদের জাতীয় স্বাধীনতা কতটুকু বাকি ছিল, তাদের মানবিক অধিকার কতটুকু রক্ষা করা হয়েছে- এগুলো দ্বারাও প্রাচীন পারস্যবাসী ও রোমানদের দুর্ব্যবহারের দিকটি অনায়াসে অনুমান করা যায়।

খালিদ (রা.)-এর বীরত্ব, সাহসিকতা ও যুদ্ধকৌশল সম্পর্কে তাঁর যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা এবং সৈন্য পরিচালনার ক্ষেত্রে তাঁর দক্ষতা ইতিহাস খ্যাত। এ বীরকেশরী যুদ্ধের সময় বা সন্ধির সময় শত্রুদের সাথে যে সদ্ব্যবহার করতেন তা ছিল অতুলনীয়। সাওয়াদের (ইরাকের) গ্রাম বানকিয়া, বারুসামা ও 'উল্লায়সের নেতা ছিলেন ইবনুস সালূবাহ আস-সাওয়াদী। হিজরী দ্বাদশ সনে তিনি খালিদ (রা.)-এর সাথে সন্ধি করতে বাধ্য হলে খালিদ (রা.) যে সন্ধিপত্র লিখেন তার বিষয়বস্তু ছিল নিম্নরূপ-

إنك آمن بأمان الله إذ حقن دمه بإعطاء الجزية، وقد أعطيت عن نفسك وعن أهل خرجك وجزيرتك، ومن كان في قريتيك بانقيا وباروسما ألف درهم،

---

৮২. আযদী, *ফুতূহুশ শাম*, পৃ.৫১, ৮৪; আল-মুহিব্বু আত-তাবারী, *আর-রিয়াদুন নাদিরাতু..*, পৃ.৩৩৪

فقبلتها منك، ورضي من معي من المسلمين بها منك، ولك ذمة الله وذمة محمد صلى الله عليه و سلم وذمة المسلمين على ذلك.

"তুমি আল্লাহর আশ্রয়ে রয়েছো। জিযইয়া আদায় করার পর তোমার জীবন নিরাপদ হয়ে গেছে। তুমি তোমার পক্ষ থেকে, প্রজাদের পক্ষ থেকে এবং জাযীরাহ, বানকিয়া ও বারুসামার লোকদের পক্ষ থেকে যে এক হাজার দিরহাম প্রদান করেছো তা আমি গ্রহণ করেছি। আমার সাথে যে সকল মুসলিম রয়েছেন তাঁরা এতে সম্মত হয়েছে। এখন তুমি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের এবং মুসলিমগণের দায়িত্বে চলে এসেছো।"[৮৩]

যুদ্ধবন্দী ও বন্দিনীদের সাথে ব্যবহার

ইসলামে যুদ্ধবন্দীদের সাথে সদাচরণ করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। তাদের সাথে কোনোরূপ অমানবিক আচরণ করা হারাম। ইসলামে যুদ্ধবন্দীদের হত্যা করা চরম গর্হিত কাজ। যুদ্ধক্ষেত্র থেকে যারা বন্দী হয়ে আসবে ইসলামী রাষ্ট্র হয়তো মুক্তিপণ গ্রহণ করে কিংবা মুক্তিপণ ছাড়াই তাদেরকে ছেড়ে দেবে। অবস্থার প্রেক্ষিতে তাদেরকে বন্দী করেও রাখতে পারে। তবে এমতাবস্থায় তাদের থাকা-খাওয়ার সুব্যবস্থা করতে হবে।

বুযাখার যুদ্ধে খালিদ (রা.) বানূ গাতফান, বানূ হাওয়াযিন, বানূ ফাযারাহ ও বানূ সুলাইম প্রভৃতি গোত্রের কিছু প্রভাবশালী যালিম, যারা পূর্ব থেকেই সেখানকার প্রকৃত মুসলিমদের ওপর নানাভাবে যুলম করতো, তাদেরকে গ্রেফতার করেন এবং অনেককেই মাদীনায় পাঠিয়ে দেন। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো- 'উয়াইনাহ ইবনু হিসন আল-ফাযারী, কুররা ইবনু হুবাইরা আল-'আমিরী ও 'আলকামাহ ইবনু 'উলাছাহ আল-'আমিরী প্রমুখ। বাকিদের তিনি নিজেই দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দেন। আবূ বাকর (রা.) এ সম্পর্কে অবগত হওয়ার পর খালিদ (রা.)কে ঐ সকল লোকের প্রতি উত্তম ব্যবহারের নির্দেশ দেন। তবে যারা মুসলিমদেরকে হত্যা করেছিল তাদের থেকে প্রতিশোধ গ্রহণের ব্যাপারেও অনুমতি দেন।[৮৪] আর যাদেরকে মাদীনায় প্রেরণ করা হয়েছিল তাদের সাথে আবূ বাকর (রা.) কিরূপ মার্জিত ও দয়ালু আচরণ করেছিলেন তা নিম্নের এ ঘটনাবলি দ্বারা সহজেই অনুমান করা যায়। এ বিদ্রোহের নেতা ছিল তুলাইহা। কিন্তু যখন সে মুসলিম হওয়ার কথা ঘোষণা করে, তখন আবূ বাকর (রা.) তার বিরুদ্ধে কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করেননি। তা ছাড়া 'উয়াইনাহ ছিল তুলাইহার প্রধান সহকারী। কিন্তু সেও যখন

---

৮৩. তাবারী, *তারীখুল উমাম ওয়াল মুলূক*, খ.২,পৃ. ৫৫১
৮৪. ইবনু কাছীর, *আল-বিদায়াতু..*, খ.৬,পৃ.৩৫১

ইসলাম গ্রহণের কথা ঘোষণা করে, তখন তাকেও প্রাণদণ্ড থেকে মুক্তি দেয়া হয়। বানূ 'আমিরের নেতা কুররা ইবনু হুবাইরাকে গ্রেফতার করে যখন মাদীনায় আনা হয়, তখন সে বলে আমি তো কখনোই ধর্মত্যাগ করিনি। আমার গোত্র কেবল যাকাতকেই জরিমানা মনে করতো এবং তারা শুধু তা থেকেই মুক্তি পেতে চেয়েছিল। আবূ বাকর (রা.) তাঁকে জিজ্ঞেস করেন, তোমার ঈমানের পক্ষে কি কোনো সাক্ষী আছে? কুররাহ বলেন, "আছে। তিনি হলেন 'আমর ইবনুল 'আস।" তিনি 'উমানের বাদশাহ জায়ফারের নিকট যাবার সময় এক রাতের জন্য আমার বাড়িতে মেহমান হয়েছিলেন। ঐ সময় আমার সাথে তাঁর যাকাত সম্পর্কেই আলাপ হয়েছিল। এ কথা শুনে আবূ বাকর (রা.) কুররাহকে মুক্তি দান করেন।

ইতঃপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, কিন্দার বিদ্রোহী নেতা আশ'আছ ইবনু কায়স (রা.) যখন বন্দী হয়ে মাদীনায় আসেন এবং ভবিষ্যতে কখনো ইসলামের কোনো প্রকার বিরোধিতা করবে না বলে প্রতিশ্রুতি দেন, তখন আবূ বাকর (রা.) তাঁকে ক্ষমা করে দেন। শুধু তা-ই নয়; তাঁর সাথে তিনি তাঁর বোন উম্মু ফারওয়াহ (রা.)কে বিয়ে দেন।

তা ছাড়া আবূ বাকর (রা.)-এর খিলাফাত কালে কিন্দা ও হাদরামাউতের বিদ্রোহ দমন অভিযানের সময় অনেক লোকই বন্দী হয়ে দাস-দাসীতে পরিণত হয়েছিল; কিন্তু 'উমার (রা.) ফিদইয়া গ্রহণ করে তাদের সকলকে মুক্তি প্রদান করেন এবং বলেন, إِنَّهُ لَقَبِيحٌ بِالْعَرَبِ أَنْ يَمْلِكَ بَعْضُهُمْ بَعْضاً.-"এটা আরবদের জন্য অত্যন্ত দুঃখজনক যে, তারা একজন অপরজনের গোলাম হবে।" ইসলামের যুগে যাদেরকে দাস-দাসী করা হয়েছিল, শুধু তাদেরকেই নয়; বরং 'উমার (রা.) ইসলাম-পূর্ব যুগের দাস-দাসীদেরকেও মুক্তি দান করেন।[৮৫]

কৃষকদের সাথে উদার ব্যবহার

আবূ বাকর (রা.) ভালো করেই এ কথা জানতেন যে, জাতীয় উন্নতি ও অগ্রগতির অনেকটাই কৃষি ব্যবস্থার বিকাশ ও উন্নতির ওপর নির্ভরশীল। তাই কৃষকদের প্রতি যদি কোনোরূপ অন্যায় ও অবিচার করা হয় তাতে জাতীয় দুর্ভোগ নেমে আসতে পারে। এ কারণে তিনি সেনাপতিদেরকে বরাবরই এ নির্দেশ দিতেন যে, শত্রুদের গাছপালা যেন কর্তন করা না হয়, খেজুর বাগান যেন ধ্বংস করা না হয় এবং যুদ্ধের এলাকায় কৃষক ও কৃষিবিদের ওপর যেন কোনো প্রকার যুলম করা না হয়। যাতুস সালাসিল অভিযান প্রসঙ্গে ঐতিহাসিক তাবারী (রাহ.) লিখেছেন-

---

৮৫. ইবনুল আছীর, *আল-কামিল*, খ.১,পৃ.৩৮২

وَلَمْ يُحَرِّكْ خَالِدٌ وَأُمَرَاؤُهُ الْفَلَّاحِيْنَ فِي شَيْئٍ مِنْ فُتُوحِهِمْ لِتَقَدُّمِ أبِى بَكْرٍ إِلَيْهِ فِيْهِمْ.

-"খালিদ (রা.) ও তাঁর আমীরগণ তাদের কোনো বিজয়েই কৃষকদেরকে আক্রমণ করেননি। কেননা আবূ বাকর (রা.) এদের সম্পর্কে তাঁদেরকে পূর্বেই নির্দেশ দিয়ে রেখেছিলেন।"[৮৬]

গ্রামবাসীদের সাথে ব্যবহার

যখন কোনো দেশ আক্রমণ করা হয়, তখন শহরবাসীদের তুলনায় গ্রামবাসীরাই অধিক ক্ষতিগ্রস্ত হয়। কেননা শহরের মতো সেখানে নিরাপত্তার কোনো ব্যবস্থা থাকে না। কিন্তু আবূ বাকর (রা.) উভয় ক্ষেত্রেই একই রূপ ব্যবহার করার প্রতি দৃষ্টি রাখতেন। 'ইয়াদ ইবনু গানাম (রা.) যখন সন্ধিসূত্রে হারান জয় করেন, তখন সেখানকার গ্রামবাসীরা বললো, نَحْنُ أُسْوَةُ أَهْلِ مَدِيْنَتِنَا وَرُؤُسَائِنَا. -"আমাদের সাথে ঐ ব্যবহার করুন, যা আপনি শহরবাসী ও আমাদের নেতাদের সাথে করেছেন।" 'ইয়াদ ইবনু গানাম (রা.) তাদের কথার কী উত্তর দিয়েছিলেন জানা যায় না। তবে ইমাম আবূ ইউসূফ (রা.) বলেন,

فلما من ولي من خلفاء المسلمين بعد فتحها فإنهم قد جعلوا أهل الرساتيق أسوة أهل المدائن.

-"কোনো দেশ জয়লাভ করার পর খালীফার পক্ষ থেকে নিযুক্ত শাসকগণ গ্রামবাসীদের সাথে শহরবাসীদের মতো একই রূপ ব্যবহার করতেন।"[৮৭]

এ কথা থেকে অনুমান করা যায় যে, 'ইয়াদ ইবনু গানাম (রা.) তখন গ্রামবাসীদের সাথে শহরবাসীদের মতোই আচরণ করেছিলেন।

আবূ বাকর (রা.)-এর উপদেশ ও নির্দেশনার প্রতিক্রিয়া

আবূ বাকর (রা.)-এর বুদ্ধিদীপ্ত সামরিক নির্দেশনা ও নৈতিক হিদায়াত এবং ত্রুটি-বিচ্যুতি সম্পর্কে সময়োপযোগী সতর্ককরণের ফলে সকল সৈন্য এবং সেনাপতিগণ সর্বদা সতর্ক থাকতেন, শৃঙ্খলা বজায় রাখতেন এবং জীবনের মূল উদ্দেশ্যের প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখতেন। কখনো তাঁদের চরিত্রের পদস্খলন হতো না।

---

৮৬. তাবারী, *তারীখুল উমাম ওয়াল মুলূক*, খ.২,পৃ. ৫৫৬-৭
৮৭. আবূ ইউসূফ, *কিতাবুল খারাজ*, পৃ.৪০

এ ক্ষেত্রে বিশেষ লক্ষ্যণীয় ব্যাপার হলো, পারস্য ও রোমান সাম্রাজ্যের জনগণ যুগ যুগ ধরে স্বৈরতন্ত্র ও রাজতন্ত্রের নিষ্ঠুর পেষণে নিষ্পেষিত হচ্ছিল। উভয় সাম্রাজ্যের প্রজাসাধারণ বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত হয়ে পড়েছিল। বংশীয় গোত্রীয় বৈষম্য ও পার্থক্যের অভিশাপ উভয় জাতির ওপরই জগদ্দল পাথরের মতো চেপে বসেছিল। শাসকগণ জনসাধারণকে নিচ বলে মনে করতো এবং তাদেরকে সকল প্রকার মান-মর্যাদা ও অধিকার থেকে বঞ্চিত করে রাখাই নিজেদের কর্তব্য বলে মনে করতো। ঠিক এ সময়ই আবূ বাকর (রা.) ইসলামের সুবিচার ও সাম্যের পতাকা উড্ডীন করেন। তিনি পারস্য ও রোম আক্রমণকারী সেনাপতিগণকে সুবিচার ও সাম্যের মানদণ্ড এক মুহূর্তের জন্যও হস্ত চ্যুত না করার জন্য বিশেষ হিদায়াত প্রদান করেন এবং বিজিত দেশের জনগণের প্রতি জাতি, ধর্ম, বংশ নির্বিশেষে সাম্যের আচরণ অবলম্বন করার সুস্পষ্ট নির্দেশ দেন। ফলে যুগ যুগ ধরে যুলম-নিপীড়ন, নির্যাতন-নিষ্পেষণ ও অসাম্য-অবিচারে জর্জরিত জনতা ইসলামের উদার সাম্য ও সুবিচার নীতির আলোকচ্ছটায় মুগ্ধ হয়ে বাঁধভাঙ্গা বন্যার পানির মতো উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে এবং দলে দলে ইসলামের সুশীতল ছায়ায় আশ্রয় গ্রহণ করতে থাকে। এ কারণে উক্ত সাম্রাজ্যদ্বয়ের বিরাট সামরিক শক্তি ও দুর্জয় সশস্ত্র বাহিনী মজুদ থাকা সত্ত্বেও মুসলিমদের মুষ্টিমেয় বীর মুজাহিদের নিকট পরাজয় বরণ করতে বাধ্য হয়।

অধ্যায়-১১

আবূ বাকর (রা.)-এর মর্যাদা, বৈশিষ্ট্য ও গুণাবলি

আবূ বাকর (রা.) স্বভাবগতভাবে একজন ভালো ও সৎ লোক ছিলেন। এর ওপর ইসলামের শিক্ষা এবং রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সাহচর্যের কল্যাণে তিনি এমন পূত-পবিত্র ও প্রশংসনীয় গুণাবলিতে বিভূষিত হন যে, তাঁর ব্যক্তিসত্তা যাবতীয় ভালো বৈশিষ্ট্য ও গুণাবলির আকরে পরিণত হয়। এমন কোনো ভালো কাজ ও বৈশিষ্ট্য ছিল না, যা তাঁর ব্যক্তিত্বের মধ্যে পাওয়া যায়নি। তাঁর জীবন বিস্তারিতভাবে অধ্যয়ন করলে এ কথা দিবালোকের মতো স্পষ্ট হবে, যে সকল উপাদান মানব চরিত্রকে সুন্দর, উন্নত, মহৎ বা সম্পূর্ণ করে তুলতে পারে, তার সবগুলোই তাঁর মধ্যে বিদ্যমান ছিল।

ক. পবিত্র কুর'আনে আবূ বাকর (রা.)

আবূ বাকর (রা.) উম্মাতের মধ্যে সর্বাধিক মর্যাদাসম্পন্ন ও সৌভাগ্যবান ব্যক্তি ছিলেন। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সাথে আবূ বাকর (রা.)-এর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। এ সম্পর্ক তাঁকে কেবল ইসলাম গ্রহণের সৌভাগ্যই দান করেনি; বরং তাঁর জীবনকে এমন সুসজ্জিত ও পরিপাটি করেছিল যে, তাঁর ব্যক্তিত্ব রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর আল্লাহপ্রদত্ত পূত-পবিত্র চরিত্রের দর্পণে পরিণত হয়েছিল। তাঁর বিশেষ বিশেষ 'আমাল দ্বারা ইসলামের যথেষ্ট উপকার সাধিত হয়েছে। তাঁর জীবনের কিছু কিছু গৌরবোজ্জ্বল ঘটনা পবিত্র কুর'আনে বর্ণনা করা হয়েছে এবং এজন্য তাঁর প্রশংসা করা হয়েছে। তদুপরি কুর'আনে যেরূপ অধিক হারে তাঁর বিশেষ বিশেষ 'আমালের উল্লেখ রয়েছে, সেরূপ অন্য কারোই নেই। নিম্নে তাঁর শানে অবতীর্ণ বিশেষ কয়েকটি আয়াত উল্লেখ করা হলো-

❖ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সাথে নুবুওয়াতপূর্ব সম্পর্ক ও আবূ বাকর (রা.)-এর দু'আর বর্ণনা

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সাথে নুবুওয়াতের পূর্বেও যে আবূ বাকর (রা.)-এর বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক ছিল পবিত্র কুর'আনে সে সম্পর্কেও আলোচনা করা হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿..حَتَّى إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي...﴾

-"... অবশেষে সে যখন শক্তি-সামর্থ্যের বয়সে উপনীত হয় এবং চল্লিশ বছর বয়সে পৌঁছে, তখন বলতে লাগলো, হে আমার রাব্ব, আমাকে এরূপ তাওফীক দান করুন, যাতে আমি আপনার নি'মাতের শোকর আদায় করতে পারি, যা আপনি দান করেছেন আমাকে ও আমার মাতাপিতাকে এবং যাতে আমি আপনার পছন্দনীয় নেক কাজ করি। আমার সন্তানদের সৎকর্মপরায়ণ করুন।..."[১]

এ আয়াতে সবগুলো ক্রিয়ার অতীত পদবাচ্য ব্যবহৃত হয়েছে। এ থেকে বাহ্যত বুঝা যায় যে, এটি কোনো বিশেষ ঘটনা ও বিশেষ ব্যক্তির বর্ণনা, যা আয়াত নাযিল হওয়ার পূর্বে সংঘটিত হয়েছিল। বিশিষ্ট মুফাসসিরগণের মতে, এ আয়াতটি আবূ বাকর (রা.)-এর শানে অবতীর্ণ হয়।[২] এতে যা বর্ণনা করা হয়েছে, তা সবই আবূ বাকর (রা.)-এর অবস্থা। এগুলোই ব্যাপক ভাষায় বর্ণনা করা হয়েছে, যাতে অন্য মুসলিমগণও এতে উদ্বুদ্ধ হয়।

'আবদুল্লাহ ইবনুল 'আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যখন বিশ বছর বয়সে খাদীজাহ (রা.)-এর অর্থকড়ি দিয়ে ব্যবসায়ের উদ্দেশ্যে শাম সফরে যান, তখন আবূ বাকর (রা.) সে সফরে তাঁর সাথী ছিলেন। সে সময় তাঁর বয়স ছিল আঠারো বছর। এ বয়সকেই بَلَغَ أَشُدَّهُ বলা হয়েছে। এ সফরে তিনি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর অসাধারণ অবস্থা অবলোকন করে তাঁর একান্ত ভক্ত হয়ে যান। সফর থেকে ফিরে এসে তিনি অধিকাংশ সময় রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সাহচর্যে অতিবাহিত করতেন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর বয়স চল্লিশ বছর পূর্ণ হলে আল্লাহ তা'আলা তাঁকে নুবুওয়াত দান করলেন। তখন আবূ বাকর (রা.)-এর বয়স ছিল আটত্রিশ বছর। পুরুষদের মধ্যে সর্বপ্রথম তিনিই ইসলাম গ্রহণ করেন। অতঃপর তাঁর বয়স যখন চল্লিশ বছর হয়ে গেল, তখন তিনি উপর্যুক্ত দু'আটি করলেন। আয়াতে وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً বলে তা-ই বুঝানো হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা তাঁর وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ দু'আও কাবূল করেন এবং নয় জন ঈমানদার গোলামকে, যারা কাফিরদের হাতে

---

১. আল-কুর'আন, ৪৬ (সূরা আল-আহকাফ): ১৫

২. তাবারী, *জামি'উল বায়ান*, খ.২২, পৃ.১১৫; কুরতুবী, *আল-জামি' লি-আহকামিল কুর'আন*, খ.১৬,পৃ.১৯৩; আলূসী, *রূহুল মা'আনী*, খ.১৯,পৃ.৬৫; বাগাভী, *মা'আলিমুত তানযীল*, খ.৭,পৃ.২৫৭; ইবনু 'আদিল, *তাফসীরুল লুবাব*, খ.১৪,পৃ.২১৬

নির্যাতিত হতো, ক্রয় করে মুক্ত করার তাওফীক দান করেন। এমনিভাবে তাঁর দু'আ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي কাবূল হয়। বস্তুত তাঁর সন্তানদের মধ্যে এমন কেউ ছিল না, যিনি ইসলাম গ্রহণ করেননি। আল্লাহ তা'আলা আবূ বাকর (রা.)কেই এই বৈশিষ্ট্য দান করেন যে, তিনি নিজেও মুসলিম হন এবং পিতামাতা ও সন্তান-সন্ততি সবাই মুসলিম হয়ে যান। তাঁরা সবাই রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর পবিত্র সাহচর্যও লাভ করেন।[৩]

'আলী (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন,

هذه الآية نزلت في أبي بكر الصديق رضي الله عنه ! أسلم أبواه جميعا، ولم يجتمع لاحد من المهاجرين أبواه غيره، فأوصاه الله بهما ولزم ذلك من بعده.

-" এ আয়াতটি আবূ বাকর (রা.)-এর শানে নাযিল হয়। তাঁর পিতামাতা দু'জনেই ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। মুহাজিরদের মধ্যে আর কেউ এ সৌভাগ্য অর্জন করতে পারেননি। এ কারণে আল্লাহ তা'আলা তাঁকে পিতামাতা দু'জনের সাথে সদাচরণের নির্দেশ দেন এবং তিনি এ আদেশ যথাযথভাবে পালন করেন।"[৪]

❖ আল্লাহর পথে আবূ বাকর (রা.)-এর ধন-সম্পদ ব্যয় করার বর্ণনা

ইসলাম গ্রহণের পর আবূ বাকর (রা.) তাঁর ধন-সম্পদ অত্যন্ত ঔদার্যের সাথে আল্লাহর পথে বিলিয়ে দিয়েছিলেন। আল্লাহ তা'আলা নিজেই তাঁর এ ঔদার্যের সাক্ষ্য দিচ্ছেন-

﴿ لَا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ أُولَئِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِنَ الَّذِينَ أَنْفَقُوا مِنْ بَعْدُ وَقَاتَلُوا وَكُلًّا وَعَدَ اللهُ الْحُسْنَى وَاللهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ﴾

-" তোমাদের মধ্যে যারা মাক্কা বিজয়ের পূর্বে ব্যয় করেছে ও লড়াই করেছে, তারা সমান নয়। এরূপ লোকদের মর্যাদা বিশাল ঐসব লোকের চেয়ে, যারা মাক্কা বিজয়ের পর ব্যয় করেছে এবং লড়াই করেছে। তবে আল্লাহ তা'আলা উভয় দলের সাথে কল্যাণের ওয়াদা করেছেন। তোমরা যা কর, আল্লাহ সে সম্পর্কে সম্যক অবগত।"[৫]

---

৩. কুরতুবী, *আল-জামি' লি-আহকামিল কুর'আন*, খ.১৬,পৃ.১৯৪-৫; আলূসী, *রূহুল মা'আনী*, খ.১৯,পৃ.৬৬; বাগাভী, *মা'আলিমুত তানযীল*, খ.৭,পৃ.২৫৭; ইবনু 'আদিল, *তাফসীরুল লুবাব*, খ.১৪,পৃ.২১৬

৪. কুরতুবী, *আল-জামি' লি-আহকামিল কুর'আন*, খ.১৬,পৃ.১৯৪; বাগাভী, *মা'আলিমুত তানযীল*, খ.৭, পৃ.২৫৭; ইবনু 'আদিল, *তাফসীরুল লুবাব*, খ.১৪,পৃ.২১৬

৫. আল-কুর'আন, ৫৭ (সূরা আল-আহকাফ): ১০

বিশিষ্ট মুফাসসির আল-কালবী (রাহ.) বলেন, উপর্যুক্ত আয়াতটি আবূ বাকর (রা.)-এর শানে অবতীর্ণ হয়। এটি তাঁর শ্রেষ্ঠত্বের সুস্পষ্ট প্রমাণ। কেননা তিনিই সর্বপ্রথম ইসলাম গ্রহণ করেন এবং তিনিই সর্বপ্রথম আল্লাহর পথে অত্যন্ত উদার হস্তে নিজের ধন-সম্পদ ব্যয় করেন।[৬] 'আবদুল্লাহ ইবনু 'উমার (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার আবূ বাকর (রা.) একটি 'আবা পরিধান করে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট বসেছিলেন। 'আবাটি বুকের দিক থেকে ছেঁড়া ছিল। ইতোমধ্যে জিবরা'ঈল ('আলাইহিস সালাম) আগমন করলেন এবং তাঁকে আল্লাহর পক্ষ থেকে সালাম বললেন। তারপর তিনি জিজ্ঞেস করলেন, يَا مُحَمَّدُ! مَا لِي أَرَى أَبَا بَكْرٍ، عَلَيْهِ عَبَاءَةٌ قَدْ خَلَّهَا عَلَى صَدْرِهِ بِخِلَالٍ؟ -"মুহাম্মাদ, এটা কেমন ব্যাপার যে, আবূ বাকর (রা.) তাঁর 'আবাটি বুকের ওপর দিক থেকে কাঁটা দিয়ে জুড়ে রেখেছেন! রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, يَا جِبْرِيلُ، أَنْفَقَ مَالَهُ قَبْلَ الْفَتْحِ عَلَيَّ. -"জিবরীল, মাক্কা বিজয়ের পূর্বে তিনি তাঁর সমস্ত ধন-সম্পদ আমার জন্য ব্যয় করে ফেলেছেন।" জিবরা'ঈল ('আ.) বললেন,

فَاَقْرِئْهُ مِنَ اللهِ سبحانه وتعالى السَّلَامَ، وَقُلْ لَهُ: يَقُولُ لَكَ رَبُّكَ: أَرَاضٍ أَنْتَ عَنِّي فِي فَقْرِكَ هَذَا أَمْ سَاخِطٌ؟

-"আপনি আবূ বাকর (রা.)কে আল্লাহ তা'আলার সালাম পৌঁছে দিন এবং তাঁকে বলুন, আল্লাহ তা'আলা তাঁকে জিজ্ঞেস করেছেন যে, তিনি তাঁর এ দারিদ্র নিয়ে আল্লাহ তা'আলার ওপর সন্তুষ্ট না অসন্তুষ্ট?"

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আবূ বাকর (রা.)-এর দিকে ফিরে বললেন,

يَا أَبَا بَكْرٍ، هَذَا جِبْرِيلُ، مِنَ اللهِ سبحانه وتعالى السَّلَامَ ، وَيَقُولُ لَكَ رَبُّكَ: أَرَاضٍ أَنْتَ عَنِّي فِي فَقْرِكَ هَذَا أَمْ سَاخِطٌ؟

-"আবূ বাকর, ইনি হলেন জিবরীল। তিনি তোমাকে আল্লাহ তা'আলার সালাম জানাচ্ছেন। আল্লাহ তা'আলা তোমাকে জিজ্ঞেস করেছেন যে, তুমি এ দারিদ্র নিয়ে তাঁর ওপর সন্তুষ্ট না অসন্তুষ্ট?"

এ কথা শুনে তিনি কাঁদতে কাঁদতে নিবেদন করেন, عَلَى رَبِّي أَغْضِبُ! أَنَا عَنْ رَبِّي رَاضٍ، أَنَا عَنْ رَبِّي رَاضٍ. -"আমি কি আমার রাব্বের ওপর অসন্তুষ্ট থাকবো! তা হতেই পারে না। আমি আমার প্রভুর ওপর সন্তুষ্ট, আমি আমার প্রভুর ওপর সন্তুষ্ট।"[৭]

---

৬. আল-ওয়াহিদী, *আসবাবু নুযূলিল কুর'আন*, পৃ.১৪৪; কুরতুবী, *আল-জামি'*..,খ.১৭,পৃ.২৪০; ইবনু 'আদিল, *তাফসীরুল লুবাব*, খ.১৫, পৃ.১২৩

৭. ইবনু কাছীর, *তাফসীরুল কুর'আনিল 'আযীম*, খ.৮,পৃ.১৪; বাগাভী, *মা'আলিমুত তানযীল*, খ.৮,পৃ.৩৪; আল-ওয়াহিদী, *আসবাবু নুযূলিল কুর'আন*, পৃ.১৪৪; আবূ নু'আয়ম, *হিলয়াতুল*

❖ আবূ বাকর (রা.)-এর গোলাম আযাদ করার বর্ণনা

ইসলাম গ্রহণের পর আবূ বাকর (রা.) নয়জন ঈমানদার গোলামকে যারা কাফিরদের হাতে নির্যাতিত হতো, ক্রয় করে মুক্ত করে দেন। আল্লাহ্ তা'আলার তাঁর এ কাজের প্রশংসা করে বলেন,

﴿فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى (٥) وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى (٦) فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى (٧)﴾

-" অতএব যে দান করে, আল্লাহকে ভয় করে চলে এবং কল্যাণকর বিষয়কে সত্য বলে বিশ্বাস করে, আমি সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য লাভের পথকে তাঁর জন্য সুগম করে দেবো।"[৮]

এ আয়াতগুলো নাযিলের কারণ হলো- আবূ বাকর (রা.) কাফিরদের হাতে নির্যাতিত গোলামদের ক্রয় করে আযাদ করে দিতেন। ওদের অধিকাংশই ছিল দুর্বল ও অসহায়।[৯]

আবূ বাকর (রা.) যখন বিলাল আল-হাবশী (রা.)কে ক্রয় করে আযাদ করে দেন, তখন মাক্কার কাফিররা বলতে লাগলো, আবূ বাকর (রা.)-এর ওপর বিলালের নিশ্চয়ই কোনো অবদান ছিল, যার প্রতিদানস্বরূপ তিনি তাঁকে আযাদ করে দিয়েছেন। এ সময় পবিত্র কুর'আন কাফিরদের কথার প্রতিবাদ করতে গিয়ে ঘোষণা করে[১০] -

﴿ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى (١٧) الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى (١٨) وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجْزَى (١٩) إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى (٢٠) وَلَسَوْفَ يَرْضَى (٢١)﴾

-" অচিরেই আল্লাহভীরু ব্যক্তিকে তা (অর্থাৎ জাহান্নামের আগুন) থেকে দূরে রাখা হবে। যে আত্মশুদ্ধির জন্য তার ধন-সম্পদ দান করে। তার ওপর কারো কোনো প্রতিদানযোগ্য অনুগ্রহ নেই। তার মহান রাব্বের সন্তুষ্টি অন্বেষণ ছাড়া। সে সত্বরই সন্তুষ্টি লাভ করবে।"[১১]

অর্থাৎ আবূ বাকর (রা.) যে সব গোলামকে প্রচুর অর্থ ব্যয় করে মুক্ত করে দেন, তাদের

আওলিয়া, খ.৩,পৃ.১৯৮; সুয়ূতী, *তারীখুল খুলাফা*, পৃ.১৫
তবে এ বর্ণনাটি যে কয়টি সূত্রে বর্ণিত হয়ে এসেছে তা সবই দুর্বল। (সুয়ূতী, *তারীখুল খুলাফা*, পৃ.১৫)

৮. আল-কুর'আন, ৯২ (সূরা আল-লায়ল) : ৫-৭

৯. হাকিম, *আল-মুস্তাদরাক*, (কিতাবুত তাফসীর), হা.নং:৩৯০৩; তাবারী, *জামি'উল বায়ান*.., খ.২৪,পৃ.৪৭১; ইবনু কাছীর, *তাফসীরুল কুর'আনিল 'আযীম*, খ.৮,পৃ.৪২০; ওয়াহিদী, *আসবাবু নুযূলিল কুর'আন*, পৃ.১৫৮

১০. কুরতুবী, *আল-জামি' লি-আহকামিল কুর'আন*, খ.২০,পৃ.৮৯; বাগাভী, *মা'আলিমুত তানযীল*, খ.৮, পৃ.৪৪৯; রাযী, *মাফাতীহুল গায়ব*, খ.১৭,পৃ.৬৭; ওয়াহিদী, *আসবাবু নুযূলিল কুর'আন*, পৃ.১৫৮

১১. আল-কুর'আন, ৯২ (সূরা আল-লায়ল)ঃ ১৭-২১

কোনো পূর্বঅনুগ্রহও তাঁর ওপর ছিল না। তিনি কেবল আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্য এরূপ করেছেন। অতএব, যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য তাঁর ধন-সম্পদ ব্যয় করেছে এবং কোনো পার্থিব কল্যাণ চায়নি, আল্লাহ্ তা'আলা তাঁকে সন্তুষ্ট করবেন এবং জান্নাতের মহা নি'মাত তাকে দান করবেন। আয়াতের এ শেষ বাক্যটি আবূ বাকর (রা.)-এর জন্য একটি বিরাট সুসংবাদ। স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা তাঁকে দুনিয়াতে এ সংবাদ দান করেছেন।

❖ আবূ বাকর (রা.)-এর কথায় মাক্কার বিশিষ্টজনের ইসলাম গ্রহণের বিবরণ

আবূ বাকর (রা.)-এর ইসলাম গ্রহণের পর তাঁর একান্ত দাওয়াতেই মাক্কার কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণ করেন। পবিত্র কুর'আনে এ ঘটনাকে যেভাবে বর্ণনা করা হয়েছে, তাতেও আবূ বাকর (রা.)-এর প্রশংসার ইঙ্গিত পাওয়া যায়। যেমন-

﴿...فَبَشِّرْ عِبَادِ . الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ وَأُولَئِكَ هُمْ أُولُو الْأَلْبَابِ﴾

-"অতঃপর সুসংবাদ দাও আমার বান্দাহদেরকে, যারা মনোযোগের সাথে কথা শোনে, অতঃপর যা উত্তম তার অনুসরণ করে। তাদেরকে আল্লাহ তা'আলা সৎপথ প্রদর্শন করেছেন। অধিকন্তু, তাঁরাই বুদ্ধিমান।"[১২]

ইবনুল 'আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবূ বাকর (রা.) যখন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর প্রতি ঈমান আনলেন এবং তাঁকে সত্য বলে বিশ্বাস করলেন, তখন 'উছমান, 'আবদুর রাহমান ইবনু 'আওফ, সা'দ ইবনু আবী ওয়াক্কাস, তালহা, যুবাইর ও সা'ঈদ ইবনু যায়িদ (রা.) প্রমুখ তাঁর নিকট এসে জিজ্ঞেস করেন, আপনি কি ঈমান এনেছেন? আবূ বাকর (রা.) তখন তাঁদেরকে তাঁর ঈমান সম্পর্কে অবহিত করলেন। এরপর তাঁরা সকলেই ঈমান আনলেন। এঁদের প্রসঙ্গে এ আয়াতটি নাযিল হয়।[১৩]

❖ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর ছাওর গুহার সাথী

ইতঃপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর হিজরাতের সময় আবূ বাকর (রা.)ই ছিলেন তাঁর একান্ত সাথী। ছাওর গুহায় তাঁর সাথে আবূ বাকর (রা.) আত্মগোপন করেছিলেন। পবিত্র কুর'আনে এ সম্পর্কে বলা

---

১২. আল-কুর'আন, ৩৯ (সূরা আয-যুমার): ১৭-১৮

১৩. ওয়াহিদী, *আসবাবু নুযূলিল কুর'আন*, পৃ.১৩২; কুরতুবী, *আল-জামি'*.., খ.১৫,পৃ.২৪৪

হয়েছে- ﴿ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ﴾-"সে (আবূ বাকর) ছিল দু'জনের একজন, যখন তারা গুহার মধ্যে ছিল।"[১৪]

এ আয়াতটি আবূ বাকর (রা.)-এর উচ্চ মর্যাদা ও রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর জন্য আত্মোৎসর্গের একটি বিরাট প্রমাণ। এটি কেবল আবূ বাকর (রা.)-এরই বৈশিষ্ট্য। অন্য কোনো সাহাবী এ মর্যাদা লাভ করতে পারেননি।

❖ আবূ বাকর (রা.)-এর রাত জাগরণের বর্ণনা

আবূ বাকর (রা.) রাত জেগে আল্লাহ তা'আলার ইবাদাত করতেন। পবিত্র কুর'আনে তাঁর এ 'আমালের সাক্ষ্য রয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿أَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ آنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّهِ...﴾

-"যে ব্যক্তি রাত্রিকালে সাজদা অবনত হয়ে ও দাঁড়িয়ে আনুগত্য প্রকাশ করে, আখিরাতকে ভয় করে এবং তার রাব্বের রাহমাত প্রত্যাশা করে, সে কি তার সমান, যে এরূপ করে না?..."[১৫]

'আবদুল্লাহ ইবনুল 'আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এ আয়াতটি আবূ বাকর (রা.)-এর শানে নাযিল হয়।[১৬]

❖ আবূ বাকর (রা.)-এর সুউচ্চ মর্যাদার সাক্ষ্য

ইতঃপূর্বে বর্ণনা করা হয়েছে যে, ইফকের ঘটনার প্রেক্ষিতে আবূ বাকর (রা.) মিস্তাহ ইবনু উছাছাহ (রা.)-এর আর্থিক সাহায্য বন্ধ করে দেন এবং ভবিষ্যতে আর কখনো দেবেন না বলে কাসাম করেন। এ প্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা তাঁকে সতর্ক করে দিয়ে বলেন,

﴿ وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللهُ لَكُمْ وَاللهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾

---

১৪. আল-কুর'আন, ৯ (সূরা আত-তাওবাহ): ৪০
১৫. আল-কুর'আন, ৩৯ (সূরা আয-যুমার) : ৯
১৬. ওয়াহিদী, *আসবাবু নুযূলিল কুর'আন*, পৃ.১৩১; বাগাভী, *মা'আলিমুত তানযীল*, খ.৭, পৃ.১১০

-"তোমাদের মধ্যে যারা মর্যাদা ও আর্থিক প্রাচুর্যের অধিকারী, তারা যেন কাসাম না খায় যে, তারা আত্মীয়-স্বজনকে, অভাবগ্রস্তদেরকে এবং আল্লাহর পথে হিজরাতকারীদেরকে কিছুই দেবে না। তাদের ক্ষমা করে দেয়া ও দোষ-ত্রুটি উপেক্ষা করা উচিত। তোমরা কি কামনা কর না যে, আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে ক্ষমা করে দেবেন? আল্লাহ ক্ষমাশীল ও পরম করুণাময়।"[১৭]

এ আয়াত নাযিল হবার পর আবূ বাকর (রা.) অত্যন্ত লজ্জিত হন এবং বলেন, আমি অবশ্যই মিস্‌তাহকে দান করবো। কেননা আল্লাহ তা'আলার দয়া ও ক্ষমাই আমার অধিক কাম্য। অতঃপর তিনি পুনরায় মিস্‌তাহকে আর্থিক সাহায্য দিতে শুরু করেন।[১৮]

এ আয়াত যদিও তাঁকে সতর্ক করবার উদ্দেশ্যে নাযিল হয়েছিল; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তা ছিল আল্লাহ তা'আলার সাথে তাঁর গভীরতম সম্পর্কের বহিঃপ্রকাশ। এ আয়াত থেকে জানা যায় যে, এ উম্মাতের মধ্যে আবূ বাকর (রা.)ই হলেন আল্লাহ তা'আলার নিকট সবচেয়ে মর্যাদাবান ও প্রিয় ব্যক্তি।[১৯] এ আয়াতে আল্লাহ তা'আলা তাঁকে এমন কয়েকটি গুণে বিভূষিত করেছেন, যা তাঁর উচ্চ মর্যাদার প্রমাণ বহন করে। প্রখ্যাত মুফাসসির ফাখরুদ্দীন আর-রাযী (রা.) এ আয়াত থেকে আবূ বাকর (রা.)-এর চৌদ্দটি অনন্য সাধারণ গুণের কথা বের করেছেন।[২০]

❖ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর ঘনিষ্ঠ সাথী ও সাহায্যকারী

আবূ বাকর (রা.) ছিলেন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর একান্ত ঘনিষ্ঠ সাথী ও সাহায্যকারী। পবিত্র কুর'আনে এ সম্পর্কে বলা হয়েছে- ﴿فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ﴾-" তবে আল্লাহ, জিবরীল ও সৎকর্মপরায়ণ লোকেরাই হলেন তাঁর সাহায্যকারী।"[২১]

এ আয়াতে ﴿وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ﴾ (সৎকর্মপরায়ণ) বলে বিশেষভাবে আবূ বাকর ও 'উমার (রা.)কে বুঝানো হয়েছে। মুজাহিদ, দাহহাক, সা'ঈদ ইবনু যুবাইর, 'ইকরামাহ ও মুকাতিল (রাহ.) প্রমুখ মুফাসসিরগণ এরূপ মন্তব্য করেছেন।[২২]

---

১৭. আল-কুর'আন, ২৪ (সূরা আন-নূর) : ২২
১৮. বুখারী, *আস-সাহীহ*, (কিতাবুল মাগাযী), হা.নং: ৩৮২৬
১৯. রাযী, *মাফাতীহুল গায়ব*, খ.১১,পৃ.২৮৫
২০. দেখুন, রাযী, *মাফাতীহুল গায়ব*, খ.১১,পৃ.২৮৫-২৮৮
২১. আল-কুর'আন, ৬৬ (সূরা আত-তাহরীম) :৪
২২. তাবারী, *জামি'উল বায়ান*, খ.২৩,পৃ.৪৮৬; ইবনু কাছীর, *তাফসীরুল কুর'আনিল 'আযীম*, খ.৮,পৃ.৩১৪

❖ আল্লাহ তা'আলার শ্রেষ্ঠ শোকরগুযার বান্দাহ

আবূ বাকর (রা.) আল্লাহ তা'আলার বেশি বেশি শোকর আদায় করতেন। পবিত্র কুর'আনে কৃতজ্ঞ বান্দাহ বলে তাঁর প্রশংসা করা হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, ﴿وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ﴾ -"অচিরেই আল্লাহ তা'আলা কৃতজ্ঞ বান্দাদের উত্তম প্রতিদান দেবেন।"[২৩] 'আলী (রা.) বলেন, এ আয়াতের মধ্যে الشَّاكِرِينَ দ্বারা দৃঢ় ঈমানের অধিকারী আবূ বাকর (রা.) ও তাঁর সাথীদের বুঝানো হয়েছে। 'আলী (রা.) আরো বলেন,

كَانَ أَبُو بَكْرٍ أَمِينُ الشَّاكِرِينَ، وَأَمِينُ أَحِبَّاءِ اللهِ، وَكَانَ أَشْكَرَهُمْ وَأَحَبَّهُمْ إِلَى اللهِ.

-"আবূ বাকর (রা.) ছিলেন একান্ত শোকরগুযার ও আল্লাহর প্রিয় বান্দাহ। তিনি শ্রেষ্ঠতম শোকরগুযার এবং আল্লাহ তা'আলার প্রিয়তম বান্দাহ ছিলেন।"[২৪]

আবূ বাকর (রা.)-এর শানে অবতীর্ণ আরো বিভিন্ন আয়াত

উপর্যুক্ত আয়াতগুলো ছাড়াও আবূ বাকর (রা.)-এর শানে নাযিল হয়েছে এরূপ– আরো বহু আয়াত রয়েছে। বলাই বাহুল্য যে, যদিও এ আয়াতগুলো তাঁর শানে নাযিল হয়েছে, তবে এগুলোর বক্তব্য সকল ঈমানদারের জন্যই প্রযোজ্য। এ ধরনের আয়াতগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো-

﴿وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ أُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ﴾

-" যারা সত্য নিয়ে আগমন করেছে এবং সত্যকে যারা মেনে নিয়েছে, তারাই তো মুত্তাকী।"[২৫]

এ আয়াত প্রসঙ্গে 'আলী (রা.) বলেন, আয়াতে الَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ বলতে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এবং صَدَّقَ بِهِ বলতে আবূ বাকর (রা.)ই উদ্দেশ্য।[২৬]

﴿أَفَمَنْ يُلْقَى فِي النَّارِ خَيْرٌ أَمْ مَنْ يَأْتِي آمِنًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ﴾

-"যে ব্যক্তি জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে সে শ্রেষ্ঠ, না যে কিয়ামাতের দিন নিরাপদে আসবে?"[২৭]

---

২৩. আল-কুর'আন, ৩ (সূরা আলু-'ইমরান) : ১৪৪
২৪. তাবারী, *জামি'উল বায়ান*, খ.৭,পৃ.২৫২; আল-খাযিন, *লুবাবুত তাভীল*, খ.১,পৃ.৪৮২
২৫. আল-কুর'আন, ৩৯ (সূরা আয-যুমার): ৩৩
২৬. তাবারী, *জামি'উল বায়ান*, খ.২১,পৃ.২৯০; কুরতুবী, *আল-জামি'*.., খ.১৫,পৃ.২৫৬
২৭. আল-কুর'আন, ৪১ (সূরা ফুসসিলাত): ৪০

এ আয়াত প্রসঙ্গে ইবনুল 'আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত রয়েছে, তিনি বলেন, আয়াতে مَنْ يُلْقَى فِي النَّارِ দ্বারা আবূ জাহ্ল এবং مَنْ يَأْتِي آمِنًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ দ্বারা আবূ বাকর (রা.)কে বুঝানো হয়েছে।[২৮]

﴿وَلَا تَجْعَلُوا اللهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَنْ تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ وَاللهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾

-" আর তোমরা নিজেদের শপথের জন্য আল্লাহকে লক্ষ্যবস্তু বানিও না, মানুষের সাথে কোনো সদাচরণ থেকে, পরহেযগারী থেকে এবং মানুষের মাঝে মীমাংসা করে দেয়া থেকে বেঁচে থাকার উদ্দেশ্যে। আল্লাহ সব কিছুই শুনেন এবং জানেন।"[২৯]

ইবনু জুরাইজ (রাহ.) বলেন, এ আয়াতটি ইফকের ঘটনায় জড়িত থাকার অপরাধে আবূ বাকর (রা.) কর্তৃক মিসতাহ ইবনু উছাছাহ (রা.)-এর আর্থিক সাহায্য বন্ধ করে দেয়ার প্রসঙ্গে নাযিল হয়।[৩০]

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ... ﴾

-"হে ঈমানদারগণ, তোমাদের মধ্যে যারা নিজের দীন থেকে ফিরে যাবে, অচিরেই আল্লাহ এমন এক সম্প্রদায় সৃষ্টি করবেন, যাদেরকে তিনি ভালোবাসবেন এবং তারাও তাঁকে ভালোবাসবে।..."[৩১]

'আলী, হাসান আল-বাসরী, কাতাদাহ ও দাহহাক (রা.) প্রমুখ বলেন, এ আয়াতে ﴿فَسَوْفَ يَأْتِي اللهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ﴾ দ্বারা আবূ বাকর (রা.) ও তাঁর সহকর্মীদেরকে বুঝানো হয়েছে।[৩২]

﴿وَشَاوِرْهُمْ فِي الأَمْرِ﴾

-"কাজেকর্মে তুমি তাদের সাথে পরামর্শ কর।"[৩৩]

ইবনুল 'আব্বাস (রা.) বলেন, এ আয়াতে 'তাদের' বলতে আবূ বাকর (রা.) ও

---

২৮. ইবনুল জাওযী, *যাদুল মাসীর*, খ.৫,পৃ.৩০৭; সুয়ূতী, *আদ-দুররুল মানছূর*, খ.৯,পৃ.৪৮

২৯. আল-কুর'আন, ২ (সূরা আল-বাকারাহ) : ২২৪

৩০. তাবারী, *জামি'উল বায়ান*, খ.৪,পৃ.৪২৩; বাগাভী, *মা'আলিমুত তানযীল*, খ.১,পৃ.২৬২; শাওকানী, *ফাতহুল কাদীর*, খ.১,পৃ.৩০৯

৩১. আল-কুর'আন, ৫ (সূরা আল-মা'য়িদাহ) : ৫৪

৩২. তাবারী, *জামি'উল বায়ান*, খ.১০,পৃ.৪১১-২; কুরতুবী, *আল-জামি'..*, খ.৬, পৃ.২২০

৩৩. আল-কুর'আন,৩ (সূরা আল 'ইমরান) : ১৫৯

'উমার (রা.)কে বুঝানো হয়েছে।[৩৪] অন্য একটি সূত্রে 'আবদুল্লাহ ইবনুল 'আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত রয়েছে, তিনি বলেন,

نزلت في أبي بكر وعمر، وَكَانَا حَوَارِيْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَوَزِيْرَيْهِ وأَبَوَيِ الْمُسْلِمِيْنَ.

-"আয়াতটি আবূ বাকর ও 'উমার (রা.)-এর শানে নাযিল হয়েছে। তাঁরা দু'জনেই ছিলেন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর একান্ত সহযোগী ও উযীর এবং মুসলিমদের পিতা।"[৩৫]

'আবদুল্লাহ ইবনু 'আম্‌র (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, أَتَانِي جِبْرِيْلُ فَقَالَ لِي : يَا مُحَمَّد، إنَّ اللهَ يَأْمُرُكَ أَنْ تَسْتَشِيْرَ أَبَا بَكْر.- "জিবরীল ('আলাইহিস সালাম) এসে আমাকে বলেছেন যে, ওহে মুহাম্মাদ, আল্লাহ তা'আলা আপনাকে আবূ বাকর (রা.)-এর সাথে পরামর্শ করতে নির্দেশ দিয়েছেন।"[৩৬] 'আবদুর রাহমান ইবনু গান্‌ম আল-আশ'আরী (রা.) থেকে বর্ণিত। একবার রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আবূ বাকর ও 'উমার (রা.)কে উদ্দেশ্য করে বললেন, لَوْ اجْتَمَعْتُمَا فِي مَشْوَرَةٍ مَا خَالَفْتُكُمَا.- "যদি তোমরা দু'জনে কোনো বিষয়ে এক মত হও, তবে আমি তোমাদের বিরোধিতা করতে পারি না।"[৩৭] মু'আয ইবনু জাবাল (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁকে ইয়ামানে পাঠানোর সময় বিশিষ্ট সাহাবা কিরাম (রা.) থেকে পরামর্শ চাইলেন এবং প্রত্যেকেই নিজের অভিমত প্রকাশ করলেন। এ সভায় রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এক পর্যায়ে আবূ বাকর (রা.) সম্পর্কে বলেন, انَّ اللهَ عزوجل يَكْرَهُ فِي السَّمَاءِ أَنْ يَخْطَأَ أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيْقُ فِي الْأَرْضِ.- "আকাশে আল্লাহ তা'আলা এটা অপছন্দ করেন যে, যমীনে আবূ বাকর আছ্-ছিদ্দীক (রা.) ভুল করবেন।"[৩৮]

---

৩৪. হাকিম, *আল-মুস্তাদরাক*, (কিতাবু মা'আরিফাতিস সাহাবাহ), হা.নং: ৪৪১০; বাইহাকী, *আস-সুনানুল কুবরা*, খ.১০,পৃ.১০৯; ইবনু কাছীর, *তাফসীরুল কুর'আনিল 'আযীম*, খ.২,পৃ.১৪৯

৩৫. ইবনু কাছীর, *তাফসীরুল কুর'আনিল 'আযীম*, খ.২,পৃ.১৪৯

৩৬. তাম্মাম, *আল-ফাওয়া'য়িদ*, হা.নং:১৩৭১; ইবনু 'আসাকির, *তারীখু দিমাশক*, খ.৩০,পৃ.১২৯; সুয়ূতী, *আর-রাওদুল আনীক*.., হা.নং: ১৯
এ হাদীসটি 'উকবাহ ইবনু 'আমির (রা.) থেকেও বর্ণিত রয়েছে। তবে এ হাদীসটির কোনো সানাদই বিশুদ্ধ নয়। এ হাদীসের অন্যতম রাবী মুহাম্মাদ ইবনু 'আবদির রাহমান ইবনি গাযওয়ান অত্যন্ত দুর্বল। বিশিষ্ট মুহাদ্দিস দারাকুতনী (রাহ.) সহ অনেকেই তাঁকে মিথ্যা হাদীস রচনা ও বিশ্বস্ত লোকদের সূত্রে ভিত্তিহীন হাদীস বর্ণনার দোষে অভিযুক্ত করেছেন। (ইবনু হাজার, *লিসানুল মীযান*, খ.২,পৃ.৪২৩; যাহাবী, *মীযানুল ই'তিদাল*, খ.৩,পৃ.৬২৬)

৩৭. আহমাদ, *আল-মুসনাদ*, হা.নং: ১৭৩০৯

৩৮. তাবারানী, *মুসনাদুশ শামিয়ীন*, হা.নং:৬৫২, ২১৯৭; আল-হারিছ, *আল-বুগইয়াতু*, (কিতাবুল মানাকিব), হা.নং:৯৬০

﴿إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ﴾

-"তোমাদের বন্ধু তো আল্লাহ, তাঁর রাসূল এবং মু'মিনগণ, যারা সালাত কায়িম করে, যাকাত দেয় এবং রুকুরত (আল্লাহর সামনে বিনত) হয়।"[৩৯]

'আবদুল্লাহ ইবনুল 'আব্বাস (রা.)-এর এক বর্ণনা মতে, এ আয়াতটি আবূ বাকর (রা.)-এ শানে নাযিল হয়েছে। এখানে 'মু'মিন' বলে বিশেষভাবে আবূ বাকর (রা.)কে বুঝানো হয়েছে।[৪০]

﴿...وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ . الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَالصَّابِرِينَ عَلَى مَا أَصَابَهُمْ وَالْمُقِيمِي الصَّلَاةِ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ﴾

-"এবং বিনয়ীগণকে সুসংবাদ দাও। যাদের অন্তকরণগুলো আল্লাহর নাম নেয়া হলে ভীত হয়ে যায়, যারা তাদের বিপদাপদে ধৈর্যধারণ করে, সালাত কায়িম করে এবং আমি যে রিযক তাদের দান করেছি তা থেকে খরচ করে।"[৪১]

এ আয়াতটি আবূ বাকর, 'উমার ও 'আলী (রা.)-এর শানে নাযিল হয়।[৪২]

﴿وَعَدَ اللهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ...﴾

-"তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকর্ম করেছে, আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে ওয়াদা দিয়েছেন যে, তাদেরকে অবশ্যই পৃথিবীতে শাসন-কর্তৃত্ব দান করবেন।..."[৪৩]

ইমাম মালিক (রাহ.) বলেন, এ আয়াত আবূ বাকর ও 'উমার (রা.)-এর খিলাফাত প্রসঙ্গে নাযিল হয়েছে।[৪৪]

﴿فَمَا أُوتِيتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَا عِنْدَ اللهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى لِلَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ﴾

এ হাদীসটি মাওদূ' (জাল)। (ইবনুল জাওযী, *আল-মাওদূ'আত*, খ.১,পৃ.৩১৯) বিশিষ্ট হাদীস বিশারদ আলবানী (রাহ.)ও এ মত পোষণ করেন। (*আস-সিলসিলাতুদ দা'ঈফা ওয়াল মাওদূ'আহ*, খ.৪,পৃ.২১৮ (হা.নং:১৭৩৩), খ.৭,পৃ.১৩২ (হা.নং:৩১৩৬)

৩৯. আল-কুর'আন,৫ (সূরা আল- মা'য়িদাহ) : ৫৫

৪০. কুরতুবী, *আল-জামি'*.., খ.৬, পৃ.২২২; রাযী, *মাফাতীহুল গায়ব*, খ.৬,পৃ.৭৮

৪১. আল-কুর'আন,২২ (সূরা আল- হাজ্জ) : ৩৪-৩৫

৪২. কুরতুবী, *আল-জামি'*.., খ.১২, পৃ.৫৯; ছা'লাবী, *আল-জাওয়াহিরুল হিসান*.., খ.৩,পৃ.৩১

৪৩. আল-কুর'আন, ২৪ (সূরা আন-নূর) : ৫৫

৪৪. কুরতুবী, *আল-জামি'*.., খ.১২, পৃ.২৯৭; ইবনু 'আশূর, আত-তাহরীর ওয়াত তানভীর, খ.১০,পৃ.২৩

-"অতএব, তোমাদেরকে যা কিছু দেয়া হয়েছে তা পার্থিব জীবনের সামগ্রী মাত্র। আর আল্লাহর কাছে যা রয়েছে তা উৎকৃষ্ট ও স্থায়ী তাদের জন্য, যারা বিশ্বাস স্থাপন করে ও তাদের পালনকর্তার ওপর ভরসা করে।"[৪৫]

এ আয়াতটি আবূ বাকর (রা.)-এর শানে নাযিল হয়। তিনি তাঁর সকল সম্পদ আল্লাহর পথে ব্যয় করে দেন। এ কারণে লোকেরা তাঁকে ভর্ৎসনা করতো। বিশিষ্ট মুফাসসির কুরতুবী (রাহ.) বলেন, আবূ বাকর (রাহ.) সর্বমোট আশি হাজার দিরহাম ইসলামের পথে ব্যয় করেন।[৪৬]

﴿اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ﴾

-"আমাদেরকে সরল পথ দেখাও।"[৪৭]

'আবদুল্লাহ ইবনুল 'আব্বাস থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এ আয়াতে 'সরল পথ' বলতে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এবং তাঁর দু খালীফা আবূ বাকর ও 'উমার (রা.)-এর অনুসৃত পথকে বুঝানো হয়েছে। রাবী আবুল 'আলিয়া (রা.)[৪৮] বলেন, পরে আমি এ কথাটি হাসান আল-বাসরী (রা.)-এর নিকট বললাম। তিনি জবাব দিলেন,

صَدَقَ، وَاللهِ، وَنَصَحَ، وَاللهِ هُوَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ رضي الله عنهما

-" আল্লাহর শপথ, তিনি যথার্থই বলেছেন। আল্লাহর শপথ, তিনি সৎ উপদেশই দিয়েছেন। প্রকৃতপক্ষে 'সরল পথ' হলেন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম), আবূ বাকর ও 'উমার (রা.)ই।"[৪৯]

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁদের দু'জনের পথ অনুসরণের নির্দেশ দিয়ে বলেন,.اقْتَدُوا بِاللَّذَيْنِ مِنْ بَعْدِي أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ-"তোমরা আমার পরে আবূ বাকর ও 'উমার (রা.)-এর অনুসরণ কর।"[৫০] এ হাদীস থেকে প্রমাণিত হয় যে, আবূ বাকর ও 'উমার (রা.)-এর তারীকাই 'আস-সিরাতুল মুস্তাকীম'।

---

৪৫. আল-কুর'আন, ৪২ (সূরা আশ-শূরা : ৩৬

৪৬. কুরতুবী, *আল-জামি'*.., খ.১৬, পৃ.৩৫

৪৭. আল-কুর'আন, ১ (সূরা আল-ফাতিহা): ৬

৪৮. এ ব্যাখ্যাটি কোনো কোনো হাদীস ও তাফসীর গ্রন্থে সরাসরি 'আবুল 'আলিয়াহ (রা.)-এর উক্তি রূপে বর্ণিত রয়েছে। আমার মনে হয়, কথাটি তাঁর নিজস্ব ছিল না। ইবনু 'আব্বাস (রা.) থেকে শুনেই তিনি কথাটি বলেছিলেন।

৪৯. হাকিম, *আল-মুস্তাদরাক*, (কিতাবুত তাফসীর), হা.নং: ২৯৭৯; তাবারী, *জামি'উল বায়ান*, খ.১,পৃ.১৭৫; ইবনু আবী হাতিম, আত-তাফসীর, হা.নং:৩৪, ৩৯৫৩; ইবনু কাছীর, *তাফসীরুল কুর'আনিল 'আযীম*, খ.১,পৃ.১৩৯
হাকিম (রা.) বলেন, এটি একটি বিশুদ্ধ হাদীস।

৫০. তিরমিযী, *আস-সুনান*, (আবওয়াবুল মানাকিব), হা.নং: ৩৫৯৫; আহমাদ, *আল-মুসনাদ*, হা.নং: ২২১৬১; হাকিম, *আল-মুস্তাদরাক*, (কিতাবু মা'আরিফাতিস সাহাবাহ), হা.নং:৪৪২৮

বিশিষ্ট মুফাসসিরগণের মতে, এ আয়াতগুলো ছাড়াও আরো বহু আয়াতে তাঁর বিভিন্ন প্রসঙ্গ আলোচিত হয়েছে। এ ধরনের আয়াতগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো- ২ (আল-বাকারাহ): ২৭৪; ৩ (আলে 'ইমরান): ১৮৬; ৪ (আন-নিসা): ৩৩, ৪৩, ১৪৮; ৬ (আল-আন'আম): ৫৪, ৭১; ৭ (আল-আ'রাফ): ৪৩; ১৪ (ইবরাহীম): ৫২; ১৫ (আল-হিজর): ৪৭; ১৬ (আন-নাহল): ৭৫; ৩৫ (ফাতির): ২৮; ৩১ (লুকমান): ১৫; ৪১ (হা-মীম- আস-সাজ্‌দাহ): ৩০-৩২; ৩৯ (আয-যুমার): ২২; ৪২ (আশ-শূরা): ২৩, ৪৩; ৪৬ (আল-আহকাফ): ১৩; ৪৮ (আল-ফাতহ্): ২৯; ৪৯ (আল-হুজুরাত): ৩; ৫৫ (আর-রাহমান): ৪৬; ৫৮ (আল-মুজাদালাহ্): ২২; ৮৯ (আল-ফাজর): ২৭-৩০ প্রভৃতি।

খ. হাদীসে নাবাবীতে আবূ বাকর (রা.)

আবূ বাকর (রা.) ছিলেন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ ব্যক্তি। সফর, সমাবেশ ও নির্জনতায় তিনিই সবচেয়ে বেশি তাঁর সাথে থাকতেন। তিনিই ছিলেন ইসলাম গ্রহণকারী প্রথম পুরুষ। ইসলামের পূর্বেও তিনি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর অন্তরঙ্গ সাথী ছিলেন। ইসলাম গ্রহণের পরও তিনি একদিনের জন্য তাঁর সঙ্গ ত্যাগ করেননি। মাক্কায় অবস্থান কালে অন্যান্য লোক হাবশায় হিজরাত করেছিল; কিন্তু আবূ বাকর (রা.) রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সাথে রয়ে গিয়েছিলেন। যখন মাদীনা হিজরাতের সময় আসে, তখন 'উমার (রা.)সহ অনেক মুসলিমই মাদীনায় চলে যান। আবূ বাকর (রা.) যাননি। তিনি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সাথেই মাদীনায় হিজরাত করেন। এভাবে তিনি দুঃখে-সুখে, সফর ও অবস্থানকালে সবসময় তাঁর পাশেই থাকতেন। জীবনের সকল সম্পদ দীনের জন্য কুরবানী করেছেন। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর দীর্ঘ দিনের ঘনিষ্ঠতা ও সাহচর্য থেকে আবূ বাকর (রা.) যে মূল্যবান শিক্ষা পেয়েছিলেন, তা পাওয়ার সুযোগ অন্য কোনো সাহাবীর হয়নি। অনুরূপভাবে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম), ইসলাম ও মুসলিমদের জন্য তিনি যে ভূমিকা ও অবদান রেখে গেছেন, তা অন্য কোনো সাহাবীর পক্ষে সম্ভব হয়নি। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বহুসংখ্যক হাদীসে তাঁর বিশিষ্ট মর্যাদার কথা উল্লেখ করেছেন, যা কিয়ামাত পর্যন্ত তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব ও উচ্চ মর্যাদার প্রমাণ বহন করে চলবে।

❖ ছিদ্দীক (মহা সত্যপরায়ণ)

আবূ বাকর (রা.)-এর সর্বশ্রেষ্ঠ ফাযীলাত ও মর্যাদা, যা অন্যান্য সকল মর্যাদার উর্ধ্বে, তা হলো এই যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁকে আছ্ 'ছিদ্দীক' উপাধি প্রদান করেছিলেন। ইতঃপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, আনাস (রা.)

থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) উহুদ পাহাড়ের ওপর আরোহন করেছিলেন। তাঁর সাথে আবূ বাকর, 'উমার ও 'উছমান (রা.) প্রমুখ ছিলেন। এ সময় পাহাড় কেঁপে ওঠেছিল। তখন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) পাহাড়কে উদ্দেশ্য করে বলেন, اثْبُتْ أُحُدُ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ نَبِيٌّ وَصِدِّيقٌ وَشَهِيدَانِ.-"উহুদ, স্থির হও! তোমার ওপরে রয়েছে একজন নাবী, একজন ছিদ্দীক ও দু'জন শাহীদ।"[৫১] আমরা প্রথম অধ্যায়ে তাঁর এ নামের বিভিন্ন কারণ উল্লেখ করেছি।

উল্লেখ্য, আছ্ 'ছিদ্দীক' হলো ফাদ্‌ল ও কামালাতের সর্বোচ্চ স্তর। এর ওপরের স্তর হলো নুবুওয়াত। ছিদ্দীকিয়্যাত ও নুবুওয়াতের মাঝে অন্য কোনো স্তর নেই।[৫২] আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا﴾

-"যে ব্যক্তি আল্লাহ ও রাসূলের আনুগত্য করবে, সে যাদের ওপর আল্লাহ অনুগ্রহ করেছেন যেমন- নাবী, ছিদ্দীক, শাহীদ ও সৎকর্মপরায়ণ লোকদের সাথে সঙ্গী হবে। তারা কতোই উত্তম সঙ্গী!"[৫৩]

এ আয়াতে আল্লাহর অনুগ্রহপ্রাপ্ত বিশিষ্ট বান্দাহদের যে ক্রম বিন্যস্ত করা হয়েছে, তা থেকে এ কথা প্রতীয়মান হয়ে যে, মর্যাদার দিক দিয়ে নাবীর পরে ছিদ্দীকের স্থান। এতদুভয়ের মধ্যে অন্য কোনো স্তর নেই। একজন নাবী তাঁর ওহীর মাধ্যমে যে হাকীকাত (নিগূঢ় সত্য) লাভ করেন, একজন ছিদ্দীক তা সন্দেহাতীতভাবে বিশ্বাস করেন। নাবীর বর্ণিত হাকীকাত বাহ্যিক দৃষ্টিতে যতোই বিবেক-বুদ্ধি পরিপন্থী মনে হোক না কেন, তা একজন ছিদ্দীকের চোখে নিতান্তই বাস্তব মনে হবে এবং তা শুনামাত্রই কাবূল করতে তিনি কোনো দ্বিধা করেন না।[৫৪] আবূ বাকর (রা.)-এর বৈশিষ্ট্য ছিল এরূপ। ইতঃপূর্বে বর্ণিত মি'রাজ ও হুদাইবিয়ার সন্ধি প্রভৃতি ঘটনা থেকে এ কথা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় যে, তিনি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর মুখে যা-ই শুনতেন, কোনোরূপ চিন্তা-ভাবনা ছাড়াই তা মেনে নিতেন।

কারো মতে, ছিদ্দীক হলো এমন ব্যক্তি যে মুখে যা উচ্চারণ করে তা বিশ্বাসও

---

৫১. বুখারী, *আস-সাহীহ,* (কিতাবুল মানাকিব) হা.নং:৩৩৯৯

৫২. রাযী, *মাফাতীহুল গায়ব,* খ.৫,পৃ.২৭৭; ইবনু 'আদিল, *তাফসীরুল লুবাব,* খ.৫,পৃ.২৩৭; তানতাভী, *আত-তাফসীরুল ওয়াসিত,* পৃ. ৯৯২

৫৩. আল-কুর'আন, ৪ (সূরা আন-নিসা'): ৬৯

৫৪. রাযী, *মাফাতীহুল গায়ব,* খ.৫,পৃ.২৭৭

করে এবং কাজেও পরিণত করে।[৫৫] আবূ বাকর (রা.)-এর চরিত্রের বৈশিষ্ট্যও এরূপ ছিল। বলতে গেলে তাঁর গোটা জীবনটাই ছিল কথা ও কাজের সমাবেশের একটি সর্বোত্তম নমুনা। তিনি যা উচ্চারণ করতেন, তা মনেপ্রাণে বিশ্বাস করতেন, কাজে পরিণত করতেন এবং তা প্রতিষ্ঠার জন্য সংগ্রাম করতেন। জীবনের এরূপ চরিত্রই হলো কুর'আনের পরিভাষায় 'আল-উসওয়াতুল হাসানাহ' অর্থাৎ উত্তম আদর্শ। এ আদর্শের পূর্ণাঙ্গ নমুনা ছিল রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর পবিত্র জীবন এবং এরই অবিকল প্রতিচ্ছবি ছিল আবূ বাকর (রা.)-এর মহান জীবন।

❖ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর ঘনিষ্ঠতম সাথী ও শ্রেষ্ঠতম সহযোগী

আবূ বাকর (রা.) ছিলেন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সর্বাপেক্ষা বড় সহযোগী ও অন্তরঙ্গ সাথী। তিনি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম), ইসলাম ও মুসলিমদের জন্য তাঁর জীবন, সকল অর্থ-সম্পদ, বিবেক-বুদ্ধি, আরাম-আয়েশ সবকিছু উজাড় করে বিলিয়ে দিয়েছিলেন। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

إِنَّ أَمَنَّ النَّاسِ عَلَيَّ فِي صُحْبَتِهِ وَمَالِهِ أَبُو بَكْرٍ وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا خَلِيلًا مِنْ أُمَّتِي لَاتَّخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ وَلَكِنْ أُخُوَّةُ الْإِسْلَامِ وَمَوَدَّتُهُ لَا يَبْقَيَنَّ فِي الْمَسْجِدِ بَابٌ إِلَّا سُدَّ إِلَّا بَابُ أَبِي بَكْرٍ.

-"নিজের সঙ্গ ও সম্পদ দ্বারা যিনি আমার প্রতি সর্বাপেক্ষা অধিক অবদান রেখেছেন, তিনি হলেন আবূ বাকর। আমি যদি আমার উম্মাতের মধ্যে কাউকেও বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করতাম, তবে আবূ বাকরকেই করতাম। কিন্তু ইসলামের ভ্রাতৃত্ব ও সৌহার্দই আমাদের জন্য যথেষ্ট। সুতরাং মাসজিদের মধ্যে আবূ বাকর (রা.)-এর গৃহ-দ্বার ছাড়া অন্য কারো গৃহ-দ্বার উন্মুক্ত না থাকা চাই।"[৫৬]

এ হাদীসটি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর ওফাতের অল্প কয়েকদিন পূর্বেকার একটি বিস্তারিত ভাষণের অংশবিশেষ। এ রিওয়ায়াতটি (সামান্য শব্দগত পরিবর্তনসহ) ১৪ জন সাহাবী থেকে বর্ণিত হয়েছে। তাঁদের মধ্যে 'আলী, 'আবদুল্লাহ ইবনু মাস'উদ, 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আব্বাস, আবূ হুরাইরাহ ও আবূ সা'ঈদ

---

৫৫. কুরতুবী, *আল-জামি লি-আহকামিল কুর'আন*, খ.৫,পৃ.২৭২

৫৬. বুখারী, *আস-সাহীহ*, (কিতাবুস সালাত), হা.নং: ৪৪৬, ৪৪৭, (কিতাবুল মানাকিব), ৩৩৮১, ৩৬১৫; মুসলিম, *আস-সাহীহ*, (কিতাবু ফাদা'য়িলিস সাহাবাহ), হা.নং: ৪৩৯০, ৪৩৯১

আল-খুদরী (রা.) প্রমুখ বিশিষ্ট সাহাবীও রয়েছেন। জালালুদ্দীন আস-সুয়ূতী (রা.) হাদীসটিকে 'মুতাওয়াতির' পর্যায়ের হাদীস রূপে গণ্য করেছেন। ইমাম তিরমিযী (রাহ.) হাদীসের উপর্যুক্ত অংশের সাথে নিম্নের এ অংশও যোগ করেছেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

مَا لِأَحَدٍ عِنْدَنَا يَدٌ إِلَّا وَقَدْ كَافَيْنَاهُ مَا خَلَا أَبَا بَكْرٍ فَإِنَّ لَهُ عِنْدَنَا يَدًا يُكَافِيهِ اللهُ بِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَا نَفَعَنِي مَالُ أَحَدٍ قَطُّ مَا نَفَعَنِي مَالُ أَبِي بَكْرٍ.

-"আমার প্রতি যত লোকের যত অবদান ছিল, সব অবদানের প্রতিদানই আমি দিয়ে ফেলেছি; কিন্তু আবূ বাকর-এর অবদানের প্রতিদান স্বয়ং আল্লাহ তা'আলাই কিয়ামাতের দিন তাঁকে দান করবেন। আবূ বাকর-এর সম্পদ দ্বারা আমি যতটুকু উপকৃত হয়েছি, আর কারো সম্পদ দ্বারা কখনোই সেই পরিমাণ উপকৃত হইনি।"[৫৭]

আবূ আরওয়া আদ-দাওসী (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদিন আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর পাশে উপবিষ্ট ছিলাম। এমন সময় আবূ বাকর ও 'উমার (রা.) দু'জনেই সেখানে আগমন করলেন। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁদেরকে দেখে বললেন, الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِي أَيَّدَنِي بِهِمَا. -"আল-হামদু লিল্লাহ! আল্লাহ তা'আলা তাঁদের দুজনের মাধ্যমে আমার শক্তি বৃদ্ধি করে দিয়েছেন।"[৫৮]

❖ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নিকট সর্বাপেক্ষা প্রিয় সাহাবী

'আবদুল্লাহ ইবনু শাকীক (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি 'আয়িশা (রা.)কে জিজ্ঞেস করলাম, أَيُّ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ أَحَبَّ إِلَى رَسُولِ اللهِ؟ -"রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট সর্বাপেক্ষা প্রিয় সাহাবী কে ছিলেন?" তিনি জবাব দিলেন, "আবূ বাকর।"[৫৯]

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) 'আমর ইবনুল 'আস (রা.)কে যাতুস সালাসিল যুদ্ধের সেনাপতি করে পাঠিয়েছিলেন। 'আমর ইবনুল 'আস (রা.) বলেন,

---

৫৭. তিরমিযী, *আস-সুনান*, (আবওয়াবুল মানাকিব), হা.নং: ৩৫৯৪)

৫৮. হাকিম, *আল-মুস্তাদরাক*, (কিতাবু মা'আরিফাতিস সাহাবাহ), হা.নং:৪৪২১; তাবারানী, *আল-মু'জামুল কাবীর*, হা.নং:১৮৩৬১
বিশিষ্ট হাদীস বিশারদ আল-হাকিম আন-নিশাপুরী (রাহ.) বলেন, এটি একটি বিশুদ্ধ সানাদের হাদীস।

৫৯. তিরমিযী, *আস-সুনান*, (আবওয়াবুল মানাকিব), হা.নং: ৩৫৯০, ৩৭৩০; ইবনু মাজাহ, *আস-সুনান*, (আল-মুকাদ্দামাহ), হা. নং: ৯৯; আহমাদ, *আল-মুসনাদ*, হা.নং: ২৪৬৪৫

এ যুদ্ধের সময় আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট এসে জিজ্ঞেস করলাম, أَيُّ النَّاسِ أَحَبُّ إِلَيْكَ؟ -"আপনার নিকট সর্বাপেক্ষা প্রিয় ব্যক্তি কে?" রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) জবাব দিলেন, 'আয়িশা (রা.)। আমি আবার জিজ্ঞেস করলাম, পুরুষদের মধ্যে আপনার প্রিয়তম ব্যক্তি কে? রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) জবাব দিলেন, তার পিতা। পুনরায় আমি বললাম, তারপর? রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, 'উমার ইবনুল খাত্তাব (রা.)। এভাবে তিনি আরো কয়েকজনের নাম উল্লেখ করলেন।[৬০]

❖ নাবী-রাসূলগণের পর পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম ব্যক্তি

আবূ বাকর (রা.) হলেন নাবী-রাসূলগণের পর পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম ব্যক্তি। আবুদ দারদা' থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমাকে আবূ বাকর (রা.)-এর সামনে হাঁটতে দেখলেন। এমন সময় তিনি আমাকে বললেন,

> يَا أَبَا الدَّرْدَاءِ، أَتَمْشِي أَمَامَ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنْكَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، مَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ وَلَا غَرَبَتْ عَلَى أَحَدٍ بَعْدَ النَّبِيِّنَ وَالْمُرْسَلِيْنَ أَفْضَلَ مِنْ أَبِي بَكْرٍ.
>
> -"আবুদ দারদা'! তুমি কি এমন ব্যক্তির আগে আগে চলছো, যিনি দুনিয়া ও আখিরাতে তোমার চেয়ে উত্তম। নাবী-রাসূলগণকে বাদ দিলে আবূ বাকর অপেক্ষা অন্য কোনো শ্রেষ্ঠতর মানুষের ওপর সূর্য উদিতও হয়নি এবং অস্তও যায়নি।"[৬১]

❖ উম্মাতের প্রতি সর্বাপেক্ষা দয়ালু

আনাস ইবনু মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, أَرْحَمُ أُمَّتِي بِأُمَّتِي أَبُو بَكْرٍ. -"আমার উম্মাতের মধ্যে আমার উম্মাতের প্রতি সর্বাপেক্ষা দয়ালু ব্যক্তি হলেন আবূ বাকর।"[৬২]

---

৬০. বুখারী, *আস-সাহীহ,* (কিতাবুল মানাকিব), হা.নং: ৩৩৮৯, (কিতাবুল মাগাযী), ৪০১০; মুসলিম, *আস-সাহীহ,* (কিতাবু ফাদা'য়িলিস সাহাবাহ), হা.নং: ৪৩৯৬

৬১. আহমাদ, *ফাদা'য়িলুস সাহাবাহ,* খ.১,পৃ.১৫৩, ১৫৫, ৪২৩ (হা.নং: ১৩৫, ১৩৭, ৬৬২); দায়লামী, *আল-ফিরদাউস,* হা.নং: ৮৪০১; আবূ নু'আয়ম, *ফাদা'য়িলুল খুলাফা'য়ির রাশিদীন,* হা.নং:৯

৬২. তিরমিযী, *আস-সুনান,* (আবওয়াবুল মানাকিব), হা.নং: ৩৭২৩; ইবনু মাজাহ, *আস-সুনান,* (আল-মুকাদ্দামাহ, ফাদা'য়িলু খাব্বাব রা.), হা.নং:১৫১; হাকিম, *আল-মুস্তাদরাক,* (কিতাবু মা'আরিফাতিস সাহাবাহ), হা.নং: ৫৮১২
'আবদুল্লাহ ইবনু 'উমার রা. (হাকিম, *আল-মুস্তাদরাক,* (কিতাবু মা'আরিফাতিস সাহাবাহ), হা.নং: ৬৩৪১) ও আবূ মিহজান আছ-ছাকাফী রা. (ইবনু 'আবদুল বারর, *আল-ইস্তি'আব,*

এ হাদীস থেকে আবূ বাকর (রা.)-এর মহত্ত্ব ও শ্রেষ্ঠত্বের কথা জানা যায়। কেননা সাধারণত বড়রা ছোটদের প্রতি, পিতামাতা তাদের ছেলেমেয়েদের প্রতি এবং শাসকরা শাসিতদের প্রতি দয়া প্রদর্শন করে থাকে।[৬৩] কাজেই আবূ বাকর (রা.)কে উম্মাতের প্রতি সর্বাপেক্ষা দয়ালু ব্যক্তি বলে অভিহিত করা থেকে এ কথা বুঝা যায় যে, তিনিই হলেন উম্মাতের মধ্যে সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ও মহৎ ব্যক্তি এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর মৃত্যুর পরে তিনিই হবেন তাঁর স্থলাভিষিক্ত।

❖ জান্নাতের সুসংবাদপ্রাপ্ত প্রথম ব্যক্তি

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বিভিন্ন হাদীসে আবূ বাকর (রা.) জান্নাতবাসীর হবার কথা সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করেছেন। যেমন-

১. আবূ মূসা আল-আশ'আরী (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এক বাগানে প্রবেশ করলেন এবং আমাকে বাগানের দরজা পাহারা দিতে নির্দেশ দিলেন। এ সময় আবূ বাকর (রা.) এসে বাগানে প্রবেশের অনুমতি চাইলেন। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, اِئْذَنْ لَهُ وَبَشِّرْهُ بِالْجَنَّةِ- "তাঁকে অনুমতি দাও এবং জান্নাতের সুসংবাদ দাও।" এরপর 'উমার (রা.) এসে অনুমতি চাইলেন। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, اِئْذَنْ لَهُ وَبَشِّرْهُ بِالْجَنَّةِ.- "তাঁকেও অনুমতি দাও এবং জান্নাতের সুসংবাদ দাও।" অতঃপর আসলেন 'উছমান (রা.)। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, اِئْذَنْ لَهُ وَبَشِّرْهُ بِالْجَنَّةِ.- "তাঁকেও অনুমতি দাও এবং জান্নাতের সুসংবাদ দাও।"[৬৪] উল্লেখ্য যে, এ হাদীসটি বিভিন্ন সূত্রে বর্ণিত হয়েছে। সাহাবীগণের মধ্যে আবূ মূসা (রা.) ছাড়াও 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আম্র[৬৫] ও নাফি' ইবনু 'আবদিল হারিছ (রা.)[৬৬] প্রমুখও এ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

খ.১,পৃ.৬) থেকেও এ ধরনের একটি রিওয়ায়াত বর্ণিত রয়েছে।

৬৩. আনাস ইবনু মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَرْحَمْ صَغِيرَنَا ، وَيُوَقِّرْ كَبِيرَنَا.- "যে আমাদের ছোটদেরকে স্নেহ করে না এবং আমাদের বড়দেরকে সম্মান করে না, সে আমাদের দলভুক্ত নয়।" (তিরমিযী, *আস-সুনান*, [কিতাবুল বিরর..], হা.নং:১৯১৯)

৬৪. বুখারী, *আস-সাহীহ*, (কিতাবুল মানাকিব), হা.নং: ৩৩৯৮, (কিতাবুল ফিতান), হা.নং: ৬৫৬৮; মুসলিম, *আস-সাহীহ*, (কিতাব: *ফাদা'য়িলুস সাহাবাহ*), হা.নং:৪৪১৭

৬৫. আহমাদ, *আল-মুসনাদ*, হা.নং: ৬২৬১

৬৬. আহমাদ, *আল-মুসনাদ*, হা.নং: ১৪৮৩১, ১৪৮৩২

২. সা'ঈদ ইবনু যায়িদ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

عَشْرَةٌ فِي الْجَنَّةِ النَّبِيُّ فِي الْجَنَّةِ وَأَبُو بَكْرٍ فِي الْجَنَّةِ وَعُمَرُ فِي الْجَنَّةِ....

-"দশ জন ব্যক্তি জান্নাতে যাবেন। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) জান্নাতে যাবেন, আবূ বাকর (রা.) জান্নাতে যাবেন, 'উমার (রা.) জান্নাতে যাবেন।..."

এভাবে তিনি 'উছমান, 'আলী, তালহা, যুবাইর, সা'দ ইবনু আবী ওয়াক্কাস, 'আবদুর রাহমান ইবনু 'আওফ ও (রাবী) সা'ঈদ ইবনু যায়িদ (রা.) প্রমুখের নাম উল্লেখ করলেন।[৬৭]

৩. জাবির ইবনু 'আবদিল্লাহ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সাথে জনৈকা আনসারী মহিলার দাওয়াতে গিয়েছিলাম। মহিলাটি আমাদের আতিথেয়তার জন্য একটি ছাগল যাব্‌হ করেছিল। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, لَيَدْخُلَنَّ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ.-"এখনই তোমাদের নিকট একজন জান্নাতী লোক প্রবেশ করবে।" পরক্ষণেই আবূ বাকর (রা.) প্রবেশ করলেন। আবার তিনি বললেন, لَيَدْخُلَنَّ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ.-"এখন আর একজন জান্নাতী লোক প্রবেশ করবেন।" পরক্ষণে 'উমার (রা.) প্রবেশ করলেন। এরপর তিনি বললেন, لَيَدْخُلَنَّ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ.-"এখন আরো একজন জান্নাতী লোক প্রবেশ করবেন।" এরপর তিনি এ বলে দু'আ করলেন, اللَّهُمَّ إِنْ شِئْتَ فَاجْعَلْهُ عَلِيًّا.-"হে আল্লাহ, আপনি যদি চান, এ সৌভাগ্য 'আলীকে দান করুন!" পরক্ষণে 'আলী (রা.) প্রবেশ করলেন।[৬৮]

---

৬৭. আবূ দাউদ, *আস-সুনান*, (কিতাবুস সুন্নাহ, বাব : আল-খুলাফা'), হা.নং: ৪০৩১
এ রিওয়ায়াতটি ইমাম তিরমিযীও বর্ণনা করেছেন। সেখানে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নামের পরিবর্তে আবূ 'উবাইদাহ (রা.)-এর নাম এসেছে। (তিরমিযী, *আস-সুনান*, (আবওয়াবুল মানাকিব), হা.নং: ৩৬৮১) আমার মনে হয়, এ রিওয়ায়াতটিই সঠিক। কেননা আবদুর রাহমান ইবনু 'আওফ (রা.) থেকেও এরূপ একটি রিওয়ায়াত বর্ণিত রয়েছে। তাঁর রিওয়ায়াতের মধ্যেও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নাম উল্লেখ নেই। দশম ব্যক্তি হিসেবে আবূ 'উবাইদাহ ইবনুল জাররাহ (রা.)-এর নাম এসেছে। (তিরমিযী, *আস-সুনান*, (আবওয়াবুল মানাকিব), হা.নং: ৩৬৮০)

৬৮. আহমাদ, *আল-মুসনাদ*, (মুসনাদু'জাবির রা.), হা.নং: ১৪৬২৯; হাকিম, *আল-মুস্তাদরাক*, (কিতাবু মা'আরিফাতিস সাহাবা), হা.নং: ৪৬৪৪; ইবনু আবী শায়বাহ, *আল-মুছান্নাফ*, খ.৭,পৃ.৪৭৫
বিশিষ্ট হাদীসবিশারদ হাকিম আন-নিশাপুরী (রাহ.) বলেন, এটি একটি বিশুদ্ধ সানাদের হাদীস।

❖ কিয়ামাতের দিন জমি ভেদ করে উত্থিত উম্মাতের প্রথম ব্যক্তি

'আবদুল্লাহ ইবনু 'উমার (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

أَنَا أَوَّلُ مَنْ تَنْشَقُّ عَنْهُ الْأَرْضُ ثُمَّ أَبُو بَكْرٍ ثُمَّ عُمَرُ ثُمَّ آتِي أَهْلَ الْبَقِيعِ فَيُحْشَرُونَ مَعِي ثُمَّ أَنْتَظِرُ أَهْلَ مَكَّةَ حَتَّى أُحْشَرَ بَيْنَ الْحَرَمَيْنِ.

-" (কিয়ামাতের দিন) আমিই হবো জমি ভেদ করে উত্থিত প্রথম ব্যক্তি। এরপর আবূ বাকর (রা.), তারপর 'উমার (রা.) জমি ভেদ করে ওঠবেন। এরপর আমি জান্নাতুল বাকী'র বাসিন্দাদের কাছে আসবো। তাঁরা সকলেই আমার সাথে একত্রিত হবেন। তারপর আমি মাক্কাবাসীদের জন্য অপেক্ষা করতে থাকবো। এভাবে দু হারামের মধ্যবর্তী স্থানে আমরা একত্রিত হবো।"[৬৯]

❖ জান্নাতীগণের সর্দার

আনাস ইবনু মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আবূ বাকর ও 'উমার (রা.)-এর মর্যাদা বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন,

هَذَانِ سَيِّدَا كُهُولِ أَهْلِ الْجَنَّةِ مِنْ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ إِلَّا النَّبِيِّينَ وَالْمُرْسَلِينَ.

-"এরা দুজন নাবী-রাসূলগণ ছাড়া পূর্ববর্তী ও পরবর্তী যুগসমূহের সকল প্রৌঢ় জান্নাতবাসীর সর্দার হবেন।"[৭০]

❖ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর হাওযে কাউছারের সাথী

'আবদুল্লাহ ইবনু 'উমার (রা.) থেকে বর্ণিত। একবার রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আবূ বাকর (রা.)কে উদ্দেশ্য করে বলেন, أَنْتَ صَاحِبِي عَلَى الْحَوْضِ وَصَاحِبِي فِي الْغَارِ. -" তুমি হাওযে কাউছারের পাড়ে আমার সাথী হবে, যেমন তুমি ছাওর গুহায় আমার সাথী ছিলে।"[৭১]

---

৬৯ তিরমিযী, *আস-সুনান*, (আবওয়াবুল মানাকিব), হা.নং: ৩৬২৫; হাকিম, হাকিম, *আল-মুস্তাদরাক*, (কিতাবু মা'আরিফাতিস সাহাবা), হা.নং: ৩৬৯১; ফাকিহী, আখবারু মাক্কাহ, হা.নং:১৭৫০; তাবারানী, *আল-মু'জামুল কাবীর*, হা.নং:১৩০১২
বিশিষ্ট হাদীসবিশারদ হাকিম আন-নিশাপুরী (রাহ.) বলেন, এটি একটি বিশুদ্ধ সানাদের হাদীস। তবে ইমাম তিরমিযী (রা.) মন্তব্য করেন, এ হাদীসটি হাসান-গারীব।

৭০. তিরমিযী, *আস-সুনান*, (আবওয়াবুল মানাকিব), হা.নং: ৩৫৯৭ হযরত 'আলী (রা.) থেকেও এরূপ রিওয়ায়াত কয়েকটি সূত্রে বর্ণিত রয়েছে। তাঁর সূত্রে বর্ণিত কোনো কোনো রিওয়ায়াতের মধ্যে প্রৌঢ়দের পাশাপাশি যুবকদের কথাও বলা হয়েছে। (আহমাদ, *আল-মুসনাদ*, হা.নং: ৫৬৭)

৭১. তিরমিযী, *আস-সুনান*, (আবওয়াবুল মানাকিব), হা.নং: ৩৬০৩

❖ 'রিদওয়ানে আকবার' -এর সৌভাগ্য অর্জন

জাবির ইবনু 'আবদিল্লাহ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক সময় আমরা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর খিদমাতে উপস্থিত ছিলাম। এমন সময় আবদুল কায়স গোত্রের একটি প্রতিনিধি দল রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট আগমন করলো এবং তাদের কেউ কেউ অনর্থক কথাবার্তা বলতে লাগলো। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আবূ বাকর (রা)-এর দিকে তাকিয়ে বললেন, يَا أَبَا بَكْرٍ، سَمِعْتَ مَا قَالُوا ؟-"আবূ বাকর, তারা কী বলেছে শুনেছো তো?" আবূ বাকর (রা.) বললেন, نَعَمْ يَا رَسُولَ اللهِ، وَفَهِمْتُهُ.-"ইয়া রাসূলাল্লাহ, হ্যাঁ, শুনেছি এবং বুঝেছিও।" রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, তুমি তাদের কথার জবাব দাও। আবূ বাকর (রা.) তাদের কথার এতো সুন্দর উত্তর প্রদান করলেন যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁর কথায় মুগ্ধ হয়ে বললেন, يَا أَبَا بَكْرٍ، أَعْطَاكَ اللهُ الرِّضْوَانَ الْأَكْبَرَ.-"আবূ বাকর, আল্লাহ তোমাকে 'রিদওয়ানে আকবার' দান করুন!" কেউ জিজ্ঞেস করলো, ইয়া রাসূলাল্লাহ, রিদওয়ানে আকবার কী? রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, يَتَجَلَّى اللهُ لِعِبَادِهِ فِي الْآخِرَةِ عَامَّةً ، وَيَتَجَلَّى لِأَبِي بَكْرٍ خَاصَّةً.-"কিয়ামাতের দিন সাধারণভাবে সকল বান্দাহর জন্য আল্লাহ তা'আলার তাজাল্লী প্রকাশ পাবে, আর বিশেষভাবে প্রকাশ পাবে আবূ বাকর (রা.)-এর জন্য।"[৭২]

অন্য একটি সূত্রে জাবির (রা.) থেকে বর্ণিত রয়েছে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, আবূ বাকর, আমি কি তোমাকে কোনো সুখকর খবর দেবো না? আবূ বাকর (রা.) আরয করলেন, অবশ্যই, ইয়া রাসূলাল্লাহ। রাসূলুল্লাহ

---

৭২. হাকিম, *আল-মুস্তাদরাক*, (কিতাবু মা'আরিফাতিস সাহাবাহ), হা.নং: ৪৪৩৭; আবূ নু'আয়ম, *হিলয়াতুল আওলিয়া*, খ.২,পৃ. ২৬৫; ইবনু 'আসাকির, *তারীখু দিমাশক*, খ.৩০,পৃ. ১৬১-২; আল-মুহিব্ব আত-তাবারী, *আর-রিয়াদুন নাদিরাতু*.., পৃ.৭৭
হিজরাতের সময়ও যখন আবূ বাকর (রা.) তাঁর উষ্ট্রী নিয়ে এসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর খিদমাতে উপস্থিত হন এবং তাঁকে আরোহন করতে সবিনয় অনুরোধ জানান, তখনো তিনি আবূ বাকর (রা.)-এর জন্য 'রিদওয়ানে আকবারের' দু'আ করেছিলেন। (আল-মুহিব্ব আত-তাবারী, *আর-রিয়াদুন নাদিরাতু*.., পৃ.৭৭)
তবে এ হাদীসগুলো যে কয়টি সানাদে বর্ণিত হয়ে এসেছে, তা সবগুলোই অত্যন্ত দুর্বল। বিশিষ্ট হাদীস বিশারদ আল-হাকিম আন-নিশাপুরী (রাহ.) ছাড়া অন্য কোনো নির্ভরযোগ্য মুহাদ্দিস এরূপ কোনো হাদীস বর্ণনা করেননি। তদুপরি হাকিম (রাহ.)ও কোনোরূপ মন্তব্য করা ছাড়াই তাঁর হাদীসটি উল্লেখ করেছেন। ইবনুল জাওযী (রা.) এ সকল হাদীসকে বিশুদ্ধ নয় বলে উল্লেখ করেছেন। তন্মধ্যে কোনো কোনোটিকে মাওদূ' (জাল) বলেও আখ্যায়িত করেছেন। তিনি বলতে চেয়েছেন যে, এগুলো মূলত শী'আদের বিপরীতে পক্ষপাতদুষ্ট নীতিহীন সুন্নীদের মনগড়া রচনা। (ইবনুল জাওযী, *আল-মাওদূ'আত*, খ.১,পৃ.৩০৪-৮) মুল্লা 'আলী আল-কারী, আল-হাফিয আল-'ইরাকী, আবুল মাহাসিন আল-কাউকজী, সুয়ূতী, আবুল ফাদল আল-'ইরাকী, ইবনুল কাইয়ূম, যাহাবী, ও আজালূনী (রা.) প্রমুখ বিশিষ্ট মুহাদ্দিসগণও এ সকল হাদীস ভিত্তিহীন ও জাল বলে উল্লেখ করেছেন।

(সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, "-إِنَّ اللهَ يَتَجَلَّى لِلْخَلَائِقِ عَامَّةً، وَلَكَ خَاصَّةً. আল্লাহ তা'আলার তাজাল্লী সাধারণভাবে সকল সৃষ্টির জন্য প্রকাশ পাবে, আর তোমার জন্য বিশেষভাবে প্রকাশ পাবে।"[৭৩]

❖ আবূ বাকর (রা.)-এর মন রক্ষা করা

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সকলকে আবূ বাকর (রা.)-এর মন রক্ষা করে চলতে নির্দেশ দিতেন। কেউ তাঁকে কষ্ট দেবে কিংবা তাঁর সাথে বিবাদে লিপ্ত হবে- রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তা মোটেই পছন্দ করতেন না। বিদায় হাজ্জ থেকে ফিরে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এক সংক্ষিপ্ত ভাষণে বলেন, يَا أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّ أَبَا بَكْرٍ لَمْ يَسُؤْنِي طَرْفَةَ عَيْنٍ قَطُّ، فَاعْرِفُوا ذَلِكَ لَهُ . -"হে লোকেরা, আবূ বাকর কখনো এক মুহূর্তের জন্যও আমাকে দুঃখ দেয়নি। অতএব, তোমরা তার মর্যাদা রক্ষা করে চলো।"[৭৪]

আবুদ দারদা (রা.) থেকে বর্ণিত রয়েছে, তিনি বলেন, একবার 'উমার (রা.)-এর সাথে আবূ বাকর (রা.)-এর কিছু কটু কথাবার্তা হয় এবং আবূ বাকর (রা.) 'উমার (রা.)কে কিছু শক্ত কথা বলেন। পরে তিনি এটা উপলব্ধি করে অত্যন্ত অনুতপ্ত হন এবং 'উমার (রা.)কে বলেন, তুমি আমাকে ক্ষমা করে দাও। কিন্তু 'উমার (রা.) তা অস্বীকার করেন। তখন আবূ বাকর (রা.) নিজের কাপড়ের প্রান্তভাগ টেনে ধরে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর দরবারে উপস্থিত হন এবং সমস্ত ঘটনা খুলে বলেন। তখন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তিন বার বললেন, يَغْفِرُ اللهُ لَكَ يَا أَبَا بَكْرٍ! -"আবূ বাকর, আল্লাহ তোমার ত্রুটি ক্ষমা করুন!" তখন 'উমার (রা.) অত্যন্ত অনুতপ্ত হন এবং দ্রুত আবূ বাকর (রা.)-এর বাড়ি গমন করেন। কিন্তু সেখানে

---

৭৩. ইবনু 'আসাকির, *তারীখু দিমাশক*, খ.৩০,পৃ. ১৬২
আনাস ইবনু মালিক (রা.) থেকেও এরূপ একটি রিওয়ায়াত বর্ণিত রয়েছে। তবে তাঁর রিওয়ায়াতে হাদীসের উপর্যুক্ত অংশের সাথে এও রয়েছে- আবূ বাকর (রা.) জিজ্ঞেস করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ, 'রিদওয়ানে আকবার' কী? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন,

يا أبا بكر إذا كان يوم القيامة يتجلى الجبار لأهل الجنة فتراه ويراه أهل الجنة ويتجلى لك خاصة فلا يراه مخلوق غيرك.

-"কিয়ামাতের দিন আল্লাহ তা'আলা জান্নাতবাসীদের ওপর তাঁর তাজাল্লী প্রকাশ করবেন। এ সময় তুমিও তাঁকে দেখতে পাবে এবং সকল জান্নাতবাসীও তাঁকে দেখতে পাবে, আর তোমার ওপর বিশেষভাবে তাঁর তাজাল্লী প্রকাশ করবেন। তখন তুমি ছাড়া কেউ তাঁকে দেখতে পাবে না।" (ইবনু 'আসাকির, *তারীখু দিমাশক*, খ.৩০,পৃ. ১৬২)

৭৪. তাবারানী, *আল-মু'জামুল কাবীর*, হা.নং: ৫৫০৯; আবূ নু'আয়ম, *মা'আরিফাতুস সাহাবাহ*, হা.নং:২৯২৬, ২৯২৭

তাঁকে পাননি, তাই সোজা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর খিদমাতে হাযির হন। ‘উমার (রা.)কে দেখে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর পবিত্র চেহারায় রাগ ফুটে ওঠে। এতে ‘উমার (রা.)-এর অনাকাঙ্খিত কিছু হতে পারে- এ ভয়ে আবূ বাকর (রা.) হাঁটু গেড়ে বসে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট অত্যন্ত বিনয়ের সাথে আরয করলেন, وَاللهِ أَنَا كُنْتُ أَظْلَمَ. -“ইয়া রাসূলাল্লাহ, আল্লাহর কাসাম, আমিই বেশি অপরাধ করেছি।” এ কথা তিনি দু বার বললেন। এরপর রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন,

إِنَّ اللهَ بَعَثَنِي إِلَيْكُمْ فَقُلْتُمْ كَذَبْتَ وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ صَدَقَ وَوَاسَانِي بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ فَهَلْ أَنْتُمْ تَارِكُوا لِي صَاحِبِي.

-“আল্লাহ তা‘আলা যখন আমাকে তোমাদের নিকট প্রেরণ করেন, তখন তোমরা আমাকে অবিশ্বাস করেছিলে; কিন্তু আবূ বাকর (রা.)ই আমাকে পরিপূর্ণ বিশ্বাস করেছিল এবং নিজের জীবন ও ধন-সম্পদ দ্বারা আমার চিন্তা ও দুঃখ লাঘবের চেষ্টা করেছিল। এরপরও কি তোমরা আমার সাথীর খাতির করবে না? অর্থাৎ তাঁকে কষ্ট দেয়া থেকে বিরত থাকবে না?”

রাবী বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এ বাক্যটি দুবার উচ্চারণ করেছিলেন। তাঁকে এরপরে আর কষ্ট দেয়া হয়নি।[৭৫]

❖ আবূ বাকর (রা.)-এর প্রশংসা শুনতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর আগ্রহ

হাবীব ইবনু আবী হাবীব (রা.) বলেন, একদিন আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর খিদমাতে উপস্থিত হয়ে দেখি যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁর সভা কবি হাসসান ইবনু ছাবিত (রা.)কে উদ্দেশ্য করে বললেন, قُلْتَ فِي أَبِي بَكْرٍ شَيْئًا ؟-“তুমি কী আবূ বাকর (রা.)-এর প্রশংসায় কোনো কবিতা লিখেছো?” হাসসান (রা.) জবাব দিলেন, হ্যাঁ। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, قُلْ حَتَّى أَسْمَعَ -“তা হলে বল, আমি শুনি।” এরপর হাসসান (রা.) আবৃত্তি করলেন,

وثانِيَ اثنينِ فِي الغارِ المُنيفِ وقد ... طاف العدُوُّ به إذْ صَعَّدَ الجَبَلا

وكان حِبَّ رسولِ اللهِ قد عَلِموا ... من الخلائق لم يَعدِلْ به رَجُلاَ

---

৭৫. বুখারী, *আস-সাহীহ*, (কিতাবুল মানাকিব), হা.নং:৩৩৮৮

-"ইনিই সে ছিদ্দীক, যিনি সুমহান গুহার মধ্যে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সাথে দু'জনের মধ্যে দ্বিতীয় ব্যক্তি ছিলেন। যখন তিনি পাহাড়ের ওপর আরোহন করেছিলেন, তখন শত্রুরা তাঁকে ঘিরে ফেলেছিল।

তিনি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর প্রিয়জন ছিলেন। সকলেই এ কথা জানে যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সৃষ্টির মধ্যে কাউকে তাঁর সমকক্ষ গণ্য করতেন না।"

এ কবিতা শুনে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আনন্দিত হয়ে এমনভাবে মুচকি হাসেন যে, তাঁর পবিত্র দন্ত দৃষ্টিগোচর হয়। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, صَدَقْتَ، يَا حَسَّانُ، هُوَ كَمَا قُلْتَ. -"হ্যাঁ, হাসসান! তুমি সত্যই বলেছো। নিঃসন্দেহে আবূ বাকর (রা.) এরূপই।"[৭৬]

গ. সাহাবা কিরাম (রা.)-এর চোখে আবূ বাকর (রা.)

এ পর্যায়ে তেমন বেশি কিছু লেখার প্রয়োজন নেই। আমরা খিলাফাত অধ্যায়ে এ বিষয়ে তাঁদের বিভিন্ন উক্তি সবিস্তারে উল্লেখ করেছি। সাহাবী মাত্রই আবূ বাকর (রা.)-এর মর্যাদা সম্পর্কে জ্ঞাত ছিলেন এবং তদনুযায়ী তাঁরা তাঁকে শ্রদ্ধাও করতেন। সাহাবা কিরাম (রা.)-এর চোখে আবূ বাকর (রা.)-এর মর্যাদা কিরূপ ছিল, তা পরিমাপের জন্য আমি 'উমার (রা.)-এর একটি বক্তব্যই যথেষ্ট মনে করি। একবার তিনি আবূ বাকর (রা.)-এর মর্যাদার বর্ণনা দিতে গিয়ে বললেন, لَيْتَنِي شَعْرَةٌ فِي صَدْرِ أَبِي بَكْرٍ. -"আহ! আমি যদি আবূ বাকর (রা.)-এর বুকের একটি পশম হতাম!"[৭৭] আমরা এখানে নমুনাস্বরূপ তাঁদের আরো কয়েকটি উক্তি তুলে ধরবো, যা থেকে আবূ বাকর (রা.)-এর শ্রেষ্ঠত্ব ও উচ্চ মান-মর্যাদার প্রমাণ পাওয়া যায়।

❖ সকল নেক কাজে অগ্রগামী

'উমার (রা.) বলেন, একদিন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন,

مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَقْرَأَ الْقُرْآنَ رَطْبًا كَمَا أُنْزِلَ فَلْيَقْرَأْهُ عَلَى قِرَاءَةِ ابْنِ أُمِّ عَبْدٍ.

---

৭৬. হাকিম, *আল-মুস্তাদরাক,* (কিতাবু মা'আরিফাতিস সাহাবাহ), হা.নং: ৪৩৮৭, ৪৪৩৫; ইবনু সা'দ, *আত-তাবাকাতুল কুবরা,* খ.৩,পৃ.১৭৪; সুয়ূতী, *আর-রাওদুল আনীক..,* হা.নং:৪০

৭৭. ইবনু 'আসাকির, *তারীখু দিমাশক,* খ.৩০, পৃ.৩৪৩; সুয়ূতী, *তারীখুল খুলাফা,* পৃ.৫৬; ইবনু 'আবদিল বারর, *আল-ইস্তি'আব,* খ.১,পৃ.৩৫৬

-"যে ব্যক্তি কুর'আন যেভাবে নাযিল হয়েছে, ঠিক সেভাবে স্বাচ্ছন্দ্যে তিলাওয়াত করতে চাইবে, সে যেন 'আবদুল্লাহ ইবনু মাস'উদের পড়া অনুকরণ করে।"

'উমার (রা.) বলেন, আমি মনে মনে আল্লাহ্র নামে এ প্রতিজ্ঞা করলাম যে, আমি এ শুভ সংবাদটি অতি প্রত্যুষে 'আবদুল্লাহ ইবনু মাস'উদ (রা.)-এর নিকট গিয়ে পৌঁছে দেবো। প্রতিজ্ঞা মতো ইবনু মাস'উদ (রা.)-এর কাছে সুসংবাদটি পৌঁছে দেয়ার জন্য অতি প্রত্যুষে বের হয়ে দেখি যে, আবূ বাকর (রা.) আমার আগেই গিয়ে সুসংবাদটি ইবনু মাস'উদ (রা.)কে জানিয়ে দিয়েছেন। এরপর আমার বিশ্বাস জন্মালো যে, وَلَا وَاللّٰهِ مَا سَبَقْتُهُ إِلَى خَيْرٍ قَطُّ إِلَّا وَسَبَقَنِي إِلَيْهِ. -"না, পারলাম না, আল্লাহর কাসাম, যে কোনো ভালো কাজেই আমি আবূ বাকর (রা.)-এর চেয়ে অগ্রগামী থাকতে চেয়েছি, তাতেই আমি অকৃতকার্য হয়েছি। আর তিনিই সর্বদা আমার চেয়ে অগ্রণী রয়েছেন।"[৭৮]

❖ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর জন্য আত্মোৎসর্গ ও ইসলামের বিষয়ে দৃঢ়তা

একবার 'উমার (রা.)-এর নিকট আবূ বাকর (রা.)-এর আলোচনা ওঠলো। তখন তিনি কাঁদতে লাগলেন এবং বললেন,

وَدِدْتُ أَنَّ عَمَلِيْ كُلَّهُ مِثْلَ عَمَلِهِ يَوْمًا وَاحِدًا مِنْ أَيَّامِهِ وَلَيْلَةً وَاحِدَةً مِنْ لَيَالِيْهِ، أَمَّا لَيْلَتُهُ فَلَيْلَةٌ سَارَ مَعَ رَسُوْلِ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِلَى الْغَارِ ...وَأَمَّا يَوْمُهُ فَلَمَّا قُبِضَ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم ارْتَدَّتِ الْعَرَبُ وَقَالُوا : لَا نُؤَدِّي زَكَاةً . فَقَالَ : لَوْ مَنَعُوْنِي عِقَالًا لَجَاهَدْتُهُمْ عَلَيْهِ . . .

-"আমার আন্তরিক কামনা ছিল, আহ! আমার সারা জীবনের নেকী যদি আবূ বাকর (রা.)-এর একদিন ও এক রাতের নেকীর সমান হতো! রাতটি হলো যে রাতে তিনি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)কে নিয়ে মাক্কা শারীফ ত্যাগ করে মাদীনার দিকে হিজরাতের পথে ছাওর পর্বতের গুহায় অবস্থান করেছিলেন। আর দিনটি হলো রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর ওফাতের পর যে দিন তিনি যাকাত অস্বীকারকারীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছিলেন।"[৭৯]

---

৭৮. আহমাদ, *আল-মুসনাদ*, (মুসনাদু 'উমার রা.) হা.নং: ১৭০, (মুসনাদ 'আবদিল্লাহ ইবনি মাস'উদ), হা.নং: ৪১১২; তাহাভী, *মুশকিলুল আছার*, হা.নং: ৪৮৭৭

৭৯. তাবরিযী, *মিশকাতুল মাসাবীহ*, (কিতাবুল মানাকিব), হা.নং: ৬০২৫; আল-মুহিব্বু আত-তাবারী, *আর-রিয়াদুন নাদিরাতু*, পৃ.৪৫

❖ দীনকে সুদৃঢ় ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত করা

'আলী (রা.) উষ্ট্রযুদ্ধের দিন বললেন,

إنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَعْهَدْ إِلَيْنَا عَهْدًا نَأْخُذُ بِهِ فِي الْإِمَارَةِ وَلَكِنَّهُ شَيْءٌ رَأَيْنَاهُ مِنْ قِبَلِ أَنْفُسِنَا ثُمَّ اسْتُخْلِفَ أَبُو بَكْرٍ رَحْمَةُ اللهِ عَلَى أَبِي بَكْرٍ فَأَقَامَ وَاسْتَقَامَ ثُمَّ اسْتُخْلِفَ عُمَرُ رَحْمَةُ اللهِ عَلَى عُمَرَ فَأَقَامَ وَاسْتَقَامَ حَتَّى ضَرَبَ الدِّينُ بِجِرَانِهِ.

-"খিলাফাতের ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমাদেরকে কোনো অসিয়্যাত করে যাননি যে, আমরা তদনুযায়ী কাজ করবো। বরং তা এমন একটি বিষয় ছিল, যা আমরা নিজেদের মধ্যে পরামর্শ করে আমাদের ধারণায় যা সঙ্গত মনে হয়েছে তা-ই স্থির করেছি। সুতরাং আবূ বাকর (রা.) খালীফা নির্বাচিত হলেন। আল্লাহ তা'আলা তাঁর প্রতি রাহমাত বর্ষণ করুন! তিনি এ দীনকে অত্যন্ত সুদৃঢ় করেছেন এবং নিজেও সঠিক পথের ওপর অধিষ্ঠিত ছিলেন। এরপর 'উমার (রা.) খালীফা নির্বাচিত হলেন। আল্লাহ তা'আলা তাঁর প্রতিও রাহমাত বর্ষণ করুন! তিনিও এ দীনকে অত্যন্ত সুদৃঢ় করেছেন এবং নিজেও সঠিক পথের ওপর অধিষ্ঠিত ছিলেন। অবশেষে এ দীন একটি শক্ত ভিত্তির ওপর দাঁড়ালো।"[৮০]

❖ উম্মাতের সর্বোত্তম ব্যক্তি

জাবির ইবনু 'আবদিল্লাহ (রা.) থেকে বর্ণিত। একদিন 'উমার (রা.) আবূ বাকর (রা.)কে উদ্দেশ্য করে বললেন, !يَا خَيْرَ النَّاسِ بَعْدَ رَسُولِ اللهِ -"হে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর পরে সর্বোত্তম ব্যক্তি।" এরপর আবূ বাকর (রা.) বললেন,

أَمَا إِنَّكَ إِنْ قُلْتَ ذَاكَ فَلَقَدْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَا طَلَعَتْ الشَّمْسُ عَلَى رَجُلٍ خَيْرٍ مِنْ عُمَرَ.

-"তুমি এটা কী বলছো! আমি তো রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)কে বলতে শুনেছি যে, পৃথিবীতে 'উমার (রা.)-এর চেয়ে উত্তম কোনো ব্যক্তি নেই।"[৮১]

---

৮০. আহমাদ, *আল-মুসনাদ*, হা.নং: ৮৭৭

৮১. তিরমিযী, *আস-সুনান*, (আবওয়াবুল মানাকিব), হা.নং: ৩৬১৭; হাকিম, *আল-মুস্তাদরাক*, (কিতাবু মা'আরিফাতিস সাহাবাহ) হা.নং:৪৪৮৩
এ হাদীসটি সাহীহ নয়। বিশিষ্ট হাদীস বিশারদ নাসিরুদ্দীন আলবানী (রা.)-এর গবেষণা মতে, এটা মাওদূ' (জাল)। (আলবানী, *দা'ঈফু সুনানিত তিরমিযী*, পৃ.৪৯৩) ইমাম তিরমিযী (রা.)ও

'আবদুল্লাহ ইবনু সালামাহ (রা.) থেকে বর্ণিত। 'আলী (রা.) বলেছেন,

خَيْرُ النَّاسِ بَعْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبُو بَكْرٍ وَخَيْرُ النَّاسِ بَعْدَ أَبِي بَكْرٍ عُمَرُ.

-"রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর পরে সর্বোত্তম ব্যক্তি হলেন আবূ বাকর (রা.), আর আবূ বাকর (রা.)-এর পর সর্বোত্তম ব্যক্তি হলেন 'উমার।"[৮২]

মুহাম্মাদ ইবনুল হানাফিয়্যাহ (রাহ.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আমার পিতা 'আলী (রা.)কে জিজ্ঞেস করলাম, مَنْ خَيْرُ النَّاسِ بَعْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟-"রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর পরে সর্বোত্তম ব্যক্তি কে? তিনি বললেন, আবূ বাকর (রা.)। আমি বললাম, তাঁর পরে কে? তিনি বললেন, 'উমার (রা.)। আমি ধারণা করলাম, আমি যদি তৃতীয় ব্যক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করি, তবে তিনি উত্তর দেবেন, 'উছমান (রা.)। তাই আমি বলে ফেললাম, তাঁর পরে কি আপনি? তিনি বললেন, أَبُوكَ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ.-"না, তোমার পিতা সাধারণ মুসলিমদের একজন।"[৮৩]

আবূ বাকর ইবনু 'আইয়াশ (রা.) থেকে বর্ণিত। আবূ হুসাইন (রা.) বলেন, وَاللهِ مَا وَلَدَ لِآدَمَ بَعْدَ النَّبِيِّينَ وَالْمُرْسَلِينَ أَفْضَلَ مِنْ أَبِي بَكْرٍ .-"আল্লাহর কাসাম, নাবী-রাসূলগণের পরে আবূ বাকর (রা.)-এর চেয়ে শ্রেষ্ঠ কোনো মানব সন্তান নেই।"[৮৪]

ঘ. আবূ বাকর (রা.)-এর ঈমান

❖ আল্লাহর প্রতি পূর্ণ ও সুদৃঢ় ঈমান

আবূ বাকর (রা.) ছিলেন পূর্ণ ও সুদৃঢ় ঈমানের অধিকারী। তাঁর মতো গভীর ধর্ম-বিশ্বাস আর কোনো মানুষের মধ্যে আজ পর্যন্ত দেখা যায়নি। কারো মধ্যে ঈমান তখনই পূর্ণ ও সুদৃঢ় হয়ে ওঠে, যখন একদিকে তার মন-মগজ সকল প্রকার বাতিল চিন্তা

এ হাদীস সম্পর্কে মন্তব্য করেন, هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ وَلَيْسَ إِسْنَادُهُ بِذَاكَ.- "এ হাদীসটি গারীব। অর্থাৎ তা কেবল একটি সূত্রে বর্ণিত হয়েছে। অন্য কোনো সূত্রে আমি হাদীসটি পাইনি। তদুপরি হাদীসটির সানাদও ঐ পর্যায়ের নয় অর্থাৎ গ্রহণযোগ্য মানের নয়।" তবে বিশিষ্ট হাদীস বিশারদ আল-হাকিম নিশাপুরী (রাহ.) একে একটি বিশুদ্ধ সানাদের হাদীস বলে উল্লেখ করেছেন। (হাকিম, *আল-মুস্তাদরাক*, (কিতাবু মা'আরিফাতিস সাহাবাহ) হা.নং:৪৪৮৩) উল্লেখ্য যে, হাদীসের প্রথমাংশের বক্তব্য বিশুদ্ধ। বিভিন্ন সাহীহ হাদীস দ্বারা তা প্রমাণিত।

৮২. ইবনু মাজাহ, *আস-সুনান*, (আল-মুকাদ্দামাহ), হা.নং: ১০৩

৮৩. ইবনু আবী শায়বাহ, *আল-মুছান্নাফ*, খ.৭,পৃ.৪৭৩; তাবারানী, *আল-মু'জামুল আওসাত*, হা.নং: ৪৯২৮

৮৪. আহমাদ, *ফাদা'য়িলুস সাহাবাহ*, হা.নং: ৫৭৪

ও মতাদর্শ হতে মুক্ত এবং অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সকল প্রকার অন্যায় ও পাপ কাজ থেকে বিরত থাকে, অপরদিকে পরিবার-সমাজ-রাষ্ট্রকে সকল প্রকারের মিথ্যা ও অন্যায়ের যুলুমাত থেকে মুক্ত করে সত্য ও ন্যায়ের আলোতে উদ্ভাসিত করার কাজে নিজেকে নিরন্তর ব্যাপৃত রাখে। আবূ বাকর (রা.) ঈমানের এ তাৎপর্য ও দাবি সঠিকভাবে হৃদয়ঙ্গম করতে পেরেছিলেন। ঈমান তাঁর অন্তরে-মননে-চিন্তা-চেতনায় এমন গভীরভাবে স্থান দখল করে নিয়েছিল যে, তাঁর কথাবার্তায়, আচার-আচরণে ও কাজকর্মে ঈমানের উজ্জ্বলতম পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁর চিন্তা-চেতনায় পবিত্রতার, চরিত্রে মহত্বের, আচার-আচরণে আভিজাত্যের এবং কথাবার্তায় সরলতার স্ফুরণ ঘটে। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর পরে এরূপ পূর্ণ ও সুদৃঢ় ঈমান আবূ বাকর (রা.)-এর মধ্যে যতটা প্রকটভাবে পরিলক্ষিত হয়, ততটুকু উম্মাতের আর কারো মধ্যে হয়নি। এ কারণে বাকর ইবনু 'আবদিল্লাহ আল-মুযানী (রা.) বলেন,

> إنّ أبَا بَكْرٍ لَمْ يَفْضُلِ النَّاسَ بِأَنَّهُ كَانَ أَكْثَرَهُمْ صَلَاةً وَصَوْمًا ، إنَّمَا فَضَلَهُمْ بِشَيْءٍ كَانَ فِي قَلْبِهِ .
>
> -"আবূ বাকর (রা.) বেশি নামায পড়ে কিংবা রোযা রেখে সকলের চেয়ে শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করেছেন, তা নয়; বরং তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব লাভের প্রকৃত কারণ হলো, তাঁর অন্তরের সুদৃঢ় বিশ্বাস।"[৮৫]

আবূ বাকর (রা.)-এর ঈমান সম্পর্কে উমার (রা.) এভাবে মন্তব্য করেন- لَوْ وُزِنَ إِيْمَانُ أَبِي بَكْرٍ بِإِيْمَانِ أَهْلِ الْأَرْضِ لَرَجَحَ -"যদি আবূ বাকর (রা.)-এর ঈমান ও গোটা পৃথিবীবাসীর ঈমান দাঁড়িপাল্লায় ওযন করা হয়, তবে নিঃসন্দেহে আবূ বাকর (রা.)-এর পাল্লাই ভারী হবে।"[৮৬] বস্তুত যুক্তি ও জ্ঞানের উর্ধ্বে তিনি ঈমান বা বিশ্বাসকে স্থান দিতেন। এ এক গভীর সত্যানুভূতি। ঈমান যে মানব জীবনে কতো অপরিহার্য এবং

---

৮৫. আহমাদ, *ফাদা'য়িলুস সাহাবাহ,* হা.নং:১১০
এ হাদীসটি বিশিষ্ট মুহাদ্দিস দায়লামী (রাহ.) আনাস ইবনু মালিক (রা.)-এর সূত্রে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন। আল-হাকীম আত-তিরমিযী ও আবূ ইয়া'লা (রাহ.) প্রমুখ 'আয়িশা (রা.) থেকে এবং আহমাদ ইবনু মানী' (রাহ.) আবূ বাকর ইবনু 'আইয়াশ (রা.) থেকে মারফূ' হাদীস হিসেবে উল্লেখ করেছেন। তবে হাফিয যায়নুদ্দীন আল-'ইরাকী (রা.) বলেন, এটি আমি নির্ভরযোগ্য কোনো হাদীসগ্রন্থেই মারফূ' হাদীস হিসাবে পাই নি। (সাখাবী, *আল-মাকাসিদুল হাসানাহ,* খ১,পৃ.১৯৬; 'আজালূনী, *কাশফুল খাফা,* খ.২,পৃ.১৯০) তা ছাড়া ইমাম আহমাদ (রাহ.) '*ফাদা'য়িলুস সাহাবাহ*'-এর মধ্যে এবং আল-হাকীম আত-তিরমিযী (রাহ.) তাঁর '*নাওয়াদিরুল উসূল*'-এর মধ্যে এটি বাকর ইবনু 'আবদুল্লাহ (রা.)-এর নিজস্ব বক্তব্য রূপে উল্লেখ করেছেন। আমি মনে করি, এটিই সঠিক।

৮৬. ইবনু বাত্তাহ, *আল-ইবানাতুল কুবরা,* হা.নং: ১১৫৫; বাইহাকী, *শু'আবুল ঈমান,* হা.নং:৩৫; ইবনু হাজার, *লিসানুল মীযান,* খ.২,পৃ.৪৮; যাহাবী, *সিয়ারু আ'লামিন নুবালা',* খ.৮,পৃ.৪০৫, *মীযানুল ই'তিদাল,* খ.২,পৃ.৪৫৫; ইবনু 'আদী, *আল-কামিল,* খ.৪,পৃ.২০১

সত্যদর্শনে কতো কার্যকর আবূ বাকর (রা.)-এর জীবনে তা আমরা দেখতে পাই। যুক্তি-তর্ক দ্বারা যেখানে সত্যকে পাওয়া যায় না, সেখানেই বিশ্বাস আমাদের একমাত্র সহায়। বিশ্বাস আমাদের জীবনকে সার্থক ও সুন্দর করে, সত্যের উপলব্ধি সহজ করে। কঠিন সংশয়ের মুহূর্তে আবূ বাকর (রা.) তাঁর অন্তরের বিশ্বাস দ্বারা চালিত হয়েছেন। এ বিশ্বাসে কোনোরূপ দুর্বলতা ছিল না, কারণ এটি ছিল তাঁর দিব্য-দৃষ্টি বা সত্য দর্শন।

আল্লাহ ও রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর প্রতি তাঁর বিশ্বাস ও আস্থা কিরূপ সুদৃঢ় ও প্রগাঢ় ছিল নিম্নের এ রিওয়ায়াত থেকে তা পরিস্ফুট হয়। আবূ হুরাইরাহ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ফাজরের নামায পড়ে লোকদের দিকে ফিরে বললেন, এক ব্যক্তি একটি গরুর পিঠে আরোহন করে তাকে হাঁকানোর উদ্দেশ্যে প্রহার করতে লাগল। তখন গরুটি বলল, আমাদেরকে তো এ উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করা হয়নি; বরং আমাদের কেবল চাষাবাদের জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে। তখন লোকজন বিস্মিত হয়ে বললো, গরু কি কথা বলে! এ কথা শুনে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, فَإِنِّي أُومِنُ بِهَذَا أَنَا وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ -" আমি এটা বিশ্বাস করি এবং আবূ বাকর ও 'উমার (রা.)ও এটা বিশ্বাস করে।" রাবী বলেন, ঐ সময় তাঁরা সেখানে উপস্থিত ছিলেন না। অনুরূপভাবে জনৈক ব্যক্তি (চারণভূমিতে) নিজের মেষপাল চরাচ্ছিল। ইত্যবসরে এক নেকড়ে এসে মেষপালের ওপর চড়াও হয় এবং একটি মেষ নিয়ে যায়। এরপর লোকটি তার খোঁজে এভাবে বের হয় যে, যেন সে তাকে নেকড়ের কবল থেকে মুক্ত করবে। তখন নেকড়েটি তাকে বললো, তুমি কি এ মেষটিকে আমার হাত থেকে মুক্ত করতে চাও! তা হলে যে দিন আমি ছাড়া এ মেষের কোনো পাহারাদার থাকে না, সে দিন তাকে কে রক্ষা করবে? তখন লোকজন বিস্মিত হয়ে বললো, নেকড়ে কি কথা বলে! এ কথা শুনে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, فَإِنِّي أُومِنُ بِهَذَا أَنَا وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ -"আমি এটা বিশ্বাস করি এবং আবূ বাকর ও 'উমার (রা.)ও এটা বিশ্বাস করে।" রাবী বলেন, ঐ সময় তাঁরা সেখানে উপস্থিত ছিলেন না।[৮৭]

দেখুন! আবূ বাকর (রা.) ও 'উমার (রা.)-এর প্রতি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর কতোটুকু বিশ্বাস ও আস্থা! তিনি তাঁদের দু'জনের ঈমানকে অন্যান্য সাহাবা কিরামের ঈমানের চেয়ে পৃথকভাবে মূল্যায়ন করেছেন! আবূ বাকর (রা.)-এর মধ্যে যেরূপ দৃঢ় ঈমান, সত্যনিষ্ঠতা এবং আল্লাহ ও রাসূলের প্রতি প্রগাঢ় অনুরাগ ছিল তা উম্মাতের কারো মধ্যে ছিল না।

---

৮৭. বুখারী, *আস-সাহীহ,* (কিতাব: আহাদীছুল আম্বিয়া), হা.নং: ৩২১২; মুসলিম, *আস-সাহীহ,* (কিতাব: *ফাদা'য়িলুস সাহাবাহ*), হা.নং:৪৪০১

❖ আল্লাহর প্রতি প্রগাঢ় ভালোবাসা ও তাঁর উদ্দেশ্যে জীবন-মরণ উৎসর্গ

একজন ঈমানদারের প্রতি ঈমানের দাবি হলো, সে সবার চেয়ে আল্লাহকেই বেশি ভালোবাসবে[৮৮] এবং অন্যের প্রতি তার যে অনুরাগ বা বিরাগ, সন্তুষ্টি বা ক্ষোভ, দান বা বারণ- তা হবে একান্ত আল্লাহ তা'আলার উদ্দেশ্যে।[৮৯] তাকে জীবনের প্রতিটি কাজে ও প্রতিটি অবস্থায় এ কথা মনে রাখতে হবে যে, আমার এবং সমগ্র বিশ্বের একজন পালনকর্তা আছেন, আমি তাঁর গোলাম মাত্র এবং আমার জীবনের জান-মাল, 'ইযযাত-আব্রু, চেষ্টা-সাধনা তথা জীবনের সকল কিছুই তাঁর জন্যই নিবেদন করতে হবে এবং আমার জীবনের সকল গতিবিধি ও কর্মকাণ্ডের পেছনে উদ্দেশ্য হবে একমাত্র তাঁর সন্তুষ্টি লাভ। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ.لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَٰلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ﴾

-"(হে রাসূল,) বল, আমার সালাত, আমার সমগ্র 'ইবাদাত, আমার জীবন, আমার মরণ- সবই বিশ্ব-প্রতিপালক আল্লাহর জন্য নিবেদিত। তাঁর কোনো শারীক নেই। আমি এ মর্মে আদিষ্ট হয়েছি এবং আমিই তাঁর প্রতি প্রথম আত্মসমর্পণকারী মুসলিম।"[৯০]

এ আয়াতে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে তাঁর জীবনের সকল কিছু আল্লাহ তা'আলার উদ্দেশ্যে নিবেদিত করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। সাথে সাথে এও বলা হয়েছে যে, এরূপ আল্লাহর একনিষ্ঠ অনুগত বান্দাহদের মধ্যে তিনিই হলেন সর্বপ্রথম।

এটা সর্বস্বীকৃত বিষয় যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর পর তাঁর উম্মাতের মধ্যে উপর্যুক্ত বৈশিষ্ট্যের পূর্ণ অধিকারী হলেন আবূ বাকর আছ্-ছিদ্দীক (রা.)। তিনি আল্লাহকেই সবচেয়ে বেশি ভালোবাসতেন। তাঁর জীবন-মরণ, ধন-সম্পদ, 'ইযযাত-আব্রু তথা সবকিছুই একমাত্র আল্লাহ তা'আলার জন্য নিবেদিত ছিল। বাকর ইবনু 'আবদুল্লাহ আল-মুযানী (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

---

৮৮. আল্লাহ তা'আলা বলেন, (وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ)-"আর ঈমানদাররা তো আল্লাহর প্রতিই সর্বাধিক ভালোবাসা পোষণ করে।" (আল-কুর'আন, ২ [সূরা আল-বাকারাহ]: ১৬৫)

৮৯. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, مَنْ أَحَبَّ لِلَّهِ وَأَبْغَضَ لِلَّهِ وَأَعْطَى لِلَّهِ وَمَنَعَ لِلَّهِ فَقَدِ اسْتَكْمَلَ الْإِيمَانَ-" যার ভালোবাসা, শত্রুতা, দান ও বারণ প্রভৃতি কেবল আল্লাহর জন্যই হবে, তার ঈমান পরিপূর্ণতা লাভ করেছে।" (আবূ দাউদ, *আস-সুনান*, [কিতাবুস সুন্নাহ], হা.নং:৪০৬১)

৯০. আল-কুর'আন, ৬ [সূরা আল-আন'আম]: ১৬২

مَا فَاقَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَصْحَابَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِصَوْمٍ وَلَا صَلَاةٍ وَلَكِنْ بِشَيْءٍ كَانَ فِي قَلْبِهِ .

-"রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সাহাবীগণের মধ্যে আবূ বাকর (রা.)-এর শ্রেষ্ঠত্ব লাভের কারণ তাঁর রোযাও নয়, নামাযও নয়; বরং এর কারণ হলো এমন একটি বিষয়, যা তাঁর অন্তরে বিদ্যমান ছিল।"

ইবনু 'উলাইয়্যাহ (রাহ.) বলেন, আর তা হলো- আল্লাহর ভালোবাসা এবং তাঁর উদ্দেশ্যে জীবন ও মরণ।"[৯১] ইতঃপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, তাবূক অভিযানের সময় আবূ বাকর (রা.) নিজের যাবতীয় সম্পদ রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর খিদমাতে হাযির করেন। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁকে জিজ্ঞেস করেন, مَا أَبْقَيْتَ لِأَهْلِكَ؟ -"তুমি তোমার পরিবারের জন্য কী রেখে এসেছো?" তিনি উত্তর দেন, أَبْقَيْتُ لَهُمُ اللهَ وَرَسُولَهُ. -"আমি তাদের জন্য আল্লাহ ও রাসূলকে রেখে এসেছি।"[৯২] আবূ বাকর আল-ওয়াসিতী (রাহ.) বলেন, আবূ বাকর আছ্-ছিদ্দীক (রা.) তাঁর এ উক্তি দ্বারা মা'রিফাত ও তারীকাত জগতের এক গুরুত্বপূর্ণ রহস্য উদঘাটন করে দিয়েছেন।[৯৩]

মোট কথা আবূ বাকর (রা.) সর্বার্থে একজন রাব্বানী অর্থাৎ আল্লাহপ্রেমিক নিষ্ঠাবান বান্দাহ ছিলেন। তাঁর সকল কাজে ও কথায় আল্লাহপ্রেমের উজ্জ্বলতম প্রমাণ মেলে। বিশিষ্ট সূফী সাহল (রা.) বলেন, الرَّبَّانِي الَّذِي لَا يَخْتَارُ عَلَى رَبِّهِ حَالًا. -"রাব্বানী হলেন, যিনি তাঁর রাব্বকে ত্যাগ করে অন্য কোনো অবস্থাই ইখতিয়ার করেন না। অর্থাৎ যিনি সর্বাবস্থায় আল্লাহর প্রতি মনোনিবিষ্ট থাকেন।[৯৪] বিশিষ্ট সূফী ইবনু 'আতা [মৃ.৭০৯হি.] (রাহ.)কে কেউ একজন জিজ্ঞেস করলেন, ﴿كُونُوا رَبَّانِيِّينَ﴾-এর অর্থ কী? তিনি জবাব দিলেন, এর অর্থ হলো- আবূ বাকর (রা.)-এর মতো হয়ে যাও। তিনি বলেন, 'রাব্বানী' প্রকৃতপক্ষে ঐ ব্যক্তিকে বলা হয়, যার ইহকাল ও পরকাল একীভূত হয়ে যায়, অথচ তাঁর মধ্যে কোনো চাঞ্চল্য বা অস্থিরতা সৃষ্টি হয় না। আবূ বাকর (রা.)-এর চরিত্রও ছিল তা-ই। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর ওফাতের পর সাহাবী মাত্রই উদ্বিগ্ন ও অস্থির হয়ে পড়েছিলেন; কিন্তু আবূ বাকর (রা.)-এর মধ্যে কোনো রূপ অস্থিরতার সৃষ্টি হয়নি। তিনি অত্যন্ত সাহসিকতার সাথে বলেন,

---

৯১. আবূ নাসর আত-তূসী, *আল-লুমা'*, পৃ.১২৩; সাফারীনী, *গিযাউল আলবাব*, খ.১,পৃ.৬৫

৯২. আবূ দাউদ, *আস-সুনান*, (কিতাবুয যাকাত), হা.নং: ১৪২৯; তিরমিযী, *আস-সুনান*, (কিতাবুল মানাকিব), হা.নং:৩৬০৮

৯৩. আবূ নাসর আত-তূসী, *আল-লুমা'*, পৃ.১২১

৯৪. আলূসী, *রূহুল মা'আনী*, খ.৩,পৃ.১২৭

مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يَعْبُدُ مُحَمَّدًا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنَّ مُحَمَّدًا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ مَاتَ وَمَنْ كَانَ يَعْبُدُ اللهَ فَإِنَّ اللهَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ.

-"হে লোক সকল, তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর ইবাদাত করতো, তার জেনে নেয়া উচিত যে, মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মৃত্যুবরণ করেছেন। কিন্তু যে ব্যক্তি আল্লাহর ইবাদাত করে, তার বিশ্বাস রাখা উচিত যে, আল্লাহ জীবিত এবং কখনো তাঁর মৃত্যু হবে না।"[৯৫]

বিশিষ্ট সূফী দাতা গঞ্জেবখশ (রাহ.) বলেন, তাসাউফের মূল হলো صفا অর্থাৎ পবিত্রতা। অতএব, যার অন্তর আল্লাহ ব্যতীত অন্যের ধ্যান-ধারণা থেকে মুক্ত এবং পার্থিব লোভ-লালসা থেকে পবিত্র, সে-ই প্রকৃত সূফী। তিনি বলেন, উপরিউক্ত দুটি ঘটনা থেকেই স্পষ্টত বুঝা যায় যে, আবূ বাকর (রা.)-এর মধ্যে এ দুটি গুণ পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান ছিল। তাঁর অন্তর যেমন আল্লাহ ছাড়া অন্য সব কিছুর চিন্তা-ধারণা থেকে সম্পূর্ণ পবিত্র ছিল, তেমনি পার্থিব সকল লোভ-লালসা থেকেও সম্পূর্ণ মুক্ত ছিল।[৯৬]

❖ দীনী চেতনা ও মূল্যবোধ

'আবদুল্লাহ ইবনু 'আমর ইবনিল 'আস (রা.) বলেন, আসমা' বিনতু 'উমাইস (রা.) আবূ বাকর (রা.)-এর বিবাহাধীন থাকার সময় একবার বানূ হাশিমের কয়েকজন লোক আসমা' (রা.)-এর ঘরে প্রবেশ করেছিলেন। এরপর আবূ বাকর (রা.) ঘরে প্রবেশ করে তাদের দেখতে পান। তিনি তাদের এ প্রবেশকে ভালো মনে করলেন না এবং সোজা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর খিদমাতে উপস্থিত হয়ে তাঁর এ অসম্মতির কথা প্রকাশ করলেন। তবে সাথে এও বললেন যে, আমি তাদের ভালোই দেখেছি। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, আল্লাহ তা'আলা আসমা'কে পবিত্র রেখেছেন, এরপর তিনি মিম্বারে দাঁড়িয়ে সবাইকে উদ্দেশ্য করে বললেন,

لَا يَدْخُلَنَّ رَجُلٌ بَعْدَ يَوْمِي هَذَا عَلَى مُغِيبَةٍ إِلَّا وَمَعَهُ رَجُلٌ أَوْ اثْنَانِ.

-"আজকের পর কোনো পুরুষ যেন স্বামী-অনুপস্থিতা কোনো মহিলার কাছে প্রবেশ না করে, তবে তার সাথে অন্য একজন কিংবা দুজন (সৎ ও বিশ্বস্ত) পুরুষ থাকলে ভিন্ন কথা।"[৯৭]

---

৯৫. আবূ নাসর আত-তূসী, *আল-লুমা'*, পৃ.১২১

৯৬. দাতা গঞ্জে বখশ, *কাশফুল মাহজুব*, পৃ.৪৬-৮

৯৭. মুসলিম, *আস-সাহীহ*, (কিতাবুস সালাম), হা.নং: ৪০৩৯; আহমাদ, *আল-মুসনাদ*, হা.নং: ৬৩০৭, ৬৪৫৬, ৬৭০০

❖ সৎ কাজের আদেশ এবং মন্দ কাজ থেকে বারণ করা

লোকদেরকে সৎ কাজের আদেশ দেয়া ও মন্দ কাজ থেকে বারণ করা উম্মাতের ওপর দীনের একটি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব এবং এ দায়িত্ব পালনে অবহেলা প্রদর্শন উম্মাতের জন্য চরম বিপর্যয় ডেকে আনতে পারে। এ চেতনা আবূ বাকর (রা.)-এর মধ্যে পুরো মাত্রায় বিদ্যমান ছিল। কায়স (রা.) থেকে বর্ণিত। একবার আবূ বাকর (রা.) এ আয়াত তিলাওয়াত করলেন

﴿ عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لَا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ ﴾

-"হে ঈমানদারগণ, তোমাদের নিজেদের দায়িত্ব তোমাদের ওপর। যারা বিপথগামী হবে, তারা তোমাদের কোনো ক্ষতি করতে পারবে না, যদি তোমরা সৎপথের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাক।"

এবং বললেন, يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّكُمْ تَقْرَءُونَ هَذِهِ الْآيَةَ وَتَضَعُونَهَا عَلَى غَيْرِ مَوَاضِعِهَا -"হে লোকেরা, তোমরা এ আয়াতটি পড়, অথচ তা ব্যবহার কর অযথাভাবে।" আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)কে এ কথা বলতে শুনেছি

إِنَّ النَّاسَ إِذَا رَأَوْا الظَّالِمَ فَلَمْ يَأْخُذُوا عَلَى يَدَيْهِ أَوْشَكَ أَنْ يَعُمَّهُمْ اللهُ بِعِقَابٍ.

- "যখন লোকেরা যালিমকে দেখার পরও তাকে শাস্তি দেবে না, তবে অচিরে তারা সকলেই আল্লাহ তা'আলার কোনো ব্যাপক আযাবের সম্মুখীন হবে।"[৯৮]

আবূ বাকর (রা.) যখনই কাউকে কোনো অনভিপ্রেত কাজে লিপ্ত দেখতেন, তখন অত্যন্ত সাহসিকতার সাথে তাকে বাধা দিতেন এবং সত্য ও ন্যায়ের নির্দেশ দিতেন।

একবার এক 'ঈদের দিন আবূ বাকর (রা.) 'আয়িশা (রা.)-এর ঘরে প্রবেশ করে দেখতে পেলেন যে, তাঁর পাশে দু'জন আনসারী মহিলা শিশু বসে গান গাচ্ছে। এটা দেখে আবূ বাকর (রা.) নিরব থাকতে পারলেন না। তিনি বলে ওঠেন, مِزْمَارُ الشَّيْطَانِ عِنْدَ رَسُول اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟-"আরে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর ঘরে শাইতানের বাজনা?" এ সময় রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) অন্য দিকে মুখ ফিরে বিছানায় শুয়েছিলেন। আবূ বাকর (রা.)-এর এ কথা শুনে তিনি বললেন, دَعْهُمَا، يَا أَبَا بَكْرٍ، إِنَّ لِكُلِّ قَوْمٍ عِيدًا وَإِنَّ عِيدَنَا هَذَا الْيَوْمُ. -"আবূ বাকর, এদের গাইতে দাও। কেননা প্রত্যেক জাতিরই 'ঈদ আছে। আর আজ আমাদের 'ঈদ।"[৯৯]

---

৯৮. আবূ দাউদ, *আস-সুনান*, (কিতাবুল মালাহিম), হা.নং: ৩৭৭৫; তিরমিযী, *আস-সুনান*, (কিতাবুল ফিতান), হা.নং: ২০৯৪

৯৯. বুখারী, *আস-সাহীহ*, হা.নং: ৮৯৭, ৯৩৪, ২৬৯১, ৩২৬৬, ৩৬৩৮; মুসলিম, *আস-সাহীহ*, (কিতাবু সালাতিল 'ঈদায়ন), হা.নং: ১৪৮০, ১৪৮২

এ হাদীস থেকে জানা যায় যে, একত্রিত হয়ে বসে গান শুনা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ও তাঁর সাহাবীগণের স্বভাব ছিল না। এ কারণে আবূ বাকর (রা.) এরূপ গানকে 'শাইতানের বাজনা' বলে উল্লেখ করেছেন। তবে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) শিশুদেরকে এ কাজে বাধা দেননি। এর কারণ হিসেবে তিনি উল্লেখ করেছেন, দিনটি ছিল 'ঈদের দিন। আর 'ঈদের দিনগুলোতে কচিকাঁচাদের জন্য খেলাধুলা ও নির্দোষ বিনোদনের অনুমতি রয়েছে। অন্য একটি হাদীসে এর কারণ এভাবে বর্ণিত হয়েছে- لِتَعْلَمَ يَهُودُ أَنَّ فِي دِينِنَا فُسْحَةً، إِنِّي أُرْسِلْتُ بِحَنِيفِيَّةٍ سَمْحَةٍ. -"যাতে ইয়াহুদীরা জানতে পারে যে, আমাদের দীনেও বিনোদনের অবকাশ রয়েছে। আমি একটি উদার সত্যনিষ্ঠ দীন নিয়েই প্রেরিত হয়েছি।"[১০০] বর্ণিত রয়েছে যে, 'আয়িশা (রা.)-এরও কয়েকটি খেলনা-পুতুল ছিল। তিনি তাঁর শিশু বান্ধবীদের সাথে এগুলো নিয়ে খেলতেন।[১০১]

উপর্যুক্ত *সাহীহুল বুখারী* ও *সাহীহ মুসলিমের* হাদীস থেকে এ কথা বুঝা যায় না যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) শিশু দুটির গান মনোযোগ দিয়ে শুনেছিলেন। বলাই বাহুল্য যে, কেবল গান শ্রবণ নয়; বরং যে গান ইচ্ছাকৃত শুনা হবে এবং যে শ্রবণের সাথে মনের নিবিষ্টতা থাকবে, সে শ্রবণই দূষণীয়।[১০২] এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, 'ঈদের দিনগুলোতে কচিকাঁচাদের জন্য খেলাধুলা ও নির্দোষ বিনোদন করতে কোনো অসুবিধা নেই। যেমন- দু'জন আনসারী শিশু মহিলা 'ঈদের দিন 'আয়িশা (রা.)-এর ঘরে দফ বাজিয়ে গান গেয়েছিল।[১০৩]

কোনো কোনো লেখক এ ঘটনাকে আবূ বাকর (রা.)-এর তাকওয়ার ঘটনাসমূহের অন্তর্ভুক্ত করেছেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এটা যদি তাকওয়ারই বিষয় হতো, তা হলে এই চিন্তা তো রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর চেয়ে বেশি কারো হতে পারতো না। প্রকৃত কথা হলো, আবূ বাকর (রা.) এটাকে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর আদাব ও মর্যাদার পরিপন্থী মনে করেছিলেন। এ কারণে তিনি তা মেনে নিতে পারেননি।[১০৪]

আবূ বাকর (রা.)-এর একটি সাধারণ নিয়ম এ ছিল যে, যখনই তিনি কোনো লোকের মধ্যে দীনের কোনো বিধান পালনের ক্ষেত্রে কোনোরূপ শৈথিল্যভাব লক্ষ্য

---

১০০. আহমাদ, *আল-মুসনাদ*, হা.নং: ২৩৭১০, ২৪৭৭১

১০১. আবূ দাউদ, *আস-সুনান*, (কিতাবুল আদাব, বাব : فِي اللَّعِبِ بِالْبَنَاتِ), হা.নং: ৪২৮৪; তাবারানী, *আল-মু'জামুল কাবীর*, (বাব : لَعِبِ عَائِشَةَ بِاللَّعَبِ عِنْدَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ), হা.নং: ১৮৭৯৬, ১৮৭৯৭, ১৮৭৯৮, ১৮৭৯৯, ১৮৮০০, ১৮৮০১

১০২. ইবনু তাইমিয়্যাহ, *মাজমু'উল ফাতাওয়া*, খ.৩,পৃ.৪৪

১০৩. ইবনু তাইমিয়্যাহ, *মাজমু'উল ফাতাওয়া*, খ.৭,পৃ.৩৫১

১০৪. আকবরাবাদী, *প্রাগুক্ত*, পৃ.৪১৯

করতেন কিংবা কাউকে কোনো অমার্জিত আচরণ করতে দেখতেন, তখন তাকে ডেকে উপদেশ দিতেন। আবার কখনো দীনের বিধি-বিধান পালনের ক্ষেত্রে উৎসাহ প্রদান করেও সকলকে উপদেশ দিতেন। নিম্নে তাঁর এরূপ কয়েকটি জ্ঞানগর্ভ ও গুরুত্বপূর্ণ উপদেশবাণী উল্লেখ করছি-

একবার তিনি দেখতে পেলেন, তাঁর ছেলে 'আবদুর রাহমান (রা.) প্রতিবেশীর সাথে তর্কাতর্কি করছে। তখন তিনি ছেলেকে ডেকে এনে প্রতিবেশীদের সাথে সদাচরণের নির্দেশ দিতে গিয়ে বললেন, !لَا تُمَاظَّ جَارَكَ؛ فَإِنَّ هَذَا يَبْقَى وَيَذْهَبُ النَّاسُ "- প্রতিবেশীর সাথে ঝগড়া করো না। কারণ এ তো থাকবে, আর লোকেরা তো চলে যাবে।"[১০৫]

যুবাইর ইবনুল 'আওয়াম থেকে বর্ণিত। একদিন আবূ বাকর (রা.) লোকদেরকে উপদেশ দিতে গিয়ে বললেন,

يَا مَعْشَرَ الْمُسْلِمِينَ ، اسْتَحْيُوا مِنَ اللهِ ، فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنِّي لأَظَلُّ حِينَ أَذْهَبُ إِلَى الْغَائِطِ فِي الْفَضَاءِ ، مُغَطِّيًا رَأْسِي اسْتِحْيَاءً مِنْ رَبِّي.

-"হে মুসলিমগণ, তোমরা আল্লাহকে লজ্জা কর। সে যাতের কাসাম, যাঁর হাতে আমার জীবন রয়েছে! আমি আল্লাহকে এভাবেই লজ্জা করি যে, যখনই আমি খোলা ময়দানে প্রাকৃতিক প্রয়োজন পূরণ করতে যাই, তখন আমি কাপড় দ্বারা নিজেকে ভালোভাবে আবৃত করে নিই।"[১০৬]

আবূ বাকর (রা.) লোকদেরকে বিপদাপদে ধৈর্য ধারণ করতে উপদেশ দিতেন। কারো কোনো আত্মীয়-স্বজন মারা গেলে তাঁকে ডেকে এ বলে সান্ত্বনা দিতেন-

لَيْسَ مَعَ الْعَزَاءِ مُصِيبَةٌ، وَلَيْسَ مَعَ الْجَزْعِ فَائِدَةٌ، وَالْمَوْتُ أَشَدُّ مِمَّا قَبْلَهُ، وَأَهْوَنُ مِمَّا بَعْدَهُ، اذْكُرُوا فَقْدَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم تَسْهَلُ عَلَيْكُمْ مُصِيبَتُكُمْ وَعَظَّمَ اللهُ أَجْرَكُمْ.

-"ধৈর্য ধারণে বিপদ নেই, অস্থিরতায় কোনো উপকারিতা নেই। মৃত্যু পূর্ববর্তী অবস্থার তুলনায় যদিও কঠোর; কিন্তু পরবর্তী অবস্থা বিচারে অধিক সহজ। তোমরা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর বিয়োগ ব্যথার কথা স্মরণ কর, তা হলে তোমাদের বিপদ সহজ হয়ে যাবে। আল্লাহ তা'আলা তোমাদের বিরাট পুরস্কার দান করুন!"[১০৭]

---

১০৫. ইবনু মুবারাক, *আয-যুহদ,* হা.নং: ৬৯৯

১০৬. বাইহাকী, *শু'আবুল ঈমান,* হা.নং:৭৭৩২ ; ইবনু আবী শায়বাহ, *আল-মুছান্নাফ,* হা.নং:১১৩৩

১০৭. ইবনু 'আবদিল বারর, *বাহজাতুল মাজালিস..,* পৃ.২৪৯; জাহিয, *আল-বায়ান ওয়াত তাবয়ীন,* পৃ.৫২২

আবূ বাকর (রা.) লোকদেরকে যুলম, প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ ও কূটকৌশলের ব্যাপারে সতর্ক করে বলেন, ثَلَاثٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ كُنَّ عَلَيْهِ: الْبَغْيُ، وَالنَّكْثُ، وَالْمَكْرُ.-"তিনটি বিষয় এমন রয়েছে, যার মধ্যে এগুলো পাওয়া যাবে, সেও এগুলোর শিকার হবে। এ তিনটি বিষয় হলো- যুলম, প্রতিশ্রুতিভঙ্গ ও কূটকৌশল।"[১০৮]

একবার তিনি লোকদের উপদেশ দিতে গিয়ে বললেন,

الظُّلُمَاتُ خَمْسٌ، وَلَكِنْ لِكُلِّ وَاحِدَةٍ سِرَاجٌ، حُبُّ الدُّنْيَا ظُلْمَةٌ وَالسِّرَاجُ لَهُ التَّقْوَى، وَالذَّنْبُ ظُلْمَةٌ وَالسِّرَاجُ لَهُ التَّوْبَةُ، وَالْقَبْرُ ظُلْمَةٌ وَالسِّرَاجُ لَهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللهِ، وَالْآخِرَةُ ظُلْمَةٌ وَالسِّرَاجُ لَهُ الْعَمَلُ الصَّالِحُ، وَالصِّرَاطُ ظُلْمَةٌ وَالسِّرَاجُ لَهُ الْيَقِيْنُ.

-"অন্ধকার হলো পাঁচ প্রকারের এবং প্রত্যেক প্রকারের অন্ধকারের জন্য এক একটি প্রদীপ রয়েছে। ১. দুনিয়া-প্রীতি এক প্রকারের অন্ধকার এবং এর প্রদীপ হলো তাকওয়া। ২. পাপ একরূপ অন্ধকার এবং এর প্রদীপ হলো তাওবাহ। ৩. কবর একটি অন্ধকার এবং এর প্রদীপ হলো কালিমাতুত তাওহীদ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللهِ। ৪. পরকালও একরূপ অন্ধকার। এর প্রদীপ হলো নেক 'আমাল। ৫. পুল-সিরাতও এক প্রকারের অন্ধকার এবং এর প্রদীপ হলো দৃঢ়বিশ্বাস।"[১০৯]

ঙ. আবূ বাকর (রা.)-এর জ্ঞানালঙ্কার

আবূ বাকর (রা.) ছিলেন উম্মাতের সর্বাপেক্ষা বড় জ্ঞানী।[১১০] যেহেতু তিনি জীবনের শুরু থেকে শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত দিনে-রাতে, নির্জনে ও জনসমক্ষে, অবস্থানে ও সফরে, যুদ্ধে ও সভাস্থলে সর্বক্ষণ এবং সর্বত্র রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সাথে ছিলেন, তাই তাঁর অন্তর রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর 'ইলম ও কামালাতের একটি ভাণ্ডারে পরিণত হয়েছিল। 'আবদুল্লাহ ইবনু 'উমার (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন,

رَأَيْتُ كَأَنِّي أُعْطِيتُ عُسًّا مَمْلُوءًا لَبَنًا فَشَرِبْتُ مِنْهُ حَتَّى تَمَلَأْتُ، فَرَأَيْتُهَا

---

১০৮. সাফূরী, *নুযহাতুল মাজালিস..*, পৃ.৩৫০; 'আশূর, *ফারা'য়িদুল কালাম লিল-খুলাফা'য়িল কিরাম*, পৃ.২৯

১০৯. মায়দানী, *মাজমা'উল আমছাল*, খ.২,পৃ.৪৫০; যামাখশারী, *রাবী'উল আবরার*, খ.১,পৃ.৩৩৯

১১০. ইবনু তাইমিয়্যাহ, *মাজমা'উল ফাতাওয়া*, খ.৩,পৃ.১৮০
ইমাম সুয়ূতী (রাহ.) বলেন, وكان من أعلم الناس بالله وأخوفهم له-"আবূ বাকর (রা.) ছিলেন একজন শ্রেষ্ঠ ধর্মতত্ত্ববিদ (theologist) ও আল্লাহভীরু।" (সুয়ূতী, *তারীখুল খুলাফা*, পৃ.১৬)

تَجْرِي فِي عُرُوقِي بَيْنَ الْجِلْدِ وَاللَّحْمِ ، فَفَضَلَتْ منها فَضْلَةٌ وَأَعْطَيْتُهَا أبا بكر.

-"আমি স্বপ্নে দেখেছি, আমার মনে হয়েছে যে, আমাকে দুধভর্তি একটি বড় পেয়ালা দান করা হয়েছে। আমি তা থেকে নিজে পেটভরে এভাবে দুধ পান করলাম যে, মনে হলো, তা আমার শিরা-উপশিরায় প্রবাহিত হয়েছে। এরপরও সেখানে কিছু উচ্ছিষ্ট থেকে যায়। আমি তা আবূ বাকর (রা.)কে দিয়ে দিয়েছি।"

এটা শুনে সাহাবা কিরাম (রা.) বললেন,

يَا رسول الله، هَذَا عِلْمٌ أَعْطَاكَ اللهُ حتى إذا تملأت منه ، فَفَضَلَتْ فَضْلَةٌ فَأَعْطَيْتَهَا أبا بكر.

-"ইয়া রাসূলাল্লাহ, এ দুধ হলো 'ইলম, যা আল্লাহ তা'আলা আপনাকে এভাবে দান করেছেন যে, আপনি তা দ্বারা পরিপূর্ণ হয়ে গেছেন এবং উচ্ছিষ্ট যা আছে তা আপনি আবূ বাকর (রা.)কে দান করে দিয়েছেন।"

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, أَصَبْتُمْ.-"তোমরা ঠিকই বলেছো।"[১১১] এ হাদীস থেকে জানা যায় যে, আবূ বাকর (রা.) দীন ও শারী'আতের 'ইলমের এক বিশাল অংশ আল্লাহ ও রাসূল থেকে অর্জন করেছিলেন।

আবূ বাকর (রা.) নিজেও স্বভাবগতভাবে অত্যন্ত ধীমান ও জ্ঞানী ছিলেন। এ কারণে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মুসলিমদের বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে তাঁর সাথে যেভাবে একান্তে আলাপ-আলোচনা করতেন, অন্য কোনো সাহাবীর সাথে সেরূপ করেননি। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যখন সাহাবা কিরাম (রা.) থেকে পরামর্শ নিতেন, তখন আবূ বাকর (রা.)ই সর্বপ্রথম কথা বলতেন। অনেক সময় তাঁর পরে অনেকেই কথা বলতেন, আবার এমনও হতো যে, তাঁর পরে আর কেউ কথাও বলতো না। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁর একান্ত পরামর্শ অনুযায়ীই কাজ করতেন। কেউ যদি তাঁর বিরোধিতা করতো, তবে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁর পরামর্শই মেনে চলতেন; অন্যদের পরামর্শ গ্রহণ করতেন না।[১১২]

---

১১১. ইবনু হিব্বান, *আস-সাহীহ*, (কিতাব : মানাকিবুস সাহাবাহ), হা.নং: ৬৯৮০; হায়ছামী, *মাওয়ারিদুয যাম'আন*, (কিতাবুল মানাকিব, ফাদলু আবী বাকর রা.), পৃ.৫৩২; আল-মুহিব্ব আত-তাবারী, *আর-রিয়াদুন নাদিরাতু..*, পৃ.৭০
উল্লেখ্য যে, 'উমার (র.)-এর প্রসঙ্গেও একই রূপ ঘটনা বর্ণিত রয়েছে। (আহমাদ, *ফাদা'য়িলুস সাহাবাহ*, হা.নং:৩০০; হাকিম, *আল-মুস্তাদরাক*, (কিতাবু মা'আরিফাতিস সাহাবাহ), হা.নং: ৪৪৭১; তাবারানী, *আল-মু'জামুল কাবীর*, হা.নং: ১২৯৭৭)

১১২. মালুল্লাহ, *আবূ বাকর আছ-ছিদ্দীক রা.*, পৃ.৩৩৪-৫

সাধারণত সাহাবা কিরাম (রা.) তাঁকেই সর্বাপেক্ষা জ্ঞানী রূপে জানতেন। উম্মু সালামাহ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, -وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ أَعْلَمَنَا بِرَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم. "রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সম্পর্কে আবূ বাকর (রা.)ই আমাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা জ্ঞানী ছিলেন।"[১১৩] ইতঃপূর্বে বর্ণনা করা হয়েছে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ওফাতের পাঁচ দিন পূর্বে উম্মাতকে প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশনা দেবার এক পর্যায়ে বলেছিলেন, إِنَّ اللَّهَ خَيَّرَ عَبْدًا بَيْنَ الدُّنْيَا وَبَيْنَ مَا عِنْدَهُ فَاخْتَارَ ذَلِكَ الْعَبْدُ مَا عِنْدَ اللَّهِ. -"আল্লাহ তা'আলা তাঁর এক বান্দাহকে দুনিয়াতে যা আছে এবং আল্লাহর নিকট যা আছে তার কোনো একটিকে গ্রহণ করার ইখতিয়ার দেন। তখন সে বান্দাহ আল্লাহর নিকট যা আছে তা পছন্দ করে নেয়।" আবূ বাকর (রা.) এ কথা শুনে কাঁদতে লাগলেন। রাবী আবূ সা'ঈদ আল-খুদরী (রা.) বলেন, আমরা আশ্চর্য হলাম এই ভেবে যে, এ কথার মধ্যে কাঁদার মতো কী কারণ আছে? কিন্তু আবূ বাকর (রা.) ছিলেন নুবুওয়াতের ভেদের গুপ্ত ভাণ্ডার এবং রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর রহস্যপূর্ণ কথার সাথে সর্বাধিক পরিচিত। তিনি ঐ কথা দ্বারা উপলব্ধি করেছিলেন যে, ঐ বান্দা স্বয়ং রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এবং এতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) পৃথিবী থেকে বিদায় গ্রহণের সময় ঘনিয়ে এসেছে।[১১৪]

উল্লেখ্য, আবূ বাকর (রা.) সাহাবা কিরামের মধ্যে সর্বাপেক্ষা বড় জ্ঞানী হওয়া সত্ত্বেও তাঁর মধ্যে কোনোরূপ অহমিকা, কৃত্রিম ভাব ও পণ্ডিতি ফলানোর মনোবৃত্তি ছিল না। ইবরাহীম নাখ'ঈ (রা.) বলেন, একদিন আবূ বাকর (রা.) কুর'আনের আয়াত وَفَاكِهَةً وَأَبًّا (আল-কুর'আন, ৮০ [সূরা 'আবাসা]: ৩১) তিলাওয়াত করলেন। এমন সময় কেউ একজন তাঁকে জিজ্ঞেস করলো, أَبًّا বলতে কী বুঝানো হয়েছে? অনেকেই তো এরূপ এরূপ বলছে। আবূ বাকর (রা.) বললেন,

> إِنَّ هَذَا لَهُوَ التَّكَلُّف ، أَيّ أَرْض تُقِلُّنِي أَوْ أَيّ سَمَاء تُظِلُّنِي إِذَا قُلْت فِي كِتَاب الله بِمَا لَا أَعْلَم.
>
> -"এতো অবশ্যই আসল কথা নয়; একেবারেই কৃত্রিম। কোনো জমি কি আমার বোঝা বহন করবে এবং কোনো আকাশ কি আমাকে ছায়া দেবে, যদি আমি কুর'আন সম্পর্কে আমার জ্ঞানের বাইরে কোনো অযাচিত মন্তব্য করি?"[১১৫]

---

১১৩. ইবনু হিব্বান, *আস-সাহীহ*, (কিতাবুত তারীখ), হা.নং: ৬৭১৪; বাইহাকী, *দালা'য়িলুন নুবুওয়াত*, (বাব : মারদু রাসূলিল্লাহ সা.) হা.নং: ৩১০৬

১১৪. বুখারী, *আস-সাহীহ*, (কিতাবুল মানাকিব), হা.নং: ৩৩৮১; আহমাদ, *আল-মুসনাদ*, হা.নং:১০৭১০

১১৫. ইবনু হাজার, *ফাতহুল বারী*, খ.২০,পৃ.৩৫৪

❖ 'ইলমুল কুর'আন

আবূ বাকর (রা.) কুর'আনের পূর্ণ হাফিয[১১৬] ও বিশেষজ্ঞ ছিলেন। বিশিষ্ট মুফাসসির ইবনু কাছীর (রাহ.) বলেন, সাহাবা কিরামের মধ্যে তিনিই সবার চেয়ে কুর'আন সম্পর্কে অধিক জ্ঞান রাখতেন। এ কারণে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁর মৃত্যুরোগের সময় নামাযের ইমামাতির জন্য তাঁকেই বেছে নেন।[১১৭] রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, يَؤُمُّ الْقَوْمَ أَقْرَؤُهُمْ لِكِتَابِ اللهِ.- "কুর'আন সম্পর্কে যে ব্যক্তি সর্বাধিক জ্ঞান রাখবে, সে-ই কাওমের ইমামাতি করবে।"[১১৮] যেহেতু তিনি জীবনের বড় অংশ রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর খিদমাতে অতিবাহিত করেছেন এবং সর্বক্ষণ এবং সর্বত্র তাঁর সাথে থেকে জ্ঞান লাভের সুযোগ পেয়েছিলেন, তাই পবিত্র কুর'আনের কোনো একটি আয়াত তাঁর অজ্ঞাত ছিল না। তিনি প্রত্যেকটি আয়াতের শানে নুযূল এবং তার বিস্তারিত ব্যাখ্যা সম্বন্ধে পূর্ণরূপে জ্ঞাত ছিলেন। এ পর্যায়ে তাঁর চিন্তাশক্তি সে সূক্ষ্ম রহস্য পর্যন্ত পৌঁছতো, যেখানে অন্য কারো জ্ঞান-বুদ্ধি পৌঁছতে পারেনি। 'আবদুল্লাহ ইবনুল 'আববাস (রা.) বলেন, যখন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে মাক্কার লোকেরা হিজরাত করতে বাধ্য করে, তখন আবূ বাকর (রা.) দুঃখভারাক্রান্ত হৃদয়ে বললেন, أَخْرَجُوا نَبِيَّهُمْ إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ لَيَهْلِكُنَّ.- "আহ! এই লোকেরা তাদের নাবীকে দেশ থেকে বের করে দিল! ইন্না লিল্লাহ ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজি'উন! তারা নিশ্চিতভাবে ধ্বংস হবে। তখনই এ আয়াত নাযিল হয়-

﴿ أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ ﴾

-"যুদ্ধ-আক্রান্তদেরকে লড়াইয়ের অনুমতি দেয়া হলো। কেননা তাদের প্রতি অন্যায়-অবিচার করা হয়েছে। আল্লাহ তাদেরকে সাহায্য করতে সক্ষম।"

আবূ বাকর (রা.) এটা শুনেই বললেন, لَقَدْ عَلِمْتُ أَنَّهُ سَيَكُونُ قِتَالٌ.- "আমি বুঝতে পেরেছি যে, অচিরেই যুদ্ধ শুরু হবে।"[১১৯]

আবূ বাকর (রা.) কুর'আনের যথার্থ মর্ম এতো উত্তমরূপে হৃদয়ঙ্গম করতে

এ হাদীসটির সানাদ বিচ্ছিন্ন। আবূ বাকর (রা.) ও ইবরাহীম আন-নাখ'ঈ (রাহ.)-এর মধ্যে সাক্ষাত হয়নি। ইবরাহীম আত-তায়মী (রা.)-এর সূত্রেও এরূপ একটি রিওয়ায়াত বর্ণিত রয়েছে। তবে তার সানাদও বিচ্ছিন্ন। (ইবনু আবী শায়বাহ, *আল-মুছান্নাফ*, খ.৭,পৃ.১৮০; ইবনু হাজার, *ফাতহুল বারী*, খ.২০,পৃ.৩৫৪; সুয়ূতী, *তারীখুল খুলাফা*, পৃ.৩৭)

১১৬. সুয়ূতী, *তারীখুল খুলাফা*, পৃ.১৭

১১৭. ইবনু কাছীর, *তাফসীরুল কুর'আনিল 'আযীম*, (আল-মুকাদ্দামাহ), খ.১,পৃ.২৪

১১৮. মুসলিম, *আস-সাহীহ*, (কিতাবুল মাসাজিদ), হা.নং: ১০৭৮

১১৯. তিরমিযী, *আস-সুনান*, (কিতাবুত তাফসীর), হা.নং: ৩০৯৫, নাসাঈ, *আস-সুনান*, (কিতাবুল জিহাদ), হা.নং: ৩০৩৫

পেরেছিলেন যে, প্রয়োজনের সময় যে কোনো বিষয় কুর'আন থেকে অনায়াসে বের করে নিতে পারতেন। প্রত্যেক ব্যাপারে কুর'আন মাজীদের আয়াত তাঁর চোখের সামনে থাকতো। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর ওফাতের মর্মবিদারক ঘটনায় সাহাবা কিরামের মধ্যে অনেকেই হতভম্ব হয়ে পড়েছিলেন। কেউ কেউ এ কথা বিশ্বাসও করতে পারছিলেন না যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মৃত্যুবরণ করতে পারেন। এমন কি 'উমার (রা.)-এর মতো মহাজ্ঞানীও রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর মৃত্যু সংবাদ শুনতে প্রস্তুত ছিলেন না। এমন সংকটময় মুহূর্তে আবূ বাকর (রা.)-এর দৃষ্টি কুর'আনের প্রতি নিবদ্ধ ছিল। তিনি লোকদের এ অস্থিরতা দেখে বিরাট জনতার সামনে উচ্চস্বরে তিলাওয়াত করলেন,

﴿وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَى عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَضُرَّ اللهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللهُ الشَّاكِرِينَ﴾

-"মুহাম্মাদ তো একজন রাসূলই। তাঁর পূর্বেও বহু রাসূল অতীত হয়ে গেছে। সে যদি মৃত্যুবরণ করে কিংবা নিহত হয়, তবে কি তোমরা দীন থেকে ফিরে যাবে? আর যারা ফিরে যাবে, তারা আল্লাহ তা'আলার কিছুমাত্র ক্ষতি সাধন করতে পারবে না। আল্লাহ তা'আলা অচিরেই কৃতজ্ঞ বান্দাদেরকেই উত্তম পুরস্কার দান করবেন।"

এ আয়াত[১২০] শুনামাত্রই শোকাতুর লোকদের চেতনা ফিরে আসে। যারা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর ওফাত কঠোরভাবে অস্বীকার করছিল, তারাও নিরবে অশ্রু বিসর্জন করতে লাগলো। 'আবদুল্লাহ ইবনুল 'আব্বাস (রা.) বলেন,

وَاللهِ لَكَأَنَّ النَّاسَ لَمْ يَكُونُوا يَعْلَمُونَ أَنَّ اللهَ أَنْزَلَهَا حَتَّى تَلَاهَا أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فَتَلَقَّاهَا مِنْهُ النَّاسُ فَمَا يُسْمَعُ بَشَرٌ إِلَّا يَتْلُوهَا.

-"আল্লাহর কাসাম, মনে হয় যেন, লোকেরা জানতো না, আল্লাহ আ'আলা এ আয়াত নাযিল করেছিলেন। আবূ বাকর (রা.)-এর মুখে শুনেই তাদের মনে হলো যেন, এটা এইমাত্র নাযিল হয়েছে এবং তাঁর নিকট থেকেই তারা তা লাভ করেছে। এরপর প্রত্যেকের মুখে মুখে এ আয়াত উচ্চারিত হচ্ছিল।"[১২১]

---

১২০. কোনো কোনো রিওয়ায়াত থেকে জানা যায়, আবূ বাকর (রা.) এ আয়াতের পূর্বে { إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ } আয়াতটিও তিলাওয়াত করেছিলেন। (বুখারী, *আস-সাহীহ*, (কিতাবুল মানাকিব), হা.নং: ৩৩৯৪)

১২১. বুখারী, *আস-সাহীহ*, (কিতাবুল জানা'য়িয), হা.নং: ১১৬৫, (কিতাবুল মাগাযী), হা.নং: ৪০৯৭

এমন কি 'উমার (রা.)ও ভাবলেন, যেন তিনি এ আয়াত আগে কখনো শুনেননি। তিনি তাঁর এ অনুভূতি এভাবে প্রকাশ করলেন- وَإِنَّهَا لَفِي كِتَابِ اللهِ مَا شَعَرْتُ أَنَّهَا فِي كِتَابِ اللهِ.-"এটি তো আল্লাহর কিতাবেরই কথা। আমার তো হুঁশই নেই যে, এ কথা আল্লাহর কিতাবের মধ্যেই রয়েছে।"[১২২]

আবূ বাকর (রা.) যেভাবে অন্যান্য লোককে কুর'আনের সূক্ষ্মতত্ত্ব সম্বন্ধে অবহিত করতেন, অনুরূপভাবে তিনি নিজেও তাঁর কিছু জানবার থাকলে যখনই যে স্থানে সুযোগ পেতেন, তৎক্ষণাৎ তিনি সে সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)কে জিজ্ঞেস করে জেনে নিতেন। তিনি সবসময় চেষ্টা করতেন যে, কুর'আনের একটি বিষয়ও যেন তাঁর নিকট অজ্ঞাত না থাকে। এরূপ একটি ঘটনা হলো- এক দিন আবূ বাকর (রা.) রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর খিদমাতে উপস্থিত ছিলেন, এমন সময় নাযিল হয়-

﴿ لَيْسَ بِأَمَانِيِّكُمْ وَلَا أَمَانِيِّ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ ﴾

-"তোমাদের এবং আহলুল কিতাবের আশা-আকাঙ্খা মতো কাজ হবে না; বরং যে কেউ কোনো মন্দ কাজ করলে তার প্রতিফল সে পাবেই।"[১২৩]

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আয়াতটি তিলাওয়াত করে আবূ বাকর (রা.)কে শুনালেন। আবূ বাকর (রা.) আরয করলেন, يَا رَسُولَ اللهِ كَيْفَ الصَّلَاحُ بَعْدَ هَذِهِ الْآيَةِ... فَكُلُّ سُوءٍ عَمِلْنَا جُزِينَا بِهِ؟-" ইয়া রাসূলাল্লাহ, এ আয়াতের পর আমাদের কী উপায়? আমাদের প্রতিটি মন্দ কাজের প্রতিফল কি আমাদেরকে দান করা হবে?" রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন,

غَفَرَ اللهُ لَكَ يَا أَبَا بَكْرٍ أَلَسْتَ تَمْرَضُ أَلَسْتَ تَنْصَبُ أَلَسْتَ تَحْزَنُ أَلَسْتَ تُصِيبُكَ اللَّأْوَاءُ.

-"হে আবূ বাকর, আল্লাহ তা'আলা তোমাকে ক্ষমা করুন! তুমি কি অসুস্থ হওনা? তুমি কি কখনো দুঃখ-কষ্ট পাও না? তোমার ওপর কি কখনো বিপদ আপতিত হয় না?"

আবূ বাকর (রা.) জবাব দিলেন, হ্যাঁ, অবশ্যই। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, فَهُوَ مَا تُجْزَوْنَ بِهِ.-"এ সবই হলো এ সকল মন্দ কাজের প্রতিফল।"[১২৪]

---

১২২. আহমাদ, *আল-মুসনাদ*, হা.নং:২৪৬৫৮

১২৩. আল-কুর'আন, ৪ (সূরা আন-নিসা): ১২৩

১২৪. আহমাদ, *আল-মুসনাদ*, (মুসনাদু আবী বাকর রা.), হা.নং: ৬৫; হাকিম, *আল-মুস্তাদরাক*, (কিতাবুত তাফসীর), হা.নং: ৩১৬০; ইবনু আবী হাতিম, *আত-তাফসীর*, হা.নং: ৬০২৬

আবূ বাকর (রা.) পবিত্র কুর'আনের সূক্ষ্ম জ্ঞান রাখতেন বলেই যখন তিনি কুর'আনের কোনো শব্দের অর্থ সুনির্দিষ্টভাবে বলতেন, তখন নেতৃস্থানীয় কোনো সাহাবীই তাঁর বিরোধিতা করার সাহস পেতেন না। 'কালালাহ' শব্দের অর্থ এবং এর অন্তর্নিহিত বিষয়বস্তু অত্যন্ত কঠিন ছিল; কিন্তু আবূ বাকর (রা.) যখন স্বীয় মতানুযায়ী এর অর্থ সুনির্দিষ্ট করে বললেন, তখন সকলেই তা মেনে নেন। উমার (রা.)-এর খিলাফাতের সময় এ সম্পর্কে তাঁর কাছে ব্যাখ্যা চাওয়া হলে তিনি বলেন, إِنِّي لأَسْتَحْيِي اللهَ أَنْ أَرُدَّ شَيْئاً قَالَهُ أَبُو بَكْرٍ. -"আমি এ ব্যাপারে আল্লাহর নিকট লজ্জাবোধ করি যে, আবূ বাকর (রা.) যা বলেছেন আমি তা বাতিল করি।"[১২৫]

❖ 'ইলমুল হাদীস

ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞানের মধ্যে পবিত্র কুর'আনের পরই হাদীসের স্থান। বলাই বাহুল্য যে, নুবুওয়াতের সকাল-সন্ধ্যা তথা সর্বমুহূর্তের সর্বপ্রকার দীপ্তি আবূ বাকর (রা.)-এর নিকট দৃশ্যমান ছিল। এর ফলে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর কথা ও কর্মের যে ভাণ্ডার তাঁর নিকট রক্ষিত ছিল- এ ব্যাপারে অন্য কেউ তাঁর সমকক্ষ হতে পারে না। তাঁর কি পরিমাণ হাদীস জানা ছিল, তা এ থেকেই অনুমান করা যায় যে, সাধারণত উম্মাতের যে কোনো প্রয়োজনের সময় তিনি হাদীস থেকেই প্রমাণ পেশ করতে পারতেন।[১২৬] যেমন- সাকীফায়ে বানী সা'য়িদায় যখন আনসার ও মুহাজিরগণের মধ্যে বিবাদের সৃষ্টি হয়, তখন তিনি الْأَئِمَّةُ مِنْ قُرَيْشٍ- এ হাদীসটি পেশ করে বিতর্কিত বিষয়টির মীমাংসা করেন। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর ওফাতের পর তাঁর দেহ মুবারাক কোথায় সমাহিত করা হবে- তা নিয়ে যখন আলোচনা শুরু হয়, তখন তিনি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর হাদীস مَا دُفِنَ نَبِيٌّ قَطُّ إِلَّا فِي مَكَانِهِ الَّذِي تُوُفِّيَ فِيهِ. (অর্থাৎ প্রত্যেক নাবী যে জায়গায় মৃত্যুবরণ করেন, সেখানেই তাঁকে দাফন করা হয়[১২৭]) বর্ণনা করে এর চূড়ান্ত সমাধান করেন। ফাতিমা, 'আলী ও 'আব্বাস (রা.)-এর পক্ষ থেকে যখন ফাদাক, ওয়াদিউল কুরা ও খাইবারের সম্পত্তির দাবি উত্থাপিত হয়, তখন তিনি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর হাদীস لَا نُورَثُ، مَا تَرَكْنَا فَهُوَ صَدَقَةٌ. (অর্থাৎ আমাদের সম্পদের কেউ উত্তরাধিকারী হবে না। আমাদের পরিত্যক্ত সম্পদ সাদাকাহরূপে জনকল্যাণে ব্যয়িত হবে।[১২৮]) দ্বারা এর উত্তর প্রদান করেন। প্রশাসক ও 'আমিল (সাদাকাহ সংগ্রাহক)দের নামে যাকাতের নিসাব

---

১২৫. দারিমী, *আস-সুনান*, (কিতাবুল ফারা'য়িদ), হা.নং: ৩০৩১
১২৬. সুয়ূতী, *তারীখুল খুলাফা*, পৃ.১৬
১২৭. মালিক, *আল-মুওয়াত্তা*, কিতাবুল জানা'য়িয, বাব : মা জা'আ ফী দাফনিল মাইয়িত
১২৮. বুখারী, *আস-সাহীহ*, (কিতাবু ফারদিল খুমুস), হা.নং:২৮৬২, ২৮৬৩

সম্পর্কে যে বিস্তারিত নির্দেশ তিনি প্রেরণ করেন, তাও রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর হাদীসের ভিত্তিতেই তৈরি করা হয়েছিল। 'উমার (রা.) বলেন,

فَلَمْ يَتْرُكْ شَيْئاً أُنْزِلَ فِي الْأَنْصَارِ وَلَا ذَكَرَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي شَأْنِهِمْ إِلَّا ذَكَرَهُ.

-"সাকীফায়ে বানী সা'য়িদায় আবূ বাকর (রা.) আনসারদের প্রসঙ্গে অবতীর্ণ পবিত্র কুর'আনের সকল আয়াত এবং রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর বর্ণিত সকল হাদীস এক এক করে উল্লেখ করেন।"[১২৯]

ইমাম সুয়ূতী (রাহ.) বলেন, 'উমার (রা.)-এর উপর্যুক্ত কথা থেকে প্রমাণিত হয় যে, আবূ বাকর (রা.) হাদীসের বিশাল ভাণ্ডারের অধিকারী ছিলেন। তা ছাড়া কুর'আন সম্পর্কেও তাঁর অসাধারণ ব্যুৎপত্তি ছিল।[১৩০] তদুপরি তাঁর সাধারণ নিয়ম ছিল, যখন তাঁর নিকট কোনো মামলা উপস্থাপিত হতো, তখন তিনি প্রথমে কুর'আনের দিকেই মনোযোগ দিতেন এবং সেখানেই উক্ত মামলার মীমাংসা খোঁজ করতেন। সেখানে কোনো নির্দেশ পাওয়া গেলে তিনি সে অনুযায়ীই মীমাংসা করে দিতেন। অন্যথায় তিনি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর হাদীসের দিকে রুজু হতেন এবং সেখানে কোনো মীমাংসা পাওয়া গেলে সে-ই অনুযায়ী ফায়সালা করে দিতেন। এখানেও যদি কিছু পাওয়া না যেতো, তবেই তিনি বের হয়ে মুসলিমদেরকে জিজ্ঞেস করতেন।[১৩১]

হাদীস রিওয়ায়াতের ক্ষেত্রে সতকর্তা অবলম্বন

আবূ বাকর (রা.)-এর নিকট যদিও হাদীসের বিশাল ভাণ্ডার মজুদ ছিল; কিন্তু তিনি সেভাবে হাদীস রিওয়ায়াত করতেন না। হাদীস রিওয়ায়াতের ব্যাপারে তিনি অত্যন্ত সতর্কতা অবলম্বন করেছিলেন। তাঁর বর্ণিত রিওয়ায়াতের সংখ্যা খুবই কম। কেউ কেউ যদিও ৫ শত বলেছেন; কিন্তু বর্তমানে বিভিন্ন হাদীসগ্রন্থে তাঁর সূত্রে প্রাপ্ত হাদীসের সংখ্যা ১৫০-এর বেশি নয়। ইমাম নাবাবী (রাহ.) তাঁর বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা ১৪২টি উল্লেখ করেছেন।[১৩২] বস্তুত তাঁর রিওয়ায়াতের সংখ্যা কম হবার কয়েকটি কারণ রয়েছে। যথা-

১. তিনি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর পরে খুব অল্প সময়ই জীবিত ছিলেন।

---

১২৯. ইবনু কাছীর, *আল-বিদায়াতু ওয়ান নিহায়াতু*, খ.৫,পৃ.২৬৮; ইবনু 'আসাকির, *তারীখু দিমাশক*, খ.৩০,পৃ.২৭৩; সুয়ূতী, *তারীখুল খুলাফা*, পৃ.২৭

১৩০. সুয়ূতী, *তারীখুল খুলাফা*, পৃ.২৭

১৩১. দারিমী, *আস-সুনান*, হা.নং: ১৬৩

১৩২. সুয়ূতী, *তারীখুল খুলাফা*, পৃ.৩৪

২. তাঁর এ অল্প সময় রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ কর্মকাণ্ড পরিচালনা, শত্রুদের দমন এবং ইরাক ও শামে যুদ্ধাভিযান প্রেরণের মধ্য দিয়ে দ্রুত শেষ হয়ে যায়।

৩. তাঁর এ সময়ে অনেক সাহাবী ও তাবি'ঈই হাদীস শ্রবণ, বর্ণনা ও সংগ্রহের প্রতি বিশেষভাবে মনোযোগী হয়ে ওঠেন। তাই তিনি এ বিষয়ে তাঁর মনোযোগী হবার প্রয়োজনীতা খুব বেশি অনুভব করেননি।[১৩৩]

৪. সবচেয়ে বড় কারণ ছিল, তিনি হাদীসকেও কুর'আনের মতোই ইসলামী শারী'আতের একটি প্রধান উৎস মনে করতেন। তাই হাদীস বর্ণনা করার ব্যাপারে কিংবা অন্য কোনো লোক থেকে শুনে রিওয়ায়াত করার ব্যাপারে তিনি ততটুকু সাবধানতাই অবলম্বন করতেন, যতটুকু সাবধানতা কুর'আন শারীফ তিলাওয়াত এবং এর অর্থ বুঝার ব্যাপারে অবলম্বন করতেন। তিনি এ বিষয়ে খুব ভয় করতেন যে, পাছে এমন কোনো কথা মুখ থেকে বের না হয়ে পড়ে, যা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেননি এবং এ জন্য গুনাহের বোঝা নিজের ঘাড়ে না এসে পড়ে।

একবার আবূ বাকর (রা.) হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে লোকদের এ অসাবধানতা লক্ষ্য করে সাহাবা কিরাম (রা.)কে সমবেত করে বললেন,

إِنَّكُمْ تُحَدِّثُونَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَحَادِيْثَ تَخْتَلِفُونَ فِيْهَا وَالنَّاسُ بَعْدَكُمْ أَشَدُّ اخْتِلَافًا فَلَا تُحَدِّثُوا عَنْ رَسُولِ اللهِ شَيْئًا، فَمَنْ سَأَلَكُمْ فَقُولُوا: بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ كِتَابُ اللهِ؛ فَاسْتَحِلُّوا حَلَالَهُ، وَحَرِّمُوا حَرَامَهُ.

-"তোমরা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে এমন সব হাদীস রিওয়ায়াত করছো, যা সম্বন্ধে তোমাদের নিজেদের মধ্যেই মতভেদ দেখা যায়। যদি এ অবস্থা চলতে থাকে, তবে তোমাদের পরে যারা আসবে, তাদের মধ্যে এরূপ মতভেদ প্রকট হয়ে দেখা দেবে। সুতরাং আমি চাই যে, তোমরা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে কোনো হাদীসই বর্ণনা না কর। হ্যাঁ, তবে যখন কেউ কোনো কথা জিজ্ঞেস করে, তাকে বল, আমাদের ও তোমাদের সামনে আল্লাহর কিতাব বিদ্যমান রয়েছে। সুতরাং আল্লাহর কিতাবে যা হালাল করা হয়েছে, তাকে হালাল মনে কর এবং সেখানে যা হারাম করা হয়েছে, তাকে হারাম মনে কর।"[১৩৪]

---

১৩৩. সুয়ূতী, *তারীখুল খুলাফা*, পৃ.১৬, ৩৪; শাহ ওয়ালী উল্লাহ, *ইযালাতুল খাফা*, পৃ.

১৩৪. যাহাবী, *তাযকিরাতুল হুফফায*, খ.১,পৃ.৩
উল্লেখ্য, এ রিওয়ায়াতটি অত্যন্ত দুর্বল। এর সানাদের ধারবাহিকতা সুরক্ষিত নেই। ইবনু আবী মুলাইকাহ (মৃ.১১৭হি.)ই প্রথম এ রিওয়ায়াতটি বর্ণনা করেন। অথচ ইবনু মুলাইকার সাথে

আবূ বাকর (রা.)-এর উপর্যুক্ত কথার মর্ম হলো- রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হয়তো কোনো সময় প্রয়োজন অনুযায়ী একরূপ নির্দেশ প্রদান করলেন এবং অন্য সময় প্রয়োজন অনুযায়ী অন্যরূপ নির্দেশ প্রদান করলেন, তা ছাড়া শ্রবণকারী আরব, আবার অনারবও হতে পারে, ধীমান হতে পারে, আবার বোকাও হতে পারে, কোনো শ্রোতা পূর্ণাঙ্গ কথা শ্রবণ করতে পারে, আবার অর্ধেকও শ্রবণ করতে পারে, কেউ কোনো বাক্যের একরূপ অর্থ বুঝতে পারে, আবার কেউ অন্যরূপ। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সব কথা তো কেউ অবিকল স্মরণ রাখতে পারে না। সুতরাং বর্ণনাকারীর বর্ণনা তাঁর বোধশক্তির অনুপাতেই হবে। তাই এতে দু/একটি শব্দের পরিবর্তনে অর্থের মধ্যে কিছুটা পরিবর্তন হয়ে যেতে পারে। এ সকল কারণেই আবূ বাকর (রা.) সঠিকভাবে উপলব্ধি করেছেন যে, যদি বর্ণনা অধিক হয়ে যায় এবং যে ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট যা কিছু শুনেছে, কোনো রূপ সতর্কতা ছাড়াই তার সব কিছুই বর্ণনা করতে শুরু করে, তা হলে বিভিন্ন প্রকার মতপার্থক্যের সৃষ্টি হবে এবং মূল শারী'আত ও দীনের ভিত্তির ওপরও এর প্রভাব পড়বে। তাই এ অবস্থা বন্ধ করার উদ্দেশ্যেই তিনি একান্ত প্রয়োজন ছাড়া হাদীস বর্ণনা করতে নিষেধ করেন।[১৩৫]

হাফিয আয্ যাহাবী (রা.) 'আয়িশা (রা.) থেকে এ মর্মে একটি রিওয়ায়াত বর্ণনা করেছেন যে, একদিন আবূ বাকর (রা.) পাঁচশত হাদীসের একটি সংকলন তৈরি করেন। কিন্তু ঐ রাতটি তিনি খুবই অস্থির অবস্থায় অতিবাহিত করলেন। অবশেষে সকাল হওয়ার সাথে সাথে তিনি হাদীসের ঐ সংকলনটি পুড়িয়ে ফেললেন। তাঁকে এর কারণ জিজ্ঞেস করা হলে তিনি জবাব দেন,

خَشِيْتُ أَنْ أَمُوتَ وَهِيَ عِنْدِيْ فَيَكُونُ فِيْهَا أَحَادِيْثُ عَنْ رَجُلٍ قَدْ ائْتَمَنْتُهُ وَوَثَقْتُ، وَلَمْ يَكُنْ كَمَا حَدَّثَنِيْ فَأَكُونُ قَدْ نَقَلْتُ ذَاكَ.

-"আমি আশঙ্কা করছি যে, আমি মৃত্যুবরণ করবো এবং হাদীসের এ সংকলনকে এমনভাবে রেখে যাবো, যাতে হয়তো এমন কিছু হাদীসও থাকবে, যা আমি এমন কোনো ব্যক্তি থেকে সংগ্রহ করেছি, যাকে আমি বিশ্বাসী ও নির্ভরযোগ্য মনে করেছি বটে; কিন্তু বাস্তবে এ রিওয়ায়াত এরূপ ছিল না, যেমন সে আমার নিকট

আবূ বাকর (রা.)-এর কোনো সাক্ষাতই হয়নি। হাফিয যাহাবী (রা.) একে ইবনু আবী মুলাইকার মুরসাল বলে উল্লেখ করেছেন। হাদীস বিশেষজ্ঞগণের মতে, এ ধরনের রিওয়ায়াত গ্রহণযোগ্য নয়। ('আবদুর রাহমান, *আল-আনওয়ারুল কাশিফাতু..*, পৃ.৫৪) যদি রিওয়ায়াতটিকে বিশুদ্ধ হিসেবেই ধরে নিই, তা হলে তার একটি যুক্তি ও বাস্তব সম্মত ব্যাখ্যা দিতে হবে। এরূপ একটি ব্যাখ্যা লেখার মূল অংশে প্রদান করা হয়েছে।

১৩৫. আকবরাবাদী, *প্রাগুক্ত*, পৃ.৪০৯

বর্ণনা করেছে। এ অবস্থায় উক্ত রিওয়ায়াত বর্ণনার দায়িত্ব বাস্তবে আমার ওপরই বর্তাবে।"[১৩৬]

হাফিয আয্ যাহাবী (রাহ.)সহ কেউ কেউ যদিও এ রিওয়ায়াতটি সঠিক নয় বলে মন্তব্য করেছেন, তথাপি এ বর্ণনা থেকে হাদীস রিওয়ায়াতের ক্ষেত্রে যে সতর্ক দৃষ্টিভঙ্গি অবলম্বনের কথা জানা যায়, তা মোটেই অসঙ্গত নয়। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নিজেও হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে চূড়ান্ত পর্যায়ের সতর্কতা অবলম্বন করতে নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি বলেছেন,

اتَّقُوا الْحَدِيثَ عَنِّي إِلَّا مَا عَلِمْتُمْ فَإِنَّهُ مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ.

-"তোমরা আমার সূত্রে হাদীস বর্ণনা ক্ষেত্রে সতর্ক থাকবে। তবে তোমরা কোনো বিষয় সম্পর্কে যখন সুনিশ্চিতভাবে জানবে যে, সেটা আমার হাদীস, তবেই তা বর্ণনা করতে পার। কেননা যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে আমার প্রতি কোনোরূপ মিথ্যা আরোপ করবে, সে যেন জাহান্নামের মধ্যে আপন নিবাস গড়ে নেবে।"[১৩৭]

'খবরে ওয়াহিদ' সম্পর্কে নীতিমালা

আবূ বাকর (রা.) 'খবরে ওয়াহিদ' সম্পর্কে এ নীতি নির্ধারণ করেন যে, এরূপ রিওয়ায়াত ঐ সময় পর্যন্ত গ্রহণযোগ্য হবে না, যতক্ষণ না এ বর্ণনাকারীর পক্ষে অন্য কোনো ব্যক্তি সাক্ষ্য দেবে। অর্থাৎ খবরে ওয়াহিদ গ্রহণযোগ্য হবার জন্য অন্য কোনোভাবে তার সমর্থন পাওয়া যেতে হবে। এরূপ একটা ঘটনা হলো-

একবার দাদীর উত্তরাধিকার স্বত্ব সম্পর্কে একটি মাস'আলা তাঁর সামনে উপস্থাপিত হয়। তিনি পবিত্র কুর'আনে এর কোনো সুস্পষ্ট উত্তর খুঁজে পেলেন না। তারপর তাঁর জানা মতো রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর কোনো বাণী বা কাজের মধ্যেও এর কোনো উত্তর খুঁজে পেলেন না। অতঃপর তিনি সাহাবা কিরাম (রা.)-এর নিকট থেকে এ বিষয়ে মতামত চাইলেন। এমন সময় মুগীরাহ ইবনু শু'বাহ (রা.) বললেন, حَضَرْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطَاهَا السُّدُسَ.-"আমি

১৩৬. যাহাবী, *তাযকিরাতুল হুফফায,* খ.১,পৃ.৫; 'আলী আল-হিন্দী, *কানযুল 'উম্মাল,* (বাবঃ আদাবুল 'ইলম ওয়াল 'উলামা, ফাসলঃ রিওয়ায়াতুল হাদীস) হা.নংঃ ২৯৪৬০; আল-মুহিব্বু আত-তাবারী, *আর-রিয়াদুন নাদিরাতু..,* পৃ.৯৩

১৩৭. তিরমিযী, *আস-সুনান,* (কিতাবুত তাফসীর), হা.নংঃ ২৮৭৫; আহমাদ, *আল-মুসনাদ,* হা.নংঃ ২৫৪৩

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর খিদমাতে উপস্থিত থেকে দেখেছি যে, তিনি দাদীকে পরিত্যক্ত সম্পত্তির এক ষষ্ঠাংশ দান করেছেন।" আবূ বাকর (রা.) বললেন, هَلْ مَعَكَ غَيْرُكَ؟-" তখন তোমার সাথে আর কেউ ছিল কি?" তখন মুহাম্মাদ ইবনু মাসলামাহ (রা.) মুগীরাহ (রা.)-এর কথা সত্য বলে সাক্ষ্য দিলেন। এরপর আবূ বাকর (রা.) দাদীকে এক ষষ্ঠাংশ প্রদানের নির্দেশ দিলেন।[১৩৮]

অনুরূপভাবে কুর'আন জমা করার সময়ও কোনো একজন সাহাবীর নিকট একটি আয়াত পাওয়া গেলে তিনি তা সাক্ষী ব্যতীত গ্রহণ করতেন না এবং খবরে ওয়াহিদ দ্বারা পবিত্র কুর'আনের ওপর কোনো কিছু বৃদ্ধি বা হ্রাস করাকে তিনি বৈধও মনে করতেন না।

আবূ বাকর (রা.)-এর বর্ণিত হাদীসসমূহ ও বর্ণনাকারীগণ

ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বাল (রা.) তাঁর হাদীস গ্রন্থ 'আল-মুসনাদ'-এর শুরুতে আবূ বাকর (রা.)-এর বর্ণিত ৭৭টি হাদীস সন্নিবেশিত করেছেন। ইমাম সুয়ূতী (রা.) বিভিন্ন হাদীসগ্রন্থে উল্লেখিত আবূ বাকর (রা.)-এর বর্ণিত মোট ১০৪টি হাদীসের সংক্ষিপ্ত বিবরণ সংকলকদের নামসহ তাঁর 'তারীখুল খুলাফা' গ্রন্থে তুলে ধরেছেন।

যে সকল সাহাবী ও তাবি'ঈ আবূ বাকর (রা.) থেকে হাদীস রিওয়ায়াত করেছেন, তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন-

সাহাবীগণের মধ্যে 'উমার, 'উছমান, আলী, 'আবদুর রাহমান ইবনু আওফ, 'আবদুল্লাহ ইবনু মাস'উদ, হুযাইফা, 'আবদুল্লাহ ইবনু 'উমার, 'আবদুল্লাহ ইবনুল 'আব্বাস, আনাস, যায়িদ ইবনু ছাবিত, বারা' ইবনু 'আযিব, আবূ হুরাইরাহ, 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আম্র, 'উকবাহ ইবনুল হারিছ, যায়িদ ইবনু আরকাম, 'আবদুল্লাহ ইবনু মুগাফফাল, 'উকবাহ ইবনু 'আমির, 'ইমরান ইবনু হুসাইন, আবূ বারাযাহ আল-আসলামী, আবূ সা'ঈদ আল-খুদরী, আবূ মূসা আল-আশ'আরী, আবুত তুফাইল আল-লাইছী, জাবির ইবনু 'আবদুল্লাহ, বিলাল, মা'কিল ইবনু ইয়াসার, আবূ উমামাহ, ছেলে 'আবদুর রাহমান, মেয়ে 'আয়িশা ও আসমা (রা.) প্রমুখ।

তাবি'ঈগণের মধ্যে আবূ 'আবদিল্লাহ আস-সানাবিহী, আসলাম, ওয়াসিত আল-বাজালী, মুররাহ ইবনু শুরাহবীল, কায়স ইবনু আবী হাযিম ও সুওয়াইদ ইবনু গাফালাহ (রাহ.) প্রমুখ।[১৩৯]

---

১৩৮. মালিক, *আল-মুওয়াত্তা*, (কিতাবুল ফারা'য়িদ), হা.নং:৯৫৩; আবূ দাউদ, *আস-সুনান*, (কিতাবুল ফারা'য়িদ), হা.নং: ২৫০৭; তিরমিযী, *আস-সুনান*, (কিতাবুল ফারা'য়িদ), হা.নং: ২০২৬

১৩৯. ইবনু হাজার, *আল-ইসাবাহ*, খ.২,পৃ.১৫১; সুয়ূতী, *তারীখুল খুলাফাহ*, পৃ.৩৪

❖ ফিকহ্ ও ফাতওয়া

আবূ বাকর (রা.) ছিলেন একজন বিজ্ঞ ফাকীহ্। শারী'আতের সূক্ষ্ম জ্ঞান ও বিচার-বিশ্লেষণ শক্তি তাঁর মধ্যে পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান ছিল। সাহাবা কিরামের যুগে যে কয়জন বিশিষ্ট ব্যক্তি ফাতওয়া দিতেন তাঁদের মধ্যে তিনি ছিলেন অন্যতম। একবার 'আবদুল্লাহ ইবনু 'উমার (রা.)কে প্রশ্ন করা হয়েছিল, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর জীবদ্দশায় কে কে ফাতওয়া দিতেন? তিনি জবাব দেন, أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ رضي الله عنهما مَا أَعْلَمُ غَيْرَهُمَا. -"আবূ বাকর ও 'উমার (রা.) ব্যতীত আমি আর কারো কথা জানি না।"[১৪০] ইমাম ইবনুল কাইয়িম (রাহ.) ফাতওয়ার সংখ্যাগত দিক বিচার করে সাহাবীগণের মধ্যে তাঁকে মধ্যম সারির (الْمُتَوَسِّطُونَ) অন্তর্ভুক্ত করেছেন। তাঁর প্রদত্ত ফাতওয়াগুলোকে একটি ছোট্ট পুস্তিকায় সংকলন করা যাবে।[১৪১]

ইজমা' ও কিয়াসের কার্যকারিতা

বলাই বাহুল্য যে, ইসলামী শারী'আতের মূল উৎস হলো দুটি- কুর'আন ও হাদীস। কিন্তু কালক্রমে সামাজিক উন্নতি ও সভ্যতার বিকাশের সাথে সাথে এরূপ অসংখ্য সমস্যাও নতুন নতুন উদ্ভূত হয়, যা কুর'আন ও হাদীসে সরাসরি ও সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ নেই। ফলে ইজতিহাদ ও কিয়াস ছাড়া এরূপ বিষয়গুলোর সমাধান বের করা সম্ভব ছিল না। তদুপরি এ ইজতিহাদ ও কিয়াস ইসলামের মধ্যে নতুন কোনো বিষয় নয়। স্বয়ং রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁর জীবদ্দশায় এ ইজতিহাদ ও কিয়াসের অনুমতি দান করেছিলেন। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যখন মু'আয ইবনু জাবাল (রা.)কে ইয়ামানের কাযী হিসেবে প্রেরণ করেন, তখন তিনি তাঁকে জিজ্ঞেস করেন, كَيْفَ تَقْضِي إِذَا عَرَضَ لَكَ قَضَاءٌ؟ -"যখন কোনো মামলা তোমার কাছে আসবে, তুমি কিভাবে তার ফায়সালা করবে?" তিনি বলেন, আল্লাহর কিতাব দ্বারা। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) জিজ্ঞেস করলেন, فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فِي كِتَابِ اللَّهِ؟ -"যদি আল্লাহর কিতাবে কোনো ফায়সালা তুমি খুঁজে না পাও, তা হলে কী করবে? তিনি বললেন, তবে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সুন্নাত দ্বারা ফায়সালা করবো। পুনরায় রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) জিজ্ঞেস করলেন, فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فِي سُنَّةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ -"যদি সুন্নাতে রাসূলের মধ্যেও কোনো ফায়সালা তুমি খুঁজে না পাও?" তিনি বললেন, أَجْتَهِدُ رَأْيِي وَلَا آلُو. -"তবে আমি

---

১৪০. ইবনু সা'দ, *আত-তাবাকাতুল কুবরা*, খ.২,পৃ.৩৩৫; সুয়ূতী, *তারীখুল খুলাফাহ্*, পৃ.১৫
কাসিম ইবনু মুহাম্মাদ (রাহ.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর আমলে আবূ বাকর, 'উমার, 'উছমান ও 'আলী (রা.) প্রমুখ ফাতওয়া দিতেন। (ইবনু সা'দ, *আত-তাবাকাতুল কুবরা*, খ.২,পৃ.৩৩৫; সুয়ূতী, *তারীখুল খুলাফাহ্*, পৃ.২০)

১৪১. ইবনুল কাইয়িম, *ই'লামুল মুওয়াক্কি'ঈন*, খ.১, পৃ.৯

ইজতিহাদ করবো (অর্থাৎ নিজস্ব বিচার-বুদ্ধি দ্বারা মীমাংসা করবো) এবং তা করতে কোনোরূপ কসূর করবো না।" রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁর এ জবাবে এতো খুশি হলেন যে, তাঁর বুকে হাত রেখে আল্লাহ তা'আলার প্রশংসা করলেন।"[১৪২] এ হাদীস থেকে প্রমাণিত হয় যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর যুগে কিয়াসের প্রচলন ছিল এবং শারী'আতের দলীল হিসেবেই নিজেই এটা অনুমোদন করেন।

মাইমূন ইবনু মিহরান (রাহ.) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর ওফাতের পর আবূ বাকর (রা.)-এর নিকট যখন কোনো মামলা আসতো, তখন তিনি কুর'আনেই তার সমাধান খুঁজতেন। কুর'আনে পাওয়া গেলে তো সে অনুযায়ী ফায়সালা দিতেন। যদি কুর'আনে না পেতেন, তবে হাদীসের দিকে রুজু হতেন। সেখানে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে কোনো সমাধান পাওয়া গেলে তিনি সে মুতাবিক ফায়সালা দিতেন। অন্যথায় তিনি লোকদের একত্রিত করে জিজ্ঞেস করতেন, তোমাদের মধ্যে কারো কি এ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর কোনো ফায়সালা জানা আছে? যদি এ সম্পর্কে কারো জানা থাকতো, তা হলে আবূ বাকর (রা.) এ জন্য আল্লাহ তা'আলার শোকর আদায় করতেন। আর যদি কারো জানা না থাকতো, তা হলে নেতৃস্থানীয় বিজ্ঞ লোকদের জমায়েত করে পরামর্শ চাইতেন এবং সকলেই যে বিষয়ের ওপর ঐকমত্য পোষণ করতেন, সে অনুযায়ীই তিনি ফায়সালা দিতেন।[১৪৩] ইতঃপূর্বে আলোচনা করা হয়েছে যে, দাদীর উত্তরাধিকার স্বত্ব সম্পর্কে একটি মাস'আলা তাঁর সামনে উপস্থাপিত হয়। পবিত্র কুর'আনে এ সম্পর্কে সরাসরি কোনো নির্দেশনা নেই এবং এ সম্পর্কে কোনো হাদীসও তাঁর জানা ছিল না। তাই তিনি সাহাবা কিরাম (রা.) নিকট এ সম্পর্কে জানতে চাইলেন। এমন সময় মুগীরাহ ইবনু শু'বাহ (রা.) তাঁকে অবহিত করলেন যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) দাদীকে এক ষষ্ঠাংশ দান করেছেন।" আবূ বাকর (রা.) এ সম্পর্কে আরো প্রমাণ খোঁজেন। তখন মুহাম্মাদ ইবনু মাসলামাহ (রা.) মুগীরাহ (রা.)-এর কথা সত্য বলে সাক্ষ্য দেন। এরপরই আবূ বাকর (রা.) দাদীকে এক ষষ্ঠাংশ প্রদানের চূড়ান্ত নির্দেশ জারি করেন। একবার আবূ বাকর (রা.)-এর নিকট জনৈক সমকামীকে শাস্তির দেয়ার প্রসঙ্গ আসে। পবিত্র কুর'আন ও হাদীসে এ সম্পর্কে কোনো সুস্পষ্ট নির্দেশনা নেই। তাই তিনি সাহাবা কিরাম (রা.) নিকট এ সম্পর্কে পরামর্শ চাইলেন। উপস্থিত পরামর্শদাতাগণের মধ্যে 'আলী (রা.) ছিলেন এ ব্যাপারে খুবই কঠোর ভাবাপন্ন। তিনি বললেন,

---

১৪২. আবূ দাঊদ, *আস-সুনান*, (কিতাবুল আকদিয়াহ), হা.নং:৩১১৯: তিরমিযী, *আস-সুনান*, (কিতাবুল আহকাম), হা.নং: ১২৪৯

১৪৩. দারিমী, *আস-সুনান*, (আল-মুকাদ্দামাহ), হা.নং: ১৬৩; আবূ বাকর ইসমা'ঈলী, *আল-মু'জাম*, হা.নং: ৮৪

إنَّ هَذَا الذَّنْبَ لَمْ تَعْصِ اللهَ بِهِ أُمَّةٌ مِنْ الْأُمَمِ إلَّا وَاحِدَةٌ ، فَصَنَعَ اللهُ بِهِمْ مَا قَدْ عَلِمْتُمْ ، أَرَى أَنْ يُحْرَقَ بِالنَّارِ.

-"দুনিয়ার কেবল একটি জাতিই এ গুরুতর অপরাধে লিপ্ত হয়েছিল। আপনারা জানেন, তাদের সাথে আল্লাহ তা'আলা কিরূপ কঠোর আচরণ করেছিলেন। অতএব, আমার অভিমত হলো, তাকে আগুনে জ্বালিয়ে মারা হোক।"

অবশেষে সকল সাহাবী (রা.) 'আলী (রা.)-এর এ মতের ওপর ঐকমত্য পোষণ করেন। এরপর আবূ বাকর (রা.) সে অনুযায়ী নির্দেশ জারি করেন।[১৪৪]

আবূ বাকর (রা.)-এর পর 'উমার (রা.)ও কোনো বিষয়ে ফায়সালা দানের ব্যাপারে আবূ বাকর (রা.)-এর মতো একই রূপ কর্মনীতি অবলম্বন করেন। তবে তিনি কোনো বিষয়ের ফায়সালা কুর'আন ও হাদীসে সরাসরি পাওয়া না গেলে দেখতেন যে, ঐ বিষয়ে আবূ বাকর (রা.)-এর কোনো ফায়সালা আছে কি না। যদি তিনি আবূ বাকর (রা.)-এর কোনো ফায়সালা পেতেন, তা হলে সে অনুযায়ীই নির্দেশ জারি করতেন। অন্যথায় তিনিও আবূ বাকর (রা.)-এর মতো নেতৃস্থানীয় বিজ্ঞ লোকদের জমায়েত করে পরামর্শ চাইতেন এবং সকলেই যে বিষয়ের ওপর ঐকমত্য পোষণ করতেন, সে অনুযায়ীই তিনি ফায়সালা দিতেন।[১৪৫]

উপর্যুক্ত আলোচনা থেকে বুঝা যায় যে, কুর'আন, হাদীস ও ইজমা'- ইসলামী শারী'আতের এ তিনটি দলীল আবূ বাকর (রা.)-এর খিলাফাত কাল থেকে কার্যকর ছিল। শারী'আতের চতুর্থ দলীল হলো কিয়াস। কোনো ব্যাপারে ইজমা' না হলে আবূ বাকর (রা.) নিজের কিয়াস দ্বারাই তা ফায়সালা করতেন। তিনি যে সিদ্ধান্তকেই সঠিক মনে করতেন, তা-ই জারি করতেন। নিম্নে উদাহরণস্বরূপ তাঁর এরূপ কয়েকটি ঘটনা উল্লেখ করা হলো-

১. একবার তাঁকে 'কালালাহ' সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হয়। এ সম্পর্কে কুর'আন ও হাদীসে কোনো সুস্পষ্ট নির্দেশনা নেই। তাই তিনি বললেন,

إِنِّي سَأَقُولُ فِيهَا بِرَأْيِي؛ فَإِنْ يَكُنْ صَوَابًا فَمِنَ اللهِ، وَإِنْ يَكُنْ خَطَأً فَمِنِّي وَمِنَ الشَّيْطَانِ، أَرَاهُ مَا خَلَا الْوَلَدَ وَالْوَالِدَ.

-"আমি আমার মতানুযায়ী ইজতিহাদ করবো। যদি সঠিক হয়, তা হলে এটা হবে আল্লাহর পক্ষ থেকে, আর ভুল হলে আমার পক্ষ থেকে এবং শাইতানের পক্ষ থেকে।

---

১৪৪. বাইহাকী, *শু'আবুল ঈমান*, হা.নং: ৩৭/৫১৫৫; ইবনুল কাইয়িম, *ই'লামুল মুওয়াক্কি'ঈন*, খ.৬,পৃ.৩৩; ইবনু কুদামাহ, *আশ-শারহুল কাবীর*, খ.১০,পৃ.১৭৬, *আল-মুগনী*, খ.২০,পৃ.৭৮

১৪৫. ইবনুল কাইয়িম, *ই'লামুল মুওয়াক্কি'ঈন*, খ.১,পৃ.৮০

আমি মনে করি যে, 'কালালাহ' বলতে ঐ ব্যক্তিকে বুঝানো হয়, যার মৃত্যুর পর তার উত্তরাধিকারী হিসেবে না পিতা থাকে, আর না পুত্র।"[১৪৬]

২. একবার দাদার অংশ সম্পর্কেও তাঁকে জিজ্ঞেস করা হয়। এ সম্পর্কে কুর'আন ও হাদীসে কোনো সুস্পষ্ট নির্দেশনা নেই। তাই তিনি দাদাকে পিতার ওপর কিয়াস করে বলেন, মীরাছের ব্যাপারে পিতার অবর্তমানে দাদার হুকম পিতার মতোই।[১৪৭] এটা নিঃসন্দেহে আবূ বাকর (রা.)-এর কিয়াস ও ইজতিহাদের একটি উজ্জ্বল প্রমাণ।

আবূ বাকর (রা.)-এর এ কিয়াসের ফলশ্রুতি হলো- পিতার বর্তমানে ভাইবোন যেমন অংশ থেকে বঞ্চিত হয়, তেমনি দাদার বর্তমানেও তারা অংশ থেকে বঞ্চিত হবে। 'উমার (রা.) বলেন, إِنَّهُ كَانَ مِنْ رَأْيِ أَبِي بَكْرٍ أَنَّ الْجَدَّ أَوْلَى مِنَ الْأَخِ. -"আবূ বাকর (রা.)-এর অভিমত ছিল, দাদা ভাইয়ের চেয়ে অধিকতর হকদার।"[১৪৮] উল্লেখ্য, আবূ বাকর (রা.)-এর খিলাফাত কালে কোনো সাহাবীই তাঁর এ মতের বিরোধিতা করেননি। কিন্তু পরে 'উমার, 'আলী, 'আবদুল্লাহ ইবনু মাস'উদ ও যায়িদ ইবনু ছাবিত (রা.) প্রমুখ সাহাবী এ মতের বিরোধিতা করেন।[১৪৯]

৩. ইতঃপূর্বে আলোচনা করা হয়েছে যে, যাকাত অস্বীকারকারীদের ব্যাপারেও আবূ বাকর (রা.) কিয়াস করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। 'উমার (রা.) যাকাত অস্বীকার কারীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার বিরোধী ছিলেন। কিন্তু আবূ বাকর (রা.) যাকাতকে নামাযের ওপর কিয়াস করেন। কেননা ফারয ও গুরুত্বের দিক দিয়ে উভয়ের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। সুতরাং নামায অস্বীকারকারী যেমন মুরতাদ্দ হয়ে যায়, তেমনি যাকাত অস্বীকারকারীও। অতএব তাদের বিরুদ্ধে জিহাদ ওয়াজিব বলে তিনি ঘোষণা দেন। এটা নিঃসন্দেহে কিয়াসের একটি উজ্জ্বল প্রমাণ।

৪. ইতঃপূর্বে আলোচনা করা হয়েছে যে, মালিক ইবনু নুওয়ারার ঘটনায় আবূ বাকর (রা.) খালিদ ইবনুল ওয়ালীদ (রা.)-এর পক্ষ থেকে দিয়াত (রক্তপণ) আদায় করেন। সেটাও কিয়াস ছিল। কেননা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) স্বয়ং খালিদ (রা.)-এর অনুরূপ একটি ঘটনায় এ ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিলেন।

উপর্যুক্ত আলোচনা থেকে জানা যায় যে, আবূ বাকর (রা.)-এর আমল থেকেই ইসলামী শারী'আতের প্রধান চারটি উসূল- কুর'আন, হাদীস, ইজমা' ও কিয়াস কার্যকর

---

১৪৬. দারিমী, *আস-সুনান*, (কিতাবুল ফারা'য়িদ), হা.নং: ৩০৩১; ইবনুল কাইয়িম, *ই'লামুল মুওয়াক্কি'ঈন*, খ.১,পৃ.১০৫; সুয়ূতী, *তারীখুল খুলাফা*, পৃ.৩৭

১৪৭. বাইহাকী, *আস-সুনানুল কুবরা*, খ.৬,পৃ.২৪৬; ইবনু আবী শায়বাহ, *আল-মুছান্নাফ*, খ.৭,পৃ.৩৫০; সুয়ূতী, *তারীখুল খুলাফা*, পৃ.৩৮

১৪৮. বাইহাকী, *আস-সুনানুল কুবরা*, (কিতাবুল ফারা'য়িদ), খ.৬,পৃ.২৪৭; 'আবদুর রাযযাক, *আল-মুছান্নাফ*, (কিতাবুল ফারা'য়িদ), হা.নং:১৯০৫৮; ইবনুল কাইয়িম, *ই'লামুল মুওয়াক্কি'ঈন*, খ.১,পৃ.২৮৯

১৪৯. ইবনুল কাইয়িম, *ই'লামুল মুওয়াক্কি'ঈন*, খ.২,পৃ.১৭

হয়। বলা যায় যে, তিনিই ইসলামের প্রথম ব্যক্তি, যিনি ইসলামের মূল উৎস কুর'আন ও হাদীসের পাশাপাশি ইজমা ও কিয়াসকেও শারী'আতের দুটি প্রধান দলীল রূপে কার্যত বাস্তবায়ন করেছেন। আজ পর্যন্ত এগুলোই ইসলামী শারী'আতের উসূল রূপে সকলের নিকট বিবেচিত হয়ে আসছে। শাহ ওয়ালী উল্লাহ দেহলভী (রাহ.) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর উম্মাতের জন্য শারী'আতের গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে আবূ বাকর (রা.) ইজতিহাদের যে নীতি ও পদ্ধতি প্রচলন করেন, তা-ই বর্তমান কাল পর্যন্ত অব্যাহত রয়েছে।

নিম্নে আমরা তাঁর আরো কয়েকটি ব্যক্তিগত ইজতিহাদ ও রায়ের বিবরণ পেশ করছি-

ক. মা-ই শিশু সন্তানের অধিকতর হকদার

কোনো সন্তানের পিতা-মাতার মধ্যে যদি বিবাহ-বিচ্ছেদ ঘটে, তা হলে তাদের মধ্যে কার হাতে শিশু-সন্তান সোপর্দ করা হবে? এ ব্যাপারে আবূ বাকর (রা.)-এর মত হলো, মায়ের হাতে সোপর্দ করা হবে। এরূপ একটি ঘটনা 'উমার (রা.)-এর সাথে সংঘটিত হয়েছিল। তিনি জনৈকা আনসারী মহিলাকে বিয়ে করেছিলেন। তার গর্ভ থেকে 'আসিম ইবনু 'উমার (রা.) জন্মলাভ করে। পরে 'উমার (রা.) এ স্ত্রীকে তালাক দেন। এরপর একদিন তিনি কুবায় গমন করেন। সেখানে পুত্র 'আসিমকে মাসজিদের আঙ্গিনায় খেলতে দেখে তাঁর পিতৃস্নেহ উতলে ওঠে। 'উমার (রা.) সন্তানের বাহু ধরে নিজের বাহনের ওপর তাকে ওঠিয়ে নেন। ইতোমধ্যে শিশুর নানী সেখানে আগমন করায় উভয়ের মধ্যে বিবাদের সৃষ্টি হয়। অবশেষে উভয়ে আবূ বাকর (রা.)-এর খিদমাতে হাযির হয়ে ঐ শিশুটিকে নিজের বলে দাবি করেন। তখন আবূ বাকর (রা.) শিশুটিকে নানীর হাতে সোপর্দ করতে এবং তার ব্যয়ভার 'উমার (রা.)কে বহন করতে নির্দেশ দেন এবং বলেন, هِيَ أَحَقُّ بِهِ.-" সে-ই শিশুর অধিকতর হকদার।" 'উমার (রা.) কোনো প্রতিবাদ না করে এ সিদ্ধান্তের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করেন।[১৫০]

খ. দাদী ও নানীকে একসাথে উত্তরাধিকার স্বত্বের মধ্যে একত্রিতকরণ

কোনো ব্যক্তির ওয়ারিসদের মধ্যে যদি দাদী ও নানী দু'জনই জীবিত থাকে, তবে তাদের প্রাপ্য এক ষষ্ঠাংশ তাদের দু'জনের মধ্যে সমানভাবে বন্টিত হবে। এ ধরনের একটি মাস'আলা আবূ বাকর (রা.)-এর নিকট উপস্থাপিত হয়। তিনি আবদুর রাহমান

---

১৫০. মালিক, *আল-মুওয়াত্তা,* (কিতাবুল আকদিয়াহ), হা.নং:১২৬০; বাইহাকী, *আস-সুনানুল কুবরা,* খ.৮,পৃ.৫

ইবনু সাহল আল-আনসারী (রা.)-এর পরামর্শে মীরাছের এক ষষ্ঠাংশ তাদের দু'জনের মধ্যে ভাগ করে দেবার নির্দেশ জারি করেন।[১৫১]

গ. প্রাণীর বিনিময়ে গোশ্ত বিক্রি করা নিষিদ্ধ

'আবদুল্লাহ ইবনুল 'আব্বাস (রা.) বলেন, একবার আবূ বাকর আছ্-ছিদ্দীক (রা.)-এর আমলে একটি উট জবাই করে দশভাগে বিভক্ত করা হয়। এ সময় এক ব্যক্তি একটি ছাগলের বিনিময়ে একভাগ গোশ্ত নিতে চাইলো। তখন আবূ বাকর (রা.) বললেন, لَا يَصْلُحُ هَذَا .-"এটি সঙ্গত হবে না।"[১৫২] ইমাম শাফি'ঈ (রা.) বলেন, আমার জানা মতে সাহাবা কিরামের মধ্যে কেউ তাঁর এ মতের বিরোধিতা করেননি।[১৫৩]

ঘ. স্ত্রীকে " أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ " বলা কাসামের পর্যায়ভুক্ত

কোনো ব্যক্তি তার স্ত্রীকে উদ্দেশ্য করে " أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ " বললে আবূ বাকর (রা.)-এর মতে, তা 'কাসাম' রূপে বিবেচিত হবে। 'উমার ও 'আবদুল্লাহ ইবনুল 'আব্বাস (রা.)ও এ মত পোষণ করেন। কিন্তু 'আলী (রা.)-এর মতে, তা তিন তালাক এবং 'আবদুল্লাহ ইবনু মাস'উদ (রা.)-এর মতে, তা এক তালাক রূপে বিবেচিত হবে।[১৫৪] এ বিষয়টি নিঃসন্দেহে আবূ বাকর (রা.) ও অন্যান সাহাবীর কিয়াস ও ইজতিহাদের একটি উজ্জ্বল প্রমাণ।

ঙ. মৃত ভাসমান মাছ খাওয়া বৈধ

আবূ বাকর (রা.) মৃত ভাসমান মাছ (الطافي) খাওয়া বৈধ বলে মত দেন।[১৫৫] 'আবদুল্লাহ ইবনু 'উমার (রা.)ও এ মত পোষণ করেন।[১৫৬] তবে 'আলী[১৫৭] ও জাবির ইবনু 'আবদুল্লাহ[১৫৮] (রা.) প্রমুখ মৃত ভাসমান মাছ খেতে নিষেধ করতেন।

---

১৫১. 'আবদুর রাযযাক, *আল-মুছান্নাফ*, (কিতাবুল ফারা'য়িদ), হা.নং:১৯০৮৪; ইবনুল কাইয়িম, *ই'লামুল মুওয়াক্কি'ঈন*, খ.১, পৃ.২৯৩

১৫২. 'আবদুর রাযযাক, *আল-মুছান্নাফ*, (কিতাবুল বুয়ূ' হা.নং:১৪১৬৫; নাবাবী, *আল-মাজমূ'*, খ.১,পৃ.৬১; ইবনুল কাইয়িম, *ই'লামুল মুওয়াক্কি'ঈন*, খ.২,পৃ.২৫৪

১৫৩. নাবাবী, *আল-মাজমূ'*, খ.১,পৃ.৬১

১৫৪. ইবনুল কাইয়িম, *ই'লামুল মুওয়াক্কি'ঈন*, খ.১,পৃ.২৯৫

১৫৫. বুখারী, *আস-সাহীহ*, কিতাবুয যাবা'য়িহ ওয়াস সায়দ, বাব : قَوْلُ اللهِ تَعَالَى { أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ };ইবনু আবী শায়বাহ, *আল-মুছান্নাফ*, (কিতাবুস সায়দ), হা.নং: ১৪/২৪/২; দারাকুতনী, *আস-সুনান*, হা.নং:৪৭৮৫

১৫৬. ইবনু আবী শায়বাহ, *আল-মুছান্নাফ*, (কিতাবুস সায়দ), হা.নং: ১৪/২৪/৩

১৫৭. তাহাভী, *মুশকিলুল আছার*, হা.নং: ৩৩৯৪, ৩৩৯৫

১৫৮. ইবনু আবী শাইবাহ, *আল-মুছান্নাফ*, (কিতাবুস সায়দ), হা.নং: ১৪/২৩/১; বাইহাকী, *আস-সুনানুল কুবরা*, খ.৯,পৃ.২৫৫; আবদুর রাযযাক, *আল-মুছান্নাফ*, হা.নং:৮৬৬২

Contents

চ. সন্তানের ওপর পিতার ব্যয়ভার বহন করার দায়িত্ব

আবূ বাকর (রা.)-এর মতে, সন্তানকে তাঁর পিতার যাবতীয় ব্যয়ভার বহন করতে হবে। কায়স ইবনু হাযিম (রা.) বলেন, একবার আমি আবূ বাকর (রা.)-এর খিদমাতে উপস্থিত ছিলাম। এমন সময় এক ব্যক্তি এসে আরয করলো, হে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর খালীফা! ইনি (অর্থাৎ তার পিতা) আমার সম্পূর্ণ সম্পদ নিয়ে আমাকে রিক্ত করতে চান। আবূ বাকর (রা.) বললেন, إِنَّمَا لَكَ مِنْ مَالِهِ مَا يَكْفِيكَ. -"তুমি তার সম্পদ থেকে কেবল তোমার প্রয়োজন মতোই নিতে পারবে।" তখন লোকটি বললো, হে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর খালীফা! রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কি এ কথা বলেননি যে, أَنْتَ وَمَالُكَ لِأَبِيكَ. -"তুমি এবং তোমার সম্পদ সবগুলো তোমার পিতার জন্য।" আবূ বাকর (রা.) বললেন, ارْضَ بِمَا رَضِيَ اللهُ بِهِ. -" তোমার জন্য আল্লাহ্ তা'আলা যে পরিমাণ বরাদ্দ করেছেন, তা নিয়েই তুমি সন্তুষ্ট থাক।"[১৫৯]

ছ. আবূ বাকর (রা.)-এর মতে অপ্রাপ্ত বয়স্ক চোরের ওপর হাদ্দ প্রয়োগ করা বিধেয় নয়।

❖ স্বপ্নের তা'বী'র

স্বপ্নের তা'বীর 'ইলমে নুবুওয়াতের একটি শাখা। ঈমানদারের ভালো স্বপ্নকে হাদীসে নুবুওয়াতের ছেচল্লিশ ভাগের এক ভাগ বলা হয়েছে।[১৬০] আবূ বাকর (রা.) বিশ্বাস করতেন যে, স্বপ্ন সত্যই। উপরন্তু, তিনি স্বপ্নের ভালো ব্যাখ্যা করতে জানতেন। যেহেতু এ বিষয়টির সম্পর্ক বস্তুজগতের চাইতে আধ্যাত্মিক জগতের সাথেই বেশি, তাই যে ব্যক্তির মধ্যে দূরদর্শিতা ও পবিত্রতা যতো অধিক, এ বিষয়ে তাঁর জ্ঞানও ততো প্রখর। কাজেই এ ক্ষেত্রে আবূ বাকর (রা.) সাহাবা কিরামের মধ্যে সকলের চেয়ে বেশি জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন।[১৬১] সাহাবী মুহরিয ইবনু নাদলাহ (রা.) বলেন, وَكَانَ أَعْبَرُ النَّاسِ. -" আবূ বাকর (রা.) ছিলেন স্বপ্নের সবচাইতে বড় ব্যাখ্যাকারী।"[১৬২] বিশিষ্ট তাবি'ঈ 'ইলমু তা'বীরের ইমাম ইবনু সীরীন (রাহ.) বলেন, كَانَ أَبُو بَكْرٍ أَعْبَرَ هَذِهِ الْأُمَّةِ بَعْدَ النَّبِيِّ صلى

---

১৫৯. বাইহাকী, *আস-সুনানুল কুবরা*, খ.৭,পৃ.৪৮১

১৬০. বুখারী, *আস-সাহীহ*, (কিতাবুত তা'বীর), হা.নং: ৬৪৬৮, ৬৪৭২-৪; মুসলিম, *আস-সাহীহ*, (কিতাবুর রু'য়া), হা.নং: ৪২০০-৪

১৬১. ইবনু হাজার, *ফাতহুল বারী*, খ.২০,পৃ.৫০; সুয়ূতী, *আর-রাওদুল আনীক ফী ফাদলিস ছিদ্দীক*, হা.নং: ২৯

১৬২. ইবনু সা'দ, *আত-তাবাকাতুল কুবরা*, খ.৩,পৃ.৯৬; ওয়াকিদী, *আল-মাগাযী*, পৃ.২১৬ হাতিব ইবনু আবী বালতা'আহ (রা.)-এর পৌত্র ইয়াহয়া ইবনু 'আবদির রাহমান (রাহ.) থেকেও এরূপ মন্তব্য বর্ণিত রয়েছে। (ইবনু হাজার, *আল-ইসাবাহ*, খ.১,পৃ.৩৬৮)

الله عليه وسلم. -"রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর পর আবূ বাকর (রা.)ই ছিলেন স্বপ্নের সবচাইতে বড় ব্যাখ্যাতা।"[১৬৩] আবূ বাকর (রা.) সকাল হলে বলতেন, مَنْ رَأى رُؤْيَا صَالِحَةً فَلْيُحَدِّثْنَا بِهَا . -"যে কোনো ব্যক্তি কোনো ভালো স্বপ্ন দেখলে তা যেন সে আমাদেরকে বলে।" তিনি আরো বলতেন, لَأَنْ يَرَى لِي رَجُلٌ مُسْلِمٌ مُسْبِغُ الْوَضُوءِ رُؤْيَا صَالِحَةً أَحَبُّ إِلَي مِنْ كَذَا وَكَذَا. -"কোনো মুসলিম ওযুরত অবস্থায় ভালো স্বপ্ন দেখা, আমার নিকট তা অমুক অমুক বিষয়ের চাইতে অধিকতর প্রিয়।"[১৬৪]

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নিজেও তাঁকে স্বপ্নের তা'বীর শিক্ষা দিতেন। সামূরাহ (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, أُمِرْتُ أَنْ أُوَوِّلَ الرُّؤْيَا، وَأَنْ أُعَلِّمُهَا أَبَا بَكْرٍ. -"আমি স্বপ্নের ব্যাখ্যা করতে এবং আবূ বাকর (রা.)কে তা শিক্ষা দিতে আদিষ্ট হয়েছি।"[১৬৫] ইবনুল 'আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, জনৈক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর খিদমাতে এসে আরয করলো, "আমি রাতে স্বপ্নে দেখেছি যে, একটি ছায়াময় মেঘখণ্ড থেকে ফোটা ফোঁটা ঘি ও মধু বর্ষণ হচ্ছে। আর লোকরা তা অঞ্জলি ভরে নিচ্ছে। কেউ বেশি নিচ্ছে, আবার কেউ কম নিচ্ছে। আর দেখলাম, একটি রশি জমি থেকে আকাশ পর্যন্ত পৌঁছে গেছে। আপনি তা ধরে একেবারে ওপরেই ওঠে গেছেন। আপনার পরে আরো এক ব্যক্তি তা ধরে ওপরে ওঠে গেলেন। এরপর আরো এক ব্যক্তি তা ধরে ওপরে ওঠে গেলেন। তারপর অন্য এক ব্যক্তি তা ধরতেই ছিঁড়ে গেল। তারপর আবার রশিটি জোড়া লেগে গেল।" এ কথা শুনে আবূ বাকর (রা.) বললেন, يَا رَسُولَ اللهِ بِأَبِي أَنْتَ وَاللهِ لَتَدَعَنِّي فَأَعْبُرَهَا. -" ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমার পিতা আপনার জন্য উৎসর্গ হোক! আল্লাহর দোহাই, আপনি আমাকে এ স্বপ্নের তা'বীর করার সুযোগ দিন!" রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁকে তা'বীর করতে অনুমতি দিলেন। আবূ বাকর (রা.) বললেন, "মেঘখণ্ডটি হলো ইসলাম। আর মধু ও ঘি, যা ফোঁটা ফোঁটা পড়ছে তা হলো কুর'আন, এর সুপ্রিয় বিষয়গুলো এক এক করে নাযিল হচ্ছে। লোকদের মধ্যে কেউ তা বেশি পরিমাণে, আর কেউ কম পরিমাণ সংগ্রহ করছে। আকাশ থেকে জমি পর্যন্ত সুবিস্তৃত রশিটি হলো হক (সত্য), যার ওপর আপনি অধিষ্ঠিত রয়েছেন। আপনি তা আঁকড়ে ধরেছেন এবং এর মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা আপনাকে সমুন্নত করেছেন। আপনার পরে আরো এক ব্যক্তি হককে আঁকড়ে ধরবে, সেও তা দ্বারা মহিমান্বিত হবে। এরপর আরো এক ব্যক্তি হককে আঁকড়ে ধরবে, সেও তা দ্বারা মহিমান্বিত হবে। তারপর আর এক ব্যক্তি হককে আঁকড়ে ধরবে; কিন্তু হকের এ রশি ছিঁড়ে যাবে। তারপর তার জন্য আবার

---

১৬৩. সুয়ূতী, *তারীখুল খুলাফা*, পৃ.১৬

১৬৪. বাইহাকী, *শু'আবুল ঈমান*, হা.নং:৪৫৮৬

১৬৫. ইবনু আসাকির, *তারীখু দিমাশক*, খ.৩০,পৃ.২১৮; সুয়ূতী, *তারীখুল খুলাফা*, পৃ.১৬ [দায়লামীর *মুসনাদুল ফিরদাউসের* সূত্রে বর্ণিত]

রশিটি জোড়া লাগানো হবে এবং সেও এর দ্বারা মর্যাদান্বিত হবে।" ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমার পিতা আপনার জন্য উৎসর্গ হোক! আমি কি সঠিক বলেছি, না কি ভুল বলেছি? রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, কিছু ঠিক, আর কিছু ভুল বলেছো। আবূ বাকর (রা.) বললেন, فَوَاللهِ يَا رَسُولَ اللهِ لَتُحَدِّثَنِّي بِالَّذِي أَخْطَأْتُ. -"ইয়া রাসূলাল্লাহ, আল্লাহর দোহাই, আমার ভুলটি বলে দিন!" রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, لَا تُقْسِمْ -"শপথ করে বল না।"[১৬৬] এ হাদীস থেকে জানা যায় যে, আবূ বাকর (রা.) রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর আমলে, আবার কখনো তাঁর সামনেই স্বপ্নের তা'বীর করতেন। আবার এমনও দেখা যায় যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যখন কোনো গুরুত্বপূর্ণ স্বপ্ন দেখতেন, তখন আবূ বাকর (রা.)-এর সাথে সে সম্পর্কে আলোচনা করতেন এবং তাঁর ব্যাখ্যা শুনতেন। ইতঃপূর্বে আলোচনা করা হয়েছে যে, তা'য়িফের যুদ্ধের সময় সাহাবা কিরাম (রা.) যখন শহর অবরোধ করে রেখেছিলেন, তখন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) স্বপ্নে দেখলেন যে, একটি মাখন-ভর্তি পেয়ালা তাঁর খিদমাতে পেশ করা হলো। কিন্তু একটি মোরগ ঠোকর মারাতে পেয়ালাতে যা কিছু ছিল তা পড়ে গেল। আবূ বাকর (রা.) এটা শুনে আরয করলেন, مَا أَظُنَّ أَنْ تُدْرِكَ مِنْهُمْ يَا رَسُولَ اللهِ يَوْمَكَ هَذَا مَا تُرِيدُ. -" ইয়া রাসূলাল্লাহ, এই স্বপ্ন থেকে এটাই প্রতীয়মান হয় যে, এ যুদ্ধে আপনি কাঙ্খিত বিজয় লাভ করতে পারবেন না।"[১৬৭] এরূপ আরো একটি ঘটনা হলো- একবার রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আবূ বাকর (রা.)কে উদ্দেশ্য করে বললেন, আমি স্বপ্নে দেখলাম, অনেকগুলো কালো বকরী আমার পেছনে পেছনে চলছে। তারপর অনেকগুলো সাদা বকরী কালো বকরীগুলোর পেছনে পেছনে চলছে এবং ঐগুলো কালো বকরীগুলোর সাথে এভাবে মিশে গেছে যে, কালো বকরীগুলো আর দেখাই যাচ্ছিল না। এ কথা শুনে আবূ বাকর (রা.) বললেন,

> يَا رَسُولَ اللهِ، أَمَّا الْغَنَمُ السُّودُ فَإِنَّهَا الْعَرَبُ يُسْلِمُونَ وَيَكْثُرُونَ، وَالْغَنَمُ الْبِيضُ الْأَعَاجِمُ يُسْلِمُونَ حَتَّى لَا يُرَى الْعَرَبُ فِيهِمْ مِنْ كَثْرَتِهِمْ.
>
> -" ইয়া রাসূলাল্লাহ, কালো বকরীগুলো হলো আরব, যারা প্রচুর হারে ইসলাম গ্রহণ করবে। আর সাদা বকরীগুলো হলো অনারব। তারাও এতো বিপুল পরিমাণে ইসলাম গ্রহণ করবে যে, তাদের সংখাধিক্যের কারণে আরবদেরকে দেখাই যাবে না।"

---

১৬৬. বুখারী, *আস-সাহীহ*, (কিতাবুত তা'বীর), হা.নং: ৬৫২৪

১৬৭. বাইহাকী, *দালা'য়িলুন নুবুওয়াত*, হা.নং: ১৯২৯; ইবনু হিশাম, *আস-সীরাতুন নাবাবিয়্যাহ*, খ.২,পৃ.৪৮৪; ইবনু কাছীর, *আস-সীরাতুন নাবাবিয়্যাহ*, খ.৩,পৃ.৬৬২; ওয়াকিদী, *আল-মাগাযী*, পৃ.৯৩৬

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আবূ বাকর (রা.)-এর ব্যাখ্যা শুনে বললেন, أَجَلْ، كَذَلِكَ عَبَرَهَا الْمَلَكُ بِالسَّحَرِ. -"হ্যাঁ, ফেরেশতারাও এ তা'বীরই বর্ণনা করেছেন।"[১৬৮] রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আবূ বাকর (রা.)-এর নিকট আরো একটি স্বপ্ন বর্ণনা করলেন, رَأَيْتُ كَأَنِّي اسْتَبَقْتُ أَنَا وَأَنْتَ دَرَجَةً فَسَبَقْتُكَ بِمِرْقَاتَيْنِ وَنِصْفٍ. -"আমি স্বপ্নে দেখলাম, আমার মনে হলো, আমি এবং তুমি একসাথে একটি সিঁড়ি অতিক্রম করছি। কিন্তু আমি তোমাকে ছেড়ে আড়াই তাক আগে চলে গেলাম।" এ কথা শুনে আবূ বাকর (রা.) বললেন, يَا رَسُولَ اللهِ، يَقْبِضُكَ اللهُ إِلَى مَغْفِرَةٍ وَرَحْمَةٍ، وَأَعِيشُ بَعْدَكَ سَنَتَيْنِ وَنِصْفاً. -"ইয়া রাসূলাল্লাহ, আপনি মৃত্যুবরণ করবেন। কিন্তু আমি আপনার পরে আরো আড়াই বৎসর জীবিত থাকবো।"[১৬৯]

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর ওফাতের পর স্বপ্নদর্শনকারীরা সাধারণত আবূ বাকর (রা.)-এর নিকট স্বপ্নের তা'বীরের জন্য আগমন করতো। আবূ বাকর (রা.) তাঁদের স্বপ্নের বৃত্তান্ত শুনে তা'বীর করতেন। নিম্নে উদাহরণস্বরূপ আমরা তাঁর এরূপ কয়েকটি স্বপ্নের ব্যাখ্যা তুলে ধরছি-

১. একবার 'আয়িশা (রা.) স্বপ্নে দেখেন যে, তাঁর হুজুরায় তিনটি চাঁদ পতিত হয়েছে। 'আয়িশা (রা.) স্বপ্নটি আবূ বাকর (রা.)-এর নিকট খুলে বলেন। এটা শুনে আবূ বাকর (রা.) বললেন, إِنْ صَدَقَتْ رُؤْيَاكِ يُدْفَنْ فِي بَيْتِكِ خَيْرُ أَهْلِ الأَرْضِ ثَلَاثَةٌ. -"যদি তোমার স্বপ্ন সত্যই হয়, তা হলে তোমার ঘরে পৃথিবীর তিনজন সর্বোত্তম ব্যক্তিকে সমাধিস্থ করা হবে। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর ওফাতের পর যখন তাঁকে 'আয়িশা (রা.)-এর হুজুরায় দাফন করা হয়, তখন আবূ বাকর (রা.) বলেন, يَا عَائِشَةُ هَذَا خَيْرُ أَقْمَارِكِ وَهُوَ أَحَدُهَا. -"'আয়িশা, এটা হলো তোমার সর্বোত্তম চাঁদ। ইনি হলেন তিনজনের মধ্যে একজন।" পরে তাঁর হুজুরায় আবূ বাকর ও 'উমার (রা.)কেও দাফন করা হয়।[১৭০]

২. মুহরিয ইবনু নাদলাহ (রা.) বলেন, একবার আমি স্বপ্ন দেখি যে, পৃথিবীর আকাশ আমার জন্য খুলে দেয়া হয়। আমি সেখানে প্রবেশ করে ক্রমে সপ্তম

---

১৬৮. বাইহাকী, *দালা'য়িলুন নুবুওয়াত*, হা.নং: ২৬১২; ইবনু আবী শায়বাহ, *আল-মুছান্নাফ*, খ.৭,পৃ.২৩৪; সুয়ূতী, *তারীখুল খুলাফা*, পৃ.৪২

১৬৯. ইবনু সা'দ, *আত-তাবাকাতুল কুবরা*, খ.৩,পৃ.১৭৭; সুয়ূতী, *তারীখুল খুলাফা*, পৃ.৪২

১৭০. হাকিম, *আল-মুস্তাদরাক*, (কিতাবুল মাগাযী..), হা.নং:৪৩৭৩; তাবারানী, *আল-মু'জামুল কাবীর*, হা.নং: ১৮৬৫৫-৭, *আল-মু'জামুল আওসাত*, হা.নং: ৬৫৫৫; হুমায়দী, *আল-মুসনাদ*, হা.নং: ১৩৫৮; বাইহাকী, *দালা'য়িলুন নুবুওয়াত*, হা.নং:৩২৩৭
বিশিষ্ট হাদীস বিশারদ আল-হাকিম (রাহ.) বলেন, এটি ইমাম বুখারী ও মুসলিম (রাহ.) প্রমুখের শর্তে উত্তীর্ণ একটি বিশুদ্ধ হাদীস।

আকাশ পর্যন্ত পৌঁছে যাই, তারপর সিদরাতুল মুন্তাহায় গিয়ে পৌঁছি। এরপর আমাকে বলা হলো, এটাই তোমার মানযিল। আমি আবূ বাকর (রা.)কে স্বপ্নটির কথা জানালাম। তিনি বললেন, أَبْشِرْ بِالشَّهَادَةِ!- "শাহাদাতের সুসংবাদ গ্রহণ কর।" এরপর দেখা গেলো, মুহরিয (রা.) হিজরী ৬ষ্ঠ সনে যী-কারদ যুদ্ধে মাস'আদাহ ইবনু হাকামার হাতে নিহত হন।[১৭১]

৩. রাবী'আহ ইবনু উমাইয়্যা একবার আবূ বাকর (রা.)-এর নিকট এসে আরয করলেন, আমি একটি স্বপ্ন দেখেছি, মনে হলো যেন, আমি একটি উর্বর তৃণভূমিতে ছিলাম, পরে সেখান থেকে বের হয়ে একটি ঊষর ভূখণ্ডে পদার্পণ করি। আরো দেখতে পাই যে, আপনি একটি খাটের পাশে লোহার জিঞ্জিরের মধ্যে কিয়ামাত পর্যন্ত আবদ্ধ রয়েছেন। এ কথা শুনে আবূ বাকর (রা.) বললেন,

إِنْ صَدَقَتْ رُؤْيَاكَ فَسَتَخْرُجُ مِنَ الْإِيْمَانِ إِلَى الْكُفْرِ، وَأَمَّا أَنَا فَإِنَّ ذَلِكَ دِيْنِيْ، جُمِعَ لِيْ فِي أَشَدِّ الْأَشْيَاءِ إِلَى يَوْمِ الْحَشْرِ.

-"যদি তোমার স্বপ্ন সত্যই হয়, তবে তুমি ঈমান থেকে বের হয়ে কুফরের দিকে চলে যাবে। আর আমার ব্যাপারে যা দেখেছো, তা হলো আমার দীন, যা কিয়ামাত পর্যন্ত আমার জন্য সুদৃঢ়ভাবে সন্নিবদ্ধ করা হয়েছে।"

রাবী ইয়াহইয়া ইবনু 'আবদির রাহমান (রা.) বলেন, 'উমার (রা.)-এর খিলাফাত কালে রাবী'আ মদ পান করে শামে পালিয়ে যায়। সেখানে পৌঁছে রোমান সম্রাটের সাথে মিলিত হয়, এরপর খ্রিস্টান ধর্ম গ্রহণ করে এবং ঐ অবস্থায় তার মৃত্যু হয়।[১৭২]

৪. আবূ কিলাবাহ (রা.) বলেন, জনৈক ব্যক্তি আবূ বাকর (রা.)-এর নিকট এসে আরয করলো, আমি স্বপ্নে রক্ত প্রস্রাব করতে দেখেছি। আবূ বাকর (রা.) বললেন, تَأْتِي امْرَأَتَكَ وَهِيَ حَائِضٌ؟ -"তুমি কি তোমার স্ত্রীর সাথে তার মাসিক রক্তস্রাবের সময় সঙ্গম কর?" লোকটি জবাব দিল, হ্যাঁ। আবূ বাকর (রা.) বললেন, اتَّقِ اللهَ وَلَا تَعُدْ. -"আল্লাহকে ভয় কর এবং সীমা লঙ্ঘন করো না।"[১৭৩]

---

১৭১. ইবনু সা'দ, *আত-তাবাকাতুল কুবরা*, খ.৩,পৃ.৯৬; ওয়াকিদী, *আল-মাগাযী*, পৃ.২১৬
১৭২. ইবনু হাজার, *আল-ইসাবাহ*, খ.১, পৃ. ৩৬৮; ইবনু 'আসাকির, *তারীখু দিমাশক*, খ.১৮,পৃ.৫২
১৭৩. দারিমী, *আস-সুনান*, (কিতাবুত তাহারাত), হা.নং:১১৪৯; ইবনু আবী শাইবাহ, *আল-মুছান্নাফ*,

ইবনু আবী শাইবাহ ও 'আবদুর রাযযাক (রা.) প্রমুখ আবূ বাকর (রা.)-এর এ ধরনের আরো অনেক ঘটনা উল্লেখ করেছেন।[১৭৪]

উল্লেখ্য যে, আবূ বাকর (রা.)-এর স্বপ্নের তা'বীরগত এ সূক্ষ্ম জ্ঞান তাঁর নিকট থেকে তাঁর মেয়ে আসমা' (রা.) লাভ করেন। আসমা' (রা.) থেকে বিশিষ্ট তাবি'ঈ সা'ঈদ ইবনু মুসাইয়্যাব (রা.) অর্জন করেন। সা'ঈদ (রা.)ও সমসাময়িক কালে স্বপ্নের একজন শ্রেষ্ঠ ব্যাখ্যাতা ছিলেন।[১৭৫]

❖ সূক্ষ্মজ্ঞান ও আধ্যাত্মিক জ্ঞানশক্তি

স্বপ্নের তা'বীরের জ্ঞান ছাড়াও আল্লাহ তা'আলা আবূ বাকর (রা.)কে প্রখর বোধশক্তি, তীক্ষ্ণ বুদ্ধিমত্তা, দূরদর্শিতা, সূক্ষ্মতত্ত্ব ও অসাধারণ আধ্যাত্মিক জ্ঞানশক্তি প্রদান করেছিলেন। বলাই বাহুল্য যে, সাধারণত ঈমানদারগণ প্রখর বুদ্ধিমত্তা ও দূরদর্শিতার অধিকারী হয়ে থাকেন। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মু'মিনদের অন্তর্দৃষ্টি সম্পর্কে বলেছেন, اتَّقُوا فِرَاسَةَ الْمُؤْمِنِ فَإِنَّهُ يَنْظُرُ بِنُورِ اللهِ. - "তোমরা ঈমানদারের অন্তর্দৃষ্টি থেকে নিরাপদ থেকো। কেননা সে আল্লাহর নূর দ্বারা দেখতে পায়।"[১৭৬] যেহেতু আবূ বাকর (রা.) ঈমানের দিক দিয়ে অত্যন্ত শক্তিশালী ছিলেন, তাই তাঁর অন্তর্দৃষ্টি ও দূরদর্শিতাও ছিল অতিশয় তীক্ষ্ণ। ইতঃপূর্বে আলোচনা করা হয়েছে যে, মাক্কাবাসীরা যখন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)কে মাক্কা থেকে বের করে দিল, তখন আবূ বাকর (রা.) বলেছিলেন, এরা নিজেদের নাবীকে জন্মভূমি থেকে বের করে দিল। শীঘ্রই এরা ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে।" এর অল্প কিছু দিন পর জিহাদের আয়াত নাযিল হয়।[১৭৭] তাঁর এ বক্তব্য থেকে তাঁর সূক্ষ্ম অন্তর্দৃষ্টির পরিচয় পাওয়া যায়। নিম্নের এ ঘটনা থেকেও তাঁর দিব্যদৃষ্টি ও আধ্যাত্মিক জ্ঞানের পরিচয় মিলে। মৃত্যুরোগের সময় তিনি 'আয়িশা (রা.)কে ডেকে বলেন, وَإِنَّمَا هُوَ الْيَوْمَ مَالُ وَارِثٍ وَإِنَّمَا هُمَا أَخَوَاكِ وَأُخْتَاكِ فَاقْتَسِمُوهُ عَلَى كِتَابِ اللهِ. -"আমার আজকের এ সম্পদ ওয়ারিছদের। আমার পর তোমরা দু'ভাই ও দু'বোন মিলে আল্লাহর কিতাব অনুযায়ী তা বণ্টন করে নেবে।" তখন 'আয়িশা (রা.) বললেন, يَا

খ.৩,পৃ.৪৮৮, খ.৭,পৃ.২৪০; 'আবদুর রাযযাক, *আল-মুছান্নাফ*, হা.নং: ১২৭০; সুয়ূতী, *তারীখুল খুলাফা*, পৃ.৪২

১৭৪. দেখুন, ইবনু আবী শাইবাহ, *আল-মুছান্নাফ*, (কিতাবুল ঈমান ওয়ার রু'য়া, বাব : মা 'আব্বারাস ছিদ্দীক), খ.৭,পৃ.২৪০ ২৭/১২/১-৫

১৭৫. ইবনু সা'দ, *আত-তাবাকাতুল কুবরা*, খ.৫,পৃ.১২৪; যাহাবী, *সিয়ারু আ'লামিন নুবালা'*, খ.২,পৃ.২৯৩

১৭৬. তিরমিযী, *আস-সুনান*, (কিতাবুত তাফসীর), হা.নং:৩০৫২; তাবারানী, *আল-মু'জামুল কাবীর*, হা.নং: ৭৩৬৯, *আল-মু'জামুল আওসাত*, হা.নং:৩৩৮২, ৮০৬৭

১৭৭. তিরমিযী, *আস-সুনান*, (কিতাবুত তাফসীর), হা.নং: ৩০৯৫, নাসাঈ, *আস-সুনান*, (কিতাবুল জিহাদ), হা.নং: ৩০৩৫

أَبَتِ وَاللهِ لَوْ كَانَ كَذَا وَكَذَا لَتَرَكْتُهُ إِنَّمَا هِيَ أَسْمَاءُ فَمَنْ الْأُخْرَى. -"আব্বা জান, আল্লাহর কাসাম, আপনার সম্পদ তো ওয়ারিছগণের মধ্যে অবশ্যই ভাগ করে দেবো। তবে আমার তো মাত্র একজন বোন আসমা' (রা.)ই রয়েছেন, অপর বোন কে?" আবূ বাকর (রা.) বললেন, ذُو بَطْنِ بِنْتِ خَارِجَةَ أُرَاهَا جَارِيَةً. -"তোমার সৎমা বিনতু খারিজাহ (রা.) এখন গর্ভবতী। আমার ধারণা, তাঁর গর্ভে থেকে তোমার দ্বিতীয় বোন জন্মলাভ করবে।"[১৭৮] অবশেষে তা-ই হয়েছিল।

❖ কুলজী বা বংশের ইতিহাস

কুলজী বা বংশ তালিকার জ্ঞান তদানীন্তন আরবদের নিকট একটি বিশেষ বিদ্যা বলে পরিগণিত হতো। এ বিদ্যায় আবূ বাকর (রা.) ছিলেন অত্যন্ত পারদর্শী। হাফিয আয্ যাহাবী (রাহ.) তাঁকে এ বিদ্যায় সমসাময়িক কালে 'অদ্বিতীয় ব্যক্তি' বলে উল্লেখ করেছেন।[১৭৯] আরব গোত্রগুলোর বংশপরিচয় সম্পর্কে বর্তমানে যে সকল তথ্য আমাদের সামনে রয়েছে, তার অধিকাংশই মুস'আব আয-যুবাইরী ও যুবাইর ইবনু মুত'ইম (রা.) থেকেই প্রাপ্ত। তাঁরা উভয়েই এ জ্ঞান আবূ বাকর (রা.) থেকে শিক্ষা লাভ করেছিলেন। ঐতিহাসিক ইবনু হিশাম (রা.) বলেন, যুবাইর ইবনু মুত'ইম (রা.) কুরাইশ ও সমগ্র আরব বংশের শ্রেষ্ঠ কুলজী বিশেষজ্ঞ ছিলেন। তিনি বলতেন, إِنَّمَا اخَذْتُ النَّسَبَ مِنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ، وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ أَنْسَبَ الْعَرَبِ. -"আমি এ বংশজ্ঞান আবূ বাকর (রা.) থেকে অর্জন করেছি। আর আবূ বাকর (রা.) ছিলেন আরবের শ্রেষ্ঠ কুলজী বিশেষজ্ঞ।"[১৮০] 'আলী (রা.) বলেন, وَكَانَ رَجُلًا نَسَّابَةً. -"আবূ বাকর (রা.) বংশতালিকার জ্ঞানে অত্যন্ত পারদর্শী ছিলেন।"[১৮১] তাঁর এ বিদ্যার একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য এ ছিল যে, প্রত্যেক বংশের ভাল-খারাপ দিকগুলো তাঁর জানা থাকা সত্ত্বেও তিনি কখনো কোনো বংশের দোষ-ত্রুটি ও দুর্বলতা বলে বেড়াতেন না। এ কারণে সকলেই তাঁকে ভালোবাসতো।[১৮২]

আবূ বাকর (রা.)-এর বংশ সম্পর্কিত জ্ঞান ইসলাম প্রচারের প্রাথমিক সময়ে খুবই কাজে লেগেছিল। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যখন আরবদের বিভিন্ন গোত্রের মধ্যে ইসলাম প্রচারের জন্য তাশরীফ নিতেন, তখন বিশেষ করে আবূ

---

১৭৮. মালিক, *আল-মুওয়াত্তা*, (কিতাবুল আকদিয়াহ), হা.নং:১২৪২; বাইহাকী, *আস-সুনানুল কুবরা*, খ.৬,পৃ.১৭০, ২৫৭-৮

১৭৯. সুয়ূতী, *তারীখুল খুলাফা*, পৃ.৪৩

১৮০. ইবনু হিশাম, *আস-সীরাতুন নাবাবিয়্যাহ*, খ.১,পৃ.১১; বাকর আবূ যায়দ, তাবাকাতুন নাসসাবীন, পৃ.১; যাহাবী, *সিয়ারু আ'লামিন নুবালা'*, খ.৩,পৃ.৯৭; মিযযী, *তাহযীবুল কামাল*, খ.৪,পৃ.৫০৮

১৮১. বাইহাকী, *দালা'য়িলুন নুবুওয়াত*, হা.নং: ৬৯৫

১৮২. সাল্লাবী, *আবূ বাকর আছ-ছিদ্দীক রা.*, পৃ.২৪ (আত-তাহযীবের সূত্রে বর্ণিত)

বাকর (রা.) সাথে থাকতেন এবং প্রচারের সময় রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)কে গোত্রগুলোর পরিচয় বলে দিতেন। 'আলী (রা.) তাঁর দেখা এরূপ একটি চমৎকার ঘটনা বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, যখন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বিভিন্ন গোত্রের নিকট ইসলাম প্রচারের জন্য আদিষ্ট হন, তখন একবার রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম), আবূ বাকর ও আমি এই তিনজন 'আরবদের একটি সমাবেশে যাই। আবূ বাকর (রা.) অগ্রসর হয়ে তাদের সালাম করলেন, তারপর জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা কোন গোত্রের লোক? তাঁরা বললো, রাবী'আহ গোত্রের। আবূ বাকর (রা.) বললেন, রাবী'আহ গোত্রের উঁচু স্তরের না নিচের স্তরের। তাঁরা বললো, উঁচু স্তরের। আবূ বাকর (রা.) বললেন, তোমরা কোন্ উঁচু স্তরের? যুহলুল আকবার না যুহলুল আসগার? তাঁরা বললো, যুহলুল আকবার। এরপর আবূ বাকর (রা.) যুহলুল আকবারের কয়েকজন প্রসিদ্ধ ব্যক্তির (যেমন- 'আউফ ইবনু মুহাল্লিম, জাসসাস ইবনু মুররাহ) নাম এবং কিন্দা ও লাখমের রাজন্যবর্গের সাথে যুহলুল আকবারের বিভিন্ন আত্মীয়তার সম্পর্কের কথা পৃথক পৃথকভাবে জিজ্ঞেস করলেন। তাঁরা বললো, 'আউফ ইবনু মুহাল্লিম ও জাসসাস ইবনু মুররা তাঁদের গোত্রের লোক নয় এবং কিন্দা ও লাখমের রাজন্যবর্গের সাথে তাঁদের আত্মীয়তার সম্পর্ক নেই। এরপর আবূ বাকর (রা.) বললেন, فلستم ذُهلاً الأكبر، أنتم ذهل الأصْغر.-" তা হলে তোমরা যুহলুল আকবারের নয়; বরং যুহলুল আসগারের সাথেই সম্পর্কিত।" এরপর ঐ লোকদের মধ্য থেকে শাইবান গোত্রের দাগফাল নামক জনৈক যুবক অগ্রসর হয়ে আবূ বাকর (রা.)কে বললো, আপনি তো আমাদেরকে অনেক প্রশ্ন করেছেন। আমরা সব কিছুই আপনাকে অবহিত করেছি। কোনো কিছুই গোপন করিনি। এবার আমরা আপনাকে কিছু প্রশ্ন করতে চাই। যুবকটিও আবূ বাকর (রা.)কে তাঁর গোত্র সম্পর্কে না থেমে প্রশ্নের পর প্রশ্ন করে যাচ্ছিলো। এতে আবূ বাকর (রা.) বিরক্ত হয়ে উটে আরোহন করে রাওয়ানা দেন। তখন যুবকটি নিম্নের এ চরণটি আবৃত্তি করে-

صادف دَرُّ السيل دراً يدفعه ... يَهيضُه حيناً وحِيناً يَصْدَعه.

-"প্রবল স্রোত অন্য একটি প্রচণ্ড স্রোতের সাথে ধাক্কা খেয়েছে। এ স্রোত কখনো তাকে দুর্বল করছে, আবার কখনো তাকে ভেঙ্গে ফেলছে।"

এটা দেখে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মৃদু হাসলেন। 'আলী (রা.) বললেন, وقعتَ يا أبا بكر من الأعرابيّ على بائقة.-"আবূ বাকর, বেদুঈনের কথায় বিপদে পড়েছেন তো! আবূ বাকর (রা.) বললেন, أجل، ما من طامَّة إلا وفوقها أخرى، والبلاء مُوكَّل بالمَنْطق، والحديث ذو شجون.-"হ্যাঁ, যে কোনো বিপদের ওপরও বিপদ আছে। কথায় বিপদ আসে এবং কথায় কথা বাড়ে।"[১৮৩]

---

১৮৩. বাইহাকী, *দালা'য়িলুন নুবুওয়াত*, হা.নং: ৬৯৫; ইবনু 'আসাকির, *তারীখু দিমাশক*, খ.১৭, পৃ.

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট আবূ বাকর (রা.)-এর এ বংশ-পরিচয় জ্ঞানের বিশেষ গুরুত্ব ছিল। কুরাইশ বংশের মুশরিকদের কেউ কেউ রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিন্দা-সূচক কবিতা আবৃতি করতো। এতে দরবারে রিসালাতের কবি হাসসান ইবনু ছাবিত (রা.)ও কুরাইশদের বিরুদ্ধে নিন্দাসূচক কবিতা আবৃত্তির অনুমতি প্রার্থনা করেন। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, "তাড়াহুড়া করো না। তুমি আবূ বকরের কাছে যাও। মুশরিকদের ইতিহাস-ঐতিহ্য, তাদের বিবাদ-বিসম্বাদের কালো অধ্যায় তিনি তোমাকে আনুপূর্বিক বলতে পারবেন। গুণে গুণে বংশের নানা দিক তোমাকে দেখাতে পারবেন। আর তুমিও সে আলোকে কাব্যরচনা করতে সক্ষম হবে।" হাস্‌সান (রা.) আবূ বাকর (রা.)-এর নিকট গিয়ে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সব জেনে নিলেন, তারপর রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) খিদমাতে এসে কাফিরদের নিন্দায় কবিতা রচনা করার অনুমতি চাইলেন। তখন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) জিজ্ঞেস করলেন, فَكَيْفَ بِنَسَبِي؟-"আমি নিজেই তো কুরাইশের অন্তর্ভুক্ত। তাই তুমি কিভাবে তাদের নিন্দা করবে?" হাসসান (রা.) বলেন, لَأَسُلَّنَّكَ مِنْهُمْ كَمَا تُسَلُّ الشَّعَرَةُ مِنَ الْعَجِينِ. -"আমি তাদের থেকে আপনাকে এভাবে পৃথক করবো, যেমন আটা থেকে চুল পৃথক করে নেওয়া হয়।" এ কথা শুনে রাসূলুলাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন: إِنَّ رُوحَ الْقُدُسِ لَا يَزَالُ يُؤَيِّدُكَ مَا نَافَحْتَ عَنِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. -" যাও, তোমার সাথে জিবরীল আছেন। যতক্ষণ তুমি আল্লাহ ও রাসূলের পক্ষে কাফিরদের নিন্দার জবাব দেবে, জিবরীল ('আলাইহিস সালাম) তোমাকে সাহায্য করবেন।"[১৮৪] যখন হাস্‌সানের কবিতা কুরাইশদের দু কান ছিদ্র করে দিতে চাইলো, তখন তারা প্রত্যেকে তারস্বরে চিৎকার শুরু করলো এবং বলতে থাকলো, إِنَّ هَذَا الشِّعْرَ مَا غَابَ عَنْهُ ابْنُ أَبِي قُحَافَةَ. -"এ কী কবিতা! এতেও আবূ বাকর (রা.)-এর বিদ্যার লক্ষণ প্রতিভাত হচ্ছে।"[১৮৫]

❖ আরবের প্রাচীন ইতিহাস

আবূ বাকর (রা.) কুলজী জ্ঞানের মতো আরবের প্রাচীন ইতিহাস সম্পর্কেও সর্বাধিক জ্ঞানী ছিলেন। সমসাময়িক কালে 'আয়িশা (রা.)কে আরব-ইতিহাসের একজন শ্রেষ্ঠ জ্ঞানী মনে করা হতো। প্রকৃতপক্ষে তিনি এ জ্ঞান তাঁর পিতা আবূ বাকর (রা.) থেকেই লাভ করেছিলেন। হিশাম ইবনু 'উরওয়াহ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

---

২৯৩-৪; ইবনু 'আব্দ রাব্বিহি, *আল-'ইকদুল ফারীদ*, খ.১,পৃ.৩৮২; ইবনুল জাওযী, *আল-মুন্তাযিম*, খ.১,পৃ.২৬৮-৯

১৮৪. বুখারী, *আস-সাহীহ*, হা.নং:৫৬৮৪ মুসলিম, *আস-সাহীহ*, হা.নং:৪৫৪৫; মুসলিম, *আস-সাহীহ*, হা.নং: ৪৫৪৫

১৮৫. ইবনু 'আবদিল বারর, *আল-ইস্তি'আব*, খ.১,পৃ.১০১

একদিন 'উরওয়াহ (রা.) 'আয়িশা (রা.)কে উদ্দেশ্য করে বললেন,

يَا أُمَّتَاهُ لَا أَعْجَبُ مِنْ فَهْمِكِ أَقُولُ زَوْجَةُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبِنْتُ أَبِي بَكْرٍ وَلَا أَعْجَبُ مِنْ عِلْمِكِ بِالشِّعْرِ وَأَيَّامِ النَّاسِ أَقُولُ ابْنَةُ أَبِي بَكْرٍ وَكَانَ أَعْلَمَ النَّاسِ ....

-"আম্মাজান, আপনার বিচার-বুদ্ধির জন্য আমি আশ্চর্যবোধ করি না। কেননা আমি জানি যে, আপনি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর স্ত্রী এবং আবূ বাকর (রা.)-এর কন্যা। আর আপনার কাব্য-জ্ঞান ও ইতিহাস জ্ঞানের জন্যও আমি আশ্চর্যবোধ করি না। কেননা আমি জানি যে, আপনি আবূ বাকর (রা.)-এর কন্যা এবং তিনি এ বিষয়ে সবার চেয়ে বেশি জ্ঞান রাখতেন।..."[১৮৬]

❖ কাব্য চর্চা

কবিতা ছিল আরবদের চিত্তবিনোদন ও সৌন্দর্য চর্চার একটি প্রধান উপাদান। নারী-পুরুষ নির্বিশেষে তাদের সকলেই কবিতা চর্চা করতো। আবূ বাকর (রা.) এ ক্ষেত্রেও দক্ষতার পরিচয় রাখেন। তিনি আরব কবিদের রচনা সম্পর্কে যেমন জ্ঞান রাখতেন, তেমনি নিজেও কবিতা রচনা করতেন এবং আবৃত্তি করতেন। ইমাম শা'বী (রাহ.) বলেন, كَانَ أبو بكر شَاعِرًا، وَكَانَ عمرُ شَاعِرًا، وَكَانَ عَلِيٌّ شَاعِرًا رضي الله عنهم. -"আবূ বাকর (রা.) কবি ছিলেন। 'উমার (রা.)ও কবি ছিলেন। আর 'আলী (রা.)ও কবি ছিলেন।"[১৮৭] তবে ইসলাম গ্রহণের পর সাধারণত তিনি কোনো কবিতা নিজে রচনাও করেননি এবং কারো কবিতা আবৃত্তিও করেননি। পবিত্র কুর'আনে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সম্পর্কে বলা হয়েছে, কবিতা চর্চা তার জন্য শোভা পায় না। এরূপ অবস্থায় তাঁর প্রথম খালীফার পক্ষে এটা কি করে সম্ভব যে, তিনি কবিতা নিয়ে নিমগ্ন থাকবেন। 'আয়িশা (রা.) বলেন, أنَّ أبا بكر لَمْ يَقُلْ بَيْتَ شِعْرٍ فِي الْإِسْلَامِ حَتَّى مَاتَ. -"আবূ বাকর (রা.) ইসলাম গ্রহণের পর মৃত্যু পর্যন্ত কখনো কোনো কবিতার একটি চরণও আবৃত্তি করেননি।"[১৮৮] তবে এটা বলা যায় যে, কিছু কবিতার প্রতি, বিশেষ করে যে কবিতায় আল্লাহ ও রাসূলের মাহাত্ম্য এবং সত্যের নির্দোষ বর্ণনা রয়েছে, তার প্রতি তাঁর আকর্ষণ

---

১৮৬. আহমাদ, *আল-মুসনাদ*, হা.নং:২৩২৪৪; যাহাবী, *সিয়ারু আ'লামিন নুবালা*, খ.২,পৃ.১৮২; 'ইসামী, *সিমতুন নুজূম..*, খ.১, পৃ.১৯৩

১৮৭. ইবনু আবী শাইবাহ, *আল-আদাব*, হা.নং:৩৬৬ ও *আল-মুছান্নাফ*, খ.৬,পৃ.১৭৩

১৮৮. ইবনু 'আবদিল বারর, *আল-ইস্তি'আব*, খ.১,পৃ.২৯৯; আল-মুহিব্ব আত-তাবারী, *আর-রিয়াদুন নাদিরাতু..*,পৃ.৯৪

বরাবরই ছিল। প্রসিদ্ধ কবি লাবীদ (রা.) থেকে বর্ণিত রয়েছে, একবার তিনি আবূ বাকর (রা.)-এর নিকট আসলেন এবং কবিতার এ লাইনটি আবৃত্তি করলেন,

أَلَا كُلُّ شيءٍ ما خَلاَ اللهُ باطِلُ ... وكُلُّ نعيمٍ لاَ مَحالَةَ زائلُ

-"আল্লাহ তা'আলা ছাড়া প্রত্যেক কিছুই বাতিল বা অমূলক। আর সকল প্রকারের নি'মাত অনিবার্যরূপে লয়প্রাপ্ত হবে।"

আবূ বাকর (রা.) এটা শুনে মন্তব্য করলেন, প্রথম পদটি তুমি যথার্থই বলেছো। কিন্তু দ্বিতীয় পদটি ভুল। কেননা আল্লাহ তা'আলার নিকট এমন বহু নি'মাত রয়েছে, যা কখনো লয়প্রাপ্ত হবে না।" লাবীদ (রা.) চলে যাবার পর আবূ বাকর (রা.) বললেন, رُبَّمَا قَالَ الشَّاعِرُ الْكَلِمَةَ مِنَ الْحِكْمَةِ.-"কবিও অনেক সময় জ্ঞানগর্ভ কথা বলে।"[১৮৯]

ইবনু রাশীক (রা.) ঐতিহাসিক ইবনু ইসহাক (রা.)-এর সূত্রে আবূ বাকর (রা.)-এর রচিত পনেরটি চরণের একটি কবিতা উল্লেখ করেছেন।[১৯০] এর প্রথম দুটি চরণ হলো-

أَمِنْ طَيْفِ سَلْمَى بِالْبِطَاحِ الدَّمَائِثِ ... أَرِقْتَ وَأَمْرٍ فِي الْعَشِيرَةِ حَادِثِ

تَرَى مِنْ لُؤَيٍّ فِرْقَةً لَا يَصُدُّهَا ... عَنْ الْكُفْرِ تَذْكِيرٌ وَلَا بَعْثُ بَاعِثِ

ইবনু হিশাম ও সুহাইলী (রাহ.) প্রমুখ বলেন, অধিকাংশ 'আলিমই এ কবিতাটি আবূ বাকর (রা.)-এর নয় বলে উল্লেখ করেছেন।[১৯১] একবার উমাইয়্যা খালীফা 'আবদুল মালিক ইবনু মারওয়ান আবূ বাকর (রা.)-এর দিকে নিসবাত করে যে সকল কবিতা বর্ণনা করা হয় সেগুলো সম্পর্কে ইমাম যুহরী (রা.) থেকে তাঁর মতামত জানতে চাইলেন। তিনি স্পষ্ট জবাব দিলেন, এগুলো তিনি বলেননি।[১৯২] তবে তিনি কখনো কখনো কবিতার কয়েকটি চরণ আবৃত্তি করতেন বলে জানা যায়। নিম্নের এ চরণটি তিনি প্রায় সময় আবৃত্তি করতেন-

لاَ تَزَالُ تَنْعَى حَبِيبًا حَتَّى تَكُونَهُ ... وَقَدْ يَرْجُو الْفَتَى رَجًا يَمُوتُ دُونَهُ.

-"তুমি তো প্রতিনিয়ত এক একজন বন্ধুর মৃত্যু সংবাদ শুনাও। অবশেষে তুমিও একদিন মৃত্যুবরণ করবে। যুবকরা তো জীবনে বেঁচে থাকার আশাই করে; তবে একদিন তাদেরও মরতে হবে।"[১৯৩]

---

১৮৯. সুয়ূতী, *তারীখুল খুলাফা*, পৃ.৪১; ইবনু আবী শায়বাহ, *আল-আদাব*, হা.নং:৩৬৯
১৯০. ইবনু রাশীক, *আল-'উমদাহ*, পৃ.৫
১৯১. ইবনু হিশাম, *আস-সীরাতুন নাবাবিয়্যাহ*, খ.১,পৃ.৫৯২; সুহায়লী, *আর-রাওদুল উনুফ*, খ.৩,পৃ.৩১
১৯২. ইবনু 'আবদিল বারর, *আল-ইস্তি'আব*, খ.১,পৃ.২৯৯
১৯৩. আহমাদ, *আয-যুহদ*, হা.নং: ৫৭৮; ইবনু সা'দ, *আত-তাবাকাতুল কুবরা*, খ.৩,পৃ.১৭৮; ইবনু 'আসাকির, *তারীখু দিমাশক*, খ.৩০, পৃ.৪২৩

তিনি প্রায় সময় এ চরণগুলোও আবৃত্তি করতেন-

إذا أردتَ شريفَ الناس كُلِّهم ... فانظُر إلى مَلِكٍ في زِيِّ مِسكينِ

ذاكَ الذي حَسُنَتْ في الناسِ حَالَتُه ... وذاكَ يَصْلح للدُّنيا وللدِّين

-"যদি তুমি লোকদের মধ্যে মহৎ লোককে দেখতে চাও, তা হলে ঐ বাদশাহকে দেখো, যিনি মিসকীনের বেশে জীবন-যাপন করছেন। তিনি হলেন মানুষের মধ্যে সুন্দর চরিত্রের অধিকারী। উপরন্তু, এমন চরিত্রই হলো দুনিয়া ও দীনের জন্য উপযোগী।"[১৯৪]

❖ হস্তাক্ষর জ্ঞান

ইসলামের প্রাথমিক কালে আরব দেশে সর্বসাধারণের মধ্যে লেখাপড়ার প্রচলন ছিল না; অতি নগণ্য সংখ্যক লোক লেখাপড়া জানতো। আবূ বাকর (রা.) ছিলেন তাঁদের মধ্যে একজন। তিনি ওহী লিখকদের একজন ছিলেন।[১৯৫]

❖ বক্তৃতা-বিবৃতি

আবূ বাকর (রা.) ছিলেন স্বভাবগতভাবে একজন সুভাষী ও দক্ষ বাগ্মী (খাতীব)।[১৯৬] যুবাইর ইবনু বাক্কার (রাহ.) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সাহাবীগণের মধ্যে আবূ বাকর ও 'আলী (রা.)ই ছিলেন সবার চেয়ে অধিক বাগবিদগ্ধ খাতীব।"[১৯৭] তা ছাড়া কুর'আনের অভিনব বর্ণনারীতি ও নতুন চিন্তাধারার ফলে তাঁর স্বাভাবিক বাকপটুতা ও বর্ণনাভঙ্গির দক্ষতা বহুগুণে বৃদ্ধি পেয়েছিল। তাঁর বক্তৃতাগুলো অতিশয় প্রাঞ্জল, হৃদয়গ্রাহী ও মাধুর্যপূর্ণ হতো। তাঁর প্রত্যেকটি কথা ছিল সুন্দরভাবে সাজানো ও একান্ত পরিমিত। পূর্বে চিন্তা না করে অকস্মাৎ বক্তৃতা আরম্ভ করলেও তাঁর প্রত্যেকটি শব্দ থেকেই বক্তৃতার ওজস্বিতা ও তেজোদ্দীপনা প্রকাশ পেত। শাস্তির ভয় প্রদর্শন এবং সত্য ও ন্যায়ের প্রতি উৎসাহ প্রদানই ছিল তাঁর বক্তৃতার মূল

---

১৯৪. যাহাবী, *মীযানুল ই'তিদাল*, খ.৩,পৃ.৮৬; ইবনু 'আসাকির, *তারীখু দিমাশক*, খ.১৮,পৃ.১২৭; ইবনুল 'আদীম, *বুগইয়াতুল তালাব..*, খ.৪, পৃ.১৪৬; ওয়াতওয়াত, *গুরারুল খাসা'য়িস*, পৃ.১৯ তবে এ বর্ণনাটি অত্যন্ত দুর্বল। কোনো কোনো গ্রন্থে এগুলো 'আব্বাসীয় কবি আবুল 'আতাহিয়্যার একটি কবিতার অংশ রূপে বর্ণিত হয়েছে। (ইবনু 'আবদিল বারর, *বাহজাতুল মাজালিস*,পৃ.২৩৮; ইবনু 'আব্দ রাব্বিহি, *আল-'ইকদুল ফারীদ*, খ.১,পৃ.১০, ২০৬; জাহিয, *আল-মাহাসিন ওয়াল আযদাদ*, পৃ.৫৪)

১৯৫. সাবূনী, *আত-তিবয়ান ফী 'উলূমিল কুর'আন*, পৃ.৫২

১৯৬. সুয়ূতী, *তারীখুল খুলাফা*, পৃ.১৬

১৯৭. সুয়ূতী, *তারীখুল খুলাফা*, পৃ.১৬

বিষয়। ওয়ায নাসীহাতের মাজলিসের বক্তৃতা হোক কিংবা সৈন্যদের সমাবেশের বক্তৃতা হোক, তাঁর সব ধরনের বক্তৃতাতেই এ বৈশিষ্ট্য প্রকটভাবে পরিলক্ষিত হয়।

তাঁর বক্তৃতার ক্রিয়া ও প্রভাব এরূপ ছিল যে, শ্রোতৃবৃন্দ অশ্রু বিসর্জন না করে থাকতে পারতো না। এমনকি স্বয়ং তিনিও প্রভাবান্বিত হয়ে পড়তেন, গলার স্বর রুদ্ধ হয়ে আসতো এবং নয়নযুগল অশ্রু বিসর্জন করতে আরম্ভ করতো। কোনো কোনো সময় বক্তৃতা করতে ওঠে অন্তরের কোমলভাবের আবেগে অনেকক্ষণ পর্যন্ত কিছু বলতে পারতেন না।

তাঁর বক্তৃতা অত্যন্ত ফলপ্রসূ ও কার্যকর ভূমিকা রাখতো। অনেক জটিল জটিল সমস্যাকে তাঁর বক্তৃতার কয়েকটি সংক্ষিপ্ত বাক্যই সমাধান করে দিত। সাহাবা কিরামের জন্য রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর ওফাতের চেয়ে অধিক মর্মান্তিক ঘটনা আর কি হতে পারে? সাহাবা কিরাম এ ঘটনায় মুষড়ে পড়েন। এমন কি 'উমার (রা.)-এর মতো দৃঢ় হৃদয়ের লোকও এ ঘটনায় স্থির থাকতে পারেননি। এমন সময় আবূ বাকর (রা.) যখন বক্তৃতা শুরু করেন, তখন তা শুনে 'উমার (রা.)-এর মনের অবস্থাও পরিবর্তিত হয়ে যায়। স্বয়ং 'উমার (রা.)ও পরবর্তীকালে এটা স্বীকার করেছেন। সাকীফায়ে বানী সা'য়িদার ঘটনাও ছিল অত্যন্ত কঠিন ও গুরুত্বপূর্ণ। 'উমার (রা.) বক্তৃতার বিষয় চিন্তা করে সেখানে যান। কিন্তু আবূ বাকর (রা.) সেখানে যে উপস্থিত বক্তৃতা দেন, তা এতোই কার্যকর ও মর্মস্পর্শী হয় যে, 'উমার (রা.) উপলব্ধি করেন যে, তিনি যে বিষয় চিন্তা-ভাবনা করে গিয়েছিলেন, আবূ বাকর (রা.) তা-ই তৎক্ষণাৎ অত্যন্ত মার্জিত ও প্রাঞ্জল ভাষায় পেশ করেছেন। বানূ হুযাইল এর প্রখ্যাত কবি আবূ যুওয়াইব বলেন,

> "সাকীফায়ে বানু সা'য়িদার ঘটনায় প্রথমে আনসারগণের নেতৃবৃন্দ অনেক লম্বা লম্বা বক্তৃতা প্রদান করে নিজেদের খিলাফাতের দাবি পেশ করেছিলেন। সর্বশেষে আবূ বাকর (রা.) দাঁড়িয়ে যে ভাষণ দিলেন, তা একমাত্র তাঁর পক্ষেই সম্ভব ছিল। তাঁর বক্তৃতা ছিল খুবই সংক্ষিপ্ত। যে শব্দ ও বাক্যগুলো তিনি ব্যবহার করেছিলেন, তা সম্পূর্ণরূপে স্থানোপযোগী ও সময়োচিত ছিল। তাঁর সংক্ষিপ্ত ভাষণ শ্রোতৃমণ্ডলীর ওপর দারুণ প্রভাব বিস্তার করেছিল। তিনি যখন বক্তৃতা আরম্ভ করেন, তখন শ্রোতৃমণ্ডলী তাঁর প্রতি সম্পূর্ণরূপে একাগ্রচিত্ত হয়ে শ্রবণ করে এবং তাঁর অনুগত হয়ে পড়ে।"[১৯৮]

ইতঃপূর্বে বিভিন্ন অধ্যায়ে আবূ বাকর (রা.)-এর কোনো কোনো ভাষণ যথাস্থানে উদ্ধৃত করা হয়েছে। আহমাদ যাকী সাফওয়াত তাঁর *'জামহারাতু খুতাবিল 'আরব'* এবং ড. মুহাম্মাদ 'আশুর *'খুতাবু আবী বাকর আছ্-ছিদ্দীক'*-এর মধ্যে আবূ বাকর (রা.)-এর

১৯৮. আবদুল হালিম, *সিদ্দীকে আকবর হযরত আবূ বকর রা.*, পৃ.৮

খুতবাগুলো একত্রিত করেছেন। এগুলো দ্বারা তাঁর সাবলীল বাকরীতি, আলঙ্কারিক ভাষা, দার্শনিকসুলভ বর্ণনাভঙ্গি ও গভীর জ্ঞান সম্পর্কে একটা মোটামুটি ধারণা লাভ করা যায়। নিম্নে উদাহরণস্বরূপ তাঁর ভাষণের কিছু অংশ তুলে ধরছি-

.... أَيْنَ الْوَضَاءَةُ الْحَسَنَةُ وُجُوهُهُمْ، الْمُعْجَبُونَ بِشَبَابِهِمْ؟ أَيْنَ الْمُلُوكُ الَّذِينَ بَنَوُا الْمَدَائِنَ، وَحَصَّنُوهَا بِالْحِيطَانِ؟ أَيْنَ الَّذِينَ كَانُوا يُعْطُونَ الْغَلَبَةَ فِي مَوَاطِنِ الْحَرْبِ قَدْ تَضَعْضَعَ أَرْكَانُهُمْ، حِينَ أُضْنِيَ بِهِمُ الدَّهْرِ، وَأَصْبَحُوا فِي ظُلُمَاتِ الْقُبُورِ؟ الْوَحَا الْوَحَا، ثُمَّ النَّجَا النَّجَا.... وَهَذَا كِتَابُ اللهِ فِيكُمْ لاَ تَفْنَى عَجَائِبُهُ، فَاسْتَضِيئُوا مِنْهُ لِيَوْمِ الظُّلْمَةِ، وَانْتَضِحُوا بِشِفَائِهِ وَبَيَانِهِ، ....فَإِنَّ اللهَ أَثْنَى عَلَى زَكَرِيَّا وَعَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ ، فَقَالَ : {إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ }، لَا خَيْرَ فِي قَوْلٍ لَا يُرَادُ بِهِ وَجْهُ اللهِ، وَلَا خَيْرَ فِي مَالٍ لَا يُنْفَقُ فِي سَبِيْلِ اللهِ، وَلَا خَيْرَ فِيْمَنْ يَغْلِبُ جَهْلُهُ حِلْمَهُ، وَلَا خَيْرَ فِيْمَنْ يَخَافُ فِي اللهِ لَوْمَةَ لَائِمٍ....

-"...কোথায় আজ সেই সুদর্শন, দেদীপ্যমান এবং যৌবন-তেজস্বী চেহারার অধিকারীগণ? কোথায় আজ চলে গেল সেই বিরাট বিরাট নগর ও শহরের প্রতিষ্ঠাতাগণ? যে সকল বাদশাহ সুরক্ষিত দুর্গে বসবাস করতো, তারা আজ কোথায়? কোথায় গেল রণক্ষেত্রের সে দিগ্বিজয়ী বীর পুরুষগণ? আফসোস! কালচক্র তাদের সমস্ত শক্তিকে নিঃশেষ করে দিয়েছে। তারা আজ কবরের গহীন অন্ধকার গহ্বরে নিরবে শায়িত! দ্রুত কল্যাণ পানে অগ্রসর হও! দ্রুত কল্যাণ পানে অগ্রসর হও! মুক্তির সম্বল যোগাড় করে নাও! মুক্তির সম্বল যোগাড় করে নাও!... আল্লাহর কিতাব তোমাদের মধ্যে বিদ্যমান রয়েছে। এর বিস্ময়কর বিষয়গুলোর শেষ নেই। তিমিরাচ্ছন্ন দিনের জন্য এ কুর'আন থেকে আলো গ্রহণ কর। এর নির্দেশাবলির আলোকে নিজের জীবনকে সুস্থ করে নাও। কেননা আল্লাহ তা'আলা যাকারিয়া ('আলাইহিস সালাম) ও তাঁর পরিবার-পরিজনের প্রশংসা করে বলেছেন, "তাঁরা সৎকর্মে প্রতিযোগিতা করতো। তাঁরা আমাকে ডাকতো আশা ও ভীতি সহকারে এবং তাঁরা ছিল আমার নিকট বিনীত।" এরূপ কথার মধ্যে কোনো কল্যাণ নিহিত নেই, যা দ্বারা আল্লাহর সন্তুষ্টি কামনা করা হয় না এবং এমন সম্পদের মধ্যেও কোনো কল্যাণ নেই, যা আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় করা হয় না। ধৈর্যহীন ও অসহিষ্ণু ব্যক্তির মধ্যে কোনো কল্যাণ নেই, অনুরূপভাবে

ঐ ব্যক্তির মধ্যেও কোনো কল্যাণ নেই, যে আল্লাহর ব্যাপারে কোনো ভর্ৎসনাকারীর ভর্ৎসনাকে ভয় করে।..."[১৯৯]

বক্তৃতার মতো আবূ বাকর (রা.)-এর চিঠিপত্র, অসিয়্যাত ও সাধারণ কথাবার্তায়ও তাঁর অসাধারণ বাগবৈদগ্ধতার পরিচয় পাওয়া যায়। আমরা বিভিন্ন অধ্যায়ে যথাস্থানে তাঁর বহু চিঠিপত্র ও অসিয়্যাত উদ্ধৃত করেছি। আহমাদ যাকী সাফওয়াত তাঁর *'জামহারাতু খুতাবিল 'আরব'*-এর মধ্যে আবূ বাকর (রা.)-এর অসিয়্যাত ও চিঠিপত্রগুলোও একত্রিত করেছেন। এগুলো থেকে তাঁর মার্জিত ভাষা, বাক্যালঙ্কার, জ্ঞানগর্ভ চিন্তা, বুদ্ধিমত্তা ও প্রজ্ঞার পরিচয় পাওয়া যায়।

চ. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর প্রতি ভক্তি, শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা

আবূ বাকর (রা.) রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর একনিষ্ঠ ভক্ত ও অনুরক্ত হিসেবেই জীবন যাপন করেছিলেন- এ কথা ইতঃপূর্বে বর্ণিত তাঁর জীবনের বিভিন্ন ঘটনা থেকে সুপ্রমাণিত হয়। বস্তুত তাঁর অন্তরে ইসলাম ও রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর জন্য কী পরিমাণ গভীর ভালোবাসা বিদ্যমান ছিল, তা একমাত্র আল্লাহ তা'আলাই ভালো জানেন। আমরা নিম্নে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর প্রতি তাঁর ভক্তি, শ্রদ্ধা ও ভালোবাসার আরো কয়েকটি নিদর্শনের কথা উল্লেখ করছি।

❖ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সম্মান ও আদাব রক্ষা করা

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সামনে কণ্ঠস্বরকে তাঁর কণ্ঠস্বরের চাইতে উঁচু করা অথবা তাঁর সাথে উচ্চস্বরে কথা বলা একপ্রকার বে-আদাবী ও ধৃষ্টতা। আবূ বাকর (রা.) সাধারণত নিম্নস্বরে পূর্ণ আদাব রক্ষা করে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সাথে কথাবার্তা বলতেন। একবার বানূ তামীম এর কিছু লোক রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর খিদমাতে উপস্থিত হয়। এ সময় এ গোত্রের আমীর কাকে নিযুক্ত করা হবে তা নিয়ে তাঁর দরবারে আলোচনা চলছিল। আবূ বাকর (রা.) কা'কা' ইবনু মা'বাদের নাম প্রস্তাব করলেন এবং 'উমার (রা.) আকরা' ইবনু হাবিসের নাম প্রস্তাব করলেন এবং মজলিসেই দু'জনের মধ্যে কথাবার্তা হলো এবং ব্যাপারটি শেষ পর্যন্ত কথা কাটাকাটিতে উন্নীত হয়ে উভয়ের কণ্ঠস্বর সামান্য উঁচু হয়ে

---

১৯৯. বাইহাকী, *শু'আবুল ঈমান,* হা.নং:১০৫৯৫; আবূ দাউদ, *আয-যুহদ,* হা.নং: ২৬; ইবনু আবিদ্দুনিয়া, *কাসরুল আমাল,* হা.নং:১৩৪

গেল। এরই পরিপ্রেক্ষিতে নাযিল হয়-

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَنْ تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ﴾

-"হে মু'মিনগণ, তোমরা নাবীর কণ্ঠস্বরের ওপর তোমাদের কণ্ঠস্বর উঁচু করো না এবং তোমরা একে অপরের সাথে যেরূপ উচ্চস্বরে কথা বল, তাঁর সাথে সেরূপ উচ্চস্বরে কথা বলো না। এতে তোমাদের 'আমাল বরবাদ হয়ে যেতে পারে এবং তোমরা তা টেরও পাবে না।" (আল-কুর'আন, ৪৯ [সূরা আল-হুজুরাত]:২)[২০০]

এ আয়াত নাযিল হবার পর আবূ বাকর (রা.) বলেন,

وَالَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ، يَا رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، لاَ أُكَلِّمُكَ إِلاَّ كَأَخِي السِّرَارِ حَتَّى أَلْقَى اللَّهَ .

-"ইয়া রাসূলাল্লাহ, সে যাতের কাসাম, যিনি আপনার প্রতি কিতাব নাযিল করেছেন তার শপথ করে বলছি, এখন থেকে আমি মৃত্যু পর্যন্ত আপনার সাথে একান্তে পরামর্শদাতার মতো চুপিসারে কথা বলবো।"[২০১]

নু'মান ইবনু বাশীর (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার আবূ বাকর (রা.) অনুমতি নিয়ে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর খিদমাতে হাযির হয়ে দেখলেন যে, তাঁর মেয়ে 'আয়িশা (রা.) উচ্চস্বরে কথা বলছেন। যেহেতু রাসূলুল্লাহ (রা.)-এর সামনে উচ্চস্বরে কথা বলা আদাবের পরিপন্থী, তাই তিনি কাছে গিয়ে 'আয়িশা (রা.)কে চাপড় মারতে উদ্যত হন এবং বললেন, أَلَا أَرَاكِ تَرْفَعِينَ صَوْتَكِ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ! -"কী ব্যাপার! তোমাকে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সাথে উচ্চস্বরে কথা বলতে দেখছি!" রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁকে বারণ করতে লাগলেন। অতঃপর তিনি রাগান্বিত হয়ে বের হয়ে যান। এ সময় রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) 'আয়িশা (রা.)কে বললেন, كَيْفَ رَأَيْتِنِي أَنْقَذْتُكِ مِنْ الرَّجُلِ! -"দেখলে তো! আমি তোমাকে কিভাবে লোকটির হাত থেকে রক্ষা করেছি!" এরপর কয়েকদিন আবূ বাকর (রা.) 'আয়িশা (রা.)-এর ঘরেই প্রবেশ করেননি। তারপর একদিন অনুমতি নিয়ে তাঁদের ঘরে প্রবেশ করলেন এবং দেখলেন যে,

---

২০০. বুখারী, *আস-সাহীহ*, (কিতাবুল মাগাযী), হা.নং: ৪০১৯, (কিতাবুল তাফসীর),৪৪৬৯, (কিতাবুল ই'তিসাম), হা.নং:৬৭৫৮

২০১. হাকীম, *আল-মুস্তাদরাক*, হা.নং:৩৬৭৯, ৪৪২৩; ইবনু আবী শায়বাহ, *আল-মুছান্নাফ*, খ.৮,পৃ.১৪৫; বাইহাকী, *শু'আবুল ঈমান*, হা.নং:১৪৮৮, ১৪৮৯
বিশিষ্ট হাদীস বিশারদ আল-হাকিম আন-নিশাপূরী (রাহ.) বলেন, এটি ইমাম বুখারী ও মুসলিম (রা.) প্রমুখের শর্তে উত্তীর্ণ একটি সাহীহ হাদীস।

তাঁরা দু'জনেই শান্তিতে আছেন। তখন তিনি বললেন, أَدْخِلَانِي فِي سِلْمِكُمَا كَمَا أَدْخَلْتُمَانِي فِي حَرْبِكُمَا.-"তোমরা দু'জনেই বিবাদের সময় যেমন আমাকে প্রবেশ করতে দিয়েছো, তেমনি তোমাদের শান্তির সময়ও আমাকে প্রবেশ করতে দিয়েছো !" রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, قَدْ فَعَلْنَا قَدْ فَعَلْنَا-"আমরা তা-ই করেছি, আমরা তা-ই করেছি।"[২০২]

ইফ্‌কের ঘটনায় 'আয়িশা (রা.) নিরন্তর দু রাত একদিন কেঁদে কেঁদে কাটান। এ সময় তিনি ঘুমোতেও পারেননি এবং তাঁর চোখের পানিও বন্ধ হয়নি। আবূ বাকর (রা.) সন্দেহাতীতভাবে জানতেন যে, তাঁর মেয়ে নিরপরাধ। তিনিও এ ঘটনায় বিমর্ষ হয়ে পড়েন। এ অবস্থায় একদিন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আবূ বাকর (রা.)-এর ঘরে আগমন করে 'আয়িশা (রা.)কে উদ্দেশ্য করে বললেন,

> إِنَّهُ بَلَغَنِي عَنْكِ كَذَا وَكَذَا فَإِنْ كُنْتِ بَرِيئَةً فَسَيُبَرِّئُكِ اللهُ وَإِنْ كُنْتِ أَلْمَمْتِ بِذَنْبٍ فَاسْتَغْفِرِي اللهَ وَتُوبِي إِلَيْهِ فَإِنَّ الْعَبْدَ إِذَا اعْتَرَفَ ثُمَّ تَابَ تَابَ اللهُ عَلَيْهِ.
>
> -"তোমার সম্পর্কে আমার কাছে এ এ ধরনের কথা এসেছে। যদি তুমি এ অভিযোগ থেকে মুক্ত হও, তা হলে অচিরেই আল্লাহ তা'আলা তোমার পবিত্রতার ঘোষণা অবশ্যই দেবেন। আর যদি তোমার কোনো ত্রুটি হয়েই থাকে, তা হলে আল্লাহর নিকট ক্ষমা চাও এবং তাওবা কর। কেননা বান্দাহ যখন তাওবা করে, তখন তার সমস্ত গুনাহ মা'ফ হয়ে যায়।"

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর এ কথা শুনে 'আয়িশা (রা.) তাঁর প্রিয় পিতাকে তাঁর পক্ষ থেকে উত্তর দানের জন্য অনুরোধ করেন। কিন্তু আদাব ও সম্মানের খাতিরে আবূ বাকর (রা.) তাঁর মনের কথাটি প্রকাশ করতে পারলেন না এবং বললেন, وَاللهِ مَا أَدْرِي مَا أَقُولُ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.-"আল্লাহর কাসাম, আমি জানি না, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)কে কী বলবো?"[২০৩]

আবূ বাকর (রা.) ছিলেন স্বভাবগতভাবে অত্যন্ত শান্ত-শিষ্ট ও বিনম্র। ব্যক্তিগত কারণে তিনি কারো ওপর সাধারণত চড়াও হতেন না। তবে যদি তিনি কখনো এমন কোনো ঘটনা সম্পর্কে অবগত হতেন, যার প্রতিক্রিয়া রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর মর্যাদা ও সম্ভ্রমের ওপর পড়ার আশংকা রয়েছে, তা হলে তিনি অত্যন্ত রাগান্বিত হতেন। এরূপ একটি ঘটনা হলো- আশ'আছ ইবনু কায়স (রা.)-এর বোন কুতাইলাহ বিনতু কায়স (রা.)-কে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁর মৃত্যুর এক মাস কিংবা দু'মাস পূর্বে, মতান্তরে তাঁর মৃত্যু-রোগের সময় বিয়ে করেন। কিন্তু

২০২. আবূ দাউদ, *আস-সুনান*, (কিতাবুল আদাব), হা.নং:৪৩৪৭
২০৩. বুখারী, *আস-সাহীহ*, (কিতাবুল মাগাযী), হা.নং: ৩৮২৬

তিনি নিয়মানুযায়ী রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর ঘরে আগমন করেননি। এমন সময় রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মৃত্যুবরণ করেন। এরপর তিনি 'ইকরামাহ ইবনু আবী জাহল (রা.)-এর সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। আবূ বাকর (রা.) এটা অবগত হওয়ার পর অত্যন্ত ক্ষিপ্ত হন এবং উভয়কে আগুনে পুড়িয়ে ফেলার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। কিন্তু 'উমার (রা.) এর বিরোধিতা করে বলেন,

مَا هِيَ مِنْ أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِيْنَ، وَلَا دَخَلَ بِهَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم، وَلَا ضَرَبَ عَلَيْهَا الْحِجَابَ.

-"কুতাইলাহ উম্মুহাতুল মু'মিনীনের অন্তর্ভুক্ত নন; তিনি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর ঘরে প্রবেশ করেননি এবং তাঁর জন্য হিজাবের বিধানও আরোপিত হয়নি।"[২০৪]

❖ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর মনের কথা গোপন করে রাখা

উম্মুল মু'মিনীন হাফসা (রা.)-এর প্রথম স্বামী খুনাইস ইবনু হুযাফাহ আস-সাহমী (রা.) বাদর যুদ্ধের পর মৃত্যুবরণ করেছিলেন। তিনি একজন বিশিষ্ট সাহাবী ছিলেন। বাদর যুদ্ধেও তিনি অংশ গ্রহণ করেছিলেন। 'উমার (রা.) বলেন, হাফসা (রা.)-এর স্বামী মারা যাবার পর আমি 'উছমান (রা.)-এর কাছে গিয়ে বলেছি যে, إِنْ شِئْتَ أَنْكَحْتُكَ حَفْصَةَ. -"যদি তুমি চাও, তা হলে আমি হাফসা (রা.)কে তোমার সাথে বিয়ে দিতে পারি।" 'উছমান (রা.) বললেন, سَأَنْظُرُ فِي أَمْرِي. -"আমি বিষয়টি চিন্তা করে দেখবো।" এরপর আবার তাঁর সাথে আমার সাক্ষাত হয়। তিনি আমাকে বললেন, قَدْ بَدَا لِي أَنْ لَا أَتَزَوَّجَ يَوْمِي هَذَا. -" এ সময়ে বিয়ে করা আমার সমীচীন মনে হচ্ছে না।" এরপর আমি আবূ বাকর (রা.)-এর সাথে সাক্ষাত করে তাঁকে আমার মেয়ের বিয়ের প্রস্তাব পেশ করলাম। তিনি কোনোই জবাব দিলেন না। আমি তাঁর এ আচরণে এতোই মর্মাহত হই যে, 'উছমান (রা.)-এর আচরণেও এ পরিমাণ মনে কষ্ট পাইনি। এর কয়েকদিন পর রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমার কাছে তাঁর বিয়ের প্রস্তাব পাঠালেন। আমি তাঁকে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সাথে বিয়ে দিয়ে দিলাম। এরপর আবূ বাকর (রা.)-এর সাথে আমার সাক্ষাত হয়। তিনি আমাকে বললেন, لَعَلَّكَ وَجَدْتَ عَلَيَّ حِينَ عَرَضْتَ عَلَيَّ حَفْصَةَ فَلَمْ أَرْجِعْ إِلَيْكَ. - "তোমার মেয়ে হাফসার প্রস্তাবের উত্তর না দেবার কারণে সম্ভবত তুমি আমার ওপর ভীষণ মনঃক্ষুণ্ন হয়েছো।" আমি বললাম, হ্যাঁ। তিনি বললেন,

---

২০৪. হাকিম, *আল-মুস্তাদরাক*, (কিতাবু মা'আরিফাতিস সাহাবাহ), হা.নং: ৬৯১৮; বাইহাকী, *দালা'য়িলুন নুবুওয়াত*, হা.নং:৩২৮৩; আবূ না'ঈম, *মা'আরিফাতুস সাহাবাহ*, হা.নং: ৬৮৫০

فَإِنَّهُ لَمْ يَمْنَعْنِي أَنْ أَرْجِعَ إِلَيْكَ فِيمَا عَرَضْتَ إِلَّا أَنِّي قَدْ عَلِمْتُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ ذَكَرَهَا فَلَمْ أَكُنْ لِأُفْشِيَ سِرَّ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَوْ تَرَكَهَا لَقَبِلْتُهَا.

-"তোমার প্রস্তাবের জবাব না দেবার কারণ এ-ই ছিল যে, আমি জানতাম, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁর বিয়ের কথা আলোচনা করেছেন। কিন্তু আমি তাঁর এ মনের কথা প্রকাশ করা ভালো মনে করিনি। তিনি যদি তাঁকে বিয়ে না করতেন, তবে আমি অবশ্যই তোমার এ প্রস্তাব গ্রহণ করতাম।"[২০৫]

❖ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর পক্ষ থেকে ঋণ পরিশোধ

আবূ বাকর (রা.) রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর জীবদ্দশায় তাঁর বিভিন্ন ঋণ পরিশোধ করতেন। তাঁর মৃত্যুর পর তিনি ছিলেন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর খালীফা। এ সময় তিনি ঘোষণা করেন, مَنْ كَانَ لَهُ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَيْنٌ أَوْ عِدَةٌ فَلْيَأْتِنِي. -"যদি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট কারো কোনো পাওনা থাকে অথবা তিনি কারো সাথে কোনো জিনিসের ওয়াদা করে থাকেন, তা হলে সে যেন আমার কাছে আসে।[২০৬]

❖ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর বিচ্ছেদ-ব্যথা

আবূ বাকর (রা.) তাঁর জীবনের প্রতিটি মুহূর্তই রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর স্নেহপরশে থেকে অতিবাহিত করেন। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ছিলেন তাঁর জন্য একজন পরম স্নেহপরায়ণ অভিভাবক। তাই তাঁর মৃত্যু আবূ বাকর (রা.)-এর জন্য ছিল ভীষণ বেদনার বিষয়। তিনি তাঁকে হারানোর চরম বেদনা মর্মে মর্মে উপলব্ধি করেন। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর ওফাতের পর মুখে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নাম উচ্চারণ করতেই তাঁর চোখ অশ্রুতে আপ্লুত হয়ে যেত। আওসাত ইবনু 'আম্‌র (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর ওফাতের দ্বিতীয় বছর একবার আবূ বাকর (রা.) মিম্বারে খুতবা দেয়ার উদ্দেশ্যে দাঁড়িয়ে শুধু বললেন, قَامَ فِينَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ الْأَوَّلِ. -"এটা সে-ই স্থান, এক বৎসর পূর্বে যেখানে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু

---

২০৫. বুখারী, *আস-সাহীহ,* (কিতাবুল মাগাযী), হা.নং: ৩৭০৪, (কিতাবুন নিকাহ), হা.নং: ৪৭২৮; নাসা'ঈ, *আস-সুনান,* (কিতাবুন নিকাহ), হা.নং: ৩২০৭

২০৬. বুখারী, *আস-সাহীহ,* (কিতাবুল জিযইয়া), হা.নং:২৯২৯, (কিতাবুল মাগাযী), হা.নং:৪০৩২

'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) দাঁড়াতেন।" এ কথাটি উচ্চারণ করা মাত্র রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর স্মৃতি তাঁর হৃদয়পটে ভেসে ওঠে এবং তিনি ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে থাকেন। নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করে যখন পুনরায় খুতবা শুরু করেন, তখনও দম আটকে যায়। অবশেষে তৃতীয়বার নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করে তিনি খুতবা শেষ করেন।"[২০৭]

আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উম্মু আইমান (রা.) রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)কে কোলে নিয়ে লালন-পালন করেছিলেন এবং এ কারণে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁকে প্রায় সময় দেখতে যেতেন। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর ওফাতের পর আবূ বাকর (রা.)ও এ রীতি চালু রাখেন। একদিন তিনি 'উমার (রা.)কে সাথে নিয়ে তাঁর নিকট যান এবং উম্মু আয়মান (রা.) তাঁদেরকে দেখে কাঁদতে লাগেন। তখন তাঁরা দুজনেই তাঁকে বললেন, مَا يُبْكِيكِ مَا عِنْدَ اللهِ خَيْرٌ لِرَسُولِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. -"কাঁদছো কেন? আল্লাহর নিকট রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর জন্য যে মর্যাদা ও পুরস্কার রয়েছে, তা-ই তো তাঁর জন্য উত্তম।" উম্মু আইমান (রা.) বললেন,

مَا أَبْكِي أَنْ لَا أَكُونَ أَعْلَمُ أَنَّ مَا عِنْدَ اللهِ خَيْرٌ لِرَسُولِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَكِنْ أَبْكِي أَنَّ الْوَحْيَ قَدْ انْقَطَعَ مِنْ السَّمَاءِ.

-"আমি যে এটা জানি না বলে কাঁদছি, তা নয়; আমার ক্রন্দনের কারণ হলো এই যে, এখন ওহী আসা বন্ধ হয়ে গেছে।"

আবূ বাকর ও 'উমার (রা.)-এর ওপর তাঁর এ কথার এমনি প্রতিক্রিয়া হলো যে, তাঁরাও তাঁর সাথে স্বতঃস্ফূর্তভাবে কাঁদতে শুরু করেন।[২০৮]

❖ আহলুল বাইতের প্রতি ভালোবাসা

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সাথে আবূ বাকর (রা.)-এর গভীর সম্পর্ক ও ভালোবাসা থাকার কারণে আহল বাইতকেও তিনি অত্যন্ত ভালোবাসতেন। তিনি নিজের পরিবারের চাইতেও ওদের প্রতি অধিক দৃষ্টি রাখতেন। তাঁর একান্ত প্রচেষ্টায় ফাতিমাতুয যাহরা' (রা.)-এর সাথে 'আলী (রা.) বিয়ে সুসম্পন্ন হয়। একদিন আবূ বাকর (রা.) 'উমার ও সা'দ (রা.)কে ডেকে বললেন, "এসো! আমরা 'আলী (রা.)-এর নিকট গিয়ে তাঁকে ফাতিমা (রা.)-এর সাথে বিয়ে বন্ধনে আবদ্ধ হতে উদ্বুদ্ধ

---

২০৭. আহমাদ, *আল-মুসনাদ*, (মুসনাদু আবী বাকর রা.), হা.নং: ৪৩

২০৮. মুসলিম, *আস-সাহীহ, (ফাদা'য়িলুস সাহাবাহ)*, হা.নং: ৪৪৯২; ইবনু মাজাহ, *আস-সুনান*, (কিতাবুল জানা'য়িয), হা.নং: ১৬২৫

করি। যদি সে অভাবের কথা তুলে ধরে, তবে আমরা তাকে আর্থিক সাহায্য করবো।"[২০৯] তাঁর এ কথা কেবল একটি বিয়ের প্রস্তাবই নয়। এতে সে কল্যাণকামিতার দিকটিই প্রবলভাবে ফুটে ওঠেছে, যা আত্মীয়-স্বজনের মধ্যেই দেখা যায়। তদুপরি 'আলী (রা.)-এর প্রতি তাঁর অন্তরে কতটুকু দয়া ও ভালোবাসা ছিল, তা এ থেকে পরিমাপ করা যায় যে, তাঁর জন্য তিনি খাতুনে জান্নাত ফাতিমা (রা.)-এর বিয়ের প্রস্তাব দিলেন এবং এ কাজে প্রয়োজনে তাঁকে আর্থিক সাহায্য করতে প্রস্তুত হলেন।

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর ওফাতের পর 'আলী ও ফাতিমা (রা.) যখন ফাদাক ও খাইবারের মীরাছের দাবি নিয়ে আবূ বাকর (রা.)-এর নিকট আসলেন, তখন তিনি তাঁদের উদ্দেশ্য বলেন,

وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَقَرَابَةُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ أَصِلَ مِنْ قَرَابَتِي.

-"ঐ পবিত্র সত্তার শপথ যাঁর হাতে আমার প্রাণ, আমার আত্মীয়-স্বজনের সাথে সদ্ব্যবহার করার চেয়ে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর আত্মীয়-স্বজনের সাথে সদ্ব্যবহার করাকে আমি অধিক পছন্দ করি।"[২১০]

খালীফা নির্বাচিত হওয়ার পর আবূ বাকর (রা.) একদিন ফাতিমা (রা.)-এর বাড়িতে যান। সেখানে 'আলী (রা.) রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সাথে তাঁদের আত্মীয়তা ও তাঁদের দাবির ব্যাপারটি বর্ণনা করছিলেন। তখন অবস্থা এই হলো যে, 'আলী (রা.) একটি একটি কথা বলছিলেন, আর আবূ বাকর (রা.) তা শুনে শুনে ক্রন্দন করছিলেন।[২১১]

একদিন আবূ বাকর (রা.) তাঁর খিলাফাতকালে 'আসরের নামায আদায় করে মাসজিদ থেকে বের হয়ে হাঁটতে লাগলেন। এমন সময় তিনি হাসান ইবনু 'আলী (রা.)কে পাড়ার শিশুদের সাথে খেলা করতে দেখেন এবং তখনি তাঁকে অতিশয় স্নেহ ও আদরের সাথে ঘাড়ের ওপর তুলে নেন। তারপর বললেন, بِأَبِي! شَبِيهٌ بِالنَّبِيِّ، لَا شَبِيهٌ بِعَلِيٍّ. - "আমার পিতা তাঁর ওপর কুরবান হোন! এই তো দেখি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর অবিকল; 'আলী (রা.)-এর মতো তো নয়।" এ কথা শুনে 'আলী (রা.) হাসতে লাগলেন।[২১২] অপরদিকে আবূ বাকর (রা.)-এর প্রতি 'আলী (রা.)-এর কতোটুকু

---

২০৯. মাজলিসী, মুহাম্মাদ বাকির, *বিহারুল আনওয়ার*, খ.১০,পৃ.৩৭

২১০. বুখারী, *আস-সাহীহ*, (কিতাবুল মানাকিব), হা.নং: ৩৪৩৫, (কিতাবুল মাগাযী), হা.নং: ৩৭৩০, ...

২১১. তাবারী, *তারীখুল উমাম ওয়াল মুলূক*, খ.২,পৃ.৪৪৮; ইবনু হিব্বান, *কিতাবুছ-ছিকাত*, খ.২,পৃ.১৭১; আল-মুহিব্বু আত-তাবারী, *আর-রিয়াদুন নাদিরাতু..*, পৃ.১১৭

২১২. বুখারী, *আস-সাহীহ*, (কিতাবুল মানাকিব), হা.নং: ৩২৮৭; হাকিম, *আল-মুস্তাদরাক*, (কিতাবু

ভালোবাসা ও আস্থা ছিল, তা এ থেকেও জানা যায় যে, তিনি আবূ বাকর (রা.)-এর নামানুসারে তাঁর এক ছেলের নাম রাখেন আবূ বাকর।[২১৩] তা ছাড়া আবূ বাকর (রা.)-এর মৃত্যুর পর তাঁর ছেলে মুহাম্মাদ (রা.)কে 'আলী (রা.) কোলে তুলে নেন এবং তাঁর দেখাশুনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন।[২১৪] ইরাক বিজয়ের পর একবার সেনাপতি খালিদ ইবনুল ওয়ালীদ (রা.) গানীমাতের যে অর্থ-সম্পদ মাদীনায় প্রেরণ করেন, সেগুলোর সাথে উপঢৌকন হিসেবে একটি মূল্যবান শালও আবূ বাকর (রা.)-এর নিকট পাঠান। কিন্তু আবূ বাকর (রা.) ঐ শাল নিজে না নিয়ে হুসাইন ইবনু 'আলী (রা.)কে প্রদান করেন।[২১৫] এ ঘটনাগুলো থেকে প্রমাণিত হয়ে আবূ বাকর (রা.) ও 'আলী (রা.)-এর মধ্যে পারস্পরিক সুগভীর সম্পর্ক বিদ্যমান ছিল।

আবূ বাকর (রা.) রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর পরিবার ও আত্মীয়-স্বজনের সাথে শুধু নিজেই সহানুভূতি প্রদর্শন ও সদ্ব্যবহার করতেন, তা নয়; বরং অন্য মুসলিমদেরকেও এ বলে নির্দেশ দিতেন- ارْقُبُوا مُحَمَّدًا صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أَهْلِ بَيْتِهِ. -"রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর পরিবারের সদস্যদের সাথে আচরণের সময় তোমরা তাঁর সম্মান ও মর্যাদার প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখবে।"[২১৬] অর্থাৎ তোমরা তাঁদের সাথে এরূপ কোনো আচরণ কর না, যা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর মনোব্যথার কারণ হয়ে দাঁড়াবে।

ইতঃপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, সাধারণত বিভিন্ন রিওয়ায়াত থেকে বুঝা যায় যে, ফাতিমা (রা.)-এর ওফাতের পর 'আলী (রা.)ই রাতের বেলায় তাঁর কাফান-দাফনের কাজ সমাধা করেন। কিন্তু জা'ফার ইবনু মুহাম্মাদ (রা.) তাঁর পিতা, তিনি তাঁর দাদা 'আলী ইবনুল হুসাইন (রা.) থেকে রিওয়ায়াত করেন, ফাতিমা (রা.)-এর ওফাতের পর আবূ বাকর, 'উমার (রা.)সহ একদল সাহাবী তাঁদের বাড়িতে যান এবং জানাযা তৈরি হয়ে গেলে আবূ বাকর (রা.) 'আলী (রা.)কে বলেন, تَقَدَّمْ، فَصَلِّ عَلَيْهَا. -"আসুন, নামায পড়ান! 'আলী (রা.) বলেন, مَا كُنْتُ لِأَتَقَدَّمَ وَأَنْتَ خَلِيْفَةُ رَسُوْلِ الله صلى الله عليه وسلم. -"না, তা হতে পারে না! আপনি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর খালীফা। তাই আপনিই নামাযে ইমামাতি করুন।" এরপর আবূ বাকর (রা.) সামনে এগিয়ে গিয়ে নামাযের ইমামাতি করেন।[২১৭]

মা'আরিফাতিস সাহাবাহ), হা.নং:৪৭৬৮; আবূ ই'য়ালা, *আল-মুসনাদ*, হা.নং: ৩৩, ৩৪

২১৩. নাদভী, *আল-মুরতাদা*, পৃ.৯৮

২১৪. নাদভী, *আল-মুরতাদা*, পৃ.৯৮

২১৫. বালাযুরী, *ফুতূহুল বুলদান*, রি.নং: ৬০৮, খ.২,পৃ.২৯৯

২১৬. বুখারী, *আস-সাহীহ*, (কিতাবুল মানাকিব), হা.নং:৩৪৩৬, ৩৪৬৮

২১৭. ইবনু 'আদী, *আল-কামিল*, খ.৪,পৃ.২৫৮; 'আলী আল-হিন্দী, *কানযুল 'উম্মাল*, হা.নং:৩৫৬৭৭ ইমাম শা'বী ও ইবরাহীম আন-নাখ'ঈ (রা.) প্রমুখ থেকেও এরূপ রিওয়ায়াত বর্ণিত রয়েছে। (ইবনু সা'দ, *আত-তাবাকাতুল কুবরা*, খ.৮,পৃ.২৯)

এ রিওয়ায়াতটিই অধিকতর যুক্তি ও বাস্তবসম্মত মনে হয়। ইতঃপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর ওফাতের দ্বিতীয় দিন অর্থাৎ ১৩ রাবী'উল আউয়াল মঙ্গলবার সাধারণ বাই'আতের দিনই 'আলী (রা.) আবূ বাকর (রা.)-এর হাতে বাই'আত গ্রহণ করেছিলেন।[২১৮] 'আলী (রা.) আবূ বাকর (রা.)-এর একান্ত সাথী ও সহযোগী ছিলেন। ফাতিমা (রা.)-এর সাথে আবূ বাকর (রা.)-এর সম্পর্ক ভালো ছিল না- কথাটিও সঠিক নয়; বরং তাঁদের মধ্যে সুসম্পর্ক বিদ্যমান ছিল।[২১৯] এতদসত্ত্বেও এটা কিভাবে বিশ্বাস করা যায় যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর কলিজার টুকরো ফাতিমা (রা.) মৃত্যুবরণ করেছেন, অথচ রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর খালীফা এ ব্যাপারে অবগত ছিলেন না এবং তাঁর জানাযায়ও অংশ গ্রহণ করেননি। মূল ব্যাপার হলো, বানূ উমাইয়্যাহর মধ্যে এমন কিছু লোক ছিল, যাদের অন্তর ছিল কলুষতায় ভরপুর। তারা একে অপরের বিরুদ্ধে হিংসাত্মক কথাবার্তা বলতো এবং সাধারণ সভায়ও সেগুলো নিয়ে আলোচনা হতো। ফলে অনুরূপ ভুল ধারণা জনমনে ছড়িয়ে পড়েছিল এবং বিভিন্ন রিওয়ায়াতে তারই কু-প্রভাব লক্ষ্য করা যায়।[২২০]

ছ. 'ইবাদাত

❖ 'ইবাদাতে অগ্রগামিতা

আবূ বাকর (রা.) যে কোনো ভালো ও মহৎ কাজ করতে সদা সচেষ্ট থাকতেন। কেউ তাঁকে কোনো ভালো কাজে অতিক্রম করে যেতে পারতো না। তিনি বিশ্বাস করতেন, আজকে যা করা সম্ভব, আগামী কাল তা সম্ভব নাও হতে পারে। আজকে 'আমাল করার সুযোগ রয়েছে; কিন্তু হিসাব নেই। কিন্তু আগামী কাল হিসাব হবে; কিন্তু 'আমাল করার সুযোগ নেই। এ কারণে তিনি সুযোগ পেলেই যে কোনো মহৎ কাজ ও 'ইবাদাত দ্রুত সম্পাদন করতে লেগে যেতেন। আবূ হুরাইরাহ (রা.) থেকে বর্ণিত। একদিন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) জিজ্ঞেস করলেন, مَنْ أَصْبَحَ مِنْكُمُ الْيَوْمَ صَائِمًا؟ -" আজ তোমাদের মধ্যে কে রোযা রেখেছো?" আবূ বাকর (রা.) বললেন, আমি। আবার রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) জিজ্ঞেস করলেন, فَمَنْ تَبِعَ مِنْكُمُ الْيَوْمَ جَنَازَةً؟ -" আজ তোমাদের মধ্যে কে জানাযায় অংশ গ্রহণ করেছো?" আবূ

---

২১৮. হাকিম, *আল-মুস্তাদরাক*, (কিতাবি মা'আরিফাতিস সাহাবাহ), হা.নং:৪৪৩১
২১৯. সাল্লাবী, *আবূ বাকর আছ্-ছিদ্দীক (রা.)*, পৃ.১৮৪-৫
২২০. আকবরাবাদী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪২১

বাকর (রা.) বললেন, আমি। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) পুনরায় জিজ্ঞেস করলেন, فَمَنْ أَطْعَمَ مِنْكُمْ الْيَوْمَ مِسْكِينًا؟ -"আজ তোমাদের মধ্যে কে কোনো অভাবীকে খাবার দিয়েছো?" আবূ বাকর (রা.) বললেন, আমি। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আবার জিজ্ঞেস করলেন, فَمَنْ عَادَ مِنْكُمْ الْيَوْمَ مَرِيضًا؟- " আজ তোমাদের মধ্যে কে কোনো অসুস্থ ব্যক্তির সেবা করেছো?" আবূ বাকর (রা.) বললেন, আমি। এরপর রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, مَا اجْتَمَعْنَ فِي امْرِئٍ إِلَّا دَخَلَ الْجَنَّةَ. -"এ সকল মহৎ কাজ কোনো ব্যক্তির মধ্যে এক সাথে পাওয়া গেলে সে জান্নাতে প্রবেশ করবেই।"[২২১]

সকল ধরনের 'ইবাদাতের ক্ষেত্রে আবূ বাকর (রা.)-এর এ অগ্রগামিতার কারণে জান্নাতের সকল দরজা তাঁর জন্য উন্মুক্ত থাকবে এবং প্রতিটি দরজা থেকে তাঁকে প্রবেশের জন্য সাদর আমন্ত্রণ জানানো হবে। আবূ হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

> مَنْ أَنْفَقَ زَوْجَيْنِ فِي سَبِيلِ اللهِ نُودِيَ مِنْ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ يَا عَبْدَ اللهِ هَذَا خَيْرٌ فَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّلَاةِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الصَّلَاةِ وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْجِهَادِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الْجِهَادِ وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصِّيَامِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الرَّيَّانِ وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّدَقَةِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الصَّدَقَةِ .
>
> -"যে ব্যক্তি আল্লাহর পথে একই জাতীয় দুটি বস্তু খরচ করলো, জান্নাতের দরজাগুলো থেকে তাঁকে ডেকে বলা হবে, হে আল্লাহর বান্দাহ, এ দরজা দিয়ে প্রবেশ কর, এ দরজাটি উত্তম। সুতরাং, যারা নামাযী, তাদেরকে সালাতের দরজা দিয়ে, যারা মুজাহিদ তাদেরকে জিহাদের দরজা দিয়ে, যারা রোযাদার তাদেরকে রাইয়ানের দরজা দিয়ে এবং যারা সাদাকাদানকারী তাদেরকে সাদাকাহর দরজা দিয়ে প্রবেশের জন্য আমন্ত্রণ জানানো হবে।"

এ কথা শুনে আবূ বাকর (রা.) জিজ্ঞেস করলেন,

> بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي، يَا رَسُولَ اللهِ! مَا عَلَى مَنْ دُعِيَ مِنْ تِلْكَ الْأَبْوَابِ مِنْ ضَرُورَةٍ، فَهَلْ يُدْعَى أَحَدٌ مِنْ تِلْكَ الْأَبْوَابِ كُلِّهَا.
>
> -"ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমার পিতামাতা আপনার জন্য উৎসর্গ হোক! যাকে এ সকল

---

২২১. মুসলিম, *আস-সাহীহ,* (কিতাবুয যাকাত), হা.নং: ১৭০৭, (কিতাবু ফাদা'য়িলিস সাহাবাহ), হা.নং: ৪৪০০; ইবনু খুযায়মাহ, *আস-সাহীহ,* (কিতাবুস সিয়াম), হা.নং: ১৯৫৪

দরজা দিয়ে প্রবেশের জন্য আমন্ত্রণ জানানো হবে, তা তো তার প্রয়োজন নেই। (কারণ তার উদ্দেশ্য তো জান্নাতে প্রবেশ করা। আর তা যে কোনো দরজা দিয়ে প্রবেশ করলেই তো হলো।) অধিকন্তু এমন কেউ কী আছে, যাকে প্রতিটি দরজা দিয়ে আমন্ত্রণ জানানো হবে।"

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, نَعَمْ، وَأَرْجُو أَنْ تَكُونَ مِنْهُمْ. - "হ্যাঁ, অবশ্যই আছে। আমি তো আশা করি, তুমিও তাদের মধ্যে শামিল হবে।"[২২২]

❖ নামাযে পূর্ণ মনোযোগ

নামায হলো বস্তুত আল্লাহর সাথে বান্দার একান্তে আলাপচারিতা। তাই আল্লাহর সাথে যার সম্পর্ক যত বেশি হবে, সে স্বভাবতই নামাযে তত বেশি স্বাদ ও প্রশান্তি লাভ করবে। এ কারণেই অনেক সময় নামাযে দীর্ঘক্ষণ দাঁড়াতে দাঁড়াতে পা ফুলে যায়; তবুও নামাযের প্রতি তার আকর্ষণ বেড়ে যায়। আবূ বাকর (রা.)-এর মধ্যেও আল্লাহর সাথে আলাপচারিতার এ অনুভূতি পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান ছিল। তিনি রাতে বেশিক্ষণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে নামায পড়তেন এবং এসময় অনুচ্চস্বরে ফুঁপে ফুঁপে কেঁদে পবিত্র কুর'আন তিলাওয়াত করতেন। একবার রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) রাতে বের হয়ে আবূ বাকর (রা.)-এর পাশ দিয়ে যেতে দেখতে পেলেন, তিনি অনুচ্চস্বরে নামায পড়ছেন। এরপর রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) 'উমার (রা.)-এর পাশ দিয়ে গমন করলেন। তিনি দেখতে পেলেন, 'উমার (রা.) উচ্চস্বরে নামায পড়ছেন। অতঃপর দু'জনই যখন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর খিদমাতে উপস্থিত হলেন, তখন তিনি জিজ্ঞেস করলেন, "আবূ বাকর, তোমাকে অনুচ্চস্বরে নামায পড়তে দেখতে পেলাম। এর কারণ কি?" তিনি আরয করলেন, قَدْ أَسْمَعْتُ مَنْ نَاجَيْتُ يَا رَسُولَ اللّٰهِ.-" ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমি কেবল ঐ আল্লাহকে শুনাচ্ছি, যার সাথে আমি একান্তে আলাপ করছি।" (অর্থাৎ আমি তো ঐ আল্লাহর সাথেই কথা বলছি, যিনি চুপে চুপে বললেও শুনেন। তাঁর নিকট আওয়ায বড় করার তো প্রয়োজন নেই।) তারপর তিনি 'উমার (রা.)কে জিজ্ঞেস করলেন, "তোমাকে উচ্চস্বরে নামায পড়তে দেখতে পেলাম। এর কারণ কি?" তিনি আরয করলেন, يَا رَسُولَ اللّٰهِ، أُوقِظُ الْوَسْنَانَ، وَأَطْرُدُ الشَّيْطَانَ.- "ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমি তন্দ্রাচ্ছন্ন ব্যক্তিকে জাগ্রত করি এবং শাইতানকে বিতাড়িত করি।" এরপর রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আবূ বাকর (রা.)কে উদ্দেশ্য

---

২২২. বুখারী, *আস-সাহীহ*, (কিতাবুস সাওম),হা.নং:১৭৬৪, (কিতাবুল মানাকিব), হা.নং:৩৩৯৩; মুসলিম, *আস-সাহীহ*, (কিতাবুয যাকাত), হা.নং: ১৭০৫

করে বললেন, ارْفَعْ مِنْ صَوْتِكَ شَيْئًا. -"তুমি তোমার আওয়ায একটু বড় কর।" আর 'উমার (রা.)কে উদ্দেশ্য করে বললেন, اخْفِضْ مِنْ صَوْتِكَ شَيْئًا. -"তোমার আওয়ায একটু ছোট কর।"[২২৩]

আবূ বাকর (রা.) এতো বিনয়ের সাথে নামায পড়তেন যে, নামাযে দাঁড়ানো অবস্থায় মনে হতো যেন একটি সোজা কাঠের খুঁটি দাঁড়িয়ে আছে। মুজাহিদ (রাহ.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, كَانَ ابْنُ الزُّبَيْرِ إِذَا قَامَ فِي الصَّلَاةِ كَأَنَّهُ عُودٌ لَا يَتَحَرَّكُ مِنَ الْخُشُوعِ. -"'আবদুল্লাহ ইবনু যুবাইর (রা.) নামাযে যখন দাঁড়াতেন, তখন তাঁকে তাঁর অতিশয় বিনয়ের কারণে একটি স্থির কাষ্ঠখণ্ডই মনে হতো।" তিনি আরো বলেন, আমার কাছে এ মর্মে হাদীস পৌঁছেছে যে, أَنَّ أَبَا بَكْرٍ كَانَ كَذَلِكَ. -"আবূ বাকর (রা.)-এর অবস্থাও ঠিক এরূপই ছিল।"[২২৪] ইমাম আহমাদ (রাহ.) বলেন, মাক্কাবাসীদের মধ্যে এ কথা প্রচলিত রয়েছে যে, ইবনু জুরাইজ (রা.) 'আতা (রা.) থেকে, 'আতা (রা.) ইবনু যুবাইর (রা.) থেকে, ইবনু যুবাইর (রা.) আবূ বাকর (রা.) থেকে আর আবূ বাকর (রা.) স্বয়ং রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে নামাযের দীক্ষা লাভ করেন।[২২৫] 'আবদুর রাযযাক (রাহ.) বলেন, مَا رَأَيْتُ أَحَدًا أَحْسَنَ صَلَاةً مِنْ ابْنِ جُرَيْجٍ. -"আমি ইবনু জুরাইজ (রাহ.)-এর চেয়ে আর কাউকেই অধিকতর সুন্দরভাবে নামায পড়তে দেখিনি।[২২৬]

❖ ক্রন্দনের সাথে কুর'আন তিলাওয়াত

আবূ বাকর (রা.) অত্যন্ত কোমল হৃদয়ের লোক ছিলেন। তিনি যখন কুর'আন শারীফ তিলাওয়াত করতেন, তখন তাঁর গণ্ডদেশ দিয়ে অশ্রুধারা প্রবাহিত হতো। 'আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ رَجُلًا بَكَّاءً لَا يَمْلِكُ عَيْنَيْهِ إِذَا قَرَأَ الْقُرْآنَ. -"আবূ বাকর (রা.) ছিলেন একজন অত্যধিক ক্রন্দনপ্রবণ মানুষ। যখন তিনি কুর'আন তিলাওয়াত করতেন, তখন তিনি অশ্রু সংবরণ করতে পারতেন না।"[২২৭] এ সময় কখনো কখনো তাঁর রোদনের আতিশয্য এবং আল্লাহর ভয়ে বিগলিত হৃদয়ের উচ্ছ্বাস দেখে আশেপাশে মানুষের ভিড় জমে যেত।[২২৮] এ অবস্থা তাঁর ওপর এতো প্রবল হয়ে পড়েছিল যে, লোকে তাঁকে أَوَّاهٌ (অধিক আহাজারিকারী) বলে সম্বোধন করতো।

---

২২৩. আবূ দাউদ, *আস-সুনান,* (কিতাবুস সালাত) হা.নং:১১৩৩; তিরমিযী, *আস-সুনান,* (কিতাবুস সালাত), হা.নং:৪০৯

২২৪. আহমাদ ইবনু হাম্বাল, *ফাদা'য়িলুস সাহাবাহ,* হা.নং:২১৭; মারওয়াযী, *তা'যীমু কাদরিস সালাত,* হা.নং:১৩২; সুয়ূতী, *তারীখুল খুলাফা,* পৃ.৪১

২২৫. ইবনু হাম্বাল, *ফাদা'য়িলুস সাহাবাহ,* হা.নং:২৩১ ও *আয-যুহদ,* খ.১,পৃ.১৮৭

২২৬. *তদেক*

২২৭. বুখারী, *আস-সাহীহ,* (কিতাবুস সালাত), হা.নং: ৪৫৬; আহমাদ, *ফাদা'য়িলুস সাহাবাহ,* হা.নং: ৫১৯, *আল-মুসনাদ,* হা.নং:২২৯৩২

২২৮. বুখারী, *আস-সাহীহ,* (কিতাবুস সালাত), হা.নং: ৪৫৬, (কিতাবুল হাওয়ালাত), হা.নং: ২১৩৪

❖ আল্লাহর পথে ব্যয়

দানশীলতা ছিল আবূ বাকর (রা.)-এর চরিত্রের একটি স্বভাবগত বৈশিষ্ট্য। ইসলাম তাতে নতুন প্রাণ সঞ্চার করে দিয়েছিল। তিনি ইসলামের কল্যাণে এবং মাযলূম মুসলিমদেরকে কাফিরদের নির্যাতন থেকে রক্ষার জন্য তাঁর অর্থ-সম্পদ উদার হস্তে ব্যয় করতেন। ইতঃপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, ইসলাম গ্রহণের সময় তাঁর নিকট চল্লিশ হাজার দিরহাম নগদ অর্থ সঞ্চিত ছিল। এরপর দীর্ঘ বারো-তেরো বৎসর তাঁর ব্যবসায় অত্যন্ত সাফল্যজনকভাবে পরিচালিত হয়েছে এবং তাতে প্রচুর মুনাফা অর্জিত হয়েছিল। কিন্তু তিনি তাঁর এ অর্থ-সম্পদ ইসলামের জন্য এমন উদার হস্তে খরচ করে ফেললেন যে, মাদীনায় হিজরাতের সময় তাঁর মাত্র পাঁচ হাজার দিরহাম অবশিষ্ট ছিল এবং তাও তিনি আল্লাহর পথে অকাতরে ব্যয় করে ফেলেন। দারিদ্র বা অভাবের চিন্তা তাঁর মনের কাছেও স্থান পায়নি। তাঁর এ অর্থব্যয় ইসলামের বড় উপকারে আসে। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁর এ বদান্যতা ও মহানুভবতার গুরুত্ব অকপটে স্বীকার করতেন। তিনি প্রায় বলতেন যে, وَمَا نَفَعَنِي مَالُ أَحَدٍ قَطُّ مَا نَفَعَنِي مَالُ أَبِي بَكْرٍ.-"আবূ বাকর (রা.)-এর সম্পদ দ্বারা আমি যতটুকু উপকৃত হয়েছি, আর কারো সম্পদ দ্বারা কখনোই সেই পরিমাণ উপকৃত হইনি।[২২৯] অন্য একটি হাদীসে তাঁর এ অবদানের কথা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)এভাবে মূল্যায়ন করেছেন- إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ النَّاسِ أَحَدٌ أَمَنَّ عَلَيَّ فِي نَفْسِهِ وَمَالِهِ مِنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي قُحَافَةَ.-"নিঃসন্দেহে জান ও মালের দিক দিয়ে আমার ওপর আবূ বাকর (রা.)-এর চেয়ে অধিক ইহসান অন্য কারো নেই।"[২৩০] রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর পবিত্র মুখ থেকে এ কথা শুনে আবূ বাকর (রা.) কাঁদতে কাঁদতে আরয করলেন, هَلْ أَنَا وَمَالِي إِلَّا لَكَ، يَا رَسُولَ اللَّهِ. -"ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমার এ জীবন ও ধন-সম্পদ অন্য কারো জন্য কী হতে পারে!"[২৩১]

আবূ বাকর (রা.) আল্লাহর পথে সর্বদা অতি সংগোপনে দান করতেন। প্রকাশ্যে দান করার চেয়ে গোপনে দান করাকেই তিনি অধিক ভালোবাসতেন। তিনি মনে করতেন যে, এটা আখিরাতের ব্যবসা। তাই এটা এমনভাবে করা উচিত, যাতে কেউ দেখতে না পায়, শুনতেও না পায়। হাসান আল-বাসরী (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক দিন আবূ বাকর (রা.) কিছু মাল গোপনে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর খিদমাতে এনে হাযির করলেন এবং বলতে লাগলেন, يارسولَ الله، هَذِهِ صَدَقَتِي، وَلِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ عِنْدِيَ مُعَادٌ.-"ইয়া রাসূলুল্লাহ, এটা আমার দান! এ ছাড়াও আরো যা কিছু আমার কাছে আছে তাও আপনার জন্য মজুদ ও প্রস্তুত রয়েছে।" এরপর 'উমার (রা.) প্রকাশ্যে

---

২২৯. তিরমিযী, *আস-সুনান*, (আবওয়াবুল মানাকিব), হা.নং: ৩৫৯৪)
২৩০. বুখারী, *আস-সাহীহ*, (কিতাবুস সালাত), হা.নং: ৪৪৭
২৩১. ইবনু মাজাহ, *আস-সুনান*, (আল-মুকাদ্দমাহ), হা.নং:৯১; আহমাদ, *আল-মুসনাদ* (মুসনাদু আবী হুরাইরাহ), হা.নং:৭১৩৪, ৮৪৩৫

কিছু মাল রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর খিদমাতে হাযির করলেন এবং বলতে লাগলেন, يارسولَ الله، هَذِهِ صَدَقَتِيْ، وَلِيَ عِنْدَ اللهِ مُعَادٌ. -"ইয়া রাসূলাল্লাহ, এটা আমার দান! (আশা করি,) এর জন্য আল্লাহ তা'আলার নিকট আমার পুরস্কার প্রস্তুত থাকবে।" এ দু'জনের কথা শুনে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, مَا بَيْنَ صَدَقَتَيْكُمَا كَمَا بَيْنَ كَلِمَتَيْكُمَا. -"তোমাদের দু'জনের কথার মধ্যে যেমন ফারাক রয়েছে, তেমনি তোমাদের সাদাকার মধ্যেও পার্থক্য রয়েছে।"[২৩২]

বলাই বাহুল্য যে, আবূ বাকর (রা.) নিজে অনেক দুঃখ-কষ্টে জীবন যাপন করতেন; তবুও ইসলাম, রাসূল ও মুসলিমদের কল্যাণের প্রতি এতোই খেয়াল রাখতেন যে, যৎসামান্য কিছু হস্তগত হলে তাও তিনি মুসলিমদের দুঃখ-কষ্টের কথা চিন্তা করে জমা করে রাখতে পারতেন না; তাঁদের কল্যাণে খরচ করে ফেলতেন। এভাবে জীবনের শেষ পর্যায়ে এসে বলতে গেলে তিনি একেবারে নিঃস্ব ও কপদর্কহীন হয়ে পড়েছিলেন। জনৈক 'আলিম বিশিষ্ট সূফী আবূ বাকর আশ-শিবলী [২৪৭-৩৩৪হি.] (রাহ.)কে জিজ্ঞেস করলেন, কি পরিমাণ সম্পদ থাকলে যাকাত আদায় করতে হয়? তিনি উত্তর দিলেন, দু শ দিরহাম যদি কারো নিকট এক বছর থাকে, তবে পাঁচ দিরহাম যাকাত আদায় করতে হবে। এ মাস'আলা হলো তোমাদের মাযহাব অনুযায়ী। আমাদের নীতি হলো, তোমার নিকট এমন কোনো সম্পদ থাকাই উচিত নয়, যাতে যাকাত ওয়াজিব হতে পারে। ঐ 'আলিম জিজ্ঞেস করলেন, আপনাদের এ নীতির ইমাম কে? তিনি বললেন, এ নীতিতে আমাদের ইমাম হলেন আবূ বাকর আছ্-ছিদ্দীক (রা.)। তিনি জীবনের সকল অর্থ-সম্পদ আল্লাহ ও রাসূলের জন্য ব্যয় করে ফেলেন।[২৩৩] জনৈক কবি কতোই সুন্দর বলেছেন,

مَلَأَتْ يَدَيَّ مِنَ الدُّنْيَا مِرَاراً ... وَمَا طَمَعَ الْعَوَاذِلُ فِي اقْتِصَادِي

وَلَا وَجَبَتْ عَلَيَّ زَكَاةُ مَالٍ ... وَهَلْ تَجِبُ الزَّكَاةُ عَلَى الْجَوَّادِ؟

-"পার্থিব ধন-সম্পদ দ্বারা আমার হাত বারংবার ভরপুর হয়েছিল। কিন্তু ভর্ৎসনাকারীরা আমার অর্থব্যবস্থা নিয়ে তিরস্কার করার কোনো আগ্রহই ব্যক্ত করেনি।

আমার ওপর সম্পদের যাকাতই ওয়াজিব হয় না। দানশীলদের ওপরও কী যাকাত ওয়াজিব হয়?"[২৩৪]

---

২৩২. আবূ নু'আয়ম, *হিলয়াতুল আউলিয়া,* খ.১,পৃ.১৬; সুয়ূতী, *তারীখুল খুলাফা,* পৃ.১৫; 'আলী আল-মুত্তাকী, *কানযুল 'উম্মাল,* হা.নং: ৩৫৬৬৬
এ রিওয়ায়াতটির সানাদ ভালো; তবে মুরসাল। (সুয়ূতী, *তারীখুল খুলাফা,* পৃ.১৫)

২৩৩. দাতা গঞ্জে বখশ, *কাশফুল মাহজূব,* পৃ.১৭১

২৩৪. ইবনু 'আব্দ রাব্বিহী, *আল-'ইকদুল ফারীদ,* খ.১,পৃ.৬৬

অর্থাৎ দানশীলদের হাতে অর্থ-সম্পদ আসার সাথে সাথেই তাঁরা তা দান করে ফেলেন। সারা বছর সম্পদ জমা করে রাখার মতো সুযোগই তাঁদের হয় না। তাই তাঁদের ওপর যাকাত ফারয হবার কোনো প্রশ্নই ওঠে না।

❖ দু'আ, ইস্তিগফার

আবূ বাকর (রা.) ছিলেন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর একান্ত ঘনিষ্ঠ সাথী। তিনি তাঁর জীবনের অধিকাংশ সময় তাঁর সাথেই অতিবাহিত করেছেন এবং স্বচক্ষে দেখেছেন যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আল্লাহর নিকট কিভাবে প্রার্থনা করেছেন, কিভাবে সাহায্য কামনা করেছেন, কিভাবে বিপদাপদ থেকে মুক্তির জন্য দু'আ করেছেন এবং কিভাবে তাওবা-ইস্তিগফার করেছেন। তাই তিনি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিয়মানুযায়ী এবং তাঁর নির্দেশনা ও পছন্দ মুতাবিক দু'আ ও তাওবা-ইস্তিগফার করতে বেশ আগ্রহী ছিলেন। উল্লেখ্য, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)ই হলেন উম্মাতের ভালো-মন্দের সর্বোত্তম শিক্ষক ও পথনির্দেশক। কোন্ বিষয়টি উম্মাতের জন্য অধিকতর কল্যাণকর ও ভালো হবে- তা তিনিই সবার চেয়ে বেশি জানেন। অতএব দু'আ, তাসবীহ ও দরূদ প্রভৃতি ক্ষেত্রে তাঁর শেখানো ও বর্ণিত ভাষার ওপর কিছুমাত্র বৃদ্ধি করতে চেষ্টা করা সমীচীন নয়; যদিও বাহ্যিক দৃষ্টিতে তার ভাব ও ভাষা সুন্দর ও উত্তম মনে হোক। একবার আবূ বাকর (রা.) আরয করলেন, - يَا رَسُولَ اللهِ عَلِّمْنِي دُعَاءً أَدْعُو بِهِ فِي صَلَاتِي. "ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমাকে নামাযে পড়ার জন্য একটি দু'আ শিক্ষা দিন। তখন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, তুমি এ দু'আ পড়ো-

> اللَّهُمَّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي ظُلْمًا كَثِيرًا وَلَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ فَاغْفِرْ لِي مَغْفِرَةً مِنْ عِنْدِكَ وَارْحَمْنِي إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ.
>
> -"হে আল্লাহ, আমি আমার নাফসের প্রতি অসংখ্য যুলম করেছি। আপনি ছাড়া গুনাহগুলো ক্ষমা করার কেউ নেই। অতএব, আপনি আমার গুনাহগুলো ক্ষমা করে দিন এবং আমার প্রতি দয়া করুন! কেননা আপনি হলেন অতীব ক্ষমাশীল ও দয়ালু।"[২৩৫]

আর একদিন তিনি আরয করলেন, يَا رَسُولَ اللهِ، عَلِّمْنِي مَا أَقُولُ إِذَا أَصْبَحْتُ وَإِذَا أَمْسَيْتُ. -"ইয়া রাসূলাল্লাহ, সকালে ও বিকালে[২৩৬] পড়ার জন্য আমাকে একটি

---

২৩৫. বুখারী, *আস-সাহীহ*, হা.নং:৭৯০,৫৮৫১, ৬৮৩৯; মুসলিম, *আস-সাহীহ*, (কিতাবুয যিকর ওয়াদ দু'আ..), হা.নং:৪৮৭৬

২৩৬. কোনো কোনো রিওয়ায়াতে রাতে শোবার সময়ের কথাও উল্লেখ রয়েছে। (আবূ দাউদ, *আস-সুনান*, [কিতাবুল আদাব], হা.নং: ৪৪২০)

দু'আ শিক্ষা দিন।" তখন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, তুমি এ দু'আ পড়ো-

اللّهُمَّ فَاطِرَ السَّمٰوَاتِ وَالْأَرْضِ، عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، رَبَّ كُلِّ شَيْءٍ وَمَلِيكَهُ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ نَفْسِي وَمِنْ شَرِّ الشَّيْطَانِ وَشِرْكِهِ، وَأَنْ أَقْتَرِفَ عَلَى نَفْسِي سُوءًا، أَوْ أَجُرَّهُ إِلَى مُسْلِمٍ.

-"হে আল্লাহ, হে আসমান ও যমীনের স্রষ্টা! আপনি প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য তথা সকল কিছু সম্পর্কে সম্যক অবগত। আপনি ছাড়া কোনো ইলাহ নেই। আপনিই হলেন সকল কিছুর রাব্ব ও মালিক। আমি আপনার নিকট আশ্রয় চাই নিজের নাফসের অনিষ্টতা থেকে, শাইতানের অনিষ্টতা ও আমার কাজে তার অংশ গ্রহণ থেকে। আরো আশ্রয় চাই নিজে কোনো অন্যায়ে লিপ্ত হওয়া থেকে কিংবা কোনো মুসলিমের প্রতি কোনোরূপ অন্যায়-অবিচার করা থেকে।"[২৩৭]

আবূ বাকর (রা.) সর্বমুহূর্তে অত্যন্ত অনুনয়-বিনয়ের সাথে নিবিষ্ট মনে আল্লাহ তা'আলার যিকর ও দু'আতে মাশগুল থাকতেন। নিম্নে যে দু'আগুলো তিনি বেশি পড়তেন- এরূপ কয়েকটি দু'আ উল্লেখ করা হলো-

أَسْأَلُكَ تَمَامَ النِّعْمَةِ فِي الْأَشْيَاءِ كُلِّهَا، وَالشُّكْرُ لَكَ عَلَيْهَا حَتَّى تَرْضَى وَبَعْدَ الرِّضَا، وَالْخِيَرَةَ فِي جَمِيْعُ مَا تَكُونُ فِيْهِ الْخِيَرَةُ ، بِجَمِيْعِ مَيْسُورِ الْأُمُورِ كُلِّهَا، لَا بِمَعْسُورِهَا يَا كَرِيْمُ. .

-"আমি আপনার নিকট সকল কিছুতেই পূর্ণ নি'মাতের প্রার্থনা করছি এবং এর যাবতীয় শোকর আপনার জন্য, যতক্ষণ না আপনি সন্তুষ্ট হন এবং আপনার সন্তুষ্ট হবার পরও। অধিকন্তু প্রত্যেক কল্যাণকর বিষয় অতি সহজভাবে লাভের জন্য প্রার্থনা করছি, যাতে তা কঠিনভাবে অর্জন করতে না হয়। হে মহানুভব!"[২৩৮]

اللَّهُمَّ أنّي أَسْأَلُكَ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ لِي فِي عَاقِبَةِ الْأَمْرِ، اللَّهُمَّ اجْعَلْ آخِرَ مَا تُعْطِيْنِي مِنَ الْخَيْرِ رِضْوَانَكَ وَالدَّرَجَاتِ الْعُلَى مِنْ جَنَّاتِ النَّعِيْمِ.

-"হে আল্লাহ, আমি আপনার নিকট এমন বিষয় প্রার্থনা করছি, যার পরিণতি আমার জন্য সুখকর হবে। হে আল্লাহ, আপনার সন্তুষ্টি এবং জান্নাতের সুউচ্চ মর্যাদাকে আমার প্রতি আপনার প্রদত্ত সর্বশেষ কল্যাণে পরিণত করুন!"[২৩৯]

---

২৩৭. আবূ দাউদ, *আস-সুনান*, (কিতাবুল আদাব), হা.নং:৪৪০৫, ৪৪২০; তিরমিযী, *আস-সুনান*, (কিতাবুদ দা'ওয়াত), হা.নং:৩৩১৪, ৩৪৫২

২৩৮. ইবনু আবিদ দুনিয়া, *আশ-শুকর*, হা.নং:১০৯

২৩৯. আহমাদ, *আয-যুহদ*, হা.নং:৫৯১; সুয়ূতী, *তারীখুল খুলাফা*, পৃ.৪১

اللّٰهُمَّ اجْعَلْ خَيْرَ عُمَرِيْ آخِرَهُ، وَخَيْرَ عَمَلِيْ خَوَاتِمَهُ، وَخَيْرَ أَيَّامِيْ يَوْمَ أَلْقَاكَ.

-"হে আল্লাহ, আমার জীবনের সর্বশেষ অংশকে সর্বোত্তম অধ্যায়ে, সর্বশেষ 'আমালগুলোকে সর্বোত্তম 'আমালে এবং আপনার সাথে মিলিত হবার দিনকে আমার সর্বোত্তম দিনে পরিণত করুন!"[২৪০]

জ. তাকওয়া ও পবিত্রতা

❖ হালাল ও পবিত্র উপায়ে জীবনযাপন

আবূ বাকর (রা.) কোনো হারাম খাবার তো খেতেনই না; বরং কোনো সন্দেহযুক্ত খাবারও তিনি গ্রহণ করতেন না। এরূপ কিছু নিজের অসাবধানতার কারণে কখনো তাঁর পেটে চলে গেলেও তার পাকস্থলী তা গ্রহণ করতে পারতো না। তিনি সাথে সাথে তা বমি করে ফেলে দিতেন। 'আয়িশা ও কায়স ইবনু আবী হাযিম (রা.) প্রমুখ থেকে বর্ণিত। তাঁরা বলেন, আবূ বাকর (রা.)-এর এক গোলাম তাঁর কাছে প্রায়ই খাবার নিয়ে আসতো। তবে গোলামটি যখনই কোনো খাবার নিয়ে আসতো, আবূ বাকর (রা.) জিজ্ঞেস না করে তা খেতেন না। যদি তাঁর পছন্দের কিছু হতো, তা হলে খেতেন। আর তাতে অপছন্দের কিছু থাকলে খেতেন না। নিয়ম মতো গোলামটি এক রাতে আবূ বাকর (রা.)-এর নিকট কিছু খাবার নিয়ে আসলো। এ সময় আবূ বাকর (রা.) এতোই ক্ষুধার্ত ছিলেন যে, খাবার সম্পর্কে জিজ্ঞেস করতে ভুলেই গিয়েছিলেন। তিনি খাবারটি পেয়ে তৎক্ষণাৎ এক লোকমা খেয়ে ফেললেন। তারপর তিনি গোলামকে জিজ্ঞেস করলেন, আচ্ছা বল, আজকে এ খাবার তুমি কিভাবে সংগ্রহ করেছো? সে জবাব দিলো,

كُنْتُ تَكَهَّنْتُ لِإِنْسَانٍ فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَمَا أُحْسِنُ الْكِهَانَةَ إِلَّا أَنِّي خَدَعْتُهُ فَلَقِيَنِي فَأَعْطَانِي بِذَلِكَ فَهَذَا الَّذِي أَكَلْتَ مِنْهُ.

-"আমি জাহিলী যুগে এক ব্যক্তির ভাগ্য গণনার কাজ করেছিলাম। তবে তা আমি ভালো কর জানতামও না। প্রতারণাই করেছিলাম। আজকে তার সাথে সাক্ষাত হবার পর সে আমাকে তার বিনিময় দিয়েছে। এ খাদ্য, যা আপনি খেয়েছেন, ঐ কাজেরই বিনিময়।"

এ কথা শুনেই আবূ বাকর (রা.) গলায় হাত ঢুকিয়ে দিলেন এবং বমি করে পেটে যা কিছু ছিল সবই বের করে ফেলে দিলেন।[২৪১]

---

২৪০. ইবনু আবী শাইবাহ, *আল-মুছান্নাফ*, খ.৭,পৃ.৮১; ইবনু বিশরান, *আমালী*, হা.নং: ৫৫৩, ৭৬৩; সুয়ূতী, *তারীখুল খুলাফা*, পৃ.৪১

২৪১. বুখারী, *আস-সাহীহ*, (কিতাবুল মানাকিব), হা.নং: ৩৫৫৪; আহমাদ, *আয-যুহদ*, হা.নং: ৫৭৩

যায়িদ ইবনু আরকাম (রা.) থেকে বর্ণিত রিওয়ায়াতে রয়েছে, গোলামের মুখে ঐ কথা শুনেই আবূ বাকর (রা.) গলায় হাত ঢুকিয়ে দিয়ে বমি করতে চেষ্টা করলেন। কিন্তু কিছুতেই ভুক্তদ্রব্য বের হয়ে আসছিল না। তখন তিনি পেট ভরে পানি খেতে লাগলেন। অবশেষে পেটে যা কিছু ছিল সবই বমি বের করে ফেলে দিলেন এবং বললেন,

لَوْ لَمْ تَخْرُجْ إِلَّا مَعَ نَفْسِي لَأَخْرَجْتُهَا، سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: كُلُّ جَسَدٍ نَبَتَ مِنْ سُحْتٍ فَالنَّارُ أَوْلَى بِهِ. فَخَشِيْتُ أَنْ يَنْبُتَ شَيْءٌ مِنْ جَسَدِيْ مِنْ هَذِهِ اللُّقْمَةِ.

-" ভুক্তদ্রব্য বের করতে আমার প্রাণও যদি চলে যেতো, তা হলেও আমি অবশ্যই তা বের করতাম। কেননা আমি শুনেছি, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, হারাম খাদ্য দ্বারা প্রতিপালিত প্রতিটি দেহের জন্য জাহান্নামই হলো উপযুক্ত স্থান। আমার তো ভয় হয়েছিল যে, এ লোকমা থেকে আমার দেহের কিছু অংশ বেড়ে ওঠবে।"[২৪২]

অন্য একটি রিওয়ায়াতে রয়েছে, একবার আবূ বাকর (রা.) রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ও অন্যান্যদের সাথে এক সফরে বের হয়েছিলেন। পথিমধ্যে এক জায়গায় তাঁরা অবতরণ করেন। তাঁদের এক একজন স্থানীয় এক একজন লোকের বাড়িতে অবস্থান করেন। এ সময় আবূ বাকর (রা.) আবূ সা'ঈদ আল-খুদরী ও আরো কয়েকজন নিয়ে এক বেদুঈনের বাড়িতে ওঠেন। তাদের সাথে অন্য একজন বেদুঈনও ছিল। মেজবানের স্ত্রী ছিল গর্ভবতী। এ বেদুঈন মেজবানের স্ত্রীর সাথে শর্ত করেন যে, যদি সে তাদেরকে বকরীর গোশত পরিবেশন করে, তা হলে তার ঘরে পুত্র সন্তান জন্ম হবে। মহিলা এ শর্তে মেনে নিয়ে বকরী যাব্‌হ করেন। অতঃপর ঐ বেদুঈন কিছু আজে-বাজে ছন্দোবদ্ধ বাক্য উচ্চারণ করে। বকরীর গোশত খাওয়ার পর আবূ বাকর (রা.) যখন এ ঘটনা সম্পর্কে অবগত হন, তখন সাথে সাথে পেটের সব গোশত বমি করে ফেলে দেন।[২৪৩]

আবূ বাকর (রা.) কিরূপ পবিত্র জীবন যাপন করতেন, এ ঘটনাগুলো তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। তিনি পানাহারের ক্ষেত্রে হালাল বস্তুর ওপরই একান্ত নির্ভর করতেন। তদুপরি কোনো খাবারের ক্ষেত্রে সামান্যটুকুন সন্দেহ সৃষ্টি হলে তিনি তা পরিহার করে চলতেন। তাঁর এ স্বভাব তাঁর সুউচ্চ তাকওয়া ও পরহেযগারীর উজ্জ্বলতম প্রমাণ বহন করে। দীনের মধ্যে খানা-পিনা ও পোশাক-পরিচ্ছদের ক্ষেত্রে পবিত্রতা অবলম্বনের গুরুত্ব অপরিসীম।

---

২৪২. আবূ নু'আইম, *হিলয়াতুল আউলিয়া,* খ.১,পৃ.১৫; আল-মুহিব্বু আত-তাবারী, *আর-রিয়াদুন নাদিরাতু..*, পৃ.৯২

২৪৩. আহমাদ, *আল-মুসনাদ*, (মুসনাদু আবী সা'ঈদ আল-খুদরী রা.), হা.নং:১১৪৮২

দু'আ কাবূলের সাথে এর নিগূঢ় সম্পর্ক রয়েছে। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন,

...يُطِيلُ السَّفَرَ أَشْعَثَ أَغْبَرَ يَمُدُّ يَدَيْهِ إِلَى السَّمَاءِ يَا رَبِّ يَا رَبِّ وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَغُذِيَ بِالْحَرَامِ فَأَنَّى يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ.

-"কোনো মুসাফির দীর্ঘ সফর শেষে মলিন বদনে দু হাত বিস্তার করে আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করে বলে যে, ইয়া রাব্ব! অথচ তার আহার্য হারাম, তার পানীয় হারাম, তার পরিধেয় পোশাক হারাম, অধিকন্তু সে হারাম দ্বারা প্রতিপালিত হয়েছে। তা হলে কিভাবে তার দু'আ কাবূল হতে পারে!"[২৪৪]

আবূ বাকর (রা.)-এর পাকস্থলী যেমন সম্পূর্ণ পবিত্র ও হালাল বস্তু গ্রহণ করতে অভ্যস্ত ছিল, তেমনি তাঁর চলাফেরার মধ্যেও ছিল অত্যন্ত স্বচ্ছতা ও পবিত্রতা। তিনি এমন কোনো পথ দিয়েও চলতেন না, যে পথের পাশে ফাসিক ও দুস্কৃতিকারীরা বসবাস করতো, যাতে তাঁর চরিত্রের পবিত্রতা সম্পর্কে কারো মনে সামান্যটুকু সন্দেহও সৃষ্টি হতে না পারে। একবার জনৈক ব্যক্তি তাঁকে একটি অপরিচিত রাস্তা দিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, এ পথ কেমন? লোকটি বললো, এ রাস্তার পাশে এমন লোকজন বাস করে, যাদের নিকট দিয়ে গমন করতেও আমি নিজে লজ্জা বোধ করি। এ কথা শুনে আবূ বাকর (রা.) বললেন, "এ পথ দিয়ে চলতে লজ্জা কর, অথচ চলছো। তুমি যাও, আমি যাবো না।"[২৪৫]

❖ আল্লাহর ভয়

আল্লাহ তা'আলার ভয় মু'মিন জীবনের এমন একটি অত্যাবশ্যকীয় বৈশিষ্ট্য, যা বান্দাহকে পাপ কাজ থেকে বাঁচিয়ে রাখে এবং সর্বাবস্থায় তার অন্তর জুড়ে বিরাজ করে আল্লাহর কুদরাতের মাহাত্ম্য ও বিশালত্ব। ফলে তার কথাবার্তা, আচার-আচরণ ও 'আমাল সবকিছুই সুন্দর, পবিত্র ও নির্দোষ হয়ে থাকে। এই কারণে আল্লাহ তা'আলা মু'মিনদেরকে সদা তাঁকে ভয় করে চলার নির্দেশ দিয়েছেন।

আবূ বাকর (রা.) সর্বদা আল্লাহ তা'আলাকে ভয় করে চলতেন। তাঁর জীবনের সকল কাজের পেছনে একমাত্র লক্ষ্য ছিল, পরকালীন মুক্তি, সাফল্য ও কল্যাণ লাভ করা। তাঁর অন্তরে আল্লাহর ভয় এতো প্রবল ছিল, যা আল্লাহকে ভয় করার ক্ষেত্রে যে কোনো

---

২৪৪. মুসলিম, *আস-সাহীহ*, (কিতাবুয যাকাত), হা.নং: ১৬৮৬; তিরমিযী, *আস-সুনান*, (কিতাবুত তাফসীর), হা.নং: ২৯১৫

২৪৫. 'আলী আল-মুত্তাকী, *কানযুল 'উম্মাল*, খ.৪,পৃ.৩৪৭

মুসলিমের জন্য উজ্জ্বলতম আদর্শ হতে পারে। চাই সে শাসক হোক কিংবা শাসিত, সেনাপতি হোক কিংবা সৈনিক। মুহাম্মাদ ইবনু সীরীন (রাহ.) বলেন,

لَمْ يَكُنْ أَحَدٌ أَهْيَبَ لِمَا يَعْلَمُ بَعْدَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِنْ أَبِي بَكْرٍ.

-"রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর পর আবূ বাকর (রা.)-এর চেয়ে বেশি আল্লাহকে নিজের 'ইলম অনুযায়ী ভয় করতেন- এমন কেউ ছিল না।"[২৪৬] তিনি যদিও খিলাফাতের দায়িত্বভার কাঁধে তুলে নেন; কিন্তু তিনি প্রায়ই বলতেন, কেউ যদি দয়া করে আমাকে এ দায়িত্বের বোঝা থেকে অব্যাহতি প্রদান করতো, তবে আমি খুবই আনন্দিত হতাম। দায়িত্বপূর্ণ কাজকে তিনি শুধু এজন্যই ভয় করতেন যে, পাছে তাঁর দ্বারা এমন কোনো কাজ সংঘটিত হবে, যা আল্লাহর মরযীর পরিপন্থী ও জাতির জন্য অকল্যাণকর।

আবূ বাকর (রা.) আল্লাহর ভয়ে, বিশেষ করে তিলাওয়াতে কুর'আনের সময় বেশি বেশি কাঁদতেন। তিনি নিজেও বলেছেন, ابْكُوا فَإِنْ لَمْ تَبْكُوا فَتَبَاكُوا. -"তোমরা কাঁদো। যদি কান্না নাও আসে, তবুও কান্নার মতো কর।"[২৪৭]

'আবদুল্লাহ ইবনু 'উমার (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একবার আবূ বাকর (রা.) রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর খিদমাতে উপস্থিত ছিলেন। এমন সময় নাযিল হয়-

﴿ مَنْ يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ وَلَا يَجِدْ لَهُ مِنْ دُونِ اللهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا ﴾

-"যে ব্যক্তি কোনো মন্দ কাজ করবে, তাকে তার কাজের প্রতিফল দেয়া হবে। আর সে আল্লাহর মুকাবিলায় কাউকেই নিজের বন্ধু ও সাহায্যকারী রূপে পাবে না।" (আল-কুর'আন, ৪ (সূরা আন-নিসা): ১২৩)

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আয়াতটি আবূ বাকর (রা.)কে তিলাওয়াত করে শুনালেন। আবূ বাকর (রা.) বললেন,

فَلَا أَعْلَمُ إِلَّا أَنِّي قَدْ كُنْتُ وَجَدْتُ انْقِصَامًا فِي ظَهْرِي فَتَمَطَّأْتُ لَهَا.. بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي وَأَيُّنَا لَمْ يَعْمَلْ سُوءًا وَإِنَّا لَمُجْزَوْنَ بِمَا عَمِلْنَا.

-"ইয়া রাসূলাল্লাহ, এ আয়াতটি শুনে আমার মনে হচ্ছে যে, আমার মেরুদণ্ডই ভেঙ্গে

---

২৪৬. ইবনুল জাওযী, *সিফাতুস সাফওয়াতি*, খ.১,পৃ.৪৩

২৪৭. আহমাদ, *আয-যুহদ*, হা.নং: ৫৬৬; আবূ দাউদ, *আয-যুহদ*, হা.নং: ৩৬; ওয়াকী', *আয-যুহদ*, হা.নং: ২৭; ইবনু আবী শাইবাহ, *আল-মুছান্নাফ*, (কিতাবুয যুহদ, ৭/৭ (কালামু আবী বাকর [রা.]),খ.৮,পৃ.১৪৫

গেছে। আমি তো লুটিয়ে পড়েছি।.. আমার মাতাপিতা আপনার জন্য উৎসর্গ হোক! আমাদের মধ্যে এমন কেউ কি আছে, যে কোনো মন্দ কাজ করেনি? আর আমাদের সকলকেই আমাদের মন্দ কাজের প্রতিফল দেয়া হবে!"

এরপর রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন,

أَمَّا أَنْتَ يَا أَبَا بَكْرٍ وَالْمُؤْمِنُونَ فَتُجْزَوْنَ بِذَلِكَ فِي الدُّنْيَا حَتَّى تَلْقَوْا اللَّهَ وَلَيْسَ لَكُمْ ذُنُوبٌ وَأَمَّا الْآخَرُونَ فَيُجْمَعُ ذَلِكَ لَهُمْ حَتَّى يُجْزَوْا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

-"হে আবূ বাকর, তুমি ও তোমাদের ঈমানদার ভাইয়েরা দুনিয়াতেই মন্দ কাজের প্রতিফল ভোগ করবে। তোমরা যখন আল্লাহর সাথে মিলিত হবে, তখন তোমাদের কোনো গুনাহই থাকবে না। অপরদিকে অন্যান্য লোকদের এবস্থা এমন হবে যে, তাদের সমস্ত গুনাহই পুঞ্জীকৃত করা হবে এবং কিয়ামাতের দিন তাদেরকে তার প্রতিফল দেয়া হবে।"[২৪৮]

একবার এক পাখিকে একটি গাছের ওপর বসা দেখে তিনি তাকে উদ্দেশ্য করে বললেন,

طُوبَى لَكَ يَا طَيْرُ ! وَاللهِ لَوَدِدْتُ أَنِّي كُنْتُ مِثْلَكَ تَقَعُ عَلَى الشَّجَرِ، وَتَأْكُلُ مِنَ الثَّمَرِ، ثُمَّ تَطِيْرُ؛ وَلَيْسَ عَلَيْكَ حِسَابٌ وَلَا عَذَابٌ ، وَاللهِ لَوَدِدْتُ أَنِّي كُنْتُ شَجَرَةً فِي جَانِبِ الطَّرِيْقِ مَرَّ عَلَي جَمَلٍ، فَأَخَذَنِي، فَأَدْخَلَنِي فَاهُ، فَلَاكَنِي، ثُمَّ ازْدَرَدَنِي، ثُمَّ أَخْرَجَنِي بَعْرًا، وَلَمْ أَكُنْ بَشَرًا.

-"হে পাখি, তুমি কতোই না সৌভাগ্যবান! আল্লাহর কাসাম, আমি যদি তোমার মতো হতাম! তুমি গাছের ওপর বস, ফল খাও, তারপর যেখানে ইচ্ছা উড়ে যাও! তোমার কোনো হিসাব নেই, 'আযাবও নেই। হায়! আমি যদি রাস্তার ধারে একটি গাছ হতাম, সেখান দিয়ে একটি উট আসতো, আমাকে মুখে নিয়ে চিবাতো, হযম করতো, অতঃপর বিষ্ঠা হিসেবে বের করে ফেলে দিতো! আমি যদি মানুষ না হতাম!"[২৪৯]

---

২৪৮. তিরমিযী, *আস-সুনান*, (কিতাবুত তাফসীর), হা.নং:২৯৬৫; ইবনু আবী হাতিম, *আত-তাফসীর*, হা.নং: ৬০২৮

২৪৯. ইবনু আবী শাইবাহ, *আল-মুছান্নাফ*, (কিতাবুয যুহদ, ৭/২ (কালামু আবী বাকর [রা.]), খ.৮,পৃ.১৪৪; বাইহাকী, *শু'আবুল ঈমান*, হা.নং: ৮০০
এ ধরনের তাঁর আরো কয়েকটি বক্তব্য পাওয়া যায়। (দেখুন, আহমাদ, *আয-যুহদ*, হা.নং: ৫৬৭, ৫৭৪, ৫৮৮, ৫৯০; ইবনু সা'দ, *আত-তাবাকাতুল কুবরা*, খ.৩,পৃ.১৯৮)

অন্য একটি রিওয়ায়াতে রয়েছে যে, এ কথা বলার সময় তাঁর পাশে ছিলেন আবূ 'আতা খাব্বাব (রাহ.)। এ কথা শুনে তিনি আবূ বাকর (রা.)কে বললেন, أَتَقُولُ هَذَا وَأَنْتَ صَدِيْقُ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم؟ -"আপনি এ কথা বলছেন! অথচ আপনি হলেন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর একান্ত বিশ্বস্ত বন্ধু।"[২৫০]

❖ অনুশোচনা ও দুঃখ প্রকাশ

আবূ বাকর (রা.)-এর অন্তরে আল্লাহর ভয় এতো প্রবল ছিল যে, কখনো মানুষ হিসেবে কোনো সাধারণ ভুল হয়ে গেলেও তিনি অত্যন্ত অনুতপ্ত ও দুঃখিত হতেন এবং যতক্ষণ পর্যন্ত এর প্রতিবিধান না করতেন, শান্তি পেতেন না। একবার কোনো কারণে আবূ বাকর (রা.) তাঁর কোনো একজন গোলামের ওপর রাগান্বিত হয়ে তাকে অভিশাপ দেন। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সেখানে উপস্থিত ছিলেন। তিনি বললেন, يَا ابَا بَكْرٍ، اللَّعَّانُونَ وَالصِّدِّيقُونَ، كَلاَّ وَرَبِّ الْكَعْبَةِ. -"আবূ বাকর, কা'বার মালিকের শপথ! লাইয়ান (অভিশাপকারী) ও ছিদ্দীক (সত্যপরায়ণ) কখনো একত্রিত হতে পারে না।" অর্থাৎ এরূপ কথা তোমার মুখে শোভা পায়নি। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এ কথা দুবার বা তিনবার বললেন। আবূ বাকর (রা.) এ কথা শুনে সে দিনই কাফফারা হিসেবে কয়েকজন গোলাম আযাদ করে দেন এবং রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট হাযির হয়ে আরয করেন, لا اعُودُ. -"আমি কখনো এরূপ করবো না।"[২৫১]

একদিন 'উমার (রা.) আবূ বাকর (রা.)-এর নিকট উপস্থিত হয়ে দেখতে পেলেন যে, তিনি তাঁর জিহ্বা ধরে জোরে টানছেন। 'উমার বললেন, مَهْ غَفَرَ اللهُ لَكَ. - "আপনি এরূপ করবেন না। জিহ্বা ছেড়ে দিন! আল্লাহ আপনাকে ক্ষমা করুন!"[২৫২] আবূ বাকর (রা.) বললেন, إِنَّ هَذَا أَوْرَدَنِي الْمَوَارِدَ-"এই জিহ্বাই আমাকে ধ্বংসের কবলে নিমজ্জিত করেছে।"[২৫৩]

---

২৫০. ইবনুল আছীর, *উসদুল গাবাহ,* খ.১,পৃ.৩১৭; ইবনু হাজার, *আল-ইসাবাহ,* খ.১,পৃ.২৮৬; ইবনুল কাইয়ুম, *'উদ্দাতুস সাবিরীন ওয়া যাখীরাতুশ শাকিরীন,* পৃ.৮৯

২৫১. বুখারী, *আল-আদাবুল মুফরাদ,* (বাব : من لعن عبده فأعتقه), হা.নং: ৩২৮; আবুল ফাদল আন-নূরী, *আল-মুসনাদুল জামি',* হা.নং: ১৭০৩৪

২৫২. কোনো কোনো রিওয়ায়াতে 'উমার (রা.)-এর বক্তব্য এভাবে বর্ণিত হয়েছে- ما تصنع يا خليفة رسول الله ؟ -" খালীফাতু রাসূলিল্লাহ! আপনি এ কী করছেন!!" (বাইহাকী, *শু'আবুল ঈমান,* হা.নং: ৪৭৪১)

২৫৩. মালিক, *আল-মুওয়াত্তা,* (কিতাবুল জামি'), হা.নং:১৫৬৭; ইবনু আবী শায়বাহ, *আল-মুছান্নাফ,* খ.৬,পৃ.২৩৭, খ.৮,পৃ.৫৮২; বাইহাকী, *শু'আবুল ঈমান,* হা.নং: ৪৭৮১

একবার আবূ বাকর (রা.) ও রাবী'আহ্ ইবনু কা'ব আল-আসলামী (রা.)-এর মধ্যে এক খণ্ড জমি নিয়ে বিবাদের সৃষ্টি হয়। এ সময় আবূ বাকর (রা.) এক পর্যায়ে রাগান্বিত হয়ে একটি অপ্রীতিকর শব্দ উচ্চারণ করেন। পরে তিনি তা উপলব্ধি করতে পেরে অনুতপ্ত হন এবং রাবী'আহ্কে বলেন, يَا رَبِيعَةُ، رُدَّ عَلَيَّ مِثْلَهَا حَتَّى تَكُونَ قِصَاصًا. - "রাবী'আহ্, তুমিও ঐরূপ কিছু কথা বলে আমার থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ কর।" কিন্তু রাবী'আহ্ (রা.) তা করতে অস্বীকৃতি জানালেন। অবশেষে আবূ বাকর (রা.) বলেন, لَتَقُولَنَّ أَوْ لَأَسْتَعْدِيَنَّ عَلَيْكَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.-"যদি তুমি আমার থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ না কর, তা হলে আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট তোমার বিরুদ্ধে নালিশ পেশ করবো।" রাবী'আহ্ (রা.) বলেন, "আমি কখনোই এরূপ করতে পারবো না।" উপরন্তু যে জমি নিয়ে বিবাদ সৃষ্টি হয়েছিল, তার দাবিও রাবী'আহ্ (রা.) প্রত্যাহার করে নেন। আবূ বাকর (রা.) তা মানলেন না; বরং সাথে সাথে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর দরবারে রওয়ানা হন। রাবী'আহ্ও তাঁর পেছনে পেছনে চললেন। রাবী'আহ্র গোত্রের লোকেরা এটা দেখে তাঁর সাহায্যের জন্য এগিয়ে আসলো এবং বললো, আল্লাহ তা'আলা আবূ বাকর (রা.)-এর প্রতি রাহ্মাত করুন! কী অদ্ভুত ঘটনা! আবূ বাকর (রা.) তোমাকে কটু কথা বললেন, আবার তিনিই রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর খিদমাতে নালিশ পেশ করতে যাচ্ছেন! রাবী'আহ্ (রা.) বললেন,

أَتَدْرُونَ مَا هَذَا هَذَا أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ هَذَا ثَانِيَ اثْنَيْنِ وَهَذَا ذُو شَيْبَةِ الْمُسْلِمِينَ إِيَّاكُمْ لَا يَلْتَفِتُ فَيَرَاكُمْ تَنْصُرُونِي عَلَيْهِ فَيَغْضَبَ فَيَأْتِيَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَغْضَبَ لِغَضَبِهِ فَيَغْضَبَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ لِغَضَبِهِمَا فَيُهْلِكَ رَبِيعَةَ.

-"তোমরা জানো না, ইনি কে। ইনি হলেন আবূ বাকর (রা.), ছাওর পর্বতে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর গুহার সাথী দু'জনের একজন এবং মুসলিমদের মধ্যে বড় সম্মানিত ব্যক্তি। খবরদার! তিনি পেছনে ফিরে তোমাদেরকে দেখলে রাগান্বিত হবেন। এর ফলে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) রাগান্বিত হতে পারেন। আর এ দুজনের রাগের কারণে আল্লাহ তা'আলাও অসন্তুষ্ট হবেন। ফলে রাবী'আহ্ ধ্বংস হয়ে যাবে।"

তারপর এ সব লোক ফিরে চলে যায়। রাবী'আহ্ (রা.) একা একা তাঁর পেছনে চললেন। আবূ বাকর (রা.) রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর খিদমাতে উপস্থিত হয়ে সমস্ত ঘটনা খুলে বর্ণনা করলেন। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)

দু'জনের কথা শুনে রাবী'আহ (রা.)কে বললেন, أَجَلْ، فَلَا تَرُدَّ عَلَيْهِ؛ وَلَكِنْ قُلْ: غَفَرَ اللّٰهُ لَكَ، يَا أَبَا بَكْرٍ. -"তুমি আবূ বাকর (রা.)-এর কথার জবাবে তাঁকে একই ধরনের কটু কথা না বলে ভালো কাজই করেছো। তবে এখন তাঁর জন্য দু'আ করে বল, আবূ বাকর, আল্লাহ তা'আলা আপনাকে ক্ষমা করুন!" রাবী'আহ (রা.) রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নির্দেশ মতো আবূ বাকর (রা.)-এর জন্য আল্লাহ তা'আলার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করলেন। তখন আবূ বাকর (রা.) কেঁদে ফেললেন এবং এ অবস্থায় সেখান থেকে ফিরে আসেন।[২৫৪]

এখানে লক্ষ্য করার ব্যাপার হলো, আবূ বাকর (রা.)-এর অপ্রীতিকর শব্দটি মোটেই কটুও ছিল না, অশ্লীলও ছিল না। আমরা ইতঃপূর্বে তাঁর চরিত্র সম্পর্কে জেনেছি যে, ইসলাম গ্রহণ করার পর তো নয়ই; বরং জাহিলী যুগেও তিনি কাউকে কটু কিংবা অশ্লীল কোনো কথা বলেননি। শব্দটি ছিল একেবারেই সাধারণ; তবে তাতে রাবী'আহ (রা.) মনঃক্ষুণ্ন হয়েছেন- এ কথা বুঝতে পেরে তিনি অত্যন্ত অনুতপ্ত হন এবং এর প্রতিবিধান লাভ করা ছাড়া স্বস্তি লাভ করতে পারছিলেন না। এ সামান্য কথার পরিণতি কী হতে পারে এ ভয়ে তিনি ভীষণ চিন্তিত হয়ে পড়লেন। এ কারণে প্রথমে তিনি নিজে রাবী'আহ (রা.)কে তাঁর ঐ কথার প্রতিবিধান করতে অনুরোধ জানান। রাবী'আহ (রা.) যখন তা করতে অস্বীকৃতি জানালেন, তখন তিনি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট এর নালিশ নিয়ে গেলেন। কী বিস্ময়কর ব্যাপার! কীরূপ আল্লাহর ভয়! সামান্য কথা এবং তাতে রাবী'আহ (রা.) মনে কষ্ট পেয়েছেন- শুধু এতোটুকু ধারণা থেকে তিনি চিন্তায় ব্যাকুল হয়ে পড়লেন। এর কারণ এই ছিল যে, তিনি বিশ্বাস করতেন, কোনো মানুষকে যদি কষ্ট দেয়া হয়, তা হলে তার নিকট থেকে তা ক্ষমা করে নিতে হবে। অন্যথায় নিস্তার নেই। এতে সমাজের নেতা, শাসক, 'আলিম ও শায়খদের জন্য, বিশেষ করে আল্লাহর পথের দা'য়ীদের জন্য বিরাট শিক্ষা নিহিত রয়েছে। যদি তাদের থেকে কোনো ভুল প্রকাশ পায় কিংবা তাদের আচরণে কেউ মনঃক্ষুণ্ন হয়, তা হলে সাথে সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি থেকে প্রতিবিধান কামনা করা, অন্তত ক্ষমা চেয়ে নেয়া প্রয়োজন।

❖ যুহদ (পার্থিব সুখ-সম্ভোগের প্রতি অনাসক্তি)

যার অন্তরে আল্লাহর ভয় স্থায়ী ও সুদৃঢ় হয়, তার নিকট পার্থিব জগত একটি মূল্যহীন বস্তুতে পরিণত হয় এবং এ দুনিয়া ও তার সুখ-সম্ভোগের প্রতি তার আগ্রহ লোপ

---

২৫৪. আহমাদ, *আল-মুসনাদ*, (হাদীসু রাবী'আহ রা.), হা.নং: ১৫৯৮২; তাবারানী, *আল-মু'জামুল কাবীর*, হা.নং:৪৪৪৩

পায়। আবূ বাকর (রা.) ছিলেন এরূপ একজন মহান ব্যক্তি। তাঁর জীবন ছিল অত্যন্ত আড়ম্বরহীন, অত্যন্ত সহজ-সরল। এ দুনিয়ার বিত্ত-বৈভব, ভোগ-বিলাস, মান-মর্যাদা ও আসবাবপত্রের প্রতি তাঁর না ছিল কোনো লোভ, না ছিল কোনো আগ্রহ। অনাড়ম্বর পোশাক-পরিচ্ছদ, সাধারণ খাদ্য, জাঁকজমকহীন মামুলী বাড়ি-ঘর, সাদাসিধে ও গরীবানা জীবন যাপন ছিল তাঁর জীবনের বৈশিষ্ট্য। তিনি প্রায় এ বলে দু'আ করতেন, اللَّهُمَّ ابْسُطْ لِي الدُّنْيَا، وَزَهِّدْنِي فِيْهَا. -"হে আল্লাহ, দুনিয়া আমার জন্য প্রশস্ত করে দাও। কিন্তু এর ঘূর্ণাবর্তে নিমগ্ন ও আসক্ত হওয়া থেকে আমাকে রক্ষা কর।"[২৫৫] তাঁর খিলাফাত কালেই পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ মুসলিমরা জয় করে। এতদসত্ত্বেও তাঁর সুখ-সম্ভোগের প্রতি অনাসক্তির অবস্থা এই ছিল যে, একবার তিনি পান করার জন্য পানি চাইলেন। লোকজন পানির সাথে মধু মিশ্রিত করে পেশ করে। তিনি পেয়ালা মুখে তোলেন এবং সাথে সাথে তা নামিয়ে কাঁদতে থাকেন। যারা সেখানে উপস্থিত ছিল, তাদের ওপর এর এমনি প্রভাব পড়লো যে, তারা কাঁদতে থাকে। তিনি কিছুক্ষণের জন্য চুপ হলেন এবং পুনরায় ক্রন্দন করতে থাকেন। লোকজন এর কারণ জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, আমি একদিন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সাথে ছিলাম। আমি দেখি, তিনি কাউকে 'দূর দূর' বলছেন। আমি আরয করলাম, يَا رَسُولَ اللهِ، مَا هَذَا الَّذِي تَدْفَعُ عَنْ نَفْسِكَ وَلَا أَرَى مَعَكَ أَحَدًا ؟ -"ইয়া রাসূলাল্লাহ, এখানে তো কেউ নেই। আপনি কাকে 'দূর দূর' বলছেন।" রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেন,

> هَذِهِ الدُّنْيَا تَمَثَّلَتْ لِي، فَقُلْتُ لَهَا: إِلَيْكِ عَنِّي، فَتَنَحَّتْ ثُمَّ رَجَعَتْ، فَقَالَتْ:
> أَمَا إِنَّكَ إِنْ أَفْلَتَّ فَلَنْ يُفْلِتَ مَنْ بَعْدَكَ .
>
> "দুনিয়া আমার সামনে মূর্তিমান হয়ে এসেছে। আমি তাকে আমার নিকট থেকে দূর হয়ে যাওয়ার জন্য নির্দেশ প্রদান করি। সে দূরে সরে যায়। কিন্তু পুনরায় এসে আমাকে বলে, যদিও আপনি আমার থেকে মুক্তি লাভ করেছেন, কিন্তু আপনার পর যারা আগমন করবে, তারা মুক্তি পাবে না।"

এই ঘটনা বর্ণনা করার পর আবূ বাকর (রা.) বলেন, فَذَكَرْتُ ذَلِكَ الْيَوْمَ فَخَشِيتُ أَنْ تَلْحَقَنِي. -"এখন ঐ ঘটনাটি আমার মনে পড়েছে এবং আমার ভয় হচ্ছে, না জানি আমাকে সেটা গ্রাস করে ফেলে।"[২৫৬]

একবার আবূ বাকর (রা.) খালিদ ইবনুল ওয়ালীদ (রা.)কে নাসীহাত করে বলেন,

---

২৫৫. দাতা গঞ্জে বখশ, *কাশফুল মাহজূব,* পৃ.৭০; হাক্কী, *রূহুল বায়ান,* খ.৫,পৃ.৩৩০
২৫৬. বাইহাকী, *শু'আবুল ঈমান,* হা.নং: ১০১১২; ইবনুল আছীর, *উসদুল গাবাহ,* খ.২,পৃ.১৪৬

فَرَّ مِنَ الشَّرَفِ يَتْبَعُكَ الشَّرَفُ، وَاحْرِصْ عَلَى الْمَوْتِ تُوْهَبُ لَكَ الْحَيَاةُ.

-"সম্মান ও মর্যাদা থেকে পলায়ন কর অর্থাৎ তার পেছনে পড়ো না, তা হলে মর্যাদা তোমার পেছনে অনুসরণ করবে। আর মৃত্যুর লোভ কর, তবেই তোমার হায়াত বাড়িয়ে দেয়া হবে।"[২৫৭]

একবার তাঁর স্ত্রীর হালুয়া খাওয়ার সাধ জাগলো। তিনি তাঁর ইচ্ছার কথা স্বামীকে জানালে তিনি উত্তরে বলেন, لَيْسَ لَنَا مَا نَشْتَرِيْ بِهِ. -"তা কেনার মতো সামর্থ্য আমার নেই।" স্ত্রী বললেন, "আচ্ছা! আপনি প্রতি দিনের খরচের জন্য আমাকে যা কিছু দিয়ে থাকেন, তা থেকে আমি কিছু কিছু সঞ্চয় করে হালুয়ার মূল্য সংগ্রহ করবো।" আবূ বাকর (রা.) বললেন, আচ্ছা, তা কর। কয়েকদিনের মধ্যে হালুয়ার অর্থ সংগৃহীত হয়ে গেল। বিষয়টি সম্পর্কে অবগত হওয়ার পর আবূ বাকর (রা.) বললেন, هَذَا يَفْضُلُ عَنْ قُوْتِنَا. -"এটা তো আমাদের খাদ্যের উদ্বৃত্ত অংশ।" অর্থাৎ বুঝা যাচ্ছে যে, কিছু অর্থ হ্রাস করলেও আমাদের প্রতিদিনের ব্যয় নির্বাহ হতে পারে। তাই প্রতিদিন যে পরিমাণ অর্থ তাঁর স্ত্রী জমা করেছিল, সে পরিমাণ অর্থ তিনি ভাতা থেকে হ্রাস করে দেন। আর ইতোমধ্যে তাঁর স্ত্রী হালুয়ার জন্য যে অর্থ জমা করেছিল, তাও তিনি বাইতুল মালে ফিরিয়ে দেন।"[২৫৮]

ওফাতের সময় তিনি কন্যা 'আয়িশা (রা.)কে তাঁর বাগানটি বিক্রি করে বাইতুল মাল থেকে গৃহীত ভাতার পরিমাণ অর্থ বাইতুল মালে জমা দেবার এবং বাড়ির যাবতীয় আসবাবপত্র 'উমার (রা.)-এর নিকট পৌঁছে দেবার অসিয়্যাত করে যান। মৃত্যুর পর তাঁর একজন হাবশী গোলাম, একটি দুগ্ধবতী উষ্ট্রি, একটি পুরাতন চাদর ও একটি খাবারের পেয়ালা পাওয়া যায়। এগুলো 'আয়িশা (রা.) তৎক্ষণাৎ 'উমার (রা.)-এর নিকট পৌঁছে দেন। এটা দেখে 'উমার (রা.) এতো প্রভাবান্বিত হলেন যে, কাঁদতে আরম্ভ করলেন এবং বললেন, رَحِمَكَ اللهُ يَا أَبَا بَكْرٍ، لَقَدْ أَتْعَبْتَ مَنْ جَاءَ بَعْدَكَ. -"আবূ বাকর, আল্লাহ আপনার প্রতি রহম করুন! আপনি (দুনিয়া থেকে বিদায়ের সময় যুহদের যে পরাকাষ্ঠা দেখালেন, তাতে) উত্তরসূরীদেরকে কষ্টে ফেলে গেলেন!"[২৫৯]

এ-ই হলো তাঁর যুহদ ও তাকওয়ার নমূনা, যার চাইতে উৎকৃষ্ট কোনো নমুনা পৃথিবীবাসী জানে বলে আমার মনে হয় না।

---

২৫৭. ইবনু 'আব্দ রাব্বিহি, *আল-'ইকদুল ফারীদ*, খ.১,পৃ.৫
২৫৮. ইবনুল আছীর, *আল-কামিল*, খ.১,পৃ.৩৯৭
২৫৯. সুয়ূতী, *তারীখুল খুলাফা*, পৃ.৩১; ইবনুল আছীর, *আল-কামিল*, খ.১,পৃ.৩৯৭

ঝ. উত্তম চরিত্র

ইসলামী আখলাকের মূল হলো উত্তম চরিত্র। আবুদ দারদা' (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেছেন : مَا مِنْ شَيْءٍ أَثْقَلُ فِي الْمِيزَانِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ حُسْنِ الْخُلُقِ.-" (কিয়ামাতের দিন) হিসাবের পাল্লায় উত্তম চরিত্রের চেয়ে ভারী ওযনের আর কিছু হবে না।"[২৬০] অন্য এক হাদীসে রয়েছে, জনৈক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)কে জিজ্ঞেস করলেন, أَيُّ الْمُؤْمِنِيْنَ أَفْضَلُ إِيْمَانًا ؟-"সবচেয়ে উত্তম ঈমানদার কে?" রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) উত্তর দেন, أَحْسَنُهُمْ أَخْلَاقًا.-"তোমাদের মধ্যে যার চরিত্র সবচেয়ে উত্তম, সে-ই সর্বোত্তম ঈমানদার।"[২৬১] আবূ বাকর (রা.)-এর জীবন সকল গুণ ও যাবতীয় কামালাতের আকর ছিল। উম্মাতের মধ্যে তিনি ছিলেন সবার চেয়ে উত্তম চরিত্রের অধিকারী। বলাই বাহুল্য যে, ইসলামপূর্ব-কালে বহু পাপকার্য মহাগুণ ও কৃতিত্ব রূপে বিবেচিত হতো। অনেক গুনাহের কাজ তখন জীবনের নিত্য নৈমত্তিক সাধারণ কর্মে পরিণত হয়ে পড়েছিল। পাপ পঙ্কিলতার এহেন প্রবল স্রোত আবূ বাকর (রা.)-এর পবিত্রতার চাদরে কোনো প্রকার দাগ কাটতে পারেনি। তাঁর সততা, নিষ্ঠা, আমানাতদারী, সত্যবাদিতা, দানশীলতা, বিপদে সহায়তা, গরীব ও অভাবগ্রস্তদের সাথে সদ্ব্যবহার, আত্মীয়-স্বজনদের সাথে সদাচার এবং আর্ত ও বিপন্ন মানবতার প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন প্রভৃতি গুণের কথা মাক্কার মুশরিকরাও দ্বিধাহীন চিত্তে স্বীকার করতো। বস্তুত তাঁর সুমহান চরিত্র ও উন্নত রুচিবোধের কারণে শুধু বাহ্যিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গই অসৎকর্ম থেকে দূরে থাকেনি; বরং তা তাঁর কল্পনা জগতেও কোনো দিন ছায়াপাত করতে সক্ষম হয়নি। আমরা নিম্নে তাঁর পবিত্র আখলাক ও অনুপম চরিত্রের কয়েকটি দিক উদাহরণস্বরূপ উল্লেখ করছি।

❖ আত্মিক পরিশুদ্ধি

উত্তম চরিত্রের জন্য প্রথম প্রয়োজন হলো আত্মিক পরিশুদ্ধি। উল্লেখ্য, মানুষের দুটি দিক রয়েছে। একটি হলো বাহ্যিক, অপরটি হলো অভ্যন্তরীণ বা আত্মিক। ইসলাম যেমন মানুষের বাহ্যিক দিককে পূত-পবিত্র করতে চায়, তেমনি তার ভেতরের দিকটিকেও সম্পূর্ণ কলুষমুক্ত ও সুন্দর করতে চায়। বস্তুত একজন মানুষ তার নাফসকে পবিত্রকরণ ও মনের কলুষতা দূরীকরণের মাধ্যমে নিজের আবেগ-অনুভূতিকে আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি

---

২৬০. আবূ দাউদ, *আস-সুনান*, (কিতাবুল আদাব), হা.নং:৪১৬৬; তিরমিযী, *আস-সুনান*, (কিতাবুল বিরর..), হা.নং: ১৯২৫,১৯২৬

২৬১. 'আবদুর রাযযাক, *আল-মুছান্নাফ*, হা.নং:৪৮৪৩, ২০২৯৭; তাবারানী, *মুসনাদুশ শামিয়ীন*, হা.নং:১৫২৯

অর্জনের কাজে এমনভাবে নিয়োজিত করতে পারে যে, দীনের বাহ্যিক 'ইবাদাতসমূহ স্বয়ং তার আবেগ ও নাফসের দাবিতে রূপায়িত হয়ে যাবে। যদি কেউ বাহ্যিক ও প্রচলিত নিয়মানুযায়ী নামায, রোযা, যাকাত ও হাজ্জ পালন করে; কিন্তু তার অন্তর পবিত্র ও পরিশুদ্ধ না হয়, তা হলে তার সে 'আমাল ঐ ফুলের মতো, যার রং সুন্দর ও আকর্ষণীয়; কিন্তু তাতে কোনো সুঘ্রাণ নেই। ইসলামের দৃষ্টিতে যদি কোনো ব্যক্তিকে পরীক্ষা করতে হয়, তা হলে অবশ্য দেখতে হবে যে, তার অন্তর কতোখানি পবিত্র ও কলুষমুক্ত। আল্লাহ তা'আলা তাঁর বান্দাহর অন্তরকেই বেশি গুরুত্ব দিয়ে থাকেন; বাহ্যিক আচার-অনুষ্ঠানকে নয়। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, إِنَّ اللهَ لَا يَنْظُرُ إِلَى أَجْسَادِكُمْ، وَلَا إِلَى صُوَرِكُمْ؛ وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَى قُلُوبِكُمْ.-"আল্লাহ তা'আলা তোমাদের দেহ এবং তোমাদের বাহ্যিক রূপের দিকে তাকান না; বরং তোমাদের অন্তরের দিকেই তাকান।"[২৬২]

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর উম্মাতের মধ্যে আবূ বাকর (রা.)ই ছিলেন সকলের চেয়ে পবিত্র ও পরিশুদ্ধ অন্তরের অধিকারী। একদিকে তিনি কপটতা, অন্তরের বক্রতা, প্রদর্শনেচ্ছা, স্বার্থপরতা ও পার্থিব লোভ-লালসা প্রভৃতি আত্মিক দোষ থেকে পরিপূর্ণরূপে মুক্ত ছিলেন, অপরদিকে তাঁর মধ্যে সাব্‌র, তাওয়াক্কুল, শোকর, যুহদ (দুনিয়ার প্রতি অনাসক্তি), কানা'আত (অল্পে তুষ্টি), বিনয়, সরলতা ও কোমলতা প্রভৃতি আত্মিক সদ্‌গুণগুলো পুরোপুরি বিদ্যমান ছিল।

বস্তুত আবূ বাকর (রা.)-এর মনের এ নির্মলতা ও পবিত্রতার কারণেই ইসলাম ও রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লম)-কে সঠিকরূপে চিনে নিতে বিশেষ কোনো অসুবিধা বা বিলম্ব হয়নি। তাঁর সামনে ইসলামের দা'ওয়াত পেশ করার সাথে সাথেই তিনি তা অকুণ্ঠ চিত্তে গ্রহণ করেছেন। কোনো সংশয়, বা কোনো স্বার্থ কিংবা শ্রেষ্ঠত্ববোধের জাহিলিয়্যাত এসে এ পথে এক বিন্দু প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতে পারেনি। আবূ বাকর (রা.) তদানীন্তন সমাজের একজন অতি সম্মানিত ও শ্রদ্ধাভাজন লোক ছিলেন এবং একজন সম্মানিত ও নেতৃস্থানীয় ব্যক্তির পক্ষে অপর কারো নেতৃত্ব মেনে নিতে যে পর্বতপ্রমাণ বাধার সম্মুখীন হতে হয়, তা বলাই বাহুল্য। কিন্তু আবূ বাকর (রা.)কে এরূপ কোনো বাধার সম্মুখীন হতে হয়নি। এ থেকে সুস্পষ্টরূপে প্রমাণিত হয় যে, তিনি একজন সম্মানিত ও নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি হওয়া সত্ত্বেও নেতৃত্বের অহঙ্কার ও সম্মানের অহমিকাবোধ থেকে তাঁর হৃদয়-মন ছিল অত্যন্ত পবিত্র।

❖ মানব সেবা

আবূ বাকর (রা.) একজন উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন খালীফা হওয়া সত্ত্বেও তাঁর

---

২৬২. মুসলিম, *আস-সাহীহ*, (কিতাবুল বিরর..), হা.নং:৪৬৫০

চলাফেরা ছিল অত্যন্ত সাদাসিধে। ক্ষমতার দম্ভ কিছুমাত্রও তাঁকে স্পর্শ করতে পারেনি। তিনি দ্বিধাহীন চিত্তে দরিদ্র ও অভাবগ্রস্তদের ব্যক্তিগত সাধারণ প্রয়োজন মেটাতে সাহায্য করতেন। তিনি অত্যন্ত গোপনে এ ধরনের কাজ করতে আনন্দ অনুভব করতেন। নিম্নে এরূপ কয়েকটি ঘটনা উদাহরণস্বরূপ উল্লেখ করা হলো-

আবূ সালিহ আল-গিফারী (রা.) বলেন, মাদীনার শহরতলীতে এক অন্ধ বৃদ্ধা বাস করতেন। 'উমার (রা.) প্রতিদিন ভোরে গিয়ে তার প্রয়োজনীয় খিদমাত আঞ্জাম দিয়ে আসতেন। কিন্তু কয়েক দিন পর তিনি অনুভব করলেন যে, তাঁর পূর্বে কেউ এসে বৃদ্ধার খিদমাত আঞ্জাম দিয়ে যান। লোকটিকে চেনার জন্য 'উমার (রা.) দারুনভাবে উদগ্রীব হয়ে পড়েন। তাই রহস্য উন্মোচন করার জন্য একদিন খুব ভোরে ওঠে তিনি সেখানে যান। গিয়ে দেখেন, খালীফা আবূ বাকর (রা.) তার সেবা-যত্ন সেরে বেরিয়ে আসছেন। 'উমার (রা.) খালীফাকে সম্বোধন করে বলে ওঠেন, !أَنْتَ هُوَ لَعَمْرِيْ-"আমার জীবন আপনার জন্য কুরবান হোক! হে খালীফাতুর রাসূল, তবে কি আপনিই প্রতিদিন আমার পূর্বে এসে বৃদ্ধার খিদমাত করে যান!"[২৬৩]

খিলাফাত লাভের পূর্বে আবূ বাকর (রা.) পাড়ার বকরীগুলোর দুধ দোহন করে দিতেন। কিন্তু খিলাফাতের গুরুদায়িত্ব যখন তাঁর ওপর অর্পিত হয়, তখন এক মহিলা চিন্তায় পড়েন যে, কে তার বকরীর দুধ দোহন করে দেবে? এ দুশ্চিন্তার কথা আবূ বাকর (রা.) জানতে পেরে মহিলাকে বলে পাঠান,

> بَلَى، لَعَمْرِيْ لَأَحْلِبَنَّهَا لَكُمْ، وَإِنِّي لَأَرْجُو أَنْ لَا يُغَيِّرَنِي مَا دَخَلْتُ فِيْهِ عَنْ خُلُقٍ كُنْتُ عَلَيْهِ.
>
> -"আমার জীবনের শপথ! আমি এখনো তোমাদের বকরীগুলোর দুধ দোহন করবো। আমার একান্ত আশা, খিলাফাতের দায়িত্ব আল্লাহর বান্দাদের সেবা থেকে আমাকে বিরত রাখবে না।"

এর পর তিনি তাদের বকরীগুলোর দুধ দোহন করতেন।[২৬৪]

❖ আতিথেয়তা

আবূ বাকর (রা.) অত্যন্ত অতিথিপরায়ণ ছিলেন। অতিথিদের ডেকে এনে তাদের খাওয়াতে পারলে অত্যন্ত আনন্দ অনুভব করতেন। ঘরে কোনো সময় খাদ্যদ্রব্য কম থাকলে তিনি নিজে বাইরে চলে যেতেন এবং পুত্রকে নির্দেশ দিয়ে যেতেন যে, যেন সে

---

২৬৩. ইবনুল আছীর, *আল-কামিল*, খ.১,পৃ.৩৯৭

২৬৪. ইবনু সা'দ, *আত-তাবাকাতুল কুবরা*, খ.৩,পৃ.১৮৬; ইবনুল আছীর, *আল-কামিল*, খ.১,পৃ.৩৯৭, *উসদুল গাবাহ*, খ.২, পৃ.১৪৮; তাবারী, *তারীখুর রুসুল ওয়াল মুলূক*, খ.২,পৃ.২২১

তাঁর ফিরে আসার পূর্বেই তাদেরকে খাইয়ে দেয়। এরূপ একটি ঘটনা হলো- আবদুর রাহমান ইবনু আবী বাকর (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, সুফফাবাসীগণ ছিলেন দরিদ্র। একদিন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, مَنْ كَانَ عِنْدَهُ طَعَامُ اثْنَيْنِ فَلْيَذْهَبْ بِثَالِثٍ، وَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ طَعَامُ أَرْبَعَةٍ فَلْيَذْهَبْ بِخَامِسٍ. "তোমাদের যার কাছে দু'জনের খাবার আছে, সে যেন তৃতীয় জনকে নিয়ে যায়, আর যার কাছে চার জনের খাবার আছে, সে যেন পঞ্চম জনকে নিয়ে যায়।" রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নির্দেশনা মতো আমার পিতা ঘরে তিনজন মেহমান নিয়ে আসলেন এবং বললেন, "আমি এখন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর খিদমাতে যাচ্ছি, ফিরতে বিলম্ব হবে। তোমরা মেহমানদেরকে আহারের ব্যবস্থা করবে।" 'আবদুর রাহমান (রা.) বলেন, আমি পিতার নির্দেশ অনুযায়ী মেহমানদেরকে খাবার গ্রহণের অনুরোধ করি; কিন্তু তাঁরা বললেন, বাড়ির মালিক না আসা পর্যন্ত আমরা আহার করবো না। অতঃপর রাত গভীর হলে আবূ বাকর (রা.) ঘরে ফিরে আসেন। যখন তিনি অবগত হন যে, এখনো মেহমানরা আহার করেননি; তিনি পরিবার সদস্যদের ওপর অত্যন্ত রাগান্বিত হন এবং এই রাগত অবস্থায়ই শপথ করেন যে, তিনি রাতে আহার করবেন না। এটা দেখে মেহমানরাও শপথ করে বলে যে, "যতক্ষণ পর্যন্ত আপনি আহার না করবেন, ততক্ষণ পর্যন্ত আমরাও আহার করবো না।" তখন আবূ বাকর (রা.) স্বীয় ভুল বুঝতে পারেন এবং সাথে সাথে খাদ্য পরিবেশনের নির্দেশ দেন। সেদিন তিনি শপথ ভঙ্গ করে নিজে আহার করেন এবং মেহমানদেরকে আহার করান। আবূ বাকর (রা.) বলেন, "ঐ অল্প খাবারে আল্লাহ তা'আলা এমন বারকাত দান করলেন যে, আমরা যে মাত্র এক লুকমা গ্রহণ করতাম, তার নিচে তার চেয়ে অধিক পরিমাণ খাবার বেড়ে যেত। এমনকি আমরা সকলে পরিতৃপ্ত হওয়ার পরও আমাদের খাবার পূর্বে যা ছিল তার চেয়ে অনেক বেশি উদ্বৃত্ত রয়ে গেল।" এরপর সকালে আবূ বাকর (রা.) কিছু খাবার নিয়ে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর খিদমাতে উপস্থিত হলেন। এমন সময়ে তাঁর নিকট অনেক লোক উপস্থিত ছিল। তাঁরা সকলেই এ খাবার পরিতৃপ্তির সাথে খেলেন।[২৬৫]

এ ঘটনায় দু'টি বিশেষ লক্ষ্য করার বিষয় রয়েছে-

ক. কেউ যদি কোনো ব্যাপারে শপথ করে; কিন্তু পরে তা থেকে অন্য কিছু অধিকতর উত্তম দেখতে পায়, তা হলে সে জন্য শপথ ভঙ্গ করা চলে। 'আয়িশা (রা.) বলেন,

২৬৫. বুখারী, *আস-সাহীহ,* (কিতাবু মাওয়াকিতুস সালাত), হা.নং: ৫৬৭, (কিতাবুল মানাকিব), হা.নং: ৩৩১৬; মুসলিম, *আস-সাহীহ,* (কিতাবুল আশরিবাহ, বাব: ইকরামুদ দায়ফ ওয়া ঈছারুহু), হা.নং: ৩৮৩৩

لَمْ يَكُنْ يَحْنَثُ فِي يَمِينٍ قَطُّ حَتَّى أَنْزَلَ اللهُ كَفَّارَةَ الْيَمِينِ، وَقَالَ: لَا أَحْلِفُ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَيْتُ غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا إِلَّا أَتَيْتُ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ، وَكَفَّرْتُ عَنْ يَمِينِي.

-"আবূ বাকর (রা.) একবার শপথ করে কখনো তা ভঙ্গ করতেন না। কিন্তু যখন আল্লাহ তা'আলা শপথের কাফফারাহ সম্পর্কে বিধান নাযিল করলেন, তখন তিনি বললেন, যদি শপথের পর আমি এর চেয়ে উত্তম কোনো বিষয় দেখতে পাই, তা হলে আমি সেটাই গ্রহণ করবো এবং শপথের কাফফারা আদায় করবো।"[২৬৬]

আবূ বাকর (রা.)-এর উপরিউক্ত ঘটনা থেকে বুঝা যায় যে, কেবল মেহমানদের সম্মানার্থেই তিনি তাঁর শপথ ভঙ্গ করে মেহমানদের সাথে খেতে বসেছিলেন।

খ. এ ঘটনায় আবূ বাকর (রা.)-এর একটি বিশিষ্ট কারামাত প্রকাশ পেয়েছে। তিনি যে মাত্র একটি লুকমা গ্রহণ করতেন, তার নিচে তার চেয়ে অধিক পরিমাণ খাবার বেড়ে যেত। এভাবে তিনি ও তাঁর সকল অতিথি পরিতৃপ্তির সাথে খেয়েও খাবার পূর্বে যা ছিল তার চেয়ে বেশি উদ্বৃত্ত রয়ে যায়। এরপর সকালে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর খিদমাতে উপস্থিত অনেক লোকেই এ খাবার পরিতৃপ্তির সাথে খেলেন। এ কারামাত নিঃসন্দেহে সর্বাবস্থায় একনিষ্ঠভাবে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর অনুকরণের বারকাতেই সংঘটিত হয়েছে। এতে আল্লাহ তা'আলার নিকট তাঁর উচ্চ শান ও মর্যাদার পরিচয় পাওয়া যায়।

❖ স্বার্থহীনতা

ইতঃপূর্বে বর্ণনা করা হয়েছে যে, আবূ বাকর (রা.) অপর যে কোনো ব্যক্তির সাধারণ যে কোনো কাজ করে দিতে লজ্জাবোধ করতেন না। কিন্তু অপরের দ্বারা নিজের কোনো কাজ করানোকে তিনি দারুণভাবে অপছন্দ করতেন। ইবনু আবী মুলাইকাহ (রা.) বলেন, কোনো সময় চলতে চলতে যখন আবূ বাকর (রা.)-এর হাত থেকে ছুটে উটের রশি পড়ে যেত, তখন তিনি নিজে উট থামিয়ে রশি তুলে নিতেন। একবার কেউ বললো, أَفَلَا أَمَرْتَنَا نُنَاوِلُكَهُ.-"আপনি এতো কষ্ট করেন! নির্দেশ দিলে আমরাই তো ওঠিয়ে দিতে পারি।" তখন তিনি বললেন, إِنَّ حَبِيبِي رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَنِي أَنْ لَا أَسْأَلَ النَّاسَ شَيْئًا. -"আমার প্রিয় রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন, যেন আমি লোকদের নিকট কিছুই না চাই।"[২৬৭]

---

২৬৬. বুখারী, *আস-সাহীহ*, (কিতাবুল আইমান ওয়ান নুযূর), হা.নং: ৬১৩১

২৬৭. আহমাদ, *আল-মুসনাদ*, (মুসনাদু আবী বাকর রা.), হা.নং:৬৫

❖ সহনশীলতা ও ক্রোধ দমন

আবূ হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একবার জনৈক ব্যক্তি আবূ বাকর (রা.)কে গালি দিয়েছিল। এ সময় রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বসা ছিলেন। এ অবস্থা দেখে তিনি মুচকি হাসছিলেন। লোকটি যখন বেশি বাড়াবাড়ি করতে লাগলো, তখন আবূ বাকর (রা.) তার কিছু কথার উত্তর দিলেন। এ অবস্থা দেখে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) রাগান্বিত হয়ে ওঠে চলে যেতে লাগলেন। আবূ বাকর (রা.)ও তাঁর পেছনে পেছনে চললেন এবং বললেন,

يَا رَسُولَ اللهِ، كَانَ يَشْتُمُنِي وَأَنْتَ جَالِسٌ، فَلَمَّا رَدَدْتُ عَلَيْهِ بَعْضَ قَوْلِهِ غَضِبْتَ وَقُمْتَ.

-"ইয়া রাসূলাল্লাহ, আপনার উপস্থিতিতে লোকটি আমাকে গালি দিচ্ছিল। যখন সে বেশি বাড়াবাড়ি করতে লাগলো, তখন আমি তার কিছু কথার উত্তর দিলাম, আর আপনি রাগান্বিত হয়ে চলে যাচ্ছেন!"

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন,

إِنَّهُ كَانَ مَعَكَ مَلَكٌ يَرُدُّ عَنْكَ فَلَمَّا رَدَدْتَ عَلَيْهِ بَعْضَ قَوْلِهِ وَقَعَ الشَّيْطَانُ فَلَمْ أَكُنْ لِأَقْعُدَ مَعَ الشَّيْطَانِ ثُمَّ قَالَ يَا أَبَا بَكْرٍ ثَلَاثٌ كُلُّهُنَّ حَقٌّ مَا مِنْ عَبْدٍ ظُلِمَ بِمَظْلَمَةٍ فَيُغْضِي عَنْهَا لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ إِلَّا أَعَزَّ اللهُ بِهَا نَصْرَهُ وَمَا فَتَحَ رَجُلٌ بَابَ عَطِيَّةٍ يُرِيدُ بِهَا صِلَةً إِلَّا زَادَهُ اللهُ بِهَا كَثْرَةً وَمَا فَتَحَ رَجُلٌ بَابَ مَسْأَلَةٍ يُرِيدُ بِهَا كَثْرَةً إِلَّا زَادَهُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ بِهَا قِلَّةً.

-"তোমার সাথে একজন ফেরেশতা ছিলেন, যিনি তোমার পক্ষ থেকে তার কথার উত্তর দিচ্ছিলেন। যখন তুমি তার কথার উত্তর দিতে শুরু করলে, তখন শাইতান এসে পৌঁছেছে। আমি তো আর শাইতানের সাথে বসতে পারি না। এরপর তিনি বললেন, আবূ বাকর! তিনটি সত্য বিষয় রয়েছে। এক. যখনই কোনো বান্দাহ কোনো অন্যায় আচরণের শিকার হবে, সে যদি আল্লাহর ওয়াস্তে তা এড়িয়ে চলে, তবে আল্লাহ তা'আলাই এর উসিলায় তাকে সুদৃঢ় বিজয় দান করবেন। দুই. যখনই কেউ কোনো সম্পর্ক রক্ষার খাতিরে কোনো দানের পথ খুলবে, আল্লাহ তা'আলা এর উসীলায় তাকে প্রাচুর্য দান করবেন। তিন. আর যখন কোনো ব্যক্তি প্রাচুর্য লাভের উদ্দেশ্যে দ্বারে দ্বারে প্রার্থনা করবে, এর কারণে আল্লাহ তা'আলা তার অভাবকে আরো বৃদ্ধি করে দেবেন।"[২৬৮]

---

২৬৮. আহমাদ, *আল-মুসনাদ*, (মুসনাদু আবী হুরাইরাহ রা.), হা.নং: ৯২৫১; হায়ছামী, *মাজমা'উয যাওয়ায়িদ*, খ.৮,পৃ.১৯০

এ হাদীস থেকে এটা বলার কোনো অবকাশ নেই যে, যে, আবূ বাকর (রা.) লোকটির অযাচিত কথাবার্তা শুনে ধৈর্যচ্যুত হয়েছিলেন, কিংবা রাগ সংবরণ করতে পারেননি; বরং লোকটির কথার প্রতিউত্তর দেবার কারণ ছিল, লোকটি অতিরিক্ত বাড়াবাড়ি শুরু করে দিয়েছিল। আবূ বাকর (রা.) ধারণা করেছিলেন যে, তার কথার প্রতিউত্তর দেয়া না হলে সে তার বাড়াবাড়ি বন্ধ করবে না। কিন্তু রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এ অবস্থায়ও তাঁকে সহিষ্ণু হতে এবং রাগের মুহূর্তেও ধৈর্যের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করতে নির্দেশনা দেন। কেননা সহনশীলতা ও রাগ সংবরণ এমন দুটি গুণ, যা একদিকে মানুষকে অন্যদের কাছে মহিমান্বিত করে তোলে, অপরদিকে আল্লাহর কাছেও তার মর্যাদা বৃদ্ধি করে।

বলাই বাহুল্য যে, আবূ বাকর (রা.) ছিলেন একজন অত্যন্ত সহনশীল ব্যক্তি। রাগ সংবরণ করাই ছিল তাঁর নিয়মিত স্বভাব। একজন নম্র, ভদ্র ও সহিষ্ণু ব্যক্তি হিসেবেও সমাজে তাঁর প্রভূত খ্যাতি ছিল। বলা হয় যে, আসমানেও তিনি ফেরেশতাদের নিকট সহিষ্ণু (الحليم) নামে পরিচিত।[২৬৯] কিন্তু তার মানে এ নয় যে, তিনি তিনি কখনোই রাগ করতেন না। তিনি রাগান্বিতও হতেন। তবে তাঁর রাগ ছিল একান্তই আল্লাহ ও রাসূলের খাতিরে। যখন তিনি আল্লাহর নির্দেশাবলি লঙ্ঘন ও অমান্য হতে দেখতেন, তখন প্রচণ্ডভাবে রাগান্বিত হতেন।[২৭০] আবূ বারযাহ (রা.) বলেন, একবার আবূ বাকর (রা.)-এর খিলাফাতকালে এক ব্যক্তি মুখের ওপর তাঁকে খুবই শক্ত কথা বললো। আবূ বাকর (রা.) তার ওপর অত্যন্ত ক্রোধান্বিত হন। এক ব্যক্তি তখন বললেন, হে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর খালীফা! আপনি আমাকে নির্দেশ প্রদান করুন, আমি তার গর্দান উড়িয়ে দিই। এটা শুনে আবূ বাকর (রা.)-এর ক্রোধ হ্রাস পায় এবং

---

২৬৯. আল-মুহিব্ব আত-তাবারী, *আর-রিয়াদুন নাদিরাতু..*, পৃ.৩৩
আবূ হুরাইরাহ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদিন জিবরীল ('আ.) রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট অবতরণ করে কিছুক্ষণ এক পাশে দাঁড়িয়ে থাকলেন। এমন সময় আবূ বাকর আছ্-ছিদ্দীক (রা.) গমন করছিলেন। তাঁকে দেখে জিবরীল ('আ.) বললেন, হে মুহাম্মাদ! ইনি হলেন ইবনু আবী কুহাফার পুত্র। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) জিজ্ঞেস করলেন, জিবরীল! তোমরা কী আসমানেও তাঁকে চেনো? জিবরীল ('আ.) জবাব দিলেন,

والذي بعثك بالحق لهو في السماء أشهر منه في الأرض وإن اسمه في السماء أشهر منه في الأرض وإن اسمه في السماء الحليم.

-'সে যাতের কাসাম যিনি আপনাকে সত্য সহকারে প্রেরণ করেছেন! তিনি যমীনের চেয়ে আসমানেই তো বেশি প্রসিদ্ধ। তিনি পৃথিবীর চেয়ে আসমানেই বেশি সুখ্যাত। আসমানে তাঁর নাম হলো 'আল-হালীম' (সহিষ্ণু)।" (আল-মুহিব্ব আত-তাবারী, *আর-রিয়াদুন নাদিরাতু..*, পৃ.৩৩; 'ইসামী, *সিমতুন নুজূম..*, খ.১,পৃ.৪২৮ [আবূ নু'আয়মের ফাদা'য়িলের সূত্রে বর্ণিত]।

২৭০. মাজদী ফাতহী, *সীরাতু ওয়া হায়াতু ছিদ্দীক*, পৃ.১৪৫

তিনি আশ্চর্য হয়ে বললেন, যদি আমি তোমাকে নির্দেশ দিতাম, তা হলে কি সত্যিই তুমি তার গর্দান উড়িয়ে দিতে ? অতঃপর বললেন,

وَيْحَكَ أَوْ وَيْلَكَ! إِنَّ تِلْكَ وَاللهِ مَا هِيَ لِأَحَدٍ بَعْدَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

-"ধিক তোমাকে! আল্লাহর কাসাম, একমাত্র রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সাথে অভদ্র আচরণকারী ছাড়া কারো সাথে এরূপ আচরণ করা যাবে না অর্থাৎ হত্যা করা যাবে না।"[২৭১]

❖ কোমলতা ও সরলতা

আবূ বাকর (রা.) অত্যন্ত কোমল, নম্র প্রকৃতির লোক ছিলেন। তিনি সর্বসাধারণের সাথে মিলেমিশে বসে খোলামেলা আলাপ করতেন এবং তাদের সাথে প্রত্যেক কাজে অংশগ্রহণ করতেন। প্রতিবেশী বালক-বালিকাদেরকে তিনি সর্বদা স্নেহ করতেন। আবূ বাকর (রা.)কে দেখলেই তারা ছুটে এসে নিজেদের ছোটখাট নালিশ ও সুখ-দুঃখের কথা তাঁকে বলতো। আবূ বাকর (রা.)ও পরম ধৈর্যের সাথে তাদের কথা শুনতেন এবং কাউকেও আদর করে, কাউকেও বা চুমো দিয়ে সান্ত্বনা দিতেন। ইতঃপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, খালীফা হবার পরও তিনি বেশ কিছু দিন কাঁধে কাপড়ের থান নিয়ে বাজারে যেতেন এবং বিক্রি করতেন। ক্ষমতার সামান্যতম দর্পও তাঁর মধ্যে ছিল না। তাঁর বিনয়ের চূড়ান্ত অবস্থা ছিল এই যে, লোকজন যখন 'খালীফাতুর রাসূল' হিসেবে তাঁর প্রতি সম্মান ও মর্যাদা প্রদর্শন করতো, তখন তিনি নিজেকে অত্যন্ত অপ্রস্তুত মনে করতেন এবং বলতেন, "তোমরা আমাকে এতো উচ্চে পৌঁছিয়ে দিলে!" যখন কেউ তাঁর প্রশংসা করতো, তখন তিনি বলতেন :

اللهُمَّ أَنْتَ أَعْلَمُ بِي مِنْ نَفْسِي، وَأَنَا أَعْلَمُ بِنَفْسِي مِنَ النَّاسِ، اللَّهُمَّ اجْعَلْنِيْ خَيْراً مِمَّا يَظُنُّونَ، وَاغْفِرْ لِي مَا لَا يَعْلَمُونَ، وَلَا تُؤَاخِذْنِي بِمَا يَقُولُونَ.

-"হে আল্লাহ, আপনি আমার সম্পর্কে আমার চেয়েও বেশি পরিজ্ঞাত এবং আমি আমার সম্পর্কে তাদের চেয়েও বেশি অবগত। হে আল্লাহ, আপনি আমাকে তাদের ধারণার চেয়েও অধিক ভালো করুন! আপনি আমার এমন সকল গুনাহ ক্ষমা করে দিন, যা তারা জানে না এবং তাদের উচ্ছ্বসিত প্রশংসার জন্য আমাকে পাকড়াও করবেন না।"[২৭২]

---

২৭১. আহমাদ, *আল-মুসনাদ*, (মুসনাদু আবী বাকর রা.), হা.নং:৫৮

২৭২. ইবনুল আছীর, উসদুল গাবাহ, খ.২,পৃ.১৪৬; সুয়ূতী, *তারীখুল খুলাফা*, পৃ.৪১

ইতঃপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, একবার জনৈক ব্যক্তি তাঁকে يَا خَلِيفَةَ الله বলে সম্বোধন করলো। তখন তিনি সাথে সাথে বললেন, لَسْتُ بِخَلِيْفَةِ الله؛ وَلَكِنِّي خَلِيفَةُ رَسُوْلِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا رَاضٍ بِهِ. -"আমি আল্লাহর খালীফা নই; রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর খালীফা। আমি এতেই সন্তুষ্ট।" তিনি এ কথা তিন বার বললেন।[২৭৩] এ কথার মাধ্যমে তিনি বুঝাতে চাইলেন যে, خَلِيفَةُ الله বলে সম্বোধিত হওয়ার উপযুক্ত হলেন কেবল রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)। আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এরই খালীফা, আল্লাহর খালীফা নই।

অনিচ্ছা সত্ত্বেও যদি অহঙ্কারের কোনো নিদর্শন তাঁর থেকে প্রকাশ পেয়ে যেত, তখন তিনি অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হয়ে পড়তেন। 'আবদুল্লাহ ইবনু 'উমার (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ خُيَلَاءَ لَمْ يَنْظُرْ الله إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. -"যে অহঙ্কারবশত কাপড় ঝুলিয়ে দেয়, কিয়ামাতের দিন আল্লাহ তা'আলা তার দিকে ফিরে তাকাবেন না।" তখন আবূ বাকর (রা.) বললেন, يَا رَسُوْلَ اللهِ إِنَّ أَحَدَ شِقَّيْ ثَوْبِي/ إِزَارِي يَسْتَرْخِي إِلَّا أَنْ أَتَعَاهَدَ ذٰلِكَ مِنْهُ. -"ইয়া রাসূলাল্লাহ, অসাবধানতাবশত কোনো কোনো সময় আমার ইযারের এক অংশ ঝুলে যায়। তখন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, إِنَّكَ لَسْتَ تَصْنَعُ ذٰلِكَ خُيَلَاءَ. -"তুমি তো অহঙ্কারবশত তা ঝুলিয়ে চলছো না।"[২৭৪]

❖ বীরত্ব ও সাহসিকতা

সাধারণত যে সকল লোক বিনয়ী ও নম্র প্রকৃতির, তারা খুব কমই সাহসী হয়ে থাকে। কিন্তু আবূ বাকর (রা.)-এর বেলায় তা উল্টো। তিনি বিনয়ী ও বিনম্র হবার পাশাপাশি একজন সৎসাহসী লোকও ছিলেন। যেমন- কুর'আনে বলা হয়েছে, ﴿وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ﴾ -"তার সহচরগণ কাফিরদের প্রতি কঠোর এবং নিজেদের মধ্যে পরস্পর সহানুভূতিশীল।"[২৭৫] বলাই বাহুল্য যে, যেখানে সৎকাজের আদেশ দেয়ার ও অন্যায় থেকে বারণ করার এবং শারী'আতের নির্দেশ বাস্তবায়ন করার প্রয়োজন আছে, সেখানে কোমলতা ও নম্রতা প্রদর্শনের কোনো অর্থ হয় না। সেখানে

---

২৭৩. আহমাদ, *আল-মুসনাদ*, (মুসনাদু আবী বাকর রা.), হা.নং:৫৬; ইবনু সা'দ, *আত-তাবাকাতুল কুবরা*, খ.৩,পৃ.১৮৩

২৭৪. আল-বুখারী, *আস-সাহীহ*, (কিতাবুল মানাকিব), হা.নং: ৩৩৯২, (কিতাবুল লিবাস), হা.নং: ৫৩৩৮; নাসা'ঈ, *আস-সুনান*, (কিতাবুল লিবাস), হা.নং: ৫২৪০
আবূ বাকর (রা.) ক্ষীণদেহী ছিলেন। তাই তাঁর ইযার কখনো অনিচ্ছায় হাঁটার সময়, আবার কখনো অসাবধানতাবশত নিচের দিকে ঝুলে পড়তো, এ কারণে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, তুমি তো অহঙ্কারবশত এরূপ করছো না।

২৭৫. আল-কুর'আন, ৪৮ (সূরা আল-ফাতহ): ২৯

কঠোরতা অবলম্বন করা একান্ত বাঞ্ছনীয়। অনুরূপভাবে শত্রুদের বিরুদ্ধেও প্রয়োজনের সময় কঠোরতা প্রদর্শন করা চাই। আল্লাহ তা'আলা মু'মিনদের গুণাবলির বিবরণ দিতে গিয়ে বলেন, ﴿يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ﴾ -"তারা আল্লাহর পথে সংগ্রাম করে এবং এ পথে কোনো ভর্ৎসনাকারীর ভর্ৎসনাকে পরওয়া করে না।"[২৭৬]

বস্তুত শৌর্য-বীর্য মানুষের পরম সম্পদ। স্নেহ, মমতা, পরোপকার ও অন্যান্য হৃদয়-বৃত্তি মানুষকে সুন্দর করে বটে; কিন্তু পূর্ণ করে না। তার জন্য চাই বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্ব বা বীরত্ব। আবূ বাকর (রা.) শুধু যে হৃদয়-বৃত্তিতেই শ্রেষ্ঠ ছিলেন তা নয়; তিনি একজন অকুতোভয়, শ্রেষ্ঠ বীর পুরুষও ছিলেন।

একবার 'আলী (রা.) খুতবা দেয়ার সময় জিজ্ঞেস করেন, مَنْ أَشْجَعُ النَّاسِ ؟ - "শ্রেষ্ঠ বীর কে?" লোকেরা জবাব দিল, আমীরুল মু'মিনীন, আপনিই। তিনি বললেন, "না! আমি তো কেবল সামনে যে মুকাবিলার জন্য এসেছে, তার সাথে লড়েছি। প্রকৃতপক্ষে শ্রেষ্ঠ বীর হলেন আবূ বাকর (রা.)। আমরা বাদ্‌র যুদ্ধের সময় রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর অবস্থানের জন্য একটি তাঁবু তৈরি করেছিলাম। আমরা জিজ্ঞেস করলাম, এই তাঁবুতে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সাথে কে অবস্থান করবে এবং কে তাঁকে পাহারা দিতে প্রস্তুত আছে। আল্লাহর কাসাম; তখন কেউ অগ্রসর হলো না। একমাত্র আবূ বাকর (রা.) অগ্রসর হন এবং হাতে নাঙ্গা তরবারি নিয়ে এমনভাবে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর প্রহরায় নিযুক্ত থাকেন, যেন কোনো শত্রু তাঁর দিকে আসলেই সাথে সাথে তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বেন। বস্তুত তিনিই হলেন শ্রেষ্ঠ বীর। অনুরূপভাবে একদিন মাক্কায় কুরাইশরা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)কে ধরে নানাভাবে অত্যাচার করতে লাগল। ঐ সময় আবূ বাকর (রা.) ভীড়ের মধ্যে প্রবেশ করে কাউকে ধাক্কা দিয়ে, কাউকে থাপ্পড় মেরে, কাউকে লাথি মেরে, কাউকে পিটিয়ে অবশেষে বললেন, وَيْلَكُمْ! أَتَقْتُلُونَ رَجُلاً أَنْ يَقُولَ رَبِّيَ اللهُ! -"তোমরা ধ্বংস হও! তোমরা কি এমন একজন ব্যক্তিকে হত্যা করতে চাও, যিনি বলেন, আমার প্রভু আল্লাহ।" এভাবে তিনি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)কে তাদের হাত থেকে রক্ষা করলেন। রাবী বলেন, 'আলী (রা.) এতটুকু বলে একটি চাদর তুলে নিলেন এবং এমনভাবে কাঁদতে থাকেন যে, অশ্রুতে দাড়ি ভিজে যায়।[২৭৭]

ইতঃপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, বহু যুদ্ধক্ষেত্রে বীরের মতো আবূ বাকর (রা.) লড়াই করেছেন। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর জীবনে এমন কোনো যুদ্ধবিগ্রহ ছিল না, যেখানে আবূ বাকর (রা.) সক্রিয় অংশগ্রহণ করেননি। খালীফা হবার

---

২৭৬. আল-কুর'আন, ৫ (সূরা আল-মা'য়িদাহ): ৫৪

২৭৭. বাযযার, *আল-মুসনাদ*, হা.৬৮৯; ইবনু কাছীর, *আল-বিদায়াতু ওয়ান নিহায়াতু*, খ.৩,পৃ.৩৩১

পর যাকাত অস্বীকারকারী ও ধর্মত্যাগীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার সিদ্ধান্ত প্রয়োজনের সময় দীনের খাতিরে তাঁর কঠোরতা অবলম্বনের একটি উজ্জ্বলতম উদাহরণ, যা চিরকাল ধরে দীনের সৈনিকদের জন্য প্রেরণার উৎস হয়ে থাকবে।

❖ আগে সালাম করা

উত্তম চরিত্রের একটি শ্রেষ্ঠ নিদর্শন হলো সাক্ষাতের সময় সালাম বিনিময় করা। এ ব্যাপারে আবূ বাকর (রা.)-এর নীতি ছিল এই যে, তিনি সর্বাগ্রে সালাম করতেন। যদি কেউ সালামের জবাবে আরো কিছু বৃদ্ধি করতো, তখন তিনি আরো বৃদ্ধি করে পুনরায় তাকে সালাম করতেন।[২৭৮] 'উমার (রা.) বলেন, একদিন আমি একটি বাহনে আবূ বাকর (রা.)-এর পেছনে বসে কোথাও যাচ্ছিলাম। পথিমধ্যে কয়েকজন লোকের সাথে সাক্ষাত হলে আবূ বাকর (রা.) তাদেরকে উদ্দেশ্য করে السلام عليكم বলে সালাম দিলেন। ঐ লোকেরা উত্তর দিলো- السلام عليكم ورحمة الله । আবূ বাকর (রা.) প্রত্যুত্তরে বললেন, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته । তখন পুনরায় তারা বললো- السلام عليكم ورحمة الله وبركاته । অবশেষে আবূ বাকর (রা.) বললেন, فَضَلَنَا النَّاسُ الْيَوْمَ بِزِيَادَةٍ كَثِيرَةٍ.-"আজ এ লোকগুলো আমাকে বেশ ছাড়িয়ে গেল।"[২৭৯]

'আবদুল্লাহ্ ইবনু 'উমার (রা.) নিজের একটি ঘটনা বর্ণনা করে বলেন, একবার একটি বিবাদ মীমাংসা করার জন্য রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আবূ বাকর (রা.)কে আমার সাথে প্রেরণ করেন। পথিমধ্যে লোকজন প্রথমে আমাকে সালাম করতে থাকে। এটা লক্ষ্য করে আবূ বাকর (রা.) বলেন,

أَلَا تَرَى النَّاسَ يَبْدَؤُنَكَ بِالسَّلَامِ فَيَكُونَ لَهُمُ الْأَجْرُ ؟ ابْدَأْهُمْ بِالسَّلَامِ يَكُنْ لَكَ الْأَجْرُ .

-"তুমি কি দেখো না যে, লোকেরা তোমাকে সর্বাগ্রে সালাম দিয়ে ছাওয়াবের অধিকারী হয়ে যাচ্ছে। তুমি অগ্রগামী হও। তা হলে তুমিও ছাওয়াবের অধিকারী হতে পারবে।"[২৮০]

❖ সমবেদনা জ্ঞাপন

উত্তম চরিত্রের আরো একটি নিদর্শন হলো অন্যের বিপদ-আপদে সমবেদনা প্রকাশ করা। আবূ বাকর (রা.) এ ব্যাপারে খুবই অগ্রণী ছিলেন। 'আবদুল্লাহ্ ইবনু সুহায়ল

---

২৭৮. ইবনু আবী শাইবাহ, *আল-মুছান্নাফ*, কিতাবুল আদাব (২১/৫৪/১-২) খ.৬,পৃ.১৩৩
২৭৯. বুখারী, *আল-আদাবুল মুফরাদ*, হা.নং:১০২৪
২৮০. বুখারী, *আল-আদাবুল মুফরাদ*, হা.নং:১০২১; বাইহাকী, *শু'আবুল ঈমান*, হা.নং: ৮৭৮৮

(রা.) বাদর যুদ্ধে কুরাইশের পক্ষ হয়ে আসে; কিন্তু যুদ্ধের সময় তাঁর মন পরিবর্তন হয়ে যায় এবং শেষ পর্যন্ত মুসলিমদের সাথে মিলে লড়াই করেন এবং যুদ্ধ করতে করতে শাহাদাত বরণ করেন। হাজ্জের সময় তাঁর পিতা সুহাইল ইবনু 'আম্‌র (রা.)-এর সাথে আবূ বাকর (রা.)-এর দেখা হয়। তখন তিনি তাঁর পুত্রের শাহাদাতের জন্য সমবেদনা জ্ঞাপন করেন। তখন সুহাইল (রা.) বললেন,

إِنَّهُ بَلَغَنِي أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: يَشْفَعُ الشَّهِيدُ فِي سَبْعِينَ مِنْ أَهْلِهِ، وَإِنِّي لَأَرْجُو أَنْ لَا يَبْدَأَ ابْنِي بِأَحَدٍ قَبْلِي.

-"আমি জানতে পেরেছি যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, শাহীদ তাঁর পরিবারের সত্তুর জন লোকের জন্য সুপারিশ করবে। আমার একান্ত আশা, আমার ছেলে সর্বাগ্রে আমার জন্য সুপারিশ করবে।"[২৮১]

❖ অপরের দোষ-ত্রুটি গোপন করা

উত্তম চরিত্রের আরো একটি পরিচয় হলো অপরের দোষ-ত্রুটি গোপন করা, চর্চা না করা। এ ব্যাপারে আবূ বাকর (রা.)-এর অবস্থা এই ছিল যে, একবার তিনি বলেন,

وَلَوْ أَخَذْتُ سَارِقًا لَأَحْبَبْتُ أَنْ يَسْتُرَهُ اللهُ، وَلَوْ أَخَذْتُ شَارِبًا لَأَحْبَبْتُ أَنْ يَسْتُرَهُ اللهُ .

-"যদি আমি কোনো চোর ধরি, তা হলে আমার একান্ত ইচ্ছে হয়, যেন আল্লাহ তা'আলা তার অপরাধ গোপন করেন। যদি কোনো মদ্যপায়ী ধরি, তা হলেও আমি অবশ্যই কামনা করি, যেন আল্লাহ তা'আলা তার অপরাধ গোপন করেন।"[২৮২]

ঞ. ব্যক্তিগত অবস্থা

❖ জীবিকার উপায়

আবূ বাকর (রা.)-এর জীবিকা উপার্জনের প্রধান উপায় ছিল ব্যবসা। ইতঃপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে, হিজরাতের পূর্বে তিনি ব্যবসা করতেন। হিজরাতের পরেও মাদীনায় এসে তিনি ব্যবসার উপার্জন দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করেছিলেন। মাদীনার নিকটবর্তী সুন্‌হ

---

২৮১. বালাযুরী, *ফুতূহুল বুলদান*, খ.১, পৃ.৮৪; ইবনুল জাওযী, *সিফাতুস সাফওয়াতি*, খ.১,পৃ.৪৫৫
২৮২. ইবনু আবী শায়বাহ, *আল-মুছান্নাফ*, হা.নং: ২৮৬৬৪; ইবনু সা'দ, *আত-তাবাকাতুল কুবরা*, খ.৫,পৃ.১৩; খারায়িতী, *মাকারিমুল আখলাক*, হা.নং:৫৩৮, ৫৫৫

নামক স্থানে তিনি কাপড়ের একটি কারখানা স্থাপন করেছিলেন এবং সেখানে কাপড়ের ব্যবসা করতেন। খালীফা হবার পর প্রথম ছয় মাসও বাজারে কাপড় এনে বিক্রি করতেন। তা ছাড়া রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) খাইবারে তাঁকে একটি জায়গীর প্রদান করেছিলেন। বাহরাইনেও তিনি একটি জায়গীর পেয়েছিলেন। মাদীনার পার্শ্বে বানূন নাদীরের সম্পদের মধ্যে 'হাযার' নামক একটি কূপ ছিল। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁকে সেটা দান করেছিলেন। তিনি এটা সংস্কার করে খেজুর বৃক্ষ রোপন করেন। এরপর এটা 'আয়িশা (রা.)কে প্রদান করেন। এমনিভাবে বাহরাইনের জায়গীরও তিনি 'আয়িশা (রা.)কে হিবা করেছিলেন; কিন্তু ওফাতের সময় তাঁর কাছ থেকে ফিরিয়ে নেন, যাতে অন্য ছেলেমেয়েদের অধিকার খর্ব না হয়।

❖ জীবনযাপন

আবূ বাকর (রা.) অত্যন্ত সাধারণ জীবন যাপন করতেন। খালীফা হবার পর ছয় মাস মাদীনার নিকটবর্তী 'সুনহ' নামক স্থানে তাঁর স্ত্রী হাবীবার পিতা খারিজাহ (রা.)-এর খেজুর পাতা ও ডালের তৈরি একটি অতি সাধারণ ঘরে বসবাস করতেন। প্রত্যহ ভোর বেলা সেখান থেকে কখনো পদব্রজে, আবার কখনো ঘোড়ায় চড়ে মাদীনায় আসতেন। পরে যখন দেখলেন যে, এভাবে আসা-যাওয়ায় অনেক সময় অনর্থক নষ্ট হয়ে যায়, তখন তিনি মাসজিদে নাবাবীর পাশে একটি সাধারণ হুজরায় চলে আসেন। মাটিতে বিছানায় শুইতেন। ঘরের সকল কাজ নিজেই করতেন, নিজেই ঘর ঝাড়ু দিতেন, চুলা জ্বালাতেন ও দুধ দোহন করতেন। রাজকার্য পরিচালনার জন্য স্বতন্ত্র কোনো কার্যালয়ও তাঁর ছিল না। মাসজিদে নাবাবীতে বসেই তিনি সারাদিন রাষ্ট্রীয়কার্য সম্পন্ন করতেন।

❖ পোশাক-পরিচ্ছদ

আবূ বাকর (রা.)-এর পোশাক-পরিচ্ছদ ছিল অত্যন্ত সাধারণ। তিনি প্রায়ই মোটা কাপড় পরিধান করতেন। ছেঁড়া ও পুরাতন কাপড় পরতেও কোনোরূপ সঙ্কোচ করতেন না। ইতঃপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে, একবার আবূ বাকর (রা.) একটি 'আবা পরিধান করে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট বসেছিলেন। 'আবাটি বুকের দিক থেকে ছেঁড়া এবং তা কাঁটা দ্বারা আটকানো ছিল। খালীফা হবার পর বাইতুল মাল থেকে নিজের ব্যবহারের জন্য দুটি চাদর পেতেন। একটি শীতকালে ব্যবহারের জন্য, আর একটি গরমকালে ব্যবহারের জন্য। এগুলো পুরাতন ও ব্যবহারের অযোগ্য হয়ে পড়লে তা বাইতুল মালে জমা দিয়ে নতুন দুটি চাদর গ্রহণ করতেন।

❖ খাদ্য

আবূ বাকর (রা.)-এর আহার ও খাদ্য অতি সাধারণ ছিল। তিনি প্রায় সময় অতি নগণ্য রুটির একটি টুকরো, কয়েকটি খেজুর ও দু-চার চুমুক পানি খেয়ে থাকতেন। কোনো কোনো সময় অভুক্ত থাকতেন। একবার রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আবূ বাকর ও 'উমার (রা.) দু'জনকেই ক্ষুধার্ত অবস্থায় মাসজিদে দেখতে পেয়ে বললেন, وَأَنَا أَخْرَجَنِي الْجُوعُ. -"আমিও তোমাদের মতো ক্ষুধার্ত। আবুল হাইছাম (রা.) এটা জানতে পেরে সকলের আহারের ব্যবস্থা করেন।[২৮৩] খালীফা হবার পরও বাইতুল মাল থেকে যে বৃত্তি পেতেন তার পরিমাণ এতো অল্প ছিল যে, অধিকাংশ সময় লবণ কিংবা সির্কা দ্বারাই রুটি খেতে হতো।

❖ আংটি

আবূ বাকর (রা.) একটি আংটি ব্যবহার করতেন। এর ওপর عَبْدٌ ذَلِيْلٌ لِرَبٍّ جَلِيْلٍ (অর্থাৎ মহান রাব্বের একজন তুচ্ছ গোলাম) বাক্যটি লিপিবদ্ধ ছিল। এটি 'ইবনুল 'আব্বাস (রা.)-এর অভিমত। তবে অধিকাংশ ঐতিহাসিকের অভিমত অনুযায়ী, এর ওপর نِعْمَ الْقَادِرُ اللهُ বাক্যটি লিপিবদ্ধ ছিল। যুবাইর ইবনু বাক্কার (রা.)সহ অন্যরা এ অভিমতটি গ্রহণ করেছেন।[২৮৪] তবে তিনি এ আংটি সীলমোহরের কাজে ব্যবহার করতেন না; বরং এ উদ্দেশ্যে তিনি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর আংটিটিই ব্যবহার করতেন।[২৮৫] 'আবদুল্লাহ ইবনু 'উমার (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) রৌপ্যের একটি আংটি তৈরি করেছিলেন। এটি তাঁর জীবদ্দশায় তাঁর হাতে ছিল। তাঁর পরে এটি আবূ বাকর (রা.)-এর হাতে, তাঁর পরে 'উমার (রা.)-এর হাতে, তাঁর পরে 'উছমান (রা.)-এর হাতে ছিল। তাঁরা সকলেই এটি পরেছিলেন। এক সময় এটি 'উছমান (রা.)-এর হাত থেকে আরীস কূপে পড়ে যায়। এ আংটির ওপর مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ অঙ্কিত ছিল।[২৮৬]

---

২৮৩. মালিক, *আল-মুওয়াত্তা*, (কিতাবুল জামি'), হা.নং:১৪৫৮

২৮৪. আবূ নু'আইম, *মা'আরিফাতুস সাহাবাহ*, হা.নং: ৭৫, ৭৬; ইবনু 'আবদিল বার্র, *আল-ইস্তি'আব*, খ.১,পৃ.২৯৯; আল-মুহিব্বু আত-তাবারী, *আর-রিয়াদুন নাদিরাতু..*, পৃ.১১০

২৮৫. আল-মুহিব্বু আত-তাবারী, *আর-রিয়াদুন নাদিরাতু..*, পৃ.১১০

২৮৬. আবূ দাউদ, *আস-সুনান*, (কিতাবুল খাতাম), হা.নং:৩৬৮৪; তিরমিযী, *আশ-শামা'য়িল*, হা.নং:৯৪

আনাস ইবনু মালিক (রা.) থেকেও এরূপ রিওয়ায়াত বর্ণিত রয়েছে। (আল-মুহিব্বু আত-তাবারী, *আর-রিয়াদুন নাদিরাতু..*, পৃ.১১০)

❖ **শপথ করার নির্দিষ্ট পদ্ধতি**

আবূ বাকর (রা.)-এর কিছু কিছু উক্তি এমন ছিলো, যার কারণে সাহাবা কিরামের মধ্যে তাঁর একটি বিশেষ পরিচিতি ছিল। যেমন- যদি তিনি শপথ করে বলতে চাইতেন যে, এটা কখনো হবে না, তখন বলতেন, لَا هَا اللهِ إِذًا [২৮৭]

ট. অগ্রগামিতা

আবূ বাকর (রা.) ইসলামের বহু কাজে সবার চেয়ে অগ্রগামী ছিলেন। আমরা গ্রন্থের বিভিন্ন প্রসঙ্গে সে সব উল্লেখ করেছি। আমরা এখানে তাঁর সে কাজগুলো সংক্ষেপে একত্রে তুলে ধরছি।

১. বয়স্ক পুরুষদের মধ্যে তিনিই সর্বপ্রথম ইসলাম গ্রহণ করেন।
২. তিনিই সর্বপ্রথম রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)কে রক্ষার জন্য কুরাইশ কাফিরদের সাথে লড়াই করেছেন এবং কঠোর যাতনা ভোগ করেছেন।
৩. তিনিই সর্বপ্রথম নিজের ঘরের আঙ্গিনায় মাসজিদ নির্মাণ করেন।
৪. উম্মাতের মধ্যে তিনিই সর্বপ্রথম লোকদেরকে ইসলামের দিকে দা'ওয়াত জানিয়েছেন এবং তাঁর দা'ওয়াতেই সে সময়কার অনেক নেতৃস্থানীয় লোক ইসলাম গ্রহণ করেন।
৫. তিনিই সর্বপ্রথম ইসলাম ও মুসলিমদের জন্য নিজের অর্থ-সম্পদ ব্যয় করেছেন।
৬. রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর জীবদ্দশায় তিনিই হিজরী ৯ম সনে সর্বপ্রথম হাজ্জের নেতৃত্ব প্রদানের সৌভাগ্য লাভ করেন।
৭. রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁকে ইমামাতির দায়িত্ব পালনের আদেশ দিয়েছেন এবং তাঁর জীবদ্দশায় তাঁর স্থলাভিষিক্তরূপে নামাযের ইমামাতি করেন।
৮. রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর জীবদ্দশায় তিনিই একমাত্র ব্যক্তি, যিনি তাঁর সামনে বিভিন্ন বিষয়ে ফাতওয়া দিয়েছেন, আর রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁর ফাতওয়াগুলো বহাল রেখেছেন।
৯. তিনিই প্রথম ব্যক্তি যিনি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে কোনো উপাধি লাভ করেছেন।
১০. রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সর্বপ্রথম তাঁকেই জাহান্নাম থেকে মুক্তির সুসংবাদ দেন এবং তাঁকে 'আতীক উপাধিতে ভূষিত করেন।[২৮৮]

---

২৮৭. মুসলিম, *আস-সাহীহ*, (কিতাবুল জিহাদ), হা.নং:৩২৯৫
২৮৮. সুয়ূতী, *তারীখুল খুলাফা*, পৃ.৩১

১১. তিনিই হচ্ছেন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সর্বপ্রথম খালীফা।
১২. সর্বপ্রথম খালীফা, যিনি পিতার জীবিত কালেই খিলাফাত লাভ করেন।
১৩. তিনি সর্বপ্রথম কুর'আন মাজীদ গ্রন্থাবদ্ধকরণের ব্যবস্থা করেন।
১৪. তিনিই সর্বপ্রথম কুর'আন মাজীদের নাম 'মুসহাফ' রাখেন।
১৫. সর্বপ্রথম খালীফা, যার ভাতা প্রজা ও জনসাধারণ নির্ধারণ করেন।
১৬. তিনিই সর্বপ্রথম রাষ্ট্রের নাগরিকদের বাৎসরিক ভাতার ব্যবস্থা করেন।
১৭. তিনিই সর্বপ্রথম বাইতুল মাল প্রতিষ্ঠা করেন।
১৮. ইজতিহাদ ও শারী'আতের বিধি-বিধান বের করার জন্য সর্বপ্রথম তিনিই চারটি উসূল বা নীতি নির্ধারণ করেন।

অধ্যায়- ১২

আবূ বাকর (রা.)-এর ওফাত ও তাঁর খালীফা মনোনয়ন

মৃত্যুরোগ

সূচনা

হিজরী ১৩ সনের ৭ জুমাদাছ ছানিয়া সোমবার ছিল কনকনে শীতের দিন। এ দিন তিনি গোসল করেন এবং এরপর তিনি ভীষণ জ্বরে আক্রান্ত হন। ক্রমশ দুর্বলতা এতো বৃদ্ধি পেতে থাকে যে, নামাযের জন্য বাইরে যাওয়া তাঁর পক্ষে অসম্ভব হয়ে পড়ে। এ জ্বর ওফাত পর্যন্ত এক নাগাড়ে পনের দিন অব্যাহত ছিল। এ সময় তিনি 'উমার (রা.)কে নামায পড়ানোর নির্দেশ দেন।[১]

রোগের কারণ

ইবনু শিহাব আয-যুহরী (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন জনৈক ব্যক্তি বিষ মিশ্রিত এক পেয়ালা গোস্ত আবূ বাকর (রা.)-এর নিকট হাদিয়া পাঠিয়েছিল। এ সময় তাঁর পাশে হারিছ ইবনু কালদাহ (রা.) ছিলেন। তাঁরা দু'জনেই এ খাবার খান। তবে ইবনু কালদাহ (রা.) কয়েক গ্রাস খেয়ে ওঠে যান। তাঁর খাবার সম্পর্কে বিশেষ জ্ঞান ছিল। এরপর তিনি আবূ বাকর (রা.)কে উদ্দেশ্য করে বললেন,

ارْفَعْ يَدَكَ يَا خَلِيْفَةَ رَسُوْلِ اللهِ، وَاللهِ إِنَّ فِيْهَا لَسُمُّ سَنَةٍ، وَأَنَا وَأَنْتَ نَمُوتُ فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ.

-"হে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর খালীফা, হাত তুলে নিন! আল্লাহর কাসাম, খাবারের মধ্যে এক বৎসর মেয়াদী বিষ মেশানো হয়েছে। এক বৎসর পর আমি আর আপনি একই দিনে মৃত্যুবরণ করবো।"

---

১. হাকিম, *আল-মুস্তাদরাক*, (কিতাবু মা'আরাফিত সাহাবাহ), হা.নং:৪৩৮৩; তাবারী, *তারীখুল উমাম ওয়াল মুলূক*, খ.২,পৃ.৬১২; সুয়ূতী, *তারীখুল খুলাফা*, পৃ.৩২

আবূ বাকর (রা.) হাত তুলে নিলেন। এরপর দু'জনেই অসুস্থ হয়ে পড়েন। বৎসর শেষে বিষের ক্রিয়া সাংঘাতিক হয়ে ওঠে এবং একই দিন দু'জনেই মৃত্যুমুখে পতিত হন।[২] এ ঘটনা প্রসঙ্গে বিশিষ্ট তাবি'ঈ 'আমির আশ-শা'বী [১৯-১০৩ হি.] (রা.) মন্তব্য করেন যে,

مَاذَا يُتَوَقَّعُ مِنْ هَذِهِ الدُّنْيَا الدَّنِيَّةِ، وَقَدْ سُمَّ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، وَسُمَّ أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ، وَقُتِلَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ حَتْفَ أَنْفِهِ، وَكَذَلِكَ قُتِلَ عُثْمَانُ وَعَلِيٌّ، وَسُمَّ الْحَسَنُ ، وَقُتِلَ الْحُسَيْنُ حَتْفَ أَنْفِهِ.

-"এ নিকৃষ্ট দুনিয়া থেকে কী প্রত্যাশা করা যায়! রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)কে বিষ পান করানো হয়, আবূ বাকর (রা.)কে বিষ পান করানো হয়। আর 'উমার (রা.)কে হত্যা করা হয়। অনুরূপভাবে 'উছমান ও 'আলী (রা.)কে হত্যা করা হয়, হাসান (রা.)কে বিষ পান করানো হয় এবং হুসাইন (রা.)কে হত্যা করা হয়।"[৩]

'আবদুল্লাহ ইবনু 'উমার (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, "বস্তুত এতো দ্রুত আবূ বাকর (রা.)-এর মৃত্যুর কারণ ছিল রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর বিচ্ছেদ ব্যথা। তাঁর মৃত্যুতে আবূ বাকর (রা.) এতোই মর্মাহত হয়ে পড়েছিলেন যে, তিনি সব সময় ভেতরে ভেতরে জ্বলতে থাকেন। ফলে ক্রমশ তিনি দুর্বল থেকে দুর্বলতর হয়ে পড়েন, অবশেষে মৃত্যুবরণ করেন।"[৪]

মৃত্যুর প্রতীতি

রোগে আক্রান্ত হয়ে তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে, অতি সত্বরই আল্লাহ তা'আলার সাথে তাঁর মিলন হবে। তাই তিনি অসুস্থ হওয়ার পর কোনো চিকিৎসক ডাকেন নি। লোকেরা তাঁকে দেখতে গিয়ে বলতো, "হে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর খালীফা, আমরা কি আপনার চিকিৎসার জন্য একজন ডাক্তার ডেকে নিয়ে আসবো?" তিনি উত্তর দেন, "ডাক্তার তো আমাকে দেখেছেন।" লোকেরা জিজ্ঞেস করলো, ডাক্তার কী বলেছেন? তিনি উত্তর দিলেন إِنِّي فَعَّالٌ لِمَا أُرِيد. -"আমি যা ইচ্ছা তা

---

২. হাকিম, *আল-মুস্তাদরাক*, (কিতাবু মা'আরাফিত সাহাবাহ), হা.নং:৪৩৮৫; ইবনু সা'দ, *আত-তাবাকাতুল কুবরা*, খ.৩,পৃ.১৯৮; সুয়ূতী, *তারীখুল খুলাফা*, পৃ.৩২

৩. হাকিম, *আল-মুস্তাদরাক*, (কিতাবু মা'আরাফিত সাহাবাহ), হা.নং:৪৩৮৬; সুয়ূতী, *তারীখুল খুলাফা*, পৃ. ৩২

৪. হাকিম, *আল-মুস্তাদরাক*, (কিতাবু মা'আরাফিত সাহাবাহ), হা.নং:৪৩৮৪; সুয়ূতী, *তারীখুল খুলাফা*, পৃ.৩২

করি।"[৫] এর অর্থ এই যে, তিনি নিজের অসুস্থ অবস্থাকে সম্পূর্ণ রূপে আল্লাহর হাতে সোপর্দ করে দেন। আল্লাহ যা করেন তাতেই তিনি সন্তুষ্ট।

খালীফা নির্বাচনের জন্য পরামর্শগ্রহণ

আবূ বাকর (রা.) প্রচণ্ড অসুস্থ অবস্থায়ও রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ সমস্যাবলি ও খিলাফাতের ভবিষ্যত নিয়ে চিন্তা করতেন। যখন তিনি বুঝতে পারলেন যে, তাঁর মৃত্যুকাল ঘনিয়ে এসেছে, তখন ভাবতে লাগলেন যে, বর্তমানে প্রতিবেশী প্রচণ্ড ক্ষমতাধর দুইটি প্রধান রাষ্ট পারস্য ও রোমান সাম্রাজ্য মুসলিম রাজ্যের প্রতি খড়গহস্ত; আর তিনি অন্তিম শয্যায়। এ সময় যদি তাঁর ওফাত হয় এবং তাঁর পরে মুসলিমদের মধ্যে খিলাফাত নিয়ে মতবিরোধ শুরু হয় এবং তাঁরা বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে পড়ে, তবে এ দুর্বলতার সুযোগে রোমান ও পারসিকগণ ইসলামী রাষ্ট্র তথা মুসলিম জাতির অস্তিত্ব পর্যন্ত মুছে ফেলার চেষ্টা করবে। ভাবলেন, যদি তিনি সকলের মতামত নিয়ে কাউকে খালীফা হিসেবে নির্ধারণ করা যেতে পারেন, তা হলে তাঁর পরে খিলাফাত নিয়ে মুসলিমদের মধ্যে মতবিরোধ হবে না এবং তাঁদের ঐক্য ও সংহতি অটুট থাকবে। অবশেষে তিনি এ সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, তিনি জীবিত থাকতেই পরবর্তী খালীফা নির্বাচিত করে যাবেন। এতদুদ্দেশ্যে তিনি ঘরে সভা ডেকে লোকদের বললেন,

إِنَّهُ قَدْ نَزَلَ بِيْ مَا قَدْ تَرَوْنَ، وَلَا أَظُنِّيْ إِلَّا مَيِّتٌ لِمَا بِي. وَقَدْ أَطْلَقَ اللهُ أَيْمَانَكُمْ مِنْ بَيْعَتِي، وَحَلَّ عَنْكُمْ عُقْدَتِيْ، وَرَدَّ عَلَيْكُمْ أَمْرَكُمْ. فَأَمِّرُوا عَلَيْكُمْ مَنْ أَحْبَبْتُمْ فَإِنَّكُمْ إِنْ أَمَّرْتُمْ فِي حَيَاةٍ مِنِّيْ كَانَ أَجْدَرَ أَنْ لَا تَخْتَلِفُوا بَعْدِيْ.

-"তোমরা তো আমার অবস্থা দেখতে পাচ্ছো! আমার মনে হয় না যে, আর বাঁচবো! আল্লাহ তা'আলা আমার বাই'আত থেকে তোমাদের মুক্ত করে দিয়েছেন এবং তোমাদের দায়িত্ব থেকে আমাকেও রেহাই দান করেছেন। উপরন্তু তোমাদের নেতৃত্বভার তোমাদের নিকট ফিরিয়ে দেয়া হলো। এখন তোমরা তোমাদের পছন্দ অনুযায়ী তোমাদের আমীর নিযুক্ত কর। যদি তোমরা আমার জীবদ্দশায় আমীর নিযুক্ত করতে পারো, তবে তা-ই সবচেয়ে ভালো হবে। তা হলে আমার পরে তোমাদের মতবিরোধে জড়িয়ে পড়তে হবে না।"[৬]

---

৫. ইবনু সা'দ, *আত-তাবাকাতুল কুবরা*, খ.৩,পৃ.১৯৮; ইবনু আবিদ দুন্‌ইয়া, *আল-মুহতাদারীন*, হা.নং: ৩৯; সুয়ূতী, *তারীখুল খুলাফা*, পৃ.৩২

৬. নুমাইরী, *তারীখুল মাদীনাহ*, খ.২,পৃ৬৬৫; ইবনু 'আসাকির, *তারীখু দিমাশক*, খ.৪৪,পৃ.২৪৮

অতঃপর সভার সকলের সম্মতি পেয়ে তিনি নিজেই পরবর্তী খালীফা নির্বাচিত করার উদ্যোগ গ্রহণ করেন। তাঁর গোটা ইসলামী জিন্দেগী ও খালীফা জীবনের বাস্তব অভিজ্ঞতার মাধ্যমে তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে, তাঁর পরে খালীফা হবার উপযুক্ত ব্যক্তি সমগ্র জাতির মধ্যে 'উমার (রা.) অপেক্ষা দ্বিতীয় কেউ বর্তমান নেই। তথাপি তিনি ভাবলেন যে, লোকদের সাথে পরামর্শ না করে আমি নিজে একাই খালীফা মনোনীত করলে জনসাধারণ হয়তো তাঁকে গ্রহণ করতে স্বচ্ছন্দে এগিয়ে আসবে না। তাই তিনি প্রথমে সকলের সাথে খোলাখুলি পরামর্শ করতে শুরু করলেন। দেখা গেল, কেউ নিজে দায়িত্ব গ্রহণ করতে রাযী হলো না; বরং প্রত্যেকেই নিজের চেয়ে অন্যকে অধিকতর সৎ ও যোগ্য মনে করছেন। সর্বশেষ তাঁরা সকলেই মিলে খালীফা মনোনয়ের দায়িত্বভার আবূ বাকর (রা.)-এর হাতে অর্পণ করে বললেন, "হে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর খালীফা, আপনার রায়ই হলো আমাদের রায়।" আবূ বাকর (রা.) বললেন, "পরে তোমরা কি মতবিরোধ করবে?" তাঁরা বললেন, না। আবূ বাকর (রা.) বললেন, "তা হলে কি আল্লাহর নামে অঙ্গীকার রইলো যে, তোমরা আমার মতের ওপর সন্তুষ্ট থাকবে?" তাঁরা বললো, হ্যাঁ। এরপর আবূ বাকর (রা.) বললেন, " তা হলে আমাকে একটু ভাবার সুযোগ দাও। আমি দেখি, কে আল্লাহ, তাঁর দীন ও বান্দাহদের জন্য অধিকতর উপযুক্ত হন!"[৭]

এরপর তিনি 'আবদুর রাহমান ইবনু 'আওফ (রা.)কে ডেকে জিজ্ঞেস করলেন, "আমার পরবর্তী খালীফা 'উমার হলে তুমি কেমন মনে কর?" 'আবদুর রাহমান ইবনু 'আওফ (রা.) জবাব দিলেন, "আপনি আমাকে এমন একটি বিষয়ে প্রশ্ন করলেন, যে সম্পর্কে আপনি আমার চেয়ে ভালো জানেন।" আবূ বাকর (রা.) বললেন, "তবুও তোমার মতামত চাই।" 'আবদুর রাহমান (রা.) বললেন, "আল্লাহর কাসাম, তিনি তো অনেক ভালো লোক।" এরপর আবূ বাকর (রা.) 'আবদুর রাহমান (রা.)কে বললেন, "আমি তোমার সাথে যে বিষয়ে আলাপ করলাম, এ ব্যাপারে তুমি অন্য কাউকে কিছু বলো না।"

অতঃপর আবূ বাকর (রা.) 'উছমান (রা.)কে ডেকে জিজ্ঞেস করলেন, "আমার পর 'উমার খালীফা হলে তুমি কেমন মনে কর?" 'উছমান (রা.) বললেন, "আপনি আমাকে এমন একটি বিষয়ে প্রশ্ন করলেন, যে সম্পর্কে আপনি আমার চেয়ে ভালো জানেন।" আবূ বাকর (রা.) বললেন, "তবুও তোমার মত জানতে চাই।" 'উছমান (রা.) বললেন, "আমি এতোটুকু জানি যে, তাঁর ভেতরের দিক বাইরের দিকের চেয়ে উত্তম এবং আমাদের মধ্যে তাঁর সমতুল্য কেউ নেই। তিনি তো অনেক ভালো লোক।" আবূ বাকর (রা.) বলেন,

---

৭. নুমাইরী, *তারীখুল মাদীনাহ*, খ.২,পৃ৬৬৫; ইবনু 'আসাকির, *তারীখু দিমাশক*, খ.৪৪,পৃ.২৪৮

"উছমান, আল্লাহ তোমার প্রতি রাহমাত করুন! আমি শপথ করে বলতে পারি যে, আমি 'উমারকে আমার পরবর্তী খালীফা মনোনীত করে গেলে সে তোমাদের প্রতি কোনো প্রকার অন্যায়-অবিচার করবে না।" এরপর তিনি 'উছমান (রা.)কে বললেন, "আমি তোমার সাথে যে বিষয়ে আলাপ করলাম, এ ব্যাপারে তুমি অন্য কাউকে কিছু বলো না।"

অতঃপর আবূ বাকর (রা.) উসাইদ ইবনু হুদাইর (রা.)কে ডেকে এ ব্যাপারে তাঁর মতামত জানতে চাইলেন। তিনি বললেন, "আমি আপনার পরেই 'উমার (রা.)কেই উত্তম বলে মনে করি। তাঁর সন্তুষ্টি ও অসন্তুষ্টি দুটিই হক। যথার্থ কারণেই তিনি সন্তুষ্ট হন, আবার যথার্থ কারণেই তিনি অসন্তুষ্ট হন। তাঁর অন্তর বাহ্যিক অবস্থার চেয়ে উত্তম। আপনার পর খিলাফাতের যোগ্য তাঁর চেয়ে অধিক আর কেউ হতে পারেন না।"[৮]

এরপর আবূ বাকর (রা.) সা'ঈদ ইবনু যায়িদ এবং অন্যান্য নেতৃস্থানীয় মুহাজির ও আনসারগণের সাথে এ বিষয়ে পরামর্শ করলেন। সকলেই 'উমার (রা.) সম্পর্কে প্রায় একই রূপ মত পেশ করেন। ইতোমধ্যে সাধারণ্যে এ খবর ছড়িয়ে পড়ে যে, 'উমার (রা.) খালীফা নির্বাচিত হতে যাচ্ছেন। তখন তালহা (রা.) আবূ বাকর (রা.)-এর রোগ শয্যার পার্শ্বে এসে আরয করলেন,

مَا أَنْتَ قَائِلٌ لِرَبِّكَ إِذَا سَأَلَكَ عَنْ اسْتِخْلَافِكَ عُمَرَ عَلَيْنَا، وَقَدْ تَرَى غِلْظَتَهُ؟

-"আপনি অবগত আছেন যে, 'উমার (রা.)-এর মেজায অত্যন্ত কঠোর। এতদসত্ত্বেও যদি আপনি তাঁকে আমাদের খালীফা নিযুক্ত করে যান, তা হলে আল্লাহ তা'আলা আপনাকে এ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে কী উত্তর দেবেন?"

আবূ বাকর (রা.) এ সময় শায়িত অবস্থায় ছিলেন। তালহা (রা.)-এর এ কথা শুনে অত্যন্ত ক্রোধান্বিত হন এবং বললেন, "আমাকে বসিয়ে দাও।" লোকজন তাঁকে বসিয়ে দিল। অতঃপর তিনি বললেন,

أَبِاللهِ تُخَوِّفُوْنَنِي؟ خَابَ مَنْ تَزَوَّدَ مِنْ أَمْرِكُمْ بِظُلْمٍ، أَقُوْلُ: اللّٰهُمَّ، اسْتَخْلَفْتُ عَلَيْهِمْ خَيْرَ أَهْلِكَ.

-"তোমরা আমাকে আল্লাহর ভয় দেখাচ্ছো! অন্যায়ভাবে যে কেউ তোমাদের নেতৃত্ব লাভ করলে সে বিফল হবে। আমি যখন আমার রাব্বের সাথে মিলিত হবো এবং তিনি আমাকে এ বিষয়ে জিজ্ঞেস করবেন, তখন আমি বলবো, হে

---

৮. ইবনু সা'দ, *আত-তাবাকাতুল কুবরা*, খ.৩,পৃ.১৯৯; তাবারী, *তারীখুল উমাম ওয়াল মুলূক*, খ.৬, পৃ.৬১৮; ইবনুল আছীর, *উসদুল গাবাহ*, খ.২,পৃ.৩২৬; সুয়ূতী, *তারীখুল খুলাফা*, পৃ.৩২

আল্লাহ, আমি আপনার বান্দাহদের জন্য একজন সর্বোত্তম ব্যক্তিকেই খালীফা নির্বাচিত করেছি।"[৯]

এরপর তালহা (রা.) লজ্জিত হয়ে সেখান থেকে চলে গেলেন।

উপরন্তু যে-ই আবূ বাকর (রা.)-এর নিকট 'উমার (রা.)-এর কঠোরতা সম্পর্কে অভিযোগ করেছেন, তিনি এ বলে জবাব দেন,

ذَلِكَ لِأَنَّهُ يَرَانِيْ رَقِيْقاً، وَلَوْ أفْضَى الْأَمْرُ إِلَيْهِ لَتَرَكَ كَثِيْراً مِمَّا هُوَ عَلَيْهِ. وَقَدْ رَمَقْتُهُ، فَرَأَيْتَنِي إِذَا غَضِبْتُ عَلَى الرَّجُلِ فِي الشَّيْئِ أرَانِي الرِّضَا عَنْهُ، وَإِذَا لِنْتُ لَهُ أرَانِي الشِّدَّةَ عَلَيْهِ.

-"আমার নম্র ব্যবহার দেখেই তিনি কঠোরতা করতেন। খিলাফাতের দায়িত্ব মাথায় চাপলে তাঁর কঠোর প্রকৃতির অনেকাংশই চলে যাবে। আমি স্বয়ং লক্ষ্য করেছি যে, আমি যেখানে নম্র ও কোমল ব্যবহার করেছি, তিনি সেখানে কঠোরতা প্রদর্শন করেছেন, আর আমি যেখানে কঠোর হয়েছি, তিনি সেখানে কোমল স্বভাব দেখিয়েছেন।[১০]

'উমার (রা.)কে সম্মতকরণ

এরপর আবূ বাকর (রা.) 'উমার (রা.) ডেকে আনেন। প্রথমে তিনি রাজ্যের বিভিন্ন অবস্থা তুলে ধরেন, অতঃপর পরবর্তী খালীফার ব্যাপারে তাঁর সিদ্ধান্তের কথা 'উমার (রা.)কে জানালেন। কিন্তু 'উমার খিলাফাতের দায়িত্ব গ্রহণ করতে কোনোভাবেই রাযী হচ্ছিলেন না, নিজের অপারগতার কথা বলিষ্ঠভাবে প্রকাশ করলেন। কিন্তু আবূ বাকর (রা.) নাছোড় বান্দাহ! তিনি উমার (রা.)কে কঠোর ভাষায় ধমক দিলেন। অবশেষে যখন দেখলেন যে, খিলাফাতের দায়িত্ব গ্রহণ করা ছাড়া তাঁর বাঁচার কোনো পথ নেই, তখন তিনি এ দায়িত্ব গ্রহণ করতে সম্মত হন।[১১]

---

৯. ইবনু আবী শাইবাহ, *আল-মুছান্নাফ*, খ.৮,পৃ.৫৭৪; ইবনু সা'দ, *আত-তাবাকাতুল কুবরা*, খ.৩,পৃ.১৯৯; নুমাইরী, *তারীখুল মাদীনাহ*, খ.২,পৃ.৬৬৮; ইবনুল আছীর, *উসদুল গাবাহ*, খ.২,পৃ.৩২৬; সুয়ূতী, *তারীখুল খুলাফা*, পৃ.৩২; ইবনুল জাওযী, *আল-মুন্তাযিম*, খ.১,পৃ.৪৫৮

১০. তাবারী, *তারীখুল উমাম ওয়াল মুলূক*, খ.৬, পৃ.৬১৮

১১. কলকশন্দী, *মাছিরুল ইনাকাতি ফী মা'আলিমিল খিলাফাতি*, খ.১,পৃ.৪৯; সাল্লাবী, *আবূ বাকর আস-সিদ্দীক রা.*,পৃ.৪২২

'উমার (রা.)-এর পক্ষে চুক্তিনামা লিখন ও খালীফা রূপে নাম ঘোষণা

লোকেরা চলে যাবার পর আবূ বাকর (রা.) 'উছমান (রা.)কে একান্তে ডেকে বললেন, এ চুক্তিনামাটি লিখ-

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ، هَذَا مَا عَهِدَ أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِي قُحَافَةَ فِي آخِرِ عَهْدِهِ بِالدُّنْيَا خَارِجاً مِنْهَا، وَعِنْدَ أَوَّلِ عَهْدِهِ بِالْآخِرَةِ دَاخِلاً فِيْهَا، حَيْثُ يُؤْمِنُ الْكَافِرُ، وَيُوْقِنُ الْفَاجِرُ، وَيَصْدُقُ الْكَاذِبُ؛ أَنِّيْ اسْتَخْلَفْتُ عَلَيْكُمْ بَعْدِيْ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، فَاسْمَعُوا لَهُ وَأَطِيْعُوا، وَإِنِّي لَمْ آلُ اللهَ وَرَسُوْلَهُ وَدِيْنَهُ وَنَفْسِيْ وَإِيَّاكُمْ خَيْراً، فَإِنْ عَدَلَ فَذَلِكَ ظَنِّي بِهِ، وَعِلْمِيْ فِيْهِ، وَإِنْ بَدَّلَ فَلِكُلِّ امْرِئٍ مَا اكْتَسَبَ وَالْخَيْرَ أَرَدْتُ، وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ، وَسَيَعْلَمُ الَّذِيْنَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ، والسلام عليكم ورحمة الله .

-"বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম। এটি ইহলোক ত্যাগ করে পরপারের উদ্দেশ্যে পাড়ি দেয়ার সময় আবূ বাকর ইবনু কুহাফার অসিয়্যাত। এ অন্তিম মুহূর্তটি এমন কঠিন যে, এ সময় কাফিরও স্বেচ্ছায় ঈমান আনয়ন করে, পাপিষ্ঠ লোকও বিশ্বাস স্থাপন করে এবং মিথ্যুক ব্যক্তিও সত্য কথা বলে। আমার পরে আমি 'উমার ইবনুল খাত্তাব (রা.)কেই তোমাদের খালীফা মনোনীত করে যাচ্ছি। অতএব, তোমরা সকলেই তাঁর কথা শুনবে ও মেনে চলবে। আল্লাহ, তাঁর রাসূল ও দীন এবং নিজের ও তোমাদের কল্যাণ কামনা করতে আমি কোনো রূপ ত্রুটি করিনি। আমার ধারণা ও বিশ্বাস, সে ন্যায় বিচার করবে। যদি সে অন্যায় করে, তবে প্রত্যেককেই তার কৃতকর্মের জন্য জবাবদিহি করতে হবে। আমি আমার বিবেক অনুযায়ী তোমাদের কল্যাণ সাধন করতে চেষ্টা করেছি। তবে আমি গায়ব জানি না। অচিরেই যালিমরা জানতে পারবে তাদের পরিণাম কিরূপ! আস-সালামু 'আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ।"[১২]

---

১২. ইবনু আবী হাতিম, *আত-তাফসীর*, হা.নং:১৫০১১; ইবনু সা'দ, *আত-তাবাকাতুল কুবরা*, খ.৩,পৃ.২০০; ইবনুল আছীর, *উসদুল গাবাহ*, খ.২,পৃ.৩২৬; সুয়ূতী, *তারীখুল খুলাফা*, পৃ.৩২ কোনো কোনো রিওয়ায়াতে রয়েছে, আবূ বাকর (রা.) بسم الله الرحمن الرحيم، هذا ما عهد أبو بكر بن أبي قحافة إلى المسلمين، أما بعد. বলার পর সংজ্ঞাহীন পড়েন। 'উছমান (রা.) যেহেতু পূর্ব থেকেই বিষয়টি জানতেন, তাই তিনি চিন্তা করলেন, যদি এ অবস্থায় আবূ বাকর (রা.) মারা যান, তা হলে একে কেন্দ্র করে মতবিরোধ সৃষ্টি হয়ে যেতে পারে। তাই তিনি أما بعد পর লিখলেন- فَإِنِّي قَدْ اسْتَخْلَفْتُ عَلَيْكُمْ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، وَلَمْ آلُكُمْ خَيْراً. এরপর আবূ বাকর (রা.)-এর সংজ্ঞা ফিরে এলো। তখন বললেন, পড়ে শুনাও। 'উছমান (রা.) তাঁর বাক্যটি পাঠ

এরপর তিনি 'উছমান (রা.)কে পত্রটিতে মোহর মারতে, তারপর বাইরে গিয়ে লোকদেরকে তা শুনিয়ে দিতে নির্দেশ দিলেন। 'উছমান (রা.) বের হলেন এবং তাঁর সাথে 'উমার (রা.)ও ছিলেন। 'উছমান (রা.) সকলকে একত্রিত করলেন, তারপর পত্রটি পাঠ করে শুনালেন। সকলেই সন্তুষ্টচিত্তে তা মেনে নিল এবং অগ্রসর হয়ে বাই'আত করতে শুরু করলেন। ইতোমধ্যে আবূ বাকর (রা.) মাসজিদের দিকের দরজা খুলে দাঁড়ালেন। তাঁর স্ত্রী 'উমাইস (রা.) তাঁকে ধরে রাখলেন, যাতে পড়ে না যান। তিনি উপস্থিত লোকদেরকে সম্বোধন করে বললেন,

أَتَرْضَوْنَ بِمَنْ اسْتَخْلَفْتُ عَلَيْكُمْ؟ فَإِنِّي مَا اسْتَخْلَفْتُ عَلَيْكُمْ ذَا قَرَابَةٍ، وَإِنِّي قَدْ اسْتَخْلَفْتُ عَلَيْكُمْ عُمَرَ فَاسْمَعُوا لَهُ وَأَطِيْعُوا، فَإِنِّي وَاللهِ مَا أَلَوْتُ مِنْ جُهْدِ الرَّأْيِ.

-"আমি যাকে তোমাদের খালীফা নির্বাচিত করেছি, তোমরা কী তাঁকে সন্তুষ্টচিত্তে গ্রহণ করেছো? আমি তো আমার কোনো আত্মীয়কে তোমাদের খালীফা নির্বাচিত করিনি। আমি 'উমারকেই তোমাদের খালীফা করেছি। তোমরা তার কথা শুনবে এবং মেনে চলবে। আল্লাহর কাসাম, আমি আমার চেষ্টায় কোনো কসূর করিনি।"

এরপর সবাই সমস্বরে বলে ওঠলো سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا. -"আমরা আপনার কথা শুনলাম এবং মেনে নিলাম।"[১৩]

'উমার (রা.)-এর প্রতি অসিয়্যাত

অতঃপর আবূ বাকর (রা.) 'উমার (রা.)কে একান্তে ডেকে রাষ্ট্রীয় কর্তব্য সম্পর্কে কতিপয় অসিয়্যাত করলেন। অসিয়্যাতটি হলো নিম্নরূপ-

اتَّقِ اللهَ يَا عمرُ ، فَاعْلَمْ أنَّ لله عز وجل عملًا بالنهارِ لا يَقْبَلُه بالليلِ، وَعملًا بالليلِ لَا يقبلُه بالنهارِ، وأنّه لا يقبلُ نافلةً حتى تؤدَّى الفريضةَ ، أَلَمْ تَرَ يا عمر، إنّما ثقلتْ موازينُ مَنْ ثقلتْ موازينُه يومَ القيامةِ باتّباعِهم الْحقَّ في الدنيا وَثقْلِه عليهم، وحقّ لميزانٍ يُوْضعَ فيه الْحقُّ غدا أن يكونَ ثقيلا ، وإنّما

করে শুনালেন। এ সময় আবূ বাকর (রা.) সন্তুষ্ট হয়ে তাকবীর দিলেন এবং 'উছমান (রা.)-এর জন্য দু'আ করলেন। (ইবনু সা'দ, *আত-তাবাকাতুল কুবরা*, খ.৩,পৃ.২০০; ইবনুল আছীর, *আল-কামিল ফিত-তারীখ*, খ.১,পৃ.৩৯৮; ইবনুল জাওযী, *আল-মুনতাযিম*, খ.১,পৃ.৪৫৮; যাহাবী, *তারীখুল ইসলাম*, খ.১,পৃ.৩৮৫; নুমায়রী, *তারীখুল মাদীনাহ*, খ.২,পৃ.৬৬৮)

১৩. তাবারী, *তারীখুল উমাম ওয়াল মুলূক*, খ.২,পৃ.৬১৮; ইবনুল আছীর, *আল-কামিল ফিত-তারীখ*, খ.১,পৃ.৩৯৮; যাহাবী, *তারীখুল ইসলাম*, খ.১,পৃ.৩৮৫; সুয়ূতী, *তারীখুল খুলাফা*, পৃ.৩২

خفَّتْ موازينُ منْ خفّتْ موازينُه يومَ القيامةِ باتّباعِهم الْباطلَ في الدنيا وَخِفَّتِه عليهم ، وحقٌّ لميزانٍ يُوْضَعُ فيه الباطلُ أن يكون خفيفا ، ألَمْ تَرَ يا عمر، إنَّما نزلتْ آيةُ الرخاءِ معَ آيةِ الشِّدَّةِ وَآيةُ الشدَّةِ معَ آيةِ الرَّخاءِ لِيكونَ المؤمنُ راغبا راهبا، فلا ترغبْ رغبةً، فتمَنّى على الله فيها مَا ليْسَ لكَ، وَلا ترهبْ رهبةً تلقي فيها بيديْكَ، ألَمْ ترَ يا عمر، أنَّ اللّٰه تعالى ذكرَ أهلَ الْجنَّةِ، فذكرَهُمْ بِأحْسنِ أعمالِهم ، وَتَجَاوزَ عَنْ سيِّئِهِم ، فَإذا ذكرتُهُم ، قلت : إنّي لَأَخافُ أن لا ألْحقَ بِهِمْ ، وإنَّ الله تعالى ذكرَ أهلَ النَّار ، فَذكرَهم بِأسْوإ أعمالِهم وَردَّ عليهم أحْسَنَه ، فَإذا ذكرتُهم قلتُ : إنّي لَأرْجُو أن لا أكونَ مع هؤلاء ليكونَ العبدُ راغبا راهبا، لا يتمنَّى على الله ولا يقنطُ مِنْ رحمته ، فإنْ أنتَ حفظتَ وصيَّتِي فلا يَكُ غائبٌ أحبَّ إليكَ مِن الْموتِ ، وَهو آتِيكَ ، وإنْ أنتَ ضَيَّعْتَ وصيَّتِي فلا يك غائبٌ أبْغَضَ إليك من الْموتِ، ولَسْتَ بِمُعْجِزِه.

-"হে 'উমার, আল্লাহ তা'আলাকে ভয় কর। জেনে রেখো যে, দিনের বেলা আল্লাহর প্রতি বান্দাহর যে কর্তব্য রয়েছে, তা তিনি রাতে কাবূল করেন না, অনুরূপভাবে রাতের বেলা যে কর্তব্য রয়েছে, তা তিনি দিনের বেলা কাবূল করেন না। (অর্থাৎ প্রত্যেকটি দায়িত্ব সময় মতো সুসম্পন্ন করা উচিত।) তিনি কোনো নাফল কাজ কাবূল করেন না, যতক্ষণ না ফারয আদায় করা হয়। 'উমার, তুমি কি মনে কর না যে, প্রকৃতপক্ষে ঐ সকল লোকের পাল্লাই ভারী, দুনিয়ায় প্রবলভাবে সত্য অনুসরণ করার কারণে কিয়ামাতের দিন যাদের পাল্লা ভারী হবে। এটাই সত্য যে, কাল কিয়ামাতের দিন, যাদের পাল্লায় সত্য ও ন্যায় ছাড়া কিছুই নেই, সেটাই ভারী হবে। পক্ষান্তরে দুনিয়ায় মিথ্যা ও বাতিলের অনুসরণ করার কারণে যাদের পাল্লা হালকা, কিয়ামাতের দিন তাদের পাল্লা হালকাই হবে। আর যে পাল্লায় বাতিল ছাড়া কিছু নেই, তা হালকাই হওয়া সমীচীন। 'উমার, তুমি কি মনে কর না যে, সুখ-শান্তি ও বিপদ-আপদ- দু'ধরনের আয়াতই অবতীর্ণ হয়েছে, যাতে মু'মিনদের মধ্যে ভয় ও আশা দুটিই বিদ্যমান থাকে। কিন্তু আল্লাহর নিকট কোনো মু'মিনের এমন কোনো কিছুই আশা করা উচিত নয় যে, যাতে তার কোনো অধিকার নেই। অনুরূপভাবে তার এমন কোনো কিছুকে ভয় করাও উচিত নয় যে, যাতে সে নিজেই পতিত হয়। (অর্থাৎ কেউ যদি কোনো বিষয়কে ভয় করে, তা হলে তার সে বিষয় থেকে দূরে থাকা উচিত।) 'উমার, তুমি কি মনে কর না যে, আল্লাহ তা'আলা জান্নাতবাসীদের উল্লেখ তাদের উত্তম কার্যাবলির

সাথে করেছেন। কেননা আল্লাহ তা'আলা তাদের যে অন্যায় কাজগুলো ছিল তা ক্ষমা করে দিয়েছেন। অতএব যখন তুমি তাদেরকে স্মরণ করবে তখন বলবে, তাদের মতো আমাদের 'আমাল কোথায়? অনুরূপভাবে আল্লাহ তা'আলা জাহান্নামবাসীদের উল্লেখ তাদের অন্যায় ও অবৈধ কার্যাবলির সাথে করেছেন। যখন তোমরা তাদেরকে স্মরণ করবে তখন বলবে, আমি একান্তই আশা পোষণ করি, যেন তাদের মতো না হই। এভাবে বর্ণনা করার কারণ হলো, যাতে বান্দাহদের মধ্যে আশা ও ভয়- দুটিই বিদ্যমান থাকে। ফলে কেউ আল্লাহর প্রতি অতি আশাবাদী হবে না, আবার কেউ আল্লাহর রাহমাত থেকে নিরাশ হবে না। যদি তুমি আমার অসিয়্যাত মনে রাখো, তা হলে এমন কোনো অদৃশ্য বস্তু নেই, যা তোমার কাছে মৃত্যুর চেয়ে বেশি প্রিয় হবে। আর এ মৃত্যু তোমার কাছে আসবেই। আর যদি আমার অসিয়্যাতটি নষ্ট কর, তা হলে এমন কোনো অদৃশ্য বস্তু নেই, যা তোমার কাছে মৃত্যুর চেয়ে বেশি অপ্রিয় হবে। আর এ মৃত্যুকে তুমি ফিরিয়েও রাখতে পারবে না।"[১৪]

'উমার (রা.)-এর জন্য দু'আ

এরপর 'উমার (রা.) বের হয়ে গেলে আবূ বাকর (রা.) দু'হাত তুলে আল্লাহ তা'আলার দরবারে এ বলে মুনাজাত করেন-

اللّٰهُمَّ إِنِّي لَمْ أرِدْ بِذلكَ إلّا صلاحَهُمْ، وَخِفْتُ عَلَيْهِمُ الْفِتْنَةَ، فَعَمِلْتُ فِيْهِمْ بِمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ، وَاجْتَهَدْتُ لَهُمْ رَأْيِي، فَوَلَّيْتُ عَلَيْهِمْ خَيْرَهُمْ وَأَقْوَاهُمْ عَلَيْهِمْ، وَأَحْرَصَهُمْ عَلَى مَا أَرْشَدَهُمْ، وَقَدْ حَضَرَنِي مِنْ أَمْرِكَ مَا حَضَرَ، فَاخْلُفْنِي فِيهِمْ، فَهُمْ عِبَادُكَ وَنَوَاصِيْهِمْ بِيَدِكَ، أَصْلِحْ لَهُم وَالِيَهُمْ، وَاجْعَلْهُ مِنْ خُلَفَائِكَ الرَّاشِدِيْنَ، يَتَّبِعُ هَدْىَ نَبِيِّ الرَّحْمَةِ وَهَدْىَ الصَّالِحِيْنَ بَعْدَهُ، وَأَصْلِحْ لَهُ رَعِيَّتَهُ.

-"হে আল্লাহ, 'উমার-এর ওপর খিলাফাতের ভার অর্পণ করে আমি মুসলিমদের কল্যাণ করতেই চেয়েছি। আমি খালীফা মনোনীত না করে গেলে আমার পরে খিলাফাত নিয়ে মুসলিমদের মধ্যে ফিতনা-ফাসাদ হতে পারে- এ আশঙ্কা করেই আমি এরূপ করেছি, যা আপনি ভালোই অবহিত আছেন। আমি বহু চিন্তা-ভাবনা করার পর এমন লোককে আমার স্থলাভিষিক্ত করে যাচ্ছি, যিনি সর্বাপেক্ষা উত্তম,

১৪. ইবনু আবী শাইবাহ, *আল-মুছান্নাফ*, খ.৮,পৃ.৫৭৪;ইবনু আবী হাতিম, *আত-তাফসীর*, হা.নং: ২৮৮৫৮; আবূ নু'আয়ম, *মা'আরিফাতুস সাহাবাহ*, হা.নং: ১০৬; ইবনু হিব্বান, *আছ-ছিকাত*, খ.২,পৃ.১৯৪; ইবনু 'আসাকির, *তারীখু দিমাশক*, খ.৩০,পৃ.৪১৩

শক্তিশালী ও উম্মাতের কল্যাণকামী। আপনার নির্দেশক্রমে আমার মৃত্যুকাল সমুপস্থিত। আমার পরে মুসলিমদেরকে আপনি উত্তম বদলা দান করুন! এরা আপনার বান্দাহ, আপনার কুদরাতের হাতের মধ্যেই তাদের ভাগ্য! আপনি 'উমারকে তাদের জন্য ভালো কাজ করার তাওফীক দান করুন! তাঁকে খুলাফা রাশিদূনের কাতারে শামিল করুন! তাঁকে দয়ালু নাবী (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ও তাঁর উত্তরসূরী সৎকর্মপরায়ণ লোকদের পদাঙ্ক অনুসরণ করার তাওফীক দান করুন! মুসলিম জনগণকে তাঁর অনুগত করে দিন।"[১৫]

'উমার (রা.)- এর মনোনয়ন : পর্যালোচনা

ইতঃপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, মুসলিম উম্মাতের মধ্যে খিলাফাত নিয়ে মতবিরোধ সৃষ্টি হতে পারে এবং এ আশঙ্কা থেকে আবূ বাকর (রা.) তাঁর জীবদ্দশায় পরবর্তী খালীফা মনোনীত করে যান। বলাই বাহুল্য যে, আবূ বাকর (রা.)-এর এ আশঙ্কা অমূলক ছিল না। 'উমার (রা.) যতদিন জীবিত ছিলেন, ততদিন 'উম্মাতের মধ্যে পূর্ণ ঐক্য ও সংহতি বজায় ছিল। ফিতনা-ফাসাদের তরঙ্গ, যা মুসলিম উম্মাতের দিকে ক্রমশ এগিয়ে আসছিল, তা তাঁর শক্তিশালী নেতৃত্বের কাছে নিমিষেই বিলীন হয়ে যায়। তাঁর খিলাফাতকালে মুসলিমদের কোনোরূপ বিবাদ দানা বাঁধতে পারেনি। কিন্তু যখনই তিনি শাহাদাত বরণ করলেন, উম্মাতের ঐক্যের বাঁধন দুর্বল হতে থাকে এবং তারা ক্রমাগতভাবে বড় বড় বিপদের সম্মুখীন হতে থাকে। অতএব, এ কথা জোরালোভাবে বলা চলে যে, 'উমার (রা.)-এর মনোনয়ন ছিল আবূ বাকর (রা.)-এর রাজনৈতিক দূরদর্শিতা ও প্রজ্ঞার একটি উজ্জ্বলতম প্রমাণ। সাহাবা কিরাম (রা.) তাঁর এ দূরদর্শিতা ও প্রজ্ঞার ভূয়সী প্রশংসা করতেন। যেমন- 'আবদুল্লাহ ইবনু মাস'উদ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন,

أَفْرَسُ النَّاسِ ثَلَاثَةٌ: صَاحِبَةُ مُوسَى الَّتِي قَالَتْ: يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ" [القصص: ٢٦]، وَصَاحِبُ يُوسُفَ حَيْثُ، قَالَ: "أَكْرِمِي مَثْوَاهُ عَسَى أَنْ يَنْفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا" [يوسف: ٢١]، وَأَبُو بَكْرٍ حِينَ اسْتَخْلَفَ عُمَرَ.

-"সর্বাপেক্ষা দূরদর্শী ব্যক্তি হলেন তিন জন। এরা হলেন- ১. মূসা ('আলাইহিস সালাম)-এর স্ত্রী। তিনি বললেন, আব্বা, তাঁকে চাকর নিযুক্ত করুন। কেননা

---

১৫. ইবনু সা'দ, *আত-তাবাক্বাতুল কুবরা*, খ.৩,পৃ.২০০; নুমায়রী, *তারীখুল মাদীনাহ*, খ.২,পৃ.৬৬৯

আপনার চাকর হিসেবে সে-ই উত্তম হবে, যে শক্তিশালী ও বিশ্বস্ত। ২. ইউসূফ ('আ.)-এর মালিক। সে তার স্ত্রীকে বললো, একে সসম্মানে রেখো। সম্ভবত সে আমাদের কাজে আসবে অথবা আমরা তাকে পুত্ররূপে গ্রহণ করে নেবো। ৩. আবূ বাকর (রা.)। তিনি 'উমার (রা.)কে তাঁর খালীফা নিযুক্ত করে গেছেন।"[১৬]

কোনো কোনো মুসলিম বিদ্বেষী লেখক এ কথা প্রমাণ করতে চায় যে, যেভাবে আবূ বাকর (রা.)-এর নির্বাচনের মধ্যে জনমতের প্রতিফলন ঘটেছিল, তেমনি 'উমার (রা.)-এর নির্বাচনের মধ্যে জনমতের প্রতিফলন ঘটেনি। এটি ছিল ব্যক্তিবিশেষের মনোনয়ন মাত্র। তাদের এ কথা মোটেই সত্য নয়। যে কোনো ব্যক্তি নিরপেক্ষ দৃষ্টিকোণ থেকে যদি 'উমার (রা.)-এর নির্বাচন নিয়ে একটু চিন্তা করে, তা হলে সে এ কথা সহজে উপলব্ধি করতে পারবে যে, এটি কেবল আবূ বাকর (রা.)-এর নিজস্ব মনোনয়ন ছিল না; বরং জনগণ তাদের স্বতঃস্ফূর্ত ও সর্বসম্মত রায়ের ভিত্তিতে 'উমার (রা.)-কে খালীফা নিযুক্ত করে। ইতঃপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, জনগণ আবূ বাকর (রা.)কে খালীফা নিযুক্ত করার একচ্ছত্র ইখতিয়ার দিয়েছিল; কিন্তু তিনি তাঁর এ অধিকার প্রয়োগ করেননি; অধিকন্তু এরূপ অধিকার প্রয়োগ করাকে তিনি ভালোও মনে করেননি। বরং তিনি বিশিষ্ট মুহাজির ও আনসারদের থেকে মতামত গ্রহণ করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন, তারপর 'আম জনতা থেকে সম্মতি চাইলেন। অতঃপর সকলেই সন্তুষ্টচিত্তে তাঁকে খালীফা হিসেবে গ্রহণ করে নেন এবং তাঁর হাতে বাই'আত করেন। পরবর্তীকালে তাঁর খিলাফাত নিয়ে কেউ কখনো বিরোধ করেছেন, এমন কি তাঁর দীর্ঘ শাসনামলে কেউ খিলাফাতের দাবি করেছেন- ইতিহাসে এমন কথা উল্লেখ নেই; বরং সকলেই তাঁর খিলাফাতের ব্যাপারে সম্মত ছিল এবং সন্তুষ্টচিত্তে তাঁর নির্দেশ মেনে চলেছেন।

আবূ বাকর (রা.)-এর অনুশোচনা

এরপর 'আবদুর রাহমান ইবনু 'আওফ (রা.) একদিন আবূ বাকর (রা.)-এর অসুস্থতার অবস্থা জানতে এসে তাঁকে দেখে বললেন, "আলহামদু লিল্লাহ! আজ আপনার স্বাস্থ্য একটু ভালো মনে হচ্ছে।" আবূ বাকর (রা.) বললেন, "হ্যাঁ, আমি আজ একটু ভালোই বোধ করছি।" এরপর আবূ বাকর (রা.) তাঁকে বললেন, "আমি আমার ধারণা ও জ্ঞানানুসারে এমন ব্যক্তিকে তোমাদের জন্য খালীফা মনোনীত করে যাচ্ছি, যিনি আমার দৃষ্টিতে তোমাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা অধিক কর্মঠ ও উপযুক্ত। কিন্তু আমি শুনতে পাচ্ছি যে, আমার এ নির্বাচন তোমাদের নিকট মনঃপূত হচ্ছে না।" 'আবদুর রাহমান (রা.) বললেন,

---

১৬. হাকিম, *আল-মুস্তাদরাক*, (কিতাবু মা'আরিফাতিস সাহাবাহ), হা.নং:৪৪৮৪; তাবারানী, *আল-মু'জামুল কাবীর*, হা.নং:৮৭৪১; ইবনু আবী হাতিম, *আত-তাফসীর*, হা.নং:১২৫৪৩

" 'উমার (রা.)-এর নির্বাচনে আপনার সমর্থকের সংখ্যাই বেশি। আর যারা তাঁর নির্বাচন সম্বন্ধে আপনার নিকট নিজেদের মতামত প্রকাশ করেছেন, তা শুধু পরামর্শস্বরূপই করেছেন। আপনার মতের বিরোধিতা করা তাঁদের কারো উদ্দেশ্য নয়। আপনার সিদ্ধান্তই সকলে সন্তুষ্টচিত্তে মেনে নিয়েছেন। কেননা আপনার প্রতি সকল লোকের দৃঢ় আস্থা আছে যে, আপনি যা কিছু করবেন, ইসলাম তথা সমগ্র মুসলিম জাতির কল্যাণের জন্যই করবেন। অতএব, দুনিয়ার কোনো বিষয় নিয়ে আপনার আফসোস করার কিছুই নেই।"

এ কথা শুনে আবূ বাকর (রা.) বললেন, "তুমি ঠিকই বলেছো; দুনিয়ার কোনো বিষয় নিয়ে আমার আফসোস নেই। তবে তিনটি কাজ করার কারণে, আর তিনটি কাজ সম্পাদন করতে না পারার কারণে আমার মনে কিছু আফসোস রয়ে গেছে। যে তিনটি কাজ করার কারণে আফসোস হচ্ছে এগুলো হলো-[১৭]

১. ফাতিমা (রা.)-এর সাথে কোনোরূপ বিবাদে না জড়ানোই আমার জন্য ভালো ছিল।

২. ফাজা'আহ আস-সুলামীকে আগুনে পুড়িয়ে না মেরে যদি তরবারি যোগে হত্যা করতাম কিংবা ছেড়ে দিতাম, তা হলেই ভালো হতো।

৩. সাকীফা বানী সা'য়িদার দিন যদি খিলাফাতের দায়িত্ব আমার মাথায় না নিয়ে 'উমার কিংবা আবূ 'উবাইদাহ-এর কাঁধে ওঠিয়ে দিতাম আর আমি পরামর্শদাতা হিসেবে থাকতাম, তাহলে ভালো হতো।

আর যে তিনটি কাজ সম্পাদন করতে না পারার কারণে আফসোস হচ্ছে এগুলো হলো-

১. আশ'আছ ইবনু কায়সকে বন্দী করে যখন আমার সামনে উপস্থিত করা হয়েছিল, তখন তাকে হত্যা করে ফেলাই উচিত ছিল। আমার ধারণা, সে এখন কোথাও বিবাদ বাধাবার চেষ্টায় রয়েছে।

২. খালিদ ইবনুল ওয়ালীদ (রা.)কে মুরতাদদের শায়েস্তা করার জন্য প্রেরণ করে যুল-কাস্সায় অবস্থান করা আমার উচিত ছিল। তা হলে সেখানে থেকে আমি তাঁর সাহায্যার্থে দ্রুত যেতে পারতাম।

৩. খালিদ ইবনুল ওয়ালীদ (রা.)কে শামে প্রেরণ করে আমার উচিত ছিল 'উমারকে ইরাকে প্রেরণ করা। তা হলে আমার দু হাত দু দিকে আল্লাহর রাস্তায় প্রসারিত হয়ে যেতো।

---

১৭. তাবারানী, *আল-মু'জামুল কাবীর*, হা.নং:৪১; তাবারী, *তারীখুল উমাম ওয়াল মুলূক*, খ.৬, পৃ.৬১৯; ইবনু 'আসাকির, *তারীখু দিমাশক*, খ.৩০, পৃ.৪২০-৩

আর তিনটি বিষয় রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট জিজ্ঞেস না করার কারণে এখন আমি আফসোস করছি। এগুলো হলো-

১. রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট জিজ্ঞেস করে রাখা উচিত ছিল, তাঁর পরে খালীফা কে হবেন? তা হলে কোনো গোলযোগই হতো না।

২. এ কথাও জিজ্ঞেস করা উচিত ছিল, খিলাফাতের মধ্যে আনসারগণের কোনো অধিকার আছে কি না?

৩. ভাই-ঝি ও ফুফীর মীরাছ বন্টনের মাস'আলা জিজ্ঞেস করারও প্রয়োজন ছিল।"[১৮]

পরিবারের সদস্যদের প্রতি ব্যক্তিগত বিষয় সম্পর্কে অসিয়্যাত

সরকারী বৃত্তি ফেরত দান

ইতঃপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে, আবূ বাকর (রা.) একজন বিখ্যাত ব্যবসায়ী ছিলেন। খালীফা হবার পরও তিনি ব্যবসা চালু রেখেছিলেন এবং এর আয় দ্বারা নিজের সংসার খরচ চালাতেন। বাইতুল মাল থেকে কোনো বৃত্তি গ্রহণ করতেন না। কিন্তু ব্যবসায় কিছু সময় ব্যয় হবার কারণে রাষ্ট্রের কাজে বেশ ক্ষতি হতে লাগলো। কাজেই তিনি প্রধান প্রধান সাহাবীগণের একান্ত অনুরোধে ব্যবসা বন্ধ করে দিলেন এবং শুধু পরিবারের ভরণ-পোষণের পরিমাণ বৃত্তি বাইতুল মাল থেকে গ্রহণ করতে লাগলেন। মৃত্যু-শয্যায় শায়িত অবস্থায় এ বৃত্তির কথা মনে পড়লে তিনি নিজের আত্মীয়স্বজনকে ডেকে বললেন,

إِنَّ عُمَرَ لَمْ يَدَعْنِيْ حَتَّى أَصَبْتُ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ سِتَّةَ آلَافِ دِرْهَمٍ، وَإِنَّ حَائِطِيْ الَّذِيْ بِمَكَانِ كَذَا وَكَذَا فِيْهَا.

-"আমি 'উমার-এর একান্ত চাপে পড়ে বাইতুল মাল থেকে ছয় হাজার দিরহাম গ্রহণ করেছি। তোমরা আমার মৃত্যুর পর আমার অমুক ভূ-সম্পত্তি বিক্রি করে উক্ত পরিমাণ অর্থ বাইতুল মালে জমা দেবে।"

অসিয়্যাত অনুযায়ী তাঁর মৃত্যুর পর উক্ত পরিমাণ অর্থ বাইতুল মালে জমা করার জন্য 'উমার (রা.)-এর হাতে দেওয়া হলো। তা দেখতে পেয়ে 'উমার (রা.) বললেন, يَرْحَمُ اللهُ

১৮. তাবারী, *তারীখুল উমাম ওয়াল মুলূক*, খ.৬, পৃ.৬১৯; ইবনু 'আছীর, *উসদুল গাবাহ*, খ.২,পৃ.৩২৬; যাহাবী, *তারীখুল ইসলাম*, খ.১,পৃ.৩৮৫; ইয়া'কূবী, *আত-তারীখ*, পৃ.১৫৯-১৬০

أَبَا بَكْرٍ! لَقَدْ أَحَبَّ أَنْ لَا يَدَعَ لِأَحَدٍ بَعْدَهُ مَقَالًا. -" আল্লাহ আবূ বাকর (রা.)-এর প্রতি রাহমাত বর্ষণ করুন! তাঁর মৃত্যুর পরে তাঁর কোনো কাজ নিয়ে কারো কিছু বলার অবকাশ থাকবে- এটা তিনি কামনা করেননি।"[১৯]

'উমার (রা.) অবশ্যই এ অর্থ গ্রহণ করেননি। তিনি বলেন, وَأَنَا وَالِيُّ الْأَمْرِ مِنْ بَعْدِهِ، وَقَدْ رَدَدْتُهَا عَلَيْكُمْ. -"তাঁর মৃত্যুর পরে আমিই হলাম দায়িত্বশীল। অতএব আমি এগুলো তোমাদের নিকট ফিরিয়ে দিলাম।"[২০]

কোনো কোনো রিওয়ায়াতে রয়েছে, 'আয়িশা (রা.) বলেন, আবূ বাকর (রা.) আত্মীয়-স্বজনকে ডেকে বললেন, আমি খালীফা হবার পর মুসলিমদের না একটি দিরহাম ভক্ষণ করেছি, না একটি দীনার, এ সময় আমি অত্যন্ত সাধারণ খাবার খেয়েছি এবং মোটা কাপড় পরিধান করেছি। মুসলিমদের কোনো জাতীয় সম্পদ আমার কাছে নেই। হয়ত দু/একটি জিনিস থাকতে পারে। এরপর তিনি নির্দেশ দিলেন, তোমরা দেখো, খালীফা হবার পর আমার সম্পদ কতটুকু বৃদ্ধি পেয়েছে? খোঁজ নিয়ে দেখা যায় যে, নিচের সম্পদগুলো খালীফা হবার পর বৃদ্ধি পেয়েছে। ১. একজন হাবশী গোলাম, যে তাঁর বাচ্চাদের বহন করতো। ২. একটি উট, যা দ্বারা পানি বহনের কাজ করা হতো। ও ৩. পাঁচ দিরহাম মূল্যের একটি সাধারণ চাদর। মৃত্যুর পর তিনি এ তিনটি বস্তু পরবর্তী খালীফার নিকট পৌঁছে দেবার নির্দেশ প্রদান করেন। এ নিদের্শ অনুযায়ী তাঁর আত্মীয় স্বজন এ তিনটি বস্তু 'উমার (রা.)-এর নিকট পৌঁছে দেন। এগুলো দেখে 'উমার (রা.) এভাবে কাঁদতে লাগলেন যে, তাঁর দু চোখ থেকে অশ্রুগড়িয়ে জমিতে পড়তে লাগলো এবং বললেন, رَحِمَ اللهُ أَبَا بَكْرٍ! لَقَدْ أَتْعَبَ مَنْ بَعْدَهُ. -" আল্লাহ তা'আলা আবূ বাকর (রা.)-এর ওপর রাহমাত করুন! তিনি তো তাঁর পরবর্তীদেরকে বড় কষ্টে ফেলে দিলেন! অর্থাৎ তাঁর এ আদর্শ অনুসরণ করা পরববর্তীদের জন্য বড় কঠিন হবে!"[২১]

সত্যিই আবূ বাকর (রা.) একজন বড় মহৎ ও নিঃস্বার্থ ব্যক্তি। ছোট কি বড়-

---

১৯. ইবনু সা'দ, *আত-তাবাকাতুল কুবরা*, খ.৩,পৃ.১৯৩; তাবারী, *তারীখুল উমাম ওয়াল মুলূক*, খ.২,পৃ.২২১; ইবনু 'আসাকির, *তারীখু দিমাশক*, খ.৩০,পৃ.৪২৯; ইবনুল জাওযী, *আল-মুনতাযিম*, খ.১,পৃ.৪৫৮

২০. ইবনু সা'দ, *আত-তাবাকাতুল কুবরা*, খ.৩,পৃ.১৯৩; নুমায়রী, *তারীখুল মাদীনাহ*, খ.২,পৃ.৬৭০

২১. ইবনু সা'দ, *আত-তাবাকাতুল কুবরা*, খ.৩,পৃ.১৯২; তাবারী, *তারীখুল উমাম ওয়াল মুলূক*, খ.২,পৃ.২২১; ইবনুল আছীর, *আল-কামিল ফিত তারীখ*, খ.১,পৃ.৩৯৭; ইবনুল জাওযী, *আল-মুনতাযিম*, খ.১,পৃ.৪৩৬, ৪৫৮; নুমায়রী, *তারীখুল মাদীনাহ*, খ.২,পৃ.৬৭০
কোনো কোনো রিওয়ায়াতের মধ্যে একটি পেয়ালার কথাও এসেছে। (ইবনু সা'দ, *আত-তাবাকাতুল কুবরা*, খ.৩,পৃ.১৯২)

কোনোরূপ পার্থিব স্বার্থচিন্তা কখনোই তাঁর অন্তরে স্থান লাভ করতে পারেনি। তাঁর সকল কাজের পেছনে উদ্দেশ্য ছিল আল্লাহ্ তা'আলার সন্তুষ্টি লাভ। কুর'আনের ভাষ্য إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ অনুযায়ী তাঁর সালাত, যাবতীয় 'ইবাদাত, জীবন ও মৃত্যু সকল কিছুই রাব্বুল 'আলামীন আল্লাহর জন্য সমর্পিত ছিল।" পৃথিবীর রাজা-বাদশাহদের ইতিহাসে এ ধরনের স্বার্থহীন ব্যক্তি দ্বিতীয় আর একজন নেই। খিলাফাতের দায়িত্ব পালনের জন্য তিনি নিজের ব্যবসা-বাণিজ্য ছেড়েছেন, আয়-রোজগারের অন্য পথও বন্ধ করে দিয়েছেন, জীবন নির্বাহের একান্ত প্রয়োজনে বাইতুল মাল থেকে সামান্য পরিমাণ ভাতা গ্রহণ করতেন; কিন্তু ঐ অর্থ ও ব্যবহারের তুচ্ছ কয়েকটি বস্তুও মৃত্যুর সময় বাইতুল মালে ফিরিয়ে দেবার নির্দেশ দিয়ে যান। তিনি ভেবেছিলেন যে, হয়তো বাইতুল মালের এ অর্থ ও বস্ত্র তাঁর নিঃস্বার্থ পবিত্র দায়িত্বপালনকে কলুষযুক্ত করতে পারে। তিনি চেয়েছিলেন যে, পূর্ণ নিশ্চিন্তে ও সম্পূর্ণ পবিত্র অন্তর নিয়ে আল্লাহর সাথে মিলিত হতে এবং এ যাত্রায় পাথেয় হিসেবে তাঁর সাথে থাকবে কেবল ঈমান, তাকওয়া ও নিঃস্বার্থ 'আমাল। দুনিয়ার কোনোরূপ স্বার্থ বা উপকারিতা লাভের জন্য তিনি কোনো কাজ করেছেন বা দায়িত্ব পালন করেছেন- এ রূপ বলার অবকাশ তিনি রেখে যাননি।

বাগান সম্পর্কে অসিয়্যাত

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁর জীবিতকালে আবূ বাকর (রা.)কে একখণ্ড জমি দান করেছিলেন। এতে তিনি ফলের বাগান করেছিলেন। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর ওফাতের পর উক্ত বাগানটি তিনি 'আয়িশা (রা.)কে দান করেছিলেন। মৃত্যু নিকটবর্তী হলে তিনি মেয়েকে ডেকে বললেন,

> "আল্লাহর কাসাম, হে আমার স্নেহের কন্যা, আমার মৃত্যুর পর তুমি স্বচ্ছল অবস্থায় জীবন যাপন কর- এটাই আমার একান্ত কামনা। আশা করি, আল্লাহ তা'আলা তোমার জন্য সে ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। যে বাগানটি আমি তোমাকে দান করেছিলাম, তা তুমি ফিরিয়ে দাও এবং আল্লাহর কিতাব অনুযায়ী তা বন্টন কর, যাতে তোমার ভাইবোনরাও মীরাছ থেকে তাদের ন্যায্য অংশ পেতে পারে।"

'আয়িশা (রা.) সন্তুষ্টচিত্তে তা মেনে নিলেন।[২২]

---

২২. মালিক, *আল-মুওয়াত্তা*, (কিতাবুল আকদিয়াহ), হা.নং:১২৪২; বাইহাকী, *আস-সুনানুল কুবরা*, খ.৬,পৃ.১৭০; ইবনু সা'দ, *আত-তাবাকাতুল কুবরা*, খ.৩,পৃ.১৯৪

মু'ওয়াইকীব আদ-দাওসী (রা.)-এর ঋণ পরিশোধ

মু'ওয়াইকীব আদ-দাওসী (রা.) আবূ বাকর ও 'উমার (রা.)-এর শাসনামলে বাইতুল মালের দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন।[২৩] তিনি বলেন, আমি আবূ বাকর (রা.)-এর মৃত্যুরোগের সময় তাঁর নিকট উপস্থিত হয়ে সালাম করলাম। এ সময় তিনি খিলাফাতের কাজে ব্যস্ত ছিলেন। তিনি আমাকে বললেন, "মু'ওয়াকীব, তুমি তো বাইতুল মালের দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলে। বল, তোমার আমার মধ্যে কি কোনো লেনদেন বাকি আছে?" আমি আরয করলাম, "আমার পঁচিশ দিরহাম আপনার নিকট পাওনা আছে এবং আমি তা মা'ফ করে দিয়েছি।" তিনি বললেন, "চুপ থাকো! আমার আখিরাতের সম্বলকে ঋণের দ্বারা হ্রাস করো না।" এটা শুনে আমি কাঁদতে লাগলাম। আবূ বাকর (রা.) বললেন, "মু'ওয়াকীব! কেঁদো না, ভীত হয়ো না, ধৈর্যধারণ কর। আশা করি, আমি ঐ স্থানে যাচ্ছি যা আমার জন্য উত্তম ও স্থায়ী হবে।" অতঃপর আমাকে দিরহামগুলো প্রদানের জন্য তিনি 'আয়িশা (রা.)কে নির্দেশ দেন।[২৪]

কাফান-দাফন সম্পর্কে অসিয়্যাত

সোমবার, সকাল। আবূ বাকর (রা.) জিজ্ঞেস করলেন, "'আয়িশা! আজ কী বার?" 'উম্মুল মু'মিনীন (রা.) জবাব দিলেন, "আজ সোমবার।" এরপর জিজ্ঞেস করলেন, "রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর ওফাত হয়েছিল কী বারে?" 'উম্মুল মু'মিনীন 'আয়িশা (রা.) বললেন, "সোমবার।" এরপর তিনি বললেন, فَإِنِّي لَأَرْجُو فِيمَا بَيْنِي وَبَيْنَ اللَّيْلِ-"আমি আশা করি আজই রাতের মধ্যে আমার মৃত্যু হবে।"[২৫]

অতঃপর আবূ বাকর (রা.) 'আয়িশা (রা.)কে জিজ্ঞেস করেন, "রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)কে কয়টি কাপড় পরানো হয়েছিল।" তিনি উত্তর দিলেন, "তিনটি সাদা কাপড়। কোনো জামা বা পাগড়ি ছিল না।" তখন আবূ বাকর (রা.) তাঁর গায়ের চাদরের দিকে ইঙ্গিত করে বললেন, "আমার এ একটি কাপড় রয়েছে। একে ভালো করে ধুয়ে নেবে। তারপর এর সাথে আরো দুটি নতুন কাপড় যোগ করে আমাকে পরিধান করাবে।" উম্মুল মু'মিনীন আয়িশা (রা.) বললেন, "আব্বাজান, আমরা তিনটি কাপড়ই নতুন ব্যবস্থা করতে পারবো। আল্লাহ তা'আলা আমাদের সে তাওফীক

---

২৩. ইবনু 'আবদুল বাররা, *আল-ইস্তি'আব*, খ.১,পৃ.৪৬৫

২৪. আকবরাবাদী, *হযরত সিদ্দীসে আকবর রা.*,পৃ.২৯৭ ('ইযালাতুল খাফা'র সূত্রে বর্ণিত)

২৫. বুখারী, *আস-সাহীহ*, (কিতাবুল জানা'য়িয), হা.নং:১২৯৮; আহমাদ, *আল-মুসনাদ*, হা.নং: ২৩৮৫৬; ইবনু সা'দ, *আত-তাবাকাতুল কুবরা*, খ.৩,পৃ.২০১

দান করেছেন।" তিনি বললেন, إِنَّ الْحَيَّ أَحَقُّ بِالْجَدِيدِ مِنَ الْمَيِّتِ إِنَّمَا هُوَ لِلْمُهْلَةِ - "মৃতের চাইতে জীবিতরা নতুন কাপড়ের বেশি হকদার। কাফানের এ কাপড় তো রক্ত ও পুঁজের জন্য।"[২৬]

এরপর স্ত্রী আসমা' বিনতু 'উমাইস (রা.)কে ডেকে অসিয়্যাত করেন, "আমার মৃত্যুর পর তুমি আমাকে গোসল দেবে।" আসমা' (রা.) বলেন, "আমার দ্বারা এটা কি সম্ভব হবে?" আবূ বাকর (রা.) বলেন, "তোমার পুত্র 'আবদুর রাহমান তোমার সাহায্য করবে। সে পানি ঢালতে থাকবে।"[২৭]

এরপর রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর কাব্‌রের পার্শ্বে তাঁকে দাফন করতে অসিয়্যাত করেন।[২৮]

'উমার (রা.)-এর প্রতি মুছান্না (রা.)-এর সাহায্যার্থে সৈন্য প্রেরণের তাকিদ

এ দিন মুছান্না (রা.) ইরাক থেকে অতিরিক্ত সাহায্যের জন্য মাদীনায় আগমন করেন। আবূ বাকর (রা.)-এর আদেশক্রমে খালিদ (রা.) মুছান্না (রা.)কে ইরাকের দায়িত্ব দান করে আঠারো হাজার সৈন্যের অর্ধেক সাথে নিয়ে শামে চলে গিয়েছিলেন। তাই মুছান্না (রা.)-এর শক্তি স্বভাবতই অনেকখানি দুর্বল হয়ে পড়েছিল। এ দিকে পারস্য সম্রাটও এ সুযোগ বুঝে মুছান্না (রা.)কে হটিয়ে দেবার জন্য ইরাক সীমান্তে অধিক সংখ্যক সৈন্য প্রেরণ করেন। মুছান্না (রা.) একান্ত বাধ্য হয়ে খালীফার নিকট অতিরিক্ত সৈন্যের সাহায্য আবেদন করেন। কিন্তু খালীফার অসুস্থতার দরুন তিনি মাদীনা থেকে কোনো সাড়া পাচ্ছিলেন না। মুছান্না (রা.) তাঁর অধস্তন সেনাপতির হাতে দায়িত্ব দিয়ে নিজেই নিজের বক্তব্য বলার জন্য মাদীনায় আসেন। কিন্তু তিনি মাদীনায় পৌঁছেই জানতে পারলেন যে, খালীফা খুবই অসুস্থ। এমতাবস্থায় তিনি তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করবেন কি না ইতঃস্তত করছিলেন; কিন্তু আবূ বাকর (রা.) তাঁর আগমন সংবাদ পেয়ে তাঁকে ডেকে আনলেন এবং তাঁর কথা মনোযোগ দিয়ে শুনলেন। এরপর আবূ বাকর (রা.) 'উমার (রা.)কে ডেকে এনে বললেন,

---

২৬. মালিক, *আল-মুওয়াত্তা*, (কিতাবুল জানা'য়িয), হা.নং:৪৬৮; বুখারী, *আস-সাহীহ*, (কিতাবুল জানা'য়িয), হা.নং:১২৯৮; আহমাদ, *আল-মুসনাদ*, হা.নং: ২৩৮৫৬; ইবনু সা'দ, *আত-তাবাকাতুল কুবরা*, খ.৩,পৃ.২০১

২৭. ইবনু আবী শাইবাহ, *আল-মুছান্নাফ*, খ.৩,পৃ.১৩৬; 'আবদুর রাযযাক, *আল-মুছান্নাফ*, হা.নং: ৬১২৪; ইবনু সা'দ, *আত-তাবাকাতুল কুবরা*, খ.৩,পৃ.২০৩-৪; ইবনু 'আবদুল বারর, *আল-ইস্তি'আব*, খ.১,পৃ.২৯৯

২৮. ইবনু সা'দ, *আত-তাবাকাতুল কুবরা*, খ.৩, পৃ.২০৯

إِنِّي لَأَرْجُو أَنْ أَمُوتَ يَوْمِي هَذَا، فَإِذَا مِتُّ فَلَا تُمْسِيَنَّ حَتَّى تَنْدُبَ النَّاسَ مَعَ الْمُثَنَّى، وَلَا تَشْغَلَنَّكُمْ مُصِيبَةٌ عَنْ أَمْرِ دِينِكُمْ وَوَصِيَّةِ رَبِّكُمْ.

-"আমি আশা করছি যে, আজকেই আমার মৃত্যু হবে। আমার মৃত্যুর পর তুমি বিলম্ব না করে মুছান্না-এর সাথে অতিরিক্ত সৈন্য প্রেরণ করবে। কোনো বিপদ (অর্থাৎ মৃত্যু) যেন দীনের কর্তব্য এবং আল্লাহর নির্দেশ পালনের কাজে তোমাকে বাধা প্রদান না করে।"[২৯]

মৃত্যুযন্ত্রণা

অসিয়্যাত শেষ হওয়ার পর আবূ বাকর (রা.)-এর মৃত্যু যন্ত্রণা শুরু হয়। এ সময় তাঁর পার্শ্বে 'আয়িশা (রা.) উপবিষ্ট ছিলেন। তিনি পিতার মৃত্যুযন্ত্রণা দেখে নিম্নের এ চরণটি আবৃত্তি করলেন,

وَأَبْيَضَ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ ثِمَالُ الْيَتَامَى عِصْمَةٌ لِلْأَرَامِلِ

-"তিনি উজ্জ্বল সুন্দর, যাঁর চেহারার মর্যাদার কথা বলে বৃষ্টির প্রার্থনা করা হয়। তিনি ইয়াতীমদের প্রতি সহানুভূতিশীল ও বিধবাদের আশ্রয়স্থল।"[৩০]

আবূ বাকর (রা.) কবিতার এ চরণটি শুনেই চোখ মেললেন এবং বললেন, ذَاكَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم.-"এই মর্যাদা তো কেবল রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর জন্য ছিল।"[৩১]

ঠিক এ সংকটময় মুহূর্তে 'আয়িশা (রা.)-এর মুখ দিয়ে আবার স্বতঃস্ফূর্তভাবে কবিতার এ চরণগুলো বেরিয়ে পড়ে-

وَكُلُّ ذِي إِبِلٍ مَورُوثٌ ... وَكُلُّ ذِي سَلَبٍ مَسلوبُ
وَكُلُّ ذِي غَيبَةٍ يَؤوبُ... وَغائِبُ المَوتِ لا يَؤوبُ

-"প্রত্যেক উষ্ট্রের মালিককে একদিন নিজের সম্পদ উত্তরাধিকারীর হাতে সোপর্দ করতে হবে। প্রত্যেক লুণ্ঠনকারীকে একদিন লুণ্ঠিত হতে হবে। প্রত্যেক অদৃশ্য বস্তু ফিরে আসে; কিন্তু মৃত্যুর কারণে অদৃশ্য ব্যক্তি ফিরে আসে না।"[৩২]

---

২৯. তাবারী, *তারীখুল উমাম ওয়াল মুলূক*, খ.২,পৃ.২১৩; ইবনুল আছীর, *আল-কামিল*, খ.১,পৃ.৩৯৪; ইবনুল জাওযী, *আল-মুন্তাযিম*, খ.১,পৃ.;৪৫৭

৩০. এ চরণটি মূলত রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর চাচা আবূ তালিব তাঁর শানে রচনা করেছিলেন। (বুখারী, *আস-সাহীহ*, [কিতাবুল জুমু'আহ], হা.নং: ৯৫৩)

৩১. ইবনু আবী শাইবাহ, *আল-মুছান্নাফ*, খ.৬,পৃ.১৮১, খ.৭,পৃ.৪৭৭

৩২. কোনো কোনো রিওয়ায়াতে রয়েছে যে, এ সময় 'আয়িশা (রা.) নিচের এ চরণটি আবৃত্তি করেছিলেন-

আবূ বাকর (রা.) এই কবিতা শুনে রাগান্বিত ব্যক্তির মতো চোখ তুলে 'আয়িশা (রা.)-এর প্রতি তাকালেন এবং বললেন, হে আদুরে কন্যা, না এরূপ নয় (অর্থাৎ এ কবিতা পাঠ করো না।); বরং এখন অবস্থা তা-ই, যা আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন-

﴿وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنتَ مِنْهُ تَحِيدُ﴾

-"মৃত্যুযন্ত্রণা অবশ্যই আসবেই, যা থেকে তুমি বাঁচতে চাও।" (আল-কুর'আন, ৫০ [সূরা কাফ]:১৯) [৩৩]

ছাবিত (রা.) থেকে বর্ণিত, আবূ বাকর (রা.) এ সময় কবিতার এ চরণটি আবৃত্তি করলেন,

لاَ تَزَالُ تَنْعَى حَبِيبًا حَتَّى تَكُونَهُ ... وَقَدْ يَرْجُو الْفَتَى رَجًا يَمُوتُ دُونَهُ.

-"তুমি তো প্রতিনিয়ত এক একজন বন্ধুর মৃত্যুর সংবাদ শুনাও। অবশেষে তুমিই মৃত্যুমুখে পতিত হবে। যুবক তো অনেক আশাই বুনে; কিন্তু এ সব আশার জাল ছিন্ন করে তাকেও মৃত্যুবরণ করতে হয়।"[৩৪]

অবশেষে শেষ সময় উপস্থিল হলো। তিনি মৃত্যুর লক্ষণ টের পেয়ে অবিরতভাবে এ দু'আ পাঠ করতে লাগলেন- تَوَفَّنِي مُسْلِماً وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ -"হে আমার প্রভু, আপনি আমাকে মুসলিম রূপে মৃত্যু দিন এবং আমাকে সৎকর্মপরায়ণদের অন্তর্ভুক্ত করুন।"[৩৫] অবশেষে মাগরিবের পর 'ইশার আগেই চিরবিদায় নেন। এ দিনটি ছিল হিজরী ত্রয়োদশ সনের ২২ শে জুমাদাছ ছানিয়াহ/ ৬৩৪ খ্রিস্টাব্দের ২৩শে আগষ্ট, সোমবার[৩৬]। মৃত্যুর

لعمرك ما يغني الثراء عن الفتى ... إذا حشرجت يوماً وضاق بها الصدر

-"তোমার জীবনের শপথ! ধন-ঐশ্বর্য যুবকের কোনোই উপকারে আসবে না, যখন প্রাণ কণ্ঠাগত হয় এবং এ কারণে বক্ষস্থল সংকীর্ণ হয়ে আসে।" (ইবনু সা'দ, *আত-তাবাকাতুল কুবরা*, খ.৩, পৃ.১৯৬; সুয়ূতী, *তারীখুল খুলাফা*, পৃ.৩৩)

অন্য একটি রিওয়ায়াতে রয়েছে, আয়িশা (রা.) এ সময় নিচের এ চরণটিও আবৃত্তি করেছিলেন-

من لا يزال دمعه مقنعا ... فإنه لا بد مرة مدفوق.

-"যার অশ্রুধারা সতত প্রবহমান, তা তো একবার উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠবেই।"(ইবনু সা'দ, *আত-তাবাকাতুল কুবরা*, খ.৩, পৃ.১৯৬; সুয়ূতী, *তারীখুল খুলাফা*, পৃ.৩৩)

৩৩. ইবনু সা'দ, *আত-তাবাকাতুল কুবরা*, খ.৩, পৃ.১৯৭; তাবারী, *তারীখুল উমাম ওয়াল মুলূক*, খ.২,পৃ.২১৭;সুয়ূতী, *তারীখুল খুলাফা*, পৃ.৩৩

৩৪. ইবনু আবী শায়বাহ, *আল-মুছান্নাফ*, খ.৮,পৃ.২৯৩; ইবনু সা'দ, *আত-তাবাকাতুল কুবরা*, খ.৩, পৃ.১৯৮

৩৫. তাবারী, *তারীখুল উমাম ওয়াল মুলূক*, খ.২,পৃ.২১৭; ইবনুল আছীর, *আল-কামিল*, খ.১,পৃ.৩৯৫

৩৬. কোনো কোনো গ্রন্থে তাঁর মৃত্যুর দিন মঙ্গলবার রাত উল্লেখ করা হয়েছে। (সুয়ূতী, *তারীখুল খুলাফা*, পৃ.২৩) উল্লেখ্য যে, চান্দ্র হিসাব মতে এ রাতটি যদিও মঙ্গলবার রূপে পরিগণিত হয়; কিন্তু সৌর হিসাব মতে এ রাতটি সোমবারের মধ্যে গণ্য হবে।

সময় তাঁর বয়স হয়েছিল ৬৩ বছর এবং খিলাফাতকাল ছিল দু'বছর তিন মাস দশ দিন, মতান্তরে দু বছর তিন মাস ছাব্বিশ দিন।[৩৭]

আবূ বাকর (রা.)-এর অসিয়্যাত অনুযায়ী সে রাতেই তাঁর স্ত্রী আসমা' বিনতু 'উমাইস (রা.) তাঁকে গোসল দেন এবং সে রাতেই মাসজিদে নাবাবীর মধ্যে 'উমার (রা.) তাঁর জানাযার নামায পড়ান।[৩৮] অতঃপর 'উমার, 'উছমান, তালহা ও 'আবদুর রাহমান ইবনু আবী বাকর (রা.) প্রমুখ তাঁকে কাবরে নামালেন। তাঁরা আবূ বাকর (রা.)কে এমনভাবে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর পার্শ্বে শোয়ালেন যে, তাঁর মাথা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর পবিত্র কাঁধ পর্যন্ত এসেছিল।[৩৯]

এ ক্ষেত্রে একটি চমকপ্রদ বিষয় হলো, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যত বৎসর বয়সে এবং যে দিন মৃত্যুবরণ করেছিলেন, তাঁর গুহার একান্ত সাথী ও তাঁর স্থলাভিষিক্ত খালীফাও ঠিক একই বয়সে এবং একই দিনে মৃত্যুবরণ করলেন। এ যেন তাঁর ইচ্ছা-মৃত্যু বলা যায়। আবূ বাকর (রা.) যেন গভীর গোপনে মনে মনে আল্লাহর নিকট এ প্রার্থনাই করতেন, "হে আল্লাহ, আমার পিয়ারা রাসূল যতদিন বেঁচে গেছেন, আমি যেন তাঁর চেয়ে বেশি না বাঁচি।" এ কথার কিছুটা সমর্থনও পাওয়া যায়। ইতঃপূর্বে

---

৩৭. ইবনু সা'দ, *আত-তাবাকাতুল কুবরা*, খ.৩, পৃ.২০১-২
কোনো কোনো ঐতিহাসিক তাঁর খিলাফাতকাল তিন মাস সাত দিনও উল্লেখ করেছেন। (আল-মুহিব্ব আত-তাবারী, *আর-রিয়াদ..*, পৃ.১২৬)

৩৮. ইবনু সা'দ, *আত-তাবাকাতুল কুবরা*, খ.৩, পৃ.২০৪-৭
কোনো কোনো রিওয়ায়াত থেকে জানা যায় যে, 'আলী (রা.)ই আবূ বাকর (রা.)কে গোসল দেন। তবে এ রিওয়ায়াতটি প্রমাণসিদ্ধ নয়। বিশুদ্ধ রিওয়ায়াত মতে, আসমা' (রা.)ই স্বামী আবূ বাকর (রা.)-এর অসিয়্যাত অনুযায়ী তাঁকে গোসল দেন। (মালিক, *আল-মুওয়াত্তা*, [কিতাবুল জানা'য়িয], হা.নং: ৪৬৬) বর্ণিত রয়েছে, আসমা' (রা.) গোসল দেয়ার পর বের হয়ে উপস্থিত মুহাজিরগণকে জিজ্ঞেস করেন, -إني صائمة، وهذا يوم شديد البرد، فهل علي غسل ؟ "আমি একজন রোযাদার। এখন প্রচণ্ড ঠাণ্ডাও পড়ছে। আমার কি গোসল করার প্রয়োজন রয়েছে?" মুহাজিরগণ জবাব দিলেন, না। (ইবনু সা'দ, *আত-তাবাকাতুল কুবরা*, খ.৩, পৃ.২০৪)

৩৯. ইবনু সা'দ, *আত-তাবাকাতুল কুবরা*, খ.৩, পৃ.২০৮-৯
কোনো কোনো রিওয়ায়াত থেকে জানা যায় যে, একই মাটি থেকে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম), আবূ বাকর ও 'উমার (রা.)কে সৃষ্টি করা হয় এবং এ কারণে তাঁদের তিনজনই একই জায়গায় সমাহিত হবার সৌভাগ্য লাভ করেন। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, - وإِنِّي وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ خُلِقْنَا مِنْ تُرْبَةٍ وَاحِدَةٍ، وَفِيهَا نُدْفَنُ . "আমাকে এবং আবূ বাকর ও 'উমারকে একই মাটি থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে। কাজেই আমরা একই জায়গায় সমাহিত হবো।" (সুয়ূতী, *জামি'উল আহাদীছ*, হা.নং: ২০৭৭৬; দায়লামী, *আল-ফিরদাউস*, ৬০০৮) আহমাদ রিযা খান *'ফাতাওয়া আফ্রিকিয়্যাহ'* (পৃ.৯৯)-এর মধ্যেও হাদীসটি নকল করেছেন। তবে এ হাদীসটি বিশুদ্ধ নয়, অত্যন্ত দুর্বল। এ হাদীসের রাবীদের মধ্যে কেউ কেউ তো অভিযুক্ত, আবার অনেকেই মাজহুল (অপরিচিত)ও রয়েছেন। (ইবনুল জাওযী, *আল-মাওদূ'আত*, খ.১,পৃ.৩২৮; সুয়ূতী, *আল-লা'আলী..*, খ.১,পৃ.২৮৩-৪)

উল্লেখ করা হয়েছে, মৃত্যুর দিন সকালে আবূ বাকর (রা.) 'আয়িশা (রা.)কে জিজ্ঞেস করলেন, "'আয়িশা, আজ কি বার?" 'আয়িশা (রা.) বললেন, "আজ সোমবার।" আবূ বাকর (রা.) উল্লসিত হয়ে বললেন, "এ দিনে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মৃত্যুবরণ করেছেন। আমার মনে হচ্ছে, আমিও আজ মৃত্যুবরণ করবো।" ঘটলোও ঠিক তা-ই। কী চমৎকার বন্ধু-প্রীতি! এর কোনো তুলনাই হয় না! আরো চমকপ্রদ বিষয় হলো, দ্বিতীয় খালীফা 'উমার (রা.)ও একই বয়সে অর্থাৎ ৬৩ বৎসর বয়সে শাহাদাত বরণ করেন। আনাস ইবনু মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম), আবূ বাকর ও 'উমার (রা.) তিন জনই ৬৩ বৎসর বয়সে ইহলোক ত্যাগ করেন।[৪০]

সাহাবা কিরামের মধ্যে শোকের ছায়া

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর ওফাতের পর আবূ বাকর (রা.)-এর মৃত্যু ছিল মাদীনাবাসীদের জন্য প্রথম বড় দুঃসংবাদ। এ খবর ছড়িয়ে পড়ার সাথে সাথে গোটা শহরে ক্রন্দনের রোল পড়ে যায় এবং রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর ওফাতের দিনের চিত্র পুনরায় মানুষের চোখে ভেসে ওঠে। 'উমার (রা.) তাঁর মৃত্যু সংবাদ শুনে বললেন,

رَضِيَ اللّٰهُ عَنْكَ يَا أَبَا بَكْرٍ، لَقَدْ أَتْعَبْتَ مَنْ جَاءَ بَعْدَكَ.

"আবূ বাকর, আল্লাহ তা'আলা আপনার ওপর সন্তুষ্ট হোন! আপনি দুনিয়া থেকে চলে গিয়ে জাতিকে বিরাট কষ্টে ফেলে দিলেন! আপনার মতো হওয়া তো দূরের কথা, পরবর্তীদের আপনার নিকটে পৌছতে পারাও দুঃসাধ্য ব্যাপার।"[৪১]

উম্মুল মু'মিনীন 'আয়িশা (রা.) বললেন,

رَحِمَكَ اللّٰهُ يا أبت، لقدْ قُمْتَ بِالدينِ حِيْنَ وهي سعيُه، وتفاقمَ صدعُه، ورحبَتْ جوانبُه، وبغضْتَ ما أصْغَوا إليه، وشمّرْتَ فيما وَنَوْا عنه، واستخْفَفْتَ مِن دنياك ما استوطَنُوا، وصغّرتَ منها ما عظّموا، ولَمْ تهضمْ دينَك، ولَمْ تنْسَ غَدَك، فَفَازَ عندَ الْمساهمةِ قدْحُك، وخفٌّ مِمّا استوزَرُوا ظهرُك حتّى قرّرت الرؤوس على كواهِلِها، وحقنت الدماء في أهبِها يعني فِي الْأجسادِ،

---

৪০. মুসলিম, *আস-সাহীহ,* (কিতাবুল ফাদা'য়িল), হা.নং: ৪৩৩১; আহমাদ, *আল-মুসনাদ,* হা. নং:১৬৯২৫

৪১. তাবারানী, *আল-মু'জামুল কাবীর,* হা.নং: ৩৬

فَنضَّر الله وجهَك، وشكرَ لكَ صالِحَ أمْرِك؛ فلقدْ كُنْتَ لِلدُّنيا مُذِلاًّ بإعْرَاضِك عنها، ولِلْآخرةِ مُعِزًّا بإقبالِك عليها، وَلَئِنْ كان أجل بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم رزؤك وأعْظَمُها فَقْدَك، إنَّ كتابَ الله ليعد بالعزاء عنك حسنَ العوضِ منك، فأنا اتّنجزُ من الله موْعِدَه فيْك بالصبر عليك، وأسْتَعِيْضُه مِنْك الدعاء لك، فإنا لله وإنا إليه راجعون وعليك السلام ورحمة الله، توديعٌ غيْرُ قاليةٍ لِحَياتِك، ولا زاريةٌ على القضاء فيك.

-"…. আল্লাহ তা'আলা আপনার চেহারাকে সজীব রাখুন এবং আপনাকে উত্তম কাজের ভালো প্রতিফল দান করুন! আপনি দুনিয়া থেকে মুখ ফিরিয়ে রেখে একে হেয় প্রতিপন্ন করেছেন, অপরদিকে আখিরাত অভিমুখী জীবনযাপন করে তাকে মহামর্যাদা দান করেছেন। যদিও রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর পর আপনার মৃত্যু আমাদের জন্য সবচেয়ে বড় বিপদ; কিন্তু আল্লাহর কিতাব আমাদেরকে ধৈর্য ধারণের বিনিময়ে উত্তম প্রতিফল দানের প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। আমি আল্লাহর নিকট ধৈর্যধারণের মাধ্যমে তাঁর সে উত্তম বিনিময় দানের অঙ্গীকার পূরণের জন্য প্রার্থনা করছি। ইন্না লিল্লাহ…। আপনি আমার এ বিদায়ী সালাম গ্রহণ করুন। আপনার জীবনে আমি কখনো আপনার সাথে বিবাদ করিনি এবং আপনার মৃত্যুর পরও অস্থির হয়ে পড়িনি।"[৪২]

'আলী (রা.)-এর প্রতিক্রিয়া

'আলী (রা.) আবূ বাকর (রা.)-এর মৃত্যুখবর শুনে অত্যন্ত মর্মাহত হন। তিনি ইন্না লিল্লাহ …পাঠ করতে করতে ঘর থেকে আসেন এবং বলেন, الْيَوْمَ انْقَطَعَتْ خَلَافَةُ النُّبُوَّةِ. -"আজ থেকে নুবুওয়াতের খিলাফাত ছিন্ন হয়ে গেলো।" অতঃপর আবূ বাকর (রা.)-এর ঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে তিনি এক অত্যন্ত আবেগপূর্ণ বক্তব্য দেন। এতে তিনি আবূ বাকর (রা.)-এর পবিত্র জীবনের একটি উত্তম চিত্র অঙ্কন করেছেন। এ বক্তব্যটি অতি দীর্ঘ; তবুও এখানে আমরা তাঁর বক্তব্যটি হুবহু উল্লেখ করবো, যাতে আবূ বাকর ও 'আলী (রা.)-এর পারস্পরিক সম্পর্ককে ভিত্তি করে কোনো ভুল ধারণা সৃষ্টি হয়ে থাকলে তা এর দ্বারা নিরসন হয়ে যায়।

---

৪২. ইবনু 'আসাকির, *তারীখু দিমাশক*, খ.৩০,পৃ.৪৪২-৩; আল-মুহিব্ব আত-তাবারী, *আর-রিয়াদুন নাদিরাতু..*, পৃ.১২৯

يرحمك الله يا أبا بكر كنت إلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنسه ومستراحه وثقته وموضع سره ومشاورته كنت أول القوم إسلاماً وأخلصهم إيماناً وأشدهم يقيناً وأخوفهم لله وأعظمهم غناء في دين الله وأحوطهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحدبهم على الإسلام وأيمنهم على أصحابه وأحسنهم صحبة وأكثرهم مناقب وأفضلهم سوابق وأرفعهم درجة وأقربهم وسيلة وأشبههم برسول الله صلى الله عليه وسلم هدياً وسمتاً ورحمة وفضلاً وأشرفهم منزلة وأكرمهم عليه وأوثقهم عنده فجزاك الله عن الإسلام وعن رسوله خيراً كنت عنده بمنزلة السمع والبصر صدقت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين كذبه الناس فسماك الله عز وجل في تنزيله صديقاً فقال: " والذي جاء بالصدق وصدق به " الذي جاء بالصدق محمد صلى الله عليه وسلم وصدق به أبو بكر واسيته حين بخلوا وقمت به عند المكاره حين عنه قعدوا وصحبته في الشدة أكرم الصحبة ثاني اثنين وصاحبه في الغار والمنزل عليه السكينة ورفيقه في الهجرة خلفته في دين الله وأمته أحسن الخلافة حين ارتد الناس وقمت بالأمر ما لم يقم به خليفة نبي فنهضت حين وهن أصحابك وبرزت حين استكانوا وقويت حين ضعفوا ولزمت منهاج رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ هموا كنت خليفة حقاً لم تنازع ولم تصدع بزعم المنافقين وكبت الكافرين وكره الحاسدين وغيظ الباغين وقمت بالأمر حين فشلوا وثبت حين تتعتعوا ومضيت بنور الله إذ وقفوا فاتبعوك فهدوا وكنت أخفضهم صوتاً وأعلاهم فوقاً وأمثلهم كلاماً وأصوبهم منطقاً وأطولهم صمتاً وأبلغهم قولاً وأشجعهم نفساً وأعرفهم بالأمور وأشرفهم عملاً كنت والله للدين يعسوباً ولا حين نفر عنه الناس وآخرا حين أقبلوا كنت للمؤمنين أباً رحيماً صاروا عليك عيالاً فحملت أثقال ما ضعفوا ورعيت ما أهملوا وحفظت ما أضاعوا وعلمت ما جهلوا شمرت إذ خفضوا وصبرت إذ جزعوا فأدركت أوتار ما طلبوا وراجعوا رشدهم برأيك فظفروا ونالوا بك ما لم يحتسبوا كنت على الكافرين عذاباً صباً ولهباً وللمؤمنين رحمة وإنساً وحصناً

فطرت والله بغنائها وفزت بحبائها وذهبت بفضائلها وأدركت سوابقها لم تفلل حجتك ولم تضعف بصيرتك ولم تجبن نفسك ولم يرع قلبك ولم يخر كنت كالجبل الذي لا تحركه القواصف ولا تزيله العواصف وكنت كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمن الناس علينا في صحبتك وذات يدك وكنت كما قال ضعيفاً في بدنك قوياً في أمر الله متواضعاً في نفسك عظيماً عند الله جليلاً في أعين الناس كبيراً في أنفسهم لم يكن لأحد فيك مغمز ولا لقائل فيك مهمز ولا لأحد فيك مطمع ولا لمخلوق عندك هوادة الضعيف الذليل عندك قوي عزيز حتى تأخذ بحقه والقوي عندك ضعيف ذليل حتى تأخذ منه الحق القريب والبعيد عندك في ذلك سواء أقرب الناس إليك أطوعهم لله وأتقاهم له شأنك الحق والصدق والرفق قولك حكم وحتم وأمرك حلم وحزم ورأيك علم وعزم فأقلعت وقد نهج السبيل وسهل العسير وأطفيت النيران واعتدل بك الدين وقوي بك الإيمان وثبت الإسلام والمسلمون وظهر أمر الله ولو كره الكافرون فسبقت والله سبقاً بعيداً وأتعبت من بعدك إتعاباً شديداً وفزت بالخير فوزاً مبيناً فجللت عن البكاء وعظمت رزيتك في السماء وهدت مصيبتك الأنام فإنا لله وإنا إليه راجعون رضينا عن الله قضاءه وسلمنا له أمره فوالله لن يصاب المسلمون بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثلك أبداً كنت للدين عزاً وحرزاً وكهفاً وللمؤمنين فئة وحصناً وغيثاً وعلى المنافقين غلظة وغيظاً فألحقك الله بنبيك صلى الله عليه وسلم ولا حرمنا أجرك ولا اضلنا بعدك فإنا لله وإنا إليه راجعون.

-“হে আবূ বাকর, আল্লাহ আপনার ওপর রাহমাত বর্ষণ করুন! আপনি ছিলেন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর অন্তরঙ্গ বন্ধু, বিপদের সহায়, সমবেদনা জ্ঞাপনকারী, রহস্যের আধার, বিশ্বস্ত সাথী ও সকল কাজের পরামর্শ দাতা। আপনি হলেন সর্বপ্রথম ইসলাম গ্রহণকারী এবং সর্বাপেক্ষা সাচ্চা ও সুদৃঢ় ঈমানদার। আপনি হলেন সর্বাধিক আল্লাহভীরু। আল্লাহর দীনের ব্যাপারে আপনি ছিলেন সর্বাপেক্ষা সমৃদ্ধ চিন্তার অধিকারী।... .... রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু

'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সাহচর্যের প্রকৃত হক আদায়কারী, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর দরবারে সর্বাপেক্ষা অধিক নৈকট্যপ্রাপ্ত, আপনার গুণাবলি অসংখ্য ও অসীম, আপনার মর্যাদা অতি উচ্চ, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর একান্ত বিশ্বস্ত ব্যক্তি, মহান মর্যাদা ও সম্মানের অধিকারী....। আল্লাহ তা'আলা আপনাকে ইসলামের পক্ষ থেকে এবং রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর পক্ষ থেকে উত্তম বিনিময় দান করুন! আপনি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)- পাশে কান ও চোখের মতো ছিলেন। হে আবূ বাকর, আপনি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর ওপর এমন সময় বিশ্বাস স্থাপন করেছিলেন, যখন দুনিয়ার সমস্ত লোক তাঁর প্রতি অবিশ্বাস করেছিল। আল্লাহ তা'আলা তাঁর পবিত্র কিতাবে আপনার নাম রেখেছেন 'আছ্ছিদ্দীক'। আপনার শানে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, والذي جاء بالصدق وصدق به। আপনি ইসলামের জন্য আপনার ধন-সম্পদ এমন সময়ে অকাতরে ব্যয় করেছেন, যখন সকল মানুষই কার্পণ্য করেছে। সাহাবা কিরামের মধ্যে আপনাকেই রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ছাওর গুহার সাথী এবং দু'জনের একজন বলা হয়েছে। গুহার মুখে শত্রুর আভাস পেয়ে আপনি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর জন্য অস্থির হয়ে পড়লে আপনাকে আল্লাহ তা'আলার তরফ থেকে সান্ত্বনা প্রদান করা হয়েছিল। আপনি খিলাফাতের যাবতীয় কর্তব্য অতীব সুন্দরভাবে পালন করেছেন। লোকজন যখন দুর্বল হয়ে পড়েছিল, তখন আপনি ছিলেন পূর্ণ কর্মতৎপর। যখন তারা অক্ষম হয়ে পড়েছিল তখন আপনি পূর্ণ শক্তি নিয়ে প্রকাশ পেয়েছিলেন। আপনি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর আদর্শকে সে সময় আঁকড়ে ধরেছিলেন, যখন তারা তা থেকে বিচ্যুত হয়ে পড়েছিল। আপনি কোনোরূপ বিতর্ক ও অনৈক্য ছাড়াই খালীফা নির্বাচিত হয়েছিলেন, যদিও এ নির্বাচন মুনাফিকদের ক্রোধ ও কাফিরদের মনোবেদনা এবং বিশৃঙ্খলাসৃষ্টিকারী বিদ্রোহীদের হিংসার কারণে পরিণত হয়েছিল। যখন লোকজন দুর্বল হয়ে পড়েছিল, তখন আপনি সত্যের ওপর অবিচল ছিলেন। যখন তাদের অবস্থান নড়বড়ে হয়ে যায়, তখন আপনি অনড় ছিলেন। যখন তারা বিচলিত হয়ে যায়, তখন আপনি আল্লাহর নূর নিয়ে সামনে অগ্রসর হয়েছেন। অবশেষে তারা আপনাকে অনুসরণ করেছে এবং হিদায়াত লাভ করেছে। তাদের তুলনায় আপনার আওয়ায ক্ষীণ ছিল; কিন্তু সবার চেয়ে আপনার মর্যাদা অধিক, আপনার কথোপকথন অত্যন্ত সুশৃঙ্খল ও সঠিক ছিল। আপনি ছিলেন স্বল্পভাষী। আপনার বক্তব্য সবচেয়ে অলঙ্কারপূর্ণ ছিল। বীরত্বের দিক দিয়ে আপনি ছিলেন সবার চেয়ে অগ্রগামী। আপনি বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে যথেষ্ট বিজ্ঞ ছিলেন। সঠিক 'আমালের

দিক দিয়ে আপনি সবার চেয়ে উত্তম ছিলেন। আপনি দীনের প্রথম নেতা ছিলেন। যখন লোকেরা দীন ছেড়ে চলে যায়, তখন আপনি ছিলেন কঠোর। যখন তারা পুনরায় দীনের দিকে ফিরে আসে, তখন আপনি ছিলেন মু'মিনদের জন্য অত্যন্ত দয়ালু নেতা। যে ভারী বোঝা তারা ওঠাতে সক্ষম হয়নি, তা আপনি উঠিয়েছেন। লোকেরা যে সকল বস্তু ছেড়ে রেখেছে, তা আপনি হিফাযাত করেছেন। যা কিছু তারা হারিয়েছে আপনি তা সংরক্ষণ করেছেন। তারা যা জানতো না, তা আপনি তাদেরকে শিখিয়েছেন। যখন তারা ক্লান্ত ও অক্ষম হয়ে পড়ে, তখন আপনি পূর্ণ কার্যক্ষম ছিলেন। যখন তারা ভীত হয়ে পড়ে, তখন আপনি সহনশীলতার সাথে কাজ করেন। যখন তারা হিদায়াতের জন্য আপনার আদর্শ গ্রহণ করে তখন তারা সফলতা অর্জন করে এবং তারা এমন কিছু লাভ করে যা তারা কল্পনাও করে না। আপনি কাফিরদের জন্য আযাবের বৃষ্টি এবং অগ্নির প্রজ্জ্বলিত শিখা ছিলেন এবং মু'মিনদের জন্য ছিলেন রাহমাত ও আশ্রয়স্থল। আপনি বিভিন্ন গুণ ও বৈশিষ্ট্য অর্জন করেছিলেন। আপনাকে যেগুলো প্রদান করা হয়েছিল, আপনি তার উত্তমগুলোই অর্জন করেছিলেন। আপনার যুক্তি পরাভূত হয়নি, আপনার দৃষ্টি ক্ষীণ হয়নি, আপনার মন দুর্বল হয়নি। আপনার অন্তরে ভীতির সঞ্চার হয়নি এবং তা কখনো দুর্বল হয়ে যায়নি। আপনি ছিলেন ঐ পাহাড়ের মতো, যেটাকে কোনো ঝড়ও নাড়াতে পারেনি। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর বক্তব্য অনুযায়ী আপনি বন্ধুত্ব ও সম্পদ দ্বারা সবচেয়ে উত্তম খিদমাত করেছেন। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর বক্তব্য অনুযায়ী দৈহিক দিয়ে যদিও আপনি জীর্ণ ছিলেন; কিন্তু আল্লাহর বিধি-বিধানের ব্যাপারে ছিলেন খুবই শক্তিশালী। আপনি মনের দিক দিয়ে ছিলেন অত্যন্ত বিনয়ী, আল্লাহর নিকট মর্যাদাশীল এবং লোকদের চোখে অত্যন্ত সম্মানিত। আপনার প্রতি কেউ বিদ্রূপ করতে পারেনি এবং আপনার সামনে কেউ বাকচাতুরী করতে সাহস পায়নি। আপনার প্রতি কারো বিদ্বেষ ছিল না, আপনি কারো প্রতি পক্ষপাতিত্ব করেননি। দুর্বল ও নীচ ব্যক্তিও আপনার নিকট ছিল শক্তিশালী। কেননা আপনি তার অধিকার বা দাবি আদায় করে দিতেন। অপরদিকে শক্তিশালী ব্যক্তিও আপনার নিকট দুর্বল ছিল। কেননা আপনি তাদের নিকট থেকে অন্যের দাবি আদায় করে দিতেন। দূরবর্তী -নিকটবর্তী উভয় প্রকার লোকই আপনার নিকট সম্মানিত ছিল। যে ব্যক্তি আল্লাহকে বেশি ভয় করে চলতেন, তিনিই আপনার নিকট অধিক প্রিয় ছিলেন। সততা ও বিনয় ছিল আপনার ভূষণ, আপনার কথা ছিল অকাট্য, কার্যক্রম ছিল সহনশীলতা ও দূরদর্শিতাপূর্ণ। আপনার মতামত ছিল জ্ঞানগর্ভ ও দৃঢ়তাপূর্ণ। আপনি এ অবস্থায় দুনিয়া ত্যাগ করে যাচ্ছেন, যখন পথ নিষ্কন্টক হয়েছে, বিপদাপদ সহজ হয়ে গেছে, আগুন নির্বাপিত হয়ে গেছে, দীন সঠিক

পথে এসে পৌঁছেছে, ঈমান শক্তিশালী হয়েছে, ইসলাম ও মুসলিমদের অবস্থা দৃঢ় ও স্থায়ী হয়েছে, আল্লাহর বিধান সফলতা অর্জন করেছে, যদিও এতে কাফিরদের বিরোধিতা ছিল। আল্লাহর কাসাম, আপনি এমন দ্রুত অগ্রসর হয়েছেন যে, আপনার পরবর্তীদেরকে তাক লাগিয়ে দিয়েছেন। আপনি কল্যাণ অর্জন করার ক্ষেত্রে মহা সাফল্য অর্জন করেছেন। আপনার ওপর আক্ষেপ করা হবে- এমন কিছু থেকে আপনি অনেক উর্ধ্বে। আপনার মৃত্যুর বেদনা আকাশে অত্যন্ত দুঃখের সাথে অনুভূত হচ্ছে। আপনার বিচ্ছেদ সমস্ত পৃথিবীকে কাঁপিয়ে দিয়েছে। আমরা সবাই আল্লাহর জন্য এবং তাঁর দিকেই প্রত্যাবর্তনকারী, আল্লাহ প্রদত্ত ভাগ্যের ওপর আমরা সন্তুষ্ট আছি এবং আমাদের সকল বিষয় তাঁর ওপর সোপর্দ করে দিয়েছি। আল্লাহর কাসাম, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর ওফাতের পর আপনার মৃত্যুর মতো এমন বিপদ মুসলিমদের ওপর পতিত হয়নি। আপনি ছিলেন দীনের গৌরব ও আশ্রয়স্থল। আপনি মুসলিমদের জন্য ছিলেন দুর্গ ও (দয়ার) বারিসদৃশ এবং মুনাফিকদের জন্য কঠোর। আল্লাহ আপনাকে আপনার নাবীর সাথে মিলিত করুন! তিনি যেন আমাদেরকে আপনার পরে আপনার প্রতিদান থেকে বঞ্চিত না করেন অথবা আপনার পথ থেকে পথভ্রষ্ট না করেন- এ কামনাই পোষণ করি। إنا لله وإنا إليه راجعون "

উপস্থিত সকলেই তাঁর এ বক্তব্য শেষ পর্যন্ত নিরবে শোনলেন, তারপর সকলে কাঁদলেন এবং বললেন, صَدَقْتَ، يَا خَتَنَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم. -"হে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর জামাতা, আপনি সত্য কথাই বলেছেন।"[৪৩]

ফেরেশতার অভ্যর্থনা

আবূ বাকর (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদিন আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সামনে পবিত্র কুর'আন থেকে নিম্নের এ আয়াতটি তিলাওয়াত করি-

﴿يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ . ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً﴾

-"হে প্রশান্ত অন্তর! তুমি তোমার রাব্বের নিকট ফিরে যাও সন্তুষ্ট ও সন্তোষভাজন হয়ে।" (আল-কুর'আন, ৮৯ [সূরা আল-ফাজর]: ২৭-২৮)

এরপর আমি আরয করি, ! مَا أَحْسَنَ هَذَا، يا رسول الله -"ইয়া রাসূলাল্লাহ, এটা কতোই

---

৪৩. ইবনু 'আসাকির, *তারীখু দিমাশক*, খ.৩০,পৃ.৪৩৮-৪৪২; আল-মুহিব্ব আত-তাবারী, *আর-রিয়াদুন নাদিরাতু..*, পৃ.১২৮

না সুন্দর কথা!" রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, يا أبا بكر ! أما إنَّ الْمَلَكَ سَيَقُولُ لَكَ هَذَا عِنْدَ الْمَوْتِ. -" হ্যাঁ, আবূ বাকর! তোমার মৃত্যুর সময় ফেরেশতা তোমাকে এ কথাই বলবে।"[৪৪]

উপসংহার

আবূ বাকর (রা.)-এর জীবন, চরিত্র ও কর্ম যে কতো মহান ও সুন্দর, তা আগে বুঝিনি। তাঁর সম্পর্কে বিস্তারিত অধ্যয়ন করার পর এখন দৃঢ় কণ্ঠে বলতে পারি যে, তাঁর মধ্যে যাবতীয় মানবীয় গুণাবলি পূর্ণ বিকাশ লাভ করেছিল। তাঁর জীবনের আগাগোড়াই পবিত্র ও সমুজ্জ্বল কীর্তিতে ভরপুর। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর শিক্ষা, আদর্শ ও চিন্তাধারার পরিপূর্ণ রূপায়ণ আবূ বাকর (রা.)-এর মধ্যে দেখতে পাই। তিনি ঈমান, 'ইলম, 'আমাল ও আখলাক প্রভৃতি ক্ষেত্রে এমন স্তরে অবস্থান করছিলেন, যা ছিল নুবুওয়াতের নিচে; কিন্তু অন্য সব স্তরের ঊর্ধ্বে।

আবূ বাকর (রা.) খালীফা হবার পর অল্প সময়ের মধ্যে ইসলাম ও মুসলিম জাতির জন্য যে সকল ভূমিকা ও অবদান রেখে গেছেন, এক কথায় তা অতুলনীয়। আবূ বাকর (রা.) না থাকলে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর ওফাতের সাথে সাথে ইসলামেরও অবসান ঘটতো, এরূপ মন্তব্যও কেউ কেউ করেছেন। এ মন্তব্য যে, একেবারে ভিত্তিহীন তা বলা যায় না। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর ওফাতের পর বিদ্রোহীরা যেভাবে মাথা তুলে দাঁড়িয়েছিল এবং রোমান ও পারসিকরা যেভাবে বিপুল শক্তি নিয়ে ইসলামকে নির্মূল করার জন্য চতুর্দিক থেকে ধেয়ে আসছিল, সে অবস্থায় আবূ বাকর (রা.) আল্লাহপ্রদত্ত যোগ্যতা ও ক্ষমতা বলে অসাধ্য সাধন করেছিলেন। তিনি অতি অল্প সময়ের মধ্যে সকল অভ্যন্তরীণ বিদ্রোহ দমন করে ইরাক ও শামে সফলভাবে অভিযান পরিচালনা করেছিলেন। এভাবে আবূ বাকর (রা.) দ্বিতীয়বারের মতো সমগ্র আরবদেশ জয় করে ইসলামের ভিত্তিভূমিকে সুদৃঢ় করলেন। শুধু তা-ই নয়; খণ্ড খণ্ড গোত্রীয় শাসনের অবসান ঘটিয়ে তিনি একটি প্রতিনিধিত্বমূলক জনকল্যাণধর্মী আদর্শ রাষ্ট্রের গোড়াপত্তন করলেন। অধিকন্তু, তখন আরব আর আপন সীমানার মধ্যে আবদ্ধ থাকলো না। ইরাক ও শাম যখন বিজিত হলো, সমগ্র পৃথিবী বিস্ময়ে তাকিয়ে দেখলো, আরবের মরুভূমিতে এক নতুন বিশ্বশক্তির আবির্ভাব হয়েছে। এ কারণে বলতে হয় যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর ওফাতের পর যে মহান ব্যক্তি

---

৪৪. ইবনু আবী হাতিম, *আত-তাফসীর*, খ.১২,পৃ.৪০৫; 'আলী 'আল-হিন্দী, *কানযুল 'উম্মাল*, হা.নং: ৩৫৫৯১

ইসলামকে ধ্বংসের কবল থেকে রক্ষা করেছেন এবং একে একটি অপ্রতিরোধ্য বিশ্ব শক্তিরূপে প্রতিষ্ঠিত করেছেন এবং এ জন্য মুসলিম জাহানের ওপর যাঁর অপরিশোধ্য ঋণ রয়েছে, তিনি হলেন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর খালীফা আবূ বাকর আছ্-ছিদ্দীক (রা.)।

পৃথিবীর ইতিহাসে ইসলামের বিরাট বিরাট বিজয়, নিয়ম-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা এবং রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক ব্যবস্থাপনার জন্য খুলাফা রাশিদূনের মধ্যে 'উমার (রা.) যে অত্যন্ত সুখ্যাতি লাভ করেছেন, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। তবে তাঁর এ সুখ্যাতি লাভের মূলভিত্তি হলো আবূ বাকর (রা.)-এর মাত্র সোয়া দু'বছরের সাহসী ভূমিকা। বস্তুত আবূ বাকর (রা.) তাঁর বিজ্ঞোচিত সাহসী পদক্ষেপের মাধ্যমে অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব ও বিদ্রোহের মূলোৎপাটন করে যেভাবে আরবদেরকে একটি ঐক্যবদ্ধ শক্তিশালী জাতিতে পরিণত করেছিলেন, বলতে গেলে এর ওপর ভিত্তি করেই 'উমার (রা.) এবং তাঁর পরবর্তী খালীফাগণ খিলাফাতের সোনালী সৌধ নির্মাণ করতে সমর্থ হন। যদি আরবে এ ঐক্য সৃষ্টি না হতো, তা হলে 'উমার (রা.)-এর যুগে যে বিজয়গুলো সূচিত হয়েছিল তা কি সম্ভব হতো? বস্তুত আবূ বাকর (রা.)-এর হাতে তৈরি হাল ধরেই 'উমার (রা.) ও পরবর্তী খালীফাগণ খিলাফাতের তরীকে দিগন্তপ্রসারী মহাসমুদ্র পাড়ি দিয়ে কৃতিত্বের উপকূলে পৌঁছাতে পেরেছিলেন। এ কারণে 'উমার (রা.) সম্পর্কে বলা হয়, إِنَّ عُمَرَ حَسَنَةٌ مِنْ حَسَنَاتِ أَبِي بَكْرٍ. -"তিনি হলেন আবূ বাকর (রা.)-এর সুকর্মের একটি ফসল।"[৪৫] চতুর্থ খালীফা 'আলী (রা.) নিজেই অকপটে স্বীকার করেছেন, هَلْ أَنَا إِلَّا حَسَنَةٌ مِنْ حَسَنَاتِ أَبِي بَكْرٍ. -"আমি তো আবূ বাকর (রা.)-এর কর্মেরই একটি ফসল মাত্র।"[৪৬]

পৃথিবীর ইতিহাসে এমন কোনো শাসক বা দিগ্বিজয়ী আছে কি, যিনি পৃথিবীর ইতিহাস পাল্টিয়ে দিয়েছেন, অথচ না তাঁর মাথার ওপর ছিল স্বর্ণমুকুট, না ছিল তাঁর কোনো শান শওকত? তিনি একেবারে সাধারণ লোকের মতো থাকতেন, নিজে ঘরের কাজ করতেন, সাধারণ পোশাক পরিধান করতেন, সাধারণ খাদ্য খেতেন। একজন সাধারণ লোকও প্রকাশ্যে তাঁর নিকট উপস্থিত হতে পারতো, প্রকাশ্যে ও জনসমাবেশে তাঁকে যে কোনো প্রশ্ন করতে পারতো। এরূপ গণতন্ত্র ও সাম্য, বিনয় ও ভদ্রতা পৃথিবীর ইতিহাসে আর কোথাও কি দৃষ্টিগোচর হয়? 'উমার (রা) তাঁর খিলাফাত কালে যে সাম্য ও সামাজিক সুবিচারের উদাহরণ সৃষ্টি করেছিলেন, তা ঐ যুগের জন্য ছিল অদ্বিতীয়; কিন্তু

---

৪৫. ইবনু 'আসাকির, *তারীখু দিমাশক*, খ.৩০,পৃ.১২২; আল-মুহিব্বু আত-তাবারী, *আর-রিয়াদুন নাদিরাতু..*, পৃ.১৫১

৪৬. 'ইশারী, *ফাদা'য়িলু আবী বাকর আস-সিদ্দীক রা.*, হা.নং:২৯; ইবনু 'আসাকির, *তারীখু দিমাশক*, খ.৩০,পৃ.৩৮৩

আবূ বাকর (রা.)-এর নিঃস্বার্থপরতা, সরলতা ও ঔদার্য দেখে স্বয়ং 'উমার (রা.)ই মুগ্ধ-বিহ্বল হয়ে অত্যন্ত হতাশাব্যঞ্জক কণ্ঠে মন্তব্য করেন, لَقَدْ اَتْعَبْتَ مَنْ جَاءَ بَعْدَكَ. -"আপনি পরবর্তীদেরকে বড় কষ্টে ফেলে দিলেন।" অর্থাৎ খিলাফাতের সঠিক মাপকাঠি যদি এই হয়, তা হলে আপনার পরবর্তী খালীফাগণ তো কঠিন অসুবিধায় পড়ে যাবেন। কেননা আপনার এ আদর্শ পূর্ণরূপে অনুকরণ করে চলা কারো পক্ষেই সম্ভব হবে না।

সর্বশেষে আল্লাহ তা'আলার নিকট এই প্রার্থনা করি, আবূ বাকর (রা.)-এর জীবন, কর্ম, ত্যাগ ও সাধনা মুসলিম জাহানকে আবার নবপ্রেরণায় উদ্বুদ্ধ করুক!

وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ، وَصَلَّى اللهُ وَسَلَّمَ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ، وَّعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِيْنَ.

গ্রন্থপঞ্জি

ক. আল-কুর'আন

খ. আত-তাফসীর ও 'উলূমুল কুর'আন

খ. ১. তাফসীর

আলূসী, শিহাবুদ্দীন মাহমূদ, *রূহুল মা'আনী*, বৈরূত: দারু ইহ্য়াতিত তুরাছিল 'আরবী

ইবনু 'আদিল, আবূ হাফস 'উমার, *তাফসীরুল লুবাব ফী 'উলূমিল কিতাব*, বৈরূত: দারুল কুতুবিল 'ইলমিয়্যাহ, ১৯৯৮

ইবনু আবী হাতিম, আবূ মুহাম্মাদ আর-রাযী, *তাফসীরুল কুর'আনিল 'আযীম*, সায়দা: আল-মাকতাবাতুল 'আসরিয়্যাহ

ইবনু 'আশূর, মুহাম্মাদ, *আত-তাহরীর ওয়াত তানভীর*, তিউনিসিয়া : দারু সাহনূন, ১৯৯৭ ইবনু 'উজায়বাহ, আহমাদ, *আল-বাহরুল মাদীদ ফী তাফসীরিল কুর'আনিল মাজীদ*, বৈরূত: দারুল কুতুবিল 'ইলমিয়্যাহ, ২০০২

ইবনু কাছীর, আবুল ফিদা, *তাফসীরুল কুর'আনিল 'আযীম*, রিয়াদ ঃ দারু তাইয়্যিবাহ, ১৯৯৯

কুরতুবী, মুহাম্মাদ শামসুদ্দীন, *আল-জামি' লি-আহকামিল কুর'আনিল কারীম*, রিয়াদ: দারু 'আলামিল কিতাব, ২০০৩

খাযিন, 'আলাউদ্দীন 'আলী, *লুবাবুত তাভীল ফী মা'আনিত তানযীল, (তাফসীরু খাযিন)* বৈরূত: দারুল ফিকর, ১৯৭৯

ছা'লাবী, 'আব্দুর রাহমান,*আল-জাওয়াহিরুল হিসান ফী তাফসীরিল কুর'আন*, বৈরূত: মু'আসসাতুল আ'লামিয়্যু

তানতাভী, মুহাম্মাদ সাইয়্যিদ তানতাভী, *আত-তাফসীরুল ওয়াসিত*, http://www.altafsir.com

তাবারী, আবূ জা'ফার, *জামি'উল বায়ান ফী তাভীলিল কুর'আন*, বৈরূত ঃ মু'আস্সাসাতুর রিসালাহ, ২০০০

নিশাপূরী, নিযামুদ্দীন আল-হাসান, *গারা'য়িবুল কুর'আন ওয়া রাগা'য়িবুল ফুরকান (তাফসীরু নিশাপুরী)*, http:// www.altafsir.com

বাগাভী, মুহ্য়ুস সুন্নাহ, *মা'আলিমুত তানযীল*, রিয়াদ: দারু তাইয়্যিবাহ, ১৯৯৭

রাযী, ফাখরুদ্দীন মুহাম্মাদ,*মাফাতীহুল গায়ব*, বৈরূত: দারুল কুতুবিল 'ইলমিয়্যাহ,২০০০

শাওকানী, মুহাম্মাদ ইবনু 'আলী, *ফাতহুল কাদীর*, http://www.altafsir.com

শানকীতী, মুহাম্মাদ আল-আমীন,*আদওয়া'উল বায়ান*, বৈরূত: দারুল ফিকর, ১৯৯৫

শাফী, মুফতী মুহাম্মাদ, *মা'আরিফুল কুর'আন*, (অনু. ও সম্পা.: মাওলানা মুহীউদ্দীন খান), আল-মাদীনাতুল মুনাওয়ারাহ: বাদশাহ ফাহদ কুর'আন মুদ্রণ প্রকল্প, ১৪১৩ হি.

সুয়ূতী, জালালুদ্দীন, *আদ-দুররুল মানছূর ফিত তাভীলি বিল-মা'ছূর*, বৈরূত: দারুল ফিকর, ১৯৯৩

হাক্কী, ইসমা'ঈল, *রূহুল বায়ান ফী তাফসীরিল কুর'আন*, http://www.altafsir.com

খ. ২. 'উলূমুল কুর'আন

ইবনুল 'আরবী, আবূ বাকর, *আহকামুল কুর'আন*, http://www.al-islam.com

ওয়াহিদী, আবুল হাসান 'আলী, *আসবাবু নুযূলিল কুর'আন*, মাক্কাতুল মুকাররামাহ: দারুল বায, ১৯৬৮

যারকানী, মুহাম্মাদ 'আবদুল 'আযীম, *মানাহিলুল 'ইরফান ফী 'উলূমিল কুর'আন*, বৈরূত : মাতবা'আতু 'ঈসা আল-বাবী, ৩য় সংস্করণ

সাবূনী, মুহাম্মাদ 'আলী, *আত-তিবয়ান ফী 'উলূমিল কুর'আন*, বৈরূত: 'আলামুল কুতুব, ১৯৮৫

সুয়ূতী, জালালুদ্দীন, *আল-ইতকান ফী 'উলূমিল কুর'আন*, http://www.alwarraq. com

গ. আল-হাদীস

গ. ১. হাদীসগ্রন্থ

'আবদুর রাযযাক, *আল-মুছান্নাফ*

আবূ ইয়া'লা, আহমাদ আল-মুসিলী, *আল-মুসনাদ*

আবূ দাউদ, সুলায়মান, *আস-সুনান*

আবূ বাকর ইসমা'ঈলী, *আল-মু'জাম*

আবুল ফাদল আন-নূরী, *আল-মুসনাদুল জামি'*

'আলাউদ্দীন 'আলী, *কানযুল 'উম্মাল*

আহমাদ, ইবনু হাম্বাল, *আল-মুসনাদ*

ইবনু আবী শাইবাহ, আবূ বাকর 'আবদুল্লাহ, *আল-মুছান্নাফ*

ইবনু বাত্তাহ, 'উবাইদুল্লাহ, *আল-ইবানাতুল কুবরা*

ইবনু মাজাহ, আবূ 'আবদুল্লাহ মুহাম্মাদ, *আস-সুনান*

ইবনু হিব্বান, আবূ হাতিম আল-বাস্তী, *আল-মুসনাদুস সাহীহ*

ইবনুল আছীর, মাজদুদ্দীন আল-জাযরী, *জামি'উল উসূলি ফী আহাদীছির রাসূল (সা.)*

তাবারানী, আবুল কাসিম সুলায়মান, *আল-মু'জামুল কাবীর*

,, *,আল-মু'জামুল আওসাত*

,, *,আল-মু'জামুস সাগীর*

,, *,মুসনাদুশ শামিয়ীন*

তাবরীযী, ওয়ালী উদ্দীন আল-খাতীব, *মিশকাতুল মাছাবীহ*

তাহাভী, আবূ জা'ফার আহমাদ, *মুশকিলুল আছার*

তিরমিযী, আবূ 'ঈসা মুহাম্মাদ, *আল-জামি'*

দারা কুতনী, 'আলী ইবনু 'উমার, *আস-সুনান*

আদ্ দারিমী, আবূ মুহাম্মাদ, *আস-সুনান*

দায়লামী, আবু শাজা' শীরুওয়াহ, *আল-ফিরদাউস বি মা'ছুরিল খিতাব*

নাসা'ঈ, আহমাদ, *আস-সুনানুস সুগরা*

,, ,*আস-সুনানুল কুবরা*

বাযযার, আবূ বাকর আহমাদ, *আল-বাহরুয যাখির (মুসনাদুল বাযযার)*

বাইহাকী, আবূ বাকর, *শু'আবুল ঈমান*

,, ,*আস-সুনানুল কুবরা*

,, ,*দালা'য়িলুন নুবুওয়াত*

,, ,*মা'আরিফাতুস সুনান ওয়াল আছার,*

আল বুখারী, মুহাম্মাদ ইবনু ইসমা'ঈল, *আল-জামি' আস-সাহীহ*

,, ,*আল-আদাবুল মুফরাদ*

মালিক, ইমাম, *আল-মুওয়াত্তা*

মুসলিম, আবুল হুসায়ন, *আস-সাহীহ*

সুয়ূতী, জালালুদ্দীন, *জামি'উল আহাদীছ,*

হাকিম, মুহাম্মাদ আন-নিশাপুরী, *আল-মুস্তাদরাক 'আলাস সাহীহাইন*

হারিছ ও হায়ছামী, *বুগইয়াতুল বাহিছ 'আন যাওয়া'য়িদি মুসনাদিল হারিছ*

হাইছামী, নূরুদ্দীন, *মাজমা'উয যাওয়া'য়িদ ওয়া মানবা'উল ফাওয়া'য়িদ*

হুমাইদী, আবূ বাকর, *আল-মুসনাদ*

গ. ২. আল-আজযা'

আজুররী, আবূ বাকর, *আশ-শারী'আত*

আবূ নু'আইম আল-ইস্পাহানী, *ফাদা'য়িলুল খুলাফা'য়ির রাশিদীন*

,, ,*মা'আরিফাতুস সাহাবাহ*

আবূ বাকর আশ-শাইবানী, *আল-আহাদ ওয়াল মাছানী*

আহমাদ, ইমাম ইবনু হাম্বাল, *ফাদা'য়িলুস সাহাবাহ*

,, ,*আয-যুহদ*

ইবনু আবিদ দুন্ইয়া, *আল-মুহতাদারীন*

,, , *আশ-শুকর*

ইবনু আবী 'আসিম, *আল-আহাদ ওয়াল মাছানী*

ইবনু আবী দাউদ, *আল-মুসাহিফ*

ইবনুল খাল্লাল, *আস-সুন্নাত*
ইবনু বিশরান, আবুল কাসিম 'আবদুল মালিক, *আল-আমালী*
ইবনুল মুবারাক, 'আবদুল্লাহ, *আয-যুহ্দ ওয়ার রাকা'য়িক*
'ইশারী, *ফাদা'য়িলু আবী বাকর আস-সিদ্দীক রা.*
ওয়াকী', *আয-যুহদ*
তাম্মাম, আবুল কাসিম আর-রাযী, *আল-ফাওয়া'য়িদ*
তিরমিযী, *শামা'য়িল*
ফাকিহী, আবূ 'আবদুলল্লাহ মুহাম্মাদ, *আখবারু মাক্কা*
মারওয়াযী, আবূ 'আবদিল্লাহ, *তা'যীমু কাদরিস সালাত*
সুয়ূতী, *আর-রাওদুল আনীক ফী ফাদলিস সিদ্দীক*

গ. ৩. নাকদুল হাদীছ

'আজালূনী, ইসমা'ঈল আল-জাররাহী, *কাশফুল খাফা'*
'আবদুর রাহমান আল-মু'আল্লিমী, *আল-আনওয়ারুল কাশিফাতু লিমা ফী কিতাবি 'আদওয়াউন 'আলাস সুন্নাতি..'*
আলবানী, মুহাম্মাদ নাছির উদ্দীন, *আস-সিলসিলাতুদ দা'ঈফাহ* ওয়াল মাওদূ'আহ
ইবনুল জাওযী,আবুল ফারাজ 'আবদুর রাহমান, *আল-মাওদূ'আত*
বুখারী, *আল-আহাদীছুল মারফূ'আতু মিনাত তারীখিল কাবীর*
মুল্লা 'আলী আল-কারী, *আল-আছরারুল মারফূ'আতু ফী আখবারিল মাওদূ'আহ*
সাখাবী, মুহাম্মাদ 'আবদুর রাহমান,*আল-মাকাছিদুল হাসানাহ*

ঘ. শারহুল হাদীস ও 'উলূমুল হাদীস

'আযীমাবাদী, আবুত তাইয়িব মুহাম্মাদ, *'আওনুল মা'বূদ 'আলা সুনানি আবী দাউদ*
'আয়নী, বাদরুদ্দীন মাহমূদ, *'উমদাতুল কারী,* বৈরূতঃ দারু ইহয়ায়িত তুরাছিল 'আরবী,
ইবনু কুতাইবাহ, *তাভীলু মুখতালাফিল হাদীস*
ইবনু বাত্তাল, 'আলী ইবনু খালফ, *শারহুল বুখারী*
ইবনু হাজার 'আসকালানী, আহমাদ ইবন 'আলী, *ফাতহুল বারী,* বৈরূতঃ দারুল মা'রিফাহ,
কাশ্মীরী, আনওয়ার শাহ, *ফায়দুল বারী*
নাবাবী, আবূ যাকারিয়া ইয়াহয়া, *শারহু সাহীহি মুসলিম*
মুবারাকপুরী,'আবদুর রাহমান, *তুহফাতুল আহওয়াযী*
মুল্লা আল-কারী, 'আলী, *মিরকাতুল মাফাতীহ,* দিল্লী

ঙ. 'আকা'ইদ

আশ'আরী, আবুল হাসান, *আল-ইবানাতু 'আন উসূলিদ দিয়ানাতি*, আল-মাদীনাতুল মুনাওয়ারাহঃ আল-জামি'আতুল ইসলামিয়্যাহ, ১৯৭৫

ইবনু তাইমিয়্যাহ, *মিনহাজুস সুন্নাহ*

ইবনু হাজার আল-হাইতামী, *আস-সাওয়া'য়িকুল মুহরিকাহ 'আলা আহলির রাফদি ওয়াদ-দালাল ওয়ায যানদাকাতি*, বৈরূতঃ মু'আসসাতুর রিসালাতি, ১৯৯৭

ইবনু হাযম, *আল-ফাসলু ফিল মিলাল..*,

জুয়ায়নী, ইমামুল হারামাইন আবুল মা'আলী, *আল-ইরশাদ ফী উসূলিদ্দীন*

তূসী,আবূ নাসর আস-সররাজ, *আল-লুমা'*

নাসির, ড. ইবনু 'আলী, *'আকীদাতু আহলিস সুন্নাতি ওয়াল জামা'আতি ফিস সাহাবাতিল কিরাম*, রিয়াদঃ মাকতাবাতুর রুশদ, ১৯৯৩

দাতা গঞ্জে বখশ, 'আলী-আলহাজবিরী, *কাশফুল মাহজুব*, (অনু.: মুহাম্মদ সিরাজুল হক), ঢাকা : ইসলামিয়া কুর'আন মহল, ১৯৯৯

শাহারাস্তানী, *আল-মিলাল ওয়ান নিহাল*

চ. ফিকহ, ফাতাওয়া ও উসূল

ইবনুল কাইয়িম, *ই'লামুল মুওয়াক্কি'ঈন*

ইবনু কুদামাহ, মুওয়াফ্ফাকুদ্দীন, *আল-মুগনী*, বৈরূত ঃ দারু ইহ্য়া'ইত্ তুরাছিল আরবী

,, *,আশ-শারহুল কাবীর*

ইবনু তাইমিয়্যাহ, আহমাদ, *মাজমা'উল ফাতাওয়া*

ইবনু নুজায়ম, যায়নুদ্দীন, *আল-বাহরুর রা'ইক শারহু কানযিদ দাকা'ইক*, দারুল কিতাবিল ইসলামী

কাসানী, 'আলা উদ্দীন, *বাদা'ইয়ুস সানা'ই*, বৈরূত : দারুল কুতুবিল 'ইলমিয়্যাহ

নাবাবী, ইয়াহ্ইয়া, *আল-মাজমূ' শারহুল মুহায্যাব*, আল-মাত'বাআতুল মুনীরিয়্যাহ

শাতিবী, আবূ ইসহাক ইব্রাহীম, *আল-মুওয়াফাকাত*

শাফি'ঈ, মুহাম্মাদ ইবনু ইদরীস, *আল-উম্ম*, বৈরূত ঃ দারুল মা'আরিফাহ

ছ. সীরাত

আবূ শাহবাহ, *আস-সীরাতুন নাবাবিয়্যাহ*, বৈরূতঃ দারুল কালাম, ১৯৯৬

'আবদুল হাক্ক, শায়খ দেহলভী, *মাদারিজুন নাবুওয়াত*, (অনু. গোলাম মু'ঈনুদ্দীন না'ঈমী), লাহোর ঃ দিয়া'উল কুর'আন পাবলিকেশন্স,১৯৯৮

'আলী আল-হালাবী, *আস-সীরাতুল হালাবিয়্যাহ ফী সীরাতিল আমীনিল মা'মূন*, বৈরূত : দারুল মা'রিফাহ, ১৪০০হি.
ইবনু 'আবদিল বারর, *আদ-দুরার ফী ইখতিসারিল মাগাযী ওয়াস সিয়ার*
ইবনু ইসহাক, *আস-সীরাতুন নাবাবিয়্যাহ*
ইবনু কাইয়িম আল-জাওযিয়্যাহ, *যাদুল মা'আদ ফী হাদয়ি খায়রিল 'ইবাদ*
ইবনু কাছীর, *আস-সীরাতুন নাবাবিয়্যাহ*
,, *,কাসাসুল আম্বিয়া*
ইবনু সাইয়িদিন নাস, *'উয়ূনুল আছার*
ইবনু হাযম, *জাওয়ামি'উ সীরাত*
ইবনু হিশাম, *আস-সীরাতুন নাবাবিয়্যাহ*
ইবনুল জাওযী, *তালকীহু ফুহুমি আহলিল আছার ফী 'উয়ূনিত তারীখ ওয়াস সিয়ার*
ওয়াকিদী, *আল-মাগাযী*
কিলা'জী, *কিরা'আতুন সিয়াসিয়্যাতুন লিস- সীরাতিন নাবাবিয়্যাহ*
মানছূরপূরী, *রাহমাতুল লিল-'আলামীন*
মুবারাকপূরী, সাফীউর রাহমান, *আর-রাহীকুল মাখতূম*
মুহাম্মাদ ইবনু 'আবদিল ওয়াহহাব, *মুখতাছারু সীরাতির রাসূল (সা.)*
সালিহী, *সুবুলুল হুদা ওয়ার রাশাদ*
সুহায়লী, *আর-রাওদুল উনুফ*

জ. রিজাল, তারীখ, আনসাব, ...

জ. ১. আবূ বাকর (রা.)

আকবরাবাদী, *হযরত সিদ্দীকে আকবর রা.*, (অনু. মোহাম্মদ সিরাজুল হক), ঢাকা: ইফাবা, ১৯৮৭
'আক্কাদ, 'আব্বাস মাহমূদ, *'আবকারিয়্যাতুস সিদ্দীক*, বৈরূত: আল-মাকতাবাতুল 'আসরিয়্যাহ
আবদুল হালীম, *সিদ্দীকে আকবর হযরত আবু বকর (রা.)*, ঢাকা: এমদাদিয়া লাইব্রেরী, ২০০৯
'আশূর, ড. মুহাম্মাদ, *খুতাবু আবী বাকর আস-সিদ্দীক রা.*, দারুল ই'তিসাম
গোলাম মোস্তাফা, *হযরত আবু বকর (রা.)*, ঢাকা: আহমদ পাবলিশিং হাউস, ২০০৮
তানতাভী, 'আলী, *আবূ বাকর আস-সিদ্দীক রা.*, জিদ্দা: দারুল মানারাহ, ১৯৮৬
মাজদী ফাতহী, *সীরাতু ওয়া হায়াতু সিদ্দীক*, তানতা: দারুস সাহাবাহ, ১৯৯৬
মাজদী হামদী, *আবূ বাকর (রা.) রাজুলুদ দাঁওলাতি*, রিয়াদ: দারু তায়বাহ, ১৪১৫ হি.
মালুল্লাহ, মুহাম্মাদ, *আবূ বাকর আস-সিদ্দীক রা.*, মাকতাবাতু ইবনি তাইমিয়্যাহ, ১৯৮৯

মাহমূদ আল-বাগদাদী, *'আতীকুল 'উতাকা' আল-ইমাম আবূ বাকর আস-সিদ্দীক রা.*, বৈরূতঃ দারুন নাদওয়াতিল জাদীদাহ্, ১৯৮৮

মুহাম্মাদ রিদা, *আবূ বাকর আস-সিদ্দীক রা.*

মুহাম্মাদ 'আবদুর রাহমান, *আবূ বাকর আস-সিদ্দীক, আফদালুস সাহাবাতি ওয়া আহাক্কাহুম বিল খিলাফাতি*, দারুল কাসিম, ১৯৮৯

শারকাভী, 'আবদুর রাহমান, *আস-সিদ্দীক আউয়ালুল খুলাফা'*, দারুল কিতাবিল 'আরবী, ১৯৯০

শালবী, মাহমূদ, *হায়াতু আবী বাকর রা.*, বৈরূত : দারুল জীল, ১৯৭৯

সাল্লাবী, ড. 'আলী, *আবূ বাকর আস-সিদ্দীক (রা.) : শাখসিয়্যাতুহু ওয়া 'আছরুহু*, কায়রোঃ দারুল ফাজর, ২০০৩

হায়কাল, মুহাম্মাদ হুসায়ন, *আস-সিদ্দীক আবূ বাকর রা.*, মিসরঃ দারুল মা'আরিফ, ১৯৭১

জ. ২. তাবাকাত, রিজাল

আবূ নু'আইম আল-ইস্পাহানী, আহমাদ, *হিলয়াতুল আওলিয়াহ*

ইবনু 'আদী, 'আবদুল্লাহ আল-জুরজানী, *আল-কামিল ফী দু'আফা'য়ির রিজাল*, বৈরূত ঃ দারুল ফিকর, ১৯৯৮

ইবনু 'আবদিল বাররর, *আল-ইস্তি'আব*

ইবনু খাল্লিকান, *ওয়াফায়াতুল আ'ইয়ান*

ইবনু মাকূলা, *আল-ইকমাল*

ইবনুল আছীর, 'ইযযুদ্দীন, *উসদুল গাবাহ*

ইবনুল জাওযী, আবুল ফারাজ 'আবদুর রাহমান, *সিফাতুস সাফওয়াহ*

ইবনুল জাযরী, *গায়াতুন নিহায়াতি ফী তাবাকাতিল কুররা'*

ইবনু শাকির, ফাওয়াতুল ওয়াফায়াত

ইবনু সা'দ, মুহাম্মাদ, *আত-তাবাকাতুল কুবরা*, বৈরূত : দারু সাদির, ১৯৬৮

ইবনু হাজার 'আসকালানী, *আল-ইসাবাহ*

,, , *লিসানুল মীযান*

ইবনু হিব্বান, *আছ-ছিকাত*

ইয়াফি'ঈ, মির'আতুল জিনান..

'উকায়লী, আবূ জা'ফার মুহাম্মাদ, *কিতাবুদ দু'আফা'য়িল কাবীর*, বৈরূত ঃ দারুল কুতুবিল 'ইলমিয়্যাহ্, ১৯৯৮

কান্দালভী, *হায়াতুস সাহাবাহ*

নাবাবী, *তাহযীবুল আসমা..*

বাকর আবূ যায়িদ, তাবাকাতুন নাসসাবীন,

গ্রন্থপঞ্জি

আল বুখারী, মুহাম্মাদ ইবনু ইসমা'ঈল, *আত-তারীখুল কাবীর*

মাহমূদ আল-মিসরী, *আসহাবুর রাসূল*

মিযযী, *তাহযীবুল কামাল*

আয্ যাহাবী, আবূ 'আবদুল্লাহ মুহাম্মাদ, *মিযানুল ই'তিদাল ফী নাকদির রিজাল*, বৈরূত ঃ দারুল মা'আরিফাহ

,, , *সিয়ারু আ'লামিন নুবালা*

,, , *তাযকিরাতুল হুফফায*

যিরাক্‌লী, খায়রুদ্দীন, *আল-আ'লাম*, বৈরূত ঃ দারুল 'ইলম লিল-মালা'ঈন, ১৯৮০

রাফীকুল 'আয্‌ম, *আশহারু মাশাহীরিল ইসলাম ফিল হারবি ওয়াস সিয়াসাতি*, বৈরূত: দারুর রা'য়িদ, ১৯৮৩

সাফাদী, *আল-ওয়াফী বিল-ওয়াফায়াত*

জ. ৩. তারীখ

আবুল ফিদা, *আত-তারীখ*

,, ,*আল-মুখতাছার ফী আখবারিল বাশার*

আবূ মাজলীল, *ফিত-তারীখিল ইসলামী*

আল-মুহিব্বু আত-তাবারী, *আর-রিয়াদুন নাদিরাতু*

'ইছামী, *সিমতুন নুজূম..*

ইবনু 'আসাকির, *তারীখু দিমাশক*

ইবনু কাছীর, *আল-বিদায়াতু ওয়ান নিহায়াতু*

ইবনু খালদুন, *কিতাবুল 'ইবার..* (তারীখু ইবনি খালদূন)

,, ,*আল-মুকাদ্দামাহ*

ইবনু মুতাহহির, *আল-বাদ'উ ওয়াত তারীখু*

ইবনুল আছীর, 'ইযযুদ্দীন, *আল-কামিল ফিত- তারীখ*

ইবনুল 'আদীম, *বুগইয়াতুল তালাব ফী তারীখি হালাব*

ইবনুল 'আরাবী, *আল-'আওয়াসিম মিনাল কাওয়াসিম*

ইবনুল ওয়ারদী, *আত-তারীখ*

ইবনুল জাওযী, *আল-মুনতাযিম*

ইয়া'কূবী, *আত-তারীখ*

'উলায়মী, *আল-উনসুল জালীল বি-তারীখিল কুদসি ওয়াল খালীল*

কালকাশান্দী, *মা'আছিরুল ইনাকাতি ফী মা'আলিমিল খিলাফাতি*, বৈরূত: 'আলামুল কুতুব

খাতীব বাগদাদী, *তারীখু বাগদাদ*

খালিদ মাহমূদ, *খুলাফায়ে রাশিদীন*, লাহোর : দারুল মা'আরিফ, ১৯৮৮

খালিদ, মুহাম্মাদ, *খুলাফা'উর রাসূল সা.*, বৈরূত: দারুল ফিকর, ১৯৮৩
খালিদী, *আল-খুলাফা'উর রাশিদূন*
জাওয়াদ 'আলী, *আল-মুফাছ্ছাল ফী তারীখিল 'আরব..*
আত্ তাবারী, মুহাম্মাদ ইবনু জারীর, *তারীখুর রুসুল ওয়াল মুলূক*
,, *,তারীখুল উমাম ওয়াল মুলূক*
নজিবাবাদী, আকবার শাহ খান, *ইসলামের ইতিহাস ১ম খণ্ড,* (অনূদিত), ঢাকা: ইফাবা, ২০০৫
নাদভী, আবুল হাসান 'আলী, *আল-মুরতাদা,* দিমাশক: দারুল কালাম, ১৯৯৮
নুমাইরী, *তারীখুল মাদীনাহ*
বাকরী, *'উমার ইবনুল খাত্তাব*
মা'ঈনুদ্দীন নাদভী, *সাহাবা চরিত-১, খুলাফায়ে রাশেদীন,* ঢাকা: ইফাবা, ১৯৯৪
মাস'উদী, *মুরূজুয যাহাব,*ইয়াসরী, *তারীখুদ দা'ওয়াত ফী 'আহদিল খুলাফা'*
যাহাবী, আবূ 'আবদুল্লাহ মুহাম্মাদ, *তারীখুল ইসলাম*
শাজা', ড.আবদুর রাহমান, *আল-ইয়ামান ফি সাদরিল ইসলাম,* দিমাশক: দারুল ফিকর
সামহুদী, *খুলাসাতুল ওয়াফা*
সুয়ূতী, *তারীখুল খুলাফা'*
হামিদ, ড., *আল-আনসার ফিল 'আসরির রাশিদী*
হানী, ড. ইয়ুসরী মুহাম্মাদ, *তারীখুদ দা'ওয়াত ইলাল ইসলাম ফী 'আহদিল খুলাফা'য়ির রাশিদীন,* মাক্কাহ: জামি'আতু উম্মিল কুরা, ১৪১৮
হুমাইদী, *আত-তারীখুল ইসলামী*
Cristensen,, *Iran sous les Sassanide,* Paris, 1994.
Hitti, *History of the Arabs,* India : Macmillan, 2006
Kremer, *The orient under the Caliphs*, (tra. Prof. Khuda Baksh)
Muir, William, *The Khilafat, its rise, decline and fall*

অ. ৪. বুলদান

আযদী, আবূ যাকারিয়া, *ফুতূহুশ শাম*
ইবনু আ'তাম, *আল-ফুতূহ*
ইবনুল 'আরাবী, *তারীখু মুখতাসারিদ দুওয়াল*
'উমরী, 'আবদুল 'আযীয, *আল-ওয়ালায়াতু 'আলাল বুলদান ফী 'আসরিল খুলাফা'য়ির রাশিদীন*
ওয়াকিদী, ফুতুহুশ শাম,
বালাযুরী, *ফুতূহুল বুলদান*
সাখাবী, *আত-তুহফাতুল লাতীফা ফী তারীখিল মাদীনাতিশ শারীফাহ*

হামাভী, মু'জামুল বুলদান,

হাররাবী, *আদ-দুওয়ালুল 'আরাবিয়্যাতুল ইসলামিয়্যাহ*

জ. ৫. আনসাব

বালাযুরী, *আনসাবুল আশরাফ*

মুস'আব আয-যুবাইরী, *নাসাবু কুরায়শ,* কায়রোঃ দারুল মা'আরিফ

সাহারী, আল-আনসাব

ঝ. সমাজ, রাষ্ট্র, প্রশাসন ও অর্থব্যবস্থা

আবদুর রহীম, মাওলানা মুহাম্মদ, *খিলাফাতে রাশেদা,* ঢাকা:-খায়রুন প্রকাশনী, ২০০৫

আবূ 'উবাইদা, *কিতাবুল আমওয়াল,*

আবূ ইউসূফ, *কিতাবুল খারাজ,*

'আলী আসগার, *মুসলিম প্রশাসন ব্যবস্থার ক্রমবিকাশ,* রাজশাহীঃ বুকস প্যাভিলিয়ন, ১৯৮৯

ইবনুল আযরাক, *বাদা'ইয়ুস সিলক ফী তাবা'য়িল মুলক*

ইবনুল কাইয়িম, *আহকামু আহলিয যিম্মাহ*

ওয়ালী উল্লাহ, *ইযালাতুল খাফা 'আন খিলাফাতিল খুলাফা'*

গওহর রাহমান, *ইসলামী সিয়াসাত,* লাহোরঃ এদারায়ে মা'আরিফ ইসলামী

বাজনূরী, রিয়াসাত আলী, *শূরা কী শার'ঈ হায়ছিয়্যাত,* ইউ.পি.: শায়খুল হাদীস একাডেমী, ১৯৮৭

বানসাভী, সালিম, *আল-খিলাফাতু ওয়াল খুলাফা'উর রাশিদূন বায়নাশ শূরা ওয়াদ দিমুকিরাতিয়্যাহ,* কুয়েতঃ মাকতাবাতুল মানার, ১৯৯৭

মাওদূদী, সাইয়েদ আবুল আ'লা, *ইসলামী রাষ্ট্র ও সংবিধান,* ঢাকাঃ শতাব্দী প্রকাশনী, ২০০৪

মাওয়ার্দী, *আল-আহকামুস সুলতানিয়্যাহ,*

শাভী, ড. তাওফীক, *ফিকহুশ শূরা ওয়াল ইস্তিশারাহ,* আল-মানছুরাহঃ দারুল ওয়াফা', ১৯৯২

সিদ্দীকী, ড.ইয়াসিন মাযহার, *রাসূল মুহাম্মাদ (সা.)-এর সরকার কাঠামো,* (অনু. মুহাম্মদ ইব্রাহীম), ঢাকাঃ ইফাবা

সুলাইমান, ড. ইবনু সালিহ, *আল-ইদারাতুল 'আসকারিয়্যাহ ফিদ দাওলাতিল ইসলামিয়্যাহ,* মাক্কাহঃ জামি'আতু উম্মিল কুরা, ১৯৯৮

হাবীবুল্লাহ, *হুযুরে আকরাম কী সিয়াসী যিন্দেগী*

হামীদুল্লাহ, *মাজমু'আতুল আল-ওয়াছা'য়িকুস সিয়াসিয়্যাতি লিল-'আহদিল নাবাবী ওয়াল খিলাফাতির রাশিদাহ,* দারুন নাফা'য়িস, ১৯৮৫

Machiavelli, *The prince and the discourses*

Maciver, R.M., *The web of government*

Siddiqi, *Origin and Development of Muslim Instititions,* Karachi: Jamayatul Falah Publication, 1962

Von kremer, *Politics in Islam*

এঃ. অভিধান ও সাহিত্য

এঃ. ১. অভিধান

ইবনু মানযূর, আবুল ফাদাল জামালুদ্দীন, *লিসানুল আরব*, ইরান: নাশরু আদবিল হাওযা,কুম, ১৪০৫হি.

ফাইয়ূমী, *আল-মিসবাহুল মুনীর*

এঃ. ২.

'আবদুল কাদির আল-বাগদাদী, *খাযানাতুল আদাব*

আবূ যায়িদ আল-কুরাশী, *জামহারাতু আশ'আরিল 'আরাব*

আবুল ফারয আল-ইস্পাহানী, *আল-আগানী*

ইবনু 'আব্দ রাব্বিহি, *আল-'ইকদুল ফারীদ,*

ইবনু 'আবদিল বারর, *বাহজাতুল মাজালিস ওয়া উনসুল মাজালিস,*

ইবনু আবিল হাদীদ, 'আবদুল হামীদ, *শারহু নাহজিল বালাগাহ*, তাহকীক : মুহাম্মদ আবুল ফাদল ইবরাহীম, মিসর: মাতবা'আতু 'ঈসা আল-হুলবী, ১৩৮১হি.

ইবনু কুতাইবাহ, *'উয়ূনুল আখবার*

ইবনু রাশীক, *আল-'উমদাহ*

ইবনু সালাম আল-জুমহী, *তাবাকাতু ফুহুলিশ শু'আরা*

জাহিয, *আর-রাসা'য়িল*

,, ,*আল-বায়ান ওয়াত-তাবয়ীন*

,, ,*আল-মাহাসিন ওয়াল আযদাদ*

নুওয়ায়রী, *নিহায়াতুল আরাব ফী ফুনূনিল আদাব*

মায়দানী, *মাজমা'উল আমছাল,*

মুবাররাদ, আবুল 'আব্বাস মুহাম্মাদ, *আল-কামিল ফিল লুগাতি ওয়াল আদাবি,* Error! Hyperlink reference not valid.. com

শামশাতী, *আল-আনওয়ার ওয়া মাহাসিনুল আশ'আর*

হাসসান, ইবনু ছাবিত (রা.), *দিওয়ানু হাসসান*

ট. বিবিধ

ইবনুল কাইয়িম, *'উদ্দাতুস সাবিরীন ওয়া যাখীরাতুশ শাকিরীন,* বৈরূত: দারুল কুতুবিল 'ইলমিয়্যাহ

ইয়াহইয়া, ড., *মারভিয়্যাতু আবী মুখান্নাফ ফী তারীখিত তাবারী,* রিয়াদ: দারুল 'আসিমাহ, ১৪১০হি.

জিয়ানী, *আলকাবুস সাহাবাতি ওয়াত তাবি'ঈন,* http://www.alwarraq.com

নাবাবী, ইয়াহ্ইয়া ইবনু শারফ, *কিতাবুল আযকার*

সাফারীনী, মুহাম্মাদ ইবনু আহমাদ, *গিযাউল আলবাব ফী শারহি মানযূমাতিল আদাব,* বৈরূত: দারুল কুতুবিল 'ইলমিয়্যাহ, ২০০২

নুরুদ্দীন, আবু সাঈদ, *মহাকবি ইকবাল,* ঢাকা: আল্লামা ইকবাল সংসদ, ১৯৯৬

মু'জামিল মা'আলিমিল জুগরাফিয়াতি আল-ওয়ারিদাতি ফিস-সীরাতিন নাবাবিয়্যাহ, http://www.al-islam.com

ইসলামী বিশ্বকোষ, ঢাকা: ইফাবা, ১৯৯৩

ঠ. পত্র-পত্রিকা ও সাময়িকী

কাওমী ডাইজেস্ট, পাকিস্তান : কাওমী পাবলিশার্স, খণ্ড-৭, সংখ্যা-৭ ও ৮ (সিদ্দীক আকবার রা. সংখ্যা), জানুয়ারী-ফেব্রুয়ারী, ১৯৮৫

দা'ওয়াত (সাপ্তাহিক), লাহোর : তাহরীকে ইহয়া আকদারে ইসলামী, ১৯৬৩-৪

কাকাখীল, মুহাম্মাদ নাযীর, ইসলাম মে আযাদী কা তাসাওউর, *মাসিক ফিকর ও নাযার,* ইসলামাবাদ : ইদারায়ে তাহকীকাতে ইসলামী, খণ্ড.৭, সংখ্যা-৭, নভেম্বর, ১৯৬৯